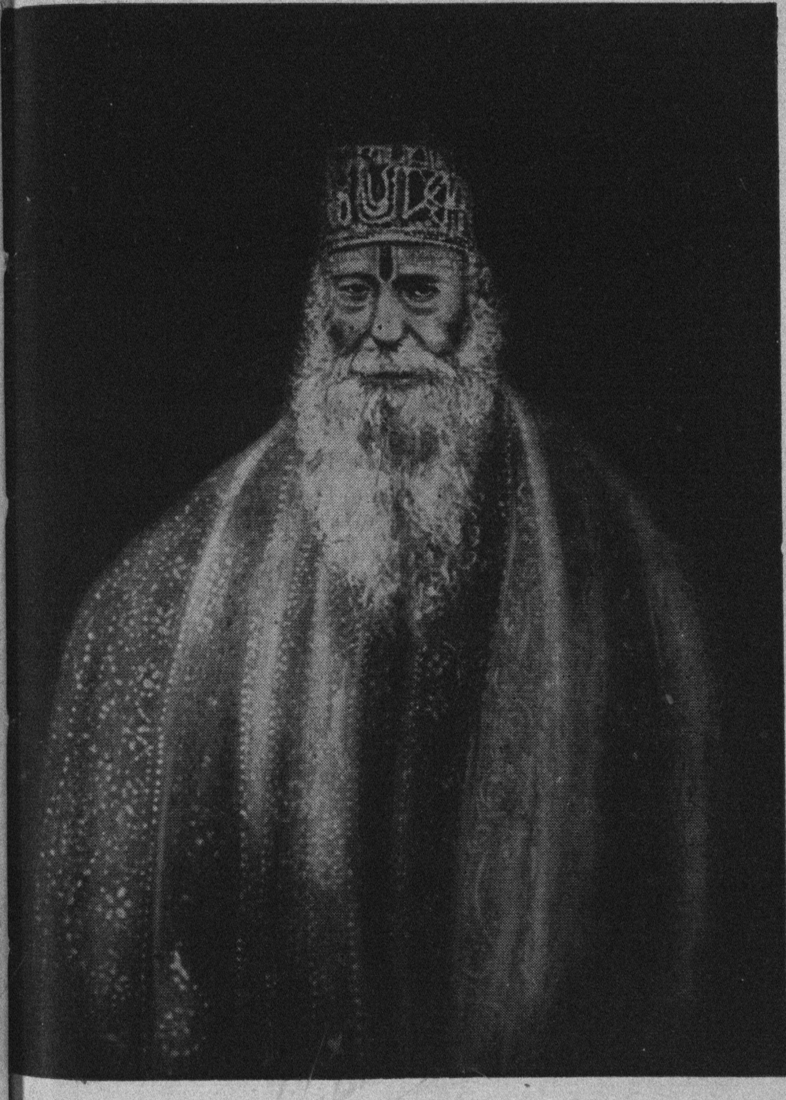
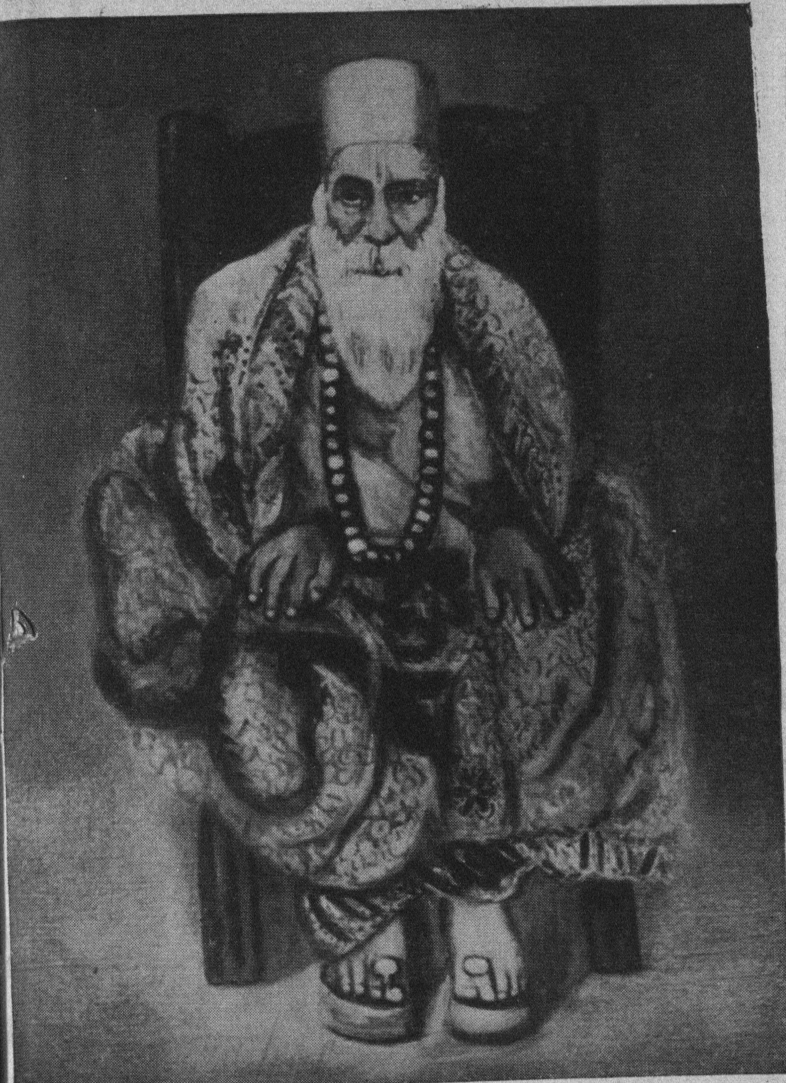
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম



রসরসিকাচার্য্য

অনন্তশ্রী বিভূষিত যুগলানন্য শরণজী মহারাজ।

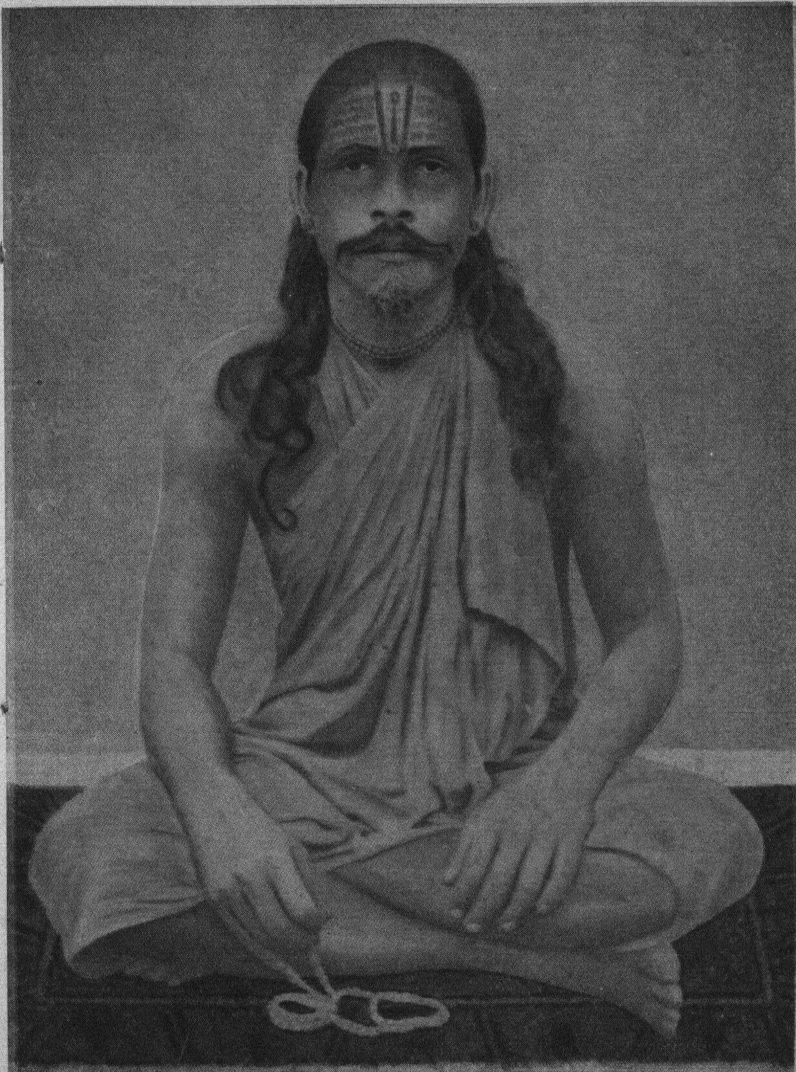
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম



রসরসিকাচার্য্য

অনন্তশ্রী বিভূষিত জানকীবর শরণজী মহারাজ।

দ্বাদস অচ্ছর মন্ত্র পুনি জপহিঁ সহিত অনুরাগ।
শ্যামল গৌর ছবি অনুপম তাপস মন অতি লাগ॥



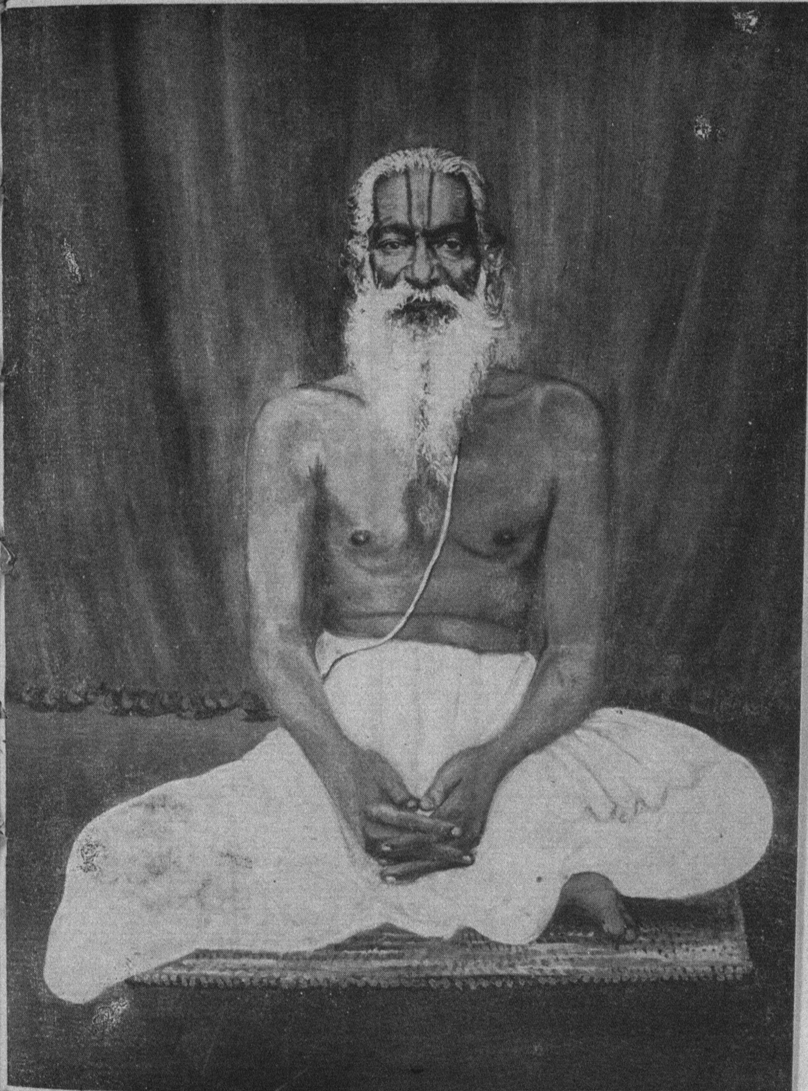
অনেকজন্মসম্প্রাপ্তকর্মেন্ধনবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানাগ্নিদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীসদ্গুরু চরিত মানস

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে-পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম



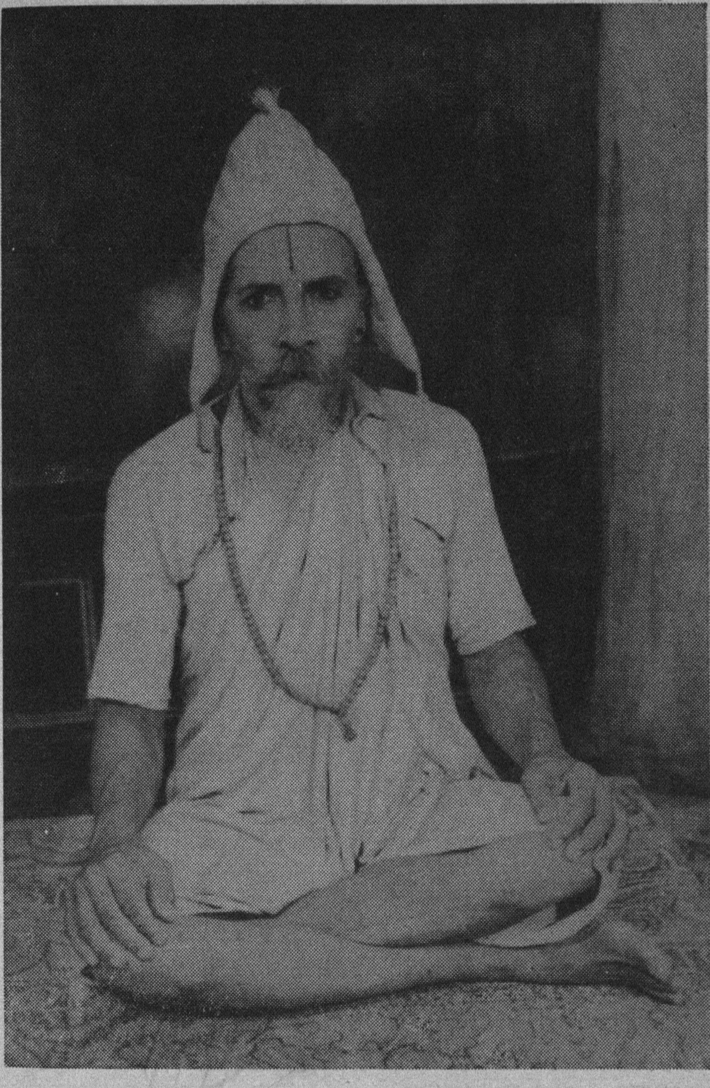
পরম ভাগবৎ শ্রীজানকীবল্লভ শরণজী মহারাজ।

মহৎ প্রসঙ্গ

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁহাদের বিমল সংলাপে হৃদয় ব নবীন প্রেরণায় অনুরঞ্জিত হইয়াছে—প্রণত চিত্তে তাঁ দিব্য স্মরণে ধন্য হইলাম—

১। চিন্ময় আনন্দ নির্ঝর সিয়ারাম নামামৃত।
২। শ্রীরামচরিত মানস - তুলসীদাস
৩। বিনয় পত্রিকা— „
৪। পদাবলী— „
৫। শ্রীমদ ভাগবৎ—অধ্যাপক বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যা ও প্রণতি সান্ন্যাল।
৬। বৃহৎ উপাসনা রহস্য—অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহার
৭। প্রেমলতা পদাবলী - „
৮। প্রেমলতা বারাখরী-- „
৯। শ্রীসীতারাম নাম বৈভব শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যা
১০। গীতা মাধুকরী -শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী।
১১। উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ - শ্রীরণজিৎ লাহিড়ী।
১২। প্রেমধর্ম্ম—শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।
১৩। বেদ বাণী—স্বামী পূর্ণানন্দ।
১৪। স্তব কুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
১৫। মানস পীযূষ (ভক্তি অঙ্ক)—গীতা প্রেস, গোরখপুর।
১৬। ভক্তমাল—
১৭। শ্রীশ্রীযিশুখৃষ্ট—অধ্যাপক বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। শ্রীশ্রীভক্তি রহস্য কণিকা—শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী।
১৯। শ্রীশ্রীলীলা মাধুরী—শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ।
২০। শ্রীরাধামাধব চিন্তন হনুমান প্রসাদ সম্পাদিত।

বিনিশ্চিতং বদামি তে ন অন্যথা বচাংসি মে।
গুরুং জনা ভজন্তি যেঽতিদুস্তরং তরন্তি তে ॥



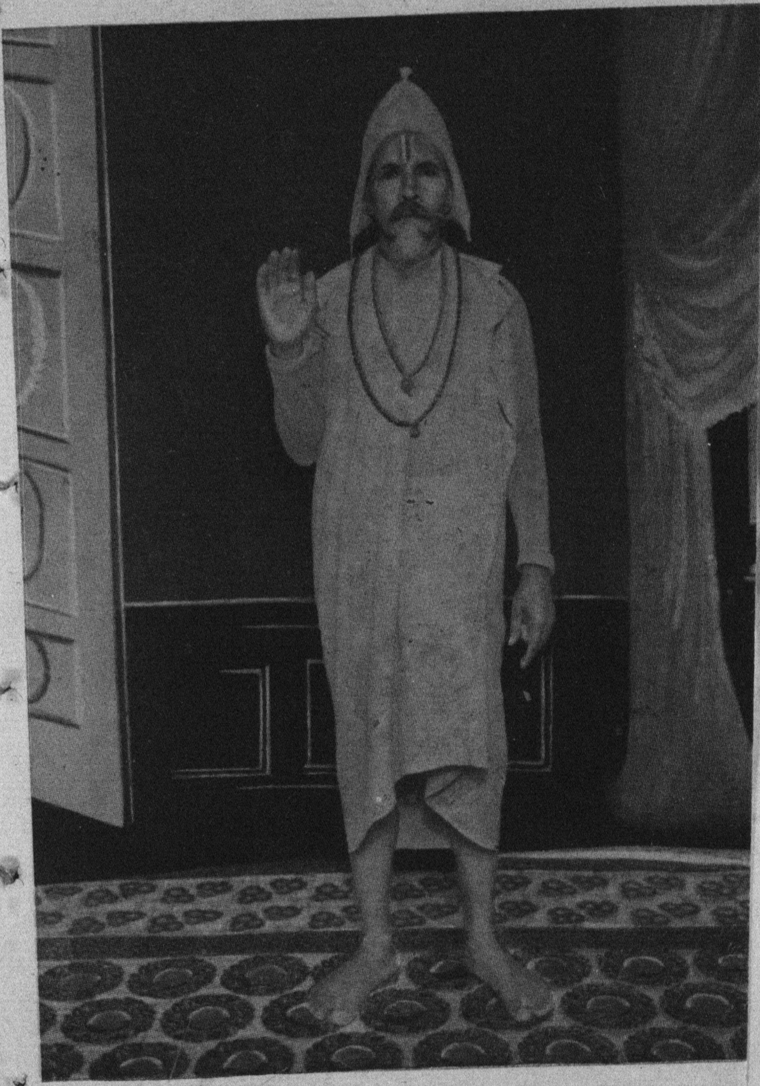
. শ্রীসিয়ারঘুনাথ চরণ রতি মোরে।
অনুদিন বড়ো অনুগ্রহ তোরে ॥

উৎসর্গ পত্র

শ্রীমৎ স্বামী যুগলানন্য শরণজী মহারাজের
শ্রীকর কমলে

মহাঋষি কবি যুগলানন্য সন্ত উদার আপ্তকাম।
নির্ভরা প্রেমে নিত্য নবীন চিন্ময় স্বামী মুগ্ধ ধাম॥
কী কব তব করুণা অমান একদা স্বপনে আসি।
দিব্য বারতা কহিলে যে স্বামী নয়নে নয়নে ভাসি॥
উজল করিলে বিবেক বুদ্ধি চিন্ময় রতি গানে!
শ্রীগুরু প-ত্ব গোপন রহস কহিলে যে কানে কানে॥
সে বিশ্ব বারতা বিজ্ঞান বেদ যথামতি কবি পান।
ছন্দ বিহীন স্খলিত সুরাগে রচিনু এ মোর গান॥
পুষ্প ঝরা কুঞ্জ কাননে একদা নিভৃতে বসি।
চিন্ময় রাগে মুদিত সুতনু নামে নামে ভরা হাসি॥
মঞ্জরী প্রেম জানকীবল্লভ প্রীতিলতা প্রেমলতা।
যুগল বিহারিণী পরিকর সনে গাহিবে কা দীন কথা॥
রসিক সভার হে রসরাজ তব নয়ন কিরণ পাতে।
গোপন পীরিতি প্রকট হইবে মধুরাতে মধুরাতে॥
সেবা সুখ ভরা পুলক বিহার মহারাসে লয়লীন।
কুঞ্জে কুঞ্জে বাজিবে মধুর দ্বৈত প্রেমের বীণ॥
এই শুভ দানে রাখিও চরণে অযাচিত বরধাম।
পরাণ বধুয়া অন্তরযামী রঘুনাথ সিয়ারাম॥

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব॥



সোই সুখ সোই গতি সোই ভগতি সোই নিজ চরণ সনেহ।

শ্রীসদ্‌গুরু কৃপা প্রকাশ

পরম ভাগবৎ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত

১। শ্রীসীতারাম নাম বৈভব।

২। শ্রীযুগল ভজন পদাবলী।

*

শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত

১। শ্রীসীতারাম নাম বিলাস।

২। শ্রীপ্রেমলতা চরিত্র সুধা।

৩। শ্রীনাম পীযূষ ধারা।

* ৪। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দন।

৫। শ্রীকৃপাকুঞ্জ কথা।

৬। শ্রীগুরু জ্ঞান মঞ্জুষা।

* ৭। শ্রীগুরু ভজন বিনোদ।

* ৮। শ্রীজানকীবল্লভ শরণ পদাঙ্কবতি।

* ৯। শ্রীহনুমৎ বিনোদ চন্দ্রিকা।

সম্পাদক ও প্রকাশক

* ১০। শ্রীসদগুরু চরিত্র সেবা।

* চিহ্নিত গ্রন্থগুলি সরল হিন্দী ভাষায় প্রণীত।

গ্রন্থ বন্দনা

ভজহু রে মন ভকতি মোহন
শ্রীগুরু চরিত মানস রে।
সুমতি বিশ্বাস দৈন্য অভিলাষ
বাসনা কর যদি অনুরাগ রে॥
বেদ পুরাণ গীত শাস্ত্র নিরূপিত
অখিল তত্ত্বসার শ্রীনাম রে।
সাধন পরা সুখ ভজন বৈভব
দাস্য মধুর রসে অকথ রে॥
বিরতি বিজ্ঞান আত্ম নিবেদন
ধ্যান মগন যোগ কর্ম রে।
প্রেম সরসি সেবা সুরভিত
কুঞ্জ কুঞ্জ প্রতি বাস রে॥
সপ্তাবরণ পরে দিব্য সরোবরে
মুদিত কমল কলি করুণা রে
শ্রীরাম অনুখন মধুর মধুর ভণ
মঞ্জরী প্রেম অলি নিত্য নবীন রে।
এ ভকতি সুধাকর দিব্য ঝর ঝর
করুণা কিরণে সদা উজল রে।
কান্ত স্বজনগণের নিত্য হৃদয় হার।
কল্যাণ কামতরু নিখিল ভুবনে রে॥

শ্রীবৈষ্ণব স্তুতি

ভজ নন্দন নন্দন জগজন পাল

হরি গুরু বৈষ্ণব দীনদয়াল।

কান্ত শিরোমণি সন্ত উদাব

মঞ্জরী প্রেম রূপ রসাল॥

কনক প্রেম প্রীতি যুগল বিহারিণী

সঙ্গ পরম যোগী বৈদেহীলাল।

নন্দ মগন মন ললী মিথিলেশ

ভক্তি অনাময় চর্চ্চিত ভাল॥

শান্তি সদন সুখ বিনয় অনুপম

কৌস্তুভ মণিময় কণ্ঠকে মাল।

বিনবহি দাসী গহি যুগ চর্ণ

জয় জয় গুরুপদ কঞ্জ কৃপাল॥

প্রার্থনা

হে করুণেশ ! দীনবন্ধো ! জগদীশ পাহি মাম।
হে প্রণতপাল। জীবনদীপ ভূয়োভূর্যঃ নমামি ত্বাম্
জাড্যঞ্চ হৃদয়তমঃ দূরীকৃত্বা দেহি বিমল জ্ঞানঘনম্।
প্রপন্ন দীনার্ত্ত চিত্তং শ্রীযুগল সেব্যমান জীবনম্॥

ত্বং হি সমর্থঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বান্তর্যামী অখিলান্তরাত্মা।
দেহি ভক্ত্যনিপায়িনীং ভবতঃ পদারবিন্দে রতিং নির্ভরাঞ্চ
নমামি পুনরপি নমামি কেশব ! হে করুণাময় সাধো!
ক্ষমস্ব অশেষ পাতক দুষ্টোঽহং শরণং ত্বাং ব্রজামি॥

সূচীপত্র

বার্ত্তা সন্দীপনী—

১।	প্রথম নিবেদন	ঃ	প্রেম	১—১৮৪
২।	দ্বিতীয় নিবেদন	ঃ	ভক্তি	১৮৫—৩৪৮
৩।	তৃতীয় নিবেদন	ঃ	অর্চ্চনা	৩৪৯—৪৩২
৪।	চতুর্থ নিবেদন	ঃ	সেবা	৪৩৩—৫৫২
৫।	পঞ্চম নিবেদন	ঃ	বিলাস	৫৫৩—৭১৬
৬।	ষষ্ঠ নিবেদন	ঃ	সুখ	৭১৭—৭৫৮
৭।	সপ্তম নিবেদন	ঃ	আবর্ত্তি	৭৫৯—৭৯৮

২১ নং হায়েৎ খাঁ লেন, কলিকাতা, পরিবেশক প্রেস হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ছবিগুলি মোহন আর্ট প্রেস, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হইতে মুদ্রিত।

বার্ত্তা সন্দীপনী

এক

চিন্ময আনন্দসিন্ধু সদ্‌গুরু ভগবান অনন্ত শ্রীবিভূষিত সিয়াবঘুনাথ শরণজী মহাবাজের জন প্রতি নিহের্তুক কৃপা-করুণা ও মুগ্ধ প্রেরণায় এই দীন গ্রন্থখানি সজ্জনবৃন্দেব যৎকিঞ্চিৎ সেবাব সৌভাগ্য লইয়া সুধী সমাজে প্রকাশিত হইল! পরম নিষ্কিঞ্চন শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মা অচিন্ত্য রূপ-শোভা মণ্ডিত দিব্য সান্দ্রানন্দ - বিস্তার ও আস্বাদন হেতু—আপনি নির্ভরা প্রেম-বৈভবে—এই গ্রন্থ রচনা কার্য্যে—সামান্য হীনমতি লেখককে যখন যেরূপে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন—লেখকও যন্ত্রচালিতের ন্যায়—তৎ তৎ রসে বসাযিত হইয়া নিজ অনুভব দর্শনগুলি আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়-বস্তু রূপে উপস্থিত কবিয়াছেন। যথার্থ বলিতে কী এই গ্রন্থ বিশেষটি —আপ্তকাম সন্ত শিরোমুণির অচিন্ত্য বিনোদ বৈভবের একটি সামান্য কৌতুক মাত্র!

শ্রীসদ্‌গুরু মহারাজেব দিব্য কৃপা বৈচিত্র্যে আলোচ্য গ্রন্থটি বহুলাংশে মহামতি তুলসীদাস কৃত শ্রীবাম চরিত মানস গ্রন্থের চিন্ময় রূপ ও রেখায় আপন প্রাণেব পূজার আয়োজন করিয়াছে! বলা বাহুল্য মহামতি তুলসীদাস কৃত শ্রীবাম চরিত মানস গ্রন্থখানি সুধী সমাজে সুবিদিত! কী পারমার্থিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায—কী অচিন্ত্য ভাব-সুষমায়—কী দিব্য আনন্দ নিসেবনে—কী অখণ্ড আত্ম-নিবেদনে—অখিল বিশ্বের এই পরম পূজ্য ধর্ম্মগ্রন্থটি যে সর্ব্বতোভাবে অলোকসামান্য তাহা ভাগ্যবান পাঠকবর্গ মুগ্ধ বিস্মযে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুধী পাঠকবর্গের অবজ্ঞাতার্থে প্রসঙ্গতঃ শ্রীরাম চবিত মানস গ্রন্থের সামান্য পরিচয় নিম্নে যথামতি লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

বাস্তবিক মহাকবি তুলসীদাস শ্রীরাম চরিত মানস গ্রন্থে দিব্য ভাব ও ভাষায় – ছন্দ ও গাঁথায় ইষ্ট পদে তাঁহার প্রাণের ভজন গাহিয়াছেন! তাঁহার অখণ্ড মাধুর্য্যমণ্ডিত দিব্য অনুভব দর্শনে যথামতি নিমজ্জিত হইলে মহাকবির মর্ম্ম রূপটি হৃদয়ে সততই প্রকাশিত হইয়া উঠে এবং সেই চিন্ময় ভাব-দশায় অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডটি সহসা তুলসীর শ্রীরাম রসে রঞ্জিত হইয়া উঠে! ভক্ত শিরোমণির দিব্য করুণায় মুগ্ধ হৃদয় তখন তদ্গত চিত্ত হইয়া অবলোকন করেন যে—শ্রীরাম—শ্রীরামের নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্য ভক্তি চিন্তামণি ও শ্রীরাম ভক্ত—এই তিনটি অচিন্ত্য অপৃথক সত্ত্বা—শ্রীরাম নামের দিব্য লীলা অঙ্গনে সতত একরস মাধুর্য্যে পর্য্যুসিত! শ্রীরাম নামের সুধা নিকুঞ্জে—ভক্তি-ভক্ত ও ভগবানের অখণ্ড মিলন বাস! বস্তুতঃ পরম অপ্রাকৃত নিত্যলীলা সমুজ্জ্বল শ্রীরাম নামের অন্তর ও বাহির —চিন্ময় মাধুর্য্যানন্দে নিত্য ঝর ঝর—এবং সেই দিব্য মহারাস মণ্ডপে —পুরুষোত্তম শ্রীরাম আপন অচিন্ত্য বিলাস বৈভবে—অশেষ দেশ ও কালের দিব্য অঙ্গনে—তৎপাদপঙ্কোজভৃঙ্গ স্বরূপিনী দিব্য লীলা ললনাগণের সহিত মুদিত বিহার রসে নিত্য নিমজ্জিত। ইহাই বাস্তবিক শ্রীপুরুষোত্তম সেবিত চিন্ময় ভগবদ্ধাম - ইহাই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে নিত্য সাকেত —ইহাই চিন্ময় ভক্তি মহামণির অনন্য মহাপ্রকাশের মুগ্ধ সংলাপ।

বাস্তবিক মহামতি তুলসীদাস অখণ্ড শাস্ত্র নিচয় মন্থন করতঃ মধুময় গ্রাম্য গিরায় তাঁহার প্রাণের এই দিব্য বসন্তোৎসবের সাম গীতি গাহিয়াছেন এবং এই অখণ্ড মাধুর্য্য মণ্ডিত চিন্ময় লীলা পরিক্রমায়—বৈদিক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মুগ্ধ সংলাপগুলি অচিন্ত্য সাবলীল ধারায় জন সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। যথার্থ বলিতে কী—অচিন্ত্য মহৎ করুণায় তাঁহার প্রাণের গ্রন্থটি—কী চিন্ময় কাব্য প্রতিভায়—কী দীপ্ত রস মাধুর্য্যে—কী অনন্য করুণা কিরণে—সপ্তলোক ভেদ করতঃ প্রাণপ্রিতমের নিত্য নিকুঞ্জে আপন মুগ্ধ সেবায় আপনি চরিতার্থ!

এই চিন্ময় তত্ত্ব পরিক্রমায় নিত্য লীলা সমুজ্জ্বল অনন্য ভক্তের মধুর রূপটি অখণ্ড ভক্তি রসাপ্লুত দার্শনিক অভিব্যক্তিতে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং সেই দিব্য ভাবদর্শনে নিষ্ণাত হইলে বলিতে হয় যে মহামতি তুলসীদাসের দিব্য পারমার্থিক সত্ত্বাটি অনন্য ভাব ভজনে শ্রীরাম ভক্তির চিন্ময় সুধা সলিলে সুখী মীন সম সহজ সুখে নিত্য বিনোদ রত এবং মহাকবির সেই চিন্ময় প্রকাশটিই হইল তাঁহার অন্তর মাধুর্য্যের পূর্ণ প্রতিকৃতি! এই দিব্য রূপটি হইল অশেষ ঐশ্বর্য্যের নিত্য খনি! অনন্য ভাব-ভক্তির অযাচিত কৃপায় হৃদয় মণ্ডিত হইলে—সমগ্র সাধন—সমগ্র ভজন নিষ্ঠা—চিন্ময় মাধুর্য্যে সাধকের অন্তর রাজ্যে রাজ-নর্ত্তকীর ন্যায় আনন্দে সততই নৃত্য করিতে থাকেন! বাস্তবিক কর্ম্ম যোগ-জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রমুখ দিব্য সাধনগুলি নিরন্তর ভক্তি রসামৃত পানে পরিপুষ্ট না হইলে—সাধন কেবল মাত্র বৃথাশ্রমে পর্য্যবসিত হয়! বস্তুতঃ অখণ্ড ভজন নিষ্ঠা—ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর গহন তলে চির বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে—এবং অন্তে অনন্য বাৎসল্য মধুর নিত্য জননী সম ভক্তি ভাবনার শীতল অঙ্কে বক্ষ রাখিয়া অবলীলা ক্রমে নিজ নিজ নাম-রূপ হারাইয়া—ভক্তির চিন্ময় কায়ব্যূহ স্বরূপিনী হইয়া থাকে।

অনন্য ভক্তির চিন্ময় মাধুর্য্যানন্দে সাধক হৃদয় প্রবিষ্ট হইলে সাধক নিত্য শিশুর সাবলীল ধারায় সদাই জগৎ পিতামাতার সহিত আনন্দ বিহার করিতে থাকেন। সাধকের এই পরম অপ্রাকৃত দিব্যাবস্থাটি কোনরূপ ভাব ও ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে! ইহা একান্ত কর্ম্ম শূন্য—একান্ত জ্ঞানশূন্য—একান্ত স্বার্থ শূন্য! দিব্য সাধক এই চিন্ময় ভাব মাধুর্য্যে—আপন ইষ্টের নিত্য শিশুতে রূপায়িত হইয়া থাকেন! এমত সাধক-হৃদয় বিমল তত্ত্ব জ্ঞানের দিব্যালোকে সতত উদ্ভাসিত হইয়া নিরন্তর নামানন্দে মজিয়া থাকেন—নিরন্তর অনুপম ভক্তি ভাবনায়

ডগমগ করিতে থাকেন। সাধক এমত অবস্থায় সর্ব্ব সাধন পারে—চিন্ময় ভাবরাজ্যে নিত্য বিরাজ করেন। পারমার্থিক অনুশীলনে ইহা সাধকোত্তমের চিন্ময় প্রপন্নাবস্থা। ইহা একান্ত শোক শূন্য · একান্ত ক্ষেদ রহিত একান্ত দেহাতীত নিত্য শান্তি-সুখ-প্রদ তুরীয়াবস্থার বিমল নামান্তর—ইহাই অচিন্ত্য আনন্দের চিন্ময় অবিব্যক্তিতে সতত নিষ্ণাত। এই দিব্যাবস্থায় সাধক অখণ্ড মাধুর্য্যে সামান্য লোকবৎ লীলায় চির মগ্ন থাকেন—তাঁহার মধুর প্রকৃতির চিন্ময় ধারাগুলি—অখণ্ড লোক মর্য্যাদায় তথা দিব্য লোকাতীত সেবায়—আপনি চির মণ্ডিত হইয়া থাকে!

বস্তুতঃ এমত সান্দ্রানন্দপ্রিয় আপ্তকাম ভক্তের চিন্ময় রসমাধুর্য্যে অনন্য পুরুষোত্তমের নিত্য কুঞ্জ বিহার! আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম আপন নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্য প্রিয়তম দ্বৈত জনকজা সীতার সহিত পরিশোভিত হইয়া ভক্তের চিন্ময় হৃদয়রূপী নিত্য রাসনিকুঞ্জে মুগ্ধ লীলায় বিনোদ করিতে থাকেন। ভক্তও অন্তরের সেই সুধা মাধুর্য্যে নিত্য জর্জ্জরিত হইয়া অখণ্ড প্রেমানন্দে কখনও হাসিতে হাসিতে—কখনও কাঁদিতে কাঁদিতে—কখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া—কখনও মুগ্ধালাপে ইষ্ট গুনানুকীর্ত্তনে নিমজ্জিত থাকেন! অনন্য ভক্তের এই চিন্ময় প্রপন্নাবস্থাই হইল সকল সাধনের—সকল ভজনের—গোপ্য রহস্য—এবং ভগবদ কৃপায় সাধক হৃদয় এই দিব্য ভক্তির বিমল আশ্রয়ে নিত্য মণ্ডিত হইলে—ভক্ত সতত জাগ্রতাবস্থায় অখণ্ড মাধুর্য্য সুধা পান করিতে থাকেন!

মহাকবি তুলসীদাস অচিন্ত্য বাণী বৈভবে শ্রীরাম চরিত মানস গ্রন্থ-রাজে—চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি ও অনন্য ভক্তের—এই অচিন্ত্য লীলা বৈচিত্র্যের চিন্ময় রূপরেখাটি অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার অসামান্য ভজন প্রতিভায়—শ্রীরাম চরিত মানস গ্রন্থখানি—অখণ্ড আনন্দের চিন্ময় মণিহার সম—সমগ্র বিশ্বের এক মহান আশ্চর্য্যে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহাকবি তুলসীদাস কৃত শ্রীরাম চরিত মানস গ্রন্থটি—আলোচ্য গ্রন্থের মহান পথ প্রদর্শক—এবং বহুলাংশে ইহাকে শ্রীরাম চরিত মানসের ক্ষীণপ্রভ শান্ত দীপিকা সম মনে হইতে পারে! বস্তুতঃ দিব্য পারমার্থিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে মনে হইবে যে শ্রীসদ চরিত মানস গ্রন্থখানি শ্রীরাম চরিত মানসের বিমল মর্ম্ম রূপেরই এক মধুর অবদান। অনন্য ভক্ত চরিত্রের দিব্য উল্লাসেই এই গ্রন্থখানি অবগুণ্ঠিত—ভাব ভজন—ব্রহ্মগীতি --শ্রুতি শাস্ত্রের দিব্য মর্ম্ম নিরূপণ তথা দৈন্য ভক্তির উজ্জ্বল আধারে শ্রীসদ্‌গুরু চরিত মানস—শ্রীচরিত মানসের এক মুগ্ধ মানস কন্যা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। চিন্ময় ভক্তি রহস্যই হইল ইহার একান্ত প্রাণাধার—নিত্য সেবা মাধুর্য্যই হইল —ইহার অনন্য আলম্বন।

বলা বাহুল্য শ্রীসদ্‌গুরুর অখণ্ড চরিত্রটিই হইল ভক্তি মহাহণির চিন্ময় মহাপ্রকাশে সতত ঝর ঝর। পরম অপ্রাকৃত তত্ত্ব শিরোমণি—অমলা ভক্তি -গোপ্য ও প্রকট এই দ্বৈত রূপে যে নিত্য লীলায়িত—এবং অখণ্ড শ্রুতি শাস্ত্র—এই মাধুর্য্যানন্দের দিব্য পরিক্রমায় সতত হারা! ভাবভক্তির এই অখণ্ড স্বরূপটি—শ্রীসদ্‌গুরুর দিব্য লীলাচরিত্রে সততই যে ঝলমল করিতেছে—শ্রীসদ্‌গুরুর চিন্ময় পদরজ রূপী মধুর অঞ্জনে নেত্রযুগল অনুরঞ্জিত হইলে ভগবদ্ভক্তির এই দ্বৈত মাধুর্য্যের অখণ্ড রূপটি যে সাধক সমক্ষে সততই উদ্ভাসিত হয় তাহাই প্রসঙ্গতঃ শ্রীগুরু বন্দনায় উদ্‌গীত করতঃ মহাকবি তুলসীদাস গাহিলেন—

শ্রীগুরুপদ নখ মণিগণ জোতী।
সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয়ঁ হোতী॥
দলন মোহতম সো সুপ্রকাসু।
বড়ে ভাপ উর আবই জাসু॥

উঘরহি মিল বিলোচন হী কে।
মিটহি দোষ দুখ ভব রজনী কে॥
সুজহি রাম চরিত মণি মাণিক।
গুপুত প্রকট জঁহ জো জোহি খানিক॥

অর্থাৎ—শ্রীগুরুপদ নখমণির ডগমগ জ্যোতি।
স্মরণে হৃদয়ে হয় প্রকাশ উজলমতি॥
মোহনিশা যায় দূরে সে অনন্য উল্লাসে।
অতি বড় ভাগ্যবান যে এই সুখে ভাসে॥
হৃদয় নয়নে লাগে প্রেমের অঞ্জন।
দুঃখ ভয় শোক তাপ হয় বিভঞ্জন।
শ্রীরাম চরিত সুধা সগুণ অগুণ।
দিব্য রূপে দেয় ধরা ভকতে নিপুণ॥

বাস্তবিক উপরিউক্ত শাস্ত্র বাক্যের বিমল পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য গ্রন্থটি অনন্য ভজন-ভাবনার মুগ্ধ অঙ্গন ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। বস্তুতঃ উপাসক ও উপাসনা ভক্ত ও তাঁহার ভজন—এই দুইটি পরম অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব—একই অদ্বিতীয় সত্ত্বার অভিন্ন রূপ মাত্র! উপাসক উপাসনার দিব্য আধার—অপরপক্ষে উপাসনা সততই উপাসককে আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্রীসদ্‌গুরু চরিত মানস গ্রন্থের চিন্ময় চরিত্রনায়ক—এই গ্রন্থের অনন্য আধার হইলেও ইহা কোনরূপ লোকচরিত্রের আলেখ্য নহে—ইহা চিন্ময় ভাবভক্তির একটি মুগ্ধ কুসুমাঞ্জলির অন্য রূপ মাত্র!

বস্তুতঃ এই পরম দিব্য চরিত্রনায়ক সততই বিদেহাবস্থায় ব্যতীত করিতেন—তিনি দেশাতীত-কালাতীত চিন্ময় আনন্দ নিকুঞ্জে—সততই বিরাজ করিতেন! অনুরাগী ভক্তবৃন্দ তাঁহার চিন্ময় চরিত মাধুর্য্য পান

করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি প্রায়ই নীরব থাকিতেন—কিছুই বলিতেন না এবং বক্তা যখন এতৎ বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য বারবার তাঁহার নিকট পীড়াপীড়ি করিতেন—দিব্য উদাসীনের ন্যায় তিনি বলিতেন—দেখো বাচ্ছা! সব কৈ আপন আপন গুরু মহারাজকা বখান করতা—ইস্‌মে কৈ বাত নেহী হ্যায়—আপন ভজনমে আপ মস্ত রহো। অর্থাৎ দেখ বালক! সকলেই যে যাহার গুরু মহারাজের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন—ইহার মধ্যে কিছুই অলৌকিকত্ব নাই—গুরু মহারাজের সুযশ শ্রবণ করিয়া কী লাভ হইবে—আপন ভজনে আপনি মগ্ন থাক।

দিব্য মহাত্মা চিন্ময় বাণী-বৈভবে যাহা বলিলেন বাস্তবিক তাঁহার অন্তর রূপটিই হইল শ্রীসদ্‌গুরু চরিত মানসের একমাত্র উপজীব্য ধর্ম্ম। অনন্য ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় আবরণ অবলম্বন করতঃ মহাত্মা গোপ্য রূপে বলিলেন যে নির্ম্মল ভজনই হইল শ্রীসদ্‌গুরুর বিমল মাধুর্য্য—ভজনই হইল সদ্‌গুরুর মহাপ্রাণ—ভক্তি হইল সদ্‌গুরুর নিত্য নিকুঞ্জ। বাস্তবিক চিন্ময় আপ্তকাম মহাপুরুষ সামান্য কথায় শ্রীসদ্‌গুরুর দিব্য পারমার্থিক রূপটি ভক্ত সমক্ষে সহসা উদ্ভাসিত করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই গ্রন্থের দিব্য চরিত্রনায়ক সতত আপন ভজন ভাবে আপনি মগ্ন থাকিতেন—নিত্য কুঞ্জ-লীলায় আপনি মজিয়া থাকিতেন। বস্তুতঃ তিনি সতত দিব্য চৈতন্যলোকে বিরাজ করিতেন—ক্ষুধা-তৃষ্ণা-দেহজ্ঞান সর্ব্ব বাঁধা হইতে তিনি নিয়ত মুক্ত ছিলেন। সমসাময়িক প্রাচীণ সন্ত মুখে তাঁহার পরম মধুর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ পান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে—তথা তাঁহার চিন্ময় করুণা কিরণে এই মহৎ চরিত্রের যতটুকু আস্বাদন হইয়াছে—তাহাই নিজ অনুভব রসে রসান্বিত করতঃ এই গ্রন্থের কলেবর রচনা করা হইয়াছে!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিচিত্র কালধর্ম্মের দুর্ব্বার

প্রতাপে সদ্‌গ্রন্থ—সচ্চরিত্র—সাধুসজ্জন এক্ষণে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজ নিজ সেবায় নিমগ্ন। অন্নবস্ত্রের অভাবে জনগণ ক্লিষ্ট—আত্মজ্ঞানশূন্য আপামর জনসাধারণ নানারূপ দৈহিক-দৈবিক ও ভৌতিক তাপত্রয়ে সদাই জর্জ্জরিত। অথণ্ড সমাজ-সংসারে হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-অন্যায়-অবিচার ভয়াবহ রূপে প্রকট হইয়াছে—আত্মধর্ম্ম অনুশীলন করিবার মত জনগণের অবসর কোথায়? বেদ-বেদান্ত, গীতা-ভাগবতের বহু বাণী আমরা প্রচার করিয়া থাকি জ্ঞান-ভক্তির মহিমাও কীর্ত্তন করিয়া থাকি কিন্তু বাস্তবিক কয়জন যথার্থ এইআচার্য্যের দিব্য মার্গে প্রতিষ্ঠিত—তাহা ভাবিয়া গণিয়া দেখিতে হইলে হতাশ হইতে হয়। সামান্য স্বার্থসিদ্ধির অণ্বেষণে সমাজ এক্ষণে মিথ্যা কপটাচারে ভরিয়া উঠিয়াছে! তথাকথিত সাধু-সমাজও ইহা হইতে মুক্ত নহে! সমসাময়িক এক বন্ধুর কথায় বলিলে বলিতে হয়—বৈষ্ণব এক্ষণে ষ্ণবে (স্নবে) পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক পরিদৃশ্যমান জগতে ইহাই বহুলাংশে সত্য। সাধু অর্থাৎ আপ্তকাম সন্ন্যাসী এক্ষণে স্বাদু অর্থাৎ ভোজন বিলাসীতে পরিণত হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ যে বিমল জ্ঞানধারায় সাধুর অথণ্ড চৈতন্য তৃপ্ত—যে চিন্ময় ভক্তির অনন্য ভাবনায় সাধু সতত নিমজ্জিত—যে অনন্য ইষ্ট প্রপন্নতায় সাধু সতত আপ্তকাম যে মুগ্ধ প্রেমধারায় সাধু সতত করুণাময়—যে অবিচল সত্য ও নিষ্ঠায় সাধু নিত্য প্রতিষ্ঠিত—সেরূপ সাধু সংসারে অতীব বিরল। কিন্তু বিরল হইলেও সেইরূপ মহাপ্রাণ এখনও লুপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের দিব্য চরিত্র গোপ্য ও প্রকট লীলায় নিজ নিজ সেবায় সততই নিমগ্ন। কালধর্ম্মানুযায়ী নিত্য মাধুর্য্যরসে নিমজ্জিত থাকিয়া তাঁহারা প্রচ্ছন্ন অবতারীর ন্যায় গোপ্য লীলায় যে ভাগবৎ ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া থাকেন—তাহা সামান্য জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অবগত হইবার নহে!

আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় নিবেদনটি অর্চ্চনা নামাঙ্কিত করা হইয়াছে। এই দিব্য নিবেদনে শ্রীসদ্‌গুরু পরম্পরার চিন্ময় চরিত্রগুলি বিমল

ভগবদ্ভক্তির নিত্য নির্ঝর সম— গ্রন্থের প্রাণধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে সঞ্জীবিত করিয়াছে! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আলোচ্য গ্রন্থটি কোন লোক-চরিত্রের ইতিকথা নহে—ইহা নিজ নিজ গুরু মহারাজের রূপ ও যশ কীর্ত্তন করিবার জন্য বিরচিত হয় নাই—ইহা সর্ব্বথা ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় প্রকাশের এক অনন্য মূর্চ্ছনার বিমল রূপ মাত্র।

শ্রীসদ্গুরু পরম্পরার বিমল মাধুর্য্যে ভক্তি সুরধূনী কুলুকুলু রবে অনুরাগী হৃদয়ের দুকূল ভাসাইয়া—চিন্ময় আনন্দকন্দ নিত্য-স্বরূপ-মাধুর্য্যের দিব্য সাম-গীতি গাহিয়া যান। ভগবদ্ভক্তির ইদমিত্থম্ বলিয়া কিছুই নাই—চিন্ময় পুরুষোত্তম শ্রীরামনাম রূপী দিব্য মানস সরোবর হইতে নির্গত হইয়া—ভক্তি মহাধুনী অচিন্ত্য বিলাস বৈভবে—সর্ব্ব দেশ ও কালাতীত! শ্রীসদ্গুরু পরম্পরা—চিন্ময় নাম-মাধুর্য্যে নিত্য ভাব-ভক্তির অনন্য বিস্তার ও আস্বাদনে সতত মগ্ন। এই দিব্য মহাকারণের বিমল পঠভূমিকায় শ্রীসদ্গুরু পরম্পরার অখিল ভাষণ—এক চিন্ময় আধারে ভক্তি চিন্তামণির বিমল আস্বাদন ব্যতিরেকে আর অন্য কিছুই নহে!

এই গ্রন্থের বিলাস নামাঙ্কিত পঞ্চম নিবেদনটি—দিব্য চরিত্রনায়কের অচিন্ত্য লীলা-লালিত্যের সামান্য আভাসে চির-মুগ্ধ হইয়া রহিল! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভক্তি চিন্তামণির অনন্য লীলাবিগ্রহ রূপী শ্রীসদ্গুরু মহা-রাজের অখণ্ড চরিতটিই—সর্ব্ব শ্রুতি শাস্ত্রের অন্তর মাধুর্য্যে নিত্য সমুজ্জ্বল! শ্রীসদ্গুরু মহারাজ নিত্য লোক-চরিত্রে তাঁহার অশেষ পরিকরগণের সহিত আপন মুগ্ধ বাঞ্ছায় যে ভাবলীলা করিলেন—সেই সকল দিব্য বিনোদ বৈভব-গুলি চিন্ময় ভক্তি মহামণি রূপী দিব্য সূত্রে গ্রথিত করতঃ শ্রীসদ্গুরুর চরিত পাদমূলে অর্পিত হইয়াছে। এই নিবেদনে চিন্ময় মহাত্মার একাধিক গুরুভ্রাতা-গুরুভগ্নী ও অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সহজানন্দটি যথামতি চিত্রিত করা হইয়াছে। পরম বিচিত্র চরিত্র নায়ক ত্রিতাপদগ্ধ জনগণের সুখ-দুঃখ—ভাব-ভালবাসায় যথাযথ রসায়িত হইয়া তথা তাঁহাদের সমবেদনায় বিহ্বল হইয়া

—সামান্য জনগণের ন্যায় অনুরাগী চিত্তের সকল ভাবনা নিচয় অঙ্গীকার করতঃ তাহাদের দিব্য সেবায় পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অলৌকিক লীলা-মাধুরী বিস্তার করিলেন। বস্তুতঃ পরদুঃখে সন্ত সততই বিগলিত—অখিল জনগণের দুঃখপান করিবার জন্যই—আপন সকল ঐশ্বর্য্য নিরাদর করতঃ সন্তের ধরণীতে দিব্য অবতরণ! বলা বাহুল্য এই দিব্য প্রেম সাধনে মহা-মানবের লোকচরিত্র সেবা-পূজা করিবার বা তাঁহার অনুরাগী ভক্ত-বৃন্দের সুযশ কীর্ত্তন করিবার এতটুকু বাঞ্ছা হীনমতি লেখক হৃদয়কে ক্ষণিক তরেও আলোড়িত করে নাই। ভিন্ন ভিন্ন আধারে শ্রীসদ্‌গুরুর বিমল বিলাস—ভগবদ্ভক্তির মহাপ্রকাশে কীরূপে কতটুকু উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—তাহাই যথামতি দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিমল দার্শনিক বিচারে প্রসঙ্গতঃ উদ্গীত করা যাইতে পারে যে আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রীরামানন্দী বৈষ্ণব আচার্য্য অনুসৃত মধুর রসের দীন আলেখ্য। বাস্তবিক ইহাই শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মার বিমল ভজনের মধুর রূপ। অনন্য স্বামীসুখৈকমতি ভক্তি চিন্তামণির কায়ব্যূহ স্বরূপিনী ভক্ত ললনাবৃন্দ ইষ্টানুকূল ভজন ব্যতিরেকে—পুরুষ ধর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান বৈরাগ্য প্রমুখ সাধনগুলি নিরাদর করতঃ সঞ্চারী রসাশ্রিত মুগ্ধা নায়িকার ন্যায় শ্রীযুগল রসমাধুর্য্যের চিন্ময় কৈঙ্কর্য্যে সততই নিমজ্জিত থাকেন। এই সকল তদ্গত প্রাণা চিন্ময় কিঙ্করীগণ একমাত্র শ্রীযুগল নাম কীর্ত্তনে রসান্বিত হইয়া আপন কুঞ্জ সেবায় আপনি নিমগ্ন থাকেন!

বলা বাহুল্য অনন্ত জন্মের দিব্য জ্ঞান সাধনে সিদ্ধ মহাত্মা এই চিন্ময় আনন্দ পারাবারে সমাশ্রিত হয়েন! এই সকল নিত্যতৃপ্ত দিব্য ললনাগণের মুগ্ধ আচরণগুলি চিন্ময় জ্ঞানানন্দের বিমল ধারায় সতত উদ্ভাসিত! দার্শনিক পরিভাষায় অনন্য ভক্তের এই প্রজ্ঞান বৃত্তিটি অর্থপঞ্চক রূপে বিদ্বৎ সমাজে সুবিদিত! অর্থ পঞ্চক অর্থাৎ জীবাত্মা কী? পরমাত্মা কী? এই দুইটি নিত্য তত্ত্বের মধুর সম্বন্ধটি কী?

—এই দুইটি বিমল সত্তার মিলনের উপায় কী ? এবং এই দিব্য মিলন মার্গে প্রতিকূল ধর্ম্মের স্বরূপটি কী ?

বাস্তবিক এই চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানের বিমল পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে যে পরম মাধুর্য্যময় শ্রীযুগল ভজন প্রসঙ্গে--অর্থপঞ্চকের দিব্য তাৎপর্য্যটি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ অর্থপঞ্চকের সম্যক রহস্য জ্ঞান ব্যতিরেকে—পরম অপ্রাকৃত দিব্য কৈঙ্কর্য্য বৃত্তিতে কেহ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—এবং বলা বাহুল্য—অখণ্ড মাধুর্য্যে—এই দিব্য জ্ঞানটি একান্ত সাবলীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যথার্থ বলিতে কী, সর্ব্ব কৈতবশূন্য একান্ত স্বামী চরণারবিন্দ রতা সুখমতি ভক্তি ললনাগণের একমাত্র নিষ্কেবল প্রেমই হইল—চিন্ময় জীবাত্মা ও পরমাত্মার—মধুর সম্বন্ধ সূত্র। এইরূপ চিদানন্দময় বিমল সম্বন্ধের যিনি নিত্য ভোক্তা—সেই অনন্য প্রেম সর্ব্বস্বা রসিকা নাগরীর—প্রাণের প্রাণ হইল ·শ্রীযুগল প্রেমানন্দের চিন্ময় নাম পীযূষ ধারা।

দুই

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহাদের নিত্য সাহচর্য্য ও সৎসঙ্গ লাভে লেখক ধন্য হইয়াছে—অশেষ কৃতজ্ঞতায় তাঁহাদের কথা আজ বারবার স্মরণ করি! মুগ্ধ প্রাণের এই বিমল নৈবেদ্যে প্রথমেই মনে পড়ে চব্বিশ পরগণার খাঁটুরার অন্তর্গত হয়দদপুর গ্রাম নিবাসী আজন্ম দারিদ্র্য পীড়িত ভক্ত প্রবর কাশীবাবুর কথা। কাশীবাবু সংসারে সামান্য শুক্ল বস্ত্র পরিহিত এক মহান উচ্চ মার্গের দিব্য সন্ন্যাসী বিশেষ। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কী আচার ব্যবহারে—কী সেবা মাধুর্য্যে—কী চিন্ময় ভজন নৈপুণ্যে—কী দিব্য শিশু সারল্যে—কী অকপট প্রেম নিষ্ঠায়—সর্ব্ব কালের—

সর্ব্ব লোকের নিত্য স্মরণীয়—নিত্য ভজনীয়। অনন্য প্রপন্নমতি এই চিন্ময় মহাত্মা নিত্য ভজন বিলাসে - একাধারে যেরূপ বৈরাগ্যের রূপ—অন্য-দিকে ভজন মাধুর্য্যের ততোধিক চিন্ময় স্বরূপ! কাশীবাবু সরল বিশ্বাসী বীর—সাধারণ অর্থে তিনি বিদ্যা লাভ করেন নাই সত্য—কিন্তু তাঁহার দিব্য মাধুর্য্যে উপনীত হইলে—হৃদয় প্রেমে উদ্ভাসিত হয় এবং তখন যথার্থই মনে হয—কাশীবাবুর ইষ্টপদে চিন্ময় প্রপন্নতায়—অখণ্ড ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মর্ম্ম-রূপগুলি যেন বিকশিত শতদল সম সদাই ঝলমল করিতেছে। কাশীবাবু সদা সর্ব্বদা আত্মস্থ যোগী—মুগ্ধ নামানন্দে তিনি নিত্য আত্মারাম—চিন্ময় বৈশিষ্ট্যে তিনি আপনার মাঝে সতত আপনি হারা এবং দিব্য ভজন জ্ঞানালোকে তিনি সর্ব্ব ভূতে ইষ্টরূপ দর্শনে পরম উল্লসিত হইতেন!

কাশীবাবু নিত্য মধুর সঙ্গদানে এই গ্রন্থটির সুখ নামাঙ্কিত ষষ্ঠ নিবেদন অবধি শ্রবণ পান করিয়াছেন! কী দিব্য আকর্ষণে তিনি এই গ্রন্থপাঠ শুনিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন—তাহা কেবলমাত্র তাঁহারই বিদিত রহিল—এবং মুগ্ধ শ্রোতার ন্যায় এই গ্রন্থটির যথামতি বিমল আস্বাদনে তাঁহার চক্ষু দুইটি জলভারে টলটল হইত এবং সহসা সর্ব্ব ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কাশীবাবু সরল বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতেন এবং অখণ্ড শ্রদ্ধাভরে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটিকে বার বার প্রণাম করিতেন!

হতভাগ্য দীন লেখক এক্ষণে কাশীবাবুর নিত্য সঙ্গ লাভ হইতে বঞ্চিত —কাশীবাবু সত্য-রক্ষার্থে আপন তনু ত্যাগ করতঃ সহসা এই চপল মতি বালককে অসহায় করতঃ নিত্য লোকে—নিজ সেবায় অভিসিঞ্চিত হইলেন! অদ্য এই মংগল অবসরে তাঁহার চিন্ময় ভাগবত তনু-মনের বিমল স্মরণে মুগ্ধ হৃদয় দিব্য কৃতজ্ঞতায় আপনি গাহিয়া উঠে—

এ দীন চিত্ত তোমার প্রসাদে তোমার চরণে ধায়।
কী কব প্রাণের ব্যাকুল বেদনা মূর্চ্ছনা রতি হায়॥
শ্রীগুরু রূপের মধুর প্রকাশে তুমি সদা ঝর-ঝর।
আত্মজ্ঞান বিমল বিবেক প্রেম ভজন ঘর॥
সদা স্মিত রেখা অধরে ধরিয়া কী গান গাহিলে তুমি।
বুঝি নাই তাহা অজ্ঞ মলিন বুঝি নাই তাহা আমি॥
নিত্য সেবায় মগন যেথায় মধু নামে সদা মাতি।
স্মরণ মননে চিন্ময় ধ্যানে লহগো গ্রন্থ পাতি॥
পড়িবে কী মনে ধরণীর কথা যেথা প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে
বিমল বিলাসে অনুভব সুখে ভাসিতে যে রতি গানে॥
সেই কথা স্মরি এ দীন গ্রন্থে মজিব যে বারেবার।
ভজিব যুগলে সিয়ারাম নাম বহিবে অশ্রুধার॥
আনন্দ পাবাবার শ্রীগুরু চরণে ভুঞ্জিব পরা সুখ।
তোমার মাঝারে এই নিত্য জ্ঞানে ভুলিনু সকল দুখ॥
বন্ধু প্রিয় স্বজন আপন চির সাথী নবনীত।
পূজ্য পরম সেব্য সতত সুখমতি সদা মীত॥
কারণ রহিত অকাম প্রেমে যে দান করিলে সখা।
জনমে জনমে সেই রতি রাগে আঁকিব ছবি ও রেখা॥
ভাসানু নবীন চিন্ময় তন্বী গানে গানে শুধু ভরা।
শঙ্খ বাজায়ে লহ লহ তুলি এ মধু নন্দ পারা॥
এ শুভ বাসরে বন্দনা করি হীনমতি ক্ষীণ বাকে।
সত্য স্নেহ দৈন্য ভজনে বেঁধো মোরে পাকে পাকে॥

কাশীবাবুর সাথে সর্ব্বজন সুহৃদ পরম শ্রদ্ধেয় নাড়ুদার কথা মনে পড়ে। সবল বিশ্বাস ও বিমল শাস্ত্র-জ্ঞানে নাড়ুদার সমগ্র তনু-মন ঈশ্বরানুরাগে সততই উদ্ভাসিত! এই গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি শ্রবণ করতঃ নাড়ুদা দিব্য প্রেমে বিহ্বল হইতেন—এবং জন সমাজে ইহার সুচারু প্রকাশের জন্য হীনমতি লেখককে বার বার উৎসাহিত করিতেন। নাড়ুদার দিব্য অবদানে বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থখানির শ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিমল ভাষণে ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি হীনমতি লেখকের নিকট উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে! আজ এই শুভক্ষণে নাড়ুদার সাথে মধুর সম্বন্ধের কথা স্মরণ করতঃ তাঁহার চরণে বার বার প্রণাম করি।

এই প্রসঙ্গে আমার দুই জন অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু অজয় ও শম্ভুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য! অজয় ও শম্ভু দিব্য আনন্দ-মুখর চারিত্রিক বৈচিত্র্যে কত ভিন্নমুখী—কিন্তু তথাপি মধুর সম্বন্ধে এই দুইটি প্রাণ কত নিবিড়—কত নিকট! অজয় সুসাহিত্য-বেত্তা, সুরসিক, সুবিজ্ঞানী—নিত্য সরস। সকল শাস্ত্রেই—অজয়ের প্রাঞ্জল অধিকার জন্মগত—অজয় সর্ব্ব বিষয়ের সুবক্তা—সকল পথের দিব্য সন্ধানী। ওয়াইজ ম্যান্ অফ দি ইষ্ট—এই প্রিয় নামে অজয়—নিজ গ্রামবাসীগণের নিকট সুপরিচিত। অজয় এই গ্রন্থখানির বহুল অংশ শ্রবণ করিয়াছে এবং সুসাহিত্য ও রসবিচারে—লেখককে বার বার যথোচিত উৎসাহিত করিয়াছে।

শম্ভু অজয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির! বিমল সেবা-মাধুর্য্য ও ভক্তি-ভাবনায় শম্ভুর সরসিত চিত্তের নিত্য দিব্য গতি। চিন্ময় ভক্তি তত্ত্বের অনুপম নির্ঝরে শম্ভু নীরবে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে! প্রেমোদ্ভাসিত উজ্জ্বল নয়নে তথা একাগ্রচিত্তে—শম্ভু কোনরূপ সাড়া না দিয়া—ভক্তি মাধুর্য্য শ্রবণ করিতে ভালবাসে। শম্ভু এই গ্রন্থ বার বার শ্রবণ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই—এবং ইহার নিত্য মঙ্গল রচনায় শম্ভু প্রাণের

প্রার্থনা গাহিয়াছে! মহৎ করুণায় শম্ভু এই চিন্ময় চরিত্রনায়কের মুগ্ধ অনুরাগী! মধুময় সিয়ারাম নাম সম্বন্ধে—এই মহান চরিত্রের পরম প্রিয়—পরম নিজ জন। শম্ভুর সহজ ভাব ভালবাসায়—এই গ্রন্থখানির প্রকাশ বহুলাংশে সুখ সাধ্য হইয়াছে!

পরিবেশক প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীঅত্রিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হীনমতি লেখকের পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজ। হৃদয়ের দিব্য ঐশ্বর্য্যে—শ্রীঅত্রি কুমার বন্দোপাধ্যায় এই মহৎ চরিত্রের বিমল অনুরাগী। মধুর ভাব-ভালবাসায় ও যথামতি সেবা সৌরভে—পরিবেশক প্রেসের সত্বাধিকারী—এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্ব্বানুকূল্য দানে প্রকাশককে অশেষ দয়া-দাক্ষিণ্যে চির-বদ্ধ করিয়াছেন! যথার্থ বলিতে কী কেবল মাত্র সত্বাধিকারীই নহেন—প্রেসের সকল কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ সেবায় প্রকাশককে চির ধন্য করিয়াছেন! অদ্য এই মঙ্গল ক্ষণে দীন প্রকাশক পরম শ্রদ্ধা সহকারে প্রেসের সত্বাধিকারী ও অন্যান্য সকল সহকারীবৃন্দের নিকট মুগ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি দিব্য সেবা-মুখর বিমল চিত্তের কথা স্মরণ পথে বার বার উপস্থাপিত হইতেছে। এই দুর্লভ সঙ্গটি নিত্য নিজ অন্তরালে থাকিয়া অপতিত মাধুর্য্যে আপনার সেবামঞ্চ রচনা করিলেন এবং তাহা চিরতরে আপনার হৃদয়ে গোপন রাখিলেন। বস্তুতঃ এই নিত্য সেবা বিলাসিনীর অবিরল মাধুর্য্যে গ্রন্থখানি দেখিতে দেখিতে দিব্য শোভায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অদ্য এই মঙ্গল অবসরে সেই চিন্ময় অনুরাগী চিত্তকে বার বার বিমল কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি।

এই গ্রন্থ মুদ্রণে স্থানে স্থানে ছাপায় ভুল রহিয়া গেল। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও গ্রন্থটিকে সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারিলাম না। মনে হয় এই ভুল ভ্রান্তির অন্তরালে মহান প্রাণের দিব্য ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে! আদি অন্তহীন ভক্তি গ্রন্থ বোধ হয় স্বয়ং সম্পূর্ণ হইবার নহে

এবং হইবার যোগ্যও নাই। বস্তুতঃ অনন্য ভক্তি—চির অজ্ঞেয়—সামান্য গো-গিরায় ইহার কতটুকু আস্বাদন হইতে পারে?

এতৎ ব্যতিবেকে মহান অজ্ঞান প্রসূত সামান্য গৃহমেধী লেখকের রচনা ভ্রম-প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা দোষ-ত্রয়ে সততই দুষ্ট হওযা যে পবম স্বাভাবিক তাহা বোধহয অধিক বলিবাব প্রয়োজন হইবে না। সজ্জন-বৃন্দ নিজ নিজ ক্ষমা গুণে ছাপার ভুল ত্রুটিগুলি মার্জ্জনা করিবেন—এই আশায় গ্রন্থখানি লোক সমাজে প্রকাশিত কবতে সাহসী হইলাম।

অনুরাগী পাঠকবর্গেব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থে—স্থানে স্থানে উপযুক্ত বিষয় প্রসঙ্গে—মহামতি তুলসীদাসেব শ্রীবাম চরিত মানস ও তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ তথা বহু সন্ত মহাকবিব কাব্য ও পদ মাধুর্য্যের বাংলা ভাষায যথামতি মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ কবা হইয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্র-নাথের কয়েকটি বিশেষ সঙ্গীত ধাবা—এই গ্রন্থে—নবীন রূপে বিকশিত হইযাছে। বলা বাহুল্য এই কাব্যে মহাকবির সুর ও ছন্দটিকে—যথাযথ অক্ষুণ্ণ রাখিবাব প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আছে।

এই গ্রন্থে কয়েকটি বিশেষ শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কিছু শব্দে—সরল হিন্দি ভাষাব ছন্দ নামিযা আসিযাছে। ভাবগ্রাহী পাঠকবৃন্দ গ্রন্থেব বিষয বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দান করতঃ লেখককে সর্ব্ববিধ ভাবে অনুগ্রহ কবিবেন।

কাব্য রচনা ও সাহিত্যেব সবসিত দিকগুলিব বিষয়ে হীনমতি সামান্য লেখক সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞ! বাস্তবিক হৃদয়ের ভাব-মঞ্জুষায় যাহা আপনি গুঞ্জরিত হইয়াছে—লেখক তাহাই লিখিয়াছেন! বলা বাহুল্য কাহাকেও মুগ্ধ কবিবাব জন্য বা পরিতুষ্ট করিবার জন্য লেখক বিন্দু মাত্র অনুপ্রাণিত হয় নাই—এতৎ কারণে এই গ্রন্থ খানি আপন বৈশিষ্ট্যে আপনি সতন্ত্র হইলেও—ইহা কোনরূপ প্রামাণিক গ্রন্থের মর্যাদা অঙ্গীকার করে না! মহামতি তুলসীদাসের দিব্য ভাষায় ব্যক্ত করিলে

বলিতে হয় যে ইহা একান্ত স্বান্তঃসুখায় লেখা! কিন্তু তথাপি যদি কোন সহৃদয় পাঠক এই গ্রন্থপাঠে সামান্য আনন্দ লাভ করেন—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উক্ত কৃপাপাত্রটি মহামানবের চিন্ময় করুণা ধারায় অভিসঞ্চিত হইয়াছেন। বাস্তবিক যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু মংগল-যাহা কিছু সত্য—সকল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র নিরুপাধিক চিন্ময় আধার হইলেন—এই গ্রন্থের দিব্য মহামানবের চিদানন্দময় পূত চরিত্র।

পরিশেষে বার বার ইহাই বলিবার বাসনা জাগে যে যাঁহাকে কোনরূপ ভাব ও ভাষায় রূপায়িত করিতে পারা যায় না—অনন্য ভক্তি চিন্তামণির সেই আনন্দমঞ্জুল বাণী মূর্ত্তি রূপী চিন্ময় প্রশান্তাত্মাকে সামান্য বাণী বৈভবে বাঁধিবার সমগ্র আয়োজনটি সর্ব্বতোভাবে পরিহাস যোগ্য। বাস্তবিক সামান্য গৃহমেধী লেখকের দশাটি পরিচিত উষ্ট্রের সাথে তুলনা করা যাইতে পারে। মহাকবির ভাষায় সেই উষ্ট্রটির করুণ অবস্থাটি ব্যক্ত করিলে বলিতে হয়—

উষ্ট্রো যথা চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।

অর্থাৎ উষ্ট্র চন্দন ভারবাহী হইলেও যেরূপ চন্দন গন্ধ হইতে সতত বঞ্চিত থাকে—হীনমতি লেখকও সেইরূপ সামান্য কথায় ভক্তি-ভাবনার নানা রূপ বিস্তার করিলেও—অচিন্ত্য লীলাময়ী ভক্তির মধুর পরশ হইতে সতত চির দূরে রহিলেন।

কিন্তু অশেষ ভাব-বৎসল দিব্য মহাত্মা জনমনের যৎকিঞ্চিৎ সামান্য সেবায় নিত্য নিবাস করেন—মহাত্মার এই বিমল করুণাধারায়

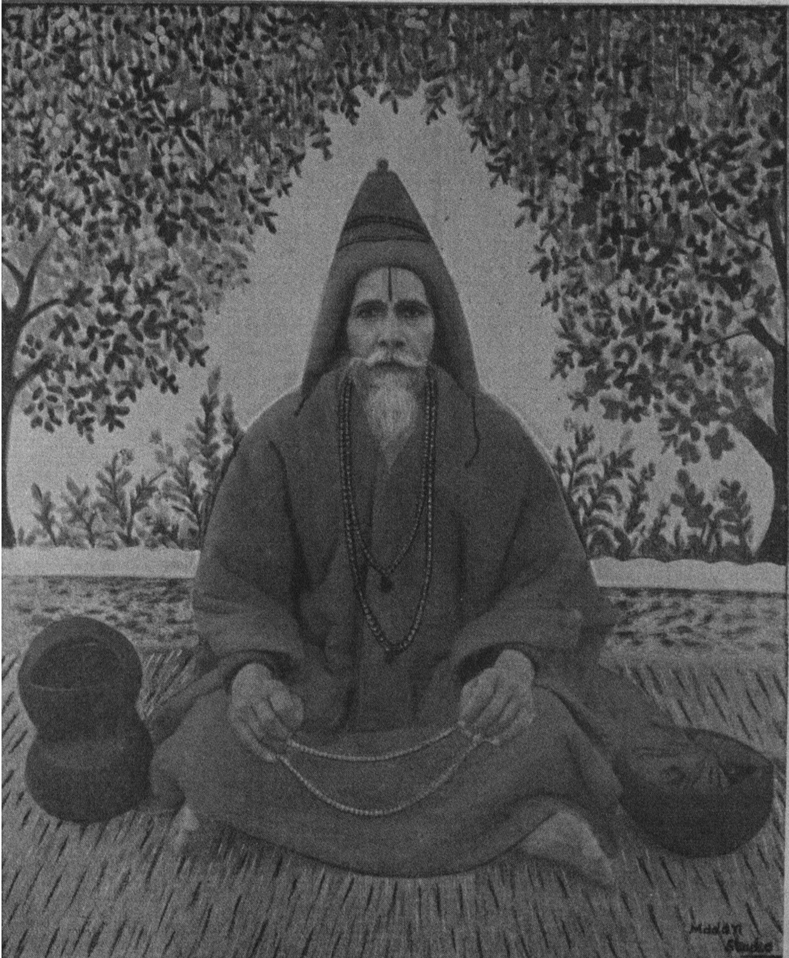
নিষ্ণাত হইয়া—পূর্ণকে—অপূর্ণের ছন্দ ও গাঁথায় যথামতি চিত্রিত করিলাম! ইতি—

শ্রীজানকীবল্লভ কুঞ্জ,
২, ব্যানার্জীপাড়া স্ট্রীট,
উত্তরপাড়া।
শুভ মহালয়া
২৬শে আশ্বিন, ১৩৭৩।

শ্রীসদ্‌গুরু কৃপাজীবী
শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চাহউঁ নিরবান।

জনম জনম রতি শ্রীগুরুপদ য়হ বরদানু ন আন॥



অখিল তরণ-তারণ ভগবৎপাদ শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য বালব্রহ্মচারী পরমহংস

শিরোমণি মহর্ষিবর অনন্ত শ্রীসদগুরু ভগবান শ্রীসিয়ারঘুনাথ

শ্রীসদগুরু চরিত মানস

প্রথম নিবেদন

প্রেম

মংগলাচরণ ও বন্দনা প্রকরণ

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥১॥

বন্দে সংসার সারং সুখনিধিমমলং শান্তিদং সৌখ্যসারং
সম্বন্ধেনহ্যনন্ত প্রমুদিতহৃদয়াঃ শাশ্বতাঃ শান্তিযুক্তাঃ ।
অজ্ঞানাং জ্ঞানরূপং গতিমগতিগতাং ভাবনং ভাবুকানাং
নীতিজ্ঞানাং সুনীতিং রসমরসবিদাং শ্রীগুরোঃ পাদপদ্মম্ ॥২॥

কল্যাণানাং নিধানং কলিমল মথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য ।
বিশ্রাম স্থানমেকং কবিবর বচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে সীতারাম নাম ॥৩॥

রক্তাম্ভোজদলাভিরাম নয়নং পীতাম্বরালঙ্কৃতং
শ্যামাঙ্গং দ্বিভূজং প্রসন্নবদনং শ্রীসীতয়া শোভিতম্ ।
কারুণ্যামৃতসাগরং প্রিয়গণৈর্ভ্রাত্রাদিভির্ভাবিতং
বন্দে বিষ্ণু শিবাদি সেব্যমনিশং ভক্তেষ্ট সিদ্ধিপ্রদম্ ॥৪॥

সাম্বং শিবং হনুমন্তং গণপং ভারতীং গুরূন্ ।
শ্রীরামনামাম্বুধৌমগ্নান্ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥৫॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুদেবং পরমেশ্বরম্ ॥৬॥

মাতরং পিতরং দেবান্ পিতৄণ সর্ব্বান্ প্রণম্য চ ।
মানসং মঞ্জুলমিদং কথয়ামি স্বান্তঃসুখায় ॥৭॥

জনকনন্দিনী আর রঘুনাথ স্বামী ।
এ যুগল প্রেমতত্ত্ব পরম অকামী ॥
করুণার সিন্ধু নব চিন্ময় স্বরূপ ।
নিজ জন হেতু কৈল বিনোদ অনূপ ॥
সে করুণা সুখের রাশ—এ মানস মঞ্জুল ।
শ্রুতি শাস্ত্র পুরাণের সিদ্ধান্ত মুকুল ॥
অখিল আচার্য্য আর সন্ত রামাগণ ।
যুগে যুগে বারে বারে যাহা করিল কীর্ত্তন ॥৮
সেই নিত্য নাম রূপ লীলা আর ধাম ।
ভক্তির পরম কাশে যাহা দীপ্ত অভিরাম ॥

সেই রামভক্তি তথা তার অনন্ত বিলাস।
শ্রীগুরু মানস হ্রদের—দিব্য সেবা অভিলাষ॥

সন্ত সরল চিৎ জগৎহিত জানি সুভাউ সনেহু।
বাল বিনয় শুনি করি কৃপা শ্রীগুরু চরণ রতি দেহু॥

শ্রীযুগলানন্য জানকীবব ভক্তি মহাবারি।
শ্রীরামবল্লভা শরণ স্বামী তাহারি লহরী॥
রাজহংস দিব্য সেথা শ্রীনাম মুখর।
সিয়ালাল প্রেমলতা চিণ্ময় ভাস্কর॥
সে ভক্তি মহাহ্রদের অরুণ কমল।
সিয়া রঘুনাথ স্বামী সতত উজল॥
জানকীবল্লভ অলি সদা নব অনুরাগ।
এ দিব্য পরম্পরার সম্বন্ধ অদাগ॥
সর্ব্ব হৃদে সর্ব্ব ভাবে সর্ব্ব মনে আর।
এ ছয় বৈষ্ণব জয় গাহি বারবার॥
হে দীনবন্ধু দীননাথ অগতির গতি।
শ্রীবৈষ্ণব পাদপদ্মে দেহ শুদ্ধ মতি॥
শ্রীগুরু চরিত মানস করিয়া বিস্তার।
শ্রীরাম ভক্তির কথা কহ বার বার॥

শ্রীরামভক্তি রাম কথা রামনাম আর।
শ্রীযুগল মহারাসের পূর্ণ অবতার॥
আপনি করিয়া কৃপা হৃদে উপজয়।
শ্রীগুরু চরিত রসে পুনঃ বিস্তারয়॥

সন্ত কৃপা সন্ত সেবা সন্ত গুণগ্রাম
শ্রীগুরু মানস হ্রদের মুখ্য বিশ্রাম ॥
সন্ত কৃপা সেই হেতু মাগি বার বার।
করুণা করিয়া দেহ ভক্তি অবিকার ॥
শ্রীগুরু মানস হ্রদের দিব্য মহাধন।
শব্দ শাস্ত্র পরতত্ত্বের মধুর মিলন ॥
বিমল বিবেক আর বৈরাগ্য বিচার।
অনন্য ভজন নিষ্ঠা শান্তি পাবাবার ॥
করুণা কোমল চিত্ত দীন অকৈতব।
সৎসঙ্গ অবিরল অখণ্ড বৈভব ॥
শ্রীগুরু পরম্পরার দিব্য চমৎকার।
সিয়ারামনামামৃত চিণ্ময় উদার ॥
শ্রীধাম অবধ পুরী নিত্যলীলা পান।
মিথিলায় বাস পুন সখী ভাব প্রধান ॥
শ্রীযুগল কণ্ঠী তিলক ভক্তি রসালয়।
এ সবার নিত্য মূল সদ্‌গুরু চরণ আশ্রয় ॥
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন ভক্তিহীন প্রাণ।
কাম ক্রোধে চিত্ত মোর সদা বেগবান ॥
শ্রীগুরু চরিত মানস মঞ্জুল বিহার।
চরাচর জীব কৃপায় হউক নিত্য অভিসার ॥
শ্রীগুরু পদরজে করি মন চিত্ত সমর্পণ।
শ্রীসদ্‌গুরু চরিত মানস সজ্জনে করি নিবেদন ॥

এক

অকাম আনন্দসিন্ধু—পবেশ পরাৎপর—সীতাপতির পরম কারুণ্যের পাবন তীর্থ—শবরী নারায়ণ পুবী—দণ্ডকাবণ্যেব পূর্ব্ব প্রান্তেস্থিত—মধ্য ভারতেব একটি নিভৃত পল্লী অঞ্চল। লোক পবম্পরায় এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটি শববী নগরী নামে অধিক পরিচিত। বিচিত্র ঘটনা সমাবেশে এই গ্রামখানি এক উজ্জ্বল প্রেম বসের মধুর সৌবভে—নিশিদিন আপন সুখে আপনি গাহিতেছে—আপন ছন্দে আপনি নাচিতেছে—এবং ক্ষণে ক্ষণে—এক মোহন চমকে—অখণ্ড প্রেম রসের দিব্য সুধা পানে আপনি মগ্ন হইতেছে। রাঘবেন্দ্র শ্রীবামেব অকথ শোভা সমুজ্জ্বল কুঞ্জ ক্রীড়ায়—দণ্ডকারণ্যের সমগ্র বনভূমি একদা কান্ত বিবহীর চিববাঞ্ছিত সম্ভোগ সুখে উদ্ভাসিত হইয়াছিল—প্রাণপ্রিতম বঘুনাথের অবিবল করুণাব অমিয় বাদলে বনানীব সমগ্র পরিবেশ বীভা নম্র মুগ্ধা কিশোরীব সুস্মিত ধাবায সহসা আপনি নন্দিত হইল। আপ্তকাম লীলামহিম শ্যামসুন্দবেব অরুণ পদবজ বাগে—বনানীব অণু পবমাণু—নিজ নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে—আনন্দকন্দের দিব্য পরিকরে রূপায়িত হইল। সেই অশেষ কৈঙ্কর্য্যনিপুণ কান্তা রামাগণের অঙ্গে অঙ্গে দ্বৈত মিলনেব শুভগ বার্ত্তা—তাহাদেব লীলা চপল বিহ্বল নয়নের মুগ্ধ কিবণে—বনানীব লতাকুঞ্জ—মন্দাব ও পবিজাত কুসুমিত হইল—তাহাদের ব্যাকুল প্রাণেব দিব্য উৎকণ্ঠায—চরাচর জীব—প্রেমে প্রেমে অবলুপ্ত হইল—নীল গগনে চন্দ্রমাব মুগ্ধ তবঙ্গ—আপন উদার বৈভবে—দশদিক আপ্লুত করিল—দেখিতে দেখিতে নব বসন্তের অনুরাগোদ্দীপক বিহগ কূজনে—সমগ্র বনানী মুখরিত হইল। পরা প্রকৃতির এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঐশ্বর্য্য মধুর আনন্দ সমাবোহেব সাথে সাথে—

বনানীর এক প্রান্তে—তন্বী শ্যামা ভিল রাজকন্যা শবরীর নিভৃত কুঞ্জ—কাহার মধুময় নুপুর নিক্কণে সহসা জাগরিত হইল—সহসা কাহার কোক-কেলিমণ্ডিত নয়নপাতে—শববীব নিত্য অভিসার—চির প্রশান্তি লাভ করিল? সেই অখণ্ড ককণাসরস আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম ও তাঁহার নিত্য লীলা কিঙ্করী শবরীব প্রমুদিত রাসোৎসবে নিমজ্জিত হইয়া—দিগ বধূগণ নৃত্য পটীয়সী হইল মৃদু মন্দ সুবভিত বায়ু - লতা পল্লবে হিল্লোলিত হইল - দিব্যধাম বাসিনী সখী মঞ্জবীবৃন্দ সূক্ষ্ম রূপে ধবাধামে অবতীর্ণ হইয়া—এই অচিন্ত্য প্রেমবস পানে নিমগ্ন হইলেন। বাস্তবিক এক অকাম প্রেমেব দিব্য আলেখ্য সম—দণ্ডকাবণ্যেব এই অঞ্চলটি—শবরীর মোহন রূপকথাব সহিত চিব বিজড়িত হইয়া বহিল। শবরীর সাথে—বনানীর লতা পল্লব পর্ব্বত কন্দব—মৃগ-বিহঙ্গেব—নিত্য প্রাণেব সম্বন্ধ—বলিতে কী প্রকৃতিব এই সকল—নিত্য ক্রীড়া মুগ্ধ সম্পদগুলির প্রেমময় ভাব সন্দর্শনে মনে হয়—ইহাবা সকলেই শববীব কান্ত পদের চির অনুবাগিনী —ইহাদেব নিজ স্বাতন্ত্র্য বলিতে কিছুই নাই—নিত্য রাসোৎসবেব মুগ্ধ ধারায়—ইহাবা কেহবা তৃনগুল্ম লতা—কেহবা মিলন নিকুঞ্জ—কেহবা মৃগ বিহঙ্গ যূথ হইয়া—শ্রীপুরুষোত্তমেব অনন্য কান্তা সম লীলায়িত। এই সকল দিব্য ললনাগণেব--নিজ সুখ বলিতে কিছুই নাই—কুঞ্জ মালিনী শববীব সুখ বর্দ্ধনেই ইহাদেব অবিরল গতি—তৎসুখেই—ইহাদের নিত্য তৃপ্তি - অনন্ত জীবনে চির বিস্তাবিত।

বাস্তবিক এই সকল বিদেহ ললনাগণ—শবরীর—কান্ত বিরহে নীরবে অশ্রুমোচন করিয়াছে—শবরীর চিত্ত বিনোদনে—ভাবমুগ্ধ কান্তা প্রেমে রসায়িত হইয়াছে—শববীর আর্ত্ত নিবেদনে—দিব্য করুণ রসে বিগলিত হইয়াছে। শববীর নিত্য অভিসার গীতিকায়—বনানীর মর্ম্মে মর্ম্মে যে কাতর ক্রন্দন—দিব্য নায়িকার সেই অব্যক্ত বেদনা—নিজ মুগ্ধ সেবায় গুঞ্জরিত হইয়া—ক্ষণে ক্ষণে আপনি গাহিয়া উঠে—

কোথা রঘুনাথ—চিকণ চিকুর—কোথা নব দূর্ব্বাদল হরি।
কোথা আনন্দ—নিত্য নূতন—কোথা প্রিয় ধনুর্ধারী॥
কোথা কোটি কাম—চির বসন্ত—কোথা কবি রসরাজ।
কোথা নটবর—কান্ত অকাম—কোথা অম্বর পীত সাজ॥
কোথায় দ্বৈত—ললিত মধুর—কোথা সরসিত অভিরাম।
কোথা সুখময়—দিবস যামিনী—কোথা কনক কিরীট শ্যাম॥

কোথা তৃষিত প্রেমের অমিয় বাদল—কোথা নয়নের নীলমনি।
কোথা বিশ্বব্যাপক নন্দন গীত—কোথা মরমের বীন বাণী॥
কোথায় শ্রীধাম অবধ সরযূ—কোথায় জানকীজানি।
দরশন লাগি সঘন পীরিতি—করিতেছে কানাকানি॥
করুণা সাগর—কৌতুক নিধি—তব অমোঘ নয়ন বাণ।
অতি অবহেলে—হাসির ঝলকে—বধিও দাসীর প্রাণ॥

বাস্তবিক দণ্ডকারণ্যের—এই অঞ্চলটি দ্বৈত সেবার মধুর সৌরভে—আপন সুখে—আপনি ডগমগ করিত। ছিল রাজকন্যা শবরী এই মধু নিকুঞ্জে নিত্য প্রেমলীলায় চরিতার্থ হইবেন বলিয়া—স্বয়ং আনন্দকন্দ ভগবান—অযাচিত করুণা বৈভবে—দণ্ডকারণ্যের এই প্রেম মঞ্চটি—নিত্য লীলা লালিত্যে মণ্ডিত করিলেন—এবং এই দিব্য প্রেম বিস্তারের সাথে সাথে—শবরীর মুগ্ধ প্রাণে—যে আনন্দের কল্লোল উঠিল—তাহার অব্যক্ত ধারায়—শবরী সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ রাজ দম্পতির একমাত্র দুহিতা হইয়াও—অনন্য তপস্বিনীর বিমল জীবনে চির অভিষিক্ত হইলেন—গৃহ-বার, ধন-মান-যৌবন—কিছুই এই কনক কান্তাকে বাঁধতে পারিল না। বাস্তবিক সামান্য বিষয়-বনিতা সুখ—কী প্রকারে শবরীর ন্যায় দিব প্রেম পূজারিনীকে বাঁধিতে সক্ষম? শবরী অনন্য সাধারণ মর্ত্তবাসিনী·

রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাঁহার সমগ্র জীবনটি হইল—কান্ত কিশোর শ্রীরামের চির বিনোদ নিকুঞ্জ। অনন্য প্রেম বৈচিত্র্যে শবরী সর্ব্ব পাশ মুক্ত—রাজীবলোচনের নিত্য অভিসারে—সাগর সঙ্গমে নদীর ন্যায়—তাহার প্রাণ-মন অবিরাম ধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সর্ব্ব দিগ্‌ দেশ ও কাল জয়ী—এই দিব্য অভিসার—অনন্তের পর অনন্তে বিস্তারিত—ভূমার ভূমায় ইহার নিত্য লীলা। অশেষ জন্ম কর্ম্মের বন্ধন ক্ষয়ে—শবরী এই নিত্য লীলার মোহন তটে সমাশ্রিত—এবং অন্তরের মুগ্ধ আকর্ষণে—শবরী পরম অক্লেশে—অসার সংসার সুখ তুচ্ছ করতঃ—বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে—নিত্য দ্বৈত শ্রীরমণের সেবা সুরভিত মিলন বাঞ্ছায়—মহর্ষি মাতঙ্গের আশ্রমে—এই বিজন বনালয়ে কুঞ্জ সাজাইলেন। অযাচিত মহৎ কারুণ্যে—শবরী শ্রীরাম প্রেমে আকণ্ঠপূর্ণ—তাঁহার অন্তর ও বাহির একান্ত শ্রীরামময়—তাহার প্রেমাকুল নয়নে ও মনে আনন্দকন্দের জন্য যে নিত্য আবাহন—তাহার বিপুল উৎসাহে—সমগ্র বনানী শবরীর প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া—আপনি গাহিয়া উঠিত—

(বধূ) তোমার লাগিয়া কুঞ্জ বাঁধিনু
সাধিতে মনের সাধ।
সে সুখ হেরিয়া বিধির ধরম
রচিল কুহক বাঁধ॥

জীবন যতন জনম মরণ
গণিনু পরম ছার।
কুল কানি লাজ বিনা রঘুরাজ
কিবা মূল্য কহ তার॥

বসন ভূষণ শৃঙ্গার যতন
সকলি দয়িত লাগি।
অনুরাগ দীপ নয়নে জ্বালিয়া
সেবা অনুকূল মাগি ॥

রমনী মোহন ভূমিজা রমণ
করুণার পারাবার।
এসো এসো নাথ কবিকুল মাথ
চিকণ প্রেমের সার ॥

মুগ্ধা ললনাব এই দিব্য অভিসাব ব্যর্থ হয নাই। অশেষ আনন্দোজ্জল প্রেমেব পুলকময় বন্যায়—শববীব আর্ত্ত প্রাণের কাতব ক্রন্দন—পুরুষোত্তম শ্রীরামেব হৃদয় বিদ্ধ করিল। শববীব অখণ্ড প্রেমদীপ্ত সেবা সুখ বাঞ্ছায়—জানকীবল্লভ নিত্য লীলাবাগে—শববীব দীন কুঞ্জখানি আলোকিত করিলেন। সর্ব্ব স্বাথ রহিত—দিব্য পবমার্থ—অনন্য প্রেমের কনক ধাবায়—শববীব চিত্ত-মন প্রাণনাথেব চবণতলে নিবেদিত হইল। মহামিলনের অকথ বৈভবে—শববীব অন্তব ও বাহিব এক সাথে গাহিয়া উঠিল—

একী আনন্দ ঝলমল ॥
অমিয় রতন রাজীব লোচন
প্রাণনাথ ঢল ঢল ॥

চিকুর শোভনে মধুর বয়ানে
নয়নে প্রেমের ঠাঁই
পীত বসনে কনক ভূষণে
কিবা অনুপম রঘুরাঈ ॥

শ্যামের পিরীতি বিনোদন রীতি
বেদ বাণী বিধি পার।
প্রেম পয়ঃস্বিনী জনক নন্দিনী
বুঝিল মরম তার॥

এ দীনা অবলা কিবা জানে লীলা
চরণেব সেবা চায়।
জনমে জনমে পূর্ণ রতি কামে
সেই সুখ যেন পায়॥

অনন্য কান্তাব মন মুকুবে বসরাজ বাঘবেন্দ্রেব মুগ্ধ লীলা আত্ম সমর্পণ কবিল। দণ্ডক বনবিহাবী মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের তাপস বেষ অপসাবিত হইল—শববীব নয়ন যুগলে—নিত্য বাসোৎসবদীপ্ত কান্ত কিশোরের চিব মধুব রূপটি প্রকটিত হইল। দিব্য নায়িকা—যে অকথ আনন্দ রসাপ্লুত—রূপ মহাসিন্ধুব গহন তলে নিমজ্জিত হইলেন—মহামতি তুলসীর অমিয় বচনে তাহা উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

নীল সরোরুহ নীল মণি নীল নীরধর শ্যাম।
লাজহি তন শোভা নিরখি কোটি কোটি শত কাম॥

শরদ ময়ঙ্ক বদন ছবি সীবাঁ।
চারু কপোল চিবুক দব গ্রীবা।
অধর অরুণ রদ সুন্দর নাসা।
বিধুকর বিনিন্দক অধব সুহাসা॥
নব অম্বুজ অম্বক ছবি নীকী।
চিতওনি ললিত ভাবতী জী কী॥

ভৃকুটি মনোজ চাপ ছবি হারী
তিলক ললাট পটল দ্যুতি কারী ॥
কুণ্ডল মকর মুকুট শির ভ্রাজা।
কুটিল কেশ জনু মধুপ সমাজা ॥
উর শ্রীবৎস রুচির বনমালা।
পদিক হার ভূষণ মনি জালা।
কেহরি কন্দর চারু জনেউ।
বাহু বিভূষণ সুন্দর তেউ ॥
করিকব সরিস শুভগ ভুজ দণ্ডা।
কোটি নিষঙ্গ কর সর কোদণ্ডা ॥

তড়িৎ বিনিন্দক পীত পট উদব রেখবর তীনি।
নাভি মনোহর লেতু জনু জমুন ভঁবর ছবি ছীধনি ॥

অর্থাৎ—নীল নলিন—নীলমনি—নীল নীরদ শ্যাম।
কী কব কী শোভা—দিব্য অপাব—যেন শত কোটি রতিকাম॥

শরৎ চন্দ্র শুভ বদন শোভা সার।
কপোল চিবুক গ্রীব মধুর অপার ॥
অরুণ অধর রদ সুন্দর নাসা।
সুধাকর বিজয় সম মধুর সুহাসা ॥
শ্যাম সরোবরে নব কঞ্জ সমান।
মুখ মণ্ডল দ্যুতি বিমল অমান ॥
মধুর দৃগঞ্জন কী কব রসাল।
মুনি মন হারী করুণার মাল॥

পুষ্প ধনু শোভা কোটি অপার।
বঙ্কিম ভ্রূদ্বয় কমনীয় সার॥
ভাল অমিয় শুভ—সরস দ্যুতি কারী।
তিলক অঙ্গ পট বিজয় বিহারী॥

মকর কুণ্ডল ময় শ্রবণ শুভগ।
কনক কিরীট শির দিব্য পরাগ॥
মধুপ সমাজ সম কুঞ্চিত কেশ।
অপরূপ শোভাবব অপরূপ বেশ॥

বিশাল বক্ষস্থলে রুচির বনমাল।
অমিয় বতন হাব মণিময় জাল॥
বাল সিংহ সম স্কন্দ বিশাল।
সুন্দর উপবীত যেন মধুমাল॥

করিকর সম যুগ বাহু পুনীত।
কটিদেশ ক্ষীণ—কব ধনুষবাণ যুত॥
তড়িৎ বিভব হারী পীতবাস রসাল।
ত্রিবেনী উদর রেখা—দিব্য শোভা মাল॥

নাভি মনোহব গভীর অমিয়।
যমুনার জলে যেন বর্ত্ত কমনীয়॥

বাস্তবিক শবরীব সাথে চবাচর নায়ক রঘুপতিব নিত্য ক্রীড়ার যে দিব্য সমারোহ—তাহাব বসাল মঞ্চে—মধ্য ভাবতের শবরী নগবী নামক পল্লী অঞ্চলটি—এক অখণ্ড প্রেমের পুনীত কাব্যে চিব মণ্ডিত হইয়া রহিল। মহাকালের নিত্য আবর্ত্তনে দিকে দিকে কত পরিবর্ত্তন

সাধিত হইল—কত ঊষব মরু প্রান্তব শস্য-শ্যামল হাটে বাটে রূপান্বিত হইল—কত নূতন জনপদ ধবনীব শোভা বর্দ্ধন করিল—কিন্তু অচিন্ত্য ভগবৎ কৃপার দিব্য নিকুঞ্জ সম—শবরী নগরী—ভিল রাজকন্যার—নাম ও লীলার অটুট বন্ধনে—চিব ওতপ্রোত হইয়া রহিল। শবরী নগরীর অপর নাম যে কাঁসা—তাহাও বাস্তবিক—দিব্য ললনার—প্রাণনাথের চরণে—প্রেমগীতিকার আদ্যক্ষর ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শবরীর ব্যাকুল উৎকণ্ঠার প্রতিধ্বনি করতঃ সমগ্র পরিবেশ গাহিয়া উঠিত—

কাঁহা সাঁবরো রঘুনাথ পিয়ারে ॥

অখিল নিরঞ্জন ত্রিভুবন স্বামী
ভকত বছল প্রভু পরম অকামী
দয়াল শিরোমণি বেদ পুকারে ॥

নাম রূপ ধাম চবিত অপার
শুভ গুণগ্রাম কে দিব্য আগার
বিমল নন্দঘন শোভন সার
কোশল বাজ ছুলারে ॥

তুঁহু সুখকে সুখ প্রেম কে প্রেম।
নিত্য নটবব চিণ্ময় হেম
ভকতি ভজন ভাব দিব্য স্নেম
সত্য সনেহ ভুখারে ॥

শংকর মানস রাজ মরাল।
জানকীবল্লভ নত প্রতিপাল
প্রকট ভৈ চারু দিব্য রসাল
দাসী কো লেহু সঁভারে ॥

বাস্তবিক কোন এক মাধবী লগ্নে শবরীর সাথে তাঁহার নিত্য দ্বৈতের মধুময় কুঞ্জ ক্রীড়াটি অপার রূপ রসে নন্দিত হইয়াছিল—কেবা তাহার পরিচয় রাখে? মুগ্ধা ললনার প্রেম সঘন মানসে—সেই দিব্য লীলা—সেই দিব্য ভাবনা—প্রতি ক্ষণের—প্রতি পলের। শবরীর কান্ত পদে নিত্য ব্যাকুল গীতি—তাহার অনুরাগ দীপ্ত বিহ্বল বিলোচন—কল্পলোকের সুধা চন্দ্রিকার ন্যায়—যুগ যুগ ধরিয়া অশেষ জন মন রঞ্জিত করিয়াছে—তাঁহার দিব্য-প্রেমের মোহন ধারায়—অগণিত জনগণ সুখে ভাসিয়াছে। অখণ্ড প্রেমাভক্তির সকরুণ নায়িকা—শবরীর অমূর্ত্ত ভাবরাশি বক্ষে ধারণ করতঃ—শবরী নগরী নিরবধি সুখে আপনি মগ্ন রহিল। স্বয়ং বিধাতা পুরুষ—এই নিভৃত পল্লীর এবংবিধ দিব্য মাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া—উজ্জ্বল নৈসর্গিক দানে—শবরী নগরীর রূপরেখা অঙ্কিত করিলেন। গ্রামের পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত বিন্ধ্যের পাদদেশে—শাল আমলকী দেবদারু ও মন্দার বৃক্ষলতা কাতারে কাতারে শোভা পাইতেছে—উত্তরে—নীল লোহিত শ্বেত পদ্ম শোভিত পম্পা হ্রদের নীল জলরাশি—দক্ষিণে—গহন বনানীর বিমল বিন্যাস। এই দিব্য শোভা সমুজ্জ্বল চতুঃসীমার অন্তঃপুরে—শবরী নগরী—সমগ্র অরণ্যানীর কুল বধূর ন্যায় আপন বৈভবে আপনি বিরাজিত। বাস্তবিক সেই দিব্য পুরীর বারেক দর্শনে—ব্যাকুল মন সহসা বন্দনা মুখর কণ্ঠে আপনি গাহিয়া উঠে—

স্নিগ্ধ প্রেমের মুগ্ধ বিলাস উষার গগনে সুখতারা।
পীযূষ প্লাবন শান্তি সুনীড় আপন তন্ত্রে আপনি হারা॥
হাটে বাটে মাঠে পম্পার তটে যে দিকে ফিরাই আঁখি।
কল্প লোকের কাব্য লক্ষ্মী বাঁধে যে প্রেমের রাখী॥
কান্ত বধূর সরস রেখা অঙ্কিত দৃগ সুনির্ম্মল।
সেবা সুরভিত চরিত মধুর লুব্ধ করিল অলির দল॥

কামনা বাসনা বিগত বিভব চরণে নূপুর ঠাঁই ।
সুমন চিত্তে কুঞ্জ গীতিকা উজ্জ্বল অহরাঙ্গ ॥
নহ নহ দীন হে দিব্য প্রাচীন কমনীয় বরণীয় ।
করুণা রসের বিমল পাত্র নিত্য যে ভজনীয় ॥
পূরবীর সুরে বাঁধিয়া পরাণ মোহন আপ্তকাম ।
অন্তরে দেবী নন্দনপুর—বাহিরে শবরী গ্রাম ॥

দুই

ইতিহাসের মুখর বার্ত্তায় শবরী নগরীর যে কোনরূপ পরিচয় পত্র লিপিবদ্ধ হয় নাই—বা বহুল জনগণের মুগ্ধ কাব্যে এই নিভৃত অঞ্চলটি যে নিমজ্জিত হয় নাই—বোধহয়, তাহার পশ্চাতে—আনন্দকন্দের মহান করুণা লুক্কায়িত ছিল। লোক চক্ষুর অন্তরালে—নাম গোত্র হীন বন্য কুসুম সম - এই বিমল গ্রাম্য জীবনটি—আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া—আপন মাধুর্য্যে আপনি ডুবিয়া রহিল। বাস্তবিক—এই নিরবধি কান্ত কৈঙ্কর্য্যের বিচিত্র ভাবধারায়—কোথাও এতটুকু বাঁধা নাই—কোথাও এতটুকু সংকোচ নাই—কোথাও এতটুকু দীনতা নাই—ইহাই নিষ্কেবল ভাব ভালবাসার বিমল অবসর—ইহাই পূর্ণের পরিপূর্ণ বিলাস—ইহাতেই পূর্ণ অনন্ত বৈচিত্র্যে চির আপ্তকাম। অখণ্ড করুণামণ্ডিত প্রেম ঐতিহ্যের বিমল পাদপীঠে—শবরী নগরী—সন্ধ্যার মংগল দীপ সম—আপন সেবায় চির জাগ্রত থাকিয়া—মর্ম্ম প্রেমে দিব্য পুরীর ভিতর ও বাহির সমভাবে আলোকিত করিল। শবরীর মানস কন্যা—শবরী নগরীর—এই গোপন ভালবাসার মধুর প্রকোষ্ঠে সমগ্র গ্রামখানি নিত্য সুখে লীলায়িত হইল।

উদাহরণ স্বরূপ রামায়ণ কীর্ত্তিত মহারাজা বালীর কথা বলা যাইতে পারে। মহাবলী বালী—নিষ্কেবল করুণার মুগ্ধ বাঞ্ছায়—যে অকথ্য লীলা চরিত্রে অবগাহন করিলেন—তাহাই সমগ্র প্রপন্ন জীবের মণিময় কণ্ঠহার হইয়া রহিল।

অব্যক্ত লীলা কারণে মহারাজা বালীর সমগ্র চিত্ত মন ঘন তমিস্রায় সমাচ্ছন্ন—বালী নিত্য-জ্ঞান-ভ্রষ্ট এবং এই অচিন্ত্য মায়া প্রপঞ্চে নিপতিত হইয়া—মহারাজা বালী আপন কনিষ্ঠ সহোদর সুগ্রীবকে প্রহৃত করতঃ তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন এবং তৎপরে ভ্রাতৃজায়া রুমার রূপ শিখায় লুব্ধ পতঙ্গ হইয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইলেন। বলা বাহুল্য—মহারাজা বালী সাধারণ জীব নহেন—রাজধর্ম্ম ন্যায়ধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম—এই ধর্ম্মত্রয়েই মহারাজা সুদীক্ষিত—কিন্তু এক্ষণে বালী অমোঘ ভগবৎ কারুণ্যের লীলা প্রাঙ্গনে প্রধাবিত হইয়া—অচিন্ত্য কারণে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছেন। বালীর ধর্ম্মপত্নী সতী সীমন্তিনী তারা—আপন স্বামীকে নিত্য ধর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিতে কত প্রয়াস করিলেন—কিন্তু হায়! স্বয়ং যোগমায়া দেবী যাহাকে স্বহস্তে—নিত্য করুণার বিচিত্র মার্গে চালিত করিতেছেন—তাহাকে সামান্য অল্পমতি জীব কী প্রকারে সচেতন কবিবেন? এতৎ কারণে বালী—তারাব দিব্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশবলীব প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করতঃ—আপন দ্বৈতর সাথে দিব্য দ্বন্দ্ব প্রণয়ে আবির্ভূত হইলেন এবং এই পবম লীলাসমুজ্জ্বল ভগবদ্দর্শনের অমোঘ ফল স্বরূপ মহারাজা বালী নিত্যধামে নিত্যসেবা রূপ যে পরমাশান্তি লাভ করিলেন—তাহাই মুগ্ধ প্রকাশে উদ্গীত করতঃ—মহামতি তুলসীর কণ্ঠে বালী প্রসঙ্গতঃ আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

সুনহু রাম স্বামী সন চল ন চাতুরী মোরি।
প্রভু অজহুঁ মৈ পাপী অন্ত কাল গতি তোরি॥

অর্থাৎ—শুনগো সর্ব্বজ্ঞ স্বামী রঘুনাথ করুণানিধান।
প্রাণনাথ দ্বৈত সাথে নাহি চলে চাতুরালি আন॥
অল্পজ্ঞ জীব মুই—অতি পাপী অতি নীচাশয়।
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য নিচয়॥
তোমার করুণা কণার অযাচিত বৈভব উদার।
জীবনান্তে এই দেহ লভে যেন সেই শুভাগার॥
ইহাই প্রার্থনা মোর ইহা মোর একান্ত বচন॥
পূর্ণ করো কৃপাসিন্ধু হে রাজীব লোচন॥

বলা বাহুল্য অনন্য সেবা মধুর প্রপন্ন জীবের কাতব ক্রন্দনে—ভক্তি-ভাব সিন্ধু সীতাপতি অশেষ কৃপা লালিত্যে—নিজ নিত্য রূপে আনন্দ ঝলমল হইলেন—মহামতি বালী—এই অচিন্ত্য ভক্ত বাৎসল্যের নির্ভরা সুখে চির প্রশান্তি লাভ করলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শবরী নগরীর সামগ্রিক রূপটি অযাচিত মহৎ করুণায় সুরক্ষিত ছিল। এই নিত্য সাবলীল জীবনে - কৃষিকার্য্য, গোপালন, গ্রাম্য সমাজ জীবন ও নিত্য ভজন কীর্ত্তন - ইহাই ছিল সরল গ্রাম্য জীবনের মুগ্ধ ধারা। নিরলস কর্ম্মস্রোতে গ্রামবাসীগণ নিজ নিজ কার্য্যে সুনিপুণ—তাহাদের অখণ্ড সেবায়—গ্রামের মাঠগুলি পর্য্যাপ্ত ফলনে সদাই উৎফুল্ল ছিল—এবং ঘরে ঘরে গোদুগ্ধজাত দ্রব্য সমূহের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইত। ইহাই শবরী নগরীর বহিঃজীবনের মধুর প্রকাশ - কিন্তু এই বিমল কর্ম্মস্রোতের অন্তরালে—গ্রামবাসীগণ অন্তরের এক বিচিত্র প্রেরণায় সততই অখণ্ড ভজনানন্দময় জীবনের প্রতি ধাবিত হইতেন - সেই দিব্য মংগল প্রেরণায়—গ্রামবাসীগণের মুগ্ধ চিত্ত—আনন্দকন্দের নিত্য সেবায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে আপনি উৎসর্গীত হইত। বাস্তবিক ভগবৎ ভজনের দিব্য অনুশীলনেই—তাহাদের সামগ্রিক রূপ। সিদ্ধ প্রেমাভক্তির বিমল

অনুরাগেই গ্রামবাসীগণের সমগ্র হৃদয় এক হইয়াছিল। এই দিব্য অনুরাগ একান্ত কামনা-বাসনা মুক্ত—সহজ ও স্বাভাবিক ধারায়—এই দিব্য ভাবনা—গ্রামবাসীগণের সমগ্র ব্যবহারিক ও অন্তঃমুখীন বৃত্তিটিকে—সুমধুর প্রকাশে রসান্বিত করিয়াছিল। সরল গ্রামবাসীগণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের বিমল অবসরে—নিত্য প্রাতে ও সন্ধ্যায়—শ্যামসুন্দর আনন্দকন্দের মধুর ভজন রাগে—কোন্ এক লোকে ভাসিয়া যাইতেন—সে দিব্য সুখসর্ব্বস্ব মধুময় লোকের সর্ব্বত্র—শ্রীযুগল-রসরাজ ও রাসেশ্বরীর প্রণয় নিকুঞ্জ—ভক্ত ও ভগবানের অশেষ মহামিলনে—সে দিব্য দেশ—এক অখণ্ড মহারাস মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত।

গ্রামবাসীগণের এই নিত্য মধুর ভজনে—আনন্দকন্দের যে লীলা রূপটি শবরী নগরীর প্রতি ঘরে ঘরে প্রমুদিত বৈভবে আপনি বিকশিত হইত—মহামতির তুলসীর ভাব ব্যাকুল কীর্ত্তনে—অখণ্ড চিন্ময় মাধুর্য্যের সেই মঙ্গল রূপটি উল্লিখিত করিলে বলিতে হয়—

শ্যাম তাম রস দাম শরীরং
জটা মুকুট পরিধান মুনি চিরং।
পাণি চাপশর কটি তুনীরং
নৌমি নিরন্তরং শ্রীরঘুবীরম্॥

মোহন বিপিন বন গহন কৃসানুঃ
শান্ত সরোরুহ কানন ভানুঃ।
নিশিচর নিকর বরুথ মৃগরাজঃ
ত্রাতু সদা নো ভব খগরাজঃ॥

অরুণ নয়নং রাজীব সুবেষং
সীতা নয়নং চকোর নিশেশং।

হর হৃদি মানস বাল মরালং
নৌমি রাম উর বাহু বিশালং ॥

সংশয় সর্প গ্রসন উরগাদঃ
শমন সুকর্ব্বশ তর্ক বিষাদঃ।
ভব ভঞ্জন রঞ্জন সুর যুথঃ
ত্রাতু সদা নো কৃপা বরুথঃ ॥

নির্গুণ সগুণ বিষম সম রূপং
জ্ঞান গিরা গোতীতমমনূপং।
অমলমখিলমনবদ্য পারং
নৌমি রাম ভঞ্জন মহীভারং ॥

ভক্ত কল্প পাদপ আরামঃ
তর্জ্জন ক্রোধ লোভ মদ কামঃ।
অতি নাগর ভব সাগর সেতু
ত্রাতু সদা দিনকর কুল কেতুঃ ॥

অতুলিত ভুজ প্রতাপ বল ধামঃ
কলিমল বিপুল বিভঞ্জন নামঃ।
ধর্ম্ম বর্ম্ম নর্ম্মদ গুণগ্রামঃ
সন্তত শং তনোতু মম রামঃ ॥

জদপি বিরজ ব্যাপক অবিনাশী
সকল হৃদয় নিরন্তর বাসী।
তদপি অনুজ সহিত খরারি
বসতি মনসি মম কাননচারী ॥

গ্রামের ভক্তগণ সমগ্র মানসে—প্রায় এক নিঃশ্বাসে—দিব্য জটাজুট—চির বাস পরিহিত আনন্দকন্দের বিমল গুণগ্রাম কীর্ত্তিত করিয়াও—হৃদয়ে যেন শান্তি পাইতেন না—তাহাদের বিমল প্রেম বাঞ্ছা—ইষ্ট কারুণ্যের চিন্ময় গগনে উড্ডীন হইতে আরোও ব্যাকুল—এবং ভক্ত মনের এই দিব্য উৎকণ্ঠায়—আনন্দকন্দের—একপদ ও ত্রিপাদ বিভূতিময়ী নিত্য রূপটি দিকে দিকে লীলায়িত হইত। আপন প্রাণনাথের এবংবিধ ঐশ্বর্য্য অবলোকনে—গ্রামবাসীগণ দিব্য পুলকে মগ্ন হইয়া বিমল হৃদয়ের অন্তিম প্রার্থনাটি নিবেদিত করতঃ গাহিতেন—

জে জানহু তে জানহু স্বামী
সগুণ অগুণ উব অন্তরযামী।
জো কোশলপতি রাজীব নয়না
করউ সো রাম হৃদয় মম ভরসা॥

ভক্তের এই বিমল প্রার্থনায—পরাৎপর প্রভু আনন্দকন্দ শ্রীরাম—ভক্ত মানসে নিত্য বাস দীপ্ত—সুশৃঙ্গার মণ্ডিত—শ্রীরামজানকীরূপে—উদ্ভাসিত হইয়া—মর্ম্মী হৃদয়ের সমগ্র প্রেমোপহার সাদরে অঙ্গীকার করিতেন।

ভক্তগণও আপ্তকাম প্রভুর এই চিন্ময় প্রেমলীলা আস্বাদনে—এক পরম কমনীয় ভাব বৈভবে রূপায়িত হইতেন—তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে ঝরিয়া পড়িত—আত্ম নিবেদনের বিমল বাণী—তাহাদের মুখমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইত-- পরানন্দের চিন্ময় দ্যুতি—এবং তাহাদের গোপন হৃদয়ে—যে অকথ বাঞ্ছাটি আপন সংগীতে আপন হারা হইত—শ্রীমদ্ভাগবতের চির ভাস্কর বাণীতে—অখণ্ড প্রেমের—সেই বন্দনাটি উল্লিখিত করিলে বলিতে হয়—

অহং হরে তব পাদৈকমূল দাসানুদাসো ভবিতাস্মিভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতে গুণার্নাম পুনীত বাক্ কর্ম্ম করোতি কায়॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা সামঞ্জস ত্বা বিহরস্য কাঙ্খে ॥
অজাতপক্ষ ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥

অর্থাৎ হে হরি! আমি নিত্য নিবন্তর আপনার শ্রীচরণাশ্রিত দীন দাসানুদাস ব্যাতিরেকে অন্য কিছুই হইতে বাঞ্ছা করি না—আমার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি—আমার মন—আপনাব ভুবন মংগল গুনগ্রাম নিত্য শ্রবণ করুক—আমার বাক্য—আপনার বিমল যশঃ কীর্ত্তনে নিয়োজিত হউক – এবং আমার শরীর আপনার নিত্য সেবায় নিমগ্ন হউক!

হে সর্ব্ব সৌভাগ্যসাব সীতাপতি! আমি আপনাব শ্রীযুগল চরণারবিন্দের নিত্য সেবা ব্যতিবেকে—কী ধ্রুবলোক—কী ব্রহ্ম লোক—কী অখণ্ড সাম্রাজ্য—কী রসাধিপত্য —বা অষ্টযোগসিদ্ধ – বা ভক্তি মুক্তি কিছুই কামনা করি না!

হে রাজীব লোচন কোশলপতি রাম! অজাতপক্ষ বিহঙ্গ শাবক ক্ষুধায় কাতব হইয়া যেরূপ নিজ নিজ মাতৃ দর্শন কামনা করে—রজ্জু বদ্ধ গো বৎসগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া যেরূপ নিজ নিজ মাতৃস্তন্য অভিলাষ করে—কান্ত বিরহে বিষণ্ণা নাবী যেরূপ দূরদেশগত স্বামীর সহিত মিলন বাঞ্ছা করে—আমার চিত্ত ও মন সেইরূপ—আপনার নিত্য দর্শনাকাঙ্খায় যেন চির ব্যকুলিত থাকে!

বাস্তবিক অনন্য শ্রীরামভক্তির কনক কান্তা – শবরীর দিব্য প্রসাদে —শবরী নগরীর ইহাই আনন্দোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য—ইহাই বিমল ভক্তগণের প্রতি আনন্দকন্দের নিত্য প্রেম বর্ষণেব মধুর রূপ – ইহাই নিত্য সুখাসীন দিব্য কৈঙ্কর্য্যের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি। অনন্য ভাব ভজনের মঙ্গল পরিসরে—ইহার সম বা অধিক আর কিছুই নাই।

তিন

পণ্ডিত গোপীনাথ গ্রামের মধ্যমণি। সমগ্র গ্রামের—আশা ভরসা —এই একটি মানুষে আসিয়া মিলিয়াছে। সুঠাম দৈহিক গঠনে ও স্বচ্ছ বুদ্ধির স্নিগ্ধ আলোকে—পণ্ডিত গোপীনাথ—যথার্থই আদর্শ মানব চরিত্রের একনিষ্ঠ সাধক। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের দীর্ঘ সরসিত তনুখানি—শতমুখী প্রতিভায় উদ্দীপ্ত—মস্তকে কুঞ্চিত কেশরাশির সঘন বিলাস—প্রশস্ত ললাটে বিমল সৌভাগ্যের মুদিত অঙ্কন—বিকশিত শতদলের ন্যায় আরক্তিম মুখমণ্ডলটি দিব্য প্রসন্নতায় সমুজ্জ্বল—আকর্ণ বিস্তৃত নয়নদ্বয় যেরূপ পুলকঘন—দিব্য চপলতায় সেইরূপ নিত্য আনন্দমধুর—সঘন বক্ষস্থল বিমল পৌরুষের দৃপ্ত গৌরবে চির বীর্য্যবান —অভয় বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত—কটি দেশ ঈষৎ ক্ষীণ—সুচারু চরণদ্বয় দিব্য শোভায় বিমল লক্ষণ যুক্ত। বাস্তবিক গোপীনাথের—অঙ্গে অঙ্গে যে সুমধুর ঐশ্বর্য্যের বিনম্র আকর্ষণ—তাহা যথার্থই—অনন্য সাধারণ—নরপুঙ্গবের সর্ব্ব লক্ষণে—তাহা সততই ঝলমল।

গোপীনাথ চরিত্রের বহুদিক ছিল। উচ্চ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণবংশের একমাত্র ধারক ও বাহক হইয়া পণ্ডিত গোপীনাথ কেবলমাত্র যে আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণের বিমল কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—তাহাই নহে —পরন্তু সমগ্র আর্য্য শাস্ত্র ও ভারতীয় সংস্কৃতির মার্গোপাদেষ্টা স্নিগ্ধ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির বিমল অধিকারী হইয়া—পুণ্য শ্লোকোজ্জ্বল অভিজাত বংশের—পণ্ডিত উপাধিটিকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিয়াছেন। পণ্ডিত গোপীনাথ একাধারে কবি, শাস্ত্র বক্তা ও পরম করুণ বিমল ভাগবৎ ধর্ম্মের সুরসিক বিজ্ঞাতা। ইহাই হইল গোপীনাথ চরিত্রের অন্তর্মুখীন

পরিচয়—সুমধুর ব্যবহারিক জীবনে—তাঁহার সমগ্র হৃদয়টি—মুগ্ধ সারল্যে স্তবকে স্তবকে আপনি ফুটীয়া উঠিত। বাস্তবিক তাঁহার নেতৃত্বের শীতল ছায়ায়—সমগ্র গ্রামখানি—আশ্রয় পাইয়াছিল। কী কৃষি কার্য্য, কী পরমার্থ সেবা, কী উৎসব অনুষ্ঠান, কী ধর্ম্মালোচনা—এই সকল ক্ষেত্রেই—পণ্ডিত গোপীনাথ ছিলেন—একান্ত অপরিহার্য্য। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল—আশা উদ্দীপনা ও বিশ্বাসেব মিলন তীর্থ—তাঁহার সংগ সুখে—মনের সকল দৈন্য ঘুচিয়া যাইত—সকল সংশয় বিদূরিত হইত—এবং সেই শূণ্য স্থান পূর্ণ কবিতে—বিমল আনন্দের যে মলয় বায় প্রবাহিত হইত—তাহারই তৃপ্তি ঝরা স্বাচ্ছন্দ্যে—প্রণত চিত্ত—গোপীনাথ চরিত্র-পূজায়—শতমুখ হইত। এই মহান চবিত্রের দিব্য প্রসঙ্গে—প্রাণের বদ্ধ দুয়ারগুলি আপনি খুলিয়া যাইত—এবং সেই উন্মুক্ত দ্বার পথে—গোপীনাথ চরিত্রের যে মাধুর্য্যরাশি আপনি ধবা দিত—সুবভিত কাব্যে তাহা প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

দিব্য সরস মূরতি মোহন সুকৃত বাশির প্রকট রূপ।
নন্দনঘন নয়ন বিশাল অঙ্গ লাবনি ভকত অনূপ॥
সত্য সরল্য নির্ম্মল শুচি ধীর নম্র কর্ম্ম বীর।
চরিত চারু বৈষ্ণব দীন নবঘনে যেন তড়িৎ থির॥
পুণ্যশ্লোকের বিভব বিলাস মধুর প্রেমে কান্তিময়।
নির্ভরা সুখে শান্ত সুজান তোমার মাঝারে মুক্তি লয়॥
বিমল কৃপার কনক রেখায় মুদিত তব দৃগঞ্চল।
ধন্য জননী ধন্য জনক ধন্য স্বদেশ কনক থল॥

চার

মহৎ করুণার ব্যাপক লীলায়—পণ্ডিত গোপীনাথের সমগ্র জীবন—সহজ ও সাবলীল ধারায় নিত্য প্রমুদিত—স্বাধ্যায় ও অনুশীলন ও ভাব ভক্তির পুণীত সংস্কারে—সেই দিব্য অভিব্যক্তিটি চরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ। গোপীনাথ সামান্য কারণে যে ধরণীব এক প্রান্ত সুশোভিত করেন নাই—তাহার দিব্য পরিচয়—বোধ হয় পণ্ডিত গোপীনাথের—নাম করণের অন্তরালেই লুক্কায়িত ছিল। বাস্তবিক সার্থক নাম—গোপীনাথ। অনন্য শ্রীরাম ভক্তি পরায়ণ গোপীনাথের পিতৃ পুরুষগণ দিব্য দৃষ্টি বলে - গোপীনাথের সমগ্র চরিতখানি—এক ঝলকে যেন দেখিয়া লইলেন—এবং বংশের একমাত্র সন্তানের দিব্য নাম করণে—গোপী প্রেমীর মুগ্ধ চরিতটি সুঅঙ্কিত করিলেন। যথার্থ বলিতে কী ভগবৎ মাধুর্য্যের দিব্য অঙ্গনে—গোপ রমণীর ন্যায় অনবদ্য চরিত্র আর কোথায় মিলিবে? আত্মশ্লাঘা ও আত্মনিবেদনের বিমল বেদীতে—গোপ রমণীর প্রাণ প্রতিষ্ঠিত—প্রাণনাথের মধুর স্বপনে ভরা—গোপ রমণীর অনন্য চিত্ত। সেই কান্ত কিশোরের দিব্য সেবা মাধুর্য্যে—গোপ রমণীর সর্ব্ব লীলাতনু রসায়িত। বাস্তবিক তদাত্ম্যতায়—তদ্‌ভাব ভাবনে—তদ্‌লীলা লালিত্যে - গোপবালার নিত্য জাগরণ এবং এই অকথ প্রেম পুঞ্জের মধুর আস্বাদনে—গোপ রমণীর—নিত্য নব নব সাজ—নিত্য নব নব সেবায় দিব্য লীলা। সর্ব্ব বিষয় বাসনা তথা ভুক্তি-মুক্তি সুতুচ্ছ করতঃ—গোপ রমণীগণ—কান্ত সুখেই নিত্য উদ্ভাসিত। ইহলোকের কোন বন্ধন পাশ তাহাদের নাই—অনন্য প্রেমের তৃষিত বাদলে—তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ কোথায় হারাইলেন—সমুদয় কুলশীল লাজ

ভয়—কোথায় ভাসাইলেন! অনন্ত কান্তা প্রেমের—এই মুগ্ধ চরিত্রে-গোপ রমণীর নিত্য অভিসার! শ্রীবৈষ্ণব পদকর্তার অমিয় নিষ্ণাত বাণীতে—এ হেন প্রেম সংলাপের—মুগ্ধ পরিচয়টি ব্যক্ত করিলে বলিতে হয়—

কুহু যামিনী ঘন তিমির তুরন্ত,
মদন দীপ দরশায়ত পন্থ ॥
চললি নিতম্বিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥
রস ধাধসে চলু পদ তুই চারি।
লীলা কমল তেজল বরনারী ॥
পরিহরি মৌলিক মালতি মাল।
তেজল মণিময় গীমক হার ॥
নব অনুরাগ ভরমে ভেল ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোড়ি ॥
বেশ শেষ বহু নিলীমদাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥

পণ্ডিত গোপীনাথও—গোপা রমণীর এই উজ্জ্বল রাগাত্মিকা ভাব-ভক্তি-ভাবনার—দীন উপাসক হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় নিকুঞ্জে—শবরীর মুগ্ধ মায়া—নব নব ফুলদলে কুসুমিত হইয়া—অখণ্ড ভগবৎ মাধুর্য্যের দিব্য গুণগানে—নিত্য মুখরিত। বয়সের সাথে সাথে—অলক্ষ্য করুণায়—পণ্ডিত গোপীনাথ—মহামংগলের পথে—খরস্রোতা মন্দাকিনীর ধারার ন্যায়—তর তর গতিতে বহিয়া চলিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই পণ্ডিত গোপীনাথের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যা কমলার—শুভ বিবাহ উদ্‌যাপিত হইল। কমলার পিতা

মাতা আজীবন—দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে নিপীড়িত হইয়া দারিদ্র্যের রুদ্র রূপটি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। বাস্তবিক দারা পুত্র পরিবার কুলকুটুম্ব পূর্ণ—গার্হস্থ্য জীবনে - দারিদ্র্য সম এমন পাতক আর কিছুই নাই—দারিদ্র্য সম এমন দুঃখ আর কিছুই নাই। দারিদ্র্যের সন্নিপাতে সাধারণ জীব—সকল সার্থক গুণরাশি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়। সংসারেব ইহাই সাধারণ চিত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য দৈব সংযোগে কমলার পিতামাতা—দারিদ্র্যেব তপ্ত শিখায় ভগবৎ কারুণ্যের দিব্য মহিমাটি পাঠ করিলেন—বিষয় শূণ্য নির্ম্মল জ্ঞানে আপনাদের চিব পবিত্র করিলেন—এবং ইহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ—দারিদ্র্যের সমগ্র জ্বালা—ভগবৎ কারুণ্যের অগ্রদূত রূপে সাদরে অঙ্গীকার করতঃ—দারিদ্র্যকে মধুর করিলেন। কতদিন—এই নিরাভরণ ব্রাহ্মণ দম্পতি অনাহারে থাকিয়াও —নিত্য ভাবের ঘরে সানন্দে ব্যতীত করিয়াছেন। বস্তুতঃ অভাব বা ভাব-দৈন্যতা এই বিষয় মুক্ত পরিবারটিকে কোন দিনই স্পর্শ করিতে পারে নাই। কমলাদেবীর পিতামাতা—ইহ জগতে—এক বিচিত্র লীলা চরিত্র অনুগমন করিতে আসিয়াছেন—সেই দিব্য চরিতেব বিমল অবসরে—বিমল ক্ষণে—সংসারের যাবতীয় প্রতিকূল দশায়—তাঁহাদের ইষ্টানুরাগ পরীক্ষা করিবার জন্য—তথা তাহাব সাথে সাথে - দিব্য করুণা বিস্তার করণ হেতু —অলোকবিহারী সীতাপতির—মুগ্ধ মায়ার দিব্য প্রকরণ। কমলাদেবীর পিতামাতা—বিনীত নিবেদনে ও অযাচিত ঈশ্বরানুরাগে—মায়াপতির সকল মায়াই—সুখে অতিক্রম করিলেন।

কমলাদেবী তাঁহার পিতামাতার বার্দ্ধক্য জীবনের একমাত্র সন্তান। স্বাভাবিক অবস্থায়—দুঃখ কষ্ট ও অনটনের সংসারে—নব জাতকের আবির্ভাব—সুখের কারণ স্বরূপ হইতে পারে না। কিন্তু অকথ লীলা মাধুর্য্যে নীলকাশে শুভ্র জ্যোৎস্নার ন্যায়—কমলার শুভাগমনে—দরিদ্র পিতামাতার ভগ্ন কুঞ্জে যেন আনন্দের হাট বসিল। সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত কমলাদেবীর

সন্দর্শনে—তাঁহার পিতামাতা—নিঃসন্তান সংসার জীবনে—কেবল মাত্র যে এক পরম অবলম্বন লাভ করিলেন—শুধু তাহাই নহে—অযাচিত করুণার মঙ্গল পরশে—কমলার আবির্ভাবের সাথে সাথে—তাঁহারা যেন সহসা সর্ব্ব ভার মুক্ত হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল—শুধু কমলার আগমন প্রতীক্ষায়—তাঁহারা এতদিন ধীর সংযমে—জীবন তরী বাহিয়াছেন—এক্ষণে সেই দিব্য তরী সোনার ফসলে পূর্ণ হইয়া আপনি ঠাঁয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল—এতদিনে বোধহয় তাঁহারা—নিত্য বিশ্রাম সুখের মুগ্ধ নিকুঞ্জে অবাস্থিত হইলেন।

বাস্তবিক অনন্য শ্রীরামভক্তির বিমল উপাসক—বৃদ্ধ পিতামাতার—নব জাতকের কমলা নাম করণেরই অন্তরালে—তাঁহাদের হৃদয়ের এই মধুর ভাবটি চির প্রচ্ছন্ন রহিল।

দিব্য রূপ ও চারু লাবণ্যে—কমলাদেবী সত্য সত্যই কমলনয়না কমলারই ভিন্ন রূপ। তাঁহার অঙ্গ কান্তি কী সুষমা মধুর! তাঁহার সুকুমার বিনোদ বৈভবের কী দিব্য গতি! বাস্তবিক কমলাদেবীকে দেখিলে মনে হয়—কমলাদেবী যেন ইহলোকের নহেন—কোন এক দিব্য লোকের বালা—সহসা অযাচিত ভগবৎ কারুণ্যে—এক্ষণে নিঃসন্তান গৃহে মঙ্গল আরতির দীপ শিখা সম অবিভূতা হইয়া—ভগ্ন কুটীরের ভিতর ও বাহির—সমভাবে আলোকিত করিলেন।

কমলাদেবীর বাল্য জীবনের দুই একটি ঘটনায়—তাঁহার নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যের দিব্য পরিচয়টি সহসা আপনি প্রকটিত হইল। বিচিত্র ভগবৎ লীলার মোহন অঙ্গনে নৃত্যের তালে তালে পা ফেলিয়া—কমলাদেবী যে—এক অকথ লীলা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন—তাহার মধুর সংলাপে নিম্নোক্ত কথা দুইটি চির প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিল।

একদা পাড়ার খেলার সাথীগণের সহিত কমলাদেবী খেলা করিতে-ছিলেন! সেদিনকার খেলায়—কমলাদেবী মা অন্নপূর্ণা সাজিয়াছেন—

তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুগণ নানাপ্রকার ফুলের সাজে কমলাদেবীকে সাজাইয়াছেন। দিব্য কেশে ফুলের গুচ্ছ—ফুলের কীরিট—কর্ণে ফুলের ঝুমকা—কণ্ঠে মালতীর মালা—বাহু ও বাহু বন্ধে ফুলের বন্ধনী—পরিধানে লাল রেশমী সাড়ী—ললাটে সিঁন্দুর বিন্দু—অঙ্গে অঙ্গে কুসুম রাগের দিব্য সুরভি। কমলাদেবীকে যথার্থই মা অন্নপূর্ণার মত দেখাইতেছিল। খেলার সাথীরা নানারূপ দ্রব্যে মা অন্নপূর্ণার ভোগ আয়োজন করিয়াছে। বেশ কৌতুকবিনোদে কিশোরীগণ খেলিতেছিল। কিন্তু সহসা তাহাদের মনে এক বিশেষ বাসনা উদিত হইল।

দিব্য ভাব লীলায় মগ্ন হইয়া সাথীগণ কমলাকে লক্ষ্য করতঃ হঠাৎ বলিল—ভাই কমলা! তুমি আজ আমাদের মা অন্নপূর্ণা হইয়াছ—আমাদের তুমি ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য খাইতে দাও।

সাথীগণেব এই বিমল ভাষণে—কমলা দেবী—বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া—তাহাদের কথায সায় দিয়া বসিলেন—এবং তাঁহার এই কথা বলিবার সাথে সাথে—এক আশ্চর্যের নাটক সুরু হইল। দেখিতে দেখিতে—কোথা হইতে—ভারে ভারে লুচি মিঠাই মণ্ডা ক্ষীর পায়স আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল বিচিত্র খাদ্যদ্রব্যের আগমনে—পাড়ার সাথীগণের তো বিস্ময়ের সীমা নাই—তাঁহারা অবাক ছল ছল নেত্রে—কমলার মুখপানে কী দেখিতে লাগিল! খেলার সাথীগণের—এই বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া কমলাদেবী মধুব হাসি ভরা মুখে বলিয়া উঠিলেন—আয়রে! আয়! আর দেরী করিস না—দেখছিস না—মা অন্নপূর্ণা—আমাদের জন্য—কত খাবার পাঠাইয়াছেন! আয়! আমরা সকলে এবার এগুলো খাই।

বলা বাহুল্য ইহার পরবর্ত্তী অবসরে যাহা ঘটিল—তাহা দিব্য মাধুর্য্যের পুর্ণ বিলাসে পবম সুখময়।

আর একবারের একটি ঘটনা সকলের বেশ মনে আছে। সেদিন কমলার পিতা—ঘরে বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন—বহু অনুরাগীর

চিত্তের সমাবেশে ঘরটি পূর্ণ হইয়াছে। কমলাদেবী—ফুলের সাজি লইয়া—সাথীদের সহিত—ফুল তুলিতে গিয়াছেন। বেশ প্রেমানন্দে পাঠ হইতেছে—বক্তার ভাব গদ্‌গদ্‌ সুমধুর কীর্ত্তনে—শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ ভাবাবেশে আপ্লুত হইয়াছেন—হঠাৎ এমত সময়ে সকলেই লক্ষ্য করিলেন যে এক জ্যোতির্ম্ময় আলোকপুঞ্জে—চারিদিক উদ্ভাসিত করতঃ—কমলাদেবী তাঁহার পিতার পার্শ্বে বসিয়া একাগ্র চিত্তে রামায়ণ পাঠ শুনিতেছেন। কমলাদেবীর এই আশ্চর্য্য চরিত্রে সকলেই বিস্মিত হইলেন—এবং সকলেই এক বিমল আনন্দেব মুগ্ধ ধাবায় কোথায় যেন হারাইয়া গেলেন—এবং সহসা দেখিতে দেখিতে—তাহাদের নযন সম্মুখ হইতে - কমলাদেবীব এই দিব্য চরিত্র—পুনরায় কোথায় অন্তর্হিত হইল।

বার বৎসব বয়সে—পণ্ডিত গোপীনাথের সহিত কমলার শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইল—রমা ও রমাপতির ন্যায় এই দুইটি শুভ চরিত্রের দিব্য মিলনে—গ্রামে গ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের উজান বহিল। আবক্তিম মুগ্ধা কিশোরীব লীলা চাপল্যে—কমলাদেবী গোপীনাথ গৃহ আলোকিত করিলেন—এবং সামান্য অল্প কযেকদিনেই—সমগ্র গ্রাম ও গ্রামবাসীগণকে—আপন করিয়া লইলেন। বাস্তবিক কমলাদেবীর দিব্য আবির্ভাবে—বহুদিনের সুপ্তপুবী যেন সহসা আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল—তাঁহার অসীম বাৎসল্য মধুর চরিত সায়রের দিব্য তটে—সমগ্র গ্রামখানি সুখের আশ্রয় লাভ করিল। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা—যেন তাহাদের শাশ্বত জননী লাভ করিলেন। বাস্তবিক গ্রামের ঘরে ঘরে—কমলাদেবীর যে নিত্য প্রেমপূজার আসন রচিত হইল—কমলাদেবী যে সহসা সমগ্র জনগণের অন্তরের দেবী হইলেন—তাহার মুগ্ধ পরিচয়ে—সমগ্র গ্রামখানি আপনার মাঝে আপনি হাবাইত। সরল পুরবাসীগণের অন্তরের এই দিব্য ভাব মাধুর্য্যটি অযাচিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া—কমলা-দেবীর বিমল বন্দনায়—আপনি উৎসর্গীত হইত। সেই মুগ্ধ প্রাণের

বিমল ধারাটি ভাষায় প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

জননী তোমার করুণা পরশে
হরগো ত্রিতাপ মম।
অবিরল সুখে ভাসায়ে চিত্ত
করগো সুদীন তম॥
জ্ঞান ভকতি শান্তি বিমল
মুগ্ধ বিলাসে সদা অবিচল।
অপার মহিমা চরিত সকল
শারদ শশীর সম॥
ভগবতী তনু দিব্য আধার
ভজন ভাবের স্নিগ্ধ আগার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নম্র সাকার
পীযূষ পয়োধি কম॥
ক্লান্তি বিহীন মুদিত সঙ্গ
দীন রসাল ললিত বঙ্গ।
অজ্ঞ মলিন হয় যে ভঙ্গ
হেরিলে সে অনুপম॥
সুন্দর চারু শুভগ কামনা
করিবে নবীন জীবন রচনা।
নহ নহ দেবী কবি কল্পনা
লহগো প্রণতি মম॥

পাঁচ

গোপীনাথ ও কমলাদেবীর সুখের সংসার—আনন্দের সংসার—বিমল ভগবৎ ভজনের সংসার—সীতাপতির হৃদয় বিহারিণী—শ্রীরামবল্লভার—অবিরল করুণা সরসিত মধুর সংসার। দিব্য জ্ঞান ও ভক্তির একরস মিলন সম—এই বিমল দম্পতির মুগ্ধ জীবনটি যেন এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসব মুখরিত মিলন বাসর—শোক-তাপ-রিক্ততা শূন্য—এক পরানন্দময় বিনোদ নিকুঞ্জ। অভাব ও অনটন বলিতে—গোপীনাথ সংসারে কিছুই নাই—অঙ্গনে অঙ্গনে গোলা ভরা ধান—গোশালায় একপাল দুগ্ধবতী গাই—মাঠে মাঠে নানা প্রকার সব্জীর পণ্যগৃহ। অকথ সুখপুঞ্জ—শ্রীরাম-জানকীর মধুর ভজনের লীলায়িত ধারায়—গোপীনাথ দম্পতির—সুখের দিন মুগ্ধ আনন্দ-কল্লোলে—আপনি বহিয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রামের সকলেই এই দিব্য পরিবারটিকে মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন—শ্রদ্ধা করিতেন। গোপীনাথ দম্পতি উভয়েই নিজ নিজ চরিত্র গুণে সরল গ্রাম্য জীবনটিকে দিব্য মধুরতায়—সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিয়াছিলেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সাথে—গোপীনাথ দম্পতির প্রাণের অটুট সম্বন্ধ। পরম কারুণ্যের কনক রাগে—তাহাদের সহিত গ্রামবাসিগণের এই বিমল সম্বন্ধটি—প্রেমে প্রেমে—নিত্য নব নব ধারায় বিকশিত হইত। পণ্ডিত গোপীনাথের ভাব-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে—বৈদিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দিব্য মন্ত্রগুলি—পরম ঔদার্য্যে আপনাদের ধরা দিয়াছিল—ভগবৎ গুণানুবাদের—সেই অকথ ঐশ্বর্য্য—আত্ম প্রসাদ বিস্তারে যেরূপ কারুণিক—স্নিগ্ধ ভাব-লালিত্যে সেইরূপ আনন্দঘন। বাস্তবিক পণ্ডিত গোপীনাথের ভাব-মঞ্জুল দিব্য কথনে—সমগ্র আর্য্য শাস্ত্রের শ্লিষ্ট রূপগুলি মধুর

ভাবে—স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া - প্রাচীন ভারতের—সর্ব্ব কাম তৃপ্ত উদাসী তাপস মুনি-ঋষি সেব্য—দিব্য পারমার্থিক মার্গগুলিকে—নিত্যরূপের বিমল ভাস্বরতায় উদ্ভাসিত করিত। বলিতে কী পণ্ডিত গোপীনাথের উজ্জ্বল ভাব-ভক্তি বিগলিত ভজন ভাবনার চরিত মাধুর্য্যে—বেদোক্ত শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীরামের অখণ্ড করুণাসরস মধুর রূপটি উল্লসিত হইত। অনন্য ভক্ত-জীবনের সেই নিরূপম সেবা মাধুর্য্যে—ভাগ্যবান শ্রোতৃবৃন্দ—নির্ভরা প্রেমে তৎসুখে নিমজ্জিত হইয়া—আপনাদের শত দৈন্য বিধৌত করিতেন।

অপর পক্ষে কমলাদেবীর সরসিত ধারায—বহুল নবনারীর প্রাণের ক্ষুধা মিটিত। তাঁহার দিব্য প্রেম পুণীত সরস পাতিব্রত্যে—সহধর্ম্মিনীগণ—সতী সীমন্তনীর মুগ্ধ রসায়ণ পান করিতেন। তাঁহার সহজ সাবলীল তথা ভাব-মঞ্জুল—ভগবৎ কারুণ্যে—দিব্য প্রত্যয় পূর্ণ বিমল চরিতাঙ্কনে ভাগবৎ ধর্ম্মের গোপ্য রূপটি—পূর্ণ শতদল সম—পরম লাবণ্যে আপনি ফুটিয়া উঠিত। আত্মধর্ম্মের সেই দিব্য মাধুর্য্যটি একাধারে যেরূপ অশেষ করুণা মণ্ডিত—স্নিগ্ধ বাৎসল্যে সেইরূপ দিব্য আপ্তকাম। বলিতে কী—দাম্পত্য জীবনের—যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু মধুর—যাহা কিছু মঙ্গলময়—তাহাদের পূর্ণ সমন্বয়ে—এই নব দম্পতির লোক-চরিত্রটি ছিল—অশেষ প্রাণারাম—অশেষ তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ আনন্দ পারাবারের মোহন তটে গোপীনাথ দম্পতির নিত্য বসতি—তাহার বিন্দুমাত্র বৈভব-কণায় ধনীর সর্ব্ব গৌরব ধূলুণ্ঠিত হয়—বলীর মদমান সঙ্কুচিত হয়। এবংবিধ শ্রীরামভক্তির সুযশ প্লাবনে—গোপীনাথ দম্পতির প্রশান্ত জীবন—অশেষ প্রমোদে নিত্য সুরভিত—অশেষ রাগে নিত্য লীলায়িত—অশেষ বৈচিত্র্যে নিত্য নবীন।

উদার বংশ পরম্পরার মঙ্গল কারুণ্যে—পণ্ডিত গোপীনাথ—শ্রীরাম কথার বিমল বক্তা। ইহাই—তাঁহার প্রসিদ্ধ পিতৃ-পুরুষগণের সমগ্র জীবনের—একমাত্র অনুশীলন—ইহাই তাঁহার বংশ পরম্পরার গোপ্য

ঐশ্বর্য্য। শ্রীরাম কথার বিমল অভিব্যক্তিতেই—পণ্ডিত গোপীনাথের সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবন—অশেষ মাধুর্য্যে নিত্য রসায়িত—শ্রীরাম কথার মোহন বিস্তারেই—গোপীনাথ চরিত্রের সমগ্র সুকৃতরাশির বিমল বৈভব। পরম আনন্দঘন—নিষ্কেবল মাধুর্য্য নিকেতন—শ্রীরাম কথার মঙ্গল স্রোতেই গোপীনাথের চিত্ত-মন নিত্য প্রসারিত - তাহার মধুর আস্বাদনেই - গোপীনাথ জীবনের চির বিশ্রাম—তাহার মুদিত ভজনেই—অনন্য ভক্তির পরমা শান্তি।

অশেষ মঙ্গলময় পণ্ডিত গোপীনাথ চরিত্রেব—ব্যাপক ভূমিকার দিব্য পরিসরে—স্বল্পাক্ষর বিশিষ্ট—শ্রীরাম কথাব যথামতি—সম্যক অভিব্যক্তি ও তাহার অনন্য পর্য্যালোচনা—একান্ত অপরিহার্য্য। বাস্তবিক শ্রীরাম কথা ও গোপীনাথ চবিত্রেব যে দিব্য বসঘন সম্বন্ধ—তাহা শ্রীবাম কথা বা শ্রীরাম লীলা-রহস্যের বিমল পাদপীঠে পাঠ কবিতে হইবে। বলা বাহুল্য শ্রীরাম কথা—কেবল মাত্র অযোধ্যাপতি দশবথ নন্দন রাঘবেন্দ্র শ্রীরাম ও লঙ্কাপতি রাবণের—দ্বন্দ-যুদ্ধেব ইতি কথা নহে—ইহা বস্তুতঃ অখণ্ড মাধুর্য্যানন্দেব দিব্য নব-লীলাব মধুব ভাষণ। ইহা নিত্য রাসবিহারীর অখণ্ড প্রেম বিস্তারের মোহন ছন্দ—ইহা অখণ্ড কল্যাণ কল্পতরুর—নিজ জন বাঞ্ছা পূরণার্থে—দিব্য করুণা কিবণেব—মুগ্ধ সাম গীতি।

ইহাই বস্তুতঃ বেদ-শ্রুতি নিরূপিত অখণ্ড ভাগবত ধর্ম্মের চিন্ময় অভিব্যক্তি—ইহাই সমগ্র ধর্ম্মের পরম রহস্যময় সংবাদ। ইহা—গোপ্য হইতেও গোপ্যতম—ইহা পরম মধুর হইতেও অতি সুমধুর। বস্তুতঃ এই পরম মঙ্গলময় শ্রীরাম কথা—বেদোক্ত পরাৎপর ব্রহ্ম—পুরুষোত্তম শ্রীরাম ও তাঁহার পরমা প্রকৃতি জনকনন্দিনী সীতাব—নিত্য ক্রীড়ার মধুর কূজনে—চির মুখরিত। নিজ স্বাভিন্ন দ্বৈতের সহিত—আপ্তকাম পুরুষোত্তমের—এই চিন্ময় কৌতুক বিনোদ—সর্ব্ব উপাধি রহিত—অনন্য মাধুর্য্যের দিব্য রসায়নে—ইহা একান্ত নির্বৈর—নির্ব্বিকল্প—নিরবচ্ছিন্ন। ইহা সর্ব্ব দেশ

ও কালাতীত—ভুবনে ভুবনে—লোকে লোকে—অণু-পরমাণুতে যে ইহার নিত্য নব নব নন্দন বিলাস—সেই গোপ্য কথাই কীর্ত্তিত করতঃ—ভগবতী শ্রুতি—অশেষ আনন্দকন্দের—দিব্য স্বরূপ মাধুর্য্য প্রসঙ্গে বলিলেন—

অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ু র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

—এক অগ্নি যেরূপ—লোকে লোকে প্রবিষ্ট হইয়া—দাহ্য বস্তুর অনুরূপ—বহুরূপ হইয়াছে—সেই রূপ প্রাণীমাত্রের হৃদয়স্থ—এক অদ্বিতীয় পুরুষ পুরাণ—ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুসারে—সেই সেইরূপ ধারণ করতঃ—নিত্যলীলায় মগ্ন—তথা একই বায়ু যেরূপ—লোকে লোকে প্রবেশ পূর্ব্বক—আধার অনুযায়ী—তদনুরূপ হইযাছে—সেই রূপ বস্তুনিচয়ের অন্তরস্থিত—একই পুরুষোত্তম—উপাধি অনুযায়ী—তৎতৎ লীলা করিয়া থাকেন।

শ্রুতির অপূর্ব্ব শব্দ সংলাপ ও আনন্দ মঞ্জুল উপমা নিচয়েব গোপ্য আবরণে—শ্রীরাম রহস্যেব—যে নিত্য রূপটি সর্ব্ব সাধারণ মনশ্চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া—আপন বৈভবে আপনি মগ্ন বহিলেন—শ্রীরামভক্তি চিন্তামণির দিব্য কারুণ্যে—অনন্য রাম-রসিক—কাগভুশুণ্ডীর দিব্য অভিজ্ঞতায়—সেই অখিল ব্রহ্মানন্দের—নিত্য রূপটি—সহসা আপনারে ধরা দিয়া কেবলমাত্র যে ভক্ত-মনের সর্ব্ব বিবাদ ভঞ্জন করিলেন শুধু তাহাই নহে—পরন্তু—নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যেব দিব্য দর্শন দানে—কাগভুশুণ্ডীকে সর্ব্বতোভাবে কৃত কৃত্য করিলেন। আনন্দকন্দ শ্রীরাম ও তাঁহার নিত্য লীলা পরিকর কাগভুশুণ্ডীর—এই দিব্য প্রেম ক্রীড়াটি—অনন্য শ্রীরাম মতি মহাত্মা তুলসীদাস বিরচিত—শ্রীরামচরিত মানস মহাকাব্যে—চির মধুর হইযা রহিল।

কাগভূশুণ্ডী পরম আপ্তকাম মংগলময় প্রভুর বাল-রূপের অনন্য উপাসক। অখিল ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু—দিব্য ভগবদ্ধাম—আনন্দকন্দ শ্রীরাম—মংগল অবসরে—আপন ইচ্ছাময় নরতনু ধারণ করতঃ—যখনই শ্রীধাম অযোধ্যা-পুরীতে অবতরণ করেন—তাঁহার নিত্য ক্রীড়া সাথী—কাগভূশুণ্ডী প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায়—পূর্ব্ব হইতে সেথায় বিরাজিত হয়েন। যুগে যুগে—দিব্য জন্মে-জন্মে—কাগভূশুণ্ডী—এই নিত্য লীলায় চির মগ্ন হইয়া রহিলেন।

কিন্তু তথাপি অচিন্ত্য লীলাবিহারীর দিব্য বাল্য বিনোদ দেখিয়া দেখিয়াও কাগভূশুণ্ডী এতটুকু তৃপ্ত হইলেন না - তাহার সমগ্র সেবা-মুগ্ধ হৃদয় জুড়িয়া রহিল—সেই দিব্য শোভাসিন্ধুর—এক উজ্জ্বল কমনীয় রূপ। মহামতি তুলসীব অনুপম গ্রাম্য গিরায়—রাজীব লোচনের সেই চিন্ময় রূপ-মাধুর্য্যটি উদ্গীত করিলে বলিতে হয় —

মরকত মৃদুল কলেবর শ্যামা। অঙ্গ অঙ্গ প্রতি ছবি বহু কামা॥
নব রাজীর অরুণ মৃদু চরণা। পদজ রুচির শশী দ্যুতি হরণা॥
ললিত অঙ্ক কুলিসাদিক চারি। নূপুর চরু মধুর রবকারী॥
চারু পুরট মণি রচিত বনাই। কটি কিঙ্কিনী কল মুখর সুহাই॥
রেখা ত্রয় সুন্দর নাভী রুচির গভীর।
উর আয়ত ভ্রাজত বিবিধ বাল বিভূষণ চির॥
অরুণ পানি নখ করজ মনোহর। বাহু বিশাল বিভূষণ সুন্দর॥
কন্ধ বাল কেহরী দর গ্রীবা। চারু চিবুক আনন ছবি সীবাঁ॥
কলবল বচন অধর অরুণারে। দুই দুই দশন বিশদ বরবারে॥
ললিত কপোল মনোহর নাসা। সকল সুখদ শশী কর সম হাসা॥
নীল কঞ্জ লোচন ভব মোচন। ভ্রাজত ভাল তিলক গোরচন॥
বিকট ভৃকুটি সম শ্রবণ সুহায়ে। কুঞ্চিত কচ মেচক ছবি ছায়ে॥

পীত ঝীনি ঝগুলী তন সোহী। কিলকনি চিতওনি ভাবতী মোহী
রূপ রাশি নৃপ অজির বিহারী। নাচহি নিজ প্রতি বিম্ব নিহারী॥

অর্থাৎ—মরকৎ সম মৃদু শ্যাম অভিরাম।
অঙ্গ অঙ্গ প্রতি শোভে কোটি কাম॥
দিব্য অরুণ রাজীব সম চরণ।
নখ দ্যুতি ললিত শশী শোভা হরণ॥
ধ্বজাঙ্কুশ বজ্র পদ্ম চিন চারি'
মুদিত অঙ্ক জন মন হারী॥
কনক নূপুর মণিময় সুন্দর।
ঠুমুক ঠুমুক রবে নন্দিত মুখর॥
কটি কিঙ্কিনী সদা হরষিত বাদল।
রীণি ঝীনি রীণি ঝীনি সঙ্গীতে বিভল
ত্রিবেনী বিভূষিত সুন্দর উদর।
নাভি গভীর পরম মনোহর॥
বিশাল বক্ষ বল-বীর্য্য নিকেতন।
শুভগ অঙ্গে চারু চিহ্ন অগণন॥
কর কমল ললিত অরুণাভ।
নখ চন্দ্র কিবা দিব্য প্রভাব॥
বাহু বিশাল অজানু প্রলম্ব।
ভূষণ অগণিত শোভিত অঙ্গ॥
বাল সিংহ সম স্কন্ধ বিশাল।
মুখ মণ্ডল শোভা দিব্য রসাল॥

চিবুক চারু গ্রীবা অনুপম।
লাবণ্য নিধি কান্তি সুধাসম॥
অরুণ অধরদ্বয় বচন অমীময়।
আধ ফুট কল বল মঞ্জু মধুময়॥

দুই দুই দশন শোভা সমুজ্জ্বল।
দিব্য ললিত নাসা কপোল ঝলমল॥
অতি প্রাণারাম মঞ্জু মৃদু হাসি।
স্নেহ সুধা বিগলিত পূর্ণ চারু শশী॥

ভব বন্ধন মোচন নীলকঞ্জ বিলোচন।
তিলক শোভিত ভাল মুনি মন হরণ॥
দীরঘ ভ্রূদ্বয় শ্রবণ সকাশ।
ভ্রমর কৃষ্ণ চারু কুঞ্চিত কেশ॥

পীত বসন বর শোভিত অঙ্গ।
বাল বিনোদ রত কৌতুকী রঙ্গ॥
অতি অনিন্দ্য অজির বিহারী।
রূপ রাশি ধাম ভক্ত ভয় হারী॥

নিজ রূপ অঙ্গনে বিস্মিত হেরি।
নিত্য ক্রীড়া রত বাল রঘুবারি॥

অচিন্ত্য দিব্য—গোগিরাতীত—পুরুষোত্তমের এই অবিছিন্ন লীলা-রূপে—পরানন্দের চিন্ময় সমারোহ—অখণ্ড ঐশ্বর্য্যের দিব্য বিনোদ—অশেষ সুষমা রাশির নিত্য অবিরল ধারা! কাগভুশুণ্ডী—আনন্দকন্দের বাল বিনোদ দর্শন সুখে—তদগত চিত্ত—তদ্‌লীলা সমাশ্রিত—তাদাত্ম্যে বিমুগ্ধ। কাগভুশুণ্ডী

আপ্তকাম প্রভুর সহিত—খেলিতে খেলিতে - সহসা শিশু রাম হইতে দূরে পলাইয়া—সংগোপনে প্রভুর দিব্য চরিত আস্বাদন করিতে থাকেন। এদিকে কাগভুশুণ্ডীর অদর্শনে—শিশু রাম তখন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কাঁদিতে থাকিতে থাকেন! আপ্তকাম প্রভুকে বিরহ কাতর দেখিয়া কাগভুশুণ্ডী পুনরায় লীলাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া—প্রভুর কর কমল হইতে—মিষ্টান্নটি আত্মসাৎ করিবার জন্য—তাঁহার নিকট ধাইয়া যাইলে—শ্রীরাম—অশেষ কৌতুক বঙ্গে—হাসিতে হাসিতে দূরে পলাইয়া যান—এবং এইরূপ বিচিত্র কৌতুক-বিনোদে—ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব লীলা নাটক—দিব্য ধারায় চলিতে থাকে। সহসা অচিন্ত্য লীলা কারণে কৌতুকনিধি শ্রীরামের দিব্য মাযায়—কাগভুশুণ্ডীর চিত্ত-মন বিহ্বল সংশয়ে সমাছন্ন হইল—এবং দেখিতে দেখিতে কাগভুশুণ্ডীব দিব্য স্বরূপ মাধুর্য্যে - ঘন বিষাদের ছায়া পড়িল।

প্রসঙ্গতঃ মনে হইতে পারে যে কাগভুশুণ্ডীর ন্যায় নিত্য সিদ্ধ লীলা পরিকরের চিত্তে—ভগবৎ পারম্য সম্বন্ধে কীরূপে সংশয় বীজ অবতরণ করিতে পারে? ইহাই বাস্তবিক অখণ্ড মাধুর্য্য লীলার দিব্য স্বরূপ-বৈভবের অচিন্ত্য কৌতুক বিনোদ। এই পরম অপ্রাকৃত চৈতন্য লীলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অজ্ঞানেব কোনরূপ ভেদাভেদ নাই—এই লীলা রাসোৎসবে—প্রাজ্ঞ বা মূঢ় বলিয়া কিছুই নাই—অনাদি পুরুষোত্তম আনন্দ-কন্দের কৌতুকী ইচ্ছার বিন্দুমাত্র বিলাস বৈভবে—সমগ্র লীলাপট তথা সর্ব্ব লীলোপকরণ—ক্ষণ মাত্রে যে—ভগবৎ ঈপ্সিত রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে —তাহাই কীর্ত্তিত করতঃ মহামতি তুলসীব কণ্ঠে—জগৎগুরু শংকর—উমাকে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

বোলে বিহসি মহেশ তব জ্ঞানী মূঢ় ন কোই।
জেহি জস রঘুপতি করহি জব সো তেহি ক্ষণ হোই॥

অর্থাৎ—পরম শান্ত লীলা রসায়িত কহিল মহেশ সুনির্ম্মল ॥
শ্রীরাম লীলার চরিত মধুর দিব্য পরম সমুজ্জ্বল ॥
অচিন্ত্য পারাবার শ্রীরাম মায়া সকল বিদ্যা বুদ্ধি পর ;
সে মায়া বিভবে নিমেষ মাত্রে বিজ্ঞানী হয় অতীব জড় ॥
শ্রীরাম লীলার মোহন বেলায় জীবে জীবে কিছু নাহিক ভেদ ৷
সবাকার স্বামী রাজীব লোচন কহিল শাস্ত্র পুরাণ বেদ ॥
যাহারে যখন যেমন নাচায় সে নাচে তেমন তেমন তালে ।
হরিহর বিধি সকলি যে বাঁধা—শ্রীরাম মায়ার কনক জালে ॥

কাগভুশুণ্ডীর হৃদয়ে দিব্য সংশয় বীজ অবতরণ করিয়াছে—কাগভুশুণ্ডী ভাবিলেন যে তাঁহার প্রভু শ্রীরাম যদি—বেদোক্ত পরাৎপর ব্রহ্ম হয়েন—তিনি যদি সর্ব্ব দেশ ও কালাতীত—সর্ব্বজ্ঞ—আপ্তকাম বিভু হয়েন—তাহা হইলে কাগভুশুণ্ডী দূরে পলাইলে—তিনি কাহার জন্য বৃথা রোদন করিবেন—এবং পুনরায় কাগভুশুণ্ডী তাঁহার কর কমলের পিষ্টক খণ্ডটি লইবার জন্য ধাইয়া যাইলে—তিনি কাহার উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত—অন্যত্র যাইবেন ? সচ্চিদানন্দকন্দ শ্রীরামের দিব্য পারম্য সম্বন্ধে হৃদয়ে এবংবিধ সংশয় উদয় হওয়া মাত্রেই—নব নব ভ্রম-প্রমাদের কুটিল মার্গে নিপতিত হইয়া—ভক্তের সংশয় ব্যাকুল চিত্ত—নিমেষ মাত্রে ঘন তমিস্রায় প্রবেশ করিল। নিত্য জ্ঞান হন্তারক—সংশয়াত্মার—ইহাই বিচিত্র গতি। ইহাই ব্যষ্টি জীবনে আত্মহনন রূপ অমোঘ অভিশাপ—ইহাই সর্ব্ব অনর্থের মূল। এক্ষণে ভক্ত-ভগবানের পরম দিব্য চিদানন্দময় লীলায়—এই দিব্য সংশয় প্রকরণের—বিচিত্র গতিটি আমরা অচিরেই লক্ষ্য করিব।

কাগভুশুণ্ডীর সংশয় ব্যাকুল হৃদয়ে—লীলাতনুধারী শ্রীরামের দিব্য পারম্য সম্বন্ধে সংশয়ের পর সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইল। অতি কঠিন

সন্দেহে—ভক্ত হৃদয় জর্জ্জরিত। এই বিমল অবসরে কৌতুকী প্রভুর দিব্য মায়া—লীলাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া—ভক্ত ও ভগবানের যে অন্তর সৃষ্টি করিলেন—তাহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ—ভক্ত দিব্য প্রপন্ন মার্গে অধিক উৎকণ্ঠায় প্রধাবিত হইবেন—ভগবানও অনন্য ভক্তকে—নিজ শিশুপুত্র জ্ঞানে—বক্ষে ধারণ করিবার জন্য—সমগ্র বৈভব ত্যাগ করতঃ—ভক্ত প্রতি ছুটিয়া যাইবেন। ইহাই ভক্তি মহারাণীর অনন্য কিঙ্করী—যোগমায়ার বিচিত্র বিলাস—ইহার দিব্য ঐশ্বর্য্যে—ভক্ত-ভগবানের নিত্য সম্বন্ধটি মধুর হইতে দিব্য মধুরতায় চির পর্য্যবসিত !

এক্ষণে নিজ ভক্ত কাগভুশুণ্ডীর বিষাদগ্রস্থ দশা অবলোকন করতঃ—পরম করুণ আনন্দকন্দ ভগবান—তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইলেন। আনন্দকন্দের হৃদয়ে—ভক্ত প্রতি এই দিব্য অনুকম্পা উদিত হইবা মাত্রই—অরুণ রবির উদয়ের সাথে সাথে নিশীথের অন্ধকার যেরূপ আপনি দূরীভূত হয়—ভক্ত হৃদয় হইতে সেইরূপ সমগ্র অজ্ঞান তিমির—অচিরেই অপসারিত হইল। কাগভুশুণ্ডী—নিত্য সম্বন্ধের বিমল ধারায় ঝলমল করিয়া উঠিলেন—এবং সেই প্রেমস্নিগ্ধ দিব্যালোকে—অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের পূর্ণ লীলারস আস্বাদনে পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। কাগভুশুণ্ডী দেখিলেন—ভুবনে ভুবনে—লোকে লোকে—শ্রীরামের নিত্য একরস বাল বিনোদ——পরাৎপর ব্রহ্মের এই রসানন্দঘন—দিব্য অনুভূতিটি হইল—সমগ্র বেদের বিমল নির্য্যাস—ইহাই শ্রীরাম রহস্যের গোপ্য ঐশ্বর্য্য—ইহাই শ্রীরাম কথার বিমল ভাষণ। মহামতি তুলসীর অমিয় নিষ্ণাত বাণীতে এই অখণ্ড দর্শনের দিব্য লীলা রূপটি তুলিয়া ধরিলে বলিতে হয়—

ভিন্ন ভিন্ন মৈ দীখ সবু অতি বিচিত্র হরিজান।
অগণিত ভুবন ফিরেউ—প্রভু রাম ন দেখেউ আন॥

সোই শিশুপন সোই শোভা সোই কৃপাল রঘুবীর।
ভুবন ভুবন দেখত ফিরেউ প্রেরিত মোহ শরীর ॥

অর্থাৎ—অণ্ডে অণ্ডে কতই ঘুরিনু দেখিনু কত যে দেশ।
কত শত মরু কান্তার গিরি—কী কব তাহার শেষ ॥
ভিন্ন ভিন্ন সকলি ভিন্ন কী কব বিচিত্র হরিজান।
লক্ষ চুরাশী যোনীর জীবন কি অদ্ভুত অসমান ॥
এই অমিত ভেদের রঙ্গ শালায় কণে কণে অভিরাম।
রাজীব লোচন শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ আপ্তকাম ॥
সেই অপরূপ দিব্য শোভা সেই সদা একরস।
যেমন দেখিনু অবধ শ্রীধামে সেই প্রেম লীলাবশ ॥
সেই শিশু—সেই রাম—সেই নিত্য বাল বিনোদ।
অণ্ডে অণ্ডে কী আশ্চর্য্য—হেরিলাম অনন্ত প্রমোদ ॥

সমগ্র বেদ ও পুরাণ—অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে—আপ্তকাম পুরুষোত্তমের—এবংবিধ লীলা বিস্তারে—সদাই তদ্গত চিত্ত—তদানন্দে নিমজ্জিত। এতৎ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে পুরুষোত্তম শ্রীরামের—এই দিব্য পারাপার-শূন্য আনন্দ বিস্তার যে একান্ত কাম রহিত—একান্ত ইচ্ছা শূন্য—মণির অন্তর্নিহিত কিরণ মালার ন্যায়—ইহা যে আনন্দকন্দের নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্ষরণ—তাহাই কীর্ত্তিত করতঃ—পরম উজ্জ্বল রসাভাসে শ্রুতি বলিলেন—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥

অর্থাৎ—মাকড়সা যেরূপ অবলীলাক্রমে আপন লালা হইতে সূতা নিঃসারিত করে ও পুনরায় তাহা আত্মসাৎ করে—পৃথিবীতে যেরূপ ঔষধ সমূহ আপনি প্রাদুর্ভূত হয় এবং সজীব প্রাণীর দেহে যেরূপ কেশ ও লোম সমূহ আপনি উদিত হয়—সেইরূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমগ্র লোক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে এস্থলে বিচার করিবার আছে যে—ভগবতী শ্রুতি পরম প্রচ্ছন্নময় ভাষায়—যাঁহাতে লক্ষ্য করতঃ—সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম বলিলেন—তিনি—দশরথ নন্দন রাঘবেন্দ্র শ্রীরাম ব্যতিরেকে অন্য কেহই নহেন। শ্রুতির এই মর্ম্মান্তিক অনুভূতিই হইল শ্রীরাম কথার মুখ্য তাৎপর্য্য। অর্থাৎ শ্রীরাম কথাই হইল—সমগ্র বেদ-শ্রুতিব—আদি-মধ্য ও অবসান—ইহাই ভাগবতাচার্য্য যাজ্ঞবল্কের নিকট—দিব্য শ্রোতা ভরদ্বাজের বিমল ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পুণীত সন্দর্ভ। শ্রীরাম কথার মুদিত বৈভবে – যাজ্ঞবল্ক ও ভরদ্বাজ সংবাদটি রূপায়িত করিলে—আর্ত্ত হৃদযে সততই জানিবাব বাসনা হয় যে—পরাৎপর ব্রহ্মের স্বাধর্ম্ম্য কি ? তিনি সগুণ অথবা নির্গুণ ?

এই বিচিত্র জিজ্ঞাসাব সম্মুখীন হইয়া—পরস্পব বিরোধী শ্রুতি সিদ্ধান্ত সমূহেব গহন অরণ্যে—মহামতি ভবদ্বাজ পথ হারাইয়াছেন। মনি পুঙ্গবের জিজ্ঞাসু হৃদয়—পারমার্থিক সংশয ব্যাকুল। ভরদ্বাজ বিষাদ গ্রস্থ এবং এই নিদারুণ অব্যবস্থিত চিত্ত-চাঞ্চল্য হইতে মুক্তি লাভ করবার বাসনায়—ভরদ্বাজ জপ-যোগ-ধ্যান-সমাধি প্রমুখ বিবিধ সাধন মার্গ অবলম্বন করিয়াও কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ কবিলেন না—নিগূঢ় ক্ষেদক্ষিন্ন দশায়—মহামুনি কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই দিব্য প্রচেষ্টা—অচিরেই মহৎ কৃপা লাভে ধন্য হইল—সহসা তাঁহার সহিত—আচার্য্য যাজ্ঞবল্কের শুভ মিলন হইল।

তীর্থরাজ প্রযাগে—ভরদ্বাজের পুণীত কুঞ্জটি—সন্ত সমাগমে আনন্দ মুখর হইয়া উঠিল এবং সর্ব্ব মংগল লক্ষণে—ভরদ্বাজের চিত্ত মন সহসা

বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। নিষ্কাম একনিষ্ঠ সেবা-মাধুর্য্যে ভরদ্বাজ—অচিরেই—আচার্য্যবর্জের প্রিয় পাত্র হইলেন এবং একদা সুঅবসরে—দিব্য সকাতর জিজ্ঞাসায়—তিনি মহাভাগবতের চরণ কমলে—যাহা নিবেদন করিলেন—ভক্ত চূড়ামণি তুলসীর অপূর্ব্ব কথনে—তাহা সমগ্র বিশ্বের চির আদরের ধন হইয়া রহিল। তুলসীর সরল গ্রাম্য গিরায়—শ্রীরাম কথার—সেই অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসাটি উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

রাম কওন প্রভু পুছেউ তোহী।
কহিঅ বুঝাই কৃপানিধি মোহী॥
এক রাম অবধেশ কুমারা।
তিন্হকর চরিত বিদিত সংসারা॥
নারী বিরহ দুখু লহেউ অপারা।
ভয়েউ রোষু রণ রাবণ মারা॥
প্রভু সোই রাম কি অপর কোউ জাহি জপত ত্রিপুরারি।
সত্যধাম সর্ব্বজ্ঞ প্রভু কহহুঁ বিবেক বিচারি॥

অর্থাৎ—দীন দয়াল স্বামী করুণা নিধান।
এ মোর জিজ্ঞাসা প্রভু কর অবধান॥
বেদোক্ত শ্রীরাম কে ? কী তাঁর চিন্ময় স্বরূপ ?
সগুণ নির্গুণ কিবা মহিমা অনূপ ?
তিনি কী কোশলপতি রাজীব নয়ন ?
ব্রহ্মের মানব লীলা সম্ভব কেমন ?
সামান্য নরের ন্যায় নারী দুখে হইয়া কাতর।
ক্রোধান্বিতে চিত্তে রাবনে করিল সংহর॥

প্রভু এই কী অনাদি সিদ্ধ শ্রীরাম বৈভব ?
যাঁহার জপিছে সদা শংকর অকৈতব ?
পরাৎপর প্রভু তিমি মায়াপতি হন।
রাগ দ্বেষ দুঃখ তাঁহার কেন অগণন ?
সৎ চিৎ আনন্দ বিভু অবিকার।
এ শোভন মার্গে রাম ব্রহ্ম কী প্রকার ?
হে সর্ব্বজ্ঞ উদার প্রভু করিয়া বিচার।
সকল প্রকারে হর মোর সংশয় অপার॥
দীন হীন অজ্ঞ মুঁই নহি অধিকারী।
চিত্ত কায় বাক্যে তব কৃপার ভিখারী॥
এই কথা বুঝি হিয়ে করিয়া বিচার।
ব্রহ্মের অনূপ কথা কর হে বিস্তার॥

বাস্তবিক—ভরদ্বাজেব প্রশ্নটি সামান্য নহে—সমগ্র আর্য্য সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্যের পূর্ণ বীর্যে [illegible] পরিপ্রশ্নটি—বহু কালীন—বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান বাদানুবাদ সমন্বিত—বহুল পারমার্থিক মার্গের দিব্য বিবেক-বিচার সম্পুটিত—বহু আচার্য্যের জীবন ভাষ্যে নিত্য প্রমুদিত। বাস্তবিক অকাম সন্ত বামাগণেব অনন্য ভজন ভাবনা মুখরিত—এই দিব্য জিজ্ঞাসাটি সর্ব্বতোভাবে তুলনা রহিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে পরাৎপর ব্রহ্ম বিচারে—শ্রোতা ও বক্তার দিব্য সাধন নৈপুণ্যের সম্যক পরিচয়টি অশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ব্রহ্ম বিচারে—ইহাই অধিকার তত্ত্ব। শ্রোতা ও বক্তা—উভয়েই শব্দশাস্ত্র ও পরতত্ত্বে নিষ্ণাত না হইলে—গুহ্যাতিগুহ্য—গোগিরাতীত—সগুণ ব্রহ্মানুভূতি মূকাস্বাদন বৎ—স্বকপোল কল্পিত অলীক চিন্তায় পর্য্যবসিত হইবে। এতৎ সম্পর্কে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্মজ্ঞ অনুধ্যানটি বিশেষ স্মরণীয়।

এক অনন্য সন্ন্যাসীর দিব্য বচনে সেই ভাবটি প্রকাশিত করিলে বলিতে হয়—শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যে শ্রীভগবানের—নির্গুণ ও সগুণ—উভয় ভাবই দুর্ব্বোধ্য। কোন কোন সংযত চিত্ত যোগী নির্ম্মলীকৃত সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে নির্গুণ তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেও পারেন বটে, কিন্তু গগন মণ্ডলের নক্ষত্র নিকর এবং ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু পুঞ্জ গণনা করিবার মহীয়সী শক্তি যদি কোন নিপুণ ব্যক্তি লাভ করিতে পারেন—তিনি অনন্ত মহিমাময় সগুণ তত্ত্বের মধ্যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না—উহার ইয়ত্তা করা তো দূরের কথা।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই উভয়বিধ দর্শনেই—বিমল বক্তা যাজ্ঞবল্ক ও তাঁহার শ্রোতা ভরদ্বাজ যে দিব্য নিষ্ণাত—প্রসঙ্গ ক্রমে সেই কথাই উল্লেখ করতঃ মহামতি তুলসী বলিলেন—

তে শ্রোতা বক্তা সমশীলা।
সবঁদরশী জানই হরিলীলা॥
জানহি তীনি কাল নিজ জ্ঞানা
করতলগত আমলক সমানা॥

অর্থাৎ—এ দিব্য শ্রোতা বক্তার কী কব গুণরাশি।
সর্ব্বত্র সমান ভাব তথা অখণ্ড দরশী॥
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে সদা এক জ্ঞান।
অচিন্ত্য লীলায় মগন শ্রীরাম অমান॥
আপন বৈভবে করি আনন্দ বিস্তার।
সেই রস সাথে পুনঃ করেন বিহার॥
ইহাই গোপন লীলার অমিয় সংবাদ।
ত্রিকালজ্ঞ ঋষি জানে বিনা ভ্রম ও প্রমাদ॥

অখণ্ড প্রেমের দিব্য লীলামঞ্চে—শ্রীগুরু ও শিষ্য রূপে—যথাক্রমে যাজ্ঞবল্ক ও ভরদ্বাজ—অবতীর্ণ। যাজ্ঞবল্ক আর্ত্ত শিষ্য হৃদয়ের—সমগ্র উৎকণ্ঠাটি অবগত হইয়াছেন—তাঁহার লক্ষ্য ভেদী দৃষ্টির সমক্ষে—ভরদ্বাজের—শ্রীরাম কাতর চিত্ত খানি প্রেমে প্রেমে বিস্তারিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক বুঝিয়াছন যে—ভরদ্বাজ—শ্রীরাম কথা কৌমুদীর নিত্য চকোর—ভরদ্বাজের চিত্ত-মন শ্রীরাম চরণ কমলের লুব্ধ ভ্রমর—ভরদ্বাজ অন্তরে ও বাহিরে—অনন্য শ্রীরামময়। এবংবিধ পরা প্রেম সিক্ত দীন সন্তের বিমল প্রসঙ্গে—যাজ্ঞবল্কের—গোপ্য ইষ্টরতি সহসা উদ্বেলিত হইল—অন্তরের দিব্য ধ্যান সমাধি দশায়—মহামতি যাজ্ঞবল্কের মানস নয়নে—অখণ্ড শ্রীরাম লীলাটি—সম্যক বিস্তারিত হইল—এবং এই দিব্য ব্রহ্মানন্দে—যাজ্ঞবল্ক অচিরেই নিমজ্জিত হইলেন। অতঃপর অচিন্ত্য লীলা প্রেরণায় যাজ্ঞবল্ক কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ—আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে—নিগমাগম নিরূপিত তথা সন্ত রামা সম্মত—পরম তত্ত্বের যিনি—চির রহস্য নিলয়—পরম আনন্দের যিনি চির আনন্দ—পরম সুখের যিনি চির সুখরাশ—যিনি স্বরূপ বৈভবে—একাধারে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক তথা অশেষ তুরীয় ব্রহ্মের যিনি দিব্য প্রকৃষ্টাবস্থা—পরমাত্মার যিনি পরমাত্মা—সেই নিরবধি মাধুর্য্য নিলয় রাজীবলোচন রাঘবেন্দ্র শ্রীরামের যথামতি—রহস্য নিসেবনে তদ্গত চিত্ত হইলেন।

যাজ্ঞবল্কের—সর্ব্ব ভ্রম সংশয় বিভঞ্জন—শ্রীরাম কথার—মুদিত কীর্ত্তনে ভরদ্বাজের সমগ্র জিজ্ঞাসার পূর্ণ নিরসন হইল। তাঁহার চিন্ময় মন মুকুরে—শ্রুতি পুরাণ সিদ্ধ—পরাৎপর ব্রহ্ম—শ্রীরামের দিব্য রূপটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একাধারে একপাদ ও ত্রিপাদ বিভূতি মণ্ডিত—অক্ষর ব্রহ্মের—এই নিত্য রূপেই—অখিল জ্ঞান-যোগ-কর্ম্ম-বিরতির নিত্য লীলায়িত ঐক্যতান এবং সেই পরম তত্ত্ব যে শ্রীধাম অযোধ্যা বিহারী রাঘবেন্দ্র শ্রীরাম ব্যতিরেকে অন্য কেহ নহেন—তাহাই উদ্গীত করতঃ মহামতি তুলসী বলিলেন—

মুনি ধীর যোগী সিদ্ধ সন্তত বিমল মন জেহি ধ্যাবহি।
কহি নেতি নিগম পুরাণ আগম যাসু কীরতি গাবহি॥
সোই রাম ব্যাপক ব্রহ্ম ভুবন নিকায় মায়াপতি ধনী।
অবতরেউ আপন ভকত হিত নিজ তন্ত্র নিত রঘুকুল মণি

অর্থাৎ—মুনি যোগী ধীর সিদ্ধ সতত
বিমল মনে যাঁর করেগো ধ্যান।
অগম নিগম পুবাণ ভাগবৎ
নেতি নেতি কহি যাঁর করিল গান॥
ব্যাপক ব্রহ্ম সেই শ্রীরাম মায়াপতি
করুণা রসে সদা দীপ্তিমান।
নিজ জন লাগি ব্রহ্ম শিরোমণি
এলেন ধরাধামে শ্রীরাম ভগবান॥

বেদোক্ত পুরুষোত্তমের—এই দিব্য নিত্য-রূপে—অখিল আনন্দের মুগ্ধ সৌরভ!—ইহাই পরম মধুময় শ্রীরাম লীলার চিন্ময় বিলাস—অচিন্ত্য ব্রহ্মানন্দের—ইহাই পরম উপাদেয় কারুণ্য বিস্তার। ইহা সর্ব্ব বুদ্ধি পর—সর্ব্ব তর্ক পর। ইহা এমত আনন্দঘন—এমত সরল—এমত মধুর—যাহা শ্রবণ-মনন ও নিধিধ্যাসনে বার বার অভ্যস্ত হইলেও—এই মুনি-মন বিমোহন অখণ্ড মাধুর্য্য-তত্ত্বের—দিব্য পারম্য সম্বন্ধে নিত্য জ্ঞান সহজে লব্ধ হইবার নহে—ইহার দুর্ভেদ্য রহস্য জাল সহজে বিজ্ঞাত হইবার নহে—ইহাই সগুণ ব্রহ্ম অবধারণ—ইহাই শ্রীরাম রহস্যের বিমল পাদপীঠ! এই অমিত বীর্য্যের দিব্য অনুসন্ধানে—ভগবতী শ্রুতি যে প্রমাদ গণিলেন—কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বুদ্ধি হারাইলেন—তাহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতির—করুণ অভিজ্ঞতায়—চির মুখর হইয়া রহিল। শ্রীরাম রহস্যার্ণবের মোহন তটে দণ্ডায়মান হইয়া—

ভগবতী শ্রুতি সগুণ ব্রহ্মানন্দের—দিব্য স্বরূপ মাধুর্য্য প্রসঙ্গে তদ্গত চিত্ত হইয়া বলিলেন—

আশ্চর্য্যবচ্চৈব পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ
আশ্চর্য্যবচ্চৈবেনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥

অর্থাৎ—অবিজ্ঞেয় রাম তত্ত্ব কহিনু তোমায়।
বহু ভাগ্যে কদাচিৎ ইহা বুঝা যায় ॥
বুঝিলেও বদ্ধ মূল হৃদয়ে না হয়।
চপল তড়িৎ সম ক্ষণিক উদয় ॥
থাকুক অন্যের কথা পণ্ডিত যে জন।
এ তত্ত্ব সম্যক সেও বুঝে না কখন ॥
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ করে দরশন।
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ করয়ে কীর্ত্তন ॥
কেহ বা আশ্চর্য্য হয় করিয়া শ্রবণ।
শুনিয়াও নাহি বুঝে কেহ বা কখন ॥

বাস্তবিক এই পরম দিব্য নিত্য সনাতন—সগুণ ব্রহ্মানন্দকন্দ শ্রীরাম রহস্যে—নিত্য নব নব আশ্চর্য্যের বিমল উৎসব! এই অচিন্ত্য কৌতুক-রসাল অমিয় সিন্ধুর কোন পারাপার নাই—ইহার অকথ দিব্য আশ্চর্য্যের কোনরূপ ইতি নাই—আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য—তাহার পর আশ্চর্য্য পুনরায় আশ্চর্য্য! বস্তুতঃ—এই মাধুর্য্য তত্ত্বটি এক্ষণে যাহা—এক বিশেষ রূপ ও রসে প্রতীত হইল—পরক্ষণেই তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম, এবং পরবর্ত্তী ক্ষণে—পূর্ব্বোক্ত দুইটি পরস্পর ভিন্ন রূপ হইতে—সম্পূর্ণ পৃথক

হইয়া—কোন এক অচিন্তিত রূপে লীলায়িত হইতে পারেন। যথার্থ বলিতে কী তাহা না হইলে—একই অদ্বিতীয় সত্বা—নানা মুনির নিকট—নানা রূপে—প্রতীত হইবেন কেন? এই অখণ্ড মাধুর্য্য-বৈভবের—দিব্য আস্বাদনে—শ্রুতি বারবার চকিত হইয়াছেন—এই অখিল আনন্দ মণ্ডিত দিব্য রহস্য-সারকে হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত—শ্রুতি বারবার উজ্জ্বল অনুসন্ধান মার্গে—বিচরণ করিয়াছেন—কিন্তু তথাপি তাঁহার এতটুকু মর্ম্ম অনুধাবন করিতে যে সক্ষম হইলেন না—তাহা শ্রুতির নিম্নলিখিত মন্ত্র গুলিতে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল—

তদেজতি তন্নৈজতি। তদ্দূরে তদ্বান্তিকে।

অর্থাৎ—তিনি বিচরণ শীল—না-না-তিনি বিচরণ শীল নহেন॥

তিনি দূরে—না-না-তিনি দূরে নহেন॥

শ্রুতি—পুনরায় অন্যত্র একই বিমূঢ় দশায় গাহিলেন—

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্।

অর্থাৎ—সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ও বিষয় রূপে তিনিই প্রকাশিত।

না-না-তিনি সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত।

উপরি লিখিত মার্গে বিচরণ করিতে করিতে শ্রুতি পুনরায় বলিলেন—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥

তিনি—কর-চরণ হীন হইয়াও সচল ও গ্রহীতা—তিনি চক্ষুহীন হইয়াও বিমল দ্রষ্টা—তিনি কর্ণ হীন হইয়াও দিব্য শ্রোতা।

পরম বিচিত্র শ্রীরাম রহস্য আস্বাদনে—শ্রুতির পুলকানন্দ—উত্তরোত্তর কীরূপ বর্দ্ধিত হইয়া চলিল—তাহা নিম্নোক্ত কথনটি হইতে বেশ উপলব্ধ হইবে—

ত্বং স্ত্রী—ত্বং পুমানসি—ত্বং কুমার—উত বা কুমারী।

অর্থাৎ—তুমি স্ত্রী—না-না-তুমি পুরুষ

না-না তুমি কুমার—না-না তুমি কুমারী।

শ্রীরাম রহস্যের দিব্য অনর্ব্বচনীয়তার—ইহার অধিক দিগ্দর্শন আর কী হইতে পারে ?

কিন্তু শ্রুতির অনুসন্ধান যতই মর্ম্মান্তিক হউক না কেন—পরম অচিন্ত্য শ্রীরাম রহস্য উদ্ঘাটনে—ইহা যে কিছুই নহে—তাহা অনুভব করতঃ স্বয়ং ভগবতী শ্রুতি পুনরায় গাহিলেন—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।

ন বিদ্মো ন বিজানামো যদেতদনুশিষ্যাৎ॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম রহস্য এমত নিগূঢ় যে—সেথায় চক্ষু গমন করে না—বাক্য গমন করে না—মনও গমন করে না। ইহা পরম অনর্ব্বচনীয়—পরম অবিজ্ঞেয়—সুতরাং ইহার সম্বন্ধে—কী প্রকারে উপদেশ দেওয়া যায়—তাহাও অজ্ঞাত।

কিন্তু সকল আশ্চর্য্যের—ইহাই পরম আশ্চর্য্য যে এই পরম অপ্রাকৃত—পরম অবিগত—দিব্য মাধুর্য্য নিলয়ের স্বতোৎসারিত করুণা-ধারায়—অখিল লোক উদ্ভাসিত—চরাচর জীব বিধৃত—ইহাই যে সমগ্রের পরম প্রকাশক—ইহাই যে অখিল বস্তুনিচয়ের প্রাণের প্রাণ—তাহাই উদ্গীত করতঃ—শ্রুতি পরমোল্লাসে বলিলেন—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ যদ্॥

বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ॥

মহামতি তুলসীর প্রেম পূণীত ভাষায়—উপরি উক্ত শ্রুতির গোপ্য মর্ম্মটি প্রকাশিত করিলে বলিতে হয়—

প্রাণ কে প্রাণ—সুখ কে সুখ—জীব কে জীব রাম।

অর্থাৎ—প্রাণের মাঝে তুমি দিব্য মহাপ্রাণ
সুখের পুঞ্জ পরা দিব্য সুখধাম ।
জীবের জীবন তুমি পূর্ণ অবিকার
শ্যাম সুন্দর ঘন শ্রীরাম অভিরাম ॥

বস্তুতঃ শ্রীরাম রহস্যের অচিন্ত্য লীলা বৈভবের সাথে সাথে—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড—একই দিব্য ঐকাতানে—তালে তালে পা ফেলিয়া যে—সেই নিত্য লীলার অনুগমন করিতেছে—তাহাই উদ্গীত করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পরম রহস্যময় বাণীতে বলিলেন—

মদ্ভায়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যাগ্নি চ মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম কৃপা কটাক্ষে বায়ু হিল্লোলিত হইতেছে সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছে—দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে—অগ্নি দগ্ধ করিতেছে—ও মৃত্যু সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। বলা বাহুল্য এ স্থলে ভয়াৎ শব্দটি যে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই—ইহা যে অশেষ আনন্দোৎসবের দিব্য জ্ঞাপক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—অচিন্ত্য লীলা কারণে—তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত না হইলেও—মহাকবি রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত পদে তাহা নিজ নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে আপনারে ধরা দিল। শ্রীরাম লীলার নিত্য রাসোৎসবে—অখণ্ড বিশ্ব প্রকৃতির—দিব্য লীলা রূপটি চিত্রিত করতঃ মহাকবি গাহিলেন—

নাচে নাচে রম্য তালে নাচে
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে
ভকত হৃদয় নাচে বিশ্ব ছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥

শ্রীরামই—এই অখিল রাসোৎসবের এক মাত্র ভোক্তা। তিনিই একাধারে জ্ঞান—জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। তিনিই কবি—তিনিই কাব্য—তিনিই সমগ্র ললিত কাব্যের মোহন বাণী। পুরুষোত্তম শ্রীরামের - এই পরম দিব্য রহস্য ত্রয়ই হইল তাঁহার অখণ্ড স্বরূপ মাধুর্য্যের—বিমল বৈভব। সর্ব্ব রহস্যের 'পরম সুজান' হইয়াও—তিনি যে—চির অবিজ্ঞেয় রহিলেন—তিনি একাধারে—ভক্তি—ভক্ত ও ভগবান হইয়াও—তদতিরিক্ত এক অনবর্চ্চনীয় অক্ষর সত্ত্বায়—চির মণ্ডিত রহিলেন—বাস্তবিক তাহাও—শ্রীরাম রহস্যের—এক গোপ্য ঐশ্বর্য্য। আপন নিত্য স্বরূপের—এবংবিধ নিগূঢ় পারম্য ইঙ্গিত করতঃ - আনন্দকন্দ ভগবান—শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায়—অর্জ্জুনকে উপদেশ করতঃ বলিলেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন॥

অর্থাৎ—স্থাবর জঙ্গম যত আছিল অতীতে।
বর্ত্তমানে আছে যাহা কিংবা হবে ভবিষ্যতে॥
ত্রিকালের বস্তু যত জানি সমুদয়।
আমার স্বরূপ বৈভব কেহ না জানয়॥

বাস্তবিক আপ্তকাম প্রভুর—অনবর্চ্চনীয় রূপ-মাধুর্য্যে—অশেষ মুগ্ধ হইয়া—অনন্য ভক্ত-প্রাণারাম—মহাকবি বাল্মিকী—আপন ইষ্ট বন্দনায়—তুলসীর আনন্দ ঝর ঝর কণ্ঠে গাহিলেন—

রাম স্বরূপ তুম্হার বচন অগোচর বুদ্ধি পর।
অগণিত অকথ অপার নেতি নেতি নিগম কহ॥

পরোক্ষ প্রিয় দিব্য প্রেমাস্পদের চিন্ময় রূপ-মাধুর্য্যটি—অনন্য ভক্ত সযত্নে নিজ হৃদয় মঞ্জুষায় গোপন রাখিলেও—মহৎ কারুণ্যে মহাকবি জানকী-

বল্লভের প্রেম-সঘন মানসে—শ্রীরাম রহস্যের সেই অনবর্চ্চনীয় রূপটি সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল। অনন্য ভাব-ভক্তির বিমল উপাসক মহাকবি জানকীবল্লভ সেই লীলারসামৃতে নিমজ্জিত হইয়া—প্রাণনাথের দিব্য বন্দনায় বুকচেরা ভাষায় গাহিয়া উঠিলেন—

রাম কো জানে তুম্হার মরম।
থাকে অশেষ শেষ মহেশ
নেতি নেতি সদা কহে নিগম॥

সকল প্রকাশক অগ জগ স্বামী
ঘট ঘট বাসী তুম্হ অন্তরযামী
রমত সদা নিজ রস অনুগামী
মন বাণী অগম॥

কবহু মীন নর নারায়ণ
কবহু নরহরি কমঠ বামন
কবহু বরাহ বেদ উধারণ
কবহু বুদ্ধ কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশন
সম কভু বিষম॥

অরূপ স্বরূপ অগুণ সগুণ
অনাদি অদ্বয় অভয় সনাতন
কাম কল্পতরু কল্যাণ নিধান
দয়াময় পরম॥

রাম নৌমী ত্রিভুবন স্বামী
পরম অকামী জনহিত কামী

অবধ পুরী দশরথ ধামী
অজ লহ জনম ॥

রাম লছমন ভারত শত্রুহন
রাবণ নাশন মুনি মন ভাবন
জানকী রঞ্জন রাম নিরঞ্জন
সত্য ধাম চরম ॥

অনন্ত ভক্ত-হৃদয়ের দিব্য কিরণ মালায়—পরম তত্ত্বের সমগ্র মাধুর্য্যটি—দিব্য পুলকে সহসা আপনার ধরা দিল। ভক্তি-ভক্ত ও ভগবানের মহামিলনে—শ্রীরাম কথার অন্তর মাধুর্য্যটি আরও রসঘন হইয়া উঠিল।

ছয়

দিব্য শ্রোতা—ভরদ্বাজের বিমল প্রসঙ্গে—আচার্য্যবর্জ যাজ্ঞবল্কের হৃদয়—শ্রীরাম কথায় মুখর হইয়াছে। অখিল ব্রহ্মানন্দের—পূর্ণ বিলাস-বৈচিত্র্যের কুসুমিত কাননে—আচার্য্যবর্জ সুখে বিচরণ করিতেছেন—অখণ্ড মাধুর্য্যের দিব্য লীলা লহরী গুলি—একটির পর একটি করিয়া তাঁহার মানস তটে কল্লোলিত হইয়াছে। বাস্তবিক অনন্য ভজন-মধুর—দিব্য শ্রোতা-বক্তার মঞ্জুল মঞ্চে—অক্ষর ব্রহ্মের মূর্ত্ত প্রকাশ—নিত্য লীলা বিহারীর অজস্র সুখধারা—আপনি নিঝ'রিত হয়। এমত দিব্য ভাব সমাধি দশায়—বক্তার হৃদযে অক্ষর ব্রহ্ম—সমগ্র রূপ রেখায় আপনি যে অবতীর্ণ হয়েন—তাহাই সুমধুর সংলাপে-উদ্গীত করতঃ—অনন্য ভজনানন্দী—মহামতি তুলসীদাসের কণ্ঠে জগদ্গুরু শঙ্কর প্রসঙ্গতঃ উমাকে বলিলেন—

শ্রোতা বক্তা সুশীল শুচি কথা রসিক হরিদাস।
পাই উমা গোপ্যমপি সজ্জন করহি প্রকাশ ॥

অর্থাৎ—শ্রোতা যদি হয় ধীর নম্র ধর্ম্ম-রসিক শাস্ত্র পর।
বক্তা হৃদয়ে হয় ঝর ঝর পরম গোপ্য তত্ত্ব বর
এমন বক্তা শ্রোতার সমাজে বেদ ব্রহ্ম করে যে গান
রসে রসে হয় সকলি সরস দিব্য লীলায় মুহ্যমান॥

পরতত্ত্বের—এই উজ্জ্বল রসবর্ত্মে শ্রীরাম কথা চির মধুময়। মহামতি যাজ্ঞবল্ক—পূর্ণের—এই নিত্য চৈতন্যময় লীলার গোপ্য প্রকোষ্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই দিব্য লীলা-প্রবিষ্ট ভাবই হইল—অনন্য ভক্তের—প্রপন্ন ভূমির সিদ্ধ রূপ। ইহাই নিত্য কৈঙ্কর্য্যের নিগূঢ় অন্তঃলীলা—ইহাই পূর্ণের সাথে—অপূর্ণের—পূর্ণ অভিনিবেশ—ইহাই ভূমার সহিত—দিব্য ভূমার অনন্য মিলন। বলিতে কী যাঁহার অন্তর মাধুর্য্য বিজ্ঞাত হইলে—সর্ব্ব রহস্য বিজ্ঞাত হয়—শ্রুতি কথিত—সেই অন্তর মাধুর্য্যের পূর্ণ বিগ্রহ—রসো বৈ সঃ - উদার বক্তার মধুর কথনে—শ্রোতার হৃদয়ে—পূর্ণ কারুণ্যে প্রেমে প্রেমে বিস্তারিত হইলেন—ইহাই অবিরল ভগবৎ চরিত্রের—গোপ্য মাধুর্য্য। ইহাই ব্রহ্ম তত্ত্বের দিব্য মূর্ত্ত ভাসণ—অর্থাৎ হৃদয়নাথ অচিন্ত্য লীলায়—ভক্ত হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া—উজ্জ্বল ভক্তি রসে—ভক্তের সহিত অবিমিশ্র মিলনে—এক হইয়া যান - ইহাই মাধুর্য্যের অবধি! ভগবৎ করুণার—এই গোপন রহস্য ইঙ্গিত করতঃ মহামতি তুলসী পুনরায় গদ্‌গদ্ কণ্ঠে গাহিলেন—

সোই জানই জেহি দেহু জনাই
জানত তুম্‌হি তুম্‌হই হোই জাই॥
তুম্‌রিহি কৃপা তুম্‌হি রঘুনন্দন।
জানহি ভগত ভগত উর চন্দন॥

অর্থাৎ—তোমার অখণ্ড বিলাস জানে সেই জন।
যাহারে জানাও তুমি হে জানকী জীবন॥

দিব্য করুণা রসের অবিরল অমিয় নির্ঝর।
ইহাই অখণ্ড বিলাস সুখের চিন্ময় অন্তর।
কৃপার পরশে জীব নিত্য রূপে ভাসি।
চিন্ময় মাধুর্য্য সেবায় হয় সুখ রাশি॥
এ কথা রহস্যময় অদ্ভুত অপার।
ভক্ত বিনা কেবা বুঝে মর্ম্ম গূঢ় সার॥
ভক্ত বিনা রাম কৃপার কে জানে সৌরভ।
ভক্তের জীবন প্রাণ রাম কৃপার বৈভব॥

এমত ভগবৎ মাধুর্য্যের গোপ্য লীলায় - সমগ্র শ্রীরাম কথাটি অবাবিত —তাঁহার প্রকট লীলা—ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। প্রসঙ্গতঃ বলিবার আছে যে—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—প্রকট ও গোপ্য—এই দ্বিবিধ লীলা প্রকরণে যে ভগবৎ মাধুর্য্যের চিন্ময় অখণ্ডতা - তাহাই কীর্ত্তিত করতঃ ভগবতী শ্রুতি বলিলেন—

পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

অর্থাৎ বেদোক্ত পরাৎপর ব্রহ্মের—একটি পদে—অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমাশ্রিত এবং তাঁহার অপর নিত্যটি নিত্য অবিনাশী অমৃতময় পদ—তাঁহার নিত্য ধামে নিত্য লীলায় নিমজ্জিত।

পরাৎপর চিন্ময় ব্রহ্ম—শ্রীরামের—এই নিত্য লীলাটি হইল—অখণ্ড চৈতন্যের লীলা—অখণ্ড মাধুর্য্যের লীলা—পূর্ণানন্দের লীলা! অনন্ত সখী মঞ্জরী পরিবৃত—পুরুষোত্তম শ্রীরাম ও তাঁহার নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্য জনকনন্দিনী সীতার—আপ্তকাম মহারাসই হইল—এই নিত্য লীলার চিন্ময় রূপ। এই দিব্য রাস মণ্ডলই হইল—নিত্য ভগবদ্ধাম—ইহাই শ্রীরামানন্দী বৈষ্ণবগণের শ্রীসাকেতপুরী বা সাকেতধাম নামে কীর্ত্তিত।

শ্রীপুরুষোত্তমের দিব্য স্বরূপ মাধুর্য্য—অনন্ত কৌতুকময়ী ভক্তি মহামণির—আপ্তকাম বিলাস চন্দ্রিকাই হইল—এই নিত্য চিন্ময়-লীলার—দিব্য লহরী। ভগবদ্ধামের সমগ্র তরু-লতা-কুঞ্জ-কানন—বসন-ভূষণ—সখী-মঞ্জরী-ভাব ভালবাসা-প্রণয়-মান তথা সকল উপকরণ গুলিই হইল—ভক্তি মহামণির কায়বূ্যহ স্বরূপিনী—পুরুষোত্তম শ্রীরামের দিব্য কৈঙ্কর্য্য নিপুণ কান্তা। ইহাই—রসো বৈ সঃ এব অভিন্ন মাধাব নিত্য রাস। ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইল—রস অর্থাৎ আনন্দ বিস্তার ও রস আস্বাদন—ইহাই ভগবৎ কারুণ্য লীলার গোপ্য রূপ। এতৎ কারণে—পুরুষোত্তম শ্রীরাম ও তাঁহার পরমা প্রকৃতি—জনকনন্দিনী সীতার—নিত্য রস বিস্তার ও রস আস্বাদন রূপ—অনন্য কৈঙ্কর্য্য নিপুণ কান্তাগণের সহিত যে অবিরল সুখৈশ্বর্য্য পূর্ণ মহারাস—তাহাই শ্রীবৈষ্ণব সমাজে—পুরুষোত্তমের চিদানন্দময় গোপ্য লীলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আনন্দকন্দ শ্রীরামের—এই যে নিত্য বিহার-লীলার মোহন ছন্দ—তাহার চিন্ময় রসকেন্দ্র হইল—আনন্দকন্দ শ্রীরাম ও তাঁহার নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্য—জনকনন্দিনী সীতা। শ্রীরাম ও সীতা একই অদ্বিতীয় সত্তার—কোক-কেলিমণ্ডিত অনর্বচনীয় শ্রীযুগল রূপ-লালিত্য। অখণ্ডানন্দের—এই যে পরম অপ্রাকৃত একই তত্ত্বতে—চিন্ময় মিলন-মধুর শ্রীসীতারামের যুগল রূপ—এই যে রসো বৈ সঃ এব—দিব্য রসরাজ ও রাসেশ্বরীতে—পরম অচিন্ত্য দ্বৈত প্রকাশ-মাধুর্য্য—তাহাই রাস মণ্ডল বাসিনী—অনন্ত সখী মঞ্জরীগণের নিত্য সেব্য। ভক্তি চিন্তামণির উজ্জ্বল লীলা-লালিত্যে—একই চিন্ময় সত্ত্বার—এই যে দিব্য মিথুনীকৃত দ্বৈত রূপ—ভক্ত বাঞ্ছা পূরণার্থে—তাহাই—পুনরায় শ্রীজনক নন্দিনী সীতা ও শ্রীরাঘবেন্দ্র রাম রূপে—পৃথক পৃথক সত্ত্বায়—সামান্য নরনারীর ন্যায় প্রাকৃত লীলা তনু ধারণ করতঃ আপ্তকাম মুগ্ধ লীলায় বিস্তারিত হয়েন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে আনন্দকন্দ শ্রীরাম ও তাঁহার নিত্য

দ্বৈত সীতার—এই প্রাকৃত স্ত্রী পুরুষের ন্যায় মিথুনীকৃত যুগল রূপটি ইংগিত করতঃ শ্রুতি বলিলেন—

তদ্বা অস্যৈতদ অতিছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্ তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চিন বেদ নান্তরম্—এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন্ বেদ নান্তরম, তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমকামম্ রূপং শোকান্তরম্ ।

অর্থাৎ—জাগতিক স্ত্রী ও পুরুষের—অন্তর ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য তথা রস পূর্ণ মিথুনীকৃত রূপের ন্যায়-প্রাজ্ঞ পরমাত্মা ও তাহার স্বাভিন্ন দ্বৈত আত্মার-অন্তর ও বাহ্য জ্ঞানশূন্য একীভূত অবস্থাটিই হইল অতিছন্দা। এই পরম অপ্রাকৃত একরস দ্বৈতের মিলনটি—একান্ত আপ্তকাম অকাম ও সর্ব্ব শোক রহিত।

আপ্তকাম ভগবান শ্রীরাম ও তাঁহার দিব্য স্বরূপ বৈভব—ভক্তি চিন্তামণির কনকবিগ্রহ জনকনন্দিনী সীতার—বিমল [illegible]রস মধুর সম্বন্ধটি—সঘন অনুভূতির দিব্য আস্বাদনে—চির অনর্ব্বচনীয় হইয়া রহিল। রসিকাচার্য্যগণ এই পরম মধুর যুগল রূপটিকে—চন্দ্র-চন্দ্রিকা—বাণী-অর্থ সম আখ্যাত করিয়া থাকেন। এই অদ্বিতীয় শ্রীযুগলের শৃঙ্গার কমনীয় রূপটি—পুরুষোত্তম শ্রীরামের অনন্য সত্তার—দিব্য অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। ইহাই অমিতবীর্য্য পরাৎপর ব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনীর বিমল বৈভব। হ্লাদিনী স্বতঃপ্রকাশময় এবং ইহার দিব্য বৈশিষ্ট্য হইল যে—পুরুষোত্তম শ্রীরাম স্বয়ং—সচ্চিদানন্দ হইয়াও তাঁহার অবিরল মধুর পরমা প্রকৃতি—হ্লাদিনীর দ্বারা নিত্য আহ্লাদিত বা রসায়িত হয়েন ও স্বভক্তগণ ও অপর সকলকে আহ্লাদিত করেন। বস্তুতঃ এই দিব্য লক্ষণে হ্লাদিনীকে কীর্ত্তিতঃ করতঃ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভ বলিলেন—

হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান যয়া হ্লাদ্যতে সা হ্লাদিনী

অর্থাৎ—ভগবান স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ হইয়াও যাহার দ্বারা আহ্লাদিত হয়েন ও স্বভক্তগণকে আহ্লাদিত করেন তাহাই হ্লাদিনী। বস্তুতঃ সমগ্র ভগবৎ রসমাধুর্য্যই হইল—এই পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনীর—ব্যাপক বৈভবের বিচিত্র রূপকথা !

বিমল ভগবৎ মাধুর্য্যের দিব্য আস্বাদন মার্গে—পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনী বা তাহার ঘনীভূত রূপ—ভক্তি চিন্তামণির যথামতি বৈভব দর্শন একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ ভক্তি মহামণিই হইলেন অখণ্ড লীলা রহস্যের প্রাণ বস্তু। অর্থাৎ অমিতবীর্য্যের দিব্য মূলাশ্রয় - শ্রীরামের মহাপ্রকাশই হইল—ভক্তি চিন্তামণির অভিরাম বিলাস বৈভব। এই ভক্তি চিন্তামণির অকথ রূপ বৈচিত্র্যই হইল—নিত্য ধামের নিত্য লীলা—এবং ইহারই দিব্য চিদাভাস পূর্ণ অবিরল কিরণমালায়—অনন্ত লোক প্রকাশিত—ইহাই সমগ্র জাগতিক ও পারমার্থিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, যোগ-বৈরাগ্য বিচার তথা অখণ্ড সিদ্ধান্ত নিচয়ের একমাত্র আশ্রয়। শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতা—এই পরম অপ্রাকৃত দিব্য মহাশক্তির এবংবিধ অচিন্ত্য বৈভব প্রসঙ্গে রহস্যময় বাণীতে বলিলেন—ঃ

ব্রহ্মোণো হি প্রতিষ্ঠাহম্

অর্থাৎ—আমিই সমগ্র ব্রহ্মের একমাত্র আশ্রয় অর্থাৎ আমিই সর্ব্ব রসের মূল। বলা বাহুল্য শ্রীরাম ও তাঁহার পরমা প্রকৃতি ভক্তি চিন্তামণি—একই অভিন্ন বাচ্য-বাচক শব্দ মাত্র। অখণ্ড জ্ঞান-বিজ্ঞান, যোগ-বৈরাগ্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম রূপ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড নদীগুলি - ভক্তি মহাহ্রদ হইতে উদ্ভূত হইয়া ভক্তি মহাহ্রদে পুনরায় মিলিত হইবার জন্য নিত্য অভিসার-মগ্ন এবং অন্তে নিজ নিজ নাম রূপ হারাইয়া তথা ভক্তি চিন্তামণির দিব্য স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া—পরম বিশ্রাম-সুখ লাভে কৃত কৃতার্থ হয়। অর্থাৎ ভক্তি চিন্তা-

মণির বিমল আশ্রয়ে—সর্ব্বভেদ দূরীভূত হয়—সকল ভাব ও চিন্তা একই উজ্জ্বল রস মাধুর্য্যে রূপায়িত হইয়া থাকে। এই চিন্ময় অখণ্ড দর্শনের বিমল পাদপীঠে প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রুতির তথা কথিত নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের সকল ভেদগুলি আপনি মিটিয়া যায়—অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম-বিচার—ভক্তি মহারাণীর নিত্য চৈতন্য-লীলায় যে দিব্য একবসত্ব লাভ করিয়া থাকে – তাহাই বিমল ভজন-মুখব ভাব ও ভাবায় কীর্ত্তিত করতঃ মহামতি তুলসী বলিলেন—

সগুণহি অগুণহি নহি কছু ভেদা।
গাবহি পণ্ডিত পুরাণ বুধ বেদা॥
অগুণ অরূপ অলখ অজ জোই।
ভগত প্রেম বশ সগুণ সো হোই॥
জো গুণ রহিত সগুণ সোই কৈসে।
জলু হিম উপল বিলগ নহি জৈসে॥

অর্থাৎ—অনন্য ভক্তির যদি করিলে আশ্রয়।
নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মে ভেদ নাহি রয়॥
এই মত কহে সবে পণ্ডিত পুরাণ।
ভজন নিপুণ আর বেদ অমান॥
রূপ হীন গুণ হীন জন্ম হীন যে বা।
ভক্তের অনন্য সেবায় তিনি মনোহর কিবা॥
ভক্তের বিমল রূপে হইয়া মধুর।
সকল নির্গুণ চিন্তা করেন সুদূর॥
একই তত্ত্ব দৃষ্টি গুণে—নির্গুণ সগুণ হয়।
শীত জল বরফ যেরূপ সদা একরস-ময়॥

বলিতে কী বৈদুর্য্যমণি যেরূপ একসাথে অবিরল ধারায় বিভিন্ন বর্ণের কিরণপাত করিয়া থাকে—এবং উপাধি বিশেষের তারতম্য অনুসারে তৎ তৎ রূপ ধারণ করে বলিয়া—বৈদুর্য্যমণির দিব্য অখণ্ডতার যেরূপ কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না—সেইরূপ অনন্ত জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য - বল-বীর্য্য—তেজ ও শক্তির দিব্য একরস সমন্বয়ে—ভক্তি চিন্তামণি—নিত্য এক—নিত্য এক-রসধর্ম্মী—নিত্য অখণ্ড। অযাচিত মহৎ করুণার তারতম্য অনুসারে—জাগতিক জীব—যেরূপ শ্রদ্ধা ও সংস্কার লাভ করিয়া থাকে—অপার শ্রীরাম রহস্যের চিন্ময় নির্ঝর স্বরূপিনী—ভক্তি [illegible] তদ্রূপ কৃপা বাৎসল্যে—কৃত কৃত্য করেন। সমগ্র জড় চেতন রূপী চরাচর জীবের নিত্য সংসার ভ্রমণ তথা অবতারগণের ভূভার হরণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন রূপ দিব্য লীলা নাট্যগুলি – ভক্তি চিন্তামণির বিমল ঔদার্য্যের কনক কলায়—নিত্য অবিরল ধারায় নিজ নিজ সম্মার্গে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বোক্ত চিন্তাধারাগুলি এক সূত্রে গ্রথিত করিলে বলিতে হয় যে—স্বতঃ প্রকাশময় ভক্তি চিন্তামণির কুঞ্জক্রীড়াই হইল—অখণ্ড শ্রীরাম রহস্যের অন্তর মাধুর্য্য। অচিন্ত্য করুণার দিব্য বাৎসল্য-রসে—ভক্তি চিন্তামণির নিত্য নিকুঞ্জ—ফুলে-ফলে সদাই সুরভিত। যথার্থ বলিতে কী দিব্য মাধুর্য্যনিলয়—জনকনন্দিনী সীতার- করুণা ক্রন্দনের বিমল ধারাই হইল—ভক্তি চিন্তামণির অবিরল উৎস। জগৎজননী—জগদ্ধাত্রী—সীতার চরাচর জীবের প্রতি দিব্য বাৎসল্য-মধুর রূপটিই হইল—ভক্তি চিন্তামণির অশেষ স্বান্দানন্দপূর্ণ মুগ্ধ বিলাস। অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনীর – মধুর প্রকাশ—ভগবতী করুণাই হইল– ভক্তি চিন্তামণির অনন্য মাধুর্য্য এবং ইহাই পুরুষোত্তম শ্রীরামের জীব শক্তি ও মায়া শক্তির মূল আশ্রয়—এতৎ কারণে—জগৎ জননী সীতা—করুণা ও ভক্তি—বস্তুতঃ সদা একধর্ম্মী একরস—এক প্রাণ। অর্থাৎ শ্রীরামবল্লভা—করুণা ও ভক্তি—একই অখণ্ড মাধুর্য্যের—আস্বাদন তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। স্বরূপতঃ

যাহা সীতা—প্রকাশে তাহাই ভক্তি—অনুভবে তাহাই করুণা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই দিব্য ব্রাহ্মানন্দঘন ভগবতী করুণাই হইল—ভক্তি চিন্তামণির দিব্য কিরণমালা এবং ইহাই সমগ্র শ্রুতি নিরূপিত তথা সন্ত সন্মত—শ্রীরাম রহস্যের চিন্ময় ভাষণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য—পরাৎপর ব্রহ্ম শ্রীরাম যে অখণ্ড করুণার মূর্ত্ত প্রকাশ—তাহাই উদ্গীত করতঃ বিমল ভজনানন্দে মহামতি তুলসী বলিলেন—

করুণাময় মৃদু রাম সুভাউ।

অর্থাৎ—শ্রীরাম চরিত সিন্ধু করুণার ধারা।
দিব্য কোমল অতি মুনি মন হারা॥
কারুণ্য বিলাস মাঝে করুণা আস্বাদ।
পরাৎপর ব্রহ্মের এই চিন্ময় সংবাদ॥

বাস্তবিক অবিরল করুণার দিব্য বসন্ত বাগে সমগ্র শ্রীরাম লীলাটি পরিমণ্ডিত—ইহা অখণ্ড মাধুর্য্যের লীলা—ইহা দিব্য করুণার লীলা—ইহা পূর্ণ অবতারীর নিত্য লীলার মোহন ভাষণ! সর্ব্ব অবতারগণ—সর্ব্ব বেদ বিদ্যা সর্ব্ব ধর্ম্ম—যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব-দেবতাগণ—এই দিব্য লীলা পানে সদাই তদ্‌গত চিত্ত। ইহাই সন্ত রামগণের জীবন সর্ব্বস্ব—ইহারই প্রমুদিত বৈভবে—পরমানন্দের দিব্য সমারোহ!

প্রসঙ্গ ক্রমে আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরামের দিব্য নরলীলার বৈচিত্র্য বিবেচিত হইলে—অন্যান্য অবতার লীলা হইতে—ইহার পার্থক্যটি বেশ উপলব্ধ হইবে। যুগে যুগে—নানা রূপে—নিজ ইচ্ছাময় তনু ধারণ করতঃ—শ্রীভগবান সদ্ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন—সাধুদের পালন করিয়াছেন—দুষ্টের দমন করিয়াছেন—জীবের প্রতি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার এক পাদ বিভূতি বা অংশ লীলার রূপ মাত্র—অপর পক্ষে—শ্রীরামাবতারে তিনি যে দিব্য কারুণ্য-রস পূর্ণ

অখণ্ড মাধুর্য্য লীলা বিস্তার করিলেন তাহাই অনন্য ভাব ও ভাষায় ইঙ্গিত করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে জগদ্‌গুরু শংকর প্রসঙ্গতঃ উমাকে বলিলেন—

অপর হেতু সুনু শৈল কুমারী
কহউ বিচিত্র কথা বিস্তারী ॥
জেহি কারণ অজ অগুণ অরূপা
ব্রহ্ম ভয়েউ কোশলপুর ভূপা ॥

অর্থাৎ—আপন প্রতিজ্ঞা লাগি প্রভুর অবতার
হইয়াছে হইতেছে হইবে বারে বার ॥
উভয় বিভূতিনাথ জানকী রমণ।
যাঁহার অংশের অংশ সব অবতারগণ ॥
যে গোপ্য কারণ হেতু ধরাধামে পূর্ণের উদয়।
তাহার বিস্তার কথা শুন ওরে শৈল তনয় ॥
অযাচিত অকারণ প্রেম করিতে বর্ষণ।
সেই হেতু পরাৎপর ব্রহ্মের সংসার ভ্রমণ ॥
সর্ব্ব ঘট বাসী হয়ে যদ্যপি অরূপ।
করুণা বিলাসে তিনি অযোধ্যার ভূপ ॥
অতীব নিগূঢ় এই দিব্য রামলীলা।
অভিমানী অজ্ঞানী নাহি জানে তার কলা ॥

মহামতি তুলসী একটি মাত্র মন্ত্রপূত 'অপর' শব্দ দ্বারা—রামাবতারে শ্রীসাকেতাধীশ প্রভুর—অখণ্ড লীলা পরম্পারার দিব্য দিগ্দর্শন করাইয়া—তাঁহার আপ্তকাম কারুণ্য বিস্তার রূপ—চিদানন্দময় লীলাটিকে আরোও মধুর করিয়া তুলিলেন। জগদ্গুরু শংকর প্রসঙ্গক্রমে তুলসীর কণ্ঠে—

—৫

পার্ব্বতীকে উপদেশ করতঃ—অপার শ্রীরাম রহস্যের দিব্য লীলা রূপ-বৈচিত্রের চিন্ময় প্রাণ স্বরূপ মুগ্ধ কাকণ্যেব বিমল স্তুতি করতঃ বলিলেন—

এহি বিধি জনম করম হরি কেরে।
সুন্দর সুখদ বিচিত্র ঘনেরে॥
কল্প কল্প প্রতি প্রভু অবতরহীঁ।
চারু চরিত নানা বিধি করহিঁ॥
তব তব কথা মুনীসন্থ গাই।
পরম পুনীত প্রবন্ধ বানাই॥
বিবিধ প্রসঙ্গ অনূপ বখানে।
কবহি ন শুনি আচরজ সয়ানে॥
হরি অনন্ত হরি কথা অনন্তা।
কহহি শুনহি বহু বিধি বহু সন্তা॥
রামচন্দ্রকে চরিত সুহায়ে।
কল্প কোটি লাগি জাহি ন গায়ে॥

অর্থাৎ—প্রভুব অনন্ত চবিত দিব্য পুরাণ।
সরস সুখদ অতি মুগ্ধ অমান॥
যুগে যুগে প্রভুব যত অবতার।
অদ্ভুত কর্ম্মে সদ্ধর্ম্ম কবেন প্রচাব॥
সেই স্বাদু মধুময় চবিত সুগাই।
পবম মনোহব দিব্য কাব্য সুধায়॥
মহা কবি মহা মুনি রচি সু গ্রন্থ অনেক।
কবিল শ্রীবাম ভজন সহিত বিবেক॥

এই মত হরি কথা অনন্ত অপার।
সন্ত গণ দিব্য গানে করেন প্রচার॥
তথাপি তাঁদের প্রেম কভু না মিটিল।
অযুত কল্প ধরি যদি বা গাহিল॥

পুরুষোত্তম শ্রীরামের এই অখণ্ড মাধুর্য্য লীলা সর্ব্ব ভাষাতীত—সর্ব্ব তর্কাতীত—সর্ব্ব বুদ্ধিপর। ইহাই ব্রহ্ম সূত্রের প্রথম সূত্র—অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার—মূল রূপ। এস্থলে 'অথ শব্দটি অনন্তরার্থ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে—অর্থাৎ অনন্য সেবন্মুখী বৃত্তি পরায়ণ দিব্য সাধক শম-দম-নিয়ম-নিষ্ঠা-তিতিক্ষা-মুমুক্ষ্যাত্ব রূপ সর্ব্ব শব্দ শাস্ত্রে নিষ্ণাত হইয়া চিন্ময় পরতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করতঃ—নিত্য শ্রীরাম লীলায় দিব্য কৈঙ্কর্য্য প্রাপ্ত হইয়া—সুখ সাগরে নিমজ্জিত হয়েন। বাস্তবিক ইহাই যে অনন্য ভক্তের দিব্য সগুণ ব্রহ্মাস্বাদন—ইহাই যে নিত্য পরিকরের—সুখ স্বরূপ শ্রীরামলীলায় দিব্য অভিনিবেশ—এবং ইহারই চিন্ময় পরিণাম স্বরূপ ভক্ত-ভগবানে যে অবিমিশ্র মিলন—তাহাই পরম রহস্যময় বাণীতে উদ্গীত করতঃ শ্রীমদ্ভগবত গীতায় আনন্দকন্দ ভগবান বলিলেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

অর্থাৎ—আমার বিচিত্র চরিত ভক্তিমান জানে অবিরল।
নিত্য সত্য চিদানন্দ পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সরল॥
এই রূপে জানি মোর দিব্য স্বরূপ বৈভব।
গোপ্য ও প্রকট লীলায় যাহার সৌরভ॥
আমার করুণা কণা ততঃ করিয়া আশ্রয়।
ভক্ত মোর নাচে গায় আনন্দ মেলায়॥

এই মত ভক্তে আর মোতে নিত্য মেশামিশি।
সেব্য সেবক ভাব ভক্তি যুক্ত করে দিব্য সুখরাশি॥

বস্তুতঃ এই চিন্ময় কারুণ্যামৃতের—দিব্য নিগূঢ়তা—দিব্য পরোক্ষতা—দিব্য প্রচ্ছন্নতাব—মধুব রূপটি কীর্ত্তিত করতঃ গিরিজাপতি শংকর পুনরায় বলিলেন—

উমা রাম গুণ গূঢ় পণ্ডিত মুনি পাবহি বিরতি।
পাবহি মোহ বিমূঢ় জে হবি বিমুখ ন ধর্ম্ম রতি॥

অর্থাৎ—উমা কর মন সংকলন সাবধান হও চিত্তে ধীর।
উভয় বিভূতি নাথ সীতাপতির রহস্য গম্ভীর॥
অতি প্রাণারাম শ্রীরামের এই নর নাট্য লীলা।
ত্রিপাদ বিভূতিময়ী মুখে নাহি যায় বলা॥
অতি আশ্চর্য্য—পরমানন্দ—নাহি পারাপার।
অখণ্ড মাধুর্য্যের অযাচিত করুণা বিস্তার॥
চকিত হয় না শুনে—যাহার বিবেক বিমল।
আপ্তকাম মুনি মন সদা সু প্রসন্ন কমল॥
অভিমানী মূঢ় যেবা শুনি সেই দিব্য চরিত।
আপন অজ্ঞতা বলে কহে অযথা অমিত॥
প্রভুর করুণা রসে হইয়া বিমুখ।
জন্মে জন্মে কিনে সে যে চিন্তা ভয় দুখ॥

পরম অনর্ব্বচনীয় শ্রীরাম কথার দিব্য পারম্য প্রসঙ্গে—ইহা স্বতঃই উল্লেখযোগ্য যে পুরুষোত্তম শ্রীরামের নর লীলাই হইল—তাঁহার সর্ব্বোত্তম লীলা—ইহাই অনন্য সন্ত রামাগণের জীবন সর্ব্বস্ব—ইহাই তাঁহাদের

প্রাণের ধন—ইহাই শ্রীরাম কথার মুখ্য তাৎপর্য্য। বাস্তবিক শ্রীসাকেতাধীশ শ্রীরামের শুভ আবির্ভাব—তাহার চূড়াকরণ—বাল্য বিনোদ—গুরুগৃহে অধ্যয়ন—স্বধর্ম্ম অনুশীলন—যজ্ঞোপবীত ধারণ—দুষ্ট দমন—শ্রীমিথিলেশ্বরীর পাণি গ্রহণ—উদাসী তাপস বেশে সীতা ও অনুজ লক্ষ্মন সহ বন গমন—দণ্ডকবনবাসী মুনিগণ মিলন—লঙ্কাপতি রাবণ ও কুম্ভকর্ণ প্রমুখ রাক্ষস নিধন—তথা স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন—ভক্ত বাঞ্ছা পূরণ—ও সপরিকর পাত্র-মিত্র সহ নিত্যধামে গমন রূপ—অনন্য লীলামাধুরীটি—অখণ্ড কারুণ্য রসে দিব্য প্রচ্ছন্ন। ইহা এমত সহজ সরল ও প্রকৃত রূপ ও গুণধর্ম্মী যে তাহার দর্শনে—সামন্য অভিমানী-অজ্ঞানী জীবের কথা দূরে থাকুক—মুনি মনেরও ভ্রম হয়। কিন্তু যদৃচ্ছালব্ধ মহৎ করুনায়—যাহারা স্বান্দানন্দময়ী ভক্তির রূপা কটাক্ষ লাভে বিমল ভজনানন্দে মগ্ন হইয়াছেন—তাঁহাদের প্রাণপতি নিত্য সুখরাশ শ্রীরামের দিব্য বিনোদানন্দ ভোগ করিবার যে অনন্য বাসনা—তাঁহার নিত্য সেবা রূপ চিন্ময় রূপায় নিমজ্জিত হইবার যে উজ্জ্বল উৎকণ্ঠা তাহাই মহামতি তুলসীর কণ্ঠে—স্বয় পিনাকপানি শংকর আপন বিচিত্র চরিত উদ্গীত করতঃ প্রসঙ্গক্রমে উমাকে বলিতেছেন—

ঔরউ.এক কহউ নিজ চোরী।
সুনু গিরিজা অতি দৃঢমতি তোরী॥
কাগভুশুণ্ডী সংগ হম দোউ।
মনুজ রূপ জানই নাহি কোউ॥
পরমানন্দে প্রেমে সুখ ফুলে।
বীথিন্হ ফিরহি মগন মন ভুলে॥

অর্থাৎ—গিরিজা সুমতি ধীর হও না চকিত।
শুনি মোর অদ্ভুত শ্লাঘ্য চরিত॥

শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীর সুখের রচনা।
যেথায় এলেন হরি রাজীব লোচনা॥
সেই দিব্য প্রেম সুখে হইয়া অধীর।
মনুজ রূপে ধরি কপট শরীব॥
কাগভুশুণ্ডী আব মুঁই দুটি প্রাণ।
বিবিধ চরিত করি না জানিল আন॥
নিবন্তর হেবি মোরা—হ'য়ে পুরবাসী।
শ্রীরাম অজস্র সুখ অজস্র শোভারাশি॥
প্রেম সুখে বিমোহিত পবানন্দময়।
দিবস বিতাই প্রেমে বিদেহ দশায়॥
প্রেমানন্দে নাচি গাহি প্রেম কণ্টক শরীব।
যেথায় শ্রীবাম কথা সেথায় হাজিব॥
এই মত শ্রীধামেব পথে পথে ঘুরি।
অখণ্ড করুণা রসে সর্ব্বত্র শ্রীবাম নেহারি॥
প্রভুর্ব সকল দিবা মহিমা অপাব।
জন্ম কর্ম্ম লীলা নাট্য সমূহ ব্যাপাব॥
শ্রীরাম কৃপায় কহি এ অনন্য সিদ্ধান্ত।
সাদরে সুপান করি হও ভক্তি মত্ত॥

বৈষ্ণব চূড়ামনি জগদ্গুরু শংকরের চিন্ময় অনুভূতিব বিমল পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতীত হইবে যে অনন্য ভক্তি চিন্তামণির নিত্য রাস প্রমোদে—শ্রীরাম লীলার গোপ্য কথাটি—চিব সুখময়! বাস্তবিক দণ্ডক বনবাসী অনন্য ভক্ত রামাগাণেব সহিত নিত্য বাস বিহারে—লীলায়িত হইবার—মুগ্ধ কাবণে —তথা দিব্য করুণা রূপ-নিজানন্দ বিস্তাব করণার্থে—মহা মঙ্গলময়

শ্রীরাম কথার চিন্ময় অবতার! বস্তুতঃ এই পরম গুহ্য সংবাদটি উদ্গীত করতঃ মহামতি তুলসী একাধারে যেরূপ শ্রীরাম লীলার গোপ্য কারণটি ইঙ্গিত করিলেন—সেইরূপ সাথে সাথে—অনন্ত সন্ত রামাগাণের দিব্য স্তুতিতে চিন্ময় আনন্দ মগ্ন হইলেন। ইষ্ট কারুণ্যের—সেই অপূর্ব্ব গৌরবে তুলসী গাহিলেন—

ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ॥
যথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করেই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবহি আপ ন হোই ন সোই॥

অর্থাৎ—মহারাণী সীতা জগৎ জননী ভক্ত প্রাণের গোপ্য ধন।
অমলা রতির কনক বিলাসে করুণা শশীর কল্পবন॥
পুরুষোত্তম কান্ত শ্রীরাম ভক্তি ভক্তের সঙ্গ কাম।
দশস্যন্দন নন্দন রূপে করিল চরিত আপ্তকাম॥
দিব্য মায়ায় চিন্ময় তনু রূপে রূপে হোল ভুবনময়।
যোগ্য সেবায় মিলিল তেমতি প্রাকৃত জগতে যেমতি হয়॥
বহু বেষ ধরি নটরাজ যথা বিবিধ চরিতে বহুধা হয়।
আপন স্বরূপে নিত্য সুথাকি রস বিশেষের আধার হয়॥
নন্দন নিজ বিস্তার করি পুন করি তাহা আস্বাদন।
ভক্তবশ্য রাজীব নয়ন কনক কৃপার দিব্য ধন।
অপ্রাকৃত তনু অপ্রাকৃত মন অপ্রাকৃত লীলা বুদ্ধিপর।
জানকী জীবন শ্রীরাম দিব্য নিখিল ব্রহ্ম পরাৎপর॥

শ্রীরাম কথার অমিয় প্লাবনে—ভরদ্বাজের পুণীত আশ্রম—দিব্য সুখে উথলিয়া উঠিল—দিকে দিকে আনন্দের জয়ধ্বনি কল্লোলিত হইল! চিন্ময়

দেহধারী মহাভাগবতগণ দিব্য শ্রীরাম রসায়ন পানে পুলকিত চিত্ত হইয়া— পরমানন্দে নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহামতি যাজ্ঞবল্ক— সাধকোত্তমের মুগ্ধ সেবা ও বিমল উৎকণ্ঠায় পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং ভরদ্বাজের অনন্য ভক্তির দিব্য প্রশংসা করতঃ মহামতি তুলসীর কাছে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন--

জাগবলিক বোলে মুস্কাই।
জানহি তুম্হি রঘুপতি প্রভুতাই॥
রাম ভগত তুম্হ মন ক্রম বাণী।
চতুরাই তুম্বহি মৈ জানি॥
চহহু সুনৈ রাম গুণ গূঢ়া।
কীন্হহি প্রশ্ন মনহু অতি মূঢ়া॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম পুলক প্রেমে নিষ্ণাত হইয়া।
কহিলেন যাজ্ঞবল্ক মধুর হাসিয়া॥
অনন্য শ্রীরাম ভক্ত শুন ভরদ্বাজ।
তোমার বিমল নিষ্ঠা নেহারিনু আজ॥
অপ্রাকৃত রাম কথা কর অভিলাষ।
অমলা ভক্তির যাহা আনন্দ বিলাস॥
নিদারুণ উৎকণ্ঠা তবে করিয়া আধার।
বিজ্ঞ হ'যে প্রশ্ন কর অজ্ঞের প্রকার॥
এ দিব্য চতুরালি ভক্তের মহাধন।
জানকী কৃপায় লভে কোন—কোন মহাজন॥

এবংবিধ শ্রীরাম চরিত-সুধা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র করুণা-পীযূষ পান করতঃ ভক্ত রামাগণ দিব্য স্বরূপ লাভে যে নিত্য ভজনানন্দে নিমগ্ন হয়েন—সেই

বিচিত্র প্রেম সংবাদটি উদ্গীত করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে জগৎগুরু শংকর পার্ব্বতীকে চিন্ময় সিদ্ধান্ত বাক্য বলিলেন—

উমা রাম সুভাউ জেহি জানা।
তাহি ভজন ত্যজি ভাও ন আনা॥

অর্থাৎ—উমা রামের বিচিত্র চরিত করুণা মণ্ডিত।
যে বুঝিল যে জানিল হইল মোহিত॥
উদার স্বভাব শীল কোমল অপার।
সুন্দর সুখদ তথা আনন্দ বিহার॥
ভয়হারী দীন বন্ধু স্বামী ভগবন্ত।
বিমল উদার প্রেমে দিব্য পরানন্ত॥
এই মত যে জানিল করুণা নিলয়।
অনন্য ভজন সে করিল আশ্রয়॥
ভুক্তি মুক্তি অপবর্গ কিছু না বাঞ্ছয়।
জন্মে জন্মে রাম পদে প্রেম-রতি চায়॥

উপরি উক্ত শ্রীরাম করুণার দিব্য মর্ম্মটি যে শ্রুতির সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার—ইহাই যে বিমল ভজনানন্দের নিগূঢ় রহস্য—তাহাই কীর্ত্তিত করতঃ শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায়—শ্রীভগবান বলিলেন—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
সঃ সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাম্ সর্ব্বভাবেন ভারত॥

অর্থাৎ—এই যে পুরুষোত্তম স্বরূপ আমার।
চিন্ময় পরম দিব্য আনন্দ আগার॥
রাগ দ্বেষ কাম হীন উদার করুণা।
অনন্ত বিস্তার যাহার না হয় গণনা॥

এই সত্য সার দৃঢ় হয় হৃদয়ে যাহার।
আমার মাধুর্য্য রসে সে হোল অপার॥
তাহার জানিতে বাকি কিছু নাহি রয়।
চিত্ত কায় মনে সে আমারে ভজয়॥
সর্ব্ব ভাবে সেবা মোর জ্ঞানানন্দের সার।
ইহাই পরমা ভক্তি—ইহাই বৈরাগ্য অপার॥
ইহাই আমার স্বরূপ নিত্য পরানন্দ।
ইহাই চিন্ময় রসের বিস্তার অনন্ত॥

অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয় শ্রীরাম কথার এবংবিধ প্রকট ও গোপ্য লীলার দিব্য অনুশীলন ও বিস্তারেই—পণ্ডিত গোপীনাথের মুগ্ধ জীবন! এই দিব্য করুণামৃত ধারায়—পণ্ডিত গোপীনাথের সমগ্র বিদ্বৎ অনুভূতি ও শাস্ত্র জ্ঞান একরস মাধুর্য্যে—এক চিন্ময় পরাবিদ্যায় রূপান্তরিত হইত। গোপীনাথের ভাব গদ্‌গদ্ কণ্ঠে—ভক্তি সুরধুনী—ধবল ধারে—দিকে দিকে প্রবাহিত হইত—শ্রীরাম করুণার চিন্ময় মাধুর্য্যে—সমগ্র শ্রোতৃ-সমাজ ও অখণ্ড পরিবেশ দিব্য সুখে নিমজ্জিত হইত। গোপীনাথ দেহ জ্ঞান-শূন্য দশায়—শ্রীরাম কথার মর্ম্মে মর্ম্মে যেন প্রবিষ্ট হইতেন—তাহার মানস নয়নে—অখিল শ্রীরাম মাধুর্য্য যেন শত দীপশিখার ন্যায় দিব্য প্রজ্জ্বলিত হইত—গোপীনাথ চিত্ত মন ও বাক্যে—শ্রীরাম কথার অনবর্চ্চনীয় ধারার সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া যাইতেন।

বাস্তবিক শ্রীরাম কথার মধুর ঔদার্য্যে—গোপীনাথের সমগ্র চরিতটি ছিল দিব্য রসায়িত—রসতত্ত্বের অযাচিত করুণায় - গোপীনাথের সমগ্র বুদ্ধি ও চিত্ত-বৃত্তি—অনুকূল সেবা মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত ছিল। পণ্ডিত গোপীনাথ—শ্রীরাম ভক্তি চিন্তামণির দীন উপাসক হইয়া—নিজানন্দে যত্র তত্র—শ্রীরাম ভক্তির যথামতি কীর্ত্তন করিতেন—শ্রীরাম কথার আরপ

মাধুর্য্য—যথামতি বিস্তার করিতেন। এই পরম দিব্য শ্রীরাম কথার প্রারম্ভে পণ্ডিত গোপীনাথ মুগ্ধ কণ্ঠে—ত্রিকালদর্শী ঋষি—অনন্য শ্রীরাম কিঙ্কর—মহামতি জামবন্ত মহারাজের দিব্য করুণা দীপ্ত চরিত্রের বিমল স্তুতি করিতেন। বাস্তবিক বানর মহারাজা জামবন্তের মহৎ করুণা ব্যতিরেকে—চিন্ময় শ্রীরাম লীলার দিব্য রসামৃতধারা—চির অপ্রকট হইয়া রহিত! সমুদ্র পার হইবার কালে—মহাবীর হনুমান—আচার্য্যপ্রবর জামবন্তকে বার বার বলিলেন—আজ্ঞা করুন—আমি এখনই জগজ্জননী সীতা সমেত সমগ্র লঙ্কা পুরীকে উৎপাটিত করিয়া আনিতেছি। মহামতি জামবন্ত জানিতেন যে—মহাবীর পবন নন্দন—স্বয়ং শংকরের অবতার। মারুতি মহারাজ ইচ্ছা করিলেই—উক্ত কার্য্যটি অবলীলা ক্রমে করিতে পারেন—কিন্তু তাহা করিলে ত্রিতাপ দগ্ধ জগৎ বাসী—শ্রীরাম কথার দিব্য অমিয় সিন্ধু হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবেন। মহামতি তুলসীর দিব্য বচনে—হনুমানজীর নিকট অনন্য ভজনানন্দী সন্ত প্রাণারাম জামবন্তের মর্ম্ম বাণীটি উদ্গীত করতঃ পণ্ডিত গোপীনাথ—শ্রীরাম প্রেমে বিগলিত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিতেন—

কপি কেন সংগ সংহারি নিশিচর রামু সীতাহি আনি হৈ।
ত্রৈলোক পাবন সুজস্ সুর মুনি নারদাদি বখানি হৈ
জো সুনত গাওত কহত সমুঝত পরম পদ নর পাবই।
রঘুবীর পদ পাথোজ মধুকর দাস তুলসী গাবই॥

অর্থাৎ—কপি সেনাযুত শ্রীরামচন্দ্র সংহারি রাবণে আনিবে সীতা।
সুর নর মুনি সন্ত নারদ গাহিবে সুখে সে কল্প কথা॥
ভুবনে ভুবনে ভবিবে সুযশ লীলা লালিত্যে অমিয় ময়।
চতুর চূড়ামণির বিনোদ কিবা কব—কী কব তা কত মঞ্জুময়॥
গাবিবে শুনিবে সে কথা যে জন—বুঝিবে যেবা তার মর্ম্ম সার
পরম গতি সে লভিবে অক্লেশে—দিব্য সেবার মুক্ত দ্বার॥

সেই সুখ কথা সেই কবি গাঁথা গাহিয়া পুলকে তুলসীদাস।
শ্রীরাম পদাব্জ দিব্য রেণু পরে লুব্ধ অলি হবে বিমল আশ॥

বাস্তবিক এই দিব্য মংগলময় শোভা সমুজ্জ্বল পূর্ণ—সুধা সবিতের বিমল আশীর্ব্বাদ ও তাহার চিন্ময় পাবনতার কোনরূপ ইতি নাই। এই সুর দুর্লভ কৃপা মাধুর্য্য—আপ্তকাম সন্তের জীবন সর্ব্বস্ব হইলেও—ইহাই উচ্চ-নীচ—উত্তম-অধম সকল প্রকার জীবের নিত্য সেব্য—এবং ইহার দিব্য আশ্রয়ে—সকল প্রকারের প্রাণীই যে পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন—শ্রীরাম কথার দিব্য আবর্তি বন্দনায়—প্রসঙ্গতঃ তাহা উদ্গীত করতঃ—মহামতি তুলসীর কণ্ঠে—পণ্ডিত গোপীনাথ গাহিতেন—

পাই ন কেহি গতি পতিত পাবন রাম ভজি সুনু মনা।
গণিকা অজামিল ব্যাধ গীধ গজাদি খল তারে ঘনা॥
আভীর জমন কিরাত খগ শ্বপচাদি অতি অঘ রূপ যে।
কহি নাম বারেক তেপি পাবন হোয়ি রাম নমামি তে॥

অর্থাৎ—পতিত পাবন সিয়ারাম ভজি
কেবা না পরাগতি লভিল রে?
ভকতি কৃপা-বারি সুপান করি করি
বিমল সুখে, বল, কেবা না মজিল রে?
সন্ত মুনিগণ জ্ঞানী বুধজন
কর্ম্ম গুণে নিজ জিনিল জীবন রে।
করুণাময় স্বামী দয়াল রঘুনাথ
অধম তারণ নামে বিকিল রে॥
দুষ্ট খলমতি হিংস্র পরদ্রোহী
পাপী তাপি কত কহিব রে।

গণিকা অজামিল ব্যাধ গজরাজ
শ্রীরাম কৃপা বলে নিত্য পূজ্য রে ॥
শ্রীরাম কৃপা কণার দিব্য নিসেবনে
বিমল হয় মন বাক্ চিত্ত রে ।
লভিয়া ধ্রুবাস্মৃতি ভজন শুদ্ধ মতি
শ্রীরাম ভকতি হৃদে পশিল রে ॥
শ্রীরাম চারু কথা কৃপার বরিষণ
নেতি নেতি কহি বেদ গাহিল রে ।
শ্বপচ খগ বক রক্ষ যক্ষ পতি
তামস তনু মন বিষয়ী বক্র রে ॥
তারাও পেল গতি তারাও পেল পদ
শ্রীরাম নামামৃত করি সু আধার রে ।
শ্রীরাম রঘুনাথে নমিয়া বারবার
বদন ভরি বল— শ্রীরাম—তুলসী রে ॥

শ্রীরাম কথার উজ্জল রস রঙ্গে পণ্ডিত গোপীনাথ ও সমগ্র সমাজ— পরিপূর্ণ চিত্ত কায়-মনে নিমজ্জিত হইতেন—আনন্দকন্দের মুগ্ধ মায়ায়— সমগ্র পরিবেশটি রসময় হইয়া উঠিত—এবং অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয় পরাৎপর ব্রহ্মের দিব্য বাচক শ্রীরাম রূপ—চিন্ময় রহস্য লোকে প্রবিষ্ট হইতেন। দিব্য শ্রোতৃবর্গের মুগ্ধ নয়নে—প্রকটিত হইত—নিত্য ধামের অখণ্ড রাসলীলার চিন্ময় মাধুর্য্য—শ্রীযুগল সরকার সীতারামের মধুর মিলন রূপ— বিমল নখ-শিখ শৃঙ্গারিত অনন্ত সখী মঞ্জরীগণের নিত্য সেবা নিপুণ মুগ্ধ দশা ! পণ্ডিত গোপীনাথ ও অনুরাগী ভক্তবৃন্দ যেন—সেই নিত্য লীলার দিব্য পরিকরে রূপান্বিত হইয়া—অগণিত মুগ্ধা কান্তা গণের

সোল্লাসপূর্ণ হৃদয়ের—দিব্য লীলা সমুজ্জ্বল মধুময় সিয়ারাম নামামৃতের বিমল জয় ধ্বনিতে—আকাশ বাতাস ভরিয়া তুলিতেন ! কতক্ষণ পরে এই বিদেহ দশার পুলকভঙ্গে—তাঁহারা সহসা মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেন—এবং সকলেই প্রেম মুদিত—রস ঝর ঝর কণ্ঠে—শ্রীযুগল রসানন্দকন্দের দিব্য ধবলিত ধারা—মধুময় জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম—নাম সংকীর্ত্তনে—চিন্ময় আনন্দ পারাবারে সুখের তরী বাহিতেন। ইহাই—বাস্তবিক শ্রীরাম কথার পুঞ্জীভূত সুখ—ইহাতেই—অখণ্ড জীবনের দিব্য চিদানন্দময় বিশ্রাম।

সাত

শ্রীরামানন্দ পিতৃ পুরুষগণের দিব্য শুভাশীষ ও মঙ্গল করুণা ব্যতিরেকে—অলকনন্দার মুক্তা ধারায় ন্যায়—যাঁহার সুমধুর দৃপ্ত ভাবনায়—পণ্ডিত গোপীনাথের দিব্য সেবা মণ্ডিত পারমার্থিক অভিব্যক্তিটি—কণায় কণায় পূর্ণ হইল—তিনি হইলেন—পণ্ডিত গোপীনাথের নিত্য জীবন সঙ্গিনী—শ্রীমতী কমলাদেবী। কমলাদেবীর দিব্য অনুরাগ ঝর ঝর চরিত মাধুর্য্য—তাঁহার উজ্জ্বল বাৎসল্য—করুণা—দয়া—সৌকোমার্য্য—ভালবাসা—বস্তুতঃ তাঁহার সমগ্র লোক চরিত্রের বিমল আচরণ গুলি অনুশীলন করিলে স্বতঃই ইহাই মনে হইবে যে কমলাদেবীর সমগ্র জীবনটি—যেন কাহার দিব্য স্নেহাঞ্চলে—নিত্য সুখে বিচরণ করিতেছে—বিন্দুমাত্রও দৈন্যের অঙ্কুশে—সে জীবন কলুষিত নহে—বিন্দুমাত্র হতাশায় সে জীবন পর্য্যুসিত নহে—বিমল ভজন ভাবনার উজ্জ্বল আলোকে—সে জীবন নিত্য প্রমুদিত।

কমলাদেবীর পূর্ব্ব কথিত বাল্য জীবনের দুই একটি অভিজ্ঞতায়—তাঁহার এই দিব্য জীবনালেখ্যের—সুমধুর পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ

সাংসারিক জীবনে অনটন ও দুঃখ ক্লিষ্ট দরিদ্র পিতামাতা—তাঁহাদের এক মাত্র সন্তানকে—কোনরূপ স্বাচ্ছন্দ্য সুখে প্রতিপালিত করিতে পারেন নাই, সত্য, কিন্তু অনন্য ভগবৎ পদাশ্রিতের যে নিত্য কাতর কৈঙ্কর্য্য—যে শ্রদ্ধা-ভাব ও ভালবাসার দিব্য নিষ্ঠা—তাহারই কনক পরশে—কমলাদেবী যে বিমল আপ্তকাম ধারায় আপনি দীক্ষিত হইয়াছেন—লোকচক্ষুর অন্তরালে—তাহা দিনে দিনে—দিব্য ভাব-মাধুর্য্যে পূর্ণ বিকশিত হইল। শ্রীরামবল্লভার নিত্য আরতি পূজন ও বন্দনা মুখর দিব্য যশো-গাঁথায়—কমলাদেবীর পিতামাতার নিত্য উৎকণ্ঠিত জীবন—বিচিত্র বাৎসল্য ধারায় যাঁহার করুণা সূত্রে মণিগণের ন্যায়—লোকে লোকে সর্ব্বত্র অনুস্যূত—সেই অচিন্ত্য বৈভবমুখর স্বান্দানন্দময়ী জগজ্জননী জানকীর—মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্যে—কমলাদেবীর পিতামাতা যেন দিব্য লীলাচ্ছলে—সমগ্র দারিদ্র্য দুঃখ তুচ্ছ করতঃ—ভক্ত জীবনের পরমানন্দে কাল অতিবাহিত করিলেন। কমলা-দেবীর বাল্য জীবনে তাঁহার পিতামাতার এই করুণা কোমল সরস চরিত্র কেবলমাত্র যে তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল—শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাঁহার অন্তরস্থিত—অমলা ভক্তির সুখময় ধারাটিকে সহজভাবে প্রদীপ্ত করিল। কমলাদেবীর বিচিত্র বাল্য জীবন—তাঁহার পিতামার সরসিত ভাব-ভজন—তথা কৈশোর জীবনে শ্রীরাম ভক্তির কাতর জিজ্ঞাসু—পণ্ডিত গোপীনাথের সহিত শুভ মিলন—এই সকল অযাচিত করুণা সমুজ্জ্বল যোগাযোগ গুলি পূর্ণ সম্ভারে—এক আনন্দমুখর দিব্য লীলায়—কমলাদেবীর সমগ্র জীবনটিকে যে রসোত্তীর্ণ করিয়াছিল—সে বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

শ্রীরামবল্লভার মুদিত বাঞ্ছায় কমলাদেবীর হৃদয়ে—সিদ্ধ প্রেম পরম্পরার রুদ্ধ দুয়ারগুলি—আপনি খুলিযাছিল—ইহার জন্য তাঁহাকে কোনরূপ আয়াসপূর্ণ সাধন পন্থা অবলম্বন করিতে হয় নাই। এই রুদ্ধ দুয়ারগুলির কোনটি বা শ্রদ্ধা—কোনটি বিশ্বাস—কোনটি সেবা—

কোনটি বিমল আনুগত্য–কোনটি বা প্রীতি—কোনটি বা প্রসন্ন ভাব-বিলাস! এই সকল সুমধুর চিত্ত-বৃত্তিগুলি—এক অনন্তকোটী বিদ্যুৎ-পুঞ্জ প্রভ—দিব্য প্রকাশানন্দের বিমল জ্যোতির্ম্ময় ধাবায় নিত্য লীলামুখর! বস্তুত এমত দিব্য কুসুমাস্তীর্ণ প্রেম সঘন মার্গেই—অখিল আনন্দকন্দ শ্রীভূমিজারমণের নিজ গৃহে আগমন—ইহাই তাঁহাব—অচিন্ত্য বৈভবপূর্ণ আত্ম-সাক্ষাৎকারের—কোককেলি মণ্ডিত অভিসাব মার্গ—ইহাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক বাঘবেন্দ্রেব শ্রীধাম অযোধ্যা পুরী হইতে—দিব্য মিথিলায় শুভাগমনের সরসিত চাবণ ভূমি। এই পরিপূর্ণ প্রোজ্ঝিত কৈতব দিব্য প্রেমাস্বাদন হেতু—বঘুকুল কৈবব তিলক শ্রীরাম—সমগ্র কুল শীল লাজ ভয়–সংগোপনে দূবে রাখিয়া—দিব্য কিশোবীব মুগ্ধ সেবায় চবিতার্থ হইলেন। প্রাণ প্রিতম বঘুনন্দনেব–উদার প্রেম কৈঙ্কর্য্যে কাতব হইয়া কান্তা শিরোমণি—শ্রীরামবল্লভাব যে অবিবল মুগ্ধ ক্ষবণ—তাহাব দিব্য ভাব বৈচিত্র্যে–পবম কারুণিক জানকীবল্লভ আপনাব যথা সর্ব্বস্ব—কান্তা পদ পঙ্কোজে উজাড করতঃ—শ্রীবামবল্লভার দিব্য সুখবাশে সংগীত-হাবা হইলেন। বাস্তবিক এই দিব্য প্রেমতত্ত্বেব কাতব ক্রন্দন–যে অমৃত ধারায় অবিবল নিষ্গত–তাহার বিন্দুমাত্র পানে পঙ্গু গিবি লঙ্ঘন কবে—অবিচল মূক দিব্য বাচালতায় শত মুখ হয়। আপন দ্বৈতেব অনির্ব্বাচ্য সুষমা সৌবভে—মত্ত মধুকর-বৎ নিমজ্জিত হইয়া—অখিল প্রেম গুঞ্জরণে—শ্রীভূমিজারমণ আপন মুগ্ধ সেবা উৎসর্গীত করতঃ গাহিয়া উঠিলেন—

ও চিকণ মুখের উজল শশী পরাণ বধূয়া বে।
কনক কামিনী করুণার রাণী রসের নাগরী রে॥

কিবা অপরূপ কিবা অদ্ভুত কিবা বিমোহন রতি রে।
কিবা মধুময় রসরাজ সেবা শৃঙ্গার গুঠি বে॥

কিবা মধুর বিলাস ললিত সুহাস নয়নে প্রেমের ঠাঁই।
কিবা কুঞ্জ বিনোদ, নখ শিখ সাজ, দিব্য দয়িত রাই ॥

কিবা রুচির মোহন অঙ্গ ভূষণ অমিয় বাদল কায়া।
কিবা নাসামণি কিবা চন্দ্রিকা কিবা শীতল সঙ্গ ছায়া ॥

কিবা সুরভি অমল, সলাজ সবল, কিবা অবিরল চারু সেবা।
কিবা নন্দন ঘন, রম্য রতন, মধুর মূরতি কিবা ॥

কিবা কামনা হীন, দীন দুখী লীন, জনক নন্দিনী সীতা।
শ্রীরাম হৃদয় কুঞ্জ স্বামিনী দাসীর মরমী মিতা ॥

পূর্ণ আত্মারাম অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয়ের—এই পরানন্দময় প্রেম তরঙ্গের মধুর পরশে—কান্তা শিরোমণি—শ্রীরামবল্লভা—সহসা অশেষ ভাব-পুলকে উদ্দীপ্ত হইলেন—এবং দিব্য অবগুণ্ঠনবতী—খঞ্জনের মঞ্জু মধুর প্রেম বিলোকনে—যাহা নিবেদন করিলেন—আপন দ্বৈতের দিব্য গীতা সুধারসের সহিত তাহা ওতপ্রোত হইয়া—বৈদেহী ভাব-বল্লভাকে—কান্ত পদে চির উৎসর্গীত করিল। প্রাণ প্রিয়তমের মধুময় কণ্ঠের স্নেহ বিগলিত ধারায়—অরূপ রূপ পরিগ্রহ করিলেন—অসীম সসীমের দিব্যানন্দে—বারবার নিজেরে হারাইলেন! প্রেম নিকন্দিনীর সে দিব্য সঙ্গীত ধারা—যে অকথ মঞ্জুল দশায়—কান্ত কিশোরের হৃদয় চির গুঞ্জরিত করিল—দিব্য মোহন প্রকাশে তাহা উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

হে নাথ দয়িত কান্ত কোমল করুণার সুরধুনী।
ও নীল কমল চরণ সেবনে কর মোরে গরবিনী ॥
কৌতুক নিধি রসের নিলয় নিখিল প্রেমের সার।
সত্য স্বরূপ, অমল অনূপ, সম্বিৎ গুণাগার ॥

অবলার গতি, চরাচর পতি, ক্ষমার দিব্য ধাম।
শোভা সুন্দর শীল উদার, রাজীব নয়ন রাম॥
স্বরূপ দিব্য অমিয় কাব্য নন্দন ঘন ঠাম।
রসরাজ স্বামী, পরম অকামী, নিত্য আপ্তকাম॥
কে বুঝে মরম, তোমার ধরম, বেদ-বাণী-বিধি পার।
যেমন নাচাও তেমনি নাচে ভকত হৃদয় হার॥
তোমার প্রেমের কণিকা লভি দিব্য রসিক মন।
ভকতি বিনোদে অবিরল সুখে বিহ্বল অনুক্ষণ॥
তোমার প্রেমের চিকণ কণার চির দাসীত্ব মাগি।
এই মিনতি নয়নে রাখিয়া রহিনু জীবনে জাগি॥

বাস্তবিক—শ্রীরামবল্লভার অচিন্ত্য বৈভব রাশির মুদিত সৌরভে কমলাদেবী—জীবন বেদ পাঠ করিয়াছিলেন—এবং এই দিব্য ভাব প্রেম নিকুঞ্জ হইতে—কমলাদেবী সমগ্র কর্ম্মের প্রেরণা লাভ করিতেন। এতৎ কারণে—সংসার ধর্ম্ম ও ভগবৎ ভজন—এই দুইটি আপাতঃ বিরুদ্ধ কর্ম নিচয় কমলাদেবীকে পৃথক করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সংসার বলিতে কমলাদেবীর—কিছুই নাই—জীবনের ছোট বড় কার্য্যগুলি—শ্রীরামবল্লভার অনন্য ভজন রূপেই—কমলাদেবীকে আশ্রয় করিয়াছিল। শ্রীরামবল্লভার মুদিত ইচ্ছাই যে সকল কার্য্যের ভিতর নিত্য প্রতিফলিত—এই দিব্য চেতনায়—সামান্য বিষয় সুখ—কমলাদেবীকে কোন দিন স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিবিধ কার্য্যোপলক্ষে—পণ্ডিত গোপীনাথ প্রায়ই গ্রামের বাহিরে যাইতেন—নিভৃত গৃহ অন্তঃপুরে—এই দিব্য বালিকার অনন্য চরিত্র—শ্রীরামবল্লভার বিমল ভজন উৎকণ্ঠায়—আপন মুক্ত পরিচয় খুঁজিয়া পাইত। কি নিবিড় সে মধুময় সম্বন্ধ—কি মর্ম্মী সে দিব্য

ভালবাসা—কী বিচিত্র সে আনন্দ অভিব্যক্তি! নয়নে বিগলিত অশ্রুধারা—অঙ্গে অঙ্গে ইষ্ট কারুণ্যের অযাচিত ভাব বিহ্বলতা—গদ্‌গদ্ কণ্ঠে মধুময় ভজন গীতিকা—এই অকথ ভাব দশায়—কমলাদেবী প্রায়ই নিমগ্ন থাকিতেন। তাহার সুললিত ভজন মাধুর্য্যে—জড় চেতন হয়—চেতন দিব্য নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। স্বয় আনন্দকন্দ যে নিত্য রসের দিব্য উপাসী—তাঁহার বন্দনা মধুর কণ্ঠ ধারায় যে মধুময় নির্ঝর আপন দ্বৈতের নিত্য সেবায় ক্ষরিত হইত—শ্রীযুগল রস পিপাসুর বিহ্বল চিত্তে—তাহা যেরূপ চির আদরের—নিত্য কৈঙ্কর্য্যের দৈন্য গীতিকায় তাহা শতোধিক সুমধুর। কমলাদেবীর মুগ্ধ কণ্ঠে—সে দিব্য স্বতোৎসারিত ধারাটি - আপনি সহসা অনন্য করুণা কনক গাঁথায় ভুবনে ভুবনে উদ্বেলিত হইত—ঐ সেই দিব্য নিবেদনের অমিয় নির্ঝর -

রাম স্বরূপিনী রাম গরবিনী রামমোহিনী রামা।
কান্তা নিলয় কনক কামিনী লীলানন্দিনী বামা॥
নিত্য নবীন পুলকিত তনু সুষমা বরুণালয়।
পীযূষ প্লাবন হ্লাদিনী সঘন চিত্ত করুণাময়॥
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি রূপিনী বেদ বিদ্ম পরা।
আদি অন্ত মধ্যহীন দিব্যানন্দে হারা॥
লীলা অর্ণব নন্দন ধাম শৃঙ্গার চারু অলোক।
চিন্ময় সার তত্ত্ব পরম কারণ রহিত বিশোক॥
শান্ত দাস্য মধুর সখ্যে রতির উজল কারা।
ত্রিলোক পাবনী জগজ্জননী বাৎসল্য পারাবারা॥
অনুপম প্রেম অনুপম গীতি অনুপম সুখ সায়র।
অনুপম কিবা করুণার ধারা ভাব ভজন মধুর॥

নন্দন সার চারু অকাম মন বাণী অভিরামা।
কল্পলোকের দিব্য স্বামিনী জনকজা নিরুপমা॥

এই রূপে—শ্রীরাম ভক্তির মুগ্ধ গানে—নীল আকাশে চির উড্ডীয়মান সুখী বিহঙ্গবৎ—গোপীনাথ দম্পতির—দিবস যামিনী অবলীলাক্রমে কাটিয়া যায়। অক্ষয় ভাবের ভাণ্ডারে যাহার নিত্য প্রবেশ—সামান্য বিষয় সুখ তাহাকে কী বাঁধিতে পারে? গ্রামবাসীগণের—শ্রদ্ধা ভালবাসায়—দিব্য ভজন ভাবনার চরিতার্থ মাধুর্য্যে—বিমল সুকৃত রাশির উদার বৈভবে—দেখিতে দেখিতে—কখন যে তাঁহারা—দুরন্ত যৌবনের শেষ সীমা অতিক্রম করিলেন—তাহা যেন কেহ টেরও পাইলেন না। এত বড় কর্ম্মটি যেন—সবার অলক্ষ্যে আপনি ঘটিয়া গেল।

কিন্তু এই বিমল দম্পতির—অকথ ঐশ্বর্য্য ভরা সংসারে—যে অভাবটি—গ্রামবাসীগণের হৃদয়ে সততই কণ্টক সম পীড়া দিত—তাহা হইল—গার্হস্থ্য জীবনে—মংগল দীপ সম—একটি সুসন্তানের আগমন প্রতীক্ষা। ইহাই সুখ সম্পত্তি পূর্ণ সাংসারিক জীবনে—সকল কামনার অনিবার্য্য গতি—ইহাই—ঘরে ঘরে—ঈশ্বরের করুণা-দীপ্ত মহা মাংগলিক!

গোপীনাথ দম্পতির যে উজ্জ্বল ভাগবৎ জীবন—তার দিব্য পারম্পার্য্যে—সাধারণ দুঃখ দারিদ্র্য অভাব ক্লিষ্ট অগণিত জনগণের নীরস চিত্ত—শান্তির সুমোহন ধারায় চির নিস্নাত হইবে—মধুর ভাগবৎ গীত সুধায় তাহাদের জীবন রসায়িত হইবে—এই দিব্য আশায়—সরল গ্রামবাসীগণের বুক ভরিয়া উঠিত! কবে তাহারা গোপীনাথ গৃহে—সেই দিব্য কল-কণ্ঠের আগমনী গাহিবেন—এই অনন্য প্রার্থনায়—তাহাদের মুগ্ধ হৃদয় স্বতোৎ-সারিৎ সংগীত ধারায় আপনি ঝরিয়া পড়িত! বাস্তবিক কী নিবিড় সে হৃদয়ের বিমল বাসনা—কী ঐকান্তিক সে দিব্য উৎকণ্ঠা—কী মধুময় সে

সরস অভিব্যক্তি! গ্রামবাসীগণের মঞ্জুল হৃদয়ের সে দিব্য বাণীটি বিহ্বল রূপ রেখায় রঞ্জিত করিলে বলিতে হয়—

ঠাকুর! এই মিনতি করি তব পায়॥

গোপীনাথ ঘরে কনক আধারে
আসিবে নবীন কায়॥

ও করুণা মাধুরী প্রেমের পূজারী
শান্তির সুখ নায়।
আসিবে ত্বরিতে এ মধু দয়িতে
মহা ভাগবত কবিরায়॥

ও ভকতির আলো আঁখি ঝলমল
অঙ্গ লাবণি হায়।
দীন হীন জনে করিয়া আপনে
নন্দন পথে ধায়॥

এ দীন মরম কহিতে সরম
কহিয়া না পারি তায়।
করুণা পরশে দিব্য হরষে
মিনতি রাখিও পায়॥

শ্রীরামবল্লভার মুগ্ধ ঐশ্বর্য্যে - সমগ্র গ্রামবাসীগণের—এই ঐকান্তিক কামনা—যে দিব্য আনন্দ মুখর রূপ পরিগ্রহ করিল —তাহার বিচিত্র কথা আমরা অচিরেই অবগত হইব।

আট

একদা কেশ বিন্যাস কালে কমলাদেবী—দর্পণস্থিত মুকুরে—আপনার মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা চমকিয়া উঠিলেন। দীর্ঘ কেশরাশিতে—আর সেই পূর্ব্ব লাবণ্য নাই—সুকোমল অঙ্গের প্রদীপ্ত মাধুর্য্যে—আর সেই লীলা চাপল্য নাই—নয়নের বিলোল কটাক্ষে আর সেই উজ্জ্বল তরঙ্গ নাই। কমলাদেবীর সহসা মনে হইল যে তিনি জীবনের প্রায় মধ্য পথে আসিয়াছেন। গোপীনাথ ও কমলাদেবীর ভরা সংসার—অতঃপর কাহার আশ্রয়ে—নিত্য উৎসব মুখরিত হইবে? এই কথা মনে উদয় হওয়া মাত্রেই—কমলাদেবীর সমগ্র চিন্তাধারা যেন এলোমেলো হইয়া গেল। এক অব্যক্ত করুণ বেদনায় তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল এবং চিত্তের এই দ্বন্দ্ব বিমোহিত অবস্থায় তাঁহার সমগ্র সত্তাটি সহসা রূপান্তরিত হইল। মুক্ত বাতায়ন পথে—একবার তিনি বিহ্বল দৃষ্টে—বাহির বিশ্ব অবলোকন করিলেন—ঐ দূরে তাহাদের ভূমিতে চাষ আবাদের কার্য্য হইতেছে—ঐ ঘন বকুল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় একটি গাভী তাহার স্তন্য পান রত বৎসের অঙ্গ লেহন করিতেছে—নিরাপদ মাতৃক্রোড়ে সন্তানের কী মধুর বিশ্রাম!—গাভীটির অর্ধাসিত বিশাল নয়নে স্বতৃপ্তির কী বিমল ছবি—ঐ অনতিদূরে মাঠে—একদল শিশু আপন মনে খেলা করিতেছে—তাহাদের সরল প্রাণের রঙ্গগুলি—তাহাদের বিমল উচ্ছ্বাস তরঙ্গ দূর হইতে বেশ দেখাইতেছে—কিঞ্চিৎ দূরে ঐ জলাশয়ে—গ্রাম্য বধূগণ একত্রিত হইয়া আপন আপন সুখ-দুঃখের কথোপকথন করিতেছে—মাঝে মাঝে তাহাদের মার্জ্জিত কলহাস্যের মধুর ধ্বনি চারিদিক আমোদিত করিতেছে—ঊর্দ্ধে নীল গগনে—আকাশের তলে—একদল বিহঙ্গ পরিবার কোথায় উড়িয়া যাইতেছে। শান্ত জীবনের

--নিত্যকার এই বিমল রূপটি—কমলাদেবী ইহার পূর্ব্বে কতবার দেখিয়াছেন। কিন্তু কৈ—আজ তাহার যেরূপ ভাল লাগিল—এরূপ কোনদিনও মনে হয় নাই। স্নিগ্ধ স্ত্রী, পুত্র পরিবার—গৃহ ধনে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন সংসার যাত্রার মধুর পর্য্যায়ে—অনাবিল গ্রাম্য জীবনের—এই সমগ্র চিত্রটি পরিমণ্ডিত। আধো আলো আধো ছায়ার ন্যায় কমলাদেবীর অস্পষ্ট মন—সেই সুখ সমাজের—দীন আশ্রয় বাঞ্ছায় কাতর হইল এবং—সহসা এক অব্যক্ত চেতনার ঘনীভূত রূপ—তাঁহার সমগ্র চিত্তটিকে অধিকার করিল। কমলাদেবী ব্যাকুল হইলেন—চিত্তের এই বিপর্য্যয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায়—তিনি গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার উপচে পড়া সংসার আজ বড় প্রাণহীন বলিয়া মনে হইল। সেই গোয়ালে—একপাল দুগ্ধবতী গাই—সেই পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ গৃহ—আজ যেন কিসের অপূর্ণতায় বড় রিক্ত বলিয়া মনে হইল—কিসের অভাবে সমগ্র সংসারটি বড় মলিন বলিয়া মনে হইল। কী যেন নাই—এই অব্যক্ত করুণ সুরে সমগ্র পরিবেশটি যেন থম থম করিতে লাগিল। কিসের ভুলে—কমলাদেবী—একই কাজে বারবার করিতেছেন। চিত্তের এই অব্যক্ত ভাঙ্গা গড়া—মন বুদ্ধির অসীম তলে—আপন লীলায় আপনি মগ্ন—বাহিরের কর্ম্মকোলাহলে—তাহাদের সহজ রূপটি বিন্দুমাত্র বোধগম্য হইবার নহে। অন্তরের অন্তঃস্থলে—মনের এই উদ্দীপ্ত চিন্তাধারা—ক্রমে ক্রমে একটি কেন্দ্রে সীমায়িত হইল—সহসা সকল মাধুর্য্যের বিভিন্ন গতিগুলি সেই অন্বেষণায় কেন্দ্রস্থলে নিমীলিত হইল এবং ইহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ কমলাদেবীর হৃদয় কতকটা সুস্থির হইল এবং তিনি এক নিমেষে মনের সকল রহস্য সংবাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন—এক অব্যক্ত আনন্দ শিহরণে তিনি যেন কি কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন—তাহার অন্তরের এই মর্ম্মান্তিক পরিশ্রম সহসা—একটি স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাসে—শান্তির আরাম লভিল।

এই অন্নক্ষণের স্নিগ্ধ ধ্যায়নে—কমলাদেবী—দিব্য ভজনের—এক নতুন মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। অখণ্ড পরম্পরার কনক সূত্রে সেই মণিময় মঞ্চ রচিত—ভগবৎ গুণানুবাদের অশেষ মূর্চ্ছনায়—সেই দিব্য পরম্পরা—নিত্য নবীনতায় চির পর্য্যাসিত—নিরবধি সেবার মধুর ঐতিহ্যে—সেই পুলকময় ধারা—চির আপ্তকাম! বাস্তবিক কমলাদেবীর সমগ্র ভজন ভাবনা—আজ কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায়—মধুর হইতে মধুরতম হইল। তিনি এই দিব্য গৌরবময় ভূমিকার নিঃসীম শূন্যে—আপনারে অকাতরে উৎসর্গীত করিলেন।

সরল গ্রামবাসীগণের আন্তরিক ইচ্ছাটি—কমলাদেবীর আজ বড় ভাল লাগিল—বড় মধুর লাগিল। ইহার পূর্ব্বে—গ্রামের এই নিষ্কাম ভক্তগণ—কতবারই তাহাদের মনের কথা—কত ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। গোপীনাথ দম্পতির হৃদয়ে—সেই প্রার্থনা কোন দিনই স্পর্শ করে নাই। কিন্তু আজ সহসা কাহার প্রেরণায় গ্রামবাসীগণের সেই কথাটি—কমলাদেবীর বারবার মনে পড়িল—আহা! তাহাদের এমন সুখের সংসারে—তাহাদের এরূপ ভজন মধুর জীবন প্রবাহে—একটি অনিন্দ্য সুন্দর দিব্য শিশুর আবির্ভাব। গোপীনাথ দম্পতির সমগ্র ভজন ভাবনার মূর্ত্ত প্রকাশে—বিমল কান্তি মাখা সে অপূর্ব্ব শিশু! পরম ভাগবতের অবিরল করুণা রসদীপ্ত—সে ভাবময় শিশু! অনন্য ভক্তির কনক বিগ্রহে—লীলায়িত সে মঙ্গলময় শিশু। বিমল প্রশান্তির চিন্ময় মাধুর্য্যে সে অচিন্ত্য দিব্য শিশু।

এই ভাব ব্যাকুল মধুর প্রবাহে—কমলাদেবীর কাতর দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চিত্তের এই বিগলিত ধারায়—এতদিন যাহা তাঁহার নিকট চির অনাস্বাদিত ছিল—সেই দিব্য মাতৃত্বের মংগল শিহরণে —কমলাদেবী সহসা রোমাঞ্চিত হইলেন এবং অন্তরের এই সুষমা মণ্ডিত ভাব তরঙ্গের সাথে মনে প্রাণে এক হইয়া—মধুর বসন্ত রাগে—তাঁহার কণ্ঠে

ঝরিল দিব্য আবাহনীর—স্বতঃস্ফূর্ত গীত সুধা রস

* আজি আনন্দ কল্লোল দ্বারে।
নব নব বল্লরী মংগল কিশলয়
রঞ্জিত প্রেম অভিসারে ॥

আজি বাজায়ো হৃদয় বীন বাজায়ো
আজি সাজায়ো নিকুঞ্জ বন সাজায়ো
এই সংগীত মুখরিত লগনে ॥

তব স্বপ্নে ঘেরা আঁখি তুলিয়ো
এই পুলক বিরহ দশা হারায়ে
দেখিয়ো চকিত চিত্তে তারে ॥

অতি সঘন মিলন বাঁশী বাজেরে
দীন মুগ্ধ হৃদয় মাঝেরে
আজি কাহার বিনোদ রতি চাহিয়া
ধরণী কুসুম ভারে সাজেরে ॥

মোর পরাণে নবীন কথা কহিছে
কারে মোহন প্রীতির ডোরে বাঁধিছে
এ শৃঙ্গার সরসিত রজনী ॥

কার প্রমোদে ভুবন দশা জাগিছে
সেই সুন্দর বল্লভ কান্ত
রাখিও সেবা অধিকারে ॥

* মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অনুরূপ

এই অকথ বিহ্বল ভরা সংগীতের দিব্য মূর্চ্ছনায়—কমলাদেবীর হৃদয় এক অজ্ঞাত রহস্যে—আনন্দে থৈ থৈ হইল—তাঁহার কাতর নয়ন দুইটি—স্নিগ্ধ অশ্রু মালায়—সহসা ঝাপসা হইয়া গেল।

নয়

শ্রীরসিকবল্লভের কনক কারুণ্যে—অচিন্ত্য লীলাময়ী যোগমায়া দেবী—কমলাদেবীকে আশ্রয় করিলেন এবং দিনে দিনে এক মুগ্ধ মায়ায় আপনার সমগ্র করুণা চরিতটি বিস্তার করিলেন। দেখিতে দেখিতে এই মোহন সংবাদে সমগ্র গ্রামটি যেন সহসা জাগিয়া উঠিল। অনুরাগী হৃদয়ের গোপন কোণে—ইহার মধুময় বার্তা—কুঞ্জে কুঞ্জে—ইহার দৃপ্ত আহ্বান! কমলাদেবীর অঙ্গে অঙ্গে—এই মোহন সংবাদের গোপা লীলা তরঙ্গ—তাঁহার অন্তরের মণিকোঠায় কাহার সুখের হাতছানি! তাঁহার রসাযিত তনুতে কিসের দিব্য অমিয় বাদল!

এই অভিনব ঐশ্বর্য্য পরম্পরার মধুর আবেগে পণ্ডিত গোপীনাথের চিত্তও আকৃষ্ট হইল। কমলাদেবীর সামগ্রিক পরিবর্ত্তন—গোপীনাথ লক্ষ্য করিলেন—মেঘ মুক্ত নীল গগনে—শারদ শশীর ন্যায়—কমলাদেবীর শোভা সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলে—হৃদয়ের সমগ্র গোপন বার্ত্তাটি—যেন মুগ্ধ দশায় আপনাকে সহসা ধরা দিল। পণ্ডিত গোপীনাথের আনন্দ মঞ্জুল চিত্ত—সে উদার বৈভবে—অশেষ কৃপার চরিতার্থ মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন—আর্ত্ত ভক্তের দীন গৌরবে—তাঁহার হৃদয় বীণা সহসা গুঞ্জরিত হইল—কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায়—তাঁহার কণ্ঠে ঝরিল—আর্য্য ঋষিগণের দিব্য বাণী—

ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে
চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে। বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ
যন্মেছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং
বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু।

শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ॥

অর্থাৎ—আমি ঋক রূপে বাক্যকে আশ্রয় করি—যজু রূপে মনকে আশ্রয় করি—চক্ষু ও কর্ণকে আশ্রয় করি—বাগিন্দ্রিয় মানস বল শারীরিক বল এবং উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস বায়ু একত্র হইয়া আমাতে বর্তমান থাকুক।

আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে ব্যাকুলতা—বুদ্ধির যে চ্যুতি—মনের যে ব্যাকুলতা হইয়াছে—দেবগুরু বৃহস্পতি তাহা নিবৃত্ত করুন। জগতের যিনি অধিপতি—তিনি আমাদের কল্যাণকর হউন।

এই দিব্য পুলক সমারোহে পণ্ডিত গোপীনাথ—এক নতুন জীবনে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন—এক কল্যাণঘন দিব্য আশার সঞ্চারে—তাহার মন ভরিয়া উঠিল। এক অলৌকিক রূপ রেখায়—গ্রামবাসীগণের এতদিনের সমগ্র বাসনাটি—দিব্য লতা পল্লব দলে কুসুমিত হইল।

নিত্য নতুন পুলকে—দিনে দিনে দিন কাটিয়া যায় শ্রীরামবল্লভার আরতি পূজায়—কমলাদেবীর আর অবকাশ নাই—আত্মসুখ বাঞ্ছায়—গোপীনাথ দম্পতি—জীবনের এই নবীন জোয়ারে বিচরণ করেন নাই—ভগবৎ ভক্তির—অপূর্ব বিলাস মাধুর্যে নিমজ্জিত হইবার উজ্জ্বল বাসনায়—তাহাদের অখণ্ড সেবার মুদিত আয়োজন। শ্রীরামভক্তির মঞ্জুল শোভা দর্শন বাঞ্ছায়—তাহাদের প্রাণে—নিত্য নব নব অনুরাগ!

ক্ষণে ক্ষণে—কমলাদেবী—আপন মনের বিচিত্র কথা স্মরণ করতঃ আপনি বিস্মিত হয়েন! তাহার মত দীন অধমাধমের গর্ভে—শ্রীরামবল্লভার রূপ ও রস মণ্ডিত—শ্রীরামভক্তির পূর্ণ বিলাস। এ কল্পনা

যে—পিপীলিকার মহী ভার গ্রহণ করা অপেক্ষাও অসম্ভব—ইহা যে সামান্য খদ্যোতের—শারদ শশীর সুধা চন্দ্রিকার সম দীপ্ত হইবার ন্যায় অলীক। বাস্তবিক কমলাদেবী—এই রূপ কাতর চিন্তায়—অন্তরের অন্তরে ত্রস্ত—সঙ্কুচিত হইয়া যান—এবং এক অকথ বেদনায় তাঁহার মনে ভরিয়া উঠে। কমলাদেবী সহসা বড অসহায় বোধ করেন। তবে কী তাঁহার হৃদয়ের সমগ্র বাসনা—কেবলমাত্র মিথ্যা কল্পনা বিলাসে পর্য্যবসিত হইবে? কমলাদেবী—একান্ত হৃদয়ে—শ্রীরামভক্তি ব্যতিরেকে অন্য কিছুই কামনা করেন না—ধন নহে—মান নহে—আত্মসুখের কিঞ্চিৎ নহে—শ্রীরাম ভক্তি—শ্রীরাম কৈঙ্কর্য্য—শ্রীরাম করুণা—ইহারই অনন্য কামনায়—তাঁহার দরিদ্র পিতামাতা বহু আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার নাম—কমলা—রাখিয়াছিলেন।

চিত্তের এই বিকল অবস্থায়—সহসা তাঁহার মনে পড়িল—পণ্ডিত গোপীনাথ মুখ নিঃসৃত—উমার দিব্য তপস্যার কথা। বাস্তবিক কী বিচিত্র সে দিব্য আত্ম নিবেদন ইষ্ট কারুণ্যে কী গভীর প্রত্যয়—সত্য প্রেম ও নিষ্ঠার কী উজ্জ্বল অভিসার। কমলাদেবীর মানস পটে—পণ্ডিত গোপীনাথ কীর্ত্তিত—উমার দিব্য তপস্যার সমগ্র লীলা রূপটি—সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল—তাঁহার কর্ণ কুহরে ভাসিয়া আসিল—গোপীনাথ কণ্ঠে—মহামতি তুলসী বিরচিত উমার—সে দিব্য নিবেদনের মধুর ভাষণ—

ঋষিন্হ গৌরী দেখি তঁহ কৈসী।
মূরতিবন্ত তপস্যা জৈসী॥
বোলে মুনি সুন শৈল কুমারী।
কহহু কওন কারণ তপু ভারী॥
কেহি অপরাধহু কা তুম্হ চাহহু।
হম সন সত্য মরমু কিন কহহু।

কহত বচন মুনি অতি সঁকুচাই।
হঁসিহহি স্থনি হমাবি জড়তাই॥
মন্থ হঠ পরা ন স্থনই শিখানা।
বিন্থ পঙ্খন চাহহুঁ উড়ানা॥
দেখহু মুনি অবিবেক হমারা।
চাহিঅ সদা শিবহি ভরতারা॥

অর্থাৎ—ঋষিগণ আসি তথা হেবিল গৌরী রে।
মূর্ত্তিময় তপস্থার অবিরল ছবি রে॥
হাঁসিয়া কহিল মুনি—শুন চারু শৈল কুমারী
কার লাগি কর তুমি এ তপস্যা ভারী ?
কা কারণ কর তুমি এ দিব্য সাধনা।
অসঙ্কোচে কহ তব মনের বাসনা॥
সলাজ বদনে তবেকহিল পার্ব্বতী :
পরিহাস যোগ্য সদা মোর জড়মতি॥
কিন্তু চিত্ত মোর—অন্য নাহি জানে।
পঙ্খ বিনা উড়িবাব আশা ধরে প্রাণে॥
এ মোব দুর্ব্বুদ্ধি শুন হে মুনি নায়ক।
প্রাণপতি রূপে চাই শিব বরদায়ক॥

গৌরীব প্রেম পবীক্ষা কবিতে আসিয়া—সপ্ত ঋষি অনন্য সাধন সম্বন্ধে যথার্থই দিব্য শিক্ষা লাভ করিলেন—অন্তর মানুষ্যেব দিব্য জীবন্ত ভাষ্যে—গৌরীর সে সমগ্র তপস্যাটি উদ্ভাসিত—কিন্তু তথাপি গৌরীর—প্রেম ও নিষ্ঠার—সাবলীল গতিটি অধিক রূপে—আস্বাদন করিবার বিমল বাঞ্ছায়—তাঁহারা প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

শুনগো পার্ব্বতী।
তব পূজ্য প্রিয়তমের নাই কোন গুণ ॥
লজ্জা শরম হীন
নির্ধন নগ্ন দীন
নাই কুল নাই গৃহ শ্মশান নিবাসী ॥

কণ্ঠে ভুজগ হার রুদ্র ভয়ঙ্কর
ত্রিশূল ডম্বরু করে অঙ্গে ভস্মরাশি ॥

শিরে দীর্ঘ জটাভার কর্ণে ধুতুরার ফুল
ত্রিনয়ন ললাটেতে যেন সর্ব্বগ্রাসী।
এমন পতির কথা শুনে নাই কোন্ মর্ত্ত্যবাসী ॥

ঋষিগণ জানিতেন—রমণীর নিকট—সুন্দর পুরুষের ন্যায় আর কিছুই প্রিয় নহে—এতৎ কারণে—শংকরের হাস্যাস্পদ নগ্ন রূপটি চিত্রিত করতঃ পার্ব্বতীর কঠিন পণ ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা অচিরেই অবগত হইলেন যে—পার্ব্বতীর একনিষ্ঠ প্রেমের দিব্য জ্যোতিতে—তাঁহার প্রাণনাথ—চির মংগলময়—চির সত্য—চির সুন্দর। বাস্তবিক সে অখণ্ড মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্র কণায়—শত শশী মূর্চ্ছা যায়—শত মদন বৈভব মলিন মনে হয়—পার্ব্বতী অবিচল নিষ্ঠায়-শংকরের দিব্য ভজনে চির উৎসর্গীত পরাণ! মুনিগণ রহস্য ছলে—তাঁহাকে লঘু করিতে আসিয়া—মধুর ভজনের দিব্য রূপ পানে—কৃত কৃত্য হইয়া—নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পার্ব্বতীর দিব্য চরিত্র পাঠে—কমলাদেবী আশ্বস্ত হইলেন। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ বুঝিলেন যে হৃদয় তীব্র কামনায় ব্যাকুলিত হইলে—মানব তাহার প্রার্থিত বস্তু অবশ্যই লাভ করিয়া থাকে। বাস্তবিক

কমলাদেবীর প্রাণের কাতর ক্রন্দন—কেবল মাত্র একটি জীবনের নহে—শ্রীরামবল্লভার দিব্য কৃপা প্রেরণায়—যে বিচিত্র বেদনায়—তাহার অখণ্ড সত্তা উদ্বেলিত—তাহার মোহন ধারাটি একটি মাত্র জীবনে সীমায়িত হইতে পারে না—অনন্ত জীবনের অন্তরূপ তীব্র বুভুক্ষায় পরিসিক্ত হইয়া—সে দিব্য কল্পলতা এক্ষণে—পণ্ডিত গোপীনাথ দম্পতির সুস্মিত জীবনে যে দিব্য রূপ লাভ করিয়াছে—তাহার মুগ্ধ মায়ায়—কমলাদেবীর সমগ্র মন-প্রাণ সমুদ্ভাসিত। অকারণ পুলকে—কমলাদেবী হৃদয়ে আশার বাঁধ বাঁধিলেন। তাহার সমগ্র চিন্তা ধারা—করুণানিধান সীতাপতির মংগল কার্য্যে অবলম্বিত। কমলাদেবীর এ দিব্য অবলম্বন—সাধারণ জীবনের নহে। বস্তুতঃ সাধারণ জীবনে—প্রেম-প্রীতি ও বিশ্বাসের ভূমি বলিয়া কিছুই নাই—কমলাদেবীর একান্ত অবলম্বন - সহজ ও স্বাভাবিক ধারায়—আপনি যোগ্য কৃপা পাত্রে আসিয়া যে কেবল মাত্র মিলিত হইয়াছে—শুধু তাহাই নহে—পরন্তু এ দিব্য অবলম্বনের সিদ্ধ ভূমি—তাহার পিতামাতার নন্দিত আচরণে নিত্য দৃঢ়তর হইয়াছে—এবং তৎপরে শ্রীরাম ভক্তির অনন্য কাতর জিজ্ঞাসু—গোপীনাথের বিমল প্রসঙ্গে—কমলাদেবীর এ দিব্য অবলম্বন—একমাত্র সম্বলে রূপান্তরিত হইয়াছে। শ্রীরাম করুণা কণার বিমল প্রসাদে—কমলাদেবীর মনে পড়িল—ভক্ত সমাজে পণ্ডিত গোপীনাথ কর্ত্তৃক বারবার কীর্ত্তিত—শ্রীযুগল রস বিহারের দিব্য মাধুর্য্য ধারা! অপরম্পারা ভগবতী করুণা প্রসাদে—এ অখণ্ড মাধুর্য্য সর্ব্বতোভাবে তুলনা রহিত। অখিল লোকরঞ্জন—দিব্য রাসবিহারী শ্যাম সুন্দরের—অকথ স্বভাব-মাধুর্য্য কূজনে—পণ্ডিত গোপীনাথ ভাব গদগদ কণ্ঠে গাহিতেছেন—

করুণা পরাবার—করুণা রসসার—করুণেশ স্বামী সুন্দর।
করুণা লীলা ধাম—করুণা গুণগ্রাম—করুণা কনক মন্দির॥

যুগল রসরাজ—করুণা মধুসাজ—করুণা উদয় মংগল।
দ্বৈত অলিগণ—করুণানন্দ ঘন—যুগল করুণা সম্বল॥
অন্বিত শোভাময়—করুণা সুখালয়— দ্বন্দ্ববিহীন বিশ্বরূপ।
শুভগ প্রেমের মুদিত বিলাসে—চরিত কাব্য দিব্য অনূপ॥
রম্য সুখধাম—করুণা প্রাণারাম—অভিরাম রস সার।
সন্ত দীন হীন—করুণা রসে লীন—বুঝিল মরম তার॥
আত্ম রমণ—ভাব ভজন—করুণা রসের নির্ঝর।
অবিরল প্রেম—বিগলিত হেম—প্রকাশ মহিম সুন্দর॥
বেদ শ্রুতি সার—করুণা বিহার—পরম দর্লভ হার।
অভাগী কুজন—হয়ে বিমুখীন—কেমনে বুঝিবে তায়॥

শ্রীযুগল রসরাজের—অশেষ মাধুর্য্য মণ্ডিত দিব্য করুণা সায়রে নিমজ্জিত হইয়া—কমলাদেবী তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন—এবং অচিরেই এক অলৌকিক স্বপ্ন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন! অনন্ত রত্নময়ী সে বিচিত্র দেশের মোহন প্রকাশ—সরল সুবিন্যস্ত রাজ পথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য শ্রেণীবদ্ধ—পারিজাত ও কল্পতরুর কুসুমিত কানন—বিবিধ বর্ণের হেম বল্লরী—কনক লতা—ঐ সকল সজ্জিত তরুবরে সুখে সমাশ্লিষ্ট হইয়া—দিব্য বৈচিত্র্যে শোভা সমুজ্জ্বল হইয়াছে—স্থানে স্থানে প্রমোদ কুঞ্জের চিন্ময় বিলাস—পথের দুই পার্শ্বে অগণিত কনক ভবন—দিব্য ধামে যত্র তত্র বিচিত্র বর্ণের কামধেনু শোভা পাইতেছে—তরুবরের শাখায় শাখায় শুক সারীর মধুর কূজন—বাস্তবিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত অবিরল আনন্দে সমগ্র লোকটি উদ্ভাসিত! কমলাদেবী বিস্ময় চকিত দৃষ্টিতে অবলোকন করিলেন যে—পথের দুই পার্শ্বে—অসংখ্য পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ হাট ও বাজার—ভবনে ভবনে—পথে ঘাটে—কী সুকুমার নব কৈশোরদীপ্ত মুগ্ধ নর-নারীর বিমল

সমাবেশ—কী বিচিত্র তাহাদের শৃঙ্গার—কী বিচিত্র তাহাদের মধুর সংলাপ—কী দিব্য সেবা সুরভিত তাহাদের অনাবিল জীবন !

কমলাদেবী সেই অচিন্ত্য বৈভব পূর্ণ দিব্য দেশটি পরিভ্রমণ করিতে করিতে—সহসা এক নৃত্য গীত মণ্ডিত কুঞ্জ বীথিকার সমীপে উপনীত হইলেন। অনঙ্গ লাবণ্য মুদিত দিব্য কিশোর কিশোরীর মুগ্ধ ক্রীড়ায়—সেই রম্য পরিবেশটি সমুজ্জ্বল। বিহ্বল চিত্তে—কমলাদেবী—অচিরেই সেই লীলাঙ্গনে উপনীত হইলেন—এবং দিব্য ক্রীড়াভূমির এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া—কিশোর কিশোরীগণের—চিন্ময় কৌতুক-বিনোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন !

বিচিত্র সান্দ্রানন্দ মগ্ন দিব্য তন্ময়তায়—কমলাদেবী লক্ষ্য করিলেন যে ঐ রমণীয় কুঞ্জের মধ্যভাগে—একটি রুচির মণিময় কনকাসনে—উজ্জ্বল রাসোৎসব মণ্ডিত শ্রীযুগল সরকার সীতারাম—পরম সুখে দিব্য ক্রীড়ামগ্ন। শ্রীযুগল আনন্দকন্দের—দুই পার্শ্বে—মুগ্ধ সেবা নৈপুণ্যে—অসংখ্য সখী মঞ্জরীগণের দিব্য সমাবেশ। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীযুগলের পদ বিন্যাস করিতেছেন—কেহ কেহ আতর গন্ধ দ্রব্যে তাঁহাদের শৃঙ্গার করিতেছেন—কেহ বীণ মৃদঙ্গ ও নৃত্য গীতের মধুর ঐকতানে—তাঁহাদের সুখ বর্দ্ধন করিতেছেন—কেহ কেহ আরতি পূজায় তাঁহাদের সেবা করিতেছেন—কেহ কেহ তাঁহাদের দিব্য রূপ সুধা পানে তদ্গত চিত্ত হইয়াছেন ! সমগ্র পরিবেশটি এক অপূর্ব্ব ভাব মূর্চ্ছনায় দিব্য বিনোদ ব্যাকুল। কী আনন্দ ঝর ঝর সে মধুময় ধারার বিমল বাণী—কী কৈঙ্কর্য্য নিপুণ দিব্য ললনাগণের চিন্ময় প্রাণ। কমলাদেবী একাগ্র চিত্তে—এক চুমুকে—সমগ্র লীলারসটি পান করিতে করিতে—সেই দিব্য সংগীত ধারায় অবলীলা ক্রমে নিমজ্জিত হইলেন—তাঁহার হৃদয় মন পুলকিত করতঃ অনন্য সখী মঞ্জরীগণের অমূর্ত্ত ভাবরাশি বিহ্বল সংগীতে আপনি ঝরিয়া পড়িল—

এ যুগল রূপের নিত্য রাসের
সবাই মোরা কিঙ্করী।
মুগ্ধ সেবার দিব্য লোকে
চিত্ত মন বাস করি॥

ভোগ আরতি ভজন গীতি
পরা প্রেমের মঞ্জরী।
হাস বিলাসে মধুর ভাবে
শ্যামের রঙে মন ভরি॥

মোদের রাণী রাই কিশোরী
কল্প লোকের মাধুরী।
অংগে অংগে রূপের বাদল
কান্তা কনক বল্লরী॥

নীল নবঘন রসিক রতন
নিত্য কিশোর শ্রীহরি।
যাঁর মুগ্ধ মেলায় এলেন ছুটি
শ্রীধাম অবধ ত্যাগ করি॥

দোঁহার হিয়ায় পড়লো বাঁধন
সাক্ষী প্রীতি সঞ্চারী।
নিত্য কিশোর রাই কিশোরী
মুগ্ধ লীলায় লয়কারী॥

এ মধুর ভাবের মঞ্জু মেলায়
মোরা নিত্য কৃপার ভিখারী।
সেই সুখেতেই ভাসিয়ে ভেলা
নিত্য সেবায় দিই পাড়ি॥

মুগ্ধ ললনাবৃন্দের দিব্য সেবা—শ্রীযুগল রসরাজের পাদপদ্মে সুখে নিবেদিত হইল। অপূর্ব্ব লীলামঞ্জুল বিনোদ চন্দ্রিকায়—শ্রীযুগল—তাহার কৃপার পূর্ণ পাত্রটি—অনুরাগী চিত্তে নিঃশেষিত করিলেন! নিরবধি আনন্দ-সুধা নিসবনে—সমগ্র পরিবেশটি—নবানুরাগের মুগ্ধ মার্গে দিকে দিকে বিস্তারিত হইল।

দিব্য অভিন্ন কিশোর কিশোরীগণ এতক্ষণে—দুই দলে বিভক্ত হইয়া—এক নবীন কৌতুকের আয়োজন করিলেন। কিশোরীগণ হইলেন কুঞ্জেশ্বরী জনকরাজ কিশোরী সীতার নিত্যদাসী—এবং সুকুমার কিশোরগণ—ক্ষত্রিয় রাজকুমারের দিব্য ভূষণে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাম বালক হইলেন। এই দুই দলে, অতঃপর, এক অদ্ভুত লীলাভিনয় রচনা করিল—রাম ও সীতা—এই দুই মাধুর্য্য নিলয়ের মধ্যে কে বড়! বাস্তবিক কী বিচিত্র বিনোদ কৌতুকের - দিব্য বিষয়—একই অখণ্ড সত্বার - কী অপূর্ব্ব লীলার চিন্ময় প্রকাশ! বাস্তবিক সখী মঞ্জরীগণের --কী দিব্য সুখানুভূতিপূর্ণ—নিত্য কৈঙ্কর্য্যের চিন্ময় বিস্তার!

রাম বালকগণ অতঃপর শিরোপরি কনক কিরীট—কর্ণে মকর কুণ্ডল—ললাটে দিব্য তিলক তথা অঙ্গে অঙ্গে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত হইয়া—সরলা কিশোরীগণের প্রতি মুগ্ধ ব্যঙ্গ করতঃ গাহিলেন—

আমরা সবাই রাজার রাজা মোদের রাজা নেই কো কেউ।
মোদের ভয়ে সবাই চলে চন্দ্র রবি সাগর ঢেউ॥

মোদের কথা কইতে হারে পুরাণ পুঁথি শাস্ত্র চয়।
মোদের ধ্যানের কল্পলোকে মুনি মনের বিরাম হয়॥
মোর অবতার যতেক আসি ভূভার হরণ করলো হায়।
মোর নামেতে মন মাতায়ে অভেদ দর্শন সাধক পায়॥
সবার মাঝে মোরা আছি মোদের মাঝে বিশ্ব ভুবন।
স্বভাব মোদের গোপ্য পবা গো গিরাতে না হয় কথন॥
আমরা সবাই অবর্ধবাসী বাম নাগরের নিত্য ধন।
রাম চরিতের দিব্য পানে তাহার তনু তাহার মন॥
তাইতো বলি চপল চারু জনক পুরের বৃন্দাগণ।
তোমাব রাণীর অধিক সে যে মোদের মাণিক নীল রতন॥

বাম বালকগণের এই সদর্প উক্তিতে—সরলা কিশোরীগণ একবার বিনম্র মধুর ঈক্ষণে—বিপক্ষগণের প্রতি দৃকপাত করিলেন · তাহাদের চম্পক বিনিন্দিত সুরভিত অঙ্গ নিচয় অকারণে শিহরিত হইল—সহসা অন্তরের দিব্য জাগরণে—পারিজাত বিভূষিত নীপ বন্ধনটি স্খলিত হইল—ললাটের শ্রীবিন্দু তিলক—অব্যক্ত আহ্বানে নন্দিত হইল—অশেষ অনুরাগে তাহাদের দিব্য মুখমণ্ডলটি আরক্তিম হইল—কণ্ঠের দিব্য মালতি মাল্য সহসা আনন্দে দোদুল্যমান হইল—অঙ্গের নীল পটখানি চঞ্চল বিডম্বিত হইল—চরণে মঞ্জীরধ্বনি সরস রাগে গুঞ্জরিত হইল। এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনী--শ্রীকিশোরীজীর অচিন্ত্য লীলা রসায়নে— সুখে নিমজ্জিত হইয়া রাম বালকগণকে উদ্দেশ্য করতঃ বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে কিশোরীগণ স্বতোৎসারিত ধারায় গাহিয়া উঠিলেন—

যা কহিলে সত্য বটে—ইহ বাহ্য তায়।
সকল ঐশ্বর্য্য রামের সীতার মাধুর্য্য কণায়॥

পরাৎপর ব্রহ্ম যারে বেদ পুরাণ কয়।
জানকী কৃপায় তিনি ভক্ত বশ্য হয়॥
শুন শুন বন্ধুগণ রামের যত দিব্য গুণ।
অশেষ অপার সত্য নহে কভু ন্যূন॥
এ সবার কারণ হয় সীতার বিমল বিলাস।
প্রেমের কারুণ্য রসে তাহার প্রকাশ॥
লীলা গুণ নাম ধাম আর যাহা কিছু হয়।
সকল মোদের রাণীর বিস্তার সুখময়॥
মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা মর্য্যাদা আধার।
এ সব বিচার রাখি কিবা কহি আর॥
অপরম্পরা মোর রাণী ইহা জানি মনে।
শ্রীরাম অবধ হতে এলেন পাত্র মিত্র সনে॥
জানকীরে হৃদে রাখি কণ্ঠে রাখি কিশোরীর মালা।
নীলাম্বরীর রসাভাসে শ্রীরাম হলেন উজল কালা॥
তথাপি মোদের রাণীর শুন অকথ কথন।
সবা হতে অতি দীন সিয়া সখীর ভজন॥

অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয় সিয়া সখীর গোপ্য ভজন ইঙ্গিত করতঃ কিশোরীগণ অন্তরের অন্তরে জানকীর দিব্য সত্তায় নিমীলিত হইলেন—সে কারুণ্য রসামৃতের মুগ্ধ চরিতটি—নিরবধি কান্ত কিশোর শ্রীরাম সেবায় অনন্য পরায়ণ—চিত্ত-কায়-মন—শ্রীরামপদে সমর্পিত করতঃ—সীতা একান্ত শ্রীরামময়ী—শ্রীরামের ধ্যান—শ্রীরামের··চিন্তা—শ্রীরামের ভজন··—ইহাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনী শ্রীকিশোরীজী দিব্য জীবন—ইহাই তাঁহার অখণ্ড পারমার্থিক সত্ত্বা—ইহাই তাহার রুচির লীলা অঙ্গন! সর্ব্ব কাম

বিবর্জ্জিত--সর্ব্ব বৈভব বিবর্জ্জিত - সর্ব্ব ইচ্ছা-দ্বেষ-রাগ রহিত ! অখণ্ড প্রেমাবচ্ছিন্ন—শ্রীজনক নন্দিনী সীতার দিব্য বিলাস বৈজয়ন্তী—বাস্তবিক সর্ব্ব গোগিবাতীত। কিশোরীগণ অখণ্ড কান্তা প্রেমের—এই একান্ত মদ-মান হীন—দীন প্রপন্ন—বিচিত্র মাধুর্য্য বিলাস আশ্রয় করতঃ—কান্ত শিরোমণি শ্রীরামের মুগ্ধ সেবায় প্রবেশ করিলেন—এবং মহৎ কারুণ্যে অনন্য দৈন্য নিবেদনে বিগলিত হইয়া—শ্রীরাম পদ পঙ্কোজে আপনাদের চিত্ত উৎসর্গীত করিলেন— এবং সাথে সাথে রাম বালকগণের প্রতি পূর্ব্ব কথন দবে রাখিয়া - নিত্য প্রার্থনায় গাহিলেন—

প্রাণনাথ এই দয়া কর তুমি।

জনমে জনমে জীবন মরণে

মোরা দাসী তুমি স্বামী॥

তোমার ভজন তোমার শ্রবণ

তোমাতেই প্রীতি রতি।

তোমার করুণা পীযূষ প্লাবনে

লইব চরম গতি॥

মোরা দীন হীন বিভব বিহীন

কেমনে যাই গো কাছে।

তাই কিশোরী নিলয়ে পরাণ বাঁধিয়ে

রইনু তোমার মাঝে॥

শুভ অবসরে যবে আসিবে দুয়ারে

কান্তা প্রেমের লাগি।

নিত্য কিশোর রূপ নটবর
শ্রীধাম অবধ ত্যাগি ॥

সে মধুম লগনে আঁখি বরিষণে
ধুইব চরণ প্রান্ত ।
ও রমণী মোহন জানকী রমণ
এলো যে নবীন কান্ত ॥

এই বরদানে করুণা কিরণে
বাঁধিও সেবার ডোরে ।
তোমার লাগিয়া রহিব জাগিয়া
সকল ভুবন ভরে ॥

কমলাদেবী, এতক্ষণ, একান্তে দাঁড়াইয়া এক নিঃশ্বাসে—এই দিব্য আনন্দ পারাবার পূর্ণ—লীলা মাধুরীটি পান করিলেন। কী বিচিত্র—কী প্রাণস্পর্শী—কী উদার রসাভিষিক্ত এই অচিন্ত্য লীলার দিব্য বৈভব। লীলা অবসানে—রাম বালক ও কিশোরীগণ—পুনরায়, আনন্দ কল্লোলে, একত্রে মিলিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ দূরে—ভিন্ন দেশ বাসিনী—নবাগতা কমলাদেবীকে লক্ষ্য করতঃ—তাঁহার বিষয় যেন আপনাদের মধ্যে কী কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে কমলাদেবী দেখিলেন—ঐ কিশোরীগণের মধ্য হইতে একটি সুকুমারী বালা—তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন—এবং দিব্য বাৎসল্য প্রেমে তাঁহারই কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন—মা! তুমি আমাদের কিশোরীজীর বড় প্রিয়—কিশোরীজী তোমায় বড় ভালবাসেন—তোমার ইচ্ছায়—কিশোরীজী আমায় তোমার নিকট পাঠাইলেন—এই কথা

বলিতে বলিতে—দিব্য চন্দ্রালোকে কমলাদেবীর তনুটি উদ্ভাসিত করতঃ—এক অবিরল আনন্দ ধারায়—বালিকাটি তাঁহার অঙ্গে প্রবেশ করিলেন! কমলাদেবী—এই অলৌকিক ঘটনা পরম্পরার মধুর সমাবেশে বিমোহিত হইয়া সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অনবর্চ্চনীয় স্বপ্নলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মর্ত্যধামে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে কমলাদেবীর তন্দ্রাসুখ টুটিয়া গেল। এক অশেষ করুণা কাতর আনন্দানুভূতির মুগ্ধ পরশে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল মনে হইল—তাঁহার চিত্ত মন তখনও সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নলোকে বিচরণ শীল। কোথায় সেই কণ্ঠ লগ্ন দিব্য বালা! কোথায় সেই রমণীয় কিশোর কিশোরীগণ! কোথায় সেই কল্যাণ কল্পতরু—নিত্য সুখধাম—শ্রীযুগল সরকার! কোথায় সেই দিব্য লোক!

বিচিত্র স্বপ্নজালের কনক মহলে—কমলাদেবী এতক্ষণ বেশ ছিলেন। আনন্দ বিজড়িত মুগ্ধ নয়নে—কমলাদেবী—একবার মুক্ত বাতায়ন পথে চাহিয়া দেখিলেন—বাহিরে—নীল গগনের বিমল বক্ষে চারু চন্দ্রিকার দিব্য ছড়াছড়ি—চৈত্রী রাতের শুভ্রা বসনে সমগ্র ধবণী পুলকিত—বনে বনে মহুয়া ফুলের উদাও বিলাস ঐ দূরে চকোর দম্পতি মুগ্ধ নয়নে চন্দ্রমার দিব্য সুধাপান রত। অদ্ভুত আনন্দ বিলাসের শুভাগমনে—কোকিল দম্পতি বিলম্বিত প্রভাতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া—অবিরল কূজনে সুপ্ত রজনী মুখরিত করিল। কমলাদেবীর মনে হইল—সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি—তাঁহার অলৌকিক স্বপ্ন সংবাদে পুলকিত হইয়া—নব কিশলয়ের দিব্য আবাহনে—আপন সমগ্র বৈভব সুখে উজাড় করিতেছে। এই দিব্য করুণা প্রমুদিত চেতনায় কমলাদেবী বিকল হইলেন—এক নিমেষে—তাঁহার নয়ন সমক্ষে—সমগ্র স্বপ্ন বৃত্তান্তটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। সেই দিব্য বালা তাঁহার কণ্ঠ লগ্ন হইয়া বলিতেছেন—মা! তুমি কিশোরীজীর বড় প্রিয়—কিশোরীজী তোমায় বড় ভালবাসেন—

তোমারই ইচ্ছায় কিশোরীজী—আমায় তোমার নিকট পাঠাইলেন। কী অদ্ভুত সংবাদ! কী আনন্দ ঝর ঝর দিব্য কথা! স্নেহ বিগলিত মধুময় কণ্ঠের দিব্য মা ডাকে - কমলাদেবী অচিন্ত্য বাৎসল্য ধারায় বালিকাটিকে নিবিড়ভাবে বক্ষে ধারণ করিলেন। কিন্তু কৈ তাহার দিব্য পরশ! কৈ তাহার নীল নলিন সম মধুর নয়ন দুইটি! চিত্তের এই বিমুগ্ধ দশায় কমলাদেবী নয়ন মেলিয়া সুরম্য কক্ষের চারিদিক অবলোকন করিলেন - সম্মুখের ঐ দেওয়ালে—পণ্ডিত গোপীনাথের চির আরাধ্য পিতৃপুরুষগণের দিব্য তৈল চিত্র! ঐ তাহার মহাভাগবত শ্বশুর কুলের পূজ্য পুরুষগণ—তাঁহারই প্রতি দৃকপাত করতঃ—নিজ নিজ হৃদয়ের মাধুর্য্য ধারা যেন ঢালিয়া দিতেছেন! কমলাদেবীর মনে হইল—এই সকল মহাত্মাবৃন্দ - অলৌকিক স্বপ্নের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া—দিব্য আনন্দ বিগলিত! তাঁহারা যেন এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন কথা শুনিবার জন্য—এতদিন ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন—আজ এই দিব্য সংবাদে তাঁহারা পূর্ণকাম – পূর্ণ মনোরথ হইয়া—অদূর ভবিষ্যতে যাঁহার দিব্যাগমনে গোপীনাথ বংশ সুধন্য হইবে—তাঁহাদের হৃদয়ের সমগ্র মঙ্গল আশীষে—সেই দিব্য মহাজনকে যেন অধীর আবেগে আলিঙ্গিত করিতেছেন! কমলাদেবীর হৃদয়ে এই কথা উদয় হওয়া মাত্র—কমলাদেবী কাতর চিত্তে—দিব্য পুরুষগণের করুণা প্রার্থনা করতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সজল নয়নে কহিলেন - হে আমার পূজ্য দেবতাগণ! আপনারা আমার সকল দৈন্য দূর করুন—আপনারা আমার সকল লাজ রক্ষা করুন! আপনারা সর্ব্বতোভাবে নবাগতকে রক্ষা করুন! আপনাদের পাদপদ্মে আমার বার বার ভূমিষ্ট প্রণাম—আপনারা কৃপা করিয়া গ্রহণ করুণ।

এই দিব্য প্রার্থনায় কমলাদেবীর হৃদয় --সমগ্র ভার মুক্ত হইয়া আনন্দে ডগমগ হইল। এতক্ষণে তাঁহার নয়নে গৃহের সকল বস্তুই বড় মধুর লাগিল! রাত্রি গভীর হইয়াছে—পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে পণ্ডিত গোপীনাথ সুখ-

নিদ্রায় মগ্ন — কী অপূর্ব্ব তাঁহার আধ্যাত্মিক বৈভব। কমলাদেবী— আপনার স্বামীকে আজ যেন নতুন করিয়া দেখিলেন। বিগলিত শ্রদ্ধায় —বিগলিত কারুণ্যে—অজানিত আনন্দে আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া তিনি নিদ্রিত স্বামীর পাদপদ্মে দীন প্রণাম রাখিলেন এবং ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া—অনন্যা করুণাময়ী শ্রীরামবল্লভার মুদিত ধেয়ানে নিমগ্ন হইলেন—এবং এই ধ্যানমগ্ন দশায় কখন যে গভীর নিদ্রায় তিনি আচ্ছন্ন হইলেন তাহার বিন্দুমাত্র টেরও তিনি পাইলেন না।

ঘুম যখন ভাঙ্গিল—প্রভাতের মধুর গুঞ্জরণে—স্নিগ্ধ গ্রাম্যজীবনটি —আনন্দের বিমল অনুরাগে সর্ব্বত্র ঝলমল করিতেছে—ঘরে ঘরে মংগল আরতির দিব্য ভজন উদ্গীত হইতেছে কমলাদেবীর নিজ গৃহেও— পণ্ডিত গোপীনাথ—উদাত্ত কণ্ঠে—জগজ্জননী শ্রীরামবল্লভার দিব্য স্তুতি গাহিতেছেন কী উজ্জ্বল সে ভাবের অভিব্যক্তি — কী পুলকময় সে দিব্য বন্দনা গীতি। কমলাদেবীর কর্ণ কুহরে অমিয় পীযূষ ধারায় ভাসিয়া আসিল —

রামাং রাজীবনয়নাং রাম বক্ষস্থলালয়াং।
রামাঙ্ক-পীঠে রাজন্তীং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্॥
বিদেহ তনয়াং দেবীং মন্দস্মিতামুখাম্বুজাং।
ইন্দীবর-বিশালাক্ষীং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্॥
দিব্য মাল্যাম্বরধরাং তপ্ত চামীকর প্রভাং।
চারু চন্দ্রাভবদনাং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্॥
পদ্মালয়াং পদ্মহস্তাং পদ্মপত্রনিভেক্ষণাং।
পদ্মালয়াং পদ্মগন্ধাং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্॥
হেমপদ্মসমাসীনাং নীল কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজাং।
তারুণ্যাদিত্যসংকাশং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্॥

বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভা-ভাসাং সুরাসুর-নমস্কৃতাং ।
এয়ীময়ী সূক্ষ্মরূপাং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্ ॥
চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থাং চন্দ্রবিম্বোপমাননাং ।
চন্দ্রকোটি প্রভাং দেবীং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্ ॥
আদি মধ্যান্তরহিতাং অম্ভোরুহ নিবাসিনীং ।
নাদ ব্রহ্মময়ীং দেবীং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্ ॥
যক্ষ কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ বিদ্যাধরৈঃ সদা ।
সেব্যমানপদাম্বুজাং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্ ॥
ব্রহ্মেন্দ্র বন্দিতাপদাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীং ।
পরানন্দময়ীং রম্যাং বন্দে শ্রীরামবল্লভাম্ ॥

কমলাদেবী ভাবিলেন--আজ তাহার উঠিতে কত দেরী হইয়াছে--শ্রীরামবল্লভার নিত্য প্রাতঃকালীন আরতি পূজায়--তিনি উপস্থিত হইতে পারিলেন না। কমলাদেবী মনে মনে লজ্জিত হইলেন --এবং বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া ত্বরিত পদে নিত্য ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিলেন ।

দশ

গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় বৈরাগী -সকলেরই বড় প্রিয় --সকলেরই পরমাত্মীয় বন্ধু। এই প্রাচীন বৃদ্ধটি গ্রামের এক পার্শ্বে--পম্পার তীরে--একাকী বাস করিতেন। ছোট্ট একখানি ভগ্ন কুটীর-- কুটীরের চারিদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনটি -নানা প্রকার ফুল ও শব্জীর গাছে সদাই দিব্য সমুজ্জ্বল। নিরন্তর রামনাম ও রাম গানেই বৃদ্ধের জীবন। লোকে বলিত মৃত্যুঞ্জয় বৈরাগী স্বয়ং শিবের অবতার- রাম রহস্যের দিব্য সরোবর--শ্রীরাম নামের

পরম উপাসক। হাতে একটি একতারা—গায়ে ছিন্ন বস্ত্র—রাম নামে মগ্ন হইয়া—বৃদ্ধ পাড়ায় পাড়ায়—ঘরে ঘরে—ঘুরিয়া বেড়াইতেন। দিব্যানন্দ—তাঁহার চির সাথী—যেথায় তিনি গমন করেন—সেথায় যেন আনন্দের সহস্র হাট উথলিয়া পড়ে। বাস্তবিক অকৃত্রিম শিশু সারল্যে ভরা—বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় দেখিলেই—মন অকারণে দিব্য প্রসন্নতায় ডগমগ করিতে থাকে। মাথায় একরাশ পক্ককেশ—শীর্ণ মুখমণ্ডলটি শ্বেত গুম্ফ ও শ্মশ্রু মালায় আবৃত—ললাটে শ্রীবৈষ্ণব তিলক—নয়নে আনন্দের দিব্য জ্যোতি—ফোকলা মুখে এক গাল হাসি—হাতের একতারায় টুং টাং ধ্বনি - কণ্ঠে অবিরল শ্রীরামভক্তির ললিত ধারা—এই দিব্য দশায় —বৃদ্ধের সময় অতিবাহিত হইত। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা —তাহাদের এই প্রিয় ঠাকুদ্দাকে একবার দেখিতে পাইলে ত আর কথাই নাই—বাড়ী ঘর খেলা ধূলা - সব ফেলিয়া বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়কে গোল করিয়া ঘিরিয়া বসিত—এবং তৎপরে—একটির পর একটি করিয়া— তাহাদের আবদারের পালা সুরু হইত। কেহ বলিত ঠাকুদ্দা—আজ রামের বাল্য জীবন বলুন কেহবা হরধনু ভঙ্গ কথা শুনিতে চাহিত— কেহবা রাম রাবণের যুদ্ধ চাহিত—কেহবা রামাভিষেক কেহবা ভরত মিলন—কেহবা অন্য কিছু শুনিতে চাহিত। বৃদ্ধ কাহাকেও নিরাশ করিতেন না—সকলের কথাই তিনি রাখিতেন। একটির পর একটি করিয়া—তিনি তাঁহার প্রাণের কথা কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার বলিবার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে—শিশুর দল—রামের দিব্য লীলার অঙ্গে পরিণত হইত— সমগ্র পরিবেশটি রামরসে মধুময় হইয়া উঠিত। ছেলের দল কিন্তু সবার অধিক উল্লসিত হইত—বৃদ্ধ যখন—তাঁহার শেষ সঙ্গীতটি গাহিতেন। আনন্দ ডগমগ রসময় তনু - অব্যক্ত ভাব ব্যাকুল নয়ন দুইটি— শিশুদের মুগ্ধ মুখমণ্ডলে সুরক্ষিত—কণ্ঠে শ্রীরামভক্তির পীযূষ প্লাবন—হাতের একতারায় মোদময় ধ্বনি— এই দিব্য দশায় বৃদ্ধ গাহিতেন—

ও যে—বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে আছে আমার দুলাল অভিরাম।
কনক কিরীট—রাজীব নয়ন—অঙ্গে কোটি রতি কাম॥
ও যে—ভুবন ভরা দিবা আলো শান্ত শীতল মলয় বায়।
সবার অধিক শক্তি ধরে ভক্ত পাছে নিত্য ধায়॥
ও যে—গুণে গুণে গুণমণি রূপের কিছু নাই যে পার।
আনন্দের উজল পারা অলখ কৃপার মোহন সার॥
ওরে রামের সমান রামের অধিক নাইরে কিছু নাইরে আর।
আয়রে সবাই দুহাত তুলে মধুর চরিত গাইরে তার॥

পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—বৃদ্ধের এই গানে স্থির থাকিতে পারিত না—তাহারাও বৃদ্ধের অনুরূপ ভঙ্গীতে লীলায়িত হইয়া—সমগ্র গানটির বর্ণে বর্ণে যেন ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গাইত।

সেদিন প্রাতে মৃত্যুঞ্জয় বৈরাগী—গোপীনাথ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত গোপীনাথ ও কমলাদেবী—বৃদ্ধকে কাকা বলিয়া আহ্বান করিতেন—তাহারা বৃদ্ধের আগমনে পরম উল্লসিত হইয়া—যথোচিত আদরে—তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ও বহুদিন পরে—গোপীনাথ দম্পতিকে দেখিলেন—এই স্নিগ্ধ পরিবারটির উপর—মৃত্যুঞ্জয় সমধিক প্রীতি—তাহাদের ভাগবত জীবনের পরম হিতৈষী বন্ধু।

কমলাদেবীর চিত্ত মন পূর্ব্ব রাত্রের অলৌকিক স্বপ্ন রহস্যে বিজড়িত—তাহার অঙ্গে অঙ্গে হৃদয়ের দিব্য দশা সুপ্রতিফলিত। গোপীনাথও—কমলাদেবীর—এই ভাব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারও মনে—কমলাদেবীর বিগলিত ধারার পরশ লাগিয়াছে। কমলাদেবী ও গোপীনাথ—উভয়েই যেন—চিত্ত-কায়-মনে—এক স্বতন্ত্র রাজত্বে বিরাজ করিতেছেন—যে রাজত্বে লৌকিক জড় ভাব বলিতে কিছুই নাই—চরিতার্থ বাসনায় পূর্ণ গৌরবে—দুইজনেই দেহ স্মৃতি হারাইয়া—যেন এক আনন্দ পারাবারে

লীন হইয়াছেন। পণ্ডিত গোপীনাথ গৃহে প্রবেশ মাত্রেই—মৃত্যুঞ্জয়—এই দিব্য মংগল লক্ষণে সহসা পুলকিত হইযাছেন—এক অজ্ঞাত আনন্দে—তাঁহারও মন যেন ভরিয়া উঠিল।

অতঃপর সুঅবসরে—কমলাদেবী—ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে—পণ্ডিত গোপীনাথ ও মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট দিব্য স্বপ্নের সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন—এই বৃত্তান্তটি অনুকথন করিবার জন্য—তিনি এতক্ষণ অধীর হইয়াছিলেন—কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ পণ্ডিত গোপীনাথের নিকটও—এ যাবৎকাল তিনি স্বপ্নের একটি কথাও ব্যক্ত করেন নাই। এই নিদারুণ চিন্তা সমাক্লিষ্ট অন্তর্বর্ত্তী কালে—তাঁহার হৃদয় যে কী অনন্ত শঙ্কায় আলোড়িত হইয়াছে—কী ব্যাকুল চঞ্চলতায় তাঁহার মন অস্থির হইয়াছে—অকারণ কারুণ্য রসের কী ঘনীভূত পরশে—তিনি ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত হইয়াছেন—তাহা কেবলমাত্র—তাঁহার স্মৃতি পটে চির মুদ্রিত হইয়া রহিল!

বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়—কমলাদেবীর নিকট এইরূপ কিছু শুনিবার জন্য—প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে কমলাদেবীর সমগ্র কথা শুনিয়া—চিন্ময় আনন্দ মগ্ন কলেবরে—দুই হস্তে কমলাদেবীর মস্তক স্পর্শ করতঃ তিনি বলিলেন—মা কমলা! আজ এক্ষণে যাহা শুনিলাম—তাহারই দিব্য আশায়—আমি এত কাল প্রাণ ধারণ করিয়া আছি—ইহাই যে আমার হৃদয়ের একমাত্র প্রার্থনা। তোমাদের উজ্জ্বল ভাগবত বংশে—কবে সেই মহাভাগবতের শুভাগমন হইবে—কবে তাঁহার দিব্য পদ রজে বসুন্ধরা পুলকিত হইবে—কবে তাঁহার অমোঘ দর্শনে—চরাচর জীব আনন্দে বিরাজ করিবে! এই দিব্য আশায় আমি পথ চাহিয়া বসিয়া আছি! এক্ষণে বুঝিলাম—মহৎ কারুণ্যে—সেই দিব্য অবসর আপনি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—তোমার এই দিব্য স্বপ্ন—অচিরেই পরম মংগলময় বাস্তবে রূপায়িত হইয়া—আমাদের চির আনন্দের দিব্য নিধান হউক—ইহাই আমার—শ্রীরাম চরণে—একান্ত প্রার্থনা!

বৃদ্ধ আর অধিক কিছুই বলিতে পারিলেন না—তাঁহার কণ্ঠ অসীম ভাবে স্তব্ধ হইল। তাঁহার করুণা সরস মুখমণ্ডলে—মুক্তা ধারায় ঝরিয়া পড়িল—বিমল আনন্দের দিব্য অশ্রু মালা!

পণ্ডিত গোপীনাথও এইরূপ দিব্য প্রত্যাশায়—ক্ষণে ক্ষণে আকুল হইতেছিলেন। এক্ষণে কমলাদেবীর নিকট যাহা শুনিলেন—তাহার অধিক আর কিছুই কাম্য থাকিতে পারে না—আনন্দের পরশমণি—কোনরূপে হৃদয়ে ধারণ করতঃ—ধীর পদক্ষেপে—তিনি কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

এগার

কমলাদেবীর দিন দিন দ্রুত পরিবর্তন হইতে লাগিল—আসন্ন প্রসবের পূর্ণ লক্ষণে—কমলাদেবী নব কায়ায় রূপান্তরিত হইলেন এবং দিব্য মাতৃত্বের করুণা ধারায় নিত্য ছুটিয়া চলিলেন। দিব্য মাতৃত্বের এই মধুর অভিযানটি শত আত্মত্যাগের মহিম পরশে চির মণ্ডিত—একটি দীপ শিখা—সহস্র আলোকে উদ্ভাসিত হইবার ন্যায়—অখণ্ড চিদানন্দময় আত্মার—ভিন্ন সত্ত্বায় বিমল অভিনিবেশ ইহাই আনন্দকন্দের নিজানন্দ বিস্তার ও সম্ভোগ হেতু—নিত্য জীব সত্ত্বায় প্রকাশিত হইবার—মুগ্ধ বাসনা।

কমলাদেবীর শীর্ণ কায়—পাণ্ডুবর্ণ ও করুণ; ছল ছল নয়ন দুইটির কোণে—অমতি সম্ভাবনার মুগ্ধ বিলাস। তাঁদের অঙ্গের সমগ্র লাবণ্য—মুখপদ্মে সমাশ্রিত—নয়নে কোমল ভীরুতা—কাহার উদ্দেশ্যে কমলা-দেবীর সততই কাতর প্রতীক্ষা। তথাপি কমলাদেবীর উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে—আসন্ন প্রসব শংকার এতটুকু চিহ্ন নাই—হৃদয়ে এতটুকু দৈন্য ভাব নাই। কমলাদেবীর এই শোভা স্নিগ্ধ মধুর মূর্ত্তি অবলোকন করতঃ গোপীনাথের চিত্তে—অখণ্ড জীবনের মঙ্গল ধারাগুলি—আজ সহসা

দিব্য প্রকাশানন্দে বিস্তারিত হইতে চাহিল। গোপীনাথ স্বয়ং আনন্দিত হইলেন—এবং এই মুগ্ধ দশায়—তাঁহার কর্ণে ভাসিয়া আসিল—সেদিন প্রভাতে—তাঁহাদের গৃহে—মৃত্যুঞ্জয়ের দিব্য আশীর্ব্বাণীর বিগলিত ধারা—

আসবে সেদিন আসবে সেদিন
অরুণ রাঙা চরণ দল।
ক্লান্তি বিহীন করুণ কোমল
মোহন সুরে বাজিয়ে মল॥
কণ্ঠ ভরে গাইবে কবি
চলার পথে এগিয়ে চল।
অভয় বীণা মুক্ত করে
শান্তি সুধার দিব্য ফল॥
মধুর খেলায় মধুর মেলায়
মধুর রূপে সমুজ্জ্বল।
নিত্য নবীন প্রাণ বধূয়া
মুছিয়ে দেবে অশ্রুজল॥
কনক পথে দিব্য রথে
ভক্তি পরা সুনির্ম্মল।
নিত্য রাসে ভাসিয়ে তরি
করবে ধরা সুশীতল॥

বার

অচিরেই মৃত্যুঞ্জয়ের আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে—পণ্ডিত গোপীনাথ দম্পতির বিমল সৌভাগ্যের কথা—শবরী নগরীর ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িল—এবং এই শুভগ বার্ত্তায় সমগ্র গ্রামখানি স্বতঃস্ফূর্ত্ত উৎসব সমারোহে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। ইহাই বাস্তবিক শ্রীরামবল্লভার গোপা চরিত্রের মধুময় বিস্তার। দেখিতে দেখিতে মহাভাগবতের শুভাগমন বার্ত্তা বিঘোষিত করতঃ সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ দিব্য মংগলে লক্ষণে ভরিয়া উঠিল—নদী সকল প্রসন্ন হইল—হ্রদ সমূহ বিচিত্র পদ্মরাজিতে সুশোভিত হইল—বনরাজি পুষ্প স্তবকে প্রমোদিত হইল—দ্রুম দল প্রেমানন্দে হৃষ্টতনু হইয়া ফল ও ফুল হইতে মধু বর্ষণ করিল—বিহঙ্গ দল কূজন মুখরিত হইল। গ্রামের কুলবধূগণ—দধি দূর্ব্বা চন্দন চুয়া আরতি সাজাইয়া দলে দলে গোপীনাথ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং কমলাদেবীকে মনোমত বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া—দিব্য বিনোদ কৌতুকে—তাঁহাকে ঘিরিয়া গাহিতে লাগিলেন—

ও কমলা—বল্‌না এবার—তোর চোখের মায়ায় কাহার নাচ।
কাহার কোমল পরশ লভি তোর এমন দশা হোল আজ॥
তোর কনক বরণ কারে দিলি—কোথায় গেল রক্ত লাজ।
বক্ষে কেবা বাজায় মাদল—কারে দিলি মোহন সাজ॥
দিব্য স্নেহের মুক্তা ধারা গোপন কোথায় কর্‌লি হায়।
মুগ্ধ প্রাণের চম্পা কলি কাহার গানে চরণ পায়॥
এই দেখিনু এই লভিনু এই হারাণ্ সঙ্গ সেই।
তোর চিত্ত পরাণ রঙ্গ রসে কর্‌ল চুরি স্বপন যেই॥

আমরা সবাই এই লগনে আনন্দের হাটে যাই।
মোদেব সখী—মা জননী—কমলার সুযশ গাই॥

এইরূপ নিত্য উৎসব আনন্দে একপক্ষ কাল- কী প্রকারে সুখে অতিবাহিত হইল—তাহা কেহ টেরও পাইলেন না। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এক অজানা আনন্দ প্রবাহে—দিবস রজনীর সকল ভেদ বিস্মৃত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে অভিজিত গ্রহ নক্ষত্রের দিব্য সমাবেশে—গগন মণ্ডল উল্লসিত হইল—বিমল সন্তগণের ভজন মাধুর্যো বিশ্ব মায়া অপসৃত হইল-মৃত্যুঞ্জয় বৈরাগীর নিত্য প্রাণনাথ-শ্রীরামবল্লভার চিন্ময় স্বরূপ মাধুর্য্য—সীতাপতির দিব্য নাম রূপ লীলা ধাম বিভূষিত—শ্রীকিশোরীজী চিন্ময় করুণা বিগ্রহ লীলা তনু ধারণ করিলেন। আনন্দকন্দের—এই অখণ্ড মাধুর্য্য লীলায়—চরাচর জীব সুধাপানন্দে উদ্ভাসিত হইল—ধরণী প্রমুদিত হইল—গাভীগণের পয়োধারা আপনি ক্ষরিত হইল—মৃত্যুঞ্জয় নিভৃত কুঞ্জে—সহসা কাহার অপূর্ব নিক্বন শ্রবণ করিলেন? প্রাণের দিব্য উল্লাসে—তাঁহার মনে পড়িল—অদ্য বৈশাখের শুক্লা নবমী—এই সেই মাধবী লগ্ন—যে ক্ষণে মিথিলা নগরীর ঘরে ঘরে—জানকীর শুভ আবাহনীর মুগ্ধ বিলাস—কমলা বিমলা প্রমুখ মিথিলার দিব্য জলধারাগুলির উচ্ছল তরঙ্গ ভঙ্গ-মহারাজা জনক ও সুনয়নার করুণা ব্যাকুল অতন্দ্র প্রতীক্ষা। মৃত্যুঞ্জয় সহসা মানস নয়নে-শ্রীকিশোরীজীর দিব্য রূপ-রস মণ্ডিত—এক বিমল সন্ত মূর্তি দর্শন করিলেন—কী প্রশান্ত সে দিব্য দর্শন-কী করুণা কোমল সে মধুর রূপ। এই বিচিত্র রূপ দর্শন করিতে করিতে—মৃত্যুঞ্জয়ের সমগ্র আনন্দ মঙ্গল ধ্যান সমাধিটি—গোপীনাথ গৃহে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। মৃত্যুঞ্জয় বিগলিত ধারায়—এই অপূর্ব্ব চরিত মাধুর্য্যটি পান করিলেন—তাঁহার সমগ্র চিত্ত ও মন—দিব্য প্রশান্তির নির্মল নিকুঞ্জে সুখে নিমজ্জিত হইল!

সেদিন ছিল সোমবার বিক্রমাদিত্য সংবৎ অনুসারে ১৯৪১ সন—ইংরাজী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ—শুভ বৈশাখের শুক্লা নবমী —অমৃত সিদ্ধির মংগলময় যোগ। গোপীনাথ গৃহে গ্রামের বয়ষ্কা মহিলাগণ কমলাদেবীর শুশ্রূষায় নিরত। কমলাদেবীর প্রসব ক্ষণ সমাগত—কিন্তু তথাপি তাঁহার এতটুকু প্রসব বেদনা নাই—চিন্তার এতটুকু রেখা অবধি নাই—দিব্য প্রসন্নময় কথোপকথনে সকলেই নিমগ্ন। দেখিতে দেখিতে সহসা কমলাদেবীর প্রসূতি কক্ষ—দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল—সেই আনন্দ পরিপ্লুত আলোক পুঞ্জের অভ্যন্তরে—দিব্য বিনোদ রত অসংখ্য চিন্ময় মূর্ত্তির—রূপ মাধুর্য্যে সমগ্র পরিবেশটি বিমোহিত হইল—এবং ইহার অনতিবিলম্বে—কাহার চিন্ময় ধ্যানে—কমলাদেবীর নয়ন দুইটি মুদ্রিত হইল এবং তাহার সাথে সাথে এক অপূর্ব্ব শিশুর দিব্য কণ্ঠ কাকলীতে প্রসব ঘরটি নন্দিত হইয়া উঠিল!

কমলাদেবীর শুশ্রূষা নিরত ললনাবৃন্দ এক অখণ্ড মুগ্ধ বিলাসে রোমাঞ্চিত হইলেন—তাঁহারা ইহার পূর্ব্বে বহু নব জাতকের আগমন লক্ষ্য করিয়াছেন প্রতিক্ষেত্রেই—শিশুর জন্মের সাথে সাথে কাঁ-হা কাঁ-হা এই ক্রন্দন ধ্বনিতে প্রসূতি কক্ষ আলোড়িত হইয়াছে—কিন্তু এক্ষণে যে দিব্য শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইল—তাঁহার কণ্ঠে—কোনরূপ ক্রন্দনের কাতর ধ্বনি—তাঁহারা শুনিলেন না—তৎ পরিবর্ত্তে এক অদ্ভুত বালকের মধুময় কণ্ঠের শ্রীরাম নাম ধ্বনিতে সমগ্র পরিবেশটি প্রফুল্লিত হইল। এই সদ্যজাত বালকের কণ্ঠে শ্রীরামনাম ধ্বনির কী দিব্য সম্মোহন—গ্রামের সকলেই—এই নবজাতকের—দিব্য রহস্যময় আগমনে—আনন্দ পুলকে মগ্ন হইলেন—এক বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁহারা—নব জাতককে মনে মনে প্রণাম করিলেন।

অচিরেই এই আনন্দের দিব্য সংবাদটি গ্রামের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরম মংগলময়ের চিন্ময় আবির্ভাব বন্দনায়—ঘরে ঘরে শঙ্খ হুলু ধ্বনি নিনাদিত হইল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম ও লাজ বর্ষিত হইল—মন্দিরে মন্দিরে—আরতির ঘণ্টা বাজিল। দিব্য পুত্র আগমন বার্ত্তায়—পণ্ডিত

গোপীনাথ—অন্তরের প্রেম প্লাবনে—গদগদ্ কণ্ঠে যে প্রার্থনা করিলেন—বাস্তবিক তাহা তাঁহার সমগ্র পিতৃপুরুষগণের মন্ত্রপূত মংগল আশীসের গোপ্য রূপ। স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় পণ্ডিত গোপীনাথ কণ্ঠে ঝরিল—

ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমস্তে বায়ো, ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি, ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি
তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অর্থাৎ—ব্রহ্মরূপী পরোক্ষ বায়ুকে নমস্কার—হে প্রত্যক্ষ বায়ু, তোমাকে নমস্কার—তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম রূপে বলিব—ঋত স্বরূপে বলিব—সত্য স্বরূপে বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাদের রক্ষা করুন—সেই ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন—আমাকে রক্ষা করুন—বক্তাকে রক্ষা করুন। শান্তি হউক—শান্তি হউক—শান্তি হউক।

নব জাতকের দিব্য আগমন উপলক্ষে—পণ্ডিত গোপীনাথ গৃহে—আনন্দের হাট বসিল। গোপীনাথ মুক্ত প্রাণে—সমগ্র গ্রামবাসীগণকে বিবিধ সেবায় তুষ্ট করিলেন। ঘরে ঘরে মোণ্ডা—মেঠাই দধি পায়সের বন্যা বহিল—এবং এই আনন্দমঙ্গল উৎসবের প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া গ্রামবাসীগণের কণ্ঠে ঝরিল দিব্য অনুরাগের কল্লোল ধ্বনি—

বিশ্ব মায়া মুগ্ধ করি কে আসিল নবীন সই।
চিত্ত পরাণ স্নিগ্ধ করা কমলার ক্রোড়ে ঐ॥
ওযে সোনার রসে ভরা—চম্পা কলি মূর্চ্ছা যায়।
অঙ্গে অঙ্গে কোটি চন্দ্রের পূর্ণিমার বিজয় গায়॥
ওযে নয়ন জোড়া কৃপার বাদল—বিশ্ব লোকের মন চোরা।
শ্রীরাম গানের দিব্য হরষ—চিত্ত সুরস মোহন কারা॥

মোদের ঘরে মোণ্ডা মিঠাই দধি চন্দন দূর্ব্বা লাজ।
অনুরাগে চিত্ত বাঁধি নবীন সাজে সবাই সাজ॥

তের

কমলাদেবীর ক্রোড়ে পরম তৃপ্তির দিব্য চিন্তামণি—মুগ্ধ আনন্দের অকথ লাবণ্য খনি! কী উজ্জল—কী মধুর—কী বিচিত্র! বালকটিকে দেখিলে বাস্তবিক তাহাকে সামান্য রক্ত মাংসের মানব শিশু বলিয়া মনে হয় না—ইহা যেন একটি দিব্য আলোকের চিত্র—কী আনন্দ ঝলমল—দিব্য মাধুর্য্যের কী চিন্ময় বিলাস! বালকের এই শিশুকালেই—তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মস্তকে সুকোমল পালকের ন্যায় একরাশ কেশগুচ্ছ—সর্ব্ব শঙ্কাশূন্য শুভ্র ললাটখানি মহা-মংগলের বিজয় ভাবে নিত্য দীপ্ত—মদন মানহারী বঙ্কিম ভ্রূদ্বয় দিব্য চারু শিল্পের মোহন প্রতীক—নীল নলিন সম রসাল নয়ন দুইটি—অখণ্ড ঐশ্বর্য্য মধুর দিব্য ঈক্ষণে পরম করুণা সঘন—ঈষৎ উন্নত চির অভয়প্রদ দিব্য নাসিকাটি কোটি চন্দ্রোপম মুখমণ্ডলে—রুচির রাজ সম বিরাজিত—দিব্য ক্রীড়া বিড়ম্বিত আরক্তিম কপোলদ্বয়—মুগ্ধ লাবণ্য সংকাশে নাদ বিন্দুর মিলন স্থল—অরুণ অধর যুগল স্মিত হাস্যে নিত্য মধুর—রুচির কণ্ঠে ও গ্রীবের শোভা অতুলনীয়—দিব্য সান্দ্রানন্দ মগ্ন—নিত্য ধ্যান পরায়ণ মুখমণ্ডলটি অনির্ব্বচনীয় প্রেমরহস্যে দিব্য সমুজ্জ্বল—বাল সিংহ সম গভীর স্কন্ধ দুইটি উৎফুল্ল বাসে সদাই মুগ্ধ—অটুট বক্ষঃ স্থল দিব্য রমনীয়—স্নিগ্ধ কনকোজ্জ্বল অঙ্গ কান্তির দিব্য লালিত্য সর্ব্ব ভাষা পর—অযাচিত বরাভয় দাতা প্রলম্ব কর যুগল দুইটি বলবীর্য্য ও ও দিব্য কোমলতায় চির অভিনব—কটিদেশ ক্ষীণ ও গভীর—জঙ্ঘা

দ্বয় রুচির উন্নত—অতুলিত শোভা ও মধুর ঐশ্চর্য্যে রাজীব চরণদ্বয়—ভুক্তি মুক্তি প্রদায়ক বাঞ্ছা। প্রদ—উজ্জ্বল নখচন্দ্রগুলি—সেই পাদপদ্মে মণিময় মালার ন্যায় নিত্য সুখে বিরাজিত।

দিব্যানন্দের বরাগমনে—রুচির মায়ায় সমগ্র পুরী সমাচ্ছন্ন। ক্ষণিক প্রায় সুখের দিন তব তর গতিতে বহিয়া চলিল। পণ্ডিত গোপীনাথ দম্পতির সমগ্র ভজন ভাবনার রূপটি এক্ষণে—এই দিব্য শিশুর নিত্য সঙ্গ সেবায় একান্ত অবকাশ শূন্য। শ্রীরামবল্লভার দিব্য কারুণ্য লীলায়—গোপীনাথ দম্পতি ইষ্ট মাধুর্য্যের যে চির বিশ্রাম সুখে নিমজ্জিত—অনন্য ভজন ভাবনার মুগ্ধ চরিতগুলি—সেই দিব্য সুখসেতুর কণে কণে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় আপনি ঝলমল করিয়া উঠিল—অখণ্ড ধ্যান সমাধি মণ্ডিত দিব্য পরমার্থ সেবা—এক্ষণে পরম করুণার মধুর রসাভাসে সগুণ লীলায় দিব্য সমুজ্জল হইল। গোপীনাথ দম্পতির—এই অখণ্ড সুকৃত রাশির চিন্ময় বৈভব—এই গোবিন্দ গীত উজ্জ্বল সম্ভাবনার মধুময় বিস্তার—মহৎ কারুণ্যে—তাঁহাদের জীবনে এমত সহজ সরল ও স্বাভাবিক রূপে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল যে এই নবীন ধারাটিকে তাঁহাদের পূর্ব্ব জীবন হইতে আদৌ পৃথক করা যায় না। দিব্য কুন্দেন্দীবর মধুর শিশুর সরস কান্তি নিরীক্ষণ করিতে করিতে পণ্ডিত গোপীনাথ দম্পতি স্বতঃ ক্ষরিত ভজন ভাবনার রসাল মার্গে—মুগ্ধ চিত্তে বহিয়া চলিলেন! একান্ত ক্ষেদ শূন্য এই দিব্য পারমার্থিক অভিসার—নিত্য শরণাগতের দিব্য নির্ভরা সুখে চির নবীন—নিত্য কৈঙ্কর্য্যের নব নব পুলক প্রসাদে—অনন্ত মধুর! বাস্তবিক অচিন্ত্য বাৎসল্য প্রাণা শ্রীরামবল্লভার দিব্য করুণার কনক কণায়—যাহার রুচির আশ্রয়—খণ্ডিত দেশ ও কালের সর্ব্ব গর্ব্ব দূর করতঃ—সেই মুগ্ধ জীবন—আপন সুখময় গতিতে আপনি বহিয়া চলে। দিব্য করুণাপ্লুত সরস ভাগবৎ জীবনের এই মধুর অভিযাত্রা—সর্ব্ব রহস্য ভেদী—সর্ব্ব বিত্তময়ী—সর্ব্ব সুখানন্দের একমাত্র প্রাণবস্তু!

কমলাদেবীর জীবনে নব বসন্ত লীলার দিব্য আগমন হইয়াছে ! তাঁহার এতদিনের রুদ্ধ মাতৃত্ব শত সহস্র দুগ্ধ ধারায় প্লাবিত হইয়া শাশ্বত জননীর বিজয়োৎসব গাহিল। মাতা পুত্রের--এই নিবিড় সম্বন্ধ সুখ একান্ত অন্তর শূন্য - একান্ত অবসাদ শূন্য। বস্তুতঃ মাতা ও পুত্রের এই দিব্য প্রেম নিকুঞ্জে—ঐশ্বর্য্যের এতটুকু বালাই নাই। জননীর নিকট পুত্র—চিরদিনই শিশু পুত্রসম সদাই পালনীয় -সুপুত্র অপরপক্ষে--তাহার সমগ্র বৈভব দূরে রাখিয়া--মাতার স্নেহাঞ্চলে চির সুখাসীন। মাতা ও পুত্রের এই যে নিত্য মিলন মধুর আত্মপ্রকাশ একরস চরিত্র—বাস্তবিক তাহার কোন রূপ ইতি নাই। শাশ্বত জননী যেরূপ পুত্রের অঙ্গে অঙ্গে-- আপন রূপ ও লাবণ্য সুধা পান করিয়া থাকেন পুত্রও সেইরূপ মাতৃ মন মুকুরে আপন সত্তার সমগ্র পরিচয় লাভে কৃত কৃতার্থ হয়।

পণ্ডিত গোপীনাথ গৃহে—নির্মল মাতা পুত্রের - দিব্য সংসার রচিত হইল। শ্রীরাম কথায়—শ্রীরাম গানে—শ্রীরামবল্লভার নিদিত স্মরণে -মাতা ও পুত্রের দিবস রজনী অবলীলাক্রমে অতিবাহিত হয়। শিশুর নিটোল কর যুগলে কনক বলয় কটি তটে মণিময় কনক মালা --স্নিগ্ধ পদযুগলে রুচির পায়জোর -চম্পক রসাল দিব্য তনুতে স্নিগ্ধ বসন—মুখ মণ্ডলে —আনন্দ ঝলমল চিন্ময় সৌন্দর্য্যের এই মধুর রূপ দর্শন করিতে করিতে --কমলা-দেবী সততই শ্রীরাম রূপে নিমগ্ন হইতেন।

আনন্দকন্দ শ্রীরাম ও রাজমাতা কৌশল্যার দিব্য বাৎসল্য মধুর চরিত-গুলি—যেন রসাল লীলা তত্ত্ব ধারণ করতঃ তাঁহার মানস নয়নে প্রকটিত হইত—কমলাদেবী—এই পরানন্দময় দিব্য ধ্যান সমাধির গহনতলে সুখে নিমজ্জিত হইতেন—এবং সহসা পুত্রকে পয়ঃপান করাইতে করাইতে - তিনি চরিতার্থ সম্বিৎ হারা —আনন্দ বিহ্বল দশায় গাহিয়া উঠিতেন --

সকল সুখের পূর্ণিমা সে যে কোশল মাতার নন্দন।
চন্দন চারু চন্দ্র বদন ভুবন ভুলানো অঞ্জন॥

রঞ্জন উর কল্প লোকের গঞ্জন দুখ দারিদ।
ভঞ্জন ভয় তর্ক বিষাদ রূপ নবীন বারিদ॥
মজ্জন পান অমিয় সার কাঞ্চন কাম বর্জ্জন।
সজ্জন চির সঙ্গ মধুর বিষয় ব্যাল তর্জ্জন॥
গর্জ্জন নাম শ্রীরাম রাম রঘুপতি রঘুনন্দন।
বিশ্ব বাস জানকীনাথ লভিল প্রেমের বন্ধন॥

কমলাদেবীর কণ্ঠে ঘুম পাড়ানি যে গানের মধুর সংলাপ—তাহাও শ্রীরাম কথার দিব্য রূপ ও রেখায় সমুজ্জ্বল—পুত্রের অঙ্গে অঙ্গে শ্রীরাম লীলার চিন্ময় আস্বাদনে—কমলাদেবী আপন মুগ্ধ দশায় গাহিতেন—

স্বপ্ন লোকের দিব্য মায়া কল্পলতা রূপ ধরি।
রামের চোখে নামলো এসে অপরূপ ঘুমের নাগরী॥
অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গ ঘুমের নিঝুম রাতের বাঁশরী।
জনক রাজার কন্যা সে যে সর্ব্ব লোকের মাধুরী॥
ঘুমের ঘোরে অচিন দেশে রামের চরণ যায় চলি।
দিব্য বালা অদ্ভুত অপার কাহার পানে চায় মেলি॥
সে যে বিপুল নন্দঘন ঘুমের রাণী মৈথিলী।
চক্ষে চুমা জানিয়ে অধর আপন ক্রোড়ে লয় তুলি॥
মাতার কোলে দে দোল দিল অলস দিবস যামিনী।
ঘুমায় বাছা রাজীব নয়ন অবধপতি নীলমণি॥

কমলাদেবীর এই বিচিত্র ভাব দশা ও কণ্ঠ মাধুর্য্যে—তাঁহার শিশু পুত্রটি অপরূপ দিব্য ভাবে ঢল ঢল হইতেন—তাঁহার ননীর পুতুলের মত ছোট ছোট হস্ত পদ দুইটি আনন্দে উর্দ্ধে উত্তোলিত হইত—অঙ্গে অঙ্গে দিব্য লাবণ্যের সুখময় ধারা প্রবাহিত হইত এবং সমগ্র মুখমণ্ডলটি চিন্ময় সরসতায়

প্রোজ্জল হইয়া উঠিত! বাস্তবিক বালকের রঙ্গ দেখিলে মনে হইত—বালকটি যেন—কমলাদেবীর সমগ্র প্রেম নিবেদনটি মর্ম্মে মর্ম্মে বিদিত হইয়াছেন—এবং জননীর দিব্য চরিত রসায়নের প্রাণে প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া—মর্ম্মী প্রেমের দিব্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছেন! বালকটি যেন—এই দিব্য বাৎসল্য লীলার চির সাথী। বাস্তবিক মাতা পুত্রের এবংবিধ দিব্য রসাল চরিত্র সন্দর্শনে মনে হয়—জন্মে জন্মে—যুগে যুগে—এই দুইটি চরিত্র—বহু লীলাতনু ধারণ করতঃ-এক অখণ্ড বিনোদানন্দে নিত্য বিরাজ করিয়াছেন!

এই দিব্য ভাব ভজনের বিমল অনুভূতিতে—কমলাদেবীর সুখের দিন বহিয়া যায়—নিত্য লীলা প্রবিষ্ট মাধুর্য্যময় ধ্যেয়ানে-পুত্র সেবায় দিবস রজনী অতিবাহিত হয়। ইহাই বাস্তবিক অচিন্ত্য বাৎসল্য ও মধুরের একান্ত মিলন—ইহাই দিব্য বালক ও চিন্ময় জননী কমলাদেবীর—মুগ্ধ চরিত মাধুর্য্যের বিহ্বল ভূমিকা।

কিন্তু শ্রীরামবল্লভার মুদিত বিলাসের বিচিত্র গতি! তাঁহার অখণ্ড করুণা ধারা নব নব আনন্দ পুলকে নিত্য নবীন এবং উহারই বিচিত্র গতিতে—কমলাদেবীর অন্তরের এতদিনের রুদ্ধ মাতৃত্ব সগৌরবে কেবলমাত্র যে প্রকটিত হইল শুধু তাহাই নহে—তাহার সাথে সাথে পুত্রের নিত্য রূপটি সহসা এক দিব্য বৈভব লীলায় আপনারে ধরা দিল।

একদা শিশুটি আপন শয্যায় শায়িত হইয়া নিজ মনে আনন্দে খেলা করিতেছেন—কনক বরণ গোল গোল কর দুইটি কখনও উপরে তুলিতেছেন—কখনও বা পার্শ্বে ফেলিতেছেন—তাহার সাথে সাথে পদ দুইটি আনন্দে হেলিতেছে—দুলিতেছে—রসভরা উজ্জ্বল নয়ন দুইটি এদিকে ওদিকে কাহারে যেন দেখিতেছে—কাহারে যেন খুঁজিতেছে—মুখচন্দ্রে আধ আধ অস্ফুট মধুর বোল ধ্বনিত হইতেছে! কমলাদেবী ঘরের এক প্রান্তে বসিয়া দূর হইতে বালকের এই দিব্য লীলা পান করিতেছিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ

ব্যতীত হইল—সহসা কমলাদেবী বালকের অঙ্গে এক বিচিত্র রূপ দেখিয়া আশ্চর্য্য চকিত হইলেন ! কমলাদেবী দেখিলেন তাঁহার পুত্র সহসা এক জ্যোতির্ম্ময় আলোকপুঞ্জে রূপান্তরিত হইলেন—দেখিতে দেখিতে সেই দিব্য বিদ্যুৎপুঞ্জটি অনন্ত সখী মঞ্জরী সেবিত শ্রীযুগল সরকার সীতারামের—নিত্য রসমণ্ডিত শোভা সমুজ্জলে উদ্ভাসিত হইল ! কমলাদেবী পুনরায় দেখিলেন যে সেই দিব্য রাসমণ্ডলে—তাঁহার শিশু পুত্রের—অনিন্দ্য সুন্দর নিত্য কৈশোর রূপ এবং সেই চিন্ময় দেহধারী দিব্য বালাটি তাঁহাকেই যেন মধুর ইঙ্গিতে কী বলিতেছেন ! কমলাদেবীর মনে হইল—তিনি স্বপ্ন দশায়—ঠিক অনুরূপ রাসোৎসব দীপ্ত শ্রীযুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন—যে দিব্য বালাটি শিশু পুত্রের ন্যায় শ্রীসীতারামের ক্রোড়ে সুখাসীন—সেই সুকুমারী বালাটি—দিব্য স্বপ্নে তাঁহারই অঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে এক নিমেষে · সমগ্র লীলা নাটকটি সহসা রূপান্তরিত হইল—তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত দিব্য বালাটি—শ্রীসীতারামের অঙ্গে অঙ্গে নিমীলিত হইলেন—এবং এই অপূর্ব্ব দিব্য ক্রীড়ার সাথে সাথে—অন্যান্য সকল ললনাবৃন্দ সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইলেন।

তাঁহার শিশু পুত্রের এই বিচিত্র বৈভব দর্শনে—কমলাদেবী প্রমাদ গণিলেন—ব্যাকুল হইলেন—দিব্য হাহাকারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন ! কমলাদেবী বিমল মাতৃত্বের গৌরবে শাশ্বত জননী হইতে বাঞ্ছা করেন—চিরদিন বাৎসল্য সেবায় পুত্রকে লালন পালন করিয়া—তিনি আপ্তকাম সুখে বিরাজ করিবেন ! পুত্রের সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় তিনিও তৎ তৎ ভাবে রসায়িত হইবেন—পুত্রকে ভালবাসিবেন—বক্ষে ধারণ করিবেন—পয়ঃ পান করাইবেন—প্রয়োজন হইলে তিরস্কার করিবেন ! কিন্তু এক্ষণে তিনি পুত্র মাঝে শ্রীযুগল সীতারামের যে ইষ্ট রূপ দর্শন করিলেন—তাহার দিব্য বৈভবে—কমলাদেবীর মুগ্ধ মাতৃত্বের গৌরব স্তিমিত হয়—তাঁহার বিমল বাৎসল্য ধারা সঙ্কুচিত হয় ! কমলাদেবী পরিপূর্ণ মা হইবেন—

পুত্রকে মনোমত ভাব রাগে সজ্জিত করিবেন! কমলাদেবী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—মাতৃত্বের নিদারুণ পুলকে বিগলিত হইয়া—বাষ্প ব্যাকুল নয়নে— শ্রীসীতারামের চরণে পতিত হইয়া—শাশ্বত জননীর আর্ত্ত হৃদয়ের দীন প্রার্থনাটি ব্যক্ত করতঃ গাহিয়া উঠিলেন—

নমো নমো নমো বিভূতি অনুপম লীলায়িত সীতারাম।
দিব্য ভবন কনক কানন করুণার সুখ ধাম॥
চরিত অপার নির্ম্মল সার কান্তা কান্ত সঘন।
নিরবধি সেবা পরমানন্দে দ্বৈত সকল নগন॥
এ দীনা দাসীরে কর কর দয়া অযাচিত মধুময়।
পুত্র রূপে কর শিশু লীলা সুন্দর অনাময়॥
ও রূপ সংবর—ওহে দয়াময়—হইয়া নবীন বালক
মাতৃ রসে বশে রাখিয়া দাসীরে পূর্ণ করিও পালক॥

শ্রীরামবল্লভার অযাচিত করুণায়—কমলাদেবী অচিরেই—কাঙ্খিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখে—সমগ্র লীলা-পটটি পুনরায় রূপান্তরিত হইল। কমলাদেবী নয়ন মেলিয়া দেখিলেন—যে তাঁহার শিশু পুত্রটি পূর্ব্ববৎ নিজ স্থানে শায়িত হইয়া—সেই দিব্য বাল বিনোদে মগ্ন! সেথায় পূর্ব্বের অকথ আলোকপুঞ্জ বা রাসমণ্ডল কিছুই নাই! বালকের সেই হাসি—সেই লীলা—সেই অনিমেষ নয়নে কাহাকে যেন দেখা! কমলাদেবীর পুত্রকে বড় ভাল লাগিল—কমলাদেবী আনন্দ বিগলিত ধারায় পুত্রের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন—তাঁহার শিরদেশ আঘ্রাণ করিলেন! পুত্রও এই অবসরে ক্ষুধার তাড়নায়—মধুর রবে কাঁদিতে লাগিলেন! কমলাদেবী যেন এতক্ষণে—নিজ পুত্র পাইলেন! তাঁহার পুত্র—তাঁহার শিশু—তাঁহার বাছা—তাঁহার প্রাণের প্রাণ! কমলাদেবীর হৃদয় মথিত করিয়া সহসা চিন্ময় মাতৃত্বের প্লাবন আসিল! কমলাদেবী

সেই বাৎসল্য পীযূষ সলিলের কণে কণে একরস মিলনে পূর্ণ দ্রবীভূত হইলেন - অন্তরে ও বাহিরে— তিনি দিব্য পুত্র সুখে পূর্ণকাম হইলেন!

চির কৌতুকময়ী শ্রীরামভল্লভার মুদিত করুণায়—কমলাদেবীর—পুত্র মাঝে ইষ্ট-জ্ঞান— দিব্য মাধুর্য্যে চির অপসারিত হইল - এবং দিনে দিনে— বিগত স্বপ্নের সকল রহস্য কথা—তাঁহার স্মৃতি পটে ম্লান হইয়া আসিল।

চৌদ্দ

সেদিন প্রাতে নব জাতকের শুভ নামকরণ উপলক্ষে—গোপীনাথ গৃহে —গ্রামের পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়াছেন—মৃত্যুঞ্জয় বৈরাগীও সেই সভায় উপস্থিত। জন্মক্ষণে গ্রহ নক্ষত্রের সম্যক বিচার পূর্ব্বক নব জাতকেয় শুভ নাম করণের আচার্য্য সম্মত রীতি বিদ্যমান—পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম বিচারে— জাতকের অশেষ জন্ম কর্ম্মের সমগ্র চিত্রটি প্রতিফলিত হয় - জাতকের শুভ নামের অন্তরালে—নিত্য অবিনাশী আত্মার—বিবিধ লীলা তনুতে যে অবিরল গতি—তাহার সমগ্র সংস্কার—তাহার সমগ্র পরিচয়—নব জাতকের চরিত্রে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়—ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিদ্বৎ অনুভূতি —ইহাই প্রাচীন আর্য্য ধারার সামগ্রিক রূপ। বাস্তবিক এই বিমল দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে জাতকের নাম করণ রূপ শুভ অনুষ্ঠানটি যে সামান্য নহে— তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু এক্ষণে যে মঙ্গলময় শিশুর নাম করণ উপলক্ষে পণ্ডিতগণ সমায়ত—তাঁহার অলৌকিক জন্ম রহস্য— তাঁহার দিব্য রূপ লাবণ্য—শ্রীরামবল্লভার একান্ত গোপ্য চরিত্রে—অবিরল কারুণ্যের যে দিব্য মায়ায় চির পরিমণ্ডিত—তাহা সর্ব্ব বুদ্ধিপর— তাহা সর্ব্ব কল্পনা বহির্ভূত! কিন্তু তথাপি ভগবৎ কৃপা পাত্রের— সমগ্র লীলা চির আপ্তকাম—তাঁহার সমগ্র চরিত্র— লোক সংগ্রহার্থে পর্য্যবসিত—তাঁহার

সমগ্র আচরণ দিব্য করুণা প্লাবিত—এবং ইহাই তাঁহার মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা! এতৎ কারণে ভাগবৎ তনু--অখণ্ড ঐশ্বর্য্যের দিব্য নিধান হইয়াও—সামান্য মানুষের ন্যায় প্রকৃত লীলা করিযা থাকেন—বেদ-বিধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন! দিব্য লোক সংগ্রহার্থে—অনন্য ভক্তের এবংবিধ চরিত মাধুর্য্যের বিমল গাঁথায় উদ্ভাসিত হইয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে বলিলেন—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

—নিজ ভক্তগণকে দিব্য করুণা পীযূষে অনুগৃহীত করিবার বাঞ্ছায়—ভক্ত লীলাতনুধারী স্বয়ং ভগবান সেই সেই মধুর লীলা করিয়া থাকেন—যাহা শ্রবণ কবিয়া—ভক্তগণ অনুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

পণ্ডিত গোপীনাথ দম্পতির শিশুপুত্রের জন্মলগ্নে সমগ্র গ্রহ নক্ষত্রের দিব্য অনুকূল সমাবেশ—বাস্তবিক এরূপ বিচিত্র জন্ম পত্রিকা কদাচিৎ দৃষ্টি গোচর হয়। পণ্ডিতগণ নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিচার অনুসারে জন্ম-পত্রিকাটি বার বার পাঠ করিতেছেন—এবং বার বার মৃত্যুঞ্জয় বৈরাগীর অঙ্কে সুরক্ষিত শিশুটির অঙ্গে—দিব্য লক্ষণগুলি অবলোকন করিতেছেন—তাঁহারা যতই দেখিতেছেন ততই যেন অধিক চমৎকৃত হইতেছেন। অমিত দিব্য লক্ষণযুক্ত বালক—গ্রহ গণেব নিজ নিজ ক্ষেত্রে তুঙ্গী অবস্থান--বাস্তবিক এমত জন্ম পত্রিকার যিনি অধিকারী—তাঁহার কী নাম—পণ্ডিত-গণ ধার্য্য করিবেন? তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন—গোপীনাথ দম্পতির এই পুত্র-রত্ন সামান্য নহে—এই শিশু পুত্র অশেষ মংগলের ধাম—চিন্ময় দিব্যানন্দের কনক ভূমি—এক্ষণে কোন আপ্তকাম সিদ্ধ মহাত্মার দিব্য লীলাচরিত করিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন!

বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় এতক্ষণ চুপ করিয়া পণ্ডিতগণের আলোচনা শুনিতে

ছিলেন—পণ্ডিতগণের দিব্য আনন্দ চিকিত সিদ্ধান্তে—তাঁহার হৃদয়ে চিন্ময় প্রেমের সঞ্চার হইল অবিরল আনন্দ বিস্ময়ে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ—ভাব গদগদ কণ্ঠে সমগ্র ভক্ত সমাজকে লক্ষ্য করতঃ তিনি বলিলেন—ভাই! এই দিব্য বালক নিত্য সুখের কনক পাত্র—অখণ্ড মাধুর্য্যের দিব্য বিগ্রহ—অনন্ত ইহার নাম—অনন্ত ইহার দিব্য চরিত! এক্ষণে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনী শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ইচ্ছায় লীলা তনু ধারণ করতঃ গোপীনাথ গৃহ আলোকিত করিয়াছেন! আজ বহুদিন হইল—গোপীনাথ তখন সামান্য বালক—গোপীনাথের পূজ্য পিতা জনার্দ্দন একদিন আমায় গোপনে বলিয়াছিলেন—ভাই! এই বংশে শ্রীরাম ভক্তির দিব্য চরিত আবির্ভূত হইয়া—ধরণী পবিত্র করিবেন—বালকবেশী শ্রীরাম—স্বপ্নে আমায় এই কথা বলিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন! জনার্দ্দনের সেই কথা আমার হৃদয়ে চির জাগ্রত হইয়া আছে—আমি নিত্য পুলকভরে এই কথা স্মরণ করিয়াছি—শ্রীরামবল্লভার পাদপদ্মে আমি নিত্য প্রার্থনা জানাইয়াছি! মহাভাগবত জনার্দ্দনের কথা মিথ্যা হইবার নহে! আজ গোপীনাথ বংশের সমগ্র মংগল স্রোত—এই একটি দিব্য কনক পাত্রে মিলিত হইয়া—পূর্ণকাম হইল! আমার বাল্য সখা জনার্দ্দনের অব্যক্ত প্রেরণায়—আমার হৃদয়ে—বালকের শুভনাম প্রকাশিত হইয়াছে। এই দিব্য বালক সাধুরাম নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইবেন—সাধুরামই—শ্রীকিশোরীজীর দিব্য লীলাচরিত! আপ্তকাম সন্তের মঙ্গলময় বিগ্রহে—শ্রীকিশোরীজীর নিত্য লীলা!

সাধুই যে জনক নন্দিনী সীতার গোপ্য রূপ! বাস্তবিক অখণ্ড মাধুর্য্যে দিব্য কনক নিলয়—সীতা ও সাধু—এই দুইটি যে সতত পর্য্যায় বাচক শব্দ তাহাই অনুগীত করতঃ স্বয়ং ভগবান বলিলেন—

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভিঃ গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তি ভক্তজন প্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ—আমি ভক্তের অধীন—সুতরাং লোকে আমাকে স্বাধীন মনে করিলেও—আমি যথার্থই ভক্তাধীন—ভক্তজন আমার প্রিয় এবং সাধু ভক্তগণের হৃদয়ে আমি চির বদ্ধ।

প্রেম বিহ্বল কণ্ঠে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া চলিলেন—সাধুরাম এই দিব্য নামের অন্তরালে—শ্রীরামবল্লভার অখণ্ড চরিত মাধুর্য্যটি গোপ্যরূপে সমাশ্রিত হইল! দর্শনে যিনি সাধু—স্বভাবে রাম এবং আনন্দে সাধুরাম—অর্থাৎ যিনি অনন্য প্রসন্ন—অনন্য মধুর—তিনিই দিব্য নাম ও রূপে—সততই সাধুরাম!

মৃতুঞ্জয়ের অপূর্ব্ব কথনে—সমগ্র সমাজ দিব্য ভাবে আপ্লুত হইল—পণ্ডিতগণের মানস নয়নে—সাধুরামের সমগ্র মাধুর্য্যময় চরিতটি সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল—এবং এই শুভনামের পূর্ণ তাৎপর্য্য হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন।

পণ্ডিত গোপীনাথও সমবেত ভক্ত মণ্ডলীকে যথোচিত ভাবে আদর আপ্যায়ন ও দিব্য মর্য্যাদায় পরিতুষ্ট করিলেন। অনুরাগীবৃন্দ সাধুরামের দিব্য গতি—দিব্য জীবন—প্রার্থনা করতঃ—অবিরল মংগল আশীর্ব্বাদে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পণ্ডিত গোপীনাথ দম্পতির এই দিব্য বালক—সাধুরামই হইল আলোচ্য গ্রন্থের—পরানন্দময় আপ্তকাম নায়ক—এই দিব্য অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয় মহাভাগবতের চরণাম্বুজেই—অজস্র সুখের নিত্য বর্ষণ—এই বিমল আনন্দ চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ ধোয়ানই হইল—বিমল ভজনের চিন্ময় বিশ্রাম!

পনের

দিনে দিনে বালক চন্দ্রকলার ন্যায় নিত্য বিকশিত হইতে লাগিলেন—সরসিত কোমল বদনে আধো আধো মধুময় বোল আসিল—একটি দুইটি করিয়া মুক্তা সদৃশ দশন বিন্দু দেখা দিল। বালকের চপল চাঞ্চল্য—মধুর দুষ্টামি ভরা বাল বিনোদ—সকলকেই অস্থির করিয়া তুলিল! দুইটি ছোট ছোট কর কমল ও জানুদ্বয়ে ভর করতঃ গৃহাঙ্গনে সাধুরাম আপন মনে খেলা করিয়া বেড়াইতেন। কমলাদেবী মনোমত বসন ভূষণে বালককে সাজাইতেন—বালকের অদ্ভুত ক্রীড়ায় সমগ্র বেশভূষা অচিরেই ধূলি ধূসরিত হইত! কমলাদেবী ঘরের এক পার্শ্বে পুত্রকে রাখিয়া—যেমনি অন্যত্র গিয়াছেন—সেই অবসরে পুত্র তর তর গতিতে ঘরের বাহিরে আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—কমলাদেবীর যাবতীয় দ্রব্যাদি স্থানচ্যুত করিয়া—দিব্য লীলায় হাসিতে হাসিতে দূরে পালাইয়া গেলেন! ইত্যবসরে কমলাদেবী পুনরায় যথাস্থানে আগমন করতঃ পুত্রের বিচিত্র লীলা সন্দর্শনে—কপট রাগে তাঁহাকে শাসন কবিতে গিয়া—পুত্রের বিচিত্র বিনোদে আপনি নিমজ্জিত হইতেন!

বাস্তবিক বালকের দৌরাত্ম্যে গ্রামের ঘরে ঘরে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল—ঐ বুঝি সাধুরাম কখন ঘরে ঢুকিয়া কী উপদ্রব করে—ঐ কখন আঙ্গিনা হইতে নীচে পড়িয়া যান—ঐ কখন মুঠা মুঠা পথের ধূলা বালি অঙ্গে মাখেন—এই চিন্তায়—সকল গ্রামবাসীগণ সজাগ থাকিতেন।

বাস্তবিক সাধুরামের দিব্য রসময় কথায় সকল ঘরে ঘরে আনন্দের হাট বসিল। কমলাদেবীর সমবয়স্ক সখীগণ সাধুরামের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিতেন—এবং দূর হইতে শিশুর বাল বিনোদ উপভোগ করতঃ দিব্যানন্দ রসে নিমজ্জিত হইয়া স্বতোৎসারিত ধারায় গাহিয়া উঠিতেন-

স্বপন লোকের চাঁদ এলো ঐ দিব্য মোহন পরা।
দুষ্টু মুখে মধুর হাসি নয়ন রসে ভরা॥
মাথায় হেরি কনক চাঁপা কর্ণে বনফুল।
সোনার অঙ্গে কাহার পরশ মনে জাগায় ভুল॥
ঘরে ঘরে বেড়ায় ঘুরে মধুর আনন্দের খান।
পুরবাসীর হরণ করে আহার নিদ্রা পান॥
ঐ রুণু ঝুনুর শব্দ কখন মিলবে এসে কান।
ঐ থপ্‌থপিয়ে আসবে কখন মোদের প্রাণের প্রাণ॥
এই ধ্যানেতেই কাটে বেলা কাজে না যায় মন।
একটুখানি দুষ্টামি তার লক্ষ রাজার ধন॥
মোদের বাছা মোদের মাণিক কিবা মিষ্টি ঝর ঝর।
সকল প্রকার দুষ্টামি তার কাব্য চিরতর॥
স্নেহের চুমা মাতৃ মধু ঝরবে অবিরল।
বক্ষ মাঝে খেলবে সুখে মোদের শতদল॥
নিত্য নতুন বিনোদ শত কণ্ঠে আধো গান।
সোনার রথে আসবে সে যে দিব্য আলোক যান॥
এই সুখেতেই মোদের পরাণ অসীম পথে ধায়।
দিব্য শিশুর দিব্য লীলা নিতুই নবীন হায়॥

এইরূপে পাড়ার ঘরে ঘরে আনন্দের হাট বসাইয়া—শিশু-সুলভ বিমল দৌরাত্ম্যে সকল সংসার অস্থির করিয়া—গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার কোলে পিঠে চড়িয়া—সাধুরাম দেখিতে দেখিতে কখন কী ভাবে পাঁচ বৎসরে পদার্পন করিলেন—তাহা কেহ টেরও পাইলেন না—এতবড় কর্ম্মটি যেন—সবার অলক্ষ্যে—নিত্য রাসের উজান বহাইয়া—আপনি সম্পাদিত হইল।

—৯

ইহার অনতিকাল পরেই—দিব্য পরানন্দ সমারোহে সাধুরামের চূড়াকরণ লীলাটি অনুষ্ঠিত হইল। অনুরাগীবৃন্দ দিব্য বালকের জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের অলোকসামান্য করুণা সরস দীপ্তি ও লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে মুগ্ধ হইতেন—তাঁহাদের মনে হইত—কোন এক অজানা লোক হইতে—কী বিচিত্র এক দেবদূত—চির মংগলময় বার্ত্তা লইয়া ধরাধামে উপস্থিত হইয়াছেন—প্রাণের অকুণ্ঠ প্রাচুর্য্যে ও দিব্য শোভা সমুজ্জ্বল রূপ মাধুর্য্যে—এই অজানা পথিকবর যে অগণিত মানব জীবনের সমগ্র তমিস্রা—আপন দিব্য কারুণ্য বিস্তারে অচিরেই দূর করিবেন—সে বিষয়ে কাহারও এতটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল না! বাস্তবিক এ যেন কোথা হইতে সহসা এক দিব্য আলোকের ঢেউ আসিয়া—তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইল—নিঃসীম আনন্দের মুগ্ধ ধারায়—সেই দিব্য তরঙ্গমালা নিত্য লীলায়িত!

ষোল

বয়সের সাথে সাথে বালকের দিব্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল! এই পরিবর্ত্তন বিচিত্র রূপ রেখায় একাধারে যেরূপ সামগ্রিক—উদার পটভূমিকায়—সেইরূপ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। নব কৈশোরে প্রবেশের সাথে সাথে—শিশুর ক্রীড়া-মধুর দিব্য চাপল্য সহসা যেন এক অকথ করুণামণ্ডিত শান্তি নিকুঞ্জে আত্ম গোপন করিল—ললিত অঙ্গ মাধুরীর কণে কণে—দিব্য সন্ন্যাসীর শম দম নেম নিষ্ঠা ত্যাগ ও ব্রত প্রমুখ সরস লক্ষণগুলি আপনি বিকশিত হইল—বিমল মুখমণ্ডলে অনরাধিত প্রসন্নময় দীপ্তির মধুর সঞ্চরণ—নয়ন পথগামী হইল—স্নিগ্ধ ললাটে আনন্দের জয় তিলক বিনম্র সংকাশে প্রমুদিত হইল! বাস্তবিক বালকের এই পরিবর্ত্তন—সমগ্র চি

কায়-মনের পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে যাহাকে দেখিলে ভাল লাগিত—নয়ন মন· আনন্দ-তৃপ্ত হইত—বার বার দেখিবার বাসনা হইত—এক্ষণে বালকের এই আমূল পরিবর্ত্তনে—সেই সকল চিত্ত বৃত্তিগুলি—অশেষ গুণে বর্দ্ধিত হইয়া—অনুরাগী হৃদয়ে—অকারণে বিমল শ্রদ্ধা ভক্তির সঞ্চার করিল।

সামান্য সরল বালক সাধুরামের কণ্ঠে ঝরিয়া পড়ে—শ্রীরাম নামের পীযূষ ধারা—শ্রীরাম নামের মহা মংগলময় দিব্য কীর্ত্তন কলা—এবং এই স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভজন মাধুর্য্যে—অকথ চিন্ময় ভাস্বরতায়—তাঁহার সমগ্র তনুখানি আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠে—নয়ন দুইটি দিব্য করুণায় সরসিত হইয়া উঠে! বস্তুতঃ তাঁহার উজ্জ্বল কণ্ঠে শ্রীনাম মাধুর্য্যের কী দিব্য ব্যাপকতা—কী চিন্ময় সুধা সিন্ধুর গহন তলে—শ্রীনাম চিন্তামণির অনির্ব্বাণ উৎস! সাধুরামের কণ্ঠে অরূপ নাম—নিত্য রূপ সমারোহে যেন সর্ব্বত্র উল্লসিত হইত! বাস্তবিক কী আনন্দ সমুজ্জ্বল সেই দিব্য নাম ও রূপের চিন্ময় একরস ধারা।

সাধুরাম সর্ব্ব বিষয়েই শ্রীরাম নামের প্রত্যক্ষ রূপ অবলোকন করিতেন—শ্রীরাম নামের দিব্য মাধুর্য্য বিলাসে সমগ্র সত্বাই যে নিমজ্জিত—এই সরল বিশ্বাসে—সাধুরামের চিত্ত-মন সদাই পরিপূরিত! সাধুরামের সকল কার্য্যেই—শ্রীরাম নামের মঙ্গল পরশ। বাস্তবিক সাধুরাম ও শ্রীরাম নাম—এই দুইটি শব্দ ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে—সাধুরাম—শ্রীরাম নামেরই অপর রূপ সাধুরাম ও শ্রীরাম—এই দুইটি শব্দ যেন চিন্ময় একরসত্বে—সদা লয়লীন!

বাল্য সাথীদের সাথে - সাধুরাম সকল কথা প্রসঙ্গেই—শ্রীরাম কথাই র্ত্তন করিতেন। শ্রীরাম নাম—শ্রীরাম লীলা—ইহাই ছিল—তাঁহার ণের প্রাণ--সুখের সুখ! কী অপূর্ব্ব—ভাব মাধুর্য্যে—সাধুরাম শ্রীরাম বলিতেন! তাঁহার অপূর্ব্ব কথা রসায়নের দিব্য ধারায়—তাঁহার সারল্য ও তাঁহার বলিবার মধুর ভঙ্গীতে—গ্রামের সকল বালকগণ

সর্ব্ব খেলাধুলা ,ফেলিয়া—তাঁহাকে গোলাকারে ঘিরিয়া বসিত—এবং তাঁহার দিব্য ভাব-মাধুর্য্যে অচিরেই নিমগ্ন হইত! সাধুরামের সঙ্গ-সুধায় তাহাদের প্রাণের সকল পিপাসা মিটিত—তাহাদের পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা সাধুরামকেই—বালকগণের অধিক ভাল লাগিত! কী মধুর সাধুরামের কণ্ঠ! তাঁহার মুগ্ধ প্রকাশে - কী মধুর নামের উজ্জ্বল তরঙ্গ! কী মধুর সাধুরামের দিব্য পুলকগাত্র! সহসা সাধুরামের প্রতি শ্রদ্ধায় ও অযাচিত ভাব-ভালবাসায় তাহাদের মন উল্লসিত হইত—তাহারা সাধুরামকে—আপন হইতে আপন মনে করিত।

বস্তুতঃ শ্রীরাম নামের মঙ্গল বৈভবে যাঁহার দিব্য উদয়—শ্রীরাম নামের রসাল নিকুঞ্জে—যাঁহার নিত্য নিবাস শ্রীরাম কথায়—শ্রীরাম রসে—তিনি অন্তর ও বাহিরে—সততই শ্রীরামময়। সাধুরাম দেহ জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া—শ্রীরাম রসায়নে—নিমজ্জিত হইয়া—কখন কী ভাবে দিন অতিবাহিত করেন - ক্রমে ক্রমে তাহা সকলের নিকট নিগূঢ় চিন্তার কারণ রূপে দেখা দিল। বাস্তবিক গোপীনাথ দম্পতির একমাত্র শিশু পুত্র—দিব্য শৈশবেই—বিষয় বিমুক্ত উদার সন্ন্যাসীর বিমল গৌরবে—প্রভাতের অরুণ রবির ন্যায়—আপন লীলায় আপনি সমুদ্ভাসিত হইলেন।

যথা সময়েই বালকের শুভ বিদ্যারম্ভ হইল। ইহাও বাস্তবিক অচিন্ত্য কৌতুকময়ীর এক দিব্য লীলা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে—সাধুরামের অঙ্গে অঙ্গে দিব্য জ্ঞানের চিন্ময় বর্ত্তিকা—মুগ্ধ বিশ্বাস ও নৈষ্কপট সারল্যে সাধুরামের সর্ব্ব বিদ্যায়—সর্ব্ব বিজ্ঞান ধারায়—নিত্য অবিরল গতি! সর্ব্বজ্ঞান শিরোমণি শ্রীরাম নামের চিন্ময় ঔদার্য্যে—সর্ব্ব বিদ্যাই সাধু-রামের করতল গত! সর্ব্ব বিদ্যাই সাধুরামের সুবিদিত! কিন্তু তথাপি লোক চরিত্রের দিব্য মর্য্যাদায়—সাধুরাম সামান্য পড়ুয়ার চিন্ময় আসনে অবতীর্ণ!

দেখিতে দেখিতে বিনা বাঁধায় বালকের বিদ্যাধ্যয়ন তর তর গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল—সকল শাস্ত্রেই বালকের অবাধ গতি—চিন্ময় অধিকার—কোন পাঠ্য বস্তু একবার অধ্যয়ন করিলে—তাহা পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখিতে হয় না—সমগ্র বিষয়টিই দিব্য সারল্যে তাঁহার করতল গত হয়। সাধুরামের বিমল বুদ্ধি-বৃত্তির এমত উৎকর্ষ লক্ষ্য করতঃ পণ্ডিতগণ সকলেই অবাক বিস্ময়ে তাঁহার দিকে এক নয়নে চাহিয়া থাকিতেন—তাহারা বালকের জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলে কী যেন দেখিতেন! এবং এই মুগ্ধ দশায় তাঁহারা সহসা বালকের প্রতি দিব্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে বিগলিত হইতেন! সাধুরামও শিক্ষকগণের এই অসমঞ্জস অবস্থা লক্ষ্য করতঃ মধুর কণ্ঠে যাহা বলিতেন—তাহা শ্রবণ করতঃ পণ্ডিতগণ অধিকতর আশ্চর্য্য চকিত হইতেন। দিব্য সরল—মুক্ত কণ্ঠে সাধুরাম বলিতেন—হে দীন দয়াল শিক্ষাগুরু! এই সকল পাঠ-ইহার পূর্ব্বে আমি বহুবার অধীত করিয়াছি এক্ষণে একবার দর্শন মাত্রে—সকল বিদ্যাই আমার স্মৃতি পটে দিব্য শোভায় ঝলমল করিয়া উঠে! আমি বেশ বুঝিয়াছি—বেশ জানিয়াছি—যে শ্রীরাম নামের অঙ্গে অঙ্গে সকল বিদ্যা—সকল জ্ঞানের চিন্ময় সমারোহ—শ্রীনাম রসালযে চিত্ত মন নিমজ্জিত হইলে—হৃদয় অখণ্ড জ্ঞান দীপিকায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে! এই কথা বলিতে বলিতে বালক পরানন্দে গাহিয়া উঠিতেন—

মধুরম্ মধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাম্
সকল নিগম বল্লীষৎ ফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
স ভবতি ভবপারং শ্রীরাম নামানুভবাৎ॥

—মধুর হইতেও মধুর—সকল মঙ্গলের মঙ্গল-শ্রুতি রূপ চৈতন্য বৃক্ষের চিৎস্বরূপ দিব্য ফল—শ্রদ্ধা অথবা হেলায়—যিনি একবার মাত্র

শ্রীরামনাম উচ্চারিত করেন—তিনি অনায়াসেই—এই অজ্ঞান সংসার তিমির অতিক্রম কবেন।

সামান্য বালকের কণ্ঠে—দিব্য আচার্য্য পরম্পরার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শিক্ষকগণ অবাক বিস্ময়ে ভাবিতেন—কে এই যোগভ্রষ্ট দিব্য শিশু! কে এই অজানা লোকের চিন্ময় পথিক! কে এই সত্য প্রেম ও সরল বিশ্বাসের কনক পাত্র! কোথা হইতে এই দিব্য বালকের আগমন! শিক্ষকগণ অধিক ভাবিতে পারিতেন না—দিব্য বালকের চির রহস্যময় গহন তলে কোথায় নিমীলিত হইতেন! সহসা কাহার যেন দিব্য প্রেরণায়—সমগ্র লীলাপটটি রূপান্তরিত করতঃ—সাধুরাম অকপট লীলাচ্ছলে—সাথীদের মাঝে গিয়া আত্মগোপন করিতেন!

পণ্ডিত গোপীনাথ বিমুগ্ধ গৌরবে পুত্রের সাথে দিব্য আলাপে মগ্ন হইতেন! সাধুরামও শ্রীরাম কথার অজস্র ধারায় পিতার কর্ণ যুগলে অমিয় প্লাবন বর্ষণ করিতেন—কী দিব্য সে কথামৃত! কী বিচিত্র সে পরিসিদ্ধ জ্ঞান মঞ্জুল সিদ্ধান্ত! কী বিমল সে আত্ম প্রত্যয়! পণ্ডিত গোপীনাথ—কখনও যাহা শ্রবণ করেন নাই—যাহা কোন ধর্ম্মগ্রন্থে পাঠ করেন নাই—একপ বহু বিষয়ও সাধুরামের কথায় উল্লসিত হইত—তাঁহার কণ্ঠে আচার্য্য সিদ্ধান্ত সমূহের কী ভক্তি রসাপ্লুত চিন্ময় তর্জ্জমা! সকল রহস্যগুলিই যেন চুপি সাড়ে সাধুরামের নিকট ধরা দিত—সাধুরাম আপন ভাবে মগ্ন হইয়া—আপন ইচ্ছা মত—সেই দিব্য রসতত্ত্বগুলি—সরল বাক্যে প্রকাশ করিতেন—কোনরূপ আয়াসপূর্ণ সাধ্য সাধনের লক্ষণও তাহাতে থাকিত না।

পিতা পুত্রের এই বিমল অনুধ্যান একদিন—মৃত্যুঞ্জয়ের গোচরীভূত হইল। মৃত্যুঞ্জয় দূর হইতে বালকের দিব্য কথাগুলি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেছিলেন—মৃত্যুঞ্জয়ের উপস্থিতি—পিতা পুত্রে—কেহই জানিতে পারে নাই। বালকের কথা শেষ হইলে—মৃত্যুঞ্জয় সহসা সেই স্থানে উপস্থিত

হইয়া—আনন্দ মঞ্জুল সংগীতরসে—পণ্ডিত গোপীনাথের ধ্যান সমাধি ভগ্ন করিলেন। মহৎ কারুণ্যে মৃত্যুঞ্জয় ইহার পূর্ব্বে বালকের দিব্য স্বরূপ বিজ্ঞাত হইয়াছেন—তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত সংগীত মাধুর্য্যে—বালকের সেই নিত্য রূপের বিমল বন্দনা আপনি ঝড়িয়া পড়িল—

* এই লভিনু সঙ্গ তব নন্দন হে নন্দন।
শূন্য হৃদয় পূর্ণ হোল ধন্য হোল বন্দন
নন্দন হে নন্দন ॥

বিভোল প্রাণে মিললো আসি।
দিব্য তোমার সুখের রাশি ॥
অঙ্গে অঙ্গে ঝরলো সুধা
দৈন্য বারি ক্রন্দন ॥
নন্দন হে নন্দন ॥

এই রাগ বিরাগের কল্প লোকে নিত্য নব সংগীত।
এই পরশমণি ক্ষণিক ছোঁয়া কনক কৃপায় রঞ্জিত ॥
সবার মাঝে তোমার ছবি।
নিত্য রূপের মোহন কবি ॥
এই আলোকে বইবে প্রাণে
ভক্তি সরস চন্দন ॥
নন্দন হে নন্দন ॥

মৃত্যুঞ্জয়ের বিহ্বল সংগীত ধারায় সমগ্র পরিবেশটি দিব্য জ্ঞানের চিন্ময় আলোকে রঞ্জিত হইল—মৃত্যুঞ্জয়—গোপীনাথ ও বালক সাধুরাম—এক

---

* মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অনুরূপ।

অজানা দিব্য লোকে যেন কোথায় বহিয়া গেলেন ! এই সম্বিৎহারা দশায় কতক্ষণ কাটিল - কে জানে ? সহসা কমলাদেবীব কণ্ঠে সাধুবাম ডাকে—সকলে চমকিত হইলেন—সাধুরামও আব বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জননীব উদ্দেশ্যে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন ।

দিব্য বালকের কণ্ঠে নিবন্তর শ্রীবাম গান শ্রবণ করতঃ গ্রামবাসীগণ—তাঁহাকে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়া অখ্যাত কবিতেন। বাস্তবিক বিমল ভক্তি রসামৃতের নবনীত তনু লইযা প্রহ্লাদ যথার্থই—হ্লাদিনীব প্রকৃষ্টাবস্থা। নিত্য রূপের মুগ্ধানন্দে যাঁহাব দিব্য চরিত - ভগবৎ গুণানুবাদের বিমল কৈঙ্কর্য্যে নিত্য উৎকণ্ঠিত—তিনিই প্রহ্লাদের মুদিত চবিত্র ! অখিল আনন্দকন্দ শ্রীকৃষ্ণে প্রহ্লাদেব স্বাভাবিকী প্রীতি—তাঁহার ভজন শয়ন পরিভ্রমণ - সমুদয় কার্য্য—গোবিন্দ পরিরক্ষিতঃ—অর্থাৎ তাঁহার সমগ্র চিত্ত বৃত্তিই ইন্দ্রিয়পতির চরণারবিন্দে সমর্পিত। শ্রীকৃষ্ণে সমাহিত চিত্ত হইয়া প্রহ্লাদ নিত্য কৃষ্ণময় ! অতি শৈশবেই বিদ্যারম্ভের সাথে সাথে প্রহ্লাদ পিতৃ ক্রোড়ে আরূঢ় হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে দিব্য বাল লীলায় যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন—তাহাই বাস্তবিক নির্ম্মল ভক্ত চরিত্রের দিব্য পূর্ব্বাভাষ ! ভক্তরাজ প্রহ্লাদ চিরন্তন সত্য দ্রষ্টা মহাকবি—পিতার অজ্ঞান অভিমানকে—পুণীত শিক্ষায় উদ্বোধিত করিবার বাসনায় পরম কারুণিক রূপে বলিলেন -

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্যে ! দেহিনাম সদা
সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্ গ্রহাৎ ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনগতো
যদ্ধহিমাশ্রয়েৎ ॥

—হে অসুর শ্রেষ্ঠ পিতা ! দেহে আত্মবুদ্ধি বশতঃ দেহীগণ সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া থাকে—অন্ধকূপ তুল্য গৃহে বিষয়াসক্ত জীবন যাপন

করিয়া আত্মায় অধিগত হয়—সুতরাং গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করতঃ—শ্রীহরিকে আশ্রয় করাই—আমি উত্তম বলিয়া মনে করি!

বাস্তবিক মাত্র পাঁচ বৎসরের শিশুর মুখে—দিব্য প্রারব্ধের কী চিন্ময় প্রকাশ! সামান্য বালকের কণ্ঠে—সত্য-জ্ঞান ও ধর্ম্মের কী বিমল অভিব্যক্তি!

বিমূঢ় অভিমানী হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন যে তাঁহার পুত্রের শৈশবেই বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছে—তাহা না হইলে -তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পরম শত্রু শ্রীহরির নিত্য কৈঙ্কর্য্যে ব্রতী হইবেন কেন? শ্রীহরির দিব্য ভজনে তাঁহার চিত্ত বৃত্তি প্রণোদিত হইবে কেন? মনে মনে এইরূপ বিচার করতঃ শণ্ড ও অমর্ক নামক শিক্ষকদ্বয়ের নিকট হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পাঠাইলেন এবং শিক্ষকবৃন্দকে উপদেশ করতঃ বলিলেন--

বিষ্ণুপক্ষৈঃ প্রতিচ্ছন্নৈর্ন ভিদ্যেতেঽস্যধীর্যথা।

- যেন কোন ছদ্মবেশধারী বৈষ্ণব ভক্ত—প্রহ্লাদের সহিত মিশিয়া—বালকের বুদ্ধিভ্রম না করে।

শণ্ড ও অমর্ক বহু প্রকারে—প্রহ্লাদকে দৈত্যগুরুর ঈপ্সিত মার্গে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু অগাধ সলিলে সুখী মীন যেরূপ আপন ক্রীড়ায় আপনি মগ্ন থাকে—অশেষ আনন্দকন্দ শ্রীভগবানে—প্রহ্লাদের সরল স্বাভাবিকী ভক্তি—সেইরূপ আপন মুগ্ধ লীলায় আপনি বহিয়া চলিল—বহিঃজগতের কোন শক্তি তাহাকে এতটুকু অন্যরূপ করিতে পারিল না।

শিক্ষকদ্বয়ের হস্তে প্রহ্লাদের হরি বিষয়ক বুদ্ধি বৃত্তির বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া—দৈত্যরাজ শিক্ষকদ্বয়কে যথেষ্ট তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করাইলে—শিক্ষকদ্বয় যাহা বলিলেন—বাস্তবিক তাহাই প্রহ্লাদ

চরিত্রের-দিব্য মাধুর্য্য! শিক্ষকগণ বেশ বুঝিয়াছেন যে প্রহ্লাদ সর্ব্ব বিষয় মুক্ত অনন্য ভক্ত—প্রহ্লাদ শ্রীহরি চিন্তায় নিত্য নিমজ্জিত—প্রহ্লাদের এই দিব্য ভক্তি সর্ব্ব পাশ মুক্ত—সর্ব্ব আয়াস শূন্য—সর্ব্ব কাল জয়ী! মহৎ কারুণ্যে প্রহ্লাদের এবংবিধ দিব্য চরিত সুধা পান করতঃ—শিক্ষকদ্বয় নিত্য বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া—দৈত্য গুরু হিরণ্যকশিপুকে যাহা বলিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ভাষায় প্রহ্লাদ চরিত্রের সেই মধুর রূপটি অঙ্কিত করিলে বলিতে হয়—

নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্।

—হে দৈত্যরাজ! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুণ! মহৎ কারুণ্যে - বিমল সংস্কার বশতঃ প্রহ্লাদের হরি ভক্তি বিষয়ক যে বুদ্ধি হইয়াছে—কোন শক্তির দ্বারা তাহাকে কেহই অন্যরূপ করিতে পারিবে না।

বলা বাহুল্য শিক্ষকদ্বয়ের সত্য কথনে—দৈত্যরাজ ক্ষিপ্ত হইলেন—ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইলেন! কিন্তু পিতার এই উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়াও—প্রহ্লাদ বিন্দুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না—চিন্ময়ানন্দের দিব্য লীলা রূপ দর্শন করিতে করিতে—প্রহ্লাদ পিতার সমগ্র ক্রোধানল অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিলেন!

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সাথে সাধুরাম চরিত্রের দিব্য সুসাদৃশ্যটি যথার্থই লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাস্তবিক এই দুইটি চরিত্র—অচিন্ত্য ভক্তির বিমল বৈভবে—ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালের লীলাঙ্গনে—ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে লীলায়িত হইলেও—এই দুই মহান চরিত্র—অখণ্ড একরস মাধুর্য্যের একই কনক পাত্র ব্যতিরেক অন্য কিছুই নহে—আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরামে—স্বাভাবিক প্রীতির দিব্য কনক পাত্র—উভয়েই আনন্দকন্দ ভগবানের দিব্য স্বরূপানন্দের চিন্ময় উৎস!

প্রসঙ্গ ক্রমে সাধুরামের বাল্য জীবনের একটি সামান্য ঘটনা উদ্দীত

করা যাইতে পারে। ঘটনাটি সামান্য হইলেও—সর্ব্বত্র হরি দর্শন রূপ দিব্য অনুভূতির বিমল প্রকাশে – সাধুরাম চরিত্রে ইহা চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল!

একদা বর্ষায় সাধুরাম পাড়ার সমবয়স্ক সাথীগণের সহিত পাঠশালায় যাইতেছিলেন। মেঠো পথ—বর্ষায় পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। বর্ষায় শিশুর দলের বড় মজা! তাহারা বেশ আনন্দে—খেলা করিতে করিতে—পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। এমত সময়ে বালকগণ সহসা যাত্রা পথের একপার্শ্বে—একটি বৃহদাকার কাঁকড়া বিছা দেখিয়া—ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সাধুরামও অন্যান্য সাথীদের সহিত দূরে দাঁড়াইয়া বিছাটিকে দেখিলেন এবং বন্ধুগণের ভয় ব্যাকুল দশা দেখিয়া সরল স্মিত হাস্যে বলিলেন—ভাই! তোমরা এই বিছাটি দেখিয়া এত ভয় পাইয়াছ কেন? আমি এই দুষ্ট বিছাটিকে বশ করিবার মন্ত্র জানি। এই বলিয়া সাধুরাম সকলকে অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় করতঃ বিছাটির সন্নিকটে যাইলেন—এবং তাহার দিকে প্রেমে নয়নে অবলোকন করতঃ মধুময় কণ্ঠে গাহিলেন—

জিনহি নিরখি মগ সাঁপিন বিছী।
ত্যজহি বিষম বিষ তামস তীছী॥

—মহামতি তুলসী কথিত এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে করিতে—সাধুরাম পরম নির্ভয়ানন্দে বিছাটিকে স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন—বিছাটিও সাধুরাম হস্তে দিব্য স্বাচ্ছন্দ্য সুখে আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

বাস্তবিক আপাত দৃষ্টিতে এই ঘটনাটি সামান্য মনে হইতে পারে—কিন্তু যে দিব্য লীলা সমুজ্জ্বল চিন্ময় ভাব রাজ্যে সাধুরামের চিত্ত-মন সদাই প্রবিষ্ট —সদাই জাগ্রত—তাঁহার বিমল পরিপ্রেক্ষিতে—ঘটনাটি আদৌ সামান্য নহে—দিব্য বিচিত্রতায়—দিব্য ভাব সম্পদে—সাধুরাম চরিত্রের উক্ত লীলাটি—ভক্তরাজ প্রহ্লাদ চরিত্র হইতে বিন্দুমাত্র যে পৃথক নহে—তাহা প্রসঙ্গতঃ মন্ত্রটির অন্তর্নিহিত-রূপটি বিচার করিলে বেশ স্পষ্ট হইবে।

আপন প্রাণপ্রিতম দৈবতকে—উদাসী তাপস বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া—অনন্য শ্রীরাম পরায়ণ চিন্ময় সন্তরূপী দিব্য ললনাবৃন্দ—কান্ত দুঃখে অন্তরের ব্যাকুল বেদনায় কাতর হইলেন। লোক পরম্পরায় তাঁহারা অবগত হইয়াছেন যে রাজমাতা কৈকেয়ীর ইচ্ছানুযায়ী—শ্রীরামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য উদাসী তাপস বেষে বনবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে। কোথায় তাঁহদের শ্যামসুন্দর শ্রীরাম অযোধ্যার রাজ সিংহাসন অলঙ্কৃত করতঃ সর্ব্ব জীবের সুখ বর্দ্ধন করিবেন—আর কোথায় তাহার পরিবর্ত্তে—দীর্ঘ দিনের দুঃসহ বনবাস! অনন্য ভক্তবৃন্দের হৃদয়—এই দারুণ তাপে বিগলিত! রাজমাতা কৈকেয়ী কীরূপে এই অচিন্ত্য নিষ্ঠুর কার্য্যটি করিলেন—তাহা তাঁহারা কোনক্রমে বুঝিতে পারিলেন না—কৈকেয়ীর অচিন্ত্য কার্য্যে এতটুকু সান্ত্বনা পাইলেন না। তাঁহাদের মনে হইল—যাঁহার দিব্য মঙ্গল মূর্ত্তি দর্শন মাত্রে—জীবের হৃদয় পবিত্র প্রেমে ঝলমল করিয়া উঠে—যাঁহাকে দেখিলে মুগ্ধ জীব দেহ স্মৃতি হারাইয়া নিত্য সেবায় দিব্য জীবন লাভ করে—সেই অনন্ত কল্যাণ গুণধাম আনন্দকন্দ শ্রীরামের প্রতি কৈকেয়ী কেন এইরূপ আচরণ করিলেন? এই দীর্ঘ বনবাস কালে—তাঁহাদের কান্ত কোথায় শুইবেন? কী খাইবেন? কীরূপে শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবেন? শ্বাপদ সঙ্কুল দুঃসহ বনে কোথায় নিরাপদ আশ্রয় পাইবেন? এইরূপ অনন্য চিন্তায়—কান্তাগণের মন ভারাক্রান্ত হইল। আনন্দকন্দের দিব্য অন্তর মাধুর্য্যের—চিন্ময় রূপ-লালিত্যটি—কান্তাগণের মর্ম্ম বীণায় উদ্গীত করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে ঝরিল—শ্রীরাম রূপের বিমল আরতি—

জিনাহি নিরখি মগ সাঁপিন বীছী।
ত্যজহি বিষম বিষ তামস তীছী—

অর্থাৎ—কোন জন্মে সাধু কৃপায় কোন ভাগ্যবান জীব।
সেই চরাচর পতির হয় সম্মুখ সুশিব॥

যাঁর বারেক দর্শন মাত্রে দিব্য আত্ম সমীক্ষণ।
বিমল আনন্দে তাহা লভিবে তখন ॥
প্রকৃতির পারে এই নিত্য সিদ্ধ জ্ঞান।
যাহার মাধুর্য্যে যায় কৈতব মহান ॥
দেখিতে দেখিতে যাহা দুষ্ট হলাহল।
পরম অক্লেশে হয় মধুর শীতল ॥
কুটিল স্বভাব ত্যজি জীব লভে নিত্য রূপ।
ভক্তি রসামৃত পানে হয় অনিন্দ্য অনূপ ॥

বলা বাহুল্য—একমাত্র অখণ্ড লীলা দর্শনের চিন্ময় ভূমিতে আরূঢ় হইলে —সর্ব্ব ভূতের নিত্য নিধান—শ্রীযুগল রসামৃতের দিব্য দর্শন লাভ হয়। এই অখণ্ড লীলা দর্শনই হইল নিত্য সিদ্ধ ভাগবতোত্তমের দিব্য লক্ষণ। বাস্তবিক শ্রীমদ্ভাগবত কথিত—নব যোগীন্দ্রের অন্যতম যোগীন্দ্র হরির দিব্য সংবাদের মধুর রূপটি উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—যে ভক্ত সর্ব্ব কারণ পরমাত্মন—ভগবানের প্রকাশ—সর্ব্বভূতে দর্শন করেন—এবং পরমাত্মা ভগবানই যে সর্ব্বভূতে অবস্থিত—ইহা অনুভব করেন—তিনি ভাগবতোত্তম। বাস্তবিক এই দিব্য লক্ষণে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ চরিত্র চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল—প্রস্তর নির্ম্মিত মণিময় স্তম্ভ খণ্ডে শ্রীহরি আছেন কিনা—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে—সামান্য বালক বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া - পরম অক্লেশে বলিলেন—নিশ্চয়ই আছেন—তাহাতে আর সন্দেহ কী? হরি সর্ব্বত্র একরস চরিত্রে নিত্য বিরাজমান—দৃশ্যাদৃশ্য সকল বস্তু নিচয়েই—একমাত্র হরিই বিরাজ করেন! ইহাই বাস্তবিক দিব্য জ্ঞানের অচল প্রতিষ্ঠা—ইহাই নিত্য সিদ্ধের দিব্য লীলা প্রবিষ্ট ভাব! ইহাই ভাব রাজ্যের চিন্ময় লীলা মুখর—দিব্য কৃপার পরশ!

এক্ষণে সাধুরামের দিব্য দৃষ্টির সমক্ষে—বিষধর বৃশ্চিকটির সমগ্র রুদ্র রূপ

অপসারিত হইল এবং সেই লীলাতনুর অন্তরালে - অনন্য ভক্তি পরিমণ্ডিত অনন্দকন্দ শ্রীরাম—নিত্য সমুজ্জ্বল রূপে উদ্ভাসিত হইলেন। শ্রীরাম রহস্যের চিন্ময় চাতক—সাধুরাম আনন্দকন্দের নিত্য রূপে মগ্ন হইয়া—পরম নির্ভয়ানন্দে—ক্রুর মতি বিছাটিকে স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন—বিছাটিও বালকের দিব্য অঙ্গে সুখে বিচরণ করিতে লাগিল।

সরল বিশ্বাসী সাধুরাম—সদাই শ্রীরাম মাধুর্য্যে নিমগ্ন—তৎসুখেই নিত্য কৈঙ্কর্য্যে সমাশ্রিত—তদ্‌ভাব ভাবনে সদাই লীলারাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট--ইহাই বাস্তবিক চিন্ময় ভক্তের দিব্য সুকুমার বৃত্তি মধুর রূপ! ইহাই সাধুরামে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ চরিত্রের দিব্য প্রকাশ!

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে অনন্য ভক্তের এই অখণ্ড লীলা দর্শন—জ্ঞান মার্গের দিব্য পরিসমাপ্তি হইতেও অধিক মধুব। বাস্তবিক অনন্য প্রপন্নতা ও বিমল ভজন পার্থক্যেই—ভাব-ভক্তি ও জ্ঞান রাজ্যের —এই চিন্ময় অন্তর!

বৃশ্চিকটিকে দর্শন মাত্র—সাধুরামের চিত্তে স্ফরিত হইল—শ্রীরাম রূপের অনন্য বিলাস—মহামতি তুলসীর অনুপম গিরায়— সাধুরামের অন্তরের এই দিব্য পুলক প্রবাহটি উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

বিশ্ব রূপ রঘুবংশমণি বচন করহু বিশ্বাস।

বলা বাহুল্য বিমল ভজনানন্দীর উপরি উক্ত চিন্ময় অনুভূতিটি - যে অসামান্য দিব্য জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—অনন্য ভক্তের—যে কান্তা প্রেমে চির উজ্জল—তাহা যথামতি বিস্তার করিলে বলিতে হয়—

ভজন জ্ঞানের দিব্য আলোকে বিশ্ব হেরিলে ভাই।
অনু পরমাণু সকলি শ্রীরাম অন্য কিছুতো নাই॥
চিন্ময় রামের দিব্য মায়ায় অখিল ভজন ময়।
কান্ত রামের মুগ্ধ ললনা এই কর নিশ্চয়॥

নিত্য লীলার পরমানন্দে শ্রীরাম সমুজ্জ্বল।
ভাবে ভাবে হোল অনন্তানন্ত মহারাস মণ্ডল ॥
যে বুঝিল ভাই একথা দিব্য পরা সুখে গেল ভাসি।
নিত্য রাসে মজ্জন করি হইল যে সুখ রাশি ॥

বলা বাহুল্য ভগবতী শ্রুতির দিব্য ভাষণ—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বৈব ব্রহ্ম—ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই—জ্ঞান মার্গীর এই দিব্য কথন অপেক্ষা তুলসীর ভজন মধুর—বিদ্বৎ অনুভূতিটি আরও অধিক মর্ম্মী—আরও অধিক উজ্জ্বল।

বস্তুতঃ শ্রুতি সমগ্র প্রচেষ্টায় পরোক্ষ প্রিয় শ্রীভগবানের যে অখণ্ড ভজন রহস্যটি কেবল মাত্র আভাষে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলেন—অনন্য ভক্ত উন্মুক্ত চিত্তে—অনন্তানন্তের—সেই গোপন রহস্যটি বিশ্বের রাজ দরবারে বিস্তারিত করিলেন। মহামতি তুলসী - ভগবতী শ্রুতির দিব্য বচন - সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ইহার পদাঙ্কানুসারে কেবলমাত্র - বিশ্বরূপ রঘুবংশমণি - বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন না—তাহার সাথে সমগ্র সাধক কুলকে সচেতন করতঃ বলিলেন বচন করহু বিশ্বাস অর্থাৎ ইহাই অনন্ত জীবনের দিব্য সাধকোত্তর জ্ঞানের পরিসমাপ্তি—হে সাধককুল ইহাকে সাদরে গ্রহণ কর! ইহাই ভক্তের চিন্ময় করুণা রহস্য! অযাচিত মহৎ কারুণ্যে জীব নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইলে—সাধকের সমগ্র জ্ঞান প্রেমাভক্তির মধুর সলিলে নিষ্ণাত হইয়া অনন্য করুণা মাধুর্য্যে পরিমণ্ডিত হয়। তুলসীর দিব্য কথনটির মর্ম্মে মর্ম্মে—বিমল ভাব রাজ্যের চিন্ময় করুণা রাশি উথলিয়া পড়িতেছে। অনন্ত জন্মের চিন্ময় জ্ঞানার্জ্জনে—সাধক যে এই দিব্য লীলা রহস্যের চির প্রপন্নতা অর্থাৎ সিদ্ধ কৈঙ্কর্য্য লাভ করিয়া থাকেন তাহাই উদ্গীত করত শ্রীভগবানের দিব্য রূপ বিশেষ—ভগবতী শ্রুতি প্রলয়ায় বলিলেন—

বহুনাম্ জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাম্ প্রপদ্যতে।

অর্থাৎ—অনন্ত জন্মের সিদ্ধ জ্ঞানার্জনে সাধক দিব্য প্রপন্নতা লাভ করিয়া থাকে!

বাস্তবিক এই দিব্য ভাব-অনুপ্রবেশই হইল অখণ্ড জ্ঞানের চিন্ময় প্রপূর্ত্তি।

সামান্য বালকগণ—সাধুরামের এবংবিধ দিব্য চরিত্র বিজ্ঞাত না হইলেও—তাঁহারা মনে মনে বেশ অনুভব করিতেন যে সাধুরাম অপর-পাঁচজন বালকের ন্যায় সামান্য নহেন—অলৌকিক দিব্য শক্তিতে—সাধুরামের সমগ্র চরিত সর্ব্ব ভাব ও ভাষা পর—চিন্ময় আনন্দ সমারোহে ইহা মধুর হইতেও মধুর—দিব্য করুণায়—ইহা পূর্ণ শতদল হইতেও দিব্য বিকশিত!

সাধুরামের বাল্য জীবনের আর একটি বিশেষ চরিত্র চিন্ময় রহস্যে চির অবিজ্ঞেয় হইয়া রহিল। পাড়ার সাথীগণ প্রায় দেখিতেন—যে সাধুরাম একাকী নিভৃত কুঞ্জে কাহাদের সহিত যেন নিত্য নানা রূপ বিনোদ করিয়া থাকেন। গ্রামের অনেকেই সাধুরাম চরিত্রের এই আলৌকিক বৈভব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে সাধুরাম একান্তে পুষ্পোদ্যানে—দিব্য দেহধারী কয়েকজন মহাত্মাবৃন্দের সহিত যেন প্রেম ভালবাসা ও দিব্য ক্রীড়ায় মগ্ন! দূর হইতে অবাক বিস্ময়ে পাড়ার সাথীগণ—সাধুরামের এই দিব্য চরিত্র উপভোগ করিতেন। সাধুরাম এইরূপে কতক্ষণ তাঁহাদের সহিত নানারূপ আমোদ করিলেন এবং সহসা বালকগণের দেখিতে দেখিতে—সেই অলৌকিক রূপ সম্পন্ন মহাত্মাবৃন্দ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেন এবং সাধুরামকে একাকী রাখিয়া তাঁহারা অন্যত্র গমন করিলে পর সাধুরামও যেন কিরূপ আনমনা হইতেন! সাথীগণ দিব্য ভাব-ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে সাধুরামকে যখন জিজ্ঞাসা করিতেন—

ভাই সাধুরাম! তুমি এতক্ষণ কাহাদের সহিত খেলা করিতেছিলে? কে তাঁহারা একণে কোথায় গেলেন?

বন্ধুগণের এই প্রশ্নে—সাধুরাম দিব্য ভাব ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতেন—ভাই! আমার সদাই মনে হয়—কয়েকজন দিব্য দেহধারী মহাত্মাবৃন্দ আমায় সতই নানা প্রকারে মধুর সঙ্গ দান করিতেছেন—আমার সাথে তাঁহোরা নিত্য নানারূপ ক্রীড়া করেন—আমায় কত প্রকারে আদর করেন—কত বাৎসল্যে তাঁহারা আমার নিকট নিত্য আসেন—আমায় সস্নেহে বক্ষে ধারণ করেন—কত নূতন নূতন মধুর কথায়—আমায় দিব্য রসায়িত করেন! কী মধুর তাঁহাদের ভাব! কী মধুর তাঁহাদের আলিঙ্গন—কী মধুর তাঁহাদের রসাল সঙ্গ! তাঁহারা দিব্য নৃত্য গানে—আমায় যেন কোন্ অচিন দেশে লইয়া যান—কী উজ্জ্বল সেই দেশ—কী আনন্দ-রসাপ্লুত সেই দিব্য পরিবেশ!

সাধুরাম ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে পারিতেন না—উজ্জ্বল ভাব-রসে তাঁহার কণ্ঠ স্তব্ধ হইত—দিব্য করুণায় তাঁহার মুখমণ্ডলটি প্রদীপ্ত হইত—সাধুরামের সীমিত লীলাতনু যেন দিব্যানন্দে ভুবনে ভুবনে বিস্তৃত হইত! সাধুরামের দিব্য দশা দেখিয়া বালকগণের মনে হইত—সাধুরাম যেন কোন্ অজানা দেশের নিত্য কিশোর—অশেষ করুণা সমারোহে সাধুরাম এই ধূলির ধরণীতে—সুরভিত কুসুম সম আপনি বিকশিত হইয়াছেন!

পরম অলৌকিক লীলা মাধুর্য্যে সাধুরামের চরিতটি অবগুণ্ঠিত হইলেও—সাধুরামকে বালকদের বড় ভাল লাগিত—সাধুরাম চরিত্র সর্ব্বতোভাবে অসামান্য হইলেও—তাঁহার সান্নিধ্যে—তাঁহার সঙ্গ-সুধায়—কোনরূপ ভয় বা আশঙ্কার এতটুকু অঙ্কুশও ছিল না—বস্তুতঃ তাঁহার মুগ্ধ সারল্য ও সহজ প্রেম-বিশ্বাস—অকথিত দিব্যানন্দে চির আকর্ষণীয় ছিল!

সাধুরামের কণ্ঠে ভাগবত কথা—ভাগবৎ নাম—এমত সহজ ও সুনির্ম্মল ধারায় বর্ষিত হইত যে তাহা শ্রবণ করতঃ বালকদের মনে হইত

সাধুরাম যেন ঐ সকল দিব্য প্রসঙ্গেরই সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত— দিব্য সম্বন্ধে -- সাধুরাম যেন ঐ সকল রসাল কথার এক মহান অঙ্গ বিশেষ ! বস্তুতঃ তাহা না হইলে সাধুরাম কী প্রকার এমত মর্ম্মী কথায়—এমত উৎফুল্ল হৃদয়াবেগে—ঐ সকল কথা ব্যক্ত করিবেন ! এইরূপে বালকগণ সাধুরাম কণ্ঠে রামায়ণ-ভাগবৎ কীর্ত্তিত - কত মধুর কথা শ্রবণ পানে— বিকল চিত্ত হইয়া দেহ স্মৃতি হারাইতেন !

সাধুরামের বাল্য জীবনের আর একটি বিশেষ পরিচয় সততই উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য তাঁহার অন্যান্য চরিত্রের ন্যায়– এই দিকটিও ছিল—অশেষ মাধুর্য্য মণ্ডিত। সাধুরাম সকল কার্য্যেই ছিলেন সিদ্ধ হস্ত— সামান্য খেলায় বালকগণ—তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছেন। বাল্য কালেই সাধুরাম দিব্য নিপুণ শিল্পীর ন্যায়—নানারূপ মূর্ত্তি গড়িতে পারিতেন —তাঁহার কর কমলের শ্রীরাম-কৃষ্ণ-মহাদেব প্রমুখ দিব্য ভগবৎ চরিত্রের মৃন্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া—কে না বিস্ময়ে অবাক হইয়াছেন ! শ্রীরাম ভক্তির অখণ্ড ভাণ্ডারী—শ্রীরাম রসের দিব্য উৎস—জনকনন্দিনীর দিব্য মানস পুত্র– ভাগবৎ শিরোমণি শ্রীহনুমানজীর দিব্য মূর্ত্তি রচনায়- সাধুরামের অধিক আগ্রহ লক্ষ্য হইত। বাল্যাবধি সহজ স্বাভাবিক ধারায় হনুমানজী ছিলেন সাধুরামের বড় প্রিয়—বস্তুতঃ নিত্য রসাল সম্বন্ধে এই দুইটি চরিত্র সদাই একধর্ম্মী—সদাই অনন্য প্রাণ। হনুমানজীর দিব্য প্রসন্নতা লাভে— সাধুরামের মুগ্ধ সারল্য—অযাচিত ভাবে—মারুতি মহারাজের পাদ পদ্মে আপনি উৎসর্গীত হইত !

হনুমানজীর এক হস্ত সন্তগণের যোগক্ষেম বহন করিবার জন্য সাগ্রহে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত এবং অপর হস্তটি সমগ্র প্রতিকূল বিঘ্নের দিব্য হন্তারক রূপে বিস্তারিত—মুখ মণ্ডল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণ তেজ ও বীর্য্যে উদ্ভাসিত ও নয়নদ্বয় অপার করুণায় সরসিত—এই দিব্য রূপে হনুমানজীর মৃন্ময় মূর্ত্তিটি—সাধুরামের হস্তে অতি অনায়াস বুদ্ধিতে আপনি প্রকটিত হইত।

সাধুরামের এবংবিধ দিব্য কর্ম্ম নৈপুণ্যে সকলেই বিস্মিত হইতেন—সকলেরই মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে শ্রীরামায়ণ কীর্ত্তিত বানররাজ নলের অখণ্ড ইষ্ট সেবা রূপ—দিব্য শিল্পী মনটি এক্ষণে সাধুরামের মুগ্ধ চিত্তে রুচির আশ্রয় পাইয়া—লোক চরিত্রে সাধুরামের দিব্য রূপ কলা প্রদর্শনে সুধন্য হইল।

দেখিতে দেখিতে সাধুরাম গ্রামের সকলের নিকট দিব্য আশ্চর্য্যের মঙ্গল বিগ্রহে পরিণত হইলেন। বলা বাহুল্য—জনগণের এই আশ্চর্য্য অনন্ত সুখ পরিপূর্ণ—সাধুরাম সর্ব্বতোভাবে অসামান্যও হইয়া বিমল মাধুর্য্যে গ্রামবাসীগণের পরমাত্মীয় হইতেও নিকট বন্ধু—সাধুরাম নিত্য আপন ভাবে নিমগ্ন থাকিলেও তাঁহার বিমল মাধুর্য্যে সমগ্র গ্রামবাসীগণের মুগ্ধ পরিচয়—অপর পক্ষে সাধুরাম ব্যতিরেকে পুরবাসীগণ আপনাদের পৃথক অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইতেন না - অণোরনীয়াণ মহতো মহীয়ান্ এর ন্যায়—সাধুরাম—সকলের হইয়াও সর্ব্বাতিরিক্ত—সকলের অন্তরেই সাধুরাম—সাধুরাম হৃদয়ে পুনরায় সকলে সুখে মিলিত হইত—বস্তুতঃ সাধুরাম সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃতিক পরিমাপের ঊর্দ্ধে। তথাপি সাধুরামের সরল স্বাভাবিক চরিতগুলি এত অনাবিল—এত কোমল—এত মধুর ও এত অন্তরঙ্গ যে সাধুরাম অনন্য সাধারণ হইয়াও দিব্য সামান্য বৎ প্রতীত হইতেন! মধুর প্রশান্তি ঝরা বালকের মুখ মণ্ডল—দিব্য করুণাপ্লুত বালকের দীপ্তি—উদার আনন্দ ঢল ঢল তাঁহার অঙ্গ কান্তি! তাঁহার সান্নিধ্যে—মনের সর্ব্ব বিবাদ আপনি কাটিয়া যায়—সর্ব্ব শঙ্কা দূর হয়—দিব্য জ্ঞানে—উৎফুল্ল ভাব ও ভালবাসায়—হৃদয় সততই ভরিয়া উঠে!

বৃদ্ধ গ্রামবাসীগণ কাতর ছল ছল নেত্রে সাধুরামকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিতেন—সাধুরাম! তোমায় দেখিলেই মন আনন্দে ভরিয়া উঠে—বাস্তবিক ইহার কারণ কী? তুমি কোথায় এরূপ আনন্দের সন্ধান পাইলে? কোথায় তুমি এমত সরল নৈষ্কাপট্য—এমত দিব্য বিশ্বাস—লাভ করিলে?

তোমার বিমল মাধুর্য্যের সামান্য কণিকামাত্র লাভ করিলে—জীবন চির পবিত্র হয়—সংসার ভ্রমণ চির সার্থক হয়! ভাব গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বৃদ্ধগণ সাধুরামের দিব্য পূজায় মুখর হইয়া উঠিতেন—অখণ্ড পবিত্রতা ও দিব্য সারল্যের চিন্ময় মুকুর সম—সাধুরামের সমক্ষে—বৃদ্ধগণ নিজ নিজ অবসাদ ভারে সঙ্কুচিত হইতেন এবং আপন মনের নিত্য গ্লানি প্রকাশ করতঃ মর্ম্মী ব্যথায় দিব্য বালককে বলিতেন—সাধুরাম! এই সংসার মরুতে আমরা দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিলাম -কোনদিন তোমার সুখের কণাও আস্বাদন করিলাম না—কী উপায়ে তোমার এই দিব্য প্রশান্তির পথে—আমরা আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে পারি? সাধুরাম আমরা বেশ বুঝিয়াছি—তুমি বালক হইলেও—সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী · তুমি দিব্য উপদেশে আমাদের হৃদয় অন্ধকার দূর করতঃ - চিন্ময় প্রকাশে রঞ্জিত কর।

সরল বৃদ্ধগণের কাতর ক্রন্দনে বালক বিচলিত হইতেন—তাঁহাদের দুঃখে বালকের চক্ষু দুইটি করুণা ধারায় টল টল হইত—বালক সর্ব্বান্তঃকরণে মনে মনে প্রার্থনা করিতেন—

সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বেষাম্ মঙ্গলমস্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ॥

—সকলেই সুখী হউক—সকলেই নিরাময় হউক সকলেরই মঙ্গল হউক—কাহারও দুঃখ যেন না হয়।

বৃদ্ধগণ বালকের এই ধ্যানমগ্ন মুখরাবিন্দের প্রতি অবিচল নয়নে তাকাইয়া থাকিতেন—তাঁহার মুখপদ্মের মধুময় উপদেশ শ্রবণ করতঃ বৃদ্ধগণ জ্বালা জুড়াইবেন—এই আশায় তাঁহারা একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেন! কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ বালক মধুর কণ্ঠে বলিতেন—আমি সামান্য বালক—আপনাদের আমি কী বলিব? তথাপি আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ বলি যে—আত্ম বিস্তারেই সুখ—আত্ম বন্ধনেই

দুঃখ—সংসারের যাবতীয় কর্ম্মে আমরা নানারূপে—পরম. দুঃখ দায়ক অভিমানকেই প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকি—অভিমানে সুখ নাই—সুখের বিন্দুও নাই! দিব্য সুখ স্বরূপ শ্রীরামকে—জীবনের প্রতি কর্ম্মে—প্রতি অঙ্গে—চিত্ত কায় মনে প্রতিষ্ঠিত করিলে—অজস্র সুখাধারে জীবন তরতর গতিতে বহিয়া চলে। অসার সংসারকে আমরা নিত্য সত্য রূপে অনুভব করি—এতৎ কারণে আমরা প্রতি মুহূর্তেই দিব্য স্বরূপ হইতে পৃথক হইতেছি—কিন্তু তথাপি আমাদের অজ্ঞানতার শেষ নাই! মহৎ কারুণ্যে শ্রীরামরূপ শ্রীরামনাম—শ্রীরামভক্তির দিব্য সঙ্গ করিলেই—মানব জীবন অযাচিত ভাবে দিব্য সুখের ভাণ্ডারে পরিণত হইবে। মুগ্ধ করুণাপ্লুত ভাব ধারায় বিগলিত হইয়া সাধুবাম প্রসঙ্গতঃ বিষয় বনিতা সুখ যে কিছুই নহে—তাহাই মহামতি তুলসীর দিব্য গিরায় কীর্ত্তিত করতঃ বলিতেন—

ধরনী ধামু ধনু পুর পরিবারু।
সরগু নরকু জঁাহা লাগি ব্যবহারু॥
দেখিঅ শুনিঅ গুণিঅ মন মাহী।
মোহ মূল পরমারথ নাহী॥

অর্থাৎ—বিষয় বনিতা সুখ পুত্র পরিবার।
স্বর্গ নরক তথা সকল ব্যবহার॥
করিও বিচার মনে দেখিও শুনিও।
এ সকল মোহ মূল নহে বরণীয়॥
পরমার্থ তত্ত্ব এক শ্রীরাম ভকতি।
যাহার প্রসাদে জীব লভে দিব্য গতি॥
নশ্বর সংসার মোহ হয় ছিন্ন মূল।
অনন্য ভজনে তবে পায় সেবা অনুকূল॥

বৃদ্ধগণ এতক্ষণ মুগ্ধ চিত্তে যাহা শুনিলেন—যাহা বুঝিলেন—যাহা পান করিলেন—সমগ্র জীবনে তাহা—ইতঃপূর্ব্বে—কখনও লব্ধ হয় নাই!

বালকের দিব্য ভাষণে—বৃদ্ধগণের হৃদয় দুয়ার যেন সহসা খুলিয়া গেল—তাঁহারা সেই উন্মুক্ত হৃদয়ে দেখিলেন—চিন্ময় জ্ঞানরাজ্যের এক চিন্ময় প্রকাশ—যেথায় মহারাজা পরীক্ষিতের দিব্য সংশয় দূর করতঃ পরমহংসবর্য্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্য মানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্ব্বিরক্তি র্ভগবৎ প্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

—যেমন প্রতি গ্রাসে অন্নের সহিত ভোজনকারীর সুখ উদর পূরণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি একই সাথে হইয়া থাকে—সেইরূপ ভগবৎ লীলা——ভগবৎ নাম—ভগবৎ গুণগ্রাম কীর্ত্তন কারী ব্যক্তির—ভগবৎ দর্শন তথা ভক্তিরূপা পরমা শান্তি ও বিমল বিষয় বৈরাগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ দিব্য ভাবনায় শ্রীহরির চরাণরবিন্দ সেবা করিলে—মানব জীবন চির আনন্দাপ্লুত শান্তি সদনে রূপান্তরিত হয়।

এই দিব্য দর্শনে—সহসা তাঁহাদের মনে হইল—স্বয়ং শুকদেব গোস্বামী—ভিন্ন তনু—ভিন্ন কলেবরে—বালক সাধুরাম হইয়া—তাঁহাদের নিকট দিব্য বাণী কীর্ত্তন করিলেন! অচিন্ত্য ভাবনায় সাধুরামের প্রতি আনত শ্রদ্ধায়—তাঁহাদের মন পরিপূরিত হইল—সাধুরামের সরল সেবায় তাঁহাদের হৃদয়—পরাপ্রেম উল্লসিত হইল—তাঁহারা মনে মনে দিব্য ক্রীড়া মগ্ন বালককে প্রণাম করতঃ মুগ্ধ চিত্তে নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সমগ্র গ্রামের আনন্দের মুখ্যমণি হইয়া—শ্রীরামভক্তির দিব্য কোকিল কণ্ঠ হইয়া—শুষ্ক নীরস হৃদয়ে মঞ্জুল প্রেম সরসতার বীজ বপন

করিয়া ঘরে ঘরে দিব্য লীলায় দধি চূড়া পায়স মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া—সাধুরাম দেখিতে দেখিতে আট বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই শুভ অবসরে পণ্ডিত গোপীনাথ দম্পতি—বিমল আনন্দ সমারোহে—সাধুরামের উপনয়ন লীলাটি সাঙ্গ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়া হইয়াছে—সাধুরামের প্রতি কার্য্যই লোক মর্য্যাদা রক্ষা হেতু—সাধুরাম বাল্যাবধি সত্য প্রেম ত্যাগ নিষ্ঠা অহিংসা দয়া ক্ষমা আর্জ্জবতা প্রমুখ দিব্য গুণে বিভূষিত হইয়া চিন্ময় ব্রাহ্মণ! এই সকল দিব্য গুণাবলী—সাধুরামকে কোনরূপ আয়াস পূর্ণ সাধনে অর্জ্জন করিতে হয় নাই—প্রকৃত পক্ষে—এই সকল দিব্য গুণরাশি সাধুরাম হৃদয়ে মঙ্গল আশ্রয় লাভ করতঃ চির সুধন্য হইল। সাধুরাম যথার্থই দ্বিজোত্তম—জন্মাবধি সাধুরাম সমগ্র ব্রাহ্মণ কূলের দিব্য ব্রাহ্মণ!

কিন্তু এক্ষণে দিব্য লোক চরিত্রে—পণ্ডিত গোপীনাথ গৃহে—বেদ মন্ত্র ও স্বস্তি বচনের মঞ্জুল ধারা প্রবাহিত হইল! সাধুরামের মুণ্ডিত মস্তক—কর কমলে নবীন যজ্ঞদণ্ড—গলে দিব্য যজ্ঞোপবীত—আভূষণে গৈরিক বসন—নয়নে প্রেম তীর্থের বারি—মুখ মণ্ডল দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—এই সকল ঐশ্বর্য্যের দিব্য সমন্বয়ে—সাধুরামকে সত্য সত্যই শ্রীমদ্‌শংকারাচার্য্যের নবীন রূপ বলিয়া প্রতীত হইল! সকলেই এই দিব্য রূপ মাধুর্য্যের বিমল যশোগানে নিজ নিজ রসনা পবিত্র করিলেন!

সাধুরামের বিমল কথায়—তাঁহার দিব্য জীবন প্রার্থনায়—সেদিনকার মংগল উৎসবটি আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিল। গোপীনাথ দম্পতিও সমগ্র বন্ধুবর্গকে যথোচিত সম্মান পুরঃসরে পরিতুষ্ট করতঃ নিজানন্দে মগ্ন হইলেন!

সতের

শুভ উপনয়নের সাথে সাথে সহসা সাধুরামের জীবন তরীর দিব্য গতি—নবীন ধারায় রূপান্তরিত হইল। কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায় বালকের অন্তরে—দিব্য বৈরাগ্য সহস্র শিখায় প্রদীপ্ত হইল। রসাল কুঞ্জের ন্যায় বালকের দিব্য মূর্ত্তি—মুখমণ্ডলে—আনন্দের স্নিগ্ধ ধারা—অঙ্গে অঙ্গে নিষ্কাম ত্যাগ ও ও ব্রতের সরসিত অঙ্কন! সাধুরামের জীবন বর্ত্তিকা শ্রীনাম চিন্তামণির দিব্য প্রকাশে চির উদ্ভাসিত—সুষমা মণ্ডিত দিব্য লীলাতনুর উদার বৈভবে—অশেষ জনগণের সর্বকাম প্রদ রূপে—সাধুরাম মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন! দিব্য মনুজ লীলায়—নিগূঢ় ভাগবৎ ধর্ম্মের রহস্যময় সংলাপ গুলি সরসিত ধারায় সুব্যক্ত করিবেন—অযাচিত প্রেমে ভুবন ভরিবেন—শম-দম-নেম-নিষ্ঠা-তিতিক্ষা-আত্মা-নিবেদন প্রমুখ দিব্য সাধনগুলি চির আনন্দময় মুগ্ধ আচরণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন—ইহাই তাঁহার অখণ্ড সত্তার বিমল নির্য্যাস! সাধুরাম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনী শ্রীকিশোরীজীর আত্মস্বরূপ দিব্য বালা! শ্রীকিশোরীজীর অচিন্ত্য বৈভবে-সাধুরাম চির প্রশান্ত! জনকনন্দিনীর দিব্য ইচ্ছায়-তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ লীলায়িত—অনন্ত জীবনের পরিপূর্ণ ঈক্ষণে—সাধুরাম দিব্য অনন্তানন্তনয়! বাস্তবিক তাঁহার প্রাণারাম মনুজ লীলায়—বহু জীবনের উজ্জ্বল অভিলাষগুলি সূক্ষ্ম রূপে দিব্য প্রকটিত—সেই সকল মহান জনগণের মঙ্গল উৎকণ্ঠা পরিপূরণার্থে সাধুরামের আনন্দ ঝরঝর জীবন নাট্যের—বিচিত্র বিলাস!

আপ্তকাম বৈরাগীর ইষ্ট প্রেমের যে মধুর চরিত—বেদ মার্গগামী নবীন ব্রহ্মচারী সাধুরাম এক্ষণে সেই নিত্য রমণের গোপ্য লীলায় সুখে প্রবেশ করিলেন। একাধারে অখণ্ড বৈরাগ্য ও অপরদিকে দীন ভক্তের

নিষ্কেবল শরণাগতি—এই দুই রসাল নিকুঞ্জের শীতল ছায়ায়—সাধুরাম সুখে বিচরণ করিলেন !

বাল্যাবধি সাধুরাম নিঃসঙ্গ ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতে বাঞ্ছা করিতেন ––বয়সের সাথে সাথে—তাঁহার হৃদয়ের এই দুর্ব্বার গতি—দিন দিন আপন মার্গে আপনি অগ্রসর হইয়াছে—এক্ষণে সাধুরাম বিজন বন বিহারী দিব্য সন্তের ন্যায়—প্রায়ই একাকী থাকিতেন। সবার অলক্ষ্যে—সবার অন্তরালে—তাঁহার সুকুমার চিত্ত—কী মধুর সেবায়—কী মধুর ভজন-ভাবে-কী কাতর ক্রন্দনে—নিরবধি ক্ষরিত হইয়াছে—তাহার সংবাদ কেহ না জানিলেও—ইহা সহজে প্রতীত হয় যে—তাঁহার শ্রীরামানন্য চিত্ত মন--আপনি দ্বৈত পদতলে—বারে বারে আপনারে নিঃশেষিত করিয়াছে !

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনী শ্রীজনক নন্দিনী—বেদ-বিধি প্রমুখ অনন্ত মর্য্যাদার দিব্য কনক ভূমি—তাঁহার চিন্ময় মানস পুত্র যে সেই দিব্য করুণাপ্লুত বিমল মর্য্যাদা—পূর্ণ রূপে পালন করিবেন—তাহা কোনরূপ সন্দেহের অপেক্ষা রাখে না। সাধুরাম দিব্য মনুজ লীলায় অবতীর্ণ—সামান্য নর তনুধারীর সমগ্র ইচ্ছায—তাহার ব্যাপক প্রেরণায়—তাহার অশেষ প্রচেষ্টায়-সেই দিব্য মনুজ লীলার চরিতার্থ বিলাস! মনুজ লীলার মর্য্যাদা হইল যে—দিব্যধাম বাসী ভগবৎ কৃপা পাত্র অচিন্ত্য লীলা কারণে—নরতনু আশ্রয় করতঃ ভগবৎ ইচ্ছা পালন করিলেও—নিজেরে সামান্য প্রাকৃতিক নরের অধিক রূপে বুঝিতে পারেন না—তাঁহার সমগ্র আচরণ অজ্ঞ জীবেরই ন্যায় প্রতীত হয়—কারণ ইহাই শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ইচ্ছা ! ঈশ্বর জ্ঞানে—অবতার জ্ঞানে—মনুজ লীলা ব্যাহত হয়—দিব্য প্রেমরস—পূর্ণ রূপে বিস্তারিত হইতে পারে না—এতৎ কারণে—সাধুরাম চরিত্রে অসামান্য মাধুর্য্যরাশির সমাবেশ লক্ষিত হইলেও—সাধুরাম নর-লীলায় অবতীর্ণ—সাধুরাম সামান্য নর চরিত্র অনুগমন করিতেছেন

—তাঁহার সমগ্র প্রেম প্রীতি দয়া ভালবাসা ঈশ্বরানুরাগ তথা সাবলীল ব্যবহারিক জীবন ও সমগ্র বৃত্তি নিচয়—যৎ সামান্য মানবের ন্যায় প্রতীত না হইলে—শ্রীকিশোরীজীর দিব্য মাধুর্য্য—তাঁহাব অশেষ মর্য্যাদা—কীরূপে অতৃপ্ত ধারায় আস্বাদিত হইবে? ইহাই মুনি-মন বিমোহন মহাভাগবত লীলার স্বাধর্ম্য! অপার কৌতুকময়ী—দিব্যানন্দময়ী—শ্রীকিশোরীজীর সুস্মিত ধারায়—বালক সাধুরাম—কীরূপে সেই লোক চরিত্রের দিব্য মার্গে সুখে অবতীর্ণ হইলেন—তাহা আমরা অচিরেই লক্ষ্য কবিব।

গ্রামের এক প্রান্তে একটি বহুকালীন বট বৃক্ষ ছিল—শাখা প্রশাখায় ঐ বিরাট মহীরূহটি বিস্তৃত এলাকায় আপন আধিপত্য বিস্তার করতঃ বহু আশ্রিত জীবের একমাত্র অবলম্বনে পরিণত হইয়াছিল। বাস্তবিক স্থানটি বেশ উন্মুক্ত—চাবিদিকে এক নিঃসঙ্গ মহিমান্বিত ভাব—কিঞ্চিৎ দূরে পম্পার ক্ষীণ জলরেখা নয়নে পথে পতিত হয়—নানা বর্ণের বিহঙ্গ দলের নৃত্য-গীত ও কলোরবে—বৃক্ষটি সর্ব্বদাই উৎসব মণ্ডিত বলিয়া মনে হইত—দিব্য পবিত্রতায় সমগ্র স্থানটি ছিল যথার্থই উদ্ভাসিত! বাস্তবিক দূর হইতে বৃক্ষটিকে অবলোকন কবিলে—বিমল শ্রদ্ধায় মস্তক আপনি অবনত হয়—হৃদয় অযাচিত প্রেম ধাবায় পূর্ণ হইযা উঠে। সমগ্র গ্রামের দিব্য ধর্ম্ম তরু রূপে—অশেষ ঐতিহ্যেব পূর্ণ প্রতীক রূপে—এই বট বৃক্ষটি আপন লীলায় আপনি মগ্ন ছিলেন!

সাধুরামের অন্তরাত্মায় কাহার নিত্য গোপন কথা! কাহার নিত্য আনন্দ বিলাস! তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে কাহার দিব্য নুপূর নিক্কণ! সাধুরামের অন্তরে—অনন্য ভজন ভাবনাব দিব্য বাসনা—নীল গগনে শারদ পূর্ণিমার ন্যায়—আপনি প্রমুদিত হইয়াছে। সাধুরাম সেই করুণা-মঞ্জুল মূর্চ্ছনার অখণ্ড মাধুর্য্যে—মনে প্রাণে পূর্ণ রূপে নিষ্ণাত হইয়াছেন! শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে—সাধুরামের সংসার ভ্রমণ - যোগভ্রষ্টের আত্মোপলব্ধি হেতু নহে—অনন্ত ভগবৎ লীলার দিব্য অঙ্গ রূপে—সাধুরাম যে মর্ত্ত্যে

আসিয়াছেন—তাহার রসাল চরিত স্তবকে স্তবকে আপনি প্রমুদিত হইল !

শুভ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কালে সাধুরামের ব্রহ্ম গায়ত্রী লাভ হইয়াছে —সাধুরাম এই মহামন্ত্রের অন্তর রূপটি যথামতি অবলোকন করিয়াছেন —নির্ম্মল হৃদয়ে—প্রণব ও ওঁকারের দিব্য প্রকোষ্টে প্রবেশ করিয়াছেন ! এক্ষণে অলক্ষ্য করুণা ঈক্ষণে সাধুবাম—ব্রহ্ম গায়ত্রীর গহন তলে—শ্রীযুগল গায়ত্রীর যে নিত্য মহারাস—সিদ্ধ জ্ঞানের বিমল পরিসমাপ্তিতে যে চির আপ্তকাম কৈঙ্কর্য্য নিপুণ বিশ্রাম সুখ—নাদ বিন্দু ও জ্যোতির্ম্মণ্ডলের হৃদয়স্থিত চিন্ময় পুরুষ ও প্রকৃতির যে দিব্য মিথুনীকৃত অপ্রাকৃত যুগল রূপ—সেই শ্রীযুগল রস বিহাবী শ্রীজানকীরামের পদারবিন্দের নিত্য সেবার দীন ভিখারী !

সাধুরামেব হৃদযে দিব্য জ্ঞান বৈরাগ্য সূর্য্য পূর্ণ বৈভবে উদিত হইয়াছে—সাধুরামেব আর অধিক বিদ্যাভ্যাসের কী প্রয়োজন ? এই অল্প বয়সেই—দিব্য প্রারব্ধ সংস্কাবে—সাধুরাম বেদ শ্রুতি স্মৃতি দর্শন সাহিত্য কাব্য গণিত প্রমুখ বিবিধ শাস্ত্রে সুনিষ্ণাত হইয়াছেন—সাধুরামের জীবনে—পুঁথিগত বিদ্যার্জ্জনের সময় অতিবাহিত হইয়াছে—এক্ষণে সর্ব্ব বিদ্যার চিন্ময় উৎস—শ্রীযুগল ভজন রসালয়ে নিমগ্ন হইবার বাসনায়—সহসা সাধুরামের—চিত্ত-মন ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়াছে—সাধুরাম সেই উন্মুক্ত ভজন পারাবারে জীবন তবী বাহিয়া চলিবেন !

কিন্তু সাধুরামের এই দিব্য অভিসারে- কে তাঁহাকে পথ দেখাইবেন ? কে তাঁহাকে দিব্য উপদেশ করিবেন ? সাধুরাম অন্তরে অন্তরে সেই দিব্য পুরুষের অনুসন্ধানে সদাই জাগ্রত—সাধুরাম অশেষ জনগণের দিব্য মঙ্গল বিধানার্থে—লোক চরিত্রের প্রমুদিত মার্গে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিলেন—তাঁহার রুচির পন্থা অবলম্বনে—মুগ্ধ জনগণ-- ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নব নব আনন্দে অবগাহন করিবেন—ইহাই জগজ্জননীর মুদিত বাঞ্ছা !

কিন্তু সাধুরাম যে দিব্য উজ্জ্বল মার্গে গমন করিতে অধীর হইয়াছেন

—সামান্ত গৃহাশ্রমবাসী বালকের পক্ষে তাহা সহজ সাধ্য নহে। সাধুরাম কীরূপে অনন্য সন্তান-বৎসল পিতামাতা তথা গ্রামবাসী-পরিবার বর্গের বক্ষে শেল হানিয়া গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন? জনক জননীর দিব্য মায়ার সংসার বালকের পথে কণ্টক হইলেও—সাধুরামের অন্তরে সমগ্র সংসার ভিন্ন হইয়াছে—সাধুরাম এই অল্প আট বৎসর বয়সেই সংসারের অসারত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে অবগত হইয়াছেন—দারা পুত্র পরিবার তথা পিতা মাতা রূপ সংসার সাগরে বিন্দুমাত্র সুখ নাই—ইহ জীবনে সাধুরামের সমগ্র সংসার শেষ হইয়াছে—তথাপি পিতামাতার কথা চিন্তা করতঃ সাধুরাম অখণ্ড বৈরাগ্য মার্গে এখনও অগ্রসর হন নাই!

সাধুবাম শুভ অবসরের বিমল বাসনায় শ্রীকিশোরীজীর পাদপদ্মে আপন হৃদয়ের কাতর উৎকণ্ঠা নিবেদন কবিলেন এবং অচিরেই সাধুরাম দিব্য প্রার্থনার ফল প্রাপ্ত হইলেন—তাঁহার মনের দুয়ার সহসা খুলিয়া গেল—কে যেন তাঁহাকে দিব্য ইঙ্গিতে সিদ্ধ মার্গ প্রদর্শন করাইলেন। বালক—অন্তরের এই মুগ্ধ সূচনাটিকে—শ্রীকিশোরীজীর দিব্য কৃপা আজ্ঞা রূপে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং পরম প্রসন্ন চিত্তে—আনন্দ মার্গে অগ্রসর হইবার জন্য—সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইলেন।

মুহূর্ত্তের ধ্যেয়ানে সাধুরাম—নিত্য সিদ্ধ—দিব্য আচার্য্য শ্রীহনুমানজীর অনন্য আশ্রয় লাভ করিলেন। বাস্তবিক দিব্য জ্ঞান বৈরাগ্য-বীর্য্য তথা ভজন ভাবনা রূপ অনন্য কৈঙ্কর্য্যে—হনুমানজী চিন্ময় আদর্শের দিব্য আদর্শ! শ্রীরাম প্রেমের অনন্য ভিখারী হইয়া—এই মহাভাগবত—সামান্য বানরের কুরূপ অঙ্গীকার করিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করিলেন না —যে রূপে—যে সেবায়—শ্রীরাম প্রসন্ন হন-সেই রূপ—সেই সেবা —হনুমানজীর সদা প্রার্থনীয়—ইহাই অনন্য কান্তা কান্ত প্রেমের দিব্য লীলা রূপ। হনুমানজীর আশ্রয়ে—হনুমানজীর সেবায়—সাধুরামের সকল মনস্কাম যে সিদ্ধ হইবে—সে বিষয়ে বালকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই দিব্য প্রেরণায় সাধুরাম আপন কর্ত্তব্য স্থির করিলেন! মাত্র আট নয় বৎসরের সুকুমার বালকের কী বিমল উদ্যম—কী আশ্চর্য্য নিষ্ঠা—কী অনুপম সন্ন্যাস!

সরল বালকের—সরল বুদ্ধি—বাস্তবিক কোথায় কাহার কাছে তিনি এই দিব্য প্রেম পূজা শিক্ষা করিলেন? সাধুরামের বিমল ভজন-ভাবনাতিরিক্ত আর কিছুই নাই—সাধুরাম পুঁথিগত বিদ্যায় আপন ভাব প্রকাশ করিতে শিখেন নাই—সরল প্রাণের কাতর অভিব্যক্তিটি—চিন্ময় পবিত্রতায় আপনি ক্ষরিত হয়—এই দিব্য প্রাণের টানে - বিধি নিষেধের—পূজোপকরণের—সকল প্রবন্ধ কোথায় নিমেষে ভাসিয়া যায়। সত্য প্রেম—সত্য অভিলাষ সত্য বাঞ্ছা—সর্ব্ব ভাব ও ভাষার উর্দ্ধে—অনন্ত প্রেমের দিব্য কনক রেখায় এই নির্ম্মল চিত্ত-বৃত্তি সদাই পূর্ণ!

সাধুরাম প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয়ে হনুমানজীর একটি সেবা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন—এবং মূর্ত্তিটিকে হৃদয়ে ধারণ করতঃ গ্রামের বাহিরে—সেই পূর্ব্ব কথিত বটবৃক্ষের পাদদেশে উপনীত হইলেন—এবং বৃক্ষতলে—কিঞ্চিৎ ভূমি সুমার্জ্জনা করতঃ—সরল ভক্ত প্রাণে হনুমানজীকে তথায় স্থাপন করিলেন এবং তৎপরে—এক পূর্ণঘট জলে—হনুমানজীর দিব্য মঙ্গল স্নান আয়োজন করতঃ বিগ্রহটিকে সাক্ষাৎ হনুমানজী জ্ঞানে পূজা অর্চ্চনা করিলেন। বালকের সরল বিশ্বাসে—সরল ভাবে—সমগ্র পরিবেশটি যেন প্রসন্ন হইল—বিহঙ্গ দল দিব্য কূজনে আপন মুগ্ধ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিল—দিকে দিকে সুরভিত মলয় বায়ু আনন্দে হিল্লোলিত হইল!

বালকের সত্য প্রেম ও সরল বিশ্বাসে—ধ্যানের দেবতা নিজ ধাম ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করতঃ ভক্তের সতত রক্ষায় উপস্থিত হইলেন। সামান্য ভাব ও ভালবাসায়—সামান্য প্রেম পূজায়—একবার মাত্র ভক্তের আর্ত্ত ডাকে মহাভাগবতগণ দিব্য প্রসন্নতায় বিগলিত হইয়া—ভক্তের সর্ব্ব মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করিয়া থাকেন—ইহাই বাস্তবিক মহাভাগবতের দিব্য করুণার উদার লক্ষণ !

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে ভক্ত প্রতি এই মঙ্গল করুণার তরঙ্গে মহাভাগবত—চিত্ত-কায়-মনে—ভক্ত সেবায় চির উৎসর্গীত পরাণ—ভক্তের সামান্য সেবায়—প্রাণের দেবতা কৃত কৃতার্থ হয়েন—ভক্তের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকেন এবং ভক্তকে কী রূপে সেবা করিবেন—কী রূপে ভক্তের অনন্য মঙ্গল বিধান করিবেন—এই দিব্য কাতরতায়—ইষ্ট প্রাণ সততই মগ্ন হইয়া থাকে !

বাস্তবিক শ্রীভগবানের অনন্য ভক্ত বাৎসল্য—সর্ব্ব ভাষা পর ! ভক্ত এক পা অগ্রসর হইলে—ভগবান শত পা অগ্রসর হন নির্ম্মল ভক্তের সামান্য প্রেম নিবেদন যে তাঁহাব নিকট কত মধুর—কত হৃদয়গ্রাহী—বিমল ইষ্ট মাধুর্য্যের সেই গোপ্য সংবাদটি রহস্যময় ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করতঃ স্বয়ং আনন্দকন্দ ভগবান বলিলেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

অর্থাৎ—ভক্ত প্রেমে পূর্ণ আমি ভক্তে মোর নিত্য অধিষ্ঠান।
ভক্তের বিমল শিশুর ভাব ভক্ত দিব্য সরল অমান ॥
যাহা কিছু দেয় মোর ভক্তি ভরে সে।
পত্র পুষ্প ফল জল কিংবা অন্ন পায়সে ॥
যতই সামান্য হোক—দিব্য প্রেমের সেবায়।
পূর্ণ হতে পূর্ণ তাহা অচিন্ত্য ধারায় ॥
তাই ভক্তের সামান্য সেবা মোর পঞ্চ প্রাণ।
ভক্ত বিনা কেবা বুঝে ইহার মর্ম্ম অনুধ্যান ॥

বাস্তবিক বালকের চিন্ময় কণ্ঠে—হনুমানজীর মঙ্গল আরতির—দিব্য সঙ্গীতে ঐ নিভৃত অঞ্চলটি মুগ্ধ ভজনানন্দে ডগ-মগ করিত—তরুবরের শাখায় শাখায়—পাতায় পাতায় বালকের কণ্ঠ সুধা আপনি ঝরিয়া পড়িত —বালক দিব্য ভাবাবেশে হনুমানজীর নিত্য রূপে মগ্ন হইয়া সমগ্র চিত্ত-কায়-মনে গাহিতেন---

ভজ মংগল মুদময় মারুতি লাল
বৈষ্ণব ভূষণ দীন দয়াল।
হাত গদা গিবি সন্ত সুধাম
ডরপহি জেহি কালকে কাল॥
দিবা রটন গিবা রাম শ্রীরাম
সিদ্ধ পবম যোগী ভক্ত রসাল।
জানকী যুগপদ করি প্রাণ প্রমাণ
সন্তত সেবহি শ্রীঅবধ লাল॥
করুণা উদাব অতি নৈন অকাম
বল বীর্য্য নিকেত তিলকন ভাল।
বিনবহি দাস গহি যুগ চর্ণ
দেহি ভজন ভাও সন্ত সুচাল॥

এইরূপে দিব্য গতিতে বালকেব নিত্য সেবা চলিতে লাগিল—এবং অচিরেই এই দুই মহাভাগবতের নিত্য সম্বন্ধের মধুব রূপটি চিন্ময় ধারায় উল্লসিত হইল!

অকারণ পুলকে সাধুরাম আপনাব মাঝে আপনি মগ্ন—তাঁহার প্রাণের দেবতা—তাঁহার ধ্যানের দেবতা--তাঁহার দিব্য ক্রীড়ার চির সাথী—হনুমানজী—সর্ব্ব মাঙ্গল্যে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়াছেন—সর্ব্ব বিত্তায়

তাঁহাকে পারদর্শী করিয়াছেন—দিব্য ভজন ভাবনায় মোহন নিকুঞ্জে—তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন! সাধুরাম এই দিব্য রসাল ধ্যানে সতত মগ্ন—এই উদার বৈভবে—নব নব উৎকণ্ঠায় সততই দিব্য মার্গে চালিত!

একদিন কিঞ্চিৎ দূরে অন্তরালে থাকিয়া বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় ও পণ্ডিত গোপীনাথ—সাধুরামের এই দিব্য প্রেম অবলোকন করিলেন। সাধুরাম প্রত্যহ গৃহ হইতে সামান্য দ্রব্য সাথে লইয়া হনুমানজীর উদ্দেশ্যে গ্রামের বাহিরে যাত্রা করিতেন। ঐ দিন তাঁহার অজ্ঞাতসারে—তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে মৃত্যুঞ্জয় ও গোপীনাথ—বালকের অনুগমন করিলেন। বালক যথারীতি পম্পা হ্রদে স্নান করতঃ কুসুম চয়ন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহার প্রাণের দেবতার চরণতলে উপবিষ্ট হইযা—দিব্য সেবায় হনুমানজীর শৃঙ্গার ও আরতি করতঃ—মধুময় কণ্ঠে শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—দেখিতে দেখিতে শ্রীনাম মাধুর্য্যের উজ্জ্বল রসাভাসে বালকের দেহ স্মৃতি লুপ্ত হইল এবং সমগ্র পরিবেশটি এক দিব্য আলোক ধারায় উদ্ভাসিত হইল—এবং সেই জ্যোতির্ম্ময় আলোক পুঞ্জে মণ্ডিত হইয়া হনুমানজী পরম প্রসন্ন মূর্ত্তিতে বালকের দিব্য প্রেম লীলা অবলোকন করিতে লাগিলেন! দিব্য বালক বিদেহ দশায় হনুমানজীর চরণ পদ্মে আপনারে সমর্পণ করতঃ অবিরল ধারায় শ্রীনাম গাহিয়া চলিলেন। এইরূপে দিব্য আনন্দ লীলায় ভক্ত-ভগবানে কতক্ষণ ব্যতীত করিলেন তাহা কেহই টেরও পাইলেন না!

মৃত্যুঞ্জয় ও গোপীনাথ অবাক বিস্ময়ে—প্রত্যক্ষ রূপে আজ এ কী দর্শন করিলেন? বাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনে—হনুমানজী দিব্য কনক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া—বালকের সহিত প্রেম ক্রীড়া করিলেন? বালকের সামান্য পূজা দিব্য কর কমলে গ্রহণ করিলেন? কী মোহন মঞ্জুল তাঁহার দিব্য রূপ? কী উদার তাঁহার করুণা কোমল বাৎসল্য ধারা?

গোপীনাথ ও মৃত্যুঞ্জয় সহসা যেন কীরূপ বিমূঢ় হইয়া গেলেন—এক অযাচিত ভাব মাধুর্য্যে তাঁহারা বিগলিত হইলেন! বালকের অপূর্ব্ব প্রেমের—অপার বিশ্বাসের –দিব্য সারল্যের—অশেষ সুষমামণ্ডিত চরিত্র আস্বাদন করতঃ—তাঁহারা নিজ নিজ অনন্ত জীবন সার্থক করিলেন!

কিন্তু বালক সাধুরামের এবংবিধ সংসার বৈরাগ্যে জননী কমলাদেবীর প্রাণ - বিহ্বল ব্যথায় ভাঙ্গিয়া খান খান হইল। কমলাদেবী কতদিন পরে তাঁহার প্রাণের পুত্র লাভ কবিয়াছেন—কত আদর-যত্নে—কত মধুর সেবায় – কত স্নিগ্ধ বাসনায় - তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছেন। শ্রীকিশোরীজীর দিব্য কৃপা-মাধুর্য্যে—কমলাদেবী এই একটি পুত্রে পূর্ণকাম হইয়াছেন—পণ্ডিত গোপীনাথেব দিব্য বংশ পরম্পরা—ঐ একটি সন্তানে—চিন্ময় রূপ —চিন্ময় গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন! কিন্তু এক্ষণে সাধুরাম দিন দিন বিমল বৈবাগ্যের মুক্ত মার্গে অগ্রসর হইতেছেন—কমলাদেবী ইহা কীরূপে হৃদয়ে ধারণ করিবেন? বিহ্বল মাতৃ হৃদয়ের—অনন্য বাৎসল্য সুধায় পুত্র নিমজ্জিত হউক—ইহাই কমলাদেবীব প্রাণেব একান্ত বাসনা!

কিন্তু সাধুবামের দিব্য গতি কে রুদ্ধ কবিবে—দিকে দিকে তাঁহার অপ্রতিহত অভিসার—প্রেমে প্রেমে তাঁহার অনন্ত বিস্তার! সাধুরামের আপাতঃ নিঃসঙ্গ জীবনে—অনন্ত প্রাণের মুগ্ধ বিলাস! সেই দিব্য হাস-বিলাসে চিন্ময় মহাপ্রাণ-পরম্পরা—নিত্য নব নব অভিসারে—তাঁহাকে সামান্য সংসার হইতে অনন্তানন্তের দিব্য পথে নিত্য চালিত করিতেছেন! অনন্য মাতৃ হৃদয়ে সন্তানের জন্য যে গভীর উৎকণ্ঠা—সাধুরামেব অপার বৈভবে -তাহা দিব্য প্রেমে—ভুবনে ভুবনে বিস্তারিত হইয়া ব্যষ্টি জীবনের সর্ব্ব কাম নিঃশেষিত করিয়াছে। সাধুরাম বিমল ক্রীড়ায় জননীর ক্রোড়ে আপনারে বারংবার নিমজ্জিত করিলেও—কমলাদেবী প্রাণে প্রাণে বেশ অনুভব করিয়াছেন যে সাধুরাম কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায়—এক দিব্য লোকে নিত্য ছুটিয়া চলিয়াছেন—সাধুরাম

ধরণীর হইয়াও যেন ধরণীর নহে--বহুর মধ্যে বিরাজ করিয়াও—আপন ভাব মাধুর্য্যে—নিত্য একাকী! সাধুরামের সবসিত নয়নে যে আনন্দের দিব্য নির্য্যাস অকথ সুখে আপনি প্রবাহিত—তাহা অখণ্ড মাধুর্য্যের সাথে দিব্য সম্বন্ধিত না হইলে—এরূপ ব্যাপক করুণাময় রূপে প্রতীত হইত না। সাধুরাম ঊষর সংসার মরুতে—অখণ্ড করুণা বিলসিত—দিব্য কল্পলতার মধুর অবতার রূপে—ধরণী সুশোভিত করিয়াছেন! সাধুরাম কামমোহিত অসার সংসারে—সামান্য মানব জীবন যাপন করিতে আসেন নাই!

কমলাদেবী পুত্রের এবংবিধ চরিত্র মন্থনে ব্যাকুলিত হইলেন! পণ্ডিত গোপীনাথ—কমলাদেবীর হৃদয়ের সমগ্র ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন—কিন্তু পুত্র প্রাণ পিতা—সাধুরামের অন্তরলোকের দিব্য পরিচয় যথামতি অবগত হইয়াছেন। সাধুরাম সামান্য বালক হইলেও—সাধারণ বালক নহে--শ্রীকিশোরীজীর কনক কৃপায—সাধুরাম নিত্য বালক-নিত্য শিশু! জন্ম সময়ে সাধুরাম যে মহামন্ত্র উদ্গীত করতঃ প্রসূতি কক্ষ আলোকিত করিলেন—তাহা অনন্য কৈঙ্কর্য্যের মহাবাণী—তাহা অনন্য কান্তার দিব্য ভজনের মধুর ধ্বনি! সাধুরাম উদার পণ্ডিত বংশে জন্ম গ্রহণ করতঃ কেবল মাত্র যে সহজ পাণ্ডিত্যে অনুগমন করিয়াছেন -তাহা নহে—সাধুরাম নিত্য জ্ঞানের দিব্যালোকে—দিব্য পাণ্ডিত্যের কনক কিরীট। সাধুরামের জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভজন-ভাবনা স্বতঃ সিদ্ধ! সাধুরাম মানাপমান রিক্ত—সর্ব্ব ঈষণা মুক্ত! সাধুরাম কেবলমাত্র পণ্ডিত গোপীনাথের বংশের একমাত্র সন্তান নহেন—বিশ্বের অণু পরমাণুর সাথে তাঁহার নিত্য মধুর সম্বন্ধ—গ্রহ-নক্ষত্রে তাঁহার নয়নের জ্যোতি-প্রতি জীবে জীবে তাঁহার বিমল বাণী!

পণ্ডিত গোপীনাথের হৃদয়ে—পুত্রের এবংবিধ দিব্য চরিত্র স্বপ্রকাশিত হইয়াছে—কিন্তু তথাপি পুত্রকে—পিতামাতা নিজ সুখ দুঃখে রসায়িত করিবার বাসনায়—গোপীনাথ পুত্রকে অধ্যয়নের কনক শৃঙ্খলে বাঁধিতে

চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায়! তিনি কাহাকে বাঁধিবেন? যাঁহাকে ধরিবার নহে—তাঁহাকে কী উপায়ে ধরিবেন? অনন্ত বিভু—কী প্রকারে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইবেন?

সাধুরাম সরসিত চিত্তে পিতার সমগ্র ইচ্ছাটি বুঝিলেন এবং দিব্য বিনোদচ্ছলে—গৃহ অন্তঃপুরে শুভ অবসরের অপেক্ষায় কিছু দিন মধুময় পুত্র লীলায়—পিতামাতার হৃদয় পূর্ণ করিলেন!

দিনে দিনে দিন যায়—মাস আসে—মাস পুনরায় বৎসরে শেষ হয়। সাধুরাম দশ বৎসর পূর্ণ কবিয়া এগার বৎসরে পদার্পণ করিলেন। দীপ্ত নবীন কৈশোরেব পূর্ণ পুলকে—তাঁহার অঙ্গে অবিচল লাবণ্যের ধারা—প্রেম-স্নিগ্ধ অন্তরের দিব্য সুবাসে - তাঁহার বিমল সঙ্গ—করুণায় ঝর ঝর—হনুমানজীর নিত্য সেবায় সাধুবাম অখণ্ড পবিত্রতায় চির উজ্জ্বল! সাধুবামের সমগ্র সংসাব বিনোদ এক্ষণে পূর্ণ হইযাছে—তাঁহার নিকট গৃহ-বার—বাহির-বিশ্ব - সব এক হ্ইয়াছে! সাধুরামের অন্তরাত্মা অখণ্ড বৈরাগ্যে—অখণ্ড ভজন বাঞ্ছায়—মন্দাকিনীব তব তব গতিতে ধাবিত হইয়াছে। সাধুরাম তাঁহাব মনের বাসনা হনুমানজীর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছেন—হে কৃপাল শিবোমণি! আপনি আমায় রক্ষা করুন—আমার দীন দুঃখী জননীকে দিব্য সহন শক্তি প্রদান করুন—করুণাব-লোকনে স্নেহশীল পিতাকে রক্ষা করুন!

হনুমানজী সরল আর্ত্ত প্রাণের সমগ্র বাসনা—দুই বরদ হস্ত উত্তোলিত করতঃ তথাস্তু করিয়াছেন! সাধুরাম হনুমানজীর আশীর্ব্বাদ—হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিলেন—তাঁহার মন শান্ত প্রফুল্লিত হইল—শুভ লগ্নের দিব্য অপেক্ষায়—সাধুরাম হনুমানজীর ভজনে মগ্ন রহিলেন!

কিন্তু সাধুরামের কাব্য সরসিত নাটকীয় জীবনে - সকল যোগাযোগ-গুলি—শ্রীকিশোরীজীর অশেষ কৃপায় নিত্য প্রমুদিত—তাঁহার অপার কৌতুকে চির রহস্যময়! সাধুরাম যে অকথ ভজনানন্দী সন্ত জীবনের দীন

ভিখারী—সাধুরাম যে অখণ্ড জীবনে—শ্রীকিশোরজীর নিত্য সেবা সুখে মগ্ন থাকিবেন—তাহার উজ্জ্বল মার্গ—স্বয়ং শ্রীকিশোরীজী নিজ হস্তে বিচরিত করিলেন। কী অচিন্ত্য লীলা মাধুর্য্যে—সাধুরামের জীবনে সে মঙ্গল অবসর আপনি সমায়ত হইল—তাহা আমরা অচিরেই লক্ষ্য করিব।

আঠারো

পণ্ডিত গোপীনাথ—এই সময়ে একটি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে—নিত্য তুলসী বিরচিত শ্রীরাম চরিত মানস গ্রন্থ পাঠ করিতেন-সঙ্গে সাধুরামও যাইতেন। সভায় বেশ ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হইত—গ্রামটিও বেশ বর্দ্ধিষ্ণু—গ্রামের জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কুটীরবাসীও—পণ্ডিত গোপীনাথ কণ্ঠে—শ্রীরাম কথা সলিলের অমিয় ধারায় নিষ্ণাত হইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেন! শ্রীরাম চরিত মানস সাধুরামের হৃদয় সর্ব্বস্ব! হনুমানজীর অযাচিত করুণায় সাধুরাম—শ্রীরাম রহস্যের দিব্য মহলে মহলে সুখে বিরাজ করিয়াছেন—এই মংগল কথায় তাঁহার চিত্ত মনের নিরন্তর সুখময় গতি—মানস মহাকাব্যের করুণামৃতসিক্ত দিব্য পদ ও বাণীগুলি তাঁহার কণ্ঠে বিগলিত ধারায় ঝরিয়া পড়ে। এক্ষণে পিতার দিব্য ভাব-ব্যাকুলপূর্ণ—উদার কথা সরিতে—সাধুরাম নিত্য অবগাহন করেন। তাঁহার রসময় ললিত তনু—তাঁহার সুকুমার ঐশ্চর্য্য—তাঁহার পুলকভরা দিব্য নয়ন যুগল—অচিরেই সমগ্র সভার প্রধান আকর্ষণে পরিণত হইল!

বাস্তবিক একদিকে গোপীনাথ কণ্ঠে—শ্রীরাম কথার মধুর প্রস্রবন—অপরদিকে শ্রীযুগল রসামৃতের কনক মূর্ত্তি সম সাধুরাম—এই অপূর্ব্ব যোগাযোগ কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটে! সভাস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অপলক নয়নে সাধুরামকে দেখিতেন—বৃদ্ধেরা অশেষ বাৎসল্য মাধুর্য্যে সাধুরামকে

আদর করিতেন—যুবক যুবতীগণ মনে মনে অকারণে—সাধুরামকে নিত্য সম্বন্ধে বাঁধিতে ইচ্ছা করিতেন--মুগ্ধা কিশোরীগণ—সাধুরামের চির সঙ্গ কামনা করিতেন! সাধুরাম দিব্য প্রসন্নতায়—সবল হৃদয়ে—আপন মাধুর্য্য বিস্তারিত করতঃ—চিন্ময় ধারায় সকলের মনোবাসনা অঙ্গীকার করিলেন—কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিলেন না। বাস্তবিক সাধুরামের দর্শনে - অশেষ ঐশ্বর্য্যময় এক রাজকুমারের—স্বপন ঘেরা লীলায়িত চরিত-গুলি যেন মধুর কাব্যে জন মনে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিত—যে রাজকুমার মুদিত শৌর্য্য বীর্য্যে চির অজেয়—যে রাজকুমার ললিত সৌহার্দ্রে চির মধুর - যে রাজকুমার পুণীত সংস্কারে চির দীপ্তমান—যে রাজকুমার দিব্য দয়া মায়া ও ক্ষমা গুণে সদাই বিভূষিত! বাস্তবিক সাধুরামের সভায় প্রবেশের সাথে সাথে—হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দের পুলক বার্ত্তা আপনি সঞ্চারিত হইত!

এইরূপে দিব্য আনন্দ সমারোহে—বেশ কিছুদিন পাঠ চলিল—দেখিতে দেখিতে সাধুরামও সকলের পরিচিত হইলেন। সাধুরামের দর্শন অবধি সকলের প্রাণেই এক কথা—এক গান সাধুরাম তাহাদের ছাড়িয়া যেন অন্যত্র কোথায় না যান। তাঁহার নিত্য দর্শনে—তাঁহার নিত্য মানসিক সেবায়—মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ—যেন শাশ্বত যশঃ রাশিতে নিমজ্জিত হইতেন! কিন্তু অশেষ কৌতুকময়ী শ্রীকিশোরীজীর দিব্য লীলা—কেবলমাত্র ইহাতেই শেষ নহে—তাঁহার অচিন্ত্য কৌতুকবিনোদ—পূর্ণ উদ্যমে স্থির লক্ষ্যের প্রতি দিনে দিনে—সুখে অগ্রসর হইয়া চলিল!

প্রসঙ্গতঃ বলিবার আছে যে সাধুরামকে সকলে ভালবাসিলেও—দর্শকবৃন্দের এ ভালবাসা ছিল—বিমল শ্রদ্ধা সম্পুটিত—মঞ্জুল ভাব নন্দিত—চিন্ময় আনন্দ সমাশ্রিত! এ ভালবাসা অপূর্ণের—পূর্ণকে ভালবাসার ন্যায়-দিব্য মহিমামণ্ডিত—এ দিব্য ভালবাসা চিন্ময় ভেদ-ভক্তি বিমণ্ডিত!

কিন্তু অশেষ কারুণ্যে দিব্য যোগমায়া বিরচিত সহসা কোন মাধবী

লগ্নে—গ্রামের জমিদার পত্নীর- একমাত্র কিশোরী কন্যা—সরযূ—সাধুরামকে দর্শন করিলেন! এবং সেই শুভ অবসরে সাধুরামের প্রেমস্নিগ্ধ মঞ্জুল নয়ন দুইটি—সরযূর নয়নে নিমীলিত হইল! সাধুরামকে দর্শন মাত্রই - সরযূর সমগ্র হৃদয় সহসা অকথ আনন্দে থৈ থৈ করিয়া উঠিল—অঙ্গে অঙ্গে অজস্র প্রেমের বাদল নামিল—দিব্য আন্তরিকতায় তাঁহার নয়ন দুইটি অশ্রু কাতর হইল! সরযূ সাধুরাম দর্শনে সম্বিৎ হারাইলেন—এবং এই বিহ্বল দশায় তাঁহার মুগ্ধ মন—সাধুরামের অরুণ পদতলে নিপতিত হইল!

এক নিমেষের দিব্য দর্শনে—সরযূ সাধুরামকে মনে প্রাণে ভালবাসিলেন! দিব্য সেবা বিমণ্ডিত এই মুগ্ধ ভালবাসা—তাঁহার বিমল সত্তার কণে কণে ব্যাপক হিল্লোলে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় আপনি বিস্তারিত হইল!

শ্রীযুগল বিনোদ কুঞ্জের দিব্য নাট্য প্রবাহ দ্রুত গতিতে আপন লক্ষ্যের প্রতি আপনি ধাবিত হইল। শ্রীরাম কথার শুভগ মঞ্চে—সরযূ সাধুরামকে নিত্য দর্শন করেন - কখনও কখনও সাধুরাম সরযূর মুগ্ধ দৃষ্টি পথে—আপন মুখমণ্ডলটি আনন্দে তুলিয়া ধরেন—সরযূর সমগ্র তনুখানি তাঁহার নয়ন পথে চিত্রিত হয়। অশেষ লাবণ্যময়ী নবম বর্ষীয়া দিব্য কিশোরী সরযূর মুক্ত স্বভাব—তাঁহার খঞ্জন নয়ন—সুরসিত মুখমণ্ডল—দিব্য উৎফুল্ল অঙ্গ কান্তি—সাধুরামের নয়নে সহসা উল্লসিত হইয়া উঠে—বিশুদ্ধ প্রেমের মোহন অঞ্জনে- সরযূ যে চির ভাস্বর—ইহা সরযূর দর্শন মাত্রেই বেশ অনুভূত হয়—সরযূ যথার্থই অকথ গৌরী-প্রেমের মধুর আলেখ্য!

এইরূপ বিচিত্র লীলায় কিছুদিন কাটিল! সহসা একদা পণ্ডিত গোপীনাথ বড় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—নির্দ্ধারিত পাঠে যাইতে সক্ষম নহেন। পণ্ডিত গোপীনাথ ইতঃপূর্ব্বে সাধুরামের বিমল বৈভবরাশি বেশ অবগত হইয়াছেন—সাধুরামকে নিকটে আহ্বান করতঃ

বলিলেন—সাধুরাম অদ্যকার পাঠ—তুমিই গ্রহণ কর। তুমি যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া—অশেষ মাধুর্য্য বৈভবে—সমগ্র চিত্ত জয় করিবে—ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। বাস্তবিক পরম দিব্য রসময় শ্রীরাম কথার তুমিই সর্ব্ব গুণসম্পন্ন মুগ্ধ ভাষ্যকার—তোমার নিষ্কাম সেবায়—এই উদার বংশের দিব্য মহাত্মাবৃন্দ—ভগবৎ কথার মঙ্গল স্রোতে উদ্ভাসিত হউক—ইহাই আমার দীন চিত্তের একান্ত প্রার্থনা!

পিতার মুদিত আশীষ শিরোধার্য্য করতঃ সাধুরাম সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিনম্র বচনে পিতার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পণ্ডিত গোপীনাথের সাধু প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হইলেন। সমগ্র ভক্ত প্রাণে কে যেন আজ নবীন কথা গাহিয়া উঠিল—তাহাদের মনে হইল—কাহার চরণের সাথে চরণ মিলাইয়া—আজ তাহারা দিব্য পথে—দিব্য গানে—দিব্য ধামে উপনীত হইবেন!

বাস্তবিক ভক্তবৃন্দের মনের সকল আশা আজ দিব্য করুণা সরস ধারায়—বাস্তবে রূপায়িত হইল। সাধুরামের স্নেহ বিগলিত মধুর কণ্ঠে শ্রীরাম কথার দিব্য সুরধুনী কুলুকুলু রবে - বক্তা ও শ্রোতার চিত্ত-রূপ তট ভূমি ভাসাইয়া সুখে প্রবাহিত হইল। মহামতি তুলসী বিরচিত শ্রীরাম চরিত মানস অন্তর্গত বাল কাণ্ডের—শ্রীরামজানকীর বিবাহ মংগলের দিব্য কথা—রসরাজ শৃঙ্গারের মধুময় হাস বিলাসের অনুপম চরিত্র—দিব্যানন্দের পুণীত প্রস্রবনে সেই দিব্য কথা নিত্য চিন্ময়!

বিদেহ রাজ চক্রবর্ত্তী মহারাজা জনকের রমণীয় পুষ্পোদ্যানে মিথিলেশ কিশোরী জানকী - নিজ সখী সনে—জগন্মাতা গৌরীপূজা হেতু রুচির মন্দিরে সমায়ত। বিচিত্র ঘটনা পরম্পরায় উক্ত প্রমোদ নিকুঞ্জে—জানকীর আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—দুইটি অনিন্দ্য সুন্দর নটবর কিশোর কুমার—শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ—উদ্যানের লতা পল্লব ও কুসুম শোভা দর্শন বাসনায়—তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই দুই গৌরাঙ্গকান্তি

ও শ্যামসুন্দরের—চিন্ময় লাবণ্যামৃতে—চিন্ময় তারুণ্যামৃতে—সমগ্র জনক পুরবাসীগণের মন-প্রাণ ইতঃ পূর্ব্বেই বিগলিত হইয়াছে। কুঞ্জে কুঞ্জে হাটে-বাটে—এই দুই কমনীয় কন্দর্পের মধুর আলোচনা—এই দুই দিব্য দেশ বাসীর বিমল গুণরাশি কীর্ত্তন—বাস্তবিক এই মুগ্ধ কিশোর দ্বয়কে দর্শন মাত্রে নরনারীবৃন্দের শুভগ চিত্তে নবীন আনন্দের নবীন মাধুর্য্যের—মলয় বায় হিল্লোলিত হইয়াছে—তাহাদের মনের গোপন কণে—এই কথা বাব বাব উদয় হইতেছে—যে ঐ দিব্য রাজীবলোচন শ্যামসুন্দর রাম-সর্ব্বতোভাবে শ্রীকিশোরজীর যোগ্য স্বয়ংবর। তাহারা অখণ্ড বাসনায়—মিথিলাব দিব্য দেবতা—হরগৌরীর নিকট বিনীত প্রার্থনা করিয়াছেন—হে প্রাণেব ঠাকুর! তুমি শ্রীরাম জানকীর যুগল হৃদয় দিব্য উদ্বন্ধনে এক করতঃ—আমাদেব সর্ব্ব সৌভাগ্য প্রমুদিত কর! জগৎ পিতামাতা হরগৌরী বিমল ভক্তগণেব অনন্য বাসনা অচিরেই পূবণ করিলেন—দিব্য লীলায়—মহারাজা জনকের চিন্ময প্রমোদ নিকুঞ্জে—প্রথম দর্শনেই—শ্রীরাম জানকীব শুভ মিলন—দিকে দিকে উল্লসিত হইয়া উঠিল!

সেদিন প্রাতে জানকীর হৃদয সহসা অকারণে পুলকিত হইল—তাঁহার কনক চারু অঙ্গে দিব্য লক্ষণ প্রকাশিত হইল। জানকী গৌরীর ধ্যানে দেখিলেন—সেই অপরূপ নীল নীরদ কান্তি অযোধ্যার কিশোর কুমার—সখীগণ আজ এই পুরুষবরের অহেতুক বিনোদ কথায় মগ্ন ছিলেন—তাহারা বার বাব জানকীকে—এই দিব্য সংলাপে মুগ্ধ করিয়াছেন। মিথিলেশ কিশোরী জানকীর মনেও—এই কথা দিব্য সুখের নীড বাঁধিয়াছে। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় জনকজা সীতা যাঁহাকে দেখিলেন—তিনি তো সেই কিশোরীর মানস মণ্ডলের পূর্ণ-চন্দ্র। সীতা—জগদম্বা গৌরীর চরণ কমলে—আপন গোপ্য মনের সমগ্র ইচ্ছাটি প্রকাশ করিলেন—বিশ্বেশ্বরী মুদিত ঈক্ষণে জানকীর সকল বাঞ্ছা পূরণ করিলেন এবং দিব্য

প্রীতির অটুট বন্ধনে—শ্রীরাম জানকীর হৃদয়—একই কনক সূত্রে গ্রথিত করিলেন !

বাস্তবিক যে অশেষ আনন্দের মংগল প্রবাহে—যে অশেষ প্রেমের দিব্য গাঁথায়—যে অবিরল করুণার মধুর সঞ্চারে—শ্রীরামজানকীর মংগল মিলন রূপায়িত হইল—ভক্ত শিরোমণি তুলসীর বুকচেরা অনবদ্য ভাব ও ভাষায়—তাহা সমগ্র বিশ্বের দিব্য আনন্দমুখর মহাকাব্যের চির কণ্ঠহার হইয়া রহিল !

পরম মধুময় কণ্ঠের বিমল ঐশ্বর্য্যে—দিব্য প্রেম-মঞ্জুল ভাব ও ভাষার অনুপম লালিত্যে—অখণ্ড সেবা সুরভিত মধুর রসের বিমল প্রস্রবনে—শ্রীরাম কথার তিলক অঙ্কিত করতঃ—সাধুরাম সমগ্র অনুরাগী হৃদয়—এক মুহূর্ত্তে আত্মসাৎ করিলেন। বাস্তবিক বিমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের এক চক্ষে দিব্য আনন্দের সরসতা—ও অপর চক্ষে বিমল করুণার ধারা - এই বিহ্বল দশায়—তাহাদের মন প্রাণ যেন কোন এক অজানা লোকে ভাসিয়া গেল। দিব্য বালক সাধুরামের চিন্ময় ঐশ্বর্য্য ও শ্রীরাম কথার অচিন্ত্য ভাব মাধুর্য্য—এই দুইটি আনন্দ পারাবারের অবিমিশ্র মিলনে সমগ্র পরিবেশটি যেন সম্বিৎ হারা হইল। বিমল কথা অন্তে—সাধুরামের মুগ্ধ কণ্ঠ বিশ্রাম লাভ করিলেও—ভক্তগণের অন্তরে অন্তরে তাহার মধুর গুঞ্জরণ—অঙ্গে অঙ্গে তাহার পুলক শিহরণ - নয়নে নয়নে আনন্দের কিরণ—বহুক্ষণ স্বতোৎসরিত ধারায় আপনি ক্ষরিত হইল ! বলা বাহুল্য পণ্ডিত গোপীনাথের প্রাণের ইচ্ছা—সাধুরামের অনুপম কথনে—চরিতার্থ রূপায়ণে - স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিল।

অচিন্ত্য যোগাযোগে গ্রামের জমিদার পত্নী সুস্মিতা দেবী—সাধুরামকে এক নূতন রূপে অবলোকন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি সরযূর কূলে চরিত্রে—সাধুরামের দিব্য দর্শন করিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়েও ইহার পূর্ব্বে সরযূর মনের বাসনা বিস্তারিত হইয়াছে—কিন্তু এক্ষণে সারামেরধু

অলৌকিক রূপ রাশির সাথে সাথে—তাহার প্রেমস্নিগ্ধ হৃদয়ের যে পরিচয় লাভ করিলেন—তাহা অকথ পুলক আশায় তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইল। সরযূ ও তাঁহার মাতা সুস্মিতা দেবী—উভয়ের বাসনাব দিব্য ঐক্য রচিত হইল।

সুস্মিতা দেবী শুভ অবসরে মনের সকল কথা স্বামীকে জানাইলেন। সরযূর পিতা মাধব—এই মধুর প্রস্তাবে উল্লসিত হইয়া—যথাসময়ে সাধুরামের সহিত সবযূব বিবাহ প্রস্তাব লইয়া—পণ্ডিত গোপীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য প্রস্তাবটি গোপীনাথ দম্পতির বড ভাল লাগিল—তাহারা উভযেই উক্ত পবিবাবটিব সহিত সুপরিচিত —সরযূর দিব্য মাধুর্য্য—তাঁহার বিমল মর্য্যাদা সম্পন্ন স্নিগ্ধ আচরণ —তাঁহাদের বড প্রিয়। এক্ষণে সবযূর মত একটি সুলক্ষণ যুক্ত দেবকন্যাব সহিত সাধুরামের বিবাহ বন্ধন স্থিব কবিতে পারিলে— তাঁহাদের সর্ব্ব মনস্কাম পূর্ণ হইবে—এই রূপ চিন্তা করতঃ—তাঁহারা অবিলম্বে—এই বিবাহের শুভ ক্ষণ স্থিব করিলেন।

মাত্র কয়েকদিন পরে—শুভ মার্গ শীর্ষে—সাধুবাম ও সরযূর বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের ঠিক পূর্ব্ব দিনে—কমলাদেবী পুত্রকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া—তাঁহার নিকট উক্ত জমিদার দম্পতির মনোভাব ও তাঁহাদের মনোগত ইচ্ছা প্রকট করিলেন। কমলাদেবী সাথে সাথে—সরযূর কথাও বলিলেন—তাহার প্রেমসরস মুগ্ধ চরিত্র—তাহার রূপ লালিত্য— তাহার মনোবাসনার কথাও—সাধুরামের নিকট যথাযথ ভাবে উপস্থিত করিলেন।

কমলাদেবীর হৃদয়ের অশেষ আকাঙ্খা বিজড়িত সংলাপে—সাধুরামের কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভাব পবিবর্ত্তন হইল না। সাধুরাম অকাম স্নেহময়ী জননীর সকল কথা শ্রবণ কবিলেন—ইতঃপূর্ব্বে উক্ত জমিদার পরিবারটিকে —তিনি কয়েকবার গৃহে আসিতে দেখিয়াছেন—সভায় দুই একদিন

সরযূর দিব্য সেবা সুরভিত প্রেম-কাতর নয়ন দুইটি তাঁহার নয়নে পতিত হইয়াছিল—সেদিন কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায়—সরযূর দিব্য সারল্যে তাঁহার হৃদয় দ্রবিত হইয়াছিল—কিন্তু পরক্ষণেই—শ্রীরাম কথায় নিমগ্ন হইলে—সরযুর প্রসঙ্গ আর তাঁহার মনে উদিত হয় নাই !

কিন্তু এক্ষণে—কমলাদেবীর কণ্ঠে সরযূর সাথে তাঁহার মিলনের কথা শ্রবণ করতঃ তিনি কিঞ্চিৎ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন—এক অজ্ঞাত আবেদনের বিমল উৎকণ্ঠায়—তাঁহার সমগ্র তনুখানি সহসা কাঁপিয়া উঠিল—কিসের গভীর ব্যথায় তাঁহার নয়ন দুইটি সহসা ভারাক্রান্ত হইল !

সাধুবাম কমলাদেবীর কথায় কিছুই বলিলেন না—মৃদু পদক্ষেপে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কমলাদেবী পুত্রেব মৌনী ভাব লক্ষ্য করতঃ হৃদয়ে আশার বাঁধ বাঁধিলেন। বাস্তবিক জননীর হৃদয় কী করুণা কোমল—কী দিব্য বাৎসল্য পবায়ণ! কী অকথ উদারতায় দিব্য মধুর! তিনি পুত্রেব মৌনী ভাব—বিবাহে সম্মতির লক্ষণ রূপে বিবেচনা করিলেন।

বাস্তবিক ইহা জননীব নিজ মনেব বিম্বিত ছায়া ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে—অপত্য স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তিনি—সাধুরামের মনের গহন তলে ইচ্ছা করিয়া প্রবেশ করিলেন না। জননী পুত্রকে দিব্য প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ করতঃ—নিজ অন্তরে রাখিলেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি জীবের সাথে—সাধুরামের যে নিত্য সম্বন্ধ—তাহা বুঝিয়াও—যেন কোনরূপেই বুঝিতে চাহিলেন না !

সরযূর কথায় সাধুরামের হৃদয় ক্ষণিকের জন্য সরযূর প্রতি দ্রবিত হইল। বাস্তবিক সরযূকে সাধুরামের বড় ভাল লাগিল—তাহার প্রতি দিব্য স্নেহে মন বিগলিত হইল ! ইহাই তাঁহার নরলীলার মধুর বৈচিত্র্য—সাধুরাম অনন্য মাধুর্য্যের লীলাঙ্গনে সুখে বিচরণ করিতেছেন—তাঁহার সমগ্র চরিত্রটি সাধারণের ন্যায় না হইলে—সাধুরাম প্রস্তর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্দিরের দেবতায় পরিণত হইবেন—দূর হইতে আর্ত্ত-অর্থার্থীগণের

পূজা প্রণাম গ্রহণ করিবেন। সাধুরামের হৃদয় সরযূর জন্য কাতর হইলেও মহাভাগবতের এই দিব্য কাতরতা—অখণ্ড কারুণ্যের চিন্ময় অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে—মহাভাগবতের হৃদয় অপরের দুঃখে সদাই বিগলিত—আত্ম সুখ বাঞ্ছা তাঁহাদের বিন্দুমাত্র নাই!

সাধুরাম মুহূর্ত্তের ধ্যেয়ানে হৃদয়ে বিমল সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন—এবং অনন্য নিষ্কাম হৃদয়ে—সাধুবাম সরযূর পূর্ণ প্রেম - মনে মনে অঙ্গীকার করিলেন—শ্রীকিশোরীজীর দিব্য প্রসাদ রূপে সরযুর সমগ্র দৈন্য ভক্তি চিত্তে বরণ করতঃ—পরক্ষণেই তাহা শ্রীকিশোরীজীর পাদপদ্মে অর্পন করতঃ বলিলেন—হে কিশোরীজী। তোমাব প্রসাদে—আমার প্রতি -সরযূর সমগ্র প্রেম দিব্য গতি লাভ করুক!

অতঃপর সাধুরাম আপনার মার্গে -- আপন কর্ত্তব্যে স্থিরমতি হইলেন—আপ্তকাম সন্ন্যাসীর বিমল বৈভবে—তাঁহাব চিত্ত-মন উল্লসিত হইল। বালক ব্যাকুল কণ্ঠে—অনন্য পথ প্রদর্শক—শ্রীহনুমানজীর করুণা প্রসাদ ভিক্ষা করতঃ জীবনের সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে—সর্ব্ব সংশয় হইতে মুক্ত হইলেন! সাধুরামের অন্তরাত্মা দিব্য প্রেমমগ্ন দশায় ব্যাপক হইল—তাঁহার উৎফুল্ল কর্ণ যুগলে ভাসিয়া আসিল—দূব দিগন্তের বিহ্বল সংগীত ধ্বনি—সাধুরামের চিত্ত-মন সেই দিব্য ধারায় নিমজ্জিত হইয়া আপনি গাহিয়া উঠিল—

কে আসিবি কে আসিবি কে আসিবি আয়।
এই মুক্ত ঝরা দিব্যলোকের মোহন আঙ্গিনায়॥
জুঁই মালতির গন্ধে ভরা।
নবীন প্রেমে নিতুই হারা॥
আনন্দেরি মগ্ন কারা কনক ছোঁয়া গায়।
স্বপন ঘেরা দিব্য ভূমি মধুর জোছনায়॥

দিকে দিকে অসীম সে যে পূর্ণ সুষমায়।
নব বধূর চমক লাগা প্রীতির বরষায়॥
নিত্য নবীন মুগ্ধ মায়া।
দিব্য রসের কল্পছায়া॥
সঙ্গ সুধা যুগল প্রেমের বিভল করা হায়।
অনুরাগে চিত্ত ভরি অকাম সেবা চায়॥

প্রেমে প্রেমে বাজবে বীণা কুঞ্জ গীতিকায়।
এই যুগলের মিলন মাঝে আয়রে তোরা আয়॥
পদে পদে জানায় নতি।
চপল চাওয়া স্নিগ্ধ মতি॥
সুখ সায়বে ভাসিয়ে তবী ভুলি আপন কায়।
অচিন করে বাঁধি হিয়া হবি নবীন রাঈ॥

সাধুরাম এই বিমুগ্ধ দশায় সহসা দেখিলেন যে—তাঁহা'ক ঘিরিয়া তাঁহারই পূর্ব্ব পরিচিত মহাত্মাবৃন্দ দিব্য উল্লাসে—ঐ একই সঙ্গীত গাহিতেছেন—তাঁহাদের মধুময় কণ্ঠে—কী উজ্জ্বল প্রেমের মুগ্ধ প্লাবন! তাঁহাদের করুণাসরস নয়নে কী দিব্য ধারা! তাঁহারা দিব্য সুষমামণ্ডিত দর্শনে—সাধুরামের সমগ্র চিত্ত-মন যেন আকর্ষন করিতেছেন! মুহূর্ত্তের অন্তরালে সাধুরাম তাঁহাদের দিব্য কায়ায় যেন সহসা নিমীলিত হইলেন—পূর্ণের সাথে পূর্ণের মিলন সম—সাধুরাম তাঁহাদের সহিত একাকার হইয়া গেলেন!

কতক্ষণ করে সাধুরামের দিব্য সমাধি ভগ্ন হইল! সাধুরাম একবার বিমল নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিলেন! বাহিরে জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীর দিব্য সমারোহ—রাত্রির দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—সমগ্র গ্রাম্য

জীবন—মধুর নিদ্রায় নিমগ্ন—দিব্য নিশীথে সাধুরাম—শবরী নগরীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য যেন নূতন করিয়া অবলোকন করিলেন! দূরে পম্পার জলরাশি—ঐ পর্ব্বতমালার বিস্তৃত পাদদেশে—শস্য শ্যামল ধরণী—ঐ শান্ত গ্রামবাসীগণের সুখের কুঞ্জ! আজ দ্যুলোকে ভূলোকে—কী মোদময় বংশী ধ্বনি! সাধুরাম মাত্র এগার বৎসরের বালক—কিন্তু অন্তরে কাহার দিব্য সংগীত ধারায়—তাঁহার চরণ দুইটি নৃত্যপরায়ণ হইল! সাধুরাম অচিন্ত্য যাত্রা পথের মংগল দ্বারে উপনীত হইলেন!

সাধুরাম মনের দিব্য পুলকে—অচল পদে গৃহাঙ্গনে অবতরণ করিলেন সহসা সাধুরামের দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালে রক্ষিত তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের উপর নিপতিত হইল। —ঐ সেই দিব্য বংশের মহাভাগবতগণ। কী উদার সরসিত নয়নে তাঁহারা সকলে এক চিত্ত হইয়া—বালক সাধুরামকে যেন আলিঙ্গন করিলেন—তাঁহাদের দিব্য নির্ম্মাল্যে সাধুরামকে বিভূষিত করিলেন! সাধুরাম দৈন্য ভক্তি বিগলিত বিনম্র প্রণামে তাঁহাদের সকল মাংগলিক গ্রহণ করিলেন! পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষদ্বয়ে তাহার পিতামাতা মুগ্ধ নিদ্রায় শায়িত—সাধুরাম একবার বিহ্বল নয়নে কমলাদেবীর মুখমণ্ডল দর্শন করিলেন—কী অপার করুণা কাতর সে দিব্য মুখমণ্ডল—চিন্ময় বাৎসল্য রসাধার মাতৃদেবীর সন্দর্শনে—সাধুরামের হৃদয় বিকল হইল। কিন্তু সাধুরাম অখণ্ড সন্ন্যাসের দিব্য ভূমিতে আরূঢ়—সাধুরাম আনন্দ মগন বিলোকনে জননীর সর্ব্ব দুঃখ এক নিমেষে পান করিলেন এবং আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া জননীকে দিব্য প্রণাম করতঃ পিতার শয্যা পার্শ্বে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন—এবং তৎপরে পিতার পদপ্রান্তে সকাতর ভূমিষ্ট প্রণাম করতঃ ধীর পদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন!

দিব্য অনন্দ মংগলে—সমগ্র ভুবন পুলকিত করতঃ সাধুরাম—অনন্তানন্তের পথে একাকী বাহির হইলেন—হনুমানজীর চিন্ময় প্রসাদ হৃদয়ে ধারণ করতঃ—বিশ্বের দরবারে সাধুরাম আপনারে চিরতরে

বিলাইয়া—রিক্ত সন্ন্যাসীর রাজমার্গে উপনীত হইলেন! আকাশের অনন্ত তারকা—চন্দ্রমার বিমল সুধারাশি—পুলকিত গ্রাম্য পথ খানি—সাধুরামের মুগ্ধ সেবায় আপনাদের সকল বৈভব অর্পন করতঃ চির সার্থক মণ্ডিত হইল!

মহামানবের দিব্য পরশ কাতর হইয়া তাহাদের এত দিনের দীর্ঘ ধ্যান সমাধি—এত দিনেব বিহ্বল প্রতীক্ষা—চির আপ্তকাম হইল! দিব্য নিশীথে বিহঙ্গকুল নিজ নিজ কুলায় অকারণে কূজন মুখর হইল—তাহাদেব অকাম প্রাণের বিহ্বল কাকলি—সাধুবামের দিব্য অভিসারে—দেবতা গণের শঙ্খ ধ্বনির ন্যায় প্রতীত হইল - মহাশূন্য হইতে বর্ষিত হইল—দিব্য বালকেব প্রতি চিন্ময় মাঙ্গলিক—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণু রুরুক্রমঃ॥

—বায়ু সকল মধুব হউক - সরিৎ ধাবা মধুময় বসক্ষণ করুক—ঔষধি সমূহ আমাদের অর্থাৎ সাধুবামেব নিকট মধুময় হউক!

রাত্রি ও দিবস সকল মধুময হউক—সমগ্র লোক মধুময় হউক—পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক সাধুরামের নিকট মধুময় হউক!

বনস্পতি আমাদের অর্থাৎ সাধুরামকে সুমিষ্ট ফল দান করুন - সূর্য্য আনন্দ প্রদায়ক হউন—গাভীগণ সাধুরামের নিকট সুখপ্রদ হউন!

ঊনিশ

দিব্য আনন্দ পাবাবাবে—আনন্দেব পব আনন্দের ব্যাকুল অভিসাব —অবিরল মুক্তা ধাবায় মহানন্দেব পুলক গীতি—চিন্ময পবশে তাহাব বিহ্বল দোল! বাস্তবিক সাধুবামেব দিব্য মাধুর্য্যেব কনকাঞ্চলে-কী বিচিত্র লীলায়—পূর্ণেব প্রকাশ। সাধুবাম অভিনব যাত্রার নিত্য পথিক কিন্তু—তাঁহার—এই দিব্য পূর্ণানন্দের লীলাটি—মহৎ কারুণ্যে অনুবাগী চিত্তে নবীন ছন্দে আপনি ব্যক্ত হইল। আপ্তকাম ভাগবতের দিব্য চবিত অনর্ব্বচনীয় সুবা রসে নিত্য জৰ্জ্জবিত—দিব্য মহাপ্রকাশে সতত উজ্জ্বল—অচিন্ত্য সম্ভাবনায় নিববধি পূর্ণ। বলা বাহুল্য বিমল বিবেক ও স্নিগ্ধ বুদ্ধির দিব্যালোকে—এমত বসানন্দঘন চরিত্র—সত্য হইতেও সত্য—দিব্য বাস্তবতায় চিব প্রাণবন্ত—সর্ব্ব মোহমায়া মুক্ত অখণ্ড ভাস্বরতায় পরম উজ্জ্বল!

কনক করুণামঞ্জুল—সাধুবামেব মহাপ্রাণ। সাধুবাম মহাতীর্থের যাত্রী হইয়াছেন—এই দিব্য যাত্রা নিত্য লোকের মহলে মহলে—কুঞ্জে কুঞ্জে—দিব্য লোকের প্রতি বজকণার মঞ্জুল প্রসঙ্গে। সাধুরামের হৃদয়ে—কমলাদেবী ও সবযূ—সুখের নীড বাঁধিয়াছে—সাধুবাম যে বিচিত্র লীলায়—তাঁহাদের নিত্যধ্যানে মগ্ন কবিলেন—বাস্তবিক তাহার 'কোন তুলনা নাই!

সেই দিন নিশীথেব মধ্য বাত্রে সরযূ সহসা এক মধুর স্বপ্ন দর্শন করতঃ পুলকিত হইলেন। সরযূ দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে সাধুরামের দিব্য কিশোর মূর্ত্তি—সে চিন্ময় ভাব-বিলাস পূর্ণ মঙ্গল বিগ্রহে—করুণার নবনীত ধারা—মুগ্ধ লাবণ্যে অমিয় বাদল—শান্ত প্রেমের চিন্ময় ধারাগুলি নিজ নিজ মঞ্জুল দশায় দিব্য আপ্তকাম! সরযূ মুগ্ধ বিস্ময়ে—চিন্ময়

স্বপনে জাগে—সে দিব্য আনন্দ-ঝরঝর রূপরাশি অবলোকন করিতেছেন —আর মুগ্ধ মনে ভাবিতেছেন—কী চিন্ময় প্রাঞ্জলতায় সাধুরামের রসময় তনুখানি পরিমণ্ডিত।

এইরূপ মুগ্ধ ধ্যানাবলোকনে কয়েক মুহূর্ত্ত ব্যতীত হইলে—সহসা সরযূর দেখিতে দেখিতে—সাধুরামের দিব্য বিগ্রহটি চিন্ময় আলোকে উদ্ভাসিত করতঃ তাঁহারই তনু হইতে—এক প্রশান্ত দর্শন আনন্দময় বৈষ্ণব সন্তের শ্রীমূর্ত্তি উদিত হইল—এবং পুনরায় তাঁহারই নয়ন সম্মুখে—সাধুরামের কিশোর মূর্ত্তি—সেই দিব্য শ্রী-তিলক-কণ্ঠী তথা পীত বাস পরিহিত উদার সন্তের মংগল বিগ্রহে—কোথায় নিমীলিত হইল।

সরযূ অকথ পুলকে—চিন্ময় বিস্ময়ে—এই দিব্য রূপ-রেখায় কোথায় যে হারাইয়া গেলেন—তাহা কিছুই বুঝিলেন না। এই পুলক দশায়—এক অব্যক্ত বেদনায়—তাঁহার মন-প্রাণ বিকল হইল! সহসা তাঁহার মনে হইল—কোথায় তাঁহার প্রাণের দ্বৈত সাধুরাম—কোথায় তাঁহার অন্তরের দেবতা—শবরী নগরীর সেই মুগ্ধ কিশোর!

সাধুরাম যে এক্ষণে শ্রীরাম ভক্তি সুধা-চন্দ্রিকার—দিব্য চকোর হইয়া চির-মঙ্গলময় আপ্তকাম সাধু হইয়াছেন—সরযূ ইহা যেন ঠিক বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না এবং এই মর্ম্মী সংঘাতে সরযূর চিন্তাধারার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে—কাহার অব্যক্ত পরশে—সরযূ এই আপ্তকাম বিমল বৈরাগীর চরণে বিগলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল—সাধুর নিত্য আশ্রয় প্রার্থনায় করুণা সজল হইল! সরযূর নিকট সাধু ও সাধুরামের সকল ভেদ চকিতে কোথায় যেন অপসারিত হইল!

অতঃপর সরযূর ধ্যান সমাধি ভগ্ন করতঃ—সাধুরামের কণ্ঠে শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মা বলিলেন—প্রিয় সখী সরযূ! এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বিলাস—শ্রীকিশোরীজীর দিব্য কিঙ্করী—শ্রীকিশোরীজীর নিত্য লীলার চিন্ময় ক্রীড়া দাসী! এই সকল দিব্য কৈঙ্কর্য্য নিপুন কান্তাগণ নিজ সুখ কামনা

করেন না—শ্রীকিশোরীজীব দিব্য সেবায় চির আশ্রিত থাকিতে বাঞ্ছা করেন—অনন্ত মাধুর্য্যময় এই সকল দিব্য ললনাগণ শ্রীরামবল্লভার অনন্ত ঐশ্বর্য্যে—সতত দিব্য রসানন্দ পূর্ণ নৃত্য-গীত-বিলাস মগ্ন! ইহাই অখণ্ড জীব সত্তার চিন্ময় স্বরূপ মাধুর্য্য! ইহাই সমগ্র চরাচর জীবের দিব্য পরিচয়!

বিমল করুণাসঘন ধারায় শ্রীবৈষ্ণব সন্ত বলিয়া চলিলেন—হে প্রিয় সখী। হে কিশোরীজীর দিব্য বালা—আমরা উভয়েই—শ্রীরামবল্লভার মুগ্ধা কিঙ্করী—আমরা নিত্য সেবা-মাধুর্য্যে—সতত অভিন্ন হৃদয়—শ্রীকিশোরীজীর সেবা সুখেই—আমাদের সমগ্র বৈভব—ইহাই আমাদের চিন্ময় লাভ! 'আমরা উভয়েই অখণ্ড মাধুর্য্যময় শ্রীরামের অনন্য কান্তা—শ্রীরামই হইলেন অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র চিন্ময় পুরুষ—একমাত্র দিব্য স্বামী—একমাত্র দিব্য ভর্ত্তা। নিত্য সেবা-মাধুর্য্যেই—অনন্ত জীবের সাথে তাঁহার নিত্য চিন্ময় পাণিগ্রহণ। লৌকিক মিলন কাম প্রসূত—ইহাই নিরানন্দের মূল! আমরা উভয়েই নিত্য সম্বন্ধে—দিব্য স্বামী সুখে সততই মগ্ন! ইহাই আমাদের অচিন্ত্য বৈভব।

সরযূ মুগ্ধানন্দে—বিমল অন্তরে—শ্রীবৈষ্ণব সন্তের সমগ্র কথামৃত পান করিয়া চলিলেন। অচিরেই তাঁহার সর্ব্ব মোহমায়া অপসারিত হইল—দিব্য প্রেমের উজ্জ্বল মেলায়—তাঁহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইল—এবং সেই উদ্ভাসিত চিত্তে—সরযূ সাধুর কৃপায়—সমগ্র বিশ্বরূপ অবলোকন করিলেন—অখণ্ড মাধুর্য্যময় সে দিব্য রূপের মোহন সমারোহ—শ্রীরামের অনন্য কৈঙ্কর্য্যে চির সুখী।

সাধুরামের নিত্য পরিচয়ে সরযূ চির আপ্তকাম হইলেন! শ্রীরাম ভক্তির কনক সমারোহে সাধুরাম জন্মে জন্মে—যুগে যুগে—যে দিব্য লীলা-তনু ধারণ করতঃ—অনন্ত জীবন উদ্ভাসিত করিয়াছেন—সরযূ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন! এই চিন্ময় ভাব দশায় সরযূ অবলীলা ক্রমে

শ্রীবৈষ্ণব সন্ত রূপধারী সাধুরামের নিত্য সেবায় আপনার সমগ্র সত্ত্বা উৎসর্গীত করিলেন! সাধুরামের দিব্য আরতি-পূজায় - তাঁহার ভাব মুগ্ধ কণ্ঠে ঝরিল আপ্তকাম দৈন্য নিবেদনের বিমল গীতি—

* কঠিন কলুষ রিক্ত পরাণে
প্রেম রূপে তুমি এসো।
বন্ধন যুত খণ্ড জীবনে
ভূমা রূপে তুমি এসো॥

জীব জড়তায় মরিগো যখন
স্বরূপ ভুলি অমল চেতন
অঞ্জন জ্ঞান নয়নে ভরিয়া
ভাস্বর তুমি এসো॥

অজ্ঞান তমে হইয়া মগন
অপরে যখন করি না গণন
দ্রবিত করিয়া হিয়ার বাঁধন
করুণেশ তুমি এসো॥

কপট দম্ভ মিথ্যা ছলনা
আমারে ভুলায় সহজে কত না
ওহে মংগল শান্ত কোমল
সুন্দর তুমি এসো॥

[* মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সংগীতের অনুরূপ]

জীবন যখন শতেক ধারায়
অমিত সুরের ভজন হারায়
সন্ন্যাসী তুমি একতারা হাতে
শ্রীনাম গাহিয়া এসো ॥

ধীরে ধীবে সরযূর কণ্ঠে সংগীত ধাবা স্তিমিত হইল—তাঁহার কাতর প্রাণের সমগ্র মূর্চ্ছনা —শ্রীবৈষ্ণব চরণ পদ্মে নিবেদিত হইল !

দিব্য সন্ন্যাসী অকাম মাধুর্য্যে—সরযূব সমগ্র প্রেম-পূজা গ্রহণ করিলেন —তাঁহার করুণাদীপ্ত নয়নে বিচ্ছুরিত হইল সবযূব প্রতি দিব্য আশীর্ব্বাণীব মঙ্গল রূপ—

কল্যাণি প্রিয় শুভগ ললনা বিমল ব্রতের দিব্য ধাম।
শ্রীরাম কৃপার অমিয় বাদলে পূর্ণ হউক মনস্কাম ॥
নিষ্কাম রুচি সরস বাসনা নিত্য সেবায় সমুজ্জ্বল।
ভজন ভাবের কনক আলয় রঞ্জিত চারু অচঞ্চল ॥
নবীন রূপের অভয় বারতা লভিবে পরাণ অনির্ব্বাণ।
মংগল রসে ভাসায়ে চিত্ত পূর্ণ হউক অমিয় প্রাণ ॥
তোমার মাঝারে আমার মাঝারে যে কথা রহিল জাগি।
স্নিগ্ধ ভজনে চির সুখী হউক এই অনুরাগ শুধু মাগি ॥

সাধুরাম কণ্ঠে—দিব্য মহাত্মার আশীর্ব্বাণী শেষ হওয়া মাত্রেই—সরযূর সুখ স্বপ্ন সহসা টুটিয়া গেল ! তাঁহার বক্ষে এখনও সেই দিব্য সন্তরাজের চরণাব্জের শুভগ পরশ লাগিয়া আছে—সরযূর কর কমল দুইটি এখনও সেই দিব্য নিবেদনে বদ্ধ ! কিন্তু কোথায় তাঁহার সেই প্রাণের সম্পদ ! কোথায় তাঁহার সেই পতিত পাবন উদার মহাত্মা ! তাঁহার দিব্য পরশের কী চিন্ময় পাবনতা—কী অকথ মাধুর্য্য !

সরযূর সহসা মনে পড়িল শ্রীরাম চরণ পরশে অহল্যার দৈন্য সরস আর্ত্তির কথা! শ্রীরাম পদপঙ্কোজ পরশে অহল্যা নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেখিলেন—নয়ন সম্মুখে তাঁহার করুণা সমুজ্জল নিত্য দ্বৈতের রসময় রূপ! অহল্যা যে অনন্ত মাধুর্য্যের দিব্য ধ্যানে যুগ যুগ ব্যতীত করতঃ শিলাস্তূপে পরিণত হইয়াছেন—সেই দিব্য ভাবের চিন্ময় বিগ্রহ—অশেষ করুণায় আপনারে ধরা দিয়া - সামান্য অবলার সকল পূজা গ্রহণ করিলেন!

সরযূর সমগ্র সৌভাগ্য আজ অহল্যার পুণীত কথায় মুদিত হইল! অহল্যারই ন্যায়—সরযূও এক অতি দীন দুঃখী অবলা নারী! তাঁহার প্রাণের কান্ত কিশোর—সাধুরাম—অনিন্দ্য সুন্দর মুগ্ধ রূপে—তাঁহাকে অজস্র সুখ মার্গে—আপনি হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন!

সরযূ সরল প্রাণে সাধুরামকে ভাল বাসিয়াছিলেন—নিষ্কাম সেবায় তাঁহাকে মনে মনে আরতি-পূজা করিয়াছেন—বিমল চিত্তে তাঁহাকে ধ্যেয়ানে ধরিয়াছেন। সরযূর সমগ্র চিত্ত-কায়-মন—এই দিব্য মানস মঞ্জুল মহাত্মার বিমল আশ্রয়ে চির আপ্তকাম। এই চিন্ময় মহাত্মার বিমল প্রসঙ্গে—সরযূ নবীন দীক্ষায় রঞ্জিত হইলেন। দিব্য প্রশান্তির নির্ঝরে—সরযূ যেন মুক্তি স্নান করিলেন! নীল গগনে শুভ্র বলাকা সম—সরযূ পরম সুখে নিষ্ণাত হইলেন! নিত্য সম্বন্ধের দিব্য পাতিব্রত্যে সরযূ সমগ্র শুভগ ললনার নিরবধি কনক কিরীট হইয়া রহিলেন!

এদিকে কমলাদেবী—সেই পুলকিত রজনীতে এক অচিন্ত্য স্বপ্ন দর্শনে সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া—সাধুরাম সাধুরাম—রবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন! তাঁহার ব্যাকুল কণ্ঠের কাতর ধ্বনি শ্রবন করতঃ পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে পণ্ডিত গোপীনাথ ত্বরিত পদে ছুটিয়া আসিলেন এবং কমলাদেবীকে অচেতন অবস্থায় ধূলুণ্ঠিত দেখিলেন! পণ্ডিত গোপীনাথের সেবায় কমলাদেবী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে—এক অব্যক্ত বুক ভরা বেদনায় কমলাদেবী

সাধুরামের উদ্দেশ্যে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইলেন! কিন্তু হায়! অন্তরেব উৎকণ্ঠায় তিনি যে—এইরূপে মলিন বদনে পুত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন—শয্যায় সেই পুত্রেব অদর্শনে তিনি সেই বাত্রে যে স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে তাঁহার একমাত্র পুত্র সাধুবাম যেন কোন অনন্তানন্তের পথে একাকী যাত্রী হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেছেন—তাহা এক্ষণে নিষ্ঠুর বাস্তবে পরিণত হইল!

পণ্ডিত গোপীনাথ এতক্ষণে কমলাদেবীব চিত্ত-মনের সমগ্র বিপর্য্যয় বুঝিতে পারিলেন। সাধুরামের কক্ষে প্রবেশ কবতঃ তাঁহারা সকল বস্তুই যথাস্থানে দেখিলেন কিন্তু তাঁহাদেব জীবনেব একমাত্র অবলম্বন—তাঁহাদেব প্রাণেব সম্পদ - সাধুবামকে কোথায় দেখিতে পাইলেন না! সাধুরাম বিহনে সমগ্র কক্ষখানি যেন প্রাণ শূন্য তনুব ন্যায় মনে হইল। শয্যায় সেই দিব্য কনক মূর্ত্তি আব নাই! শয্যাটি যেন তাঁহাব বিরহে চিব জর্জ্জরিত হইয়া এইরূপ মলিন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাধুরাম বিহনে সামান্য জড বস্তুব এতাবৎ করুণ অবস্থা লক্ষ্য করতঃ—গোপীনাথ দম্পতি বজ্রাহত ছিন্ন লতার ন্যায় দারুণ আর্ত্তনাদে ভূলুণ্ঠিত হইলেন! গোপীনাথ—সাধুবাম সাধুরাম রবে সমগ্র গৃহে অন্বেষণ করিলেন—বাহিরের মহাশূন্যে—সেই করুণ আর্ত্তনাদ - প্রতিধ্বনি রূপে দশদিক মুখরিত করতঃ গোপীনাথ দম্পতির হৃদয়ে পুনঃ শেল সম ফিরিয়া আসিল!

অচিরেই গ্রামের সুপ্ত নব নাবী গোপীনাথ দম্পতিব আর্ত্তনাদ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে গ্রামবাসীগণ যথাকর্ত্তব্য স্থিব করতঃ সাধুরামের অন্বেষণে—গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা করিলেন।

কমলাদেবীর—ছিন্ন ভিন্ন বিহ্বল দশায়—গ্রামের সকলের বুক ভাসিল। যাঁহার দিব্য আশ্রয়ে তাঁহারা নিত্য নব নব আনন্দের পথে চালিত

হইয়াছেন –কোন্ ভাবনায় আজ তাঁহারা কমলাদেবীকে সান্ত্বনা দিবেন? যাঁহার বিমল সৌভাগ্যে—সমগ্র গ্রাম সুখৈশ্বর্য্যে থৈ থৈ করিত—তাঁহার দিব্য হাহাকারে—কোন্ প্রাণে তাঁহারা প্রাণ ধারণ করিবেন? সাধুরামের গৃহত্যাগে সদ্য বৈধ্যব্যের চরম বিক্ততায় – সমগ্র গ্রাম খানি যেন সহসা মলিন বদন হইল।

রাত্রি অবসানে—ঊষার লগনে - গোপীনাথ গৃহে মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত হইলেন—এবং রুদ্ধ হৃদয়ে সমগ্র বিবরণ অবগত হইলেন। সাধুরামের অনন্য সন্ন্যাস পথে যাত্রার সংবাদে বৃদ্ধের সরস নয়নে—সহসা এক দিব্য লীলা প্রকটিত হইল--মৃত্যুঞ্জয় অশেষ বৈভবে—সমগ্র লীলা রহস্যটি পান করতঃ—দিব্য প্রেমে তাঁহার হৃদয় – সাধুরামের সহিত ওতপ্রোত হইল।

মৃত্যুঞ্জয় মধুর স্মিত হাস্যে কমলাদেবীর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বিমল কথনে তাহার হৃদয় শান্ত করিলেন – মৃত্যুঞ্জয় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা চিন্ময় ঋষি —অনাগত মঙ্গল অবসরে—সাধুরাম যে অব্যক্ত প্রাণারাম চরিত্রে—অশেষ জন-মন উদ্ভাসিত করিবেন—বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় দিব্য মধুর সংগীতে—তাহার পূর্ব্বাভাষ রচিত করতঃ শোক সন্তপ্ত মূহ্যমান ভক্ত হৃদয়—বিমল করুণায় স্নিগ্ধ করিলেন। তাঁহার সেই অব্যক্ত ভাবদশার মঞ্জুল মার্গে—দিকে দিকে ধ্বনিত হইল —সাধুরামের প্রতি বিমল বন্দনা—

চরণ কমল শরণ দেহি
বল্লভ প্রাণনাথ হে।
নিত্য লোকের মুগ্ধ লীলায়
বাজাও বাঁশরী কান্ত হে॥

পীরিতি সঘন কনক বরণ
শিখাও সুনীতি দ্বৈত হে।

অরূপ রূপের বিভব বিলাসে
জানাও রহস দিব্য হে ॥

ভুবন ভরিয়া মাধুরী সকল
লভিয়া ও পদ ধন্য হে।
আবতি পূজায় গাহিল সুযশ
অচিন লোকের নাগব হে

চিন্ময় সার মহিমা অপাব
কে জানে তোমাব মর্ম্ম হে
করুণা কিবণে সনাথ করিয়া
ঠাঁই দাও গতি ভর্ত্তা হে ॥

ইতি শ্রীসদ্গুরু চরিত মানসে বিমল প্রেম সম্পাদনে
প্রথমং নিবেদনং সমাপ্তম্ ॥

দ্বিতীয় নিবেদন

ভক্তি

মঙ্গলাচরণ ঃ—

ওঁ কৃপারূপিনি কল্যাণি রাম প্রিয়ে শ্রীজানকী।
কারুণ্যপূর্ণে নয়নে দয়া দৃষ্ট্যাবলোকয় ॥

নীলতয়োদমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখব ভাস্বরা
নীবাবশূকবত্তন্বী পীতা ভাস্বত্যনূপমা।
তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ
স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্

ওঁ নমো ভগবতে মঙ্গলমূর্ত্তয়ে কৃপানিধয়ে গুববে।
মর্কটায় রাম-বরদূতায় ক্ষমামন্দিবায় শ্রীহনুমতে ॥

আরামঃ কল্পবৃক্ষানাং বিরামঃ সকলাপদাং।
অভিরামস্ত্রিলোকানাং রামঃ সিয়ারামেতি গর্জ্জনম্ ॥

শ্রীযূথেশ্বরীং প্রেমলতিকাং শ্রীসীতারাম নাম-
গুণগ্রাম নিরতাং প্রমুদিতাং।
আনন্দ স্বরূপিনীং শ্রীসাকেত বিহারিণীং
কেলিকুঞ্জেশ্বরীং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

এহি মহঁ রঘুপতি নাম উদারা
অতি পাবন পুরাণ শ্রুতি সারা।
মংগল ভবন অমংগলহারী
উমা সহিত জেহি জপত পুবারি॥

যদ্যপি কুকবি মুই সবগুণ হীন।
কাম ক্রোধ লোভ মোহেব সদাই অধীন॥
শ্রীগুরু চরণ পদ্মের করুণা মঞ্জুলে।
সকল অপূর্ণ হোক পূর্ণ সমুজ্জ্বলে।
ভকতি সলিল সুধার কবি অভিলাষ।
সজ্জনে করিবে পাঠ এ অহেতু কৃপার প্রকাশ

এক

শ্রীরাম জানকীর দিব্য অন্বেষণে - অনন্ত সুখ সম্পন্ন শ্রীধাম অযোধ্যা পুরী ত্যাগ করতঃ—মরু কান্তার পূর্ণ দুর্গম পথে অবতরণ করিয়াছেন— দ্বাদশ বর্ষীয় অভিন্ন কিশোর—ভক্তি ভারতী ভরতলাল! সঙ্গে আছেন বিবেক চূড়ামণি রাজগুরু বশিষ্ঠ- বিমল কর্ম্ম জ্ঞান ও উপাসনা রূপিনী রাজমাতা সুমিত্রা—কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রমুখ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সম্ভার! অনন্য ভক্তের দিব্য অভিসার—প্রেমের বিচিত্র বিলাসে নিত্য প্রমুদিত—এবং তাহার মুগ্ধ লীলায়—ভক্ত হৃদয়ের ভজনানুকূল বৃত্তিগুলি—

বিমল অবসরে—দিব্য রূপ-রসে—কর্ম্ম-জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য-সেবা অনুরাগ প্রভৃতি দিব্য আচরণে রূপায়িত হইয়া থাকে—ইহাই অনন্য ভক্তের সহিত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বিমল যাত্রার সরস গীতিকা!

ভক্তের দিব্য তাপস রূপ—বিমল মুখমণ্ডল—নিত্য সেবা পরায়ণ চিন্ময় তনু—প্রেমোদ্ভাসিত নয়ন যুগল—অঙ্গে অঙ্গে দিব্য বৈরাগ্যের সমধুর জ্যোতি—বদনে নিরবধি ইষ্ট গাঁথা। ইহাই অনন্য ভক্তের দিব্য পারমার্থিক সত্তার চিন্ময় প্রকাশ! ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য হইল শ্রীভগবান—শ্রীভগবানকে শরব্য করিয়া—ভক্ত দুর্জ্জয় হৃদয়ে তাঁহার অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাই ভক্তের উজ্জ্বল উৎকণ্ঠা! আর্য্য ঋষিগণ মুগ্ধ ছন্দে অনন্য ভক্তের এবংবিধ অপ্রতিহত দিব্য রূপটি উদ্গীত করতঃ বলিলেন—

প্রণবো ধনুঃ শরঃ হ্যাত্মা ব্রহ্ম তদ্ লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ॥

অর্থাৎ—প্রণব হইল ধনু—শর আত্মা—এবং লক্ষ্য হইল পরমাত্মা। এই শর রূপ আত্মার দ্বারা দৃঢ় চিত্তে পরমাত্মা ভেদ পূর্ব্বক—তাঁহাকে জয় করিতে হইবে।

শ্রুতির রহস্যময় বাণীর দিব্য আবরণে—ভক্ত চরিত্রের যে পরম অপ্রমত্ত—দুর্জ্জয় রূপটি প্রচ্ছন্ন রহিল—মহাত্মা কবীরের সরল গ্রাম্য গিরায় তাহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কবীর সমগ্র ভক্ত সমাজের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ বলিলেন—

পকড় সমসের সংগ্রামমেঁ কোসিয়ে
দেহ পরযন্ত কর যুদ্ধ ভাই।
কাট শির বৈরিয়াঁ দাঁও জইকা তহাঁ
আও দরবার মে নওয়াই শির॥

অর্থাৎ—খড়্গ ধারণ করতঃ জীবন পণ করিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হও —পথে যত বড় বিঘ্ন বৈরী আসুক না কেন—তাহার শিরশ্ছেদ করতঃ —সাহেবেব দরবারে উপনীত হইয়া—তাঁহার চরণে শির অবনত কর।

অনন্য ভক্তের আজীবন সংগ্রাম সজ্জার দিব্য রূপটি পরমার্থবিন্দক তুলসীর অনুপম কথনে আমরাও মর্ম্মী রূপে ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার সাথে সাথে—হরিভক্তি লাভেব দিব্য ক্রমটিও বিস্তারিত হইল। মহামতি তুলসী রসময় কণ্ঠে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

বিরতি চর্ম্ম অসি জ্ঞান মদ লোভ মোহ রিপু মারি।
জয় পাইও সো হরি ভগতি দেখু খগেশ বিচারি॥

অর্থাৎ—বৈরাগ্য বর্ম্মে ঢাকিয়া তনু জ্ঞানরূপী খড়্গ ধরি হাথে।
মদ মোহ লোভ মান প্রতিকূল বৈরগুলি চূর্ণ করি তাতে॥
যে জয় লভিল বীব তাহা দেখ করিয়া বিচার।
হরি ভক্তি নাম ধরে অন্য কিছু নহে নহে আর॥

কিন্তু অনন্য ভক্তের এই নিত্য সংগ্রাম সাজ কেন? কেন তাহার অহরহ ভজন প্রচেষ্টা? এই বিচিত্র প্রশ্নেব বিমল উত্তরে মহামতি তুলসী কিঞ্চিৎ বিস্তারিত কথনে যাহা বলিলেন—তাহা চিরতরে দিব্য জিজ্ঞাসুর সকল সংশয় দূর করিল। অনন্য ভজনানন্দীব মর্ম্মী ভাষায় তুলসী প্রসঙ্গতঃ ভক্তি পথের মুখ্য অন্তরায়গুলির বিচিত্র রূপ ও ধর্ম্ম অঙ্কিত করতঃ গাহিলেন—

মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহি কেহি।
কো জগ কাম নাচাও ন জেহি॥
তৃষ্ণা কেহি ন কীন্হ বৌরায়া।
কেহি ন হৃদয় ক্রোধ ন দাহা॥

গুণকৃত সন্যপাত নহি কেহি।
কোউ ন মান মদ ত্যজেউ নিবেহী ॥
জোয়ান জ্বব কেহি ন বলকায়া।
মমতা কেহি জস ন নশায়া ॥
মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লায়া।
কাহি ন শোক সমীব ডোলায়া ॥
চিন্তা সাঁপিন কো নহি খায়া।
কো জগ জাহি ব্যাপী ন মায়া ॥
কীট মনোরথ দারু শরীরা।
ঘুন ন লাগ কো অস ধীরা ॥
সুত চিত লোক ঈষণা তীনি।
কেহি কৈ মতি ইন্হকৃত ন মলিনী ॥
যহ সব মায়া কব পরিবারা।
প্রবল অধিক কো বরণই পাবা ॥
শিব চতুরানন জাহি ডেরাহি।
অপর জীব কেহি লেখে মাহি ॥

ব্যাপী রহেউ সংসার মঁহ মায়া কটক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভ কপট পাখণ্ড ॥

অর্থাৎ—কাহারে মোহ না অন্ধ করিল ?
কাহাব হৃদয় না কামেতে মজিল ?
বিষয় তৃষ্ণা কারে মত্ত না করিল ?
কাহার হৃদয়, বল, ক্রোধে না জ্বলিল ?

গুণ ত্রয়ে কেবা না হইল জর্জ্জর ?
মদ মানে কেবা না হইল বধির ?
যৌবন জোয়ারে, বল, কেবা না ভাসিল ?
মমতা অধিক কার যশ না নাশিল ?
মৎসর কাহারে না কলঙ্ক দানিল ?
শোক-সন্তাপে, বল, কেবা না দহিল ?
চিন্তা নাগিনী, বল, কারে না কাটিল ?
জগতে কেবা আছে যারে মায়া না ছায়িল ?
কীট মনোরথ আর কাষ্ঠ শরীর।
ঘুন না লাগিল, বল, কোথা হেন বীর ?
পুত্র-বিত্ত-লোক ঈষণা তিন।
কাহার মতি না, বল, করিল মলিন ?
এ সব অবিদ্যা মায়ার নিজ পরিবার।
অতীব প্রবল রিপু নাহি পারাপার ॥
চতুরানন পঞ্চানন যারে সদা করে ভয়।
অপর জীবের বল কী আছে কথায় ॥

সমগ্র সংসার ভরি মায়ার প্রচণ্ড প্রতাপ।
সেনাপতি কামদেব—কপট দম্ভ. মান—সৈন্য পরিমাপ ॥

উপরি লিখিত অন্তরায়গুলির যে কোন একটিই—সাধককে সর্ব্বতো-ভাবে—হরি ভক্তির বিমল মার্গ হইতে—বিচ্যুত করিতে পারে—ইহাদের সমবেত দৌরাত্ম্যে' সাধক যে কী গতি প্রাপ্ত হন—তাহা ভাবিয়া গণিয়া দেখিতে হইলে—মহাকবিও মূক হইয়া যান।

বাস্তবিক দিব্য পারমার্থিক জীবনে—এই সকল প্রপঞ্চগুলি—সাধারণ ব্যাধি নহে। ইহারা নিজ নিজ গুণে—যে অসাধ্য ব্যাধি—এবং ইহারা সাধককে আত্মচিন্তা হইতে যে সততই পৃথক করে—সেই দিব্য অনুভূতি ধ্বনিত করতঃ মহামতি তুলসী পুনরায় বলিলেন—

এক ব্যাধি বশ নর মরহি এ অসাধ্য সব ব্যাধি।
পীড়হি সন্তত জীব কহুঁ সো কিমি লহৈ সমাধি॥

অর্থাৎ—এ সকল অসাধ্য ব্যাধি কী কব অপার।
সন্তত দিতেছে জীবে—দুঃখ অশেষ প্রকার॥
অজ্ঞান মায়ার ডোরে জীবেরে বাঁধিয়া।
সামান্য মর্কট সম নাচায় ঘিরিয়া ফিরিয়া॥
ভীষণ এ ব্যাধির বশে হোলে কবলিত।
আত্মচিন্তা হতে সাধক হয় সতত বর্জ্জিত॥
অনন্ত ব্যাধির জালে হয়ে কণ্টকিত।
কেমনে হইবে জীব ধীরমতি চিত ?
অতএব ধ্যান সমাধি পথে নির্গুণ উপাসনা।
মায়ার সংসাবে সম্ভব কেমনে—কর বিবেচনা॥

—এই দিব্য জ্ঞানেব পরিপ্রেক্ষিতে সাধকের আজীবন সংগ্রাম সাজ সর্ব্বতোভাবে কেবলমাত্র যে শুধু বাঞ্ছনীয়—তাহাই নহে—পরন্তু ইহাই অনন্য ভক্তের একমাত্র দিব্য লক্ষণ !

কিন্তু প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামভক্তির দিব্য কনক পাত্র—ভরতলাল—সামান্য সাধক নহেন—অনন্য চিন্তায়—অনন্য জ্ঞানে—অনন্য বৈরাগ্যে—ভরতলাল সমগ্র ভক্ত সমাজের চিন্ময় আদর্শ ! শ্রীরামানন্য ভরত—চিন্ময় ভক্তির মূর্ত্ত প্রকাশেই দিব্য লীলাতনু ধারণ কবিয়াছেন—পরমার্থ তত্ত্ব লাভ

করিবার নিমিত্ত—ভরতকে বিভিন্ন সাধন সমবে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই —সমগ্র সাধন সমাজ তাঁহারই দিব্য অনুগমনে চির কৃতার্থ! ভরতের সর্ব্ব সংগ্রাম—একান্ত আযাস শূন্য—একান্ত কাম শূন্য—একান্ত ক্লেদ রহিত। অখণ্ড জ্ঞানানন্দের দিব্য পারমার্থিক প্রকাশে শ্রীরামের অনুরূপ তনু—অনুরূপ বর্ণ—অনুরূপ ভূষণে বিভূষিত হইয়া—ভরত সহজ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দিব্য নিকেতন—মুগ্ধ সারল্য ও বিমল স্বাভাবিকতায়—তাঁহার চিন্ময় রূপরাশি সতত পরিমণ্ডিত!

বাস্তবিক সহজ ধর্ম্মের—সদাই অবিরল গতি—ইহার দিব্য মার্গে কোথায় এতটুকু কুটিলতা বা বক্রতা নাই—সরল সুখদ শান্তিতেই—ইহার নিত্য বিরাম।

অনন্য ভক্তির—এই দিব্য পারমার্থিক ভূমিকায়—ভক্তের ধর্ম্ম জীবন মুগ্ধ প্রপন্নতায় চির উজ্জ্বল—তাঁহার বিন্দুমাত্র শংকা নাই—এতটুকু বাদানুবাদ নাই—কোনরূপ জিজ্ঞাসা নাই - নিত্য সেবার মুগ্ধ নিকুঞ্জে ভক্ত চির বিশ্রাম সুখে নিমগ্ন। বস্তুতঃ স্বাভাবিক ভক্তি-ভাবাপন্নের ইহাই বিচিত্র লাভ! অন্যত্র জ্ঞান পন্থায—দিব্য অন্বেষণের শেষ নাই—নিরবধি শান্তি-সুখ বলিতে তাহাতে কিছুই যে নাই তাহা ব্রহ্মবাদিনী-ঋষি পত্নী মৈত্রেয়ী অথবা দিব্য ঋষিপুত্র নচিকেতার মধুর উপাখ্যান হইতে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে।

অনন্য পরমার্থবিন্দক যাজ্ঞবল্ক দিব্য যোগবলে—আপন ধর্ম্মপত্নী মৈত্রেয়ীকে অশেষ মনুষ্য ভোগে ভোগিনী করিতে চাহিলে মৈত্রেয়ী বিনম্র বচনে প্রতি উত্তর করতঃ স্বামীকে বলিলেন –

যেনাহং অমৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

অর্থাৎ যাহা ভোগ করিলে আমি পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিব না—তাহা লইয়া আমি কী করিব?

মৈত্রেয়ীর ন্যায় পাঁচ বৎসরের ঋষিপুত্র নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য পিতৃপতি যমদেবের দুয়ারে অনন্য তপস্যায় মগ্ন—পিতৃপতি বালকের অপূর্ব্ব নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া বালককে বলিলেন—ভূমের্মহদ্ আয়তনং বৃণীষ—অর্থাৎ--বালক তুমি সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হও।

দিব্য বালক নচিকেতা পিতৃপতির বরদানে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না—তিনি আপন মনে পূর্ব্ববৎ তপস্যায় অগ্রসর হইয়া চলিলেন!

পিতৃপতি যমদেব বালককে অধিক রূপে তৃপ্ত করিবার বাসনায়—তাঁহার প্রতি বিশেষ বরদানেব কথা ঘোষিত কবতঃ বলিলেন—

ইমাঃ রামাঃ সরথাঃ সুতূর্য্যাঃ।
নহী দৃশা লম্ভনীয়া মনুষৈঃ॥

অর্থাৎ—হে বালক। তুমি এই সকল অপূর্ব্ব সুন্দবী অপ্সরী-কিন্নরীগণকে নিশিদিন ভোগ কর—এইরূপ উৎকৃষ্ট সম্ভোগ—ইতঃপূর্ব্বে কোন মনুষ্যই লাভ করে নাই।

বালক এতক্ষণে আপনার মনেব কথা পিতৃপতির চরণে নিবেদন করিলেন! নচিকেতা বলিলেন—

ন বিত্তেন তর্পনীয়া মনুষ্যাঃ॥

—অস্থায়ী ভোগে—অমৃতকারী জীবের—পরিতৃপ্তি হয় না।

ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ী ও দিব্য বালক নচিকেতা—উভয়েই একই পারমার্থিক মার্গের অনন্য পথিক—অশেষ জিজ্ঞাসায় তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ—অবাধ ভক্ত জীবনের—নির্ভরা সুখের কোন লক্ষণই তাহাতে নাই!

বাস্তবিক বিমল জ্ঞান মার্গীগণ—অনন্ত জীবন—অনন্ত সংস্কার অতিক্রম করতঃ মহৎ কারুণ্যে যে অনন্য ভক্ত জীবনের দিব্য প্রপন্নতা ও তাহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ নিরন্তর সেবা-সুখ পূর্ণ বিমল বিশ্রাম লাভ

করিয়া থাকেন—তাহাই রহস্যময় বাণীতে উদ্গীত করতঃ শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায় আনন্দকন্দ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাম্ প্রপদ্যতে ॥

অর্থাৎ—বহু জন্ম—বহু সংস্কার কবি অতিক্রম।
জ্ঞানবান লভে দিব্য ভক্তির মরম ॥
তাহার প্রসাদে পায় দিব্য পরা জ্ঞান।
প্রেম প্রীতি প্রপন্নতা নিষ্ঠা অনির্ব্বাণ ॥
সকল জিজ্ঞাসা তার তবে মিলিল সেবায়।
আত্ম সুখ বাঞ্ছা নাহি এতটুকু তায় ॥
জ্ঞানের সকল উপায় তবে কবি নিরাদর।
ইষ্ট ভরোস—ইষ্ট সুখ—ইষ্ট গতি তার ॥
অচিন্ত্য ভক্তির মার্গ দিব্য সুনির্ম্মল।
বহু ভাগ্যে জানে—কেহ কেহ—বিজ্ঞানী উজল।
এ দিব্য রহস্য তোমায় করিনু প্রকাশ।
পুনর্ব্বার কহিবারে নাহি অভিলাষ ॥

ভরতলাল—অতল ভক্তি সলিলে—নিরন্তর সুখী মীন—পূর্ণ শশীর দিব চকোর—আনন্দকন্দের নিরুপম দ্বৈত! দিবাবসানে রজনী আগত হইলে—চকাচকী যেরূপ সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মে পৃথক পৃথক অবস্থান করে—ভক্তি ভাবতী ভরতলাল - পূর্ণ আপ্তকাম হৃদয়ে—এক দিকে অনন্য শ্রীরাম ভক্তি—অন্যদিকে সসাগরা পৃথিবীর অকণ্টক সাম্রাজ্য- সাবলীল ধারায় পৃথক করিলেন! অখণ্ড সন্ন্যাসের বিমল ব্রতে ভরতলাল সুখে ব্রতী হইলেন—শ্রীরাম জানকীর অনন্য সেবার চরিত্রে—ভরত নিরবধি চিন্ময় আদর্শ হইয়া রহিলেন!

অমৃতের সন্ধানে অমৃতের পুত্র! অপার এই ব্রহ্ম ক্ষুধা—আত্যন্তিক এই বিমল বুদ্ধি! মুহূর্ত্তের ধ্যেয়ানে সাধুরাম—স্রক-চন্দন-বনিতা রূপী বিষয় বিষ্ঠা—পরিত্যাগ করতঃ—ভবতের দিব্য মার্গ অনুসন্ধান করিলেন! হনুমানজী তাঁহার সহায়—নিত্য-ধামবাসী মহাত্মাবৃন্দ তাঁহার চির সাথী! সাধুরামের সরল চিত্ত—সাবলীল গতি—বিন্দুমাত্র চিন্তাও তাঁহার নাই! কোথায় যাইবেন—কী করিবেন—কিছুই তিনি অবগত নহেন!

মহাপ্রাণের দিব্য অভিসার কেবলমাত্র একটি প্রাণীর নহে—তাঁহার সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির—নিত্য অভিসার—নিত্য সেবা মণ্ডিত বিচিত্র বিলাস! মধু যামিনীতে সাধুরাম অচল পথে বাহির হইয়াছেন—কুসুম-ফল ভার নত সমগ্র তরুলতাগুলি সাধুরামের মঞ্জুল চরণে অবনত হইয়া যেন তাঁহারই দিব্য সেবার প্রার্থী রূপে—সারি সারি দণ্ডায়মান! পম্পা হ্রদের তরঙ্গ মালা—দুই হস্ত উত্তোলিত করতঃ সাধুরামকে যেন স্বাগত জানাইল—মুগ্ধা রজনী- সাধুরামের অকথ বৈভবে—দিব্য বিলাস মধুর হইল—মুগ্ধ মায়ায় কাহার কণ্ঠে দিকে দিকে ধ্বনিত হইল—মহা আগমনের বিমল বাণী—

* তোমার চরণ পরশ মণি
হে বীর ধন্য করো।
ঐ যে কত শূন্য হৃদয়
হ'লো যে পূর্ণ তর॥

বাজিয়ে বীণা কমল করে
কান্ত আসেন কুঞ্জ পরে
সেই মিলনের মঞ্জু গানে
চিত্তে পুলক ভরো॥

---

* মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অন্য রূপ।

ভজন তোমার সহায়
তোমার সহায় দিব্য বাণী
ধর্ম্ম কর্ম্ম সহায় তোমার
সহায় ধনুষপাণি ॥

মঞ্জীর ধ্বনি সগৌরবে
অমর প্রেমের বার্ত্তা কবে
সেই পরশে মুগ্ধ প্রাণে
চিন্ময় রূপ ধরো ॥

দুই

বাস্তবিক দিব্য রূপ ধারী—অনন্য ভক্তি বিলাসীগণের আয়োজনের এতটুকু ত্রুটি নাই! মহাভাগবতেব দিব্য অভিসার মার্গ—সর্ব্ব সুখপ্রদ করিতে এতটুকু কার্পণ্য নাই। সাধুরাম বালক—সর্ব্বতোভাবে দিব্য বালক! আপন-পর ভেদ রহিত সরল বালক! অশেষ বাৎসল্য মধুর দিব্য জননীর কণ্ঠ লগ্ন—নিত্য প্রতিপাল্য চিন্ময় বালক! সাধুরাম নিত্য অনন্য আশ্রয়ে সদাই রক্ষিত! তাঁহার হৃদয়ে এতটুকু শংকা নাই—চরণে এতটুকু বাঁধা নাই—জানা-অজানার কোন ভেদ—সাধুরামের নাই—সাধুরাম সর্ব্ব উপায় শূন্য—সর্ব্ব চিন্তা শূন্য—অনন্য সারল্যের দিব্য মুক্তা ধারা! ইহাই তাঁহার চিন্ময় বর্ত্তিকা! বাস্তবিক—এই অনন্য লক্ষণে—সাধুরাম পণ্ডিত বংশের দিব্য মহামণি! চিন্ময় বিদ্যার মধুর প্রস্রবনে—সাধুরাম নিরঙ্কুশ পণ্ডিত—সর্ব্ব আয়াস শূন্য—সর্ব্ব অভিমান শূন্য—দিব্য পণ্ডিত! তাঁহার এই দিব্য পাণ্ডিত্য—নিরন্তর মুগ্ধ অনুভূতির বিমল আস্বাদনে—চির প্রাঞ্জল—চির উদার—চির শান্ত—চির আপ্তকাম!

বাস্তবিক সাধুরাম একাদশ বর্ষীয় দিব্য বালক—অখিল লোক স্বামিনী শ্রীকিশোরীজী চির আদরের কনক পাত্র! চিন্ময় আনন্দ বিহ্বল

সংগীতে—সাধুরামের সর্ব্বত্র অবাধ গতি! সাধুরাম চির মুক্ত! গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগ সম—মহাপ্রভুর সংসার ত্যাগ সম—দিব্য কুঞ্জে কুঞ্জে সাধুরামের অচঞ্চল পবিক্রমা—মহাকাব্যের চিন্ময় সুধায় পর্য্যসিত হইল!

অচিন্ত্য ভগবৎ কারণে—সাধুবাম দিব্য মাধুর্য্য লীলায় অবতীর্ণ! আপ্তকাম মাধুর্য্য লীলায় সামান্য লোক চরিত্র প্রতীত হয়! মনুজ লীলায় বিধি-নিষেধেব বিচার আছে—মর্য্যাদাব ক্রম আছে- আচার্য্য পন্থার উপদেশ আছে! সাধুবামের হৃদয়ে—অযাচিত প্রেরণায়—সেই সকল ক্রমগুলি একটির পর একটি কবিয়া—আপনি বিস্তাবিত হইযাছে! সাধুরাম সবার অলক্ষ্যে সেই দিব্য ধাবায় নিষ্ণাত হইয়া—উদার মনুজ চরিত্রে—আপ্তকাম রস মাধুর্য্য বিস্তাবিত করিলেন—দিব্য করুণা ধারায় ভুবন ভরিলেন—অনন্য ভাব-ভক্তির মুগ্ধ প্রস্রবনে ধরণী পবিত্র করিলেন!

জ্যোৎস্না পুলকিত গ্রাম্য পথে সাধুবাম একাকী বাহির হইয়াছেন—রজনীব তৃতীয় যামে—চন্দ্রমা আপন বিমল বৈভবে আকাশেব মধ্যস্থলে বিরাজমান—তাঁহাব কিরণ মালা দিব্য বালককে পূর্ণ আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল—বালকও একবার ঈষৎ হাস্যে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন! নীল গগনে দিব্য ক্রীড়ারত চন্দ্রমাকে দেখিয়া—সাধুরামের মনে হইল—নীল নীরধর আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীবামের দিব্য বক্ষঃস্থলে জানকীর চিন্ময় বিলাস - শ্যামসুন্দরের অনন্য চিন্তায়—চন্দ্র রূপী জানকীর হৃদয়—শ্যাম রূপে নিষ্ণাত! চন্দ্রমাকে কেন্দ্র করতঃ যে বৃহৎ মণ্ডলটি বিরাজমান—তাহা শ্রীরাম জানকীর দিব্য মহারাসের অনন্য সখী মঞ্জরী সম—সাধুবামের নিকট প্রতীত হইল!

দিব্য চন্দ্রমা দর্শনে সাধুরাম প্রফুল্লিত হইলেন—তাঁহার মনে হইল—শীতের এই গভীর রাত্রে—চন্দ্রমায় সাথে সাথে সাধুরামও তাঁহার ইষ্ট দর্শনে—কোন দূর দিগন্তে উপস্থিত হইবেন! বিমল অনুরাগে বালকের চরণদ্বয় নৃত্য পরায়ণ হইল! বালক এক্ষণে পরিচিত মার্গ ত্যাগ করতঃ

বিজন পথে যাত্রা করিলেন! বাস্তবিক যে সুকুমার চরণ যুগল শিরীষ পুষ্প সম কোমল ভূমিতে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত—তাহা এক্ষণে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথের যাত্রী! সাধুরাম আপন ভাবে মগ্ন হইয়া পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন!

শীতের ঘন কুয়াশায় চারি দিকে বেশ একটু থম থমে ভাব—পথের তরুলতাগুলি হিমেল হাওয়ায় কোন রকমে জড় সড হইয়া যেন চুপটি করে দাঁড়াইয়া আছে—তাদের ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রমার আলোকে—বন পথটিকে বেশ দেখাইতেছে! জ্যোৎস্না পুলকিত নিভৃত বনানীতে সাধুরাম একা! কত বিচিত্র কথাই বালকের আজ মনে পড়িতেছে! সাধুরামের ন্যায় মহাত্মা তুলসীদাসও একদা বিজন রাত্রে পথে বাহির হইয়াছিলেন—যাত্রা পথে সহসা তাঁহার যে দিব্য অভিজ্ঞতা লাভ হইল—তুলসীর সেই মুগ্ধ চরিতে—বালকের মন আকৃষ্ট হইল!

সাধুরাম মানস নয়নে দেখিলেন যে মহামতি তুলসী একদা ঘোর রজনীতে একাকী পথে যাইতেছেন। সহসা ঐ পথে চারিজন তস্করের উদয় হইল। চন্দ্রমার আলোকে তাহারা কিঞ্চিৎ দূরে তুলসীকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিল—তুলসী হয়তো তাহাদের কথা গ্রামবাসীকে বলিয়া দিবে—তাহাদের চৌর্য্য কার্য্যে বাধা দিবে। এইরূপ চিন্তা করতঃ তস্করগণ তুলসীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে—তুই কে রে?

তুলসী আপন ভাবেই মগ্ন ছিলেন—শ্রীরাম রূপে—শ্রীরাম নামেই ডুবিয়া ছিলেন। সহসা তস্করগণের বিচিত্র জিজ্ঞাসায় বেশ কতকটা আমোদ পাইলেন! তুলসীও হাসিতে হাসিতে তাহাদের বলিলেন—আপনারা যা—আমিও তাই!

তস্করগণ তুলসীর কথার যথার্থ মর্ম্মটি অনুধাবন করিতে পারিল না—তাহারা ভাবিল তুলসীও তাহাদের মত একজন চোর হইবে—রাত্রের

অন্ধকারে গৃহস্থের ধন সম্পদ চুরি করিবার জন্য—তাহাদের মত পথে বাহির হইয়াছে।

এইরূপ মনে করতঃ তাহারা বেশ খুসী হইল—এবং তুলসীকে বলিল —তা বেশ ভালই হোল—চল্ আমাদের সঙ্গে চল্। তুলসীও তাহাদের কথামত—তাহাদেব সাথে চলিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে তস্করগণ একটি গৃহস্থের বাটীব সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল—এবং তাহাদের ঝোলা হইতে একটি শঙ্খ বাহির করিয়া তুলসীর হাতে দিয়া বলিল—দেখ্ আমরা ভিতরে যাইতেছি—তুই এইখানে বাহিরে আমাদের পাহারায় থাক্। যদি কাহাকেও আসিতে দেখিস্ —তাহ'লে—তুই এই শঙ্খে ফুঁ দিয়া আমাদের সাবধান করে দিস্।

তুলসীও তস্করগণেব কথায সায় দিলেন—এবং তস্করগণও বেশ নিশ্চন্ত মনে গৃহস্থের বাটীতে সিঁধ কাটিয়া ভিতবে প্রবেশ করিল।

তুলসী এতক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইযা—আপন চিন্তায় আপনি মগ্ন— তাঁহার নয়নে অযোধ্যাপতি শ্রীরামের দিব্য কিশোর মূর্ত্তি প্রকটিত হইল – এবং এই মধুব রূপ দর্শন মাত্রই—তুলসী শঙ্খ ধ্বনি করিলেন।

তস্করগণও শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ মাত্র তাডাতাড়ি বাটীর বাহিরে আসিল —এবং চারিদিক চাহিযা দেখিল। কিন্তু বাহিরে অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তুলসীকে জিজ্ঞাসা কবিল—এই! কেন শাঁখ বাজাইলি? আমরা তো কাহাকেও দেখিতেছি না।

তাহাদের কথায় তুলসী বলিলেন- ভাই! তোমরা গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করা মাত্রেই—আমি দেখিলাম- একটি দিব্য পুরুষ হাতে ধনুর্বান লইয়া গৃহস্থের বাটী পাহারা দিতেছেন! তাঁহকে দেখিবা মাত্র আমি শঙ্খ বাজাইয়া তোমাদের সচেতন করিলাম।

তস্করগণ তুলসীর কথায় যেন ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাহারা পুনরায় বলিল—দেখ্, আমরা আবার ভিতরে যাইতেছি—তুই যেন এরূপ মিছামিছি শঙ্খ বাজাইয়া আমাদের কার্য্যহানি করিস্ নি।

তুলসী তাহাদের কথায় পুনরায় সায় দিলেন। তস্করগণ অতঃপর অন্য একটি গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ কবিতে না করিতে—বাহিরে শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইয়া—ক্ষিপ্র পদে তুলসীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বের ন্যায় এবারও তাহারা বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না—এবং ইহাতে অতি ক্রোধান্বিত হইয়া তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিল—কেন আবার শঙ্খ বাজাইলি? কৈ কোথায় লোক? আমবা তো কাহাকেও দেখিতেছি না।

তুলসী পুনরায় সেই একই বৃত্তান্ত অনুকথন করিলেন। তস্করগণ তুলসীকে এবার কতকটা তিরস্কার কবতঃ বলিল—এবার যদি এরূপ মিথ্যা সংকেতে আমাদের সকল প্রযাস ব্যর্থ করিস্—তাহ'লে আমরা তোকে বেশ শাস্তি দেবো।

তুলসী তস্করগণের ভং'সনায় বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া—পূর্ব্ববৎ তাহাদের সকল কথায় সায দিলেন। কিন্তু তস্করগণ পুনবায় আর একটি গৃহস্থেব বাটীতে প্রবেশ করিতে না কবিতে—বাহিরে শঙ্খ ধ্বনি শুনিতে পাইল এবং পুনরায় ক্ষিপ্র পদে বাটীর বাহিরে তুলসীর নিকট উপস্থিত হইযা ক্রোধান্বিত চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল—কই লোক? কেন শঙ্খ বাজাইলি?

তুলসী পরম আনন্দমগ্ন চিত্তে তাহাদের বলিলেন—ভাই আমি দেখিলাম শ্রীরামচন্দ্র তোমাদের সকল কার্য্য অবলোকন করিতেছেন—চৌর্য্য বৃত্তির জন্য তোমার নিশ্চয় শাস্তি পাইবে—এইরূপ বিচার করতঃ আমি শঙ্খ বাজাইয়া তোমাদের সাবধান করিলাম।

তুলসীর দিব্য কথায় তস্করগণের চৈতন্যের উদয় হইল—কাহার অলক্ষ্য করুণায়—সহসা তাহাদের হৃদয় দ্রাবিত হইল—এবং তুলসীকে অনন্ত

সাধারণ মহাত্মা রূপে চিনিতে পারিল। এই বিমল ভাবাবেশে তস্করগণ তুলসীর চরণে পড়িয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিল—এবং মহাত্মার দিব্য আশীর্ব্বাদে পুণীত হইয়া নব জীবন লাভ করিল।

মহাত্মা তুলসীদাসের এই দিব্য জীবন-আলেখ্যটি স্মরণ করতঃ সাধুরাম শ্রীরাম প্রেমে দ্রবিত হইলেন–তাঁহার চিন্ময় কৈশোর তনুখানি আনন্দে পুলকিত হইল—সর্ব্বত্র শ্রীরাম দর্শনে—তাঁহার বিমল সত্তা—দিকে দিকে বিস্তারিত হইল! অযোধ্যার রাজ কিশোর শ্রীরামকে—সাধুরামের বড় ভাল লাগিল—বড় মধুর লাগিল—সাধুরাম চিত্ত-কায়-মনে—নিমেষ মাত্রে অনিন্দ্য-সুন্দর রাজীব লোচনের দিব্য দিশায় কোথায় হারাইয়া গেলেন!

সাধুরাম কতক্ষণ এই বিদেহ দশায় ব্যতীত করিলেন—তাহা কিছুই টের পাইলেন না– ধ্যান ভাঙ্গিলে সাধুরাম উল্লাস ভরা চিত্তে আপন ইষ্ট পদে বিনীত প্রার্থনা করতঃ স্বতোৎসাবিত ধারায় সুমধুর কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

জয়স্ব রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র
প্রপন্ন দীনার্ত্তিহরাখিলেশ।
বাঞ্ছামহে নাম নিরাময়ং সদা
প্রদেহি ভগবন্ কৃপয়া কৃপালো॥
তন্নাম সংকীর্ত্তনতো নিশাচরা
দ্রবন্তি ভূতান্যপযান্তি চারয়।
নাশং তথা সম্প্রতিযান্তি রাজন্
ততঃ পরং ধাম প্রযাতি সাক্ষাৎ॥
সুখপ্রদং শ্রীরাম নাম মনোহরং
যুক্ষাক্ষরং ভীতিহরং শিবাকরং।

যশস্করং ধর্ম্মকরং গুণাকরং

বচোবরং মে হৃদয়েঽস্তু সাদরম্‌ ॥

এইরূপ দিব্য ভাব মঞ্জুল দশায় সাধুরাম একটি বিরাট বটবৃক্ষের সন্নিকটে উপনীত হইলেন। বৃক্ষটি দেখিয়া বালকের মনে পড়িল—শবরী নগরীর বহিঃপ্রান্তের প্রাচীন বটবৃক্ষটির কথা—এবং তাহার সাথে সাথে তাঁহার প্রাণের দেবতা হনুমানজীর কথা! হনুমানজীর স্মরণ মাত্রে—বালকের মনে দিব্য তেজ ও বলের সঞ্চয় হইল—বালকের মনে হইল—হনুমানজী তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন—তাঁহাকে হাত ধরিয়া অচল পথে লইয়া যাইতেছেন—সাধুরাম হনুমানজীর দিব্য আশ্রয়ে সদাই প্রসন্ন—সদাই মুক্ত! হনুমানজীব উদার করুণার বিমল বন্দনায় সাধুরামের কণ্ঠে ঝরিল মুগ্ধ প্রেমের দিব্য বাণী—

হে দয়াল শিরোমণি মারুতি লাল

এ দীন বচন মোর শুন।

তোমার সহায় তোমার ভরসা

এই সুখে রহি যেন ॥

ধরম করম বিভব অতুল

না জানি ভজন গান।

অজ্ঞান শিশু তোমার মাঝারে

লভিল যে মন প্রাণ ॥

শ্রীরাম জানকী কোথায় মিলিবে

কেমনে মিলিবে বল?

কে দেখাবে পথ কোথায় নিশানা

কহ কহ বিমু ছল ॥

বহু রূপে তুমি আপনা বিলায়ে
হইবে আপন জন।
সেই অনুরাগে সেবিব তোমায়
এই আশা অনুক্ষণ ॥

হনুমানজীর দিব্য প্রসাদে বালকের প্রাণ শীতল হইল। সাধুরাম দেখিলেন বৃক্ষের সম্মুখে কিছুটা জায়গা বেশ পরিচ্ছন্ন—যেন তাঁহার জন্য কে পূর্ব্ব হইতে বৃক্ষতলটি পরিস্কৃত করিয়াছে। সাধুরামের সহসা মনে হইল বৃক্ষটি যেন দিব্য করুণায় সাধুরামকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছে—তাঁহাকে যেন বলিতেছে—সাধুরাম অদ্য রাত্রে তুমি এইখানেই বিশ্রাম কর—কাল যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিও।

সাধুরাম দিব্য মহাত্মার এই বিমল সেবা সাদরে গ্রহণ করিলেন—এবং বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে কখন যে তাঁহার কাতর নয়ন দুইটি ঘুমের দেশের যাত্রী হইল—তাহা কিছুমাত্র টেরও তিনি পাইলেন না।

তিন

শ্রীরামবল্লভার বিনোদ কৌতুকে—সাধুরামের অব্যক্ত চরিত-লোকে লোকে পরিব্যাপ্ত হইল—দিব্য স্বুখে—প্রাণে প্রাণে হিল্লোলিত হইল—চিন্ময় সৌরভে সুপ্ত হৃদয়ে গুঞ্জরীত হইল! সাধুরামের অন্তরে—কান্ত মিলনের বংশীধ্বনি হইয়াছে—সাধুরাম সেই মুগ্ধ আহ্বানে—অনন্তের পথে ছুটিয়াছেন—সরল আপ্তকাম কনক মাধুর্য্যে! সাধুরামের গোপ্য প্রেমে বিমল উৎকণ্ঠা আছে—বিরহীর দিব্য বিহ্বলতা আছে—কিন্তু অনন্ত

শরণাগতের চিন্ময় মাধুর্য্যে—সাধুরাম চরিত্রে তাহা পরম সহজ ও সাবলীল ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইযাছে। ইহাই সাধুরাম চরিত্রের দিব্য মধুরতা—তাঁহার মহাভাবে অপার উৎকণ্ঠা থাকিলেও—বিমল আনুগত্যে—তাহা চির করুণামণ্ডিত! আপ্তকাম মাধুর্য্যে—সাধুরামের দিব্য বিরহ চির আনন্দমুখর—চির শান্ত—চির কোমল! ইহাই বাস্তবিক চিন্ময় সাধকের—সর্ব্ব ভাব ও ভাষাতীত—অনন্য শান্ত রূপ!

সাধুরামের অকথ চরিত্রেব দিব্য পরম্পরাগুলি—অচিন্ত্য লীলাময়ী যোগমায়া দেবী স্বয়ং বিবচিত করিলেন—বিমল সন্তের অনন্য সেবাই হইল যোগমায়া দেবীর মুগ্ধ চরিত্র! শ্রীবামভক্তিব অভিনব বিলাসে—সাধুরামের দিব্য পরিভ্রমণ—রামভক্তিব মুদিত ভাবনায়—সাধুবামেই অনন্য ভজন—শ্রীরামভক্তির বিমল আচবণে—সাধুরামেব দিব্য গতি! চিন্ময় বালকের—এই প্রেমসঘন করুণাময় রূপটি—অনন্য মনুজ লীলায় কী বিচিত্র ধারায় ক্রমে ক্রমে আপনারে প্রকাশ করিল—তাহা যেরূপ হৃদকর্ণ রসায়ণ—দিব্য চিন্ময়তায় তাহা ততোধিক অলৌকিক পদবাচ্য! বাস্তবিক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রীরামভক্তির কনক নিকুঞ্জে—লৌকিক-অলৌকিক-ধর্ম্ম-অধর্ম্ম—জ্ঞান অজ্ঞানের কোনরূপ পৃথক অস্তিত্ব নাই—নির্ভরা সুখের অনির্ব্বাচ্য সুধায়—সমগ্রই—অখণ্ড আনন্দ পাবাবারের—অগণিত লহরীবৎ প্রতীত হয়।

সাধুরাম দিব্য নিশীথে যে বটবৃক্ষ তলে আশ্রয় লইলেন—সেই বৃক্ষের একটি ঘনপল্লব শাখায়—শুক-সারী নাম ধারী এক বিহঙ্গম দম্পতি বাস করিত। দিনের আলোকে এই পক্ষী দুইটিকে দেখিলে—করুণায় হৃদয় দ্রবিত হয়—কী কোমল ব্যাথায় তাহাদের জীর্ণ নয়ন দুইটি সতত কাতর—কাহার প্রতীক্ষায় তাহাদের নয়ন দুইটি যেন চির জাগ্রত—পক্ষী দুইটি বৃদ্ধ—আহার অন্বেষণের কোন প্রচেষ্টাই নাই—কিন্তু তথাপি কী উপায়ে তাহারা যে জীবন ধারণ করে—তাহা চির রহস্যে বিজড়িত হইয়া রহিল!

সাধুরামের দিব্য কণ্ঠ স্বরে—ঐদিন রাত্রে—অসময়ে তাহাদের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল—সহসা বনস্পতির উদার মাধুর্য্যে—তাহাদের চিত্ত-মন পুলকিত হইল এবং প্রাণের এক অব্যক্ত প্রেরণায় তাহারা নিজ সুখ নীড় ত্যাগ করতঃ বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইল! বাহিরে হিম শীতল পবনের কণ্টক পরশ—জ্যোৎস্নার বিমল ধারা—রজনীর ঘুম ভোর তন্দ্রালু নয়ন—ভূমি-তলে লতা পল্লবের মুগ্ধ ছায়া—এই সকল বিচিত্র রূপ রেখাগুলি—বিহঙ্গম দম্পতিকে এক দিব্য আকর্ষণে মুগ্ধ করিল। পক্ষী দুইটি হৃদয়ের গভীর আবেগে—একবার চারিদিক অবলোকন করিল এবং সহসা কিসের এক অজ্ঞাত আনন্দ-শিহরণে—তাহাদের অঙ্গগুলি বিবশ হইল! জন্মান্ধ নয়নে দিব্য জ্যোতি লাভ করিলে যে সুখে নিমজ্জিত হয়-শুকের চিত্ত সেই দিব্য মাধুর্য্যে বিগলিত হইল। বহু আশায়—বহু আকাঙ্খায়—অনন্ত দীনতায়--বৃদ্ধ পক্ষী দুইটি যুগ যুগ ধরিয়া জীবন তরী বাহিয়া আসিতেছে—কিন্তু তাহাদের প্রাণে আজ এ কী নূতন আনন্দ ঝলমল করিল! এক অব্যক্ত পুলকভরা দিব্য দিশায় মগ্ন হইয়া তাহারা কিসের আহ্বানে বন পথের চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিল!

এমত সময়ে সহসা স্ত্রী বিহঙ্গম সারীর নয়নে—বৃক্ষতলে দিব্য বালকের অর্দ্ধ শায়িত মূর্ত্তিখানি প্রকটিত হইল। সারী বিহ্বল চিত্তে ভূলুণ্ঠিত বালকের প্রতি চাহিয়া দেখিল—কী সুন্দর সুকুমার শিশু! বালকের কী উজ্জ্বল লাবণ্য! বিমল বাৎসল্যে সারীর সমগ্র হৃদয় উদ্বেলিত হইল—দিব্য শিশুটির জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! এত সুকুমার বালক—কেন এই বিজন অরণ্যে? কেন এই হিম শীতল রজনীতে—একাকী এই অসহায় অবস্থায় বৃক্ষতলে শায়িত? বালকের অঙ্গে—মাত্র সামান্য পোষাক—চরণে পদত্রান নাই—শুষ্ক বদন—অবিন্যস্ত কেশরাশি! বালকের কী হইয়াছে? —কোথায় ইহার পিতামাতা? ইহার পিতামাতা কী তবে ইহাকে তিরস্কার করিয়াছেন? যাহাকে দেখিলে হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেমে সতত জাগ্রত

হয়—মনের সকল দৈন্য ঘুচিয়া যায়—কী কারণে তাহার পিতামাতা সেই দিব্য বালককে বনবাসীর দুঃখ দিয়াছেন? বৃক্ষতলে দীন বালকের দর্শনে—সারীর হৃদয়ে এইরূপ অজস্র কাতর প্রশ্নের বন্যা আসিল—এবং অসহায় বালকের দুঃখে—তাহার ব্যাকুল চিত্তের অকথ বেদনা ঘোষিত করতঃ—সারীর কাতর পক্ষদ্বয় অকারণে ছট ফট করিতে লাগিল।

শুক এতক্ষণে—সারীর সমগ্র মর্ম্ম ব্যথা যথাযথ অবগত হইল—তাহার নয়নে দিব্য বালকের মধুর মূর্ত্তিখানি সহসা বিস্তারিত হইল—এবং এক অযাচিত দিব্য করুণার মঞ্জুল রেখায় তাহার—দীন চিত্তখানি বিমল প্রেমে উদ্ভাসিত হইল—এক অব্যক্ত পুলকানন্দে শুকের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল—এবং মুহূর্ত্তের ধ্যেয়ানে—সহসা তাহাব মানস নয়নে—একটি মধুময় পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইল! দিব্য সান্দ্রানন্দে শুক সারীকে বক্ষে আলিঙ্গন করিল—নয়নে তাহার বিমল ধারা—কণ্ঠে বিহ্বল বাণী! শুক ও সারীর জীবনে আজ মুক্তি দিবস সমাযত-এই শুভ মুহূর্ত্তের মঙ্গল লক্ষণে—তাহারা উভয়েই—হৃদয়ে দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে এই বিজন নিশীথে—এক চিন্ময় বপুধারী ভগবৎ কৃপা পাত্রের বিমল দর্শনে—তাহাদের নিরন্তর সংসার ভ্রমণের দিব্য অবসান ঘোষিত হইল!

অনন্ত জন্মের মুগ্ধ প্রকাশে শুকের হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছে! তাহার মনে পড়িল বিগত দুর্দ্দৈবের এক বিহ্বল কথা! শুক এক নিমিষে সেই জীবন নাট্যটি পাঠ করিল—কী করুণ অথচ কী মধুর! শুক সেই জন্ম কথার সহিত ওতপ্রোতভাবে নিমীলিত হইল—তাহার মুখমণ্ডলে যে করুণ কাহিনীটি আপনি ফুটিয়া উঠিল তাহা যথামতি আনুপার্ব্বিক নিম্নে কথিত হইল।

পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের অভয় নগরে—অঞ্জন ও বিদ্যা নামধ্যেয় একটি ক্ষত্রিয় রাজ দম্পতি বাস করিতেন। অঞ্জন সুশাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মশীল নরপতি রূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন—প্রজাপালন ও ন্যায় বিচারে—অঞ্জন ছিলেন

সদাই জাগ্রত। তাঁহার মন্ত্রী সুবুদ্ধির দিব্য পরিচালনায় রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত—প্রজাগণও নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী আপন আপন জীবনে সুখে দিনাতিপাত করিত। মহারাণী বিত্তার অকাতর বাৎসল্যে ও তাঁহার বিমল সেবা ধর্ম্মে—রাজ্যের সকল লোকই আশ্রিত ছিল। বস্তুতঃ সর্ব্ব সুলক্ষণে অভয় নগরী তৎকালে অন্যান্য রাজ চক্রবর্ত্তী-গণের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। অধর্ম্ম ও দুর্নীতি—অভয় নগর হইতে শত যোজন দূরে বাস করিত—অবিচার দেশের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে পারিত না। যাগযজ্ঞ ও দিব্য আচার-ব্যবহারে—অভয় নগরী বাস্তবিক সদাই মুখরিত ছিল।

কিন্তু সহসা এক বিচিত্র ঘটনায় রাজ দম্পতির সমগ্র জীবনটি রূপান্তরিত হইল। বাস্তবিক ঘটনাটি যেরূপ আকস্মিক সেইরূপ প্রাণস্পর্শী! একদা অঞ্জন চতুর্ব্বর্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইলেন। দেখিতে দেখিতে কুরঙ্গ ব্যাঘ্র বন্যহস্তী প্রভৃতি বহু শিকার করিলেন—এবং ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে—তিনি এক দিব্য মৃগ দর্শন করতঃ তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন—মৃগটিও বন হইতে বনান্তরে ছুটিতে লাগিল—অঞ্জনও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অশ্বারোহী হইয়া ছুটিতে লাগিলেন—এবং এইরূপে কখন যে তিনি তাঁহার সেনা হইতে বিচ্যুত হইয়া এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন—তাহা তিনি কিছুই টের পাইলেন না।

এতক্ষণের দীর্ঘ পরিশ্রমে অঞ্জন বড় তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোথায় জল পাইবেন? মৃগটিও তাঁহার চক্ষের অন্তরালে কোথায় আত্মগোপন করিয়াছে। অঞ্জন অতঃপর অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ জলাশয়ের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন—এবং কিঞ্চিৎ দূরে সহসা তিনি একটি পর্ণ কুটীর দেখিতে পাইলেন। অঞ্জন ভাবিলেন যাক্ ভালোই হোল—ঐ কুটীরে নিশ্চয় কেহ বাস করেন—তাহার আশ্রয়ে অদ্য রাত্রি ব্যতীত করিয়া—পরদিন প্রাতে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

একরূপ স্থির করিয়া অঞ্জন কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিলেন যে এক ধ্যানমগ্ন দিব্য পুরুষ আত্ম চিন্তায় মগ্ন! মহাত্মাকে দেখিয়া অঞ্জনের মন প্রসন্ন হইল—অঞ্জন ভাবিলেন—এই মহাত্মার দিব্য সেবায় তাঁহার জীবন ধন্য হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া—অঞ্জন অশ্বটিকে একটি বৃক্ষ শাখায় আবদ্ধ করিলেন— এবং আপনি স্বয়ং মহাত্মার নিকটে উপবিষ্ট হইলেন!

অল্পক্ষণ পরে মহাত্মা সমাধি ভগ্ন হইয়া সম্মুখে অঞ্জনকে লক্ষ্য করতঃ বলিলেন—কী এতদিন পরে এলে—আমি তোমার জন্য এই বিজন বনে—এ যাবৎ কাল অপেক্ষা কবিতেছি!

মহাত্মার কথা শুনিযা অঞ্জন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন - এই গভীব রাত্রে—এই বিজন বনে—কে এই দিব্য মহাত্মা—অঞ্জনের প্রতীক্ষায় এতদিন এই বনানীর নিভৃত প্রান্তে বাস কবিতেছেন? মহাত্মার দিব্য সংলাপে অঞ্জনেব বিস্ময়ের অবধি নাই। অঞ্জন কোনরূপে হৃদযের নিগূঢ বিহ্বলতা গোপন করতঃ মহাত্মাকে বলিলেন—সাধু! আমি বড তৃষ্ণার্ত্ত—কোথায় কিঞ্চিৎ পানীয় জল পাইব—তাহা দয়া কবিযা উপদেশ করুন।

অঞ্জনের কথায় মহাত্মা বলিলেন— ঐ কুটীরে একটি কমণ্ডল আছে—উহা লইযা ঐ পার্শ্ববর্ত্তী জলাশয়ে গমন কব— সেথায অবগাহন সুখে সর্ব্ব শ্রম দূর করতঃ জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ করিযা ফিরিযা আইস!

অঞ্জন অতঃপর সাধুব আজ্ঞামত কমণ্ডল লইযা জলাশয়ে অবতরণ করিলেন— এবং আপনি জলপান ও প্রক্ষালন কবতঃ অশ্বটিকে জলপানে তৃপ্ত করিলেন।

অনন্তর সাধুর সমীপবর্ত্তী হইয়া অঞ্জন বিস্ময় চকিত হইয়া দেখিলেন যে—তিনি যে দিব্য মৃগ শিশুটির পশ্চাতে পশ্চাতে বনানীর বহু প্রদেশ অতিক্রম করিয়াছেন—সেই মৃগ শিশুটি - সাধুর ক্রোড়ে পরম সুখে শায়িত! সাধু তাহাকে বলিতেছেন—মা উমা উঠ—দ্বারে অতিথি

আসিয়াছে—দিব্য সেবায তাহাব সর্ব্ব সুখ বিধান কর! এই কথা বলিবামাত্র মৃগটি দেখিতে দেখিতে দিব্য কুমারীর রূপ ধাবণ করিল—এবং বিমল পদ বিন্যাসে কুটীবেব প্রতি অগ্রসর হইল।

অঞ্জন এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বিহ্বল হইলেন—তিনি কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন—এবং প্রাণের এক অব্যক্ত প্রেরণায় সর্ব্ব ধৈর্য্য হারাইযা -সাধুব চরণে লুণ্ঠিত হইযা বলিলেন—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—অসহায় শিশু জ্ঞানে আমায বক্ষা করুন!

উমা এতক্ষণে সামান্য ফলমূল লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন—সাধু অঞ্জনকে আশীর্ব্বাদ কবতঃ বলিলেন—অঞ্জন! তুমি একদা আমার এই প্রাণপ্রিয় কন্যাকে অপহরণ কবতঃ যে মহৎ অপমাননা করিযাছিলে—আজ তাহাবই পূর্ণ সংস্কাব হইল- তোমাব প্রতি উমার দিব্য নিষ্ঠা দর্শন করতঃ আমি তোমাব সর্ব্ব অপবাধ মার্জ্জনা করিযাছি। উমারই দিব্য ইচ্ছায়—আমি এতদিন তোমাব জন্য অপেক্ষা কবিতেছি। আজ তোমায আশীর্ব্বাদ কবি যে—তুমি ও তোমাব পত্নী—অচিরেই দিব্য পক্ষী জন্ম লাভ কবতঃ—এক পবম অনর্ব্বচনীয চিন্ময় শিশুর দর্শন প্রাপ্ত হইবে—সেই দিব্য পুরুষেব বিমল করুণায়—তোমবা উভয়েই—মহৎ প্রসাদে—সংসার বন্ধন ক্ষয় কবতঃ শ্রীরামানন্দে মগ্ন হইবে!

অঞ্জন এতক্ষণ সাধুব মুখে এ কী শুনিতেছেন। তিনি যেন তাঁহার কর্ণ দুইটি ঠিক বিশ্বাস কবিতে পাবিতেছেন না—সম্মুখে দিব্য সাধু ও তাঁহার পার্শ্বে চিন্ময লাবণ্যময়ী উমা। অঞ্জনের বিগত জন্মের সমগ্র চরিতটি সহসা মনে পড়িল—তপস্যা নিবত উমাকে একদা তিনি—কীরূপে অপহরণ করিয়াছিলেন—তাহাব সহিত কতকাল এক সাথে বাস করিয়া উমার দিব্য শিক্ষায মানব জীবনের সার মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। উমার চিন্ময় মাধুর্য্যের কথা স্মরণ করতঃ অঞ্জন সর্ব্ব পাপ মুক্ত হইলেন এবং দিব্য শ্রদ্ধা বিগলিত হৃদয়ে মহাত্মার চরণে নিপতিত হইলেন!

—১৪

যখন ধ্যান ভাঙ্গিল—অঞ্জন দেখিলেন—মহাত্মা বা উমা—কেহই সেখানে আর নেই—দিব্যাশ্চর্য্য ও চিন্ময় তন্ময়তায় অঞ্জন পুনরায় নিজ রাজ্যের বিমল পাদপীঠে উপস্থিত হইলেন—এবং উষার নিদ্রিত পুরীতে কোন প্রকারে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন!

এই দিব্য কাহিনীটি এক ঝলকে শুকের মানস নয়নে প্রতিভাত হইল! শুক—সাধু কৃপায় বৃক্ষতলস্থ বালকটির সম্যক পরিচয় অবগত হইয়াছেন—এক্ষণে সারীর বিহ্বল প্রশ্নে—শুক দিব্য বালকের সমগ্র কথাটি উদ্‌গীত করিলেন! বিহঙ্গম দ্বয়ের সেই অকথ সংবাদটি—নবীন রূপ রেখায় নিম্ন প্রদর্শিত হইল—

সারী : কে এই বালক—কাহার কুমার—কিবা নাম হয়?

শুক : গোপীনাথ পুত্র এই—সাধুরাম নাম ধ্যেয়—চিন্ময় অভয়॥

সারী : কিবা পরিচয়? কোথা হ'তে আগমন? কোথায় গমন?

শুক : মহাভাগবত—রূপে গুণে—ভক্তির অনন্য বিলাস।
আবাগমন শূন্য—নিত্য পরমার্থের বিমল প্রকাশ॥

সারী : কী কারণ গৃহত্যাগী? কী কারণ বদন মলিন?
কী কারণ এই রাত্রে—এ ব্রত কঠিন?

শুক : সংসার অসার জানি—তারে করি পরিহার।
সুখময় রূপ হয়—ইহার দিব্য বিহার॥
শ্রীরাম ভক্তির প্রেমে চোখে অসিত ব্যঞ্জন।
মলিন বদন হয় এ গোপ্য কারণ॥
অঙ্গে অঙ্গে প্রেমলতা হৃদে কল্পতরু।
এই রূপে ভ্রমিবেন এ সংসার মরু॥

বিদেহ ভজন ভাবে চির আপ্তকাম।
শোক হীন ভয় হীন দিব্য সাধুরাম॥
শ্রীরাম জানকী লাগি নিত্য জাগরণ।
এ কঠিন শীতে হয় ব্রতের কারণ॥

সারী : কী কারণ ভবে ইনি নিলেন অবতার।
কী সুখ ইহার মাঝে কহ অবিকার॥

শুক : করুণা কনক ধারা করিতে বিস্তার।
অখণ্ড মাধুর্য্যে ইহার দিব্য ব্যবহার॥
দর্শন স্পর্শন আর স্মরণে ইহার।
দিব্য গতি লাভ করে পাতক অপার॥
কী সুখ ইহার মাঝে কী কবে অধম।
অকথ পরমানন্দে ভাসে সেবক পরম॥
তথাপি অব্যক্ত এই করুণা চরিত।
মহারাসের অবিরল দিব্য সরিত॥
শ্রীরাম জানকী রসে সদা নিমজ্জন।
কিঙ্করী মঞ্জরী প্রেম নিত্য নিরঞ্জন॥

সারী : কোথায় গমন এবে ? কে হবে সহায় ?
ব্যাকুল হৃদয় মোর জানিবারে চায়॥

শুক : যেথায় চরণ ইহার সেথায় শ্রীধাম।
কল্পতরু তীর্থরাজ তীর্থেরি বিরাম॥
রামদাস নিত্য সাথী বহু রূপ ধরি।
কহিলাম যথামতি জানকীরে স্মরি॥

মোদের ত্বরিতে এবে এলেন সুখধাম।
তাঁহার চরণ পদ্মে অনন্ত প্রণাম॥

এই কথা বলিয়া শুক সজল নেত্রে একবাব দিব্য বালকের প্রতি দৃক্‌পাত করতঃ সারীকে বলিল—হে প্রাণপ্রিয় জীবন সঙ্গিনী—এসো আমরা এক্ষণে এই অলৌকিক রূপরাশি পূর্ণ চিন্ময় বালকের দিব্য বন্দনায় নিজ নিজ অনন্ত জীবন পবিত্র করি। এতেক বলিযা বিহঙ্গম দম্পতি দিব্য ভাবাবেশে গাহিতে লাগিল—

ধন্য হোলেম ধন্য হোলেম চবণ তলে।
মহিম মায়াব ভূষণ ফেলে আসিলে দিব্য করুণা ছলে॥
নয়নে ভরিয়া অমৃতাঞ্জন বদনে সুধার ধারা।
কে গো পুরবাসী দিব্য পরম মোহন রূপেব পারা॥
অভয়ে অভয়ে চির ববাভয় ও কর কমল ছুটি।
স্নিগ্ধ সেবার কল্প লতিকা সঘন পীরিতি দিঠি॥
ললিত মধুর চরিত অপার কে জানে কেমন হায়।
রূপে রূপে তুমি অপরূপ পরা কনক করুণ কায়॥
কণ্ঠে অতুল বিভব মালিকা রঞ্জন উর হার।
নিত্য নবীন সদা একরস মঞ্জুল অবিকার॥
এই দীন আশা—এই ভালবাসা এই মধু পরিচয়।
জনমে জনমে ও ছুটি চরণ বক্ষে যেন গো রয়॥

এই দিব্য বন্দনাগীতি শেষ হইলে—শুক দূব-দিগন্তে এক দিব্য কণ্ঠস্বর শ্রবণ করতঃ—মহৎ কারুণ্যে তাহার সর্ব্ব মর্ম্ম অবগত হইলেন—সারীকে ইহার বিষয় সম্যক সচেতন করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মধুর কাব্যে প্রাণ-প্রিয়াকে বলিল—

শুক ঃ সাধুবামের প্রেম চরিত পরীক্ষা করিতে।
ঐ আসেন দিব্য যানে পুলকিত চিতে॥
মহা ভাগবৎ কবি নিত্য ধাম বাসী।
অনন্য শ্রীরাম ভক্ত মঞ্জুল উপাসী॥

বিহঙ্গম দম্পতির বিহ্বল কথোপকথন অতঃপব স্তব্ধ হইল--এবং বনানীব অপর প্রান্ত হইতে এক দিব্য ভজন মুখব জয়ধ্বনি – বজনীর তৃতীয় যামেব অবসান ঘোষিত কবতঃ—ভৈববীব বিমল কণ্ঠে সমগ্র পরিবেশ মুখরিত করিল। ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ স্বরটি বটবৃক্ষেব সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং অচিরেই এক প্রশান্ত দর্শন দিব্য সন্ন্যাসী— জ্যোতির্ম্ময় পুলক ধাবায় সমগ্র বনানী উদ্ভাসিত কবতঃ আনন্দমগ্ন চিত্তে মুগ্ধ বন্দনা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব চিন্ময় কণ্ঠেব সুমধুর ঝংকারে চারিদিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল--

ভজ দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু শবণাগত ভয় হারী।
পতিত পাবন পদ্মলোচন ক্রীট কুণ্ডল ধারী॥
অখিল রঞ্জন দিব্য বিনোদ তন চিন্ময় সুখকাবী।
শান্ত দাস্য সখ্য মধুর বাৎসল্য উজিয়ারী॥

কঞ্জ বদন কঞ্জ নখ কব—ভাল ভূষণ বলিহারী।
চরণ কঞ্জ বিমল তীর্থ শোভিত চিন চারি॥
সীতাপতি রামচন্দ করুণা মঞ্জুল বারি।
রাখহু লাজ শরণ দিজৈ বিঘন উপাচাব মারি॥

বাস্তবিক বিমল হৃদয়ের অখিল তৃপ্তি ঝরা ছন্দে অখণ্ড মণ্ডলটি শান্তি সুধায় নিমজ্জিত হইল—আপ্তকাম সন্ন্যাসীর প্রাণের মুগ্ধ গুঞ্জরণে চরাচর

জীবের চিত্ত দিব্য প্রেমে রঞ্জিত হইল—সীতাপতির করুণা ধারায় সমগ্র বনভূমি সহসা প্রদীপ্ত হইল !

মহাত্মা নিত্য পরিক্রমায় বহির্গত—বনানীর অপর প্রান্তে—পম্পার দক্ষিণ তটে তাঁহার সিদ্ধ আশ্রম। অবিচল পদক্ষেপে মহাত্মা ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ তলে উপনীত হইলেন - এবং স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে তথায় এক দিব্য বালককে অবলোকন করিলেন। বালকের মধুর রূপ—মুগ্ধ লাবণ্য—উজ্জ্বল অনুরাগ দীপ্ত চিন্ময় তনু। মহাত্মা বিস্ময়ানন্দে বালককে বার বার দেখিতে লাগিলেন—সর্ব্ব সিদ্ধ লক্ষণে - কে এই অনন্য বালক ? কী কারণ এই বিজন বনে একাকী বৃক্ষতলে শায়িত—এই বিহ্বল প্রশ্নে মহাত্মা অধীর হইলেন। পরক্ষণেই মহাত্মার হৃদয় এক অপার করুণা রসে দ্রবিত হইল—কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায় মহাত্মার চিত্তে এক মুগ্ধ বাসনা জাগ্রত হইল। মহাত্মা দেখিলেন সিদ্ধ জাতানুরাগের সর্ব্ব বৈভবে বালকটি সমুজ্জ্বল—এই দিব্য বালক যে সর্ব্বতোভাবে অসামান্য— বালকটি যে দিব্য ধামের নিত্য লীলার চিন্ময় পরিকর— সে বিষয়ে মহাত্মার সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রহিল না।

মহাত্মা দিব্য বালকের মধুর প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতের চিন্ময় পীযূষ ধারা পান করিতে বাঞ্ছা করিলেন। তাঁহার মনে হইল—এই বালকের দিব্য ভাব ধারায় অনন্য ভক্তির মুগ্ধ বিলাস সততই ক্ষরিত হয়—এই স্নিগ্ধ পরিকরের— কণে কণে নিত্য ধর্ম্মের উজ্জ্বল রূপ মুগ্ধ ধারায় আপনি ঝরিয়া পড়ে—ইহার দিব্য আচরণে—গোপ্য প্রেমের বিমল রূপটি আপনি ফুটিয়া উঠে। মহাত্মার হৃদয়— এই মঞ্জুল প্রকাশে আপনি উদ্ভাসিত হইল !

মহাত্মা অতঃপর দিব্য বাৎসল্যে বালকের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন— এবং তাঁহার স্পর্শ মাত্রে বালকের নিদ্রা টুটিয়া গেল। সাধুরাম—ঐ বিজন প্রদেশে সহসা এক দিব্য দেহধারী মহাত্মাকে দর্শন করতঃ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার মনে হইল স্বয়ং হনুমানজী— এই দিব্য মহাত্মার

রূপ পরিগ্রহ করতঃ তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এই দিব্য প্রসঙ্গ—মনে উদয় হইবা মাত্রই - বালক কাতর ভিক্ষায়—মহাত্মার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন! মহাত্মাও দিব্য প্রসন্ন বদনে বালককে অভয় প্রদান করতঃ তাঁহার অনুগমন করিতে বলিলেন এবং অচিরেই পম্পার অপর তটে দিব্য বালক - সাধুরাম সহ—মহাত্মা আপন আশ্রমে উপনীত হইলেন।

চার

নির্জ্জন লোকালয় শূন্য স্থানে সাধুর আশ্রমটি বালকের বেশ ভালই লাগিল। আশ্রমের চারিধারে নানাবিধ ফুল ও ফলের গাছ সম্মুখে পম্পার জলরাশি আশ্রমটিকে অর্দ্ধ মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দুইটি ছোট ছোট কুঞ্জে মহাত্মার আশ্রম—একটিতে ভজন নিকুঞ্জ - অপরটি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আশ্রমের প্রতি বস্তুতে বিমল সন্ন্যাসীর অন্তরের মধুর রূপটি যেন স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিয়াছে - সামান্য বসন-ভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া কুঞ্জের জলপাত্র ও পূজা দ্রব্যাদি—সকল বস্তুই মহাত্মার নিত্য সেবার দিব্য মাধুর্য্যে সমুজ্জ্বল। বস্তুতঃ সমগ্র আশ্রম পরিবেশটি—মহাত্মার চিন্ময় পবিত্রতায় যেন সতত আনন্দে ডগমগ করিত।

মহাত্মাও - সরল স্বাচ্ছন্দ্যের দিব্য অবিরল গতি! বিমল গুম্ফ-শ্মশ্রু পরিবৃত উদার মুখমণ্ডলটি—শিশু সারল্যে উদ্ভাসিত—তপঃস্নিগ্ধ চিন্ময় তনুখানি নিত্য সেবায় উৎসর্গীত—চিত্ত-কায়-মন সদাই ভজন মুখর! তথাপি মহাত্মার দিব্য উৎকণ্ঠার শেষ নাই—কাহার মুগ্ধ প্রতীক্ষায়—কাহার দিব্য পরশ হেতু—সাধু সদাই ব্যাকুলিত চিত্ত। মহাত্মার বিমল সঙ্গ সাধুরাম বড় ভাল লাগিল—সাধুরামের মনে হইল—এই দিব্য মহাত্মার করুণা প্রসাদেই—তাঁহার শ্রীরাম জানকীর দর্শন লাভ হইবে!

এইভাবে দুই তিন দিন ব্যতীত হইল—বালককে দেখিয়া অবধি মহাত্মার হৃদয়ে অভিনব প্রেরণার বন্যা আসিয়াছে। মহাত্মার প্রাণে কাহার দিব্য বাণী ধ্বনিত হইয়াছে—মহাত্মা সেই মুগ্ধ বার্তা—হৃদয়ে ধারণ করতঃ এক বিচিত্র লীলায় অগ্রসর হইতেছেন।

চিন্ময় ভক্তি মহামণির কনক বিগ্রহে—বালকের নবনীত তনু—মহাত্মা সেই উজ্জ্বল রস মাধুর্য্যে নিষ্ণাত হইতে বাসনা করেন। অনন্য ভক্তির দিব্য রূপায়ণে—সিদ্ধ বালকের সমগ্র লীলা—মহাত্মা সেই অচিন্ত্য ভাব-ভক্তির মঞ্জুল রূপগুলি আস্বাদন করতঃ স্বান্দানন্দে নিমজ্জিত হইতে উৎকণ্ঠিত।

বলিতে কী মহাত্মার এই বিচিত্র ভাবৈশ্বর্য্যই হইল অনন্য সাধকের বিমল রূপ। হৃদয় অখণ্ড শ্রীরাম রসায়নে যে অবধি থৈ থৈ না হইল—ততদিন সাধকের নিত্য নব নব শিক্ষায় রুচির বিহার! বস্তুতঃ ইহাই যে আচার্য্য পন্থার বিমল নির্দেশ—তাহাই উদ্গীত করতঃ শাস্ত্র বলিলেন—

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গা পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞান লুব্ধোস্তথা শিষ্যো গুর্বের্বা গুর্বান্তরং ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ—ভৃঙ্গ যেরূপ মধুপান হেতু একটি পুষ্প হইতে অপর পুষ্পে গমন করে—সেইরূপ সাধক যে অবধি পূর্ণ জ্ঞান লাভে আপ্তকাম না হইলেন—ততদিন তিনি দিব্য শিক্ষা হেতু এক গুরু পাদ পদ্ম হইতে অন্য গুরু পাদ পদ্মে গমন করিবেন।

বলা বাহুল্য সাধকের এই বিমল রুচি—বিন্দুমাত্র আত্মসুখ বাঞ্ছায় কলুষিত নহে—কান্তপদে পূর্ণ নিবেদনের বিমল ধারায় ইহা চির উদ্ভাসিত।

মহাত্মার মনে অকারণে আনন্দের পুলক আসিয়াছে। কত বিচিত্র ভাবনায় মহাত্মার হৃদয় উদ্বেলিত। প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার সহসা মনে পড়িল মহামতি সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্যের বিমল সংবাদ সার! দিব্য মানস

নয়নে মহাত্মা সেই মধুময় কথাটি যেন পান করিলেন—তাঁহার হৃদয়ে—শ্রীগুরু শিষ্যের বিমল চরিতটি স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিল !

শ্রীগুরু গৃহে ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করতঃ সুতীক্ষ্ণ আশ্রম জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। মহামতি অগস্ত্যের নিকট সুতীক্ষ্ণ শ্রীরামভক্তির দিব্য উপদেশ লাভ করিয়াছেন—শ্রীরামরূপ ও শ্রীরামনামে—সুতীক্ষ্ণের সমগ্র চিত্ত কায়-মন শ্রীগুরু প্রসাদে—দিব্য রসাপ্লিত হইয়াছে ! সুতীক্ষ্ণ এক্ষণে বিমল কুঞ্জে—ইষ্ট মাধুর্য্যের মুগ্ধ ক্রীড়ায় নিরবধি মধুপান করিবেন—ইহাই তাঁহার প্রতি আচার্য্যবর্য্য অগস্ত্যের কৃপা আশীর্ব্বাদ ! শ্রীগুরুর আশ্রম হইতে বিদায়ের মধুর লগন সমাগত। সুতীক্ষ্ণ শ্রীগুরু পাদপদ্মে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট—শ্রীগুরু আশীর্বাদ প্রার্থী !

মহামতি অগস্ত্য অনন্য বাৎসল্য ধারায় এতদিন দিব্য বালকটিকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দানে ভূষিত করিয়াছেন—স্বশিষ্যের অনন্য মংগল চিন্তায় নিত্য বিভোর রহিয়াছেন। পবিত্র প্রেমে—নিষ্কাম মমতায়—সুতীক্ষ্ণের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ—সে দিব্য সম্বন্ধ—অনন্ত জীবনে বিস্তারিত—নিত্য লীলা রসে পর্য্যাপিত। কিন্তু তথাপি বিদায় দিবার কালে—তাঁহার অটুট ব্রহ্মচর্য্য দিব্য মায়ায় যেন বিকল হইল। অগস্ত্য কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ বালকের শিরস্পর্শ করতঃ বলিলেন—

রাম ভগতি নিরুপম নিরুপাধি।
বসই তোর উর সদা অবাধি॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম ভকতি দৃঢ় অনন্য উজ্জ্বল।
সদাই ভরুক তব হৃদয় কমল।
এই মোর আশীর্ব্বাদ দান অনুক্ষণ।
শ্রীরাম কৃপায় হউক চিন্ময় রতন॥

এদিকে অচিন্ত্য লীলা কারণে—এই বিদায়ের ক্ষণে—সুতীক্ষ্ণের হৃদয়ে এক বিমল বাসনা জাগ্রত হইয়াছে। সুতীক্ষ্ণ শ্রীগুরু দক্ষিণা দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন—এই সুঅবসরে শ্রীগুরু পাদপদ্মে আপনার মনের দীন নিবেদনটি করজোড়ে ব্যক্ত করিলেন।

অগস্ত্য সুতীক্ষ্ণের দিব্য প্রার্থনায় দ্রবিত হইলেন—তিনি তাঁহার শিষ্যটির মুগ্ধ চরিত পূর্ণ অবগত—সুতীক্ষ্ণ সামান্য সেবক নহে—সুতীক্ষ্ণ শ্রীরাম প্রেমের অনন্য মাধুর্য্যে সদা মণ্ডিত। সুতীক্ষ্ণের বিমল আহ্বানে অগস্ত্য বলিলেন—হে প্রিয় শিষ্য! তোমার মুগ্ধ সেবায় আমি চির ঋণী—ইহার অধিক গুরু দক্ষিণা আর কিছুই আমি কামনা করি না—তুমি এক্ষণে নির্ম্মল হৃদয়ে শুভ সাধনায় অগ্রসর হও।

কিন্তু সুতীক্ষ্ণ ইহাতে [illegible] হইতে পারিলেন না—তিনি বিনম্র বচনে পুনরায় শ্রীগুরু পাদপদ্মে আপনার অভিলাষটি ব্যক্ত করিলেন।

মহামতি অগস্ত্য সুতীক্ষ্ণের এই দিব্য উৎকণ্ঠায় এক বিচিত্র ভাব-মাধুর্য্যে রসান্বিত হইলেন। তিনি সুশিষ্যের বিমল অনুরাগের মধুর রূপটি দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণের বার বার কাতর জিজ্ঞাসায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—যদি তোমার একান্তই গুরু দক্ষিণা দিবার বাসনা হইয়া থাকে—তাহা হইলে আমার দক্ষিণা স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে দাও।

কী অদ্ভুত দক্ষিণার প্রসঙ্গ! দক্ষিণা স্বরূপ আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম! এরূপ কথা ইহার পূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই। আশ্চর্য্য গুরু! আশ্চর্য্য তাঁহার দিব্য প্রেম প্রার্থনা!

বাস্তবিক অনন্য পরমার্থ-বিন্দকের—ইহাই সর্ব্ব জীবের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা। মহামতি তুলসীর দিব্য বচনে অনন্য ভক্তের নিত্য প্রার্থনার মধুর রূপটি প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

সীতারাম চরণ রতি মোরে।
অনুদিন বাঢ়ই অনুগ্রহ তোরে॥
অর্থাৎ—সবাকার কাছে আমি এই ভিক্ষা চাই।
ধন নহে—মান নহে—নহে কিছু সুখের বালাই॥
শ্রীরাম চরণে রতি মতি বুদ্ধি নিষ্ঠা অবিকার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন এ দিব্য প্রেম সাকার॥

এক্ষণে পরম কৌতুকী—শ্রীরাম ভক্তির যে দিব্য বিলাস—অগস্ত্য ও সুতীক্ষ্ণের হৃদয়ে চুপে চুপে আপন গোপ্য লীলা বিস্তার করিতেছিল—তাহা সু অবসরে দিব্য মাধুর্য্য রূপে আপনারে ব্যক্ত করিল তাহা আমরা এখনই অবগত হইব।

অগস্ত্য তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন - সুতীক্ষ্ণ তাহাও পুর্ণীত চিত্তে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। সুতীক্ষ্ণ পাদ বন্দনা করিলেন - শ্রীগুরুদেবের দিব্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করতঃ নিজ জন নেপথ্যে প্রস্থান করিলেন এবং অচিরেই একাগ্র চিত্তে শ্রীরাম রূপে মগ্ন হইলেন।

দেখিতে দেখিতে কত দিন চলিয়া গেল—সুতীক্ষ্ণ দিব্য প্রেমে উন্মত্ত—দেহ জ্ঞান শূন্য দশায়—সুতীক্ষ্ণ সকল বাধা বিনির্মুক্ত হইয়া অনন্য শ্রীরাম প্রেমে—কখনও বা আনন্দে নৃত্য করেন কখনও বা কাঁদেন—কখনও বা পাগলের মত হাসিতে থাকেন! সুতীক্ষ্ণ—অন্তর ও বাহিরে—দিব্য লীলা বিহারীর সাথে আনন্দ ক্রীড়ায় মগ্ন। এমত দিব্য সেবক সুতীক্ষ্ণের প্রেম পীযূষ ধারা পান করিবার বাসনায়—স্বয়ং শ্রীরাম একদা শুভ ক্ষণে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন - এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে প্রিয় ভক্তের অনন্য প্রেম দশা ভুঞ্জন সুখে নিমগ্ন হইলেন।

বাস্তবিক ভক্তের এই দিব্য ভজন রূপটি—ইষ্ট রূপ হইতেও অধিক মধুর—অধিক উজ্জ্বল—অধিক করুণা সরস! যে দিব্য মাধুর্য্য রসালয়

আস্বাদন করিবার নিগূঢ় বাঞ্ছায়—স্বয়ং আনন্দকন্দ নিত্য ব্যাকুল—মহামতি অগস্ত্য—ভক্তের সেই দিব্য রূপ সুধার চিন্ময় চাতক ! ইহাই বাস্তবিক অগস্ত্যের দিব্য দক্ষিণা প্রার্থনায় নিগূঢ় অন্তর মাধুর্য্য ! শ্রীরাম ভক্তির অবিরল লীলা পীযূষ পানই হইল—মহাত্মার দিব্য প্রার্থনার গোপ্য রূপ।

কিন্তু সুতীক্ষ্ণ আপন ভাবে আপনি মত্ত। দিব্য বালকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ নিরন্তর কাঁদিতেছেন—হে রাম দেখা দাও - দেখা দাও—তুমি না এলে—তুমি না দেখা দিলে- আমি শ্রীগুরু পাদপদ্মের কীরূপে সেবা করিব ? দয়াল প্রভু তোমায় চান—অন্য কিছুই নহে। তুমি এই বালককে কৃপা কর !

অনন্য প্রেমের দিব্য দশায়—ভক্ত ভগবানের অবিমিশ্র মিলনে—নির্ম্মল ভক্ত চরিত্রের যে মধুর রূপটি অকপট সারল্যে বিস্তারিত হইয়া—সমগ্র রস মাধুর্য্যের জীবন্ত ভাষ্য রূপে ফুটিয়া উঠে—প্রসঙ্গতঃ তাহা তুলসীর সরল গ্রাম্য গিরায় প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

মোরে জিয়ঁ ভরোস দৃঢ় নাহি ॥
ভগতি বিরতি ন জ্ঞান মন মাহি ॥
নহি সত সঙ্গ জোগ জপ জাগা।
নহি দৃঢ় চরণ কমল অনুরাগা ॥
এক বাণী করুণা নিধান কী।
সো প্রিয় জাকে গতি ন আন কী ॥

অর্থাৎ—সরল অন্তরে কহি—শুন দয়াময়।
তোমার সেবার যোগ্য আমি কভু নয় ॥
জননীর অভয় ক্রোড়ে যেমতি বালক।
সেইরূপ তুমি মোর সতত রক্ষক ॥
সরল বালক হ'য়ে তব কাছে ধাই।
জ্ঞান ভক্তি বিরতির না রাখি বালাই ॥

যোগ যাগ জপ ধর্ম্ম সত সঙ্গ আর।
অজ্ঞান শিশুর তরে মিথ্যা উপাচার॥
ভজন নিয়ম নিষ্ঠা কিছু নাহি জানি।
একান্ত অনন্য দশায় তোমার শরণ মানি॥
তুমিই আমার গতি অনন্য উপায়।
এই সুখে ভাসি সদা আনন্দ ভেলায়॥

বিমল ভক্তের এই দিব্য রূপে এই পরম জ্ঞান শূন্য চিন্ময় হৃষ্ট প্রপন্নতায়—অনন্ত মাধুর্য্যের মূর্ত্ত রূপ! বলা বাহুল্য আনন্দকন্দ শ্রীরাম অচিরেই ভক্ত বাঞ্ছা পূরণ করতঃ—নিজ দিব্য মাধুর্য্যে আপনি স্বয়ং নিমজ্জিত হইলেন।

এক্ষণে অনন্য ভজনানন্দ। মহাত্মার হৃদয় দিব্য বালক—সাধুরামের মুগ্ধ চরিত্রে অবগাহন করিতে বাঞ্ছা করে। প্রেমের বিগলিত দশায় তাঁহার হৃদয়ও সতত জর্জ্জরিত। দিব্য মঙ্গল দশায় মহাত্মা এক বিচিত্র লীলারসে অবতীর্ণ হইলেন। বালকের চিন্ময় প্রেম রহস্য অবগত হইবার জন্য—মহাত্মা আপনার জীবন সর্ব্বস্ব ভাব-ভক্তি দীপ্ত-বিমল সেবা-সেবক সম্বন্ধ দূরে রাখিয়া—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার একনিষ্ঠ চরিত্রে লীলায়িত হইলেন! ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভজন ইহাই জ্ঞানানন্দের চরম ভূমি—ইহা ভেদ-ভক্তি অপেক্ষা শত গুণে উজ্জ্বল! মহাত্মা এই কপট চরিত্রে—বালকের অন্তরের মঙ্গল প্রীতি আস্বাদন করিতে বাঞ্ছা করিলেন! এবং এতৎ কারণে মহাত্মা একদা সু-অবসরে সাধুরামকে বলিলেন—হে দিব্য বালক—তুমি সর্ব্ব লক্ষণে অভেদ তত্ত্বের বিমল পাত্র! একাগ্র চিত্তে—নিত্য মুমুক্ষত্ব বাসনায়—ব্রহ্মবিদ্যা অবধান কর!

অতঃপর মহাত্মা বলিতে লাগিলেন—অখণ্ড যোগ-জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রদীপ্ত—এই ভূমা রূপী দিব্য ব্রহ্ম বিদ্যা নিরূপণ—এই জ্যোতির্ম্ময় আত্ম

সাক্ষাৎকার—সর্ব্ব বিদ্যা সার! এই সোঽহং তত্ত্ব -ইহাই একমাত্র সৎ পদার্থ—ইহাই একমাত্র বিচারনীয় সর্ব্ব জীবের ইহাই একমাত্র সেব্য! ইহার অধিক বা ন্যূন কিছুই নাই! অদ্বৈত বিচারই হইল জ্ঞানের অবধি—দিব্য নিরুপাধিক জ্ঞানই হইল- অদ্বৈতের চিন্ময় ভূমি! এই বিমল জ্ঞান—একান্ত নাম-রূপ শূন্য—দিব্য আকাশ বৎ বিমল চৈতন্য সত্ত্বা! ইহাই অক্ষর ব্রহ্ম ইহাই সর্ব্ব ব্যাপী ইহাই সর্ব্ব সাক্ষী ইইয়া —লোকে লোকে—জীবে জীবে- অণু পরমাণুতে—সূত্রে মণিগণের ন্যায় অনুস্যূত হইয়া--সর্ব্ব বস্তুকে বাস্তব রূপ দান করে। অর্থাৎ এই দিব্য আত্মচিন্তা—এই ব্রহ্মবিদ্যা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিরুপাধিক প্রকাশ—ইহার জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গে সমগ্রের প্রকাশ! বস্তুতঃ সিন্ধু জল ও তরঙ্গবৎ জীব ও ব্রহ্ম—সতত্ই একই অভেদ তত্ত্বের ভিন্ন প্রকাশ মাত্র - অর্থাৎ জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। অবিদ্যা মায়োপাধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মই জীবদশায় প্রতীত হয়েন!

মহাত্মা আপন ভাবে ধীর বালকের নিকট বলিয়া চলিলেন—একই আকাশ যেরূপ অনন্ত ঘটে বিলসিত হইয়া অনন্ত আকাশবৎ প্রতীত হয়—এবং উপাধি বিবর্জ্জিত হইলে ঘটাকাশ যেরূপ পুনঃ পটাকাশে নিজ রূপ প্রাপ্ত হয় - সেইরূপ সুষুপ্তি বা তুরীয় অবস্থায় - অজ্ঞ মলিন জীব—সর্ব্ব উপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সাগরে অবগাহন করতঃ—ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়—ইহাই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম বিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি র—চিন্ময় বিচার!

সংক্ষেপে এই দিব্য অধ্যাত্ম তত্ত্বটি প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—এক অখণ্ড-অনাম-অরূপ-অনীহ—অনুভব গম্য অবিনাশী সুখ স্বরূপ প্রান্দানন্দই হইল—অক্ষর ব্রহ্মের দিব্য বিলাস--ইহাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিরুপাধিক আশ্রয়—ইহাই সত্য! এই অচিন্ত্য তত্ত্ব সামান্য বাক্য বা জ্ঞান দ্বারা যে পরিমিত হইবার নহে—তাহাই কীর্ত্তিত করতঃ শ্রুতি বলেন—

নৈব বচসা ন মনসা প্রাপ্তুম্ শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

—বাক্য দ্বারা যাঁহাকে পাওয়া যায় না—মনের দ্বারা নহে—চক্ষুর দ্বারা নহে—শ্রদ্ধাবান সাধক তাঁহাকে সৎ পদার্থ রূপে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মহাত্মা ভাব গম্ভীর বচনে বলিয়া চলিলেন—হে বালক! অভেদ দর্শনেই পরমানন্দ—ভূমাই সুখ অবিদ্যা মায়া-প্রপঞ্চই হইল—ভেদ-ভক্তির জননী—বাস্তবিক শ্রীযুগল ভজন—মায়িক কল্পনা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে! বালক তুমি ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাসে চরিতার্থ হও—অনন্য বৈরাগ্য ইহার সাধন—মুমুক্ষত্ব ইহার নিত্য ধর্ম—জ্ঞান ইহার দিব্য মার্গ—তত্ত্বমসি—ইহার অচিন্ত্য লক্ষ্য এবং উহাই যে ধীমান পুরুষবরের একমাত্র পন্থা তাহাই উদ্গীত করতঃ মহাত্মা পরিশেষে বলিলেন—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।
এষো নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা ন কনীয়ান্।
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন॥

—ধীমান, বিবিদেষু—সেই আত্মাকেই জানিয়া প্রজ্ঞা লাভ করিবেন; বহু শব্দ চিন্তা করিবেন না—কারণ উহা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর। ইহাই ব্রহ্ম জ্ঞানীর নিত্য মহিমা—উহা কর্ম্মের দ্বারা বর্দ্ধিত হয় না—ক্ষীণও হয় না। তাঁহার স্বরূপ জানিবে—তাঁহাকে জানিলে কেহ পাপকর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয়েন না।

দিব্য বালক সাধুরাম—মহাত্মার সমগ্র বার্ত্তা—চুপ করিয়া শুনিলেন—কোনরূপ সংশয় বা জিজ্ঞাসাবাদ তাঁহার মনে নাই! সাধুরাম ভাবিলেন—মহাত্মা এতক্ষণ দিব্য বিস্তারে যাহা বলিলেন—পরমার্থ

তত্ত্বের মধুর রূপটি—সেই তর্কজালে যেন আরও জটিল হইয়া উঠিল—যাহা সরল ও সত্য - যাহা সদা সত্য ও সরল -তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য—কেন এই অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ !

বাস্তবিক অখণ্ড মাধুর্য্য বিলাসে সাধুরামের অবিরল গতি ভক্তি চিন্তামণির অনন্য প্রকাশে তিনি চির দীপ্তিমান—রসাল করুণা ধারায় তাঁহার নিত্য নব নব অভিসার রূপহীন রসহীন অভেদ তত্ত্বজ্ঞান—তাঁহার নিকট লবণ বিহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ লাগিল। সাধুরামের চিত্ত—অনাবিল রামরসে নিষ্ণাত - নিরন্তর দিব্য মাধুর্য্যেই—তাঁহার চিন্ময় স্বাধর্ম্য। সাধুরামের অঙ্গে অঙ্গে অরূপ দিব্য রূপ পরিগ্রহে নিত্য বিনোদ লীলায় ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত। তাঁহার নিকট অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান কিছুই মায়াজাল বিস্তার করিতে পারিল না।

প্রসঙ্গতঃ বলিবার আছে যে দিব্য শিশু সম—অনন্য ভক্তের সহিত আপ্তকাম ভগবানের যে মধুর সম্বন্ধ - তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্য ক্রীড়ার উজ্জ্বল ধারা - তাহার দিব্য মাধুর্য্যে সর্ব্ব তত্ত্ব—পরা ভক্তির পাদপদ্ম সেবায় চরিতার্থ হইয়া থাকে ! সাধুরামের হৃদয় শ্রীভগবানের দিব্য মাধুর্য্যে নিত্য ওতপ্রোত—অখণ্ড রস মাধুর্য্যের অবিরল পানে--সাধুরামের চিত্ত মন পরিপূরিত - তাঁহাকে পৃথক রূপে কোন রূপ সাধন করিতে হয় নাই - ভক্তির অবিরল ধারায়—সাধুরাম নিত্য নিমজ্জিত—এবং অনন্য ভগবৎ রক্ষায় সাধুরাম চির প্রশান্ত। এমত ভক্তের নিগূঢ় চরিত্রের দিব্য রহস্যটি—মহামতি তুলসী কথিত—অনন্য শ্রীরাম ভক্ত কাগভূশুণ্ডীর দিব্য অনুভবে ব্যক্ত করিলে বলিতে হয়--

রাম ভকতি জল মম মন মীনা।
কিমি বিলগই মুনীস প্রবীণা॥

সোই উপদেশ কহহু করি দায়া।
নিজ নয়নন্হি দেখৌ রঘুরায়া॥
ভরি লোচন বিলোকি অবধেশা।
তব শুনিহউঁ নির্গুণ উপদেশা॥

অর্থাৎ—কী আর কহিব দেব না দেখি উপায়।
এ দীন প্রাণের কথা বলা নাহি যায়॥
তথাপি শ্রীরাম কৃপা করিয়া আশ্রয়।
তোমার চরণে কিছু রাখি পরিচয়॥
শ্রীরাম ভকতি হ্রদে মম মন মীন।
কেমনে পৃথক তারে করি হে প্রবীণ॥
শ্রীরাম ভকতি সুধায় সদা নিমজ্জন।
শয়ন ভোজন মোর ভজন চিন্তন॥
সেই দিব্য উপদেশ কহ করি দয়া।
কেমনে হেরিব সেই দিব্য রঘুরায়া॥
যুগল লোচন ভরি ভুঞ্জিব রঘুনাথ।
এই আশা—এই সুখ—এই বড় সাধ॥
সেই জ্ঞান দয়া করে করগো প্রকাশ।
পশ্চাতে শুনিব তব অদ্বৈত বিলাস॥

সাধুরাম ধীরে ধীরে তাঁহার সরসিত মুখখানি মহাত্মার নয়নদ্বয়ে তুলিয়া ধরিলেন—ভাব-ভক্তির দিব্য মঞ্জুলতায়—সাধুরাম—অপূর্ব্ব শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়াছেন! তাঁহার সজল নয়নে—তাঁহার নীরব মুখমণ্ডলে ভক্তির চিন্ময় ধারা বিগলিত—ক্ষণে ক্ষণে নয়নের গোলকদ্বয়—যে অপূর্ব্ব ভাব ও ভাষায়—আপনারে ব্যক্ত করিতেছে—তাহা দিব্য মাধুর্য্যে সমগ্র

রহস্যের চিন্ময় ভাষ্যে পুলকিত ! সাধুরাম দিব্য নীরবতায়—স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে – মহাত্মার হৃদয়ে হৃদয়ে যাহা ব্যক্ত করিলেন—বাস্তবিক তাহাই অনন্য প্রপন্নের চিন্ময় বার্ত্তা ! সাধুরামের অন্তরের সে রূপটি বাস্তবিক বলিবার নহে—ইহাই তাঁহার অনন্য জীবন !

শ্রীরাম ভক্তি—শ্রীরাম রসায়ণ—ও সাধুরাম—সততই এক—এতৎ ব্যতিরেকে সাধুরামের আর কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই—সাধুরাম সমগ্র কামনার অতীত হইয়া—নিরন্তর শ্রীরামভক্তি রস মৃতে – চিত্ত-কায-মনে নিমজ্জিত—সাধুরাম যথার্থই শ্রীরাম ভক্তি কনক বিগ্রহ !

সাধুরামের সরল মাধুর্য্যের চিন্ময় লীলায়—মহাত্মা দিব্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হইলেন—শ্রীরাম ভক্তির রসামৃত পানে মহাত্মা গদ্ গদ্ চিত্ত হইলেন—অধীর আনন্দে দুই হস্ত প্রসারিত করতঃ তিনি বালককে বক্ষে ধারণ করিলেন ! বালকও মহাত্মার দিব্য পরশে স্নেহ বিগলিত হইলেন—তাঁহার মনে হইল—মহাত্মা তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্যে বালককে ভূষিত করিলেন ! মহাভাবের চিন্ময় ঔদার্য্যে—দুইটি বিমল সত্ত্বা একই রসময় তনুতে লীলায়িত হইল—তাঁহাদের পৃথক সত্ত্বা কোন্ দিব্য ধারার মোহন স্রোতে কোথায় যেন ভাসিয়া গেল !

তৎপরদিন প্রাতে সাধুরাম মহাত্মার পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন · বালক দিব্য পথের বিমল যাত্রী—শ্রীরাম জানকীর দর্শন লালসায় মুগ্ধ উৎকণ্ঠায়—তাঁহার নিত্য সেবা—সেই দিব্য সুখ সাগরে নিরন্তর নিমজ্জনেই হইল—তাঁহার অনন্ত বিশ্রাম !

সহসা বালকের কণ্ঠে বিদায় প্রার্থনায়—মহাত্মা অকারণে দ্রবিত হইলেন ! অখণ্ড বৈরাগ্যের চিন্ময় ভূষণে—কেন এই সুকুমার বালক অবারিত হইল ! কেন তাঁহার অনন্য ভজন ভাবনায় সহজ গতি ! মহাত্মা সর্ব্ব অবগত হইয়াও—সহসা বিহ্বল হইলেন ! তাঁহার মনে হইল—যদি এ দিব্য বালক নগ্ন পদে পথে পথে পর্য্যটন করে—কেন তবে

বিধির ভবনে সমগ্র সুখ সামগ্রীর দিব্য সম্ভার ? এই দিব্য বালক যদি সামান্য ফল মূল ভোজন করতঃ জীবন ধারণ করে—তবে কেন নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন-দধি-পায়সের ছড়াছড়ি- পথের কঙ্কর ধূলায়—এই দিব্য বালক যদি শয়ন করিল—তবে কেন ফুল শয্যার আয়োজন ? এবংবিধ মর্ম্মান্তিক চিন্তায় মহাত্মা বড় অসহায় বোধ করিলেন—কিন্তু সম্মুখে কর্ত্তব্যের আহ্বান—আচার্য্য পন্থার কনক শৃঙ্খল—বিধি-নিষেধের দিব্য প্রত্যবায়—এইরূপ বিচার করতঃ মহাত্মা কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন !

দিব্য বালক মধুর কণ্ঠস্বরে মহাত্মার নিকট বলিলেন—হে প্রভু ! আমি সামান্য বালক—কিছুই অবগত নহি—এক্ষণে কোন্ পথে অগ্রসর হইব ? কোথায় উজল নয়ন ভরা বিলোকনে শ্রীরাম জানকীর দর্শন লাভ করিব—তাহা আমায় কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ করুন !

বালকের অপূর্ব্ব কথায়—তাঁহার দিব্য ভাবে—দ্রবিত হইয়া মহাত্মা বলিলেন—হে দিব্য বালক—হে মংগল পথের নিরন্তর অভিযাত্রী ! তুমি নিত্য স্বরূপ-মাধুর্য্যের বিমল নির্ঝর—শ্রীরাম জানকীর দিব্য দিশার—তুমি নিত্য পথিক—যেথায় তোমার ব্রজন সেথায় শ্রীযুগল রসরাজের দিব্য মধু চন্দ্রিকা—তুমিই শ্রীযুগল সীতারামের বিমল বিশ্রাম নিকুঞ্জ !

কিন্তু এক্ষণে তোমার উজ্জ্বল উৎকণ্ঠায়—আমার হৃদয়ে বহুদিনের একটি সুখ স্মৃতি জাগ্রত হইল ! তোমারই মত একদা স্বয়ং আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম বন গমন কালে—অনন্য ভক্ত বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে প্রভু এক্ষণে কোন্ মার্গে অগ্রসর হইব ? কোথায় বিমল আশ্রম লাভ করিব ?

অনন্য লীলাবিহারী কৌতুকী প্রভুর রসাল প্রশ্নে—বাল্মীকি বিনীত কণ্ঠে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দয়াল ঠাকুর ! আপনি আপনার অজ্ঞ দাসকে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ মার্গে যাইব ?

আমি সসঙ্কোচে আপনার পাদপদ্মে এক্ষণে এই প্রশ্ন রাখিতে বাঞ্ছা করি যে—কোন্ সে দেশ—কোন্ সে মার্গ—যেথায় আপনার মংগল বিগ্রহ নিত্য বিরাজমান নহে ?

কিন্তু তথাপি আপনি নিজ দাসকে কৃতার্থ করিবার বাসনায় যে মংগল প্রশ্ন করিয়াছেন—আপনার দিব্য করুণা আশ্রয় করতঃ—আমি তাহার যথামতি উত্তর প্রদান করিতেছে।

অতঃপর মহামতি তুলসীর কণ্ঠে—বাল্মীকি শ্রীরামের নিত্য নিবাস রূপ—দিব্য মার্গের দিগ্দর্শন করাইয়া গদ্ গদ্ প্রেমে বলিলেন—

জিন্হকে শ্রবণ সমুদ্র সমানা।
কথা তুম্হার শুভগ সরি নানা॥
ভরহি নিরন্তর হোয়ি ন পুরে।
তিন্হকে হিয় তুম্হ কহঁ গৃহ রূরে॥

লোচন চাতক জিন্হ করি রাখে।
রহহিঁ দরশ জলধর অভিলাষে॥
নিদরহি সরিত সিন্ধু সর ভারী।
রূপ বিন্দু লাগি হোহি সুখারী॥
তিন্হকে হৃদি সদন সুখ দায়ক।
বসহু বন্ধু সিয়া সহ রঘু নায়ক॥

জসু তুম্হার মানস বিমল হঁসিনী জীহা জাসু।
মুকুতাহল গুণগণ চুনই রাম বসহিঁ হিয় তাসু॥

কর নিত করহি রামপদ পূজা।
রাম ভরোস হৃদয় নহি দুজা॥

চরণ রাম তীরথ চলি যাহী।
রাম বসহু উন্হকে মন মাহী॥

গুণ তুম্হার সমুঝই নিজ দোষা।
জেহি সব ভাঁতি তুম্হার ভরোসা॥
রাম ভকত প্রিয় লাগহি জেহি।
তেঁহি উর বসহি সহিত বৈদেহী॥

জাহি চাহিঅ কবহু কছু তুম্হ সন সহেজ সনেহু।
বসহু নিরন্তর তাসু মন সো রাউর নিজ গেহু॥

অর্থাৎ—শ্রবণ সমুদ্রে যার অবিরল নদীর সমান।
রাম কথা অগণন ধায় সদা অতি বেগবান॥
সে বিমল চিত্তে, জানিও নিশ্চয়, শ্রীরাম নিবাস।
সকল সুখের তাহা চির আনন্দ বিলাস॥

চাতক অনন্য যথা নিরাদরি নদ নদী বারি।
এক বিন্দু স্বাতি জল লাগি করে হাহাকারি॥
সেইরূপ নয়ন যাহার রাম রূপে হোল চির স্থির।
সেথায় জানিও তব নিত্য অধিষ্ঠান হে রঘুবীর॥

তোমার সুযশ যাহার মানস উজ্জ্বল।
মুক্তা রূপী রাম কথা রসনা মরাল রটে অবিরল॥
সেথায় তোমার গৃহ জানিও নিশ্চয়।
মুগ্ধ রুচির অতি দিব্য সুখময়॥

রাম তীর্থে পাদপদ্ম যাঁর যায় চলি।
কর দ্বয় রাম পূজা করে সদা আকুলি বিকুলি ॥
যাহার সহায় সম্বল দিব্য সুখধাম।
শ্রীরাম জানকী জীবন—ইহা ছাড়া—অন্য নহে রাম
সে মন মন্দির জেনো সদা শ্রীরাম নিবাস।
স্বর্গ মর্ত্ত তুচ্ছ অতি—তুচ্ছ অতি বৈকুণ্ঠ বিলাস ॥
রাম ভক্ত যার প্রিয় সতত উদার।
সে বিমল চিত্ত মাঝে শ্রীরামের উজল বিহার ॥
জপ তপ কর্ম্ম জ্ঞান সব পরিহরি।
শ্রীরাম চরণে যার এ দীন প্রার্থনা ॥
হে নাথ দিব্য প্রীতির ডোরে বাঁধিও পরাণ
ইহা ছাড়া অন্য সুখ চাহি না চাহি না ॥
সে প্রেম সদনে জেনো নিত্য সুখরাশ।
জানকী সহিত রামের সদা চিন্ময় বিলাস ॥

বিমল কণ্ঠে দিব্য বালকের নিকট—মহাত্মা শ্রীরাম জানকীর নিত্য নিবাসের মঞ্জুল মার্গ কথা যথামতি কীর্ত্তন করিলেন! বাস্তবিক বালকের চিন্ময় মাধুর্য্য ধারায়—মহাত্মার মুগ্ধ মানস পটে—অনন্য ভক্ত সমাজের বিচিত্র চরিত গুলি—একটির পর একটি করিয়া—দিব্য আনন্দ প্রকাশে আপনি ঝলমল করিয়া উঠিল!

মহাত্মা—মহৎ প্রসঙ্গে—অনন্য ভক্তের ইষ্ট রূপে—সেই প্রেম দর্শন করিতে করিতে পরম বিচিত্র ভক্তি মার্গগুলি অবলীলাক্রমে উদ্গীত করিলেন!

অতঃপর মুগ্ধ বিলোচনে মহাত্মা বালককে দিব্য আশীর্ব্বাদে ভূষিত করতঃ বালকের শাশ্বত মার্গ চির মংগলময় করিলেন! সাধুরাম ধীর পদ

বিক্ষেপে মহাত্মা উপদিষ্ট বনানীর দক্ষিণ প্রান্তে অগ্রসর হইলেন! মহামায়ায় বিচিত্র লীলায় সাধুর অন্তর সহসা দীন করুণা ক্রন্দনে কাতর হইল—বিমল বাৎসল্যে তাঁহার হৃদয় বিদারিত হইল—দূর দেশগামী সুকুমার বালকের' দিব্য মূর্ত্তিখানি দর্শন করিতে করিতে মহাত্মার হৃদয়ে মহামুনি বিশ্বামিত্রের একটি বিচিত্র রূপ সহসা আপনারে ধরা দিল!

মহামতি বিশ্বামিত্র শ্রীরামরূপের অনন্য চাতক—শ্রীরামের অনন্য ভক্ত। দিব্য লীলা কারণে – বিশ্বামিত্র শ্রীরামের আচার্য্য হইয়া—শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ সাথে—শ্রীধাম মিথিলায় উপনীত হইয়াছেন। অদ্ভুত কিশোরদ্বয় চিন্ময় রূপৈশ্চর্য্যে অচিরেই সমগ্র মিথিলাবাসীর একমাত্র দর্শনের বস্তু হইলেন! ঘরে ঘরে – নগরে নগরে—সকল লোকের মুখে মুখে একই কথা -- কী অনিন্দ্য সুন্দর দুইটি রাজপুত্র নগরে আসিয়াছেন—তাঁহাদের দিব্য মাধুর্য্যে সমগ্র পুরী উল্লসিত!

এদিকে দিব্য মিথিলা পুরী দর্শন হেতু শ্রীরাম—আচার্য্য পাদপদ্মে উপনীত হইয়া বলিলেন – হে প্রভু! শ্রীধাম মিথিলা পুরী দর্শন বাঞ্ছায় লক্ষ্মণ উৎকণ্ঠিত—আপনার আজ্ঞা লাভ করিলে—আমরা পুরী দর্শন করিতে যাইব!

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বিশ্বামিত্র অখণ্ড শ্রীরামলীলার চিন্ময় দ্রষ্টা! শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের—শ্রীধাম পুরী দর্শন করিতে যাইবার অন্তরালে – যে দিব্য লীলা মাধুর্য্যটি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে – তাহা সম্যক বিদিত হইয়াও—তাঁহার নয়নের বাহিরে শ্রীরাম গমন করিবেন – এই কাতর চিন্তায় অনন্য বিরহীর ব্যথায় তাঁহার প্রাণ সহসা কাঁদিয়া উঠিল! কিন্তু এক্ষণে যথা কর্ত্তব্য স্মরণ করতঃ তিনি তাঁহার দিব্য প্রেমাস্পদকে বলিলেন—

জাহু দেখি আবহু নগরু সুখ নিধান দোউ ভাই।
করহু সুফল সবকে নয়ন সুন্দর বদন দেখাই॥

অর্থাৎ—চিন্ময় সুখের ধাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ
নগর বর্ণন লীলা করিয়া আশ্রয়।
অখিল নয়ন দিব্য করিও সফল
দেখাইয়া ও মুখ মাধুর্য্য নিলয়॥

সাধুরামের দিব্য যাত্রায় মহাত্মার হৃদয় মহামতি বিশ্বামিত্রের ন্যায় অনুরূপ দশা প্রাপ্ত হইল! ধীব অচঞ্চল পথিকবরের মধুব মূর্তিটি চিরতরে হৃদয় মঞ্জুষায় সুরক্ষিত করতঃ—মহাত্মা দিব্য সুখ সম্পদকে এক নিমেষে বিশ্বকল্যাণে উৎসর্গীত কবিলেন!

মহাত্মার মর্ম্মী ব্যথায় সমগ্র বনানী নীরবে অশ্রুমোচন করিল—দিব্য বালকের শুভ যাত্রার বিজয় গাহিয়া -অসময়ে কোকিল দম্পতি মুখরিত হইল—অচিন্ত্য আনন্দ মূর্চ্ছণায় সমগ্র পরিবেশ সাধুবামের অন্তর মাধুর্য্যের দিব্য ধারার সহিত ওতপ্রোত হইয়া যেন একসাথে গাহিগা উঠীল—

* বীণ বলেছে গাবো গাবো
ভাব দিয়েছে ঠাঁই।
চিত্তো বলে প্রেম মিলেছে
বধূর ঘরে ধাই॥
সুখ বলেছে নিত্য রূপে
রইনু আমি সুধার কূপে।
পূর্ণ বলে পূর্ণ হোলেম
শেষ তবু যে নাই॥
মিলন বলে সেবার তরে
আছে কনক মালা।

*মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অনুরূপ।

ভজন বলে প্রিতম তরে
কুঞ্জ আলোয় আলা ॥
নাম বলে যে ক্ষণে ক্ষণে
নিতুই কথা কান্ত সনে
স্মরণ বলে মুগ্ধ চুপে
যুগল পদ চাই ॥

পাঁচ

শ্রীরামবল্লভার অচিন্ত্য লীলা মাধুর্য্যে—সাধুরামের অন্বেষণে কাতর গ্রামবাসীগণের—সকল শ্রম বৃথায় পর্য্যবসিত হইল! গ্রামের বাহিরে—পথে পথে—তাহারা বহু দূর গমন করিলেন—সাধুরাম সাধুরাম রবে সমগ্র পরিবেশ আলোড়িত করতঃ তাহাদের বুক ভাসাইলেন—কিন্তু সাধুরাম কোথায়? সাধুরাম তখন পদ্মার অপর তটে—দিব্য সন্ন্যাসীর মুগ্ধ নিকেতনে আপন মনে বিরাজ করিতেছেন! সন্ধ্যার প্রাক্কালে—ধূলি ধূসরিত—ক্ষত বিক্ষত পদে—গ্রামীবাসীগণ রিক্ত হস্তে—মলিন মনে গ্রামে ফিরিতেছেন! অকথ প্রাণান্তকর চিন্তায়—তাহাদের সমগ্র মুখমণ্ডলে কে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে—এক অব্যক্ত বেদনা বিজড়িত শঙ্কায় তাহাদের চরণ যুগল যেন আর পথ অতিক্রম করিতে পারিতেছে না—পদে পদে যেন কীসের বাঁধা—কিসের ভয়!

রাত্রির এক প্রহরে—তাহারা নিজ গ্রামে উপনীত হইলেন—সপ্ত পুরুষের চির পরিচিত—সুখের গ্রামখানি দেখিয়া—তাহারা সহসা আজ আতঙ্কিত হইলেন—সমগ্র গ্রামটি যেন—এক বাঁধাহীন নীরব শূন্যতায় লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া—তাহাদের গ্রাস করিতে আসিতেছে—সমগ্র

পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন—দিব্য কথনে সন্তরাজের বিমল গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিতেছেন—যুগ্ধ মানস মুকুরে—সাধুবামের অনন্ত চিন্তায় জীবনের পর জীবন ভরিতেছেন !

বিবাহের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে—সাধুরামের গৃহত্যাগ সংবাদে—সুস্মিতা দেবী কাতব ক্রন্দনে ব্যাকুলিত হইলেন—মাত্র পরদিন সন্ধ্যায় সাধুরামের সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যা সরযূব বিবাহ লগ্ন—তিনি এক্ষণে কি করিবেন ? কোথায় যাইবেন—সরযূর কী হইবে ? কাহাব সহিত এক্ষণে তিনি সবযূর বিবাহ স্থির করিবেন ? এইরূপ অশেষ চিন্তায় সুস্মিতা দেবী —প্রমাদ গণিলেন এবং এই নিদারুণ সংবাদে তিনি আপন ভাগ্যকে আপনি ধিক্কার করিলেন। সুস্মিতা দেবী কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া স্খলিত পদে সরযূর নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং সরযূকে বক্ষে ধারন করতঃ তাহাকে কত প্রকারে সান্ত্বনা দিলেন—তাহার নিকট নূতন বিবাহের কথাও প্রস্তাব করিলেন !

সবযূ বাৎসল্য' রসাধার জননীব সমগ্র মর্ম্ম ব্যথা যথাযথ অনুধাবন করিলেন—তাঁহার সকল কথাই বুঝিলেন—কিন্তু সাধুরামের প্রথম দর্শনেই তাঁহার সমগ্র অন্তরটি সাধুবামেব চরণে পতিত হইয়াছিল—বিগত রজনীর দিব্য স্বপ্নে—সরযূ সন্ত চরণে আপনার যথা সর্ব্বস্ব উজাড় করতঃ—তাঁহারই দীন দাসীত্ব লাভে সুধন্য হইয়াছেন ! এতৎ কারণে সাধুরামের গৃহত্যাগ সংবাদে—সরযূর মুগ্ধানন্দ বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয় নাই সাধুরামের সন্ন্যাস গ্রহণে—তাঁহার বদন মলিন হয় নাই—নয়নদ্বয় অশ্রুধারায় কাতর হয় নাই ! সরযূ সাধুরামের দিব্য সত্তায় আপন সত্বা লাভ করিয়াছেন—সাধুরামের বিলোল লোচনে—জীবনের সমগ্র গীত সুধা রস প্রাপ্ত হইয়াছেন !

বলা বাহুল্য সরলা বালিকার—এই বিমল নিবেদন—সর্ব্ব কৈতব মুক্ত —সর্ব্ব শোক মুক্ত—সর্ব্ব বাঞ্ছা মুক্ত ! দিব্য সেবার চিন্ময় ধারায়—এই পুণীত নিবেদন—চির সুখময় !

বাস্তবিক সরযূর লৌকিক বিবাহের কিবা প্রয়োজন? অসীম গগনে যাহার নিত্য নব নব আনন্দ বিহার—বন্ধনযুত ক্ষণিক সুখে তাহার কী লাভ? বিমল আনন্দময় চরিতে সরযূ চির আয়ুষ্মতী—নিত্য কান্ত কৈঙ্কর্য্যে—চির আপ্তকাম! সরযূ সমগ্র জীবন অবলীলা ক্রমে আপন ভাব-মুগ্ধ দশায় ব্যতীত করিলেন! দিব্য সংগীত ভরা সরযূর এই জীবন—মুগ্ধ আনন্দ বিহারে সেই জীবনে নিত্য—রসময় লীলা! কান্ত সুখে—সরযূর কণ্ঠে ঝরে প্রাণের সুষমা সিন্ধু—হৃদয়ের পবিত্র প্রেম—বিমল সেবার চিন্ময় আরতি! সাধুরাম চরিত্রে সরযূর নিত্য প্রাণের বিমল বন্দনা—আপন মঞ্জুল দশায় আপনি গুঞ্জরিয়া উঠে—

তার অন্ত নাই গো—অন্ত নাই গো—অন্ত নাই গো রে
সে যে অনন্ত অপার নন্দ কান্ত কিশোর রে।
তার অঙ্গে অঙ্গে সুষমা সিন্ধু পুলক গুঞ্জর রে॥

তার সুরভি স্নিগ্ধ দিব্য লালিমা
দীনতা অপার কে কবে মহিমা
প্রেমের কাব্য নয়ন যুগলে
মিলন কুঞ্জ রে॥
সে যে সত্য লোকের দিব্য আলোক
পরমানন্দ ভকতি তিলক
চিন্ময় সেবা মুগ্ধ বালক
প্রীতির পুঞ্জ রে॥

সরযূর এই দিব্য ভাব দশা একদা কমলাদেবীর নয়ন পথে পতিত হইল! সাধুরামের চরণে সরযূর দিব্য প্রেম সন্দর্শনে—কমলাদেবী পুলকিত হইলেন—সরযূর দিব্য নিষ্ঠায় চমকিত হইলেন—সরযূর প্রতি

অনন্ত বাৎসল্যে—তাঁহার হৃদয় কোন্ অজানা দিশায় ব্যাপিত হইল—যে পথে—যে কাননে—যে কুঞ্জে—সাধুরামের দিব্য চরণ—জননী দিব্য মানস লোকে—মুগ্ধ সমারোহে তথায় উপস্থিত হইলেন !

জীবনের এই সন্ধিক্ষণে—তাঁহার সহসা মনে পড়িল—সাধুরামের দিব্য আবির্ভাব কথা ! শ্রীরামবল্লভার চিন্ময় রূপৈশ্বর্য্যের দিব্য কনক পাত্র—সাধুরাম—অচিন্ত্য বৈভবে নিত্য লীলায়িত—অখণ্ড তাঁহার জীবন—অখণ্ড তাঁহার রসময় চরিত্রে—শান্ত-দাস্য-মধুর-বাৎসল্য রস একাকারে মিলিত হইয়া—দিব্য প্রবাহে নিত্য ঢল ঢল। কমলাদেবী অন্তরের অন্তরে সাধুরামের সেই চরিত্রে আপনার সমগ্র পূর্ণ আত্মাহুতি করিলেন ! শ্রীরামবল্লভার মুদিত করুণায়—কমলাদেবী আনন্দলোকে—নিত্য নব নব পুলকে—অগ্রসর হইতে লাগিলেন—এবং দেখিতে দেখিতে সহসা একদিন সাধুরামের দিব্য ধেয়ানে মগ্ন হইয়া—নয়নে সাধুরামকে রাখিয়া—অঙ্গে অঙ্গে সাধুরামের পরশ লভিয়া—কণ্ঠে সাধুবাম সাধুরাম করতঃ নিত্য লোকে যাত্রা করিলেন।

পণ্ডিত গোপীনাথের নয়ন সম্মুখেই কমলাদেবী নশ্বর তনু ত্যাগ করিলেন। সহসা এই অচিন্ত্য ঘটনায় গোপীনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন—কমলাদেবীর মৃত্যুর সহিত যে অলৌকিক রূপ মাধুর্য্যটি চির বিজড়িত হইয়া রহিল—গোপীনাথ—তাহা যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। কমলাদেবীর তিরোধানের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে—তিনি সহসা দূর আকাশে এক দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল অবলোকন করিলেন—সেই আলোক পুঞ্জের মধ্যস্থলে - কমলাদেবীর ক্রোড়ে সাধুরামকে দেখিলেন—এবং এই বিচিত্র রূপ মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখে—কমলাদেবী আপন সত্তা হারাইয়া—সাধুরামের অঙ্গের কণে কণে নিমীলিত হইলেন—এবং ইহার ঠিক পর মুহূর্ত্তেই কমলাদেবী—দিব্য ভাব দশায় মানব লীলা সম্বরণ করিলেন !

কিন্তু সহসা এ কী হইল! কোনরূপ ব্যাধি নাই—বেদনা নাই—এ যে পুত্র মাঝে জননীর দিব্য তনু ত্যাগ! এ যে একান্ত বিরহের চিন্ময় প্রকাশ! দিব্য আকস্মিকতায়—চিন্ময় নাটকীয়তায়—অকথ ঐশ্বর্য্যে কমলাদেবীর অলৌকিক মহাযাত্রা—কবি কল্পনাকেও মথিত করে! ইহাই বাস্তবিক চিন্ময় প্রেমের দিব্য মহাপ্রকাশ!

ছয়

আনন্দকন্দের অভিরাম রমণ! বিচিত্র তাহার বিলাস—অভিনব তাহার চিন্ময় বৈভব—পরম মধুময় তাহার বিমল আস্বাদন! প্রদীপ্ত করুণার সুখময় নির্ঝরে—সীতাপতি সাধুরামের অন্তরে পরিব্যাপ্ত—সাধুরাম সেই মংগল কাব্যেই নিরবধি জীবনের পূর্ণাহুতি দান করিয়াছেন—বাস্তবিক সাধুরামের এই দিব্য চরিত-স্নিগ্ধ সাবলীল ধারায়—শাশ্বত ধর্ম্মের চরম অভিব্যক্তিতে পরম উৎকণ্ঠিত! সাধুরামের পদে পদে আনন্দের জয়ধ্বনি—অঙ্গে অঙ্গে অযাচিত করুণার শুভগ বার্ত্তা—চিত্ত-কায় মনে বিমল প্রশান্তি! সাধুরাম ভক্তি চিন্তামণির দিব্য মালায় বিভূষিত—অনন্ত সাধন পরম্পরার সিদ্ধ মার্গগুলি - তাঁহার চরণে মণিময় নূপুর সম—সদাই গুঞ্জনরত - সিদ্ধি নিচয় অচিন্ত্য বৈভবে—সাধুরামের গোপ্য সেবায় নিত্য নিমগ্ন! ইহাই বাস্তবিক চিন্ময় ভাগবৎ ধর্ম্মের মুগ্ধ প্রকাশ—ইহাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত মাধুর্য্যের অনন্য রূপ!

সাধুরাম মহাত্মার আশ্রয় হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ ঘনঘোর জঙ্গল পূর্ণ দক্ষিণ দিশায় পর্য্যটন করিলেন—পথ দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ—তথাপি সাধুরামের বিন্দুমাত্র চিন্তা নাই—সাধুরাম শ্রীরাম পদ পঙ্কোজের মুগ্ধ অলি—শ্রীরাম চরিত্র সুধার অনন্য সেবক শ্রীরাম করুণা-কিরণে—তাঁহার

হৃদয়ে নিত্য নব নব উজ্জ্বল প্রকাশ—সে দিব্য প্রকাশ মাধুর্য্য কণায়—শোক-তাপ-ভয়-দুখ রূপ অনন্ত অজ্ঞান তিমির চির অবসান প্রাপ্ত হয়—কাম-ক্রোধ-মদ-মানের একান্ত বিলুপ্তি ঘটে! সাধুরাম বিমল ভক্তির নিত্য নিকেতন—চির অবসাদ শূন্য তাঁহার বিমল ক্রম চিন্ময় আনন্দে সতত পর্য্যুসিত! সাধুরামের দর্শন লালসায় চরাচর জীব ব্যাকুল—সাধুরাম সবার তরে পথে পথে ঘুরিতেছেন—রৌদ্র ও বৃষ্টি ও শীতাতপ সহ্য করিতেছেন। বাস্তবিক এমত চিন্ময় ভাগবত দর্শন—ইষ্ট দর্শন অপেক্ষাও সুদুর্লভ—ইষ্ট দর্শন হইতে সমধিক মধুর—ইষ্ট দর্শনের দিব্য প্রসাদে—সাধুরাম সম মহাভাগবতের যে চিন্ময় দর্শন লাভ হয়—তাহাই অনুগীত করতঃ তুলসীর কণ্ঠে মহামতি ভরদ্বাজ প্রসঙ্গতঃ ভরতকে বলিতেছেন—

সুনহু ভরত হম ঝুট ন কহহীঁ।
উদাসীন তাপস বন রহহীঁ॥

সব সাধন কর সুফল সুহাবা।
লখন রাম সিয়া দরশন পাবা॥

তেহি ফল কর ফল দরশ তুম্হারা।
সহিত প্রয়াগ সুভাগ হমারা॥

অর্থাৎ—কী আর কহিব ভরত শুন মোর বাণী।
উদাসীন বনবাসী স্বার্থ দ্বন্দ্ব ছল নাহি জানি॥

সকল সাধন ক্রমের এই দিব্য ফল।
জানকী লখন সমেত শ্রীরাম দর্শন বিমল॥

তাহার প্রসাদে পুনঃ ভাগবত দর্শন সাকার।
ইহাই সংস্কার মুক্ত সিদ্ধান্ত আমার॥

ইষ্ট গুণের সমধিক ভক্তেতে প্রকাশ।
করুণার সিদ্ধ ভূমি চৈতন্য বিলাস ॥
অনন্য ভক্তের গৌরব স্বয়ং রঘুনাথ দিল।
মূঢ়মতি অজ্ঞ জীব কী কহিবে বল ॥

দিব্য আনন্দ বিগলিত কুসুম সুরভি সম—সাধুরামের মুগ্ধ পরিচয় —পথে পথে আপনি বিস্তারিত হইল! সাধুরাম একান্ত কামগন্ধ হীন —কিন্তু তথাপি তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে শ্রীযুগল রস মাধুর্য্যের নিত্য সুবাস —আনন্দকন্দের দিব্য ভজন উৎকণ্ঠায়—সাধুরামের অন্তরে যে মধুর গুঞ্জরণ—সেই অকথ অনুরাগের মর্ম্মী বাণীটি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বুকচেরা ভাষায় প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

সন্ধ্যা বন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংস দ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥

হে সন্ধ্যা বন্দন, তোমার মঙ্গল হউক—হে স্নান তোমায় নমস্কার —হে দেবগণ এবং পিতৃগণ—আমি তর্পন করিতে অক্ষম—আমায় ক্ষমা কর। যত্র তত্র অবস্থিত হইয়া যদু কুল ভূষণ কংসারিকে স্মরণ করিতে করিতে পাপ ক্ষয় করিব—ইহাই আমি সর্ব্বতোভাবে মনে করি—আমার আর কিসের প্রয়োজন ?

বাস্তবিক সাধুরামের অনন্য চিন্তায়—শ্রীযুগল সীতারামের নিত্য জাগরণ—দিব্য বালকের মধুর ধেয়ানে আনন্দকন্দের অবিরল স্ফূর্ত্তি— তাঁহার নয়নালোকে শ্রীরামবল্লভার সুধা চন্দ্রিকা! তথাপি দিব্য বালকের হরি অন্বেষণের কী বিমল অনুরাগ! সাধুরামের মধুর কণ্ঠে একটি মাত্র

বাণী—কোথায় হে পদ্ম পলাশ লোচন হরি—বালককে দেখা দাও—দেখা দাও!

এই সাবলীল দিব্য ধারায় সাধুরাম পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন—বনানীর লতা পল্লবে—পথের কঙ্কর কণ্টকে—বালকের মর্ম্ম বীণার যে মুগ্ধ গীতি আনন্দমুখর রবে—আপনারে আপনি ধরা দিল—অনন্ত ভক্তের সেই করুণ নিবেদনটি—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দিব্য ছন্দে ব্যক্ত করিলে বলিতে হয়—

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক মাণিক্য বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল জন কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীত চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে॥

—আমি রাজ্য চাহি না—স্বর্গ মাণিক্যাদি ঐশ্বর্য্য চাহি না—সর্ব্ব জনের কাম্য সুন্দরী বধূও চাহি না—মহাদেবের দ্বারা যাঁহার লীলা সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হয়—সর্ব্ব সময়ে সেই প্রভু জগন্নাথ আমার দৃষ্টি গোচর হউন!

দিব্য বালকের অন্তর মাধুর্য্যের চিন্ময় বন্দনামুখর গানে পথ অতিক্রান্ত হইল—স্নিগ্ধ চিত্তের সেই অনুপম কাতর ক্রন্দনটি যে দিব্য ভাব ও ভাষায় মহাকবির প্রাণে প্রাণে চির গুঞ্জরিত হইল—তাহা উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়া পরেতি
ভক্ত প্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন কোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে
আলাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ॥

—হে মুকুন্দ! আমায় এইরূপ কর—যেন আমি প্রতিদিন শ্রীবল্লভ; বরদ, দয়াময়, ভক্তপ্রিয়, সংসার নাশে সুপণ্ডিত - নাথ—শেষশায়ী—জগন্নিবাস ইত্যাদি নাম নাম উচ্চারণ করিতে পারি !

আনন্দকন্দের অনন্ত চিন্তায় সাধুরাম দেখিতে দেখিতে একটি শীর্ণকায়া নদীর তটে উপনীত হইলেন! নদীর একপার্শ্বে জনপদের ক্ষীণ রেখা বহুদূর চলিয়া গিয়াছে—নদীর অপর তটে বিন্ধ্যের সুগভীর পর্ব্বত প্রাচীর। নদীটি দেখিয়া সাধুরামের মন প্রফুল্ল হইল—সাধুরাম বহু পথ অতিক্রম করিয়াছেন—এক্ষণে নদীর স্নিগ্ধ জলে পথশ্রম দূর করতঃ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ হেতু একটি নিকটস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন এবং আপন মনে শ্রীরাম নামে মগ্ন হইলেন!

বাস্তবিক অভিন্ন কিশোর ব্যাসনন্দন—পরমহংসবর্জ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ন্যায়—সাধুরামের সুখময় পর্য্যটন! যত্র যত্র - তাঁহার শুভাগমন—তত্র তত্র মহামংগলের দিব্য আনন্দ সমারোহ—অখণ্ড ভজন-ভাবনার চিন্ময় স্ফূর্ত্তি! অনন্ত বালকের দিব্য আগমনে সর্ব্বত্র—আনন্দের মুগ্ধ শিহরণ লীলায়িত হইল। সাধুরাম আত্মভাবে আপনি মগ্ন—শ্রীরাম নাম জপিতে জপিতে কখন যে তাঁহার অবসন্ন তনুখানি বিমল নিদ্রায় ধূলুণ্ঠিত হইল—তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ঘুম যখন ভাঙ্গিল—সাধুরাম তাঁহারই সেবা নিরত—চারি জন বৈষ্ণব মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সহসা তাহাদের দেখিয়া সাধুরাম কতকটা আশ্চর্য্য হইলেন—নদীর তটে তিনি একাকী ছিলেন—কিন্তু এক্ষণে কোথা হইতে তাঁহার নিকট চারি জন সাধু মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন! যাহা হউক সাধুরাম মহাত্মাবৃন্দের চরণে প্রণত হইবার চেষ্টা করিলে—সন্তবৃন্দ বলিলেন—মহারাজজী! আপনি অসুস্থ! আপনি বিশ্রাম করুন! এক্ষণে আপনার উঠিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কী আশ্চর্য্য একজন দ্বাদশ বর্ষীয়—আশ্রম চিহ্ন বিহীন—সরল বালক

—সন্ত শিরোমণির দিব্য ভূষণ মহারাজ নাম দ্বারা অভিহিত হইলেন! অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য তথা অদ্বয় জ্ঞান ও বিমল ভক্তির মুগ্ধ সমন্বয়ে—যিনি দিব্য রসিক চিত্ত—যিনি অনন্য ভজনে নিরন্তর নিমগ্ন—তিনিই সন্ত সমাজে—মহারাজ পদ দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন! চিন্ময় হৃদয়-সাম্রাজ্যের দিব্য ঐশ্বর্য্যে যে সাধকোত্তম নিত্য ধনী—তিনিই যথার্থ মহারাজ! নবাগত সন্ত বৃন্দ বৃক্ষতলে—সর্ব্ব উত্তম লক্ষণ যুক্ত দিব্য বালককে দেখিবা মাত্রই মহৎ কারুণ্যে—তাঁহার অন্তরের অলৌকিক সম্পদের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া—স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধাবায় সামান্য বালককে মহাবাজা নাম দ্বারা কেবলমাত্র যে অভিহিত করিলেন—তাহাই নহে—মহারাজার যোগ্য মর্য্যাদায়—দিব্য বালকের সেবা কার্য্যে আপনাদের নিযুক্ত করিলেন।

ইহাই ভগবৎ রসানুলিপ্ত দিব্য পুরুষবরের মধুব আকর্ষণ—যাঁহার অন্তরে শ্রীরামজানকী সতত মুগ্ধ বিলাসে—নিত্য নিমজ্জিত—সকল কৃপাপাত্র—তাঁহার নিত্য সেবায়—নিজ নিজ মানব জীবন সার্থক করেন! সাধুরামের সামান্য লীলা-তনুর কণে কণে অসামান্য ভগবৎ ঐশ্বর্য্য সতত বিলসিত—এই উদার বৈভবে সাধুরাম—সকল মহারাজার মহারাজা—সাধুর‍্যাম সত্যই দিব্য মহারাজা এবং অনন্তর সাধুরাম এই দিব্য সম্বোধনে সর্বত্র পরিচিত হইলেন!

বাস্তবিক সাধুরাম চরিত্রের এই দিব্য রূপ-রেখার সাথে মহাভাগবৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামীর চরিত্রেব মুগ্ধ সামঞ্জস্যটি আরোও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল —বলিতে কী ঠিক অনুরূপ মর্য্যাদায় দিব্য বালক শ্রীশুকদেব গোস্বামী একদা ভূষিত হইয়াছিলেন। প্রয়াগ তীর্থে মহারাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপ্রবেশন কালে—সহসা এক ষোড়শ বর্ষীয় দিগম্বর—ধূলি ধূসরিত তনু—আয়ত লোচন—পিঙ্গল কেশ কলাপ-বালককে দেখিয়া—তথায় উপস্থিত দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি প্রমুখ সন্তবৃন্দ যন্ত্র চালিতের ন্যায়—পরম সাদরে

রমণীয় বালকটিকে বরণ করিলেন—দিগম্বর ভিক্ষুককে বন্দনা করতঃ আপনাদের পবিত্র করিলেন! ইহাই অনন্য ভক্তির চিন্ময় ঐশ্বর্য্য—ইহার সমক্ষে সসাগরা ধরণীর একাধিপত্য সাম্রাজ্যও কিছুই নহে!

এক্ষণে নবাগত সাধুগণ বিজন বৃক্ষতলে একটি দিব্য বালককে দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন—এবং কাহার অব্যক্ত প্রেরণায় বালকের অনুগামী হইলেন! অধিক পরিশ্রম ও শীতাতপে সাধুরাম কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়াছিলেন—সাধুগণের বিমল সেবায় অচিরেই সুস্থ হইয়া সাধুরাম পুনরায় চারিটি সন্ত পরিবৃত হইয়া শ্রীরামেশ্বব ধাম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

বাস্তবিক একবার কৌতুক-মঞ্জুল মানস নয়নে ইতস্ততঃ পর্য্যটন রত—চারটি সন্ত পরিবৃত—বালক সাধুরামেব দিব্য মূর্ত্তিটি কল্পনা করিলে—অযাচিত উৎফুল্লে চিত্ত ডগমগ কবিয়া উঠে – অনাবৃত সত্যের বিমল রূপটি সহসা অকথ আনন্দে থৈ থৈ করিয়া উঠে! এবং স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে বালকের এই অজানিত পরিক্রমায়—কোথা হইতে সহসা চারিজন সাধুর আগমন হইল ?

এই দিব্য শঙ্কার মঙ্গল সমাধানে ইহাই পরিপূর্ণ রূপে উল্লসিত হইয়া উঠে যে সাধুরামের সমগ্র যোগক্ষেম—সীতাপতির নিত্য লীলা বিহারিণী —শ্রীরামবল্লভার অচিন্ত্য করুণা বিলাসে—সুসাধিত হইতেছে—জনক নন্দিনীর মানস পুত্র রামদাস মারুতি মহারাজ—গোপ্য রূপে—সাধুরামের সাথে সাথে নিত্য বিহার রত—দিব্য দেশবাসী মহাত্মাবৃন্দ সাধুরামের নিত্য সহায়—সাধুরাম অনন্য ভক্তির চরিতার্থ বিলাসে—সদাই আত্মারাম —অগ্র-পশ্চাৎ তাঁহার কিছুই চিন্তার নাই—অনন্য ভক্তির চরিতার্থ অভি-ব্যক্তিতেই সাধুরামের বিমল পরিচয়! কিন্তু এই গোপ্য লীলার যে মুদিত ভাষণ—তাহার অন্তর রূপটি দিব্য ব্যাপকতায়—অশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ!

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে চারিজন সন্ত পরিবৃত দিব্য বালকের

রূপটি—যথার্থই চতুর্ব্বেদ কীর্ত্তিত - আপ্তকাম ভগবৎ চরিত্রেরই অনুরূপ! চতুর্ব্বেদ—এক চিত্তে—একাগ্র হৃদয়ে—ভগবৎ ভক্তির বিমল সেবায় তদ্গত চিত্ত—অনন্য ভক্তিই বেদ চতুষ্টয় রূপে আপনার সুব্যক্ত করিলেন! অর্থাৎ সমগ্র বেদের একমাত্র পুণীত নিরূপণ হইল—চিন্ময় ভগবৎ ভক্তি!

অনন্য ভক্তির কনক প্রতিম সম—সাধুরামের সমগ্র চরিত—আর্য্য শাস্ত্রের বিমল দর্শন—সাধুরাম অনন্য লীলায়—শ্রুতি শাস্ত্র সিদ্ধান্তের চিন্ময় রূপটি অনাবিল ধারায় সততই জন হৃদয়ে যে উন্মুক্ত করিলেন—তাহাই এক্ষণে চারিটি সন্ত পরিবৃত হইয়া তাঁহার বিমল যাত্রার গোপ্য রূপ!

সাধুগণের সহিত ভ্রমণ করিতে কবিতে—বহু নদ-নদী বন-উপবন মরু-কান্তার অতিক্রম করতঃ বালক শ্রীধাম রামেশ্বরের পথে শ্রীদর্ভ শয়ন—পঞ্চ তীর্থ আদি—বিমল ধর্ম্ম ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন।

এস্থলে বলা যাইতে পাবে যে দক্ষিণ ভারতের এই পঞ্চ তীর্থ স্থানে—শিবের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ বিভূতির পাঁচটি মন্দির বিরাজিত। শিব কাঞ্চিতে ক্ষিতি লিঙ্গ—শ্রীরঙ্গমে অপ লিঙ্গ—তিরুমন্ন-মলয়ে তেজ লিঙ্গ—কালহস্তীতে মরুৎ লিঙ্গ—ও চিদম্বরমে ব্যোম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই পঞ্চ তীর্থের দেউলগুলি যেমন বিপুলায়তনের—সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে—সেইরূপ দিব্য স্থাপত্য কৌশল পূর্ণ।

দিব্য বালকের চিত্তে—এই সকল তীর্থগুলির চিন্ময় মাধুর্য্য আপনি প্রকটিত হইল—মহারাজজী বিমল প্রেম ধারায় নাচিয়া গাহিয়া—অখণ্ড ভজনানন্দে চিত্ত ভরিয়া সমগ্র—পথ শ্রীরাম নামের উদার মাধুর্য্যে সরসিত করিয়া—প্রায় ছয় মাস কাল পথ পর্য্যটন করিবার পর—শ্রীরামেশ্বর ধামে উপনীত হইলেন। আনন্দকন্দ ভগবান শ্যাম সুন্দর শ্রীরাম চরণ কঞ্জ সেবিত—দিব্য পথ রজের সুখস্পর্শে—বালকের হৃদয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত গীত সমারোহে উদ্ভাসিত হইল—শ্রীরাম চরণ জ্ঞানে—পথের ধূলা বক্ষে ধারণ করতঃ—বালক দিব্য বিরহী দশায় গাহিয়া উঠিলেন—

যে পথে গিয়াছ চলি।
করুণা সমারোহে দিবে দরশন সেই পথে পুন ভুলি ॥
দিব্য লীলায় ললিত কলায় রসরাজ চতুরালি।
স্বজন সেবিত সীতা সরসিত তনুখানি ধর তুলি ॥
কৃপা পারাবার নবীন জলদ মধুময় বনমালী।
অতি অপরূপ মদন মোহন কনক কিরীট শালী ॥
রসে বসে ভরা ও যুগ অধর লীলামৃত পয়স্বিনী।
নয়নে অমোঘ দয়া ঝলমল পতিতে অভয় বাণী ॥
অঙ্গে অঙ্গে কুসুম সুরভি বক্ষে ভকতি হার।
চরণে চরণে মংগল ধ্বনি অখিল নন্দন সার ॥
এইরূপে তুমি এসো মোর প্রিয় কর দয়া সুখধাম।
চিত্ত পরাণে গাহিব প্রণতি এই আশা অভিরাম ॥

দক্ষিণে—রাবণ রাজপুরী লঙ্কা নগরীর প্রবেশ পথে শ্রীরামেশ্বর ধাম! শ্রীধাম ও লঙ্কা পুরীর মধ্যস্থলে অমিত সিন্ধুর গহন জলরাশি। আনন্দ-কন্দ ভগবান সীতাপতির মুগ্ধ সেবায়—এই পুরী চিন্ময় তীর্থে পরিণত হইল—ইহাই অনন্য ভক্তের নিষ্কাম সেবার পূর্ণ প্রতীক! অনন্য ভক্তের এক পার্শ্বে ভক্তি চিন্তামণি—আর এক পার্শ্বে—আনন্দকন্দ ভগবান! চিন্ময় ভক্ত নির্ম্মল সেবা মাধুর্য্যে—ভক্তি ও ভগবানের শাশ্বত মিলন সেতুর প্রতীক সম—তাঁহাদের দিব্য কুঞ্জ মিলন রচনা করেন—মধ্য পথে ভক্তের অনন্য সাধন—অনন্য উৎকণ্ঠা—অনন্য জাগরণ!

এক্ষণে দিব্য লীলা চরিত্রে—আনন্দকন্দ ভগবান—আপন স্বরূপ মাধুর্য্য ভক্তি চিন্তামণির অযাচিত কারুণ্য বিলাসে নিমজ্জিত হইবার দিব্য উৎকণ্ঠায়—অনন্য প্রেমে—ভক্ত দুয়ারে সমাগত - ভক্তের নিকট দিব্য গদ্ গদ্ গিরায় বলিতেছেন - হে মহাসিন্ধু রূপী চিন্ময় ভক্ত—তুমি আমার

প্রাণ সর্ব্বস্ব জনক নন্দিনীর নিকট লইয়া যাও! জনক নন্দিনী তোমার অপর তটে লঙ্কা নগরীতে বাস করিতেছেন - হে সাধু! তুমি আমার আর্ত্ত প্রাণের মর্ম্ম বাণীটি অবগত হও—জনক নন্দিনী বিনা আমি অনন্য বিরহে প্রাণ পাত করিতেছি—হে প্রিয় বন্ধু তুমি আশ্রয় দাও!

আপ্তকাম ভগবৎ চরিত্রের নিগূঢ় লীলায়—ভক্ত শিরোমণি শ্রীরামেশ্বর পুরী—তদ্ ভাবে রসায়িত হইয়া যে বিমল চরিতটি অনুগমন করিলেন—তাহা দিব্য ভজন মাধুর্য্যে শ্রীবামযণে চির মধুর হইযা বহিল! বলা বাহুল্য অনন্য ভক্ত—ভক্তি ও ভগবানের—দিব্য প্রেমাস্বাদনে-- চিন্ময় তাদাত্ম্যে নিমজ্জিত হইযা স্রান্দানন্দে মগ্ন হইলেন - তথা আপনার সর্ব্ব কৃত্যকে ধন্য ধন্য করিলেন!

যথার্থই আপ্তকাম ভগবৎ চবিত—বিচিত্র লীলায়—বিমল ভাগবত রস বিস্তারে চির মুদিত—ইহাই পবা ভক্তিব অনন্য করুণার বিমল রূপ! ইহাই প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামেশ্বর পুরীর চিন্ময় অন্তর মাধুর্য্য!

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে রামেশ্বরপুরী—শাস্ত্রোক্ত চারিটি ধামের অন্যতম। ইহার একদিকে গিরিরাজি অধ্যুষিত তীর্থভূমি—কোথায় নব-দূর্ব্বাদল শ্যামকান্তি—কোথায় বা লতাগুল্ম-তরুলতা—এবং অপরদিকে অনন্ত নীল জলাম্বুরাশি! প্রাগৈতিহাসিক রামায়ণের যুগ হইতে—দক্ষিণ ভারতের এই মহাতীর্থটি কোটি কোটি নরনারীকে দিব্য ভাব মাধুর্য্যে আকর্ষন করিয়াছে! আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম ও তাঁহার নিত্য লীলা পরিকর শ্রীহনুমানজীর উজ্জ্বল রস চরিত্রে—শ্রীরামেশ্বর তীর্থের দিব্য আখ্যান কথা! ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের অবিমিশ্র মিলনের এই কথা—সন্ত-মহাত্মাগণের প্রাণের কথায় রূপান্তরিত হইল!

আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম চিন্ময় লীলা মাধুর্য্যে অবলীলা ক্রমে লঙ্কা বিজয় করিয়া রামেশ্বর সেতু বন্ধন স্থানে শিব পূজা করিতে বাসনা

করিলেন। কিন্তু পূজা যে করিবেন—তাহার কোন উপকরণই রামেশ্বরে নাই—শিবলিঙ্গ নাই—বিল্ববৃক্ষ নাই—গঙ্গা জল নাই!

আপ্তকাম প্রভু শিব পূজার করিবার মনস্থ করিয়াছেন—কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে তিনি পূজা করিতে পারিতেছেন না—ইহা অনন্য ভক্ত শ্রীহনুমানজী কীরূপে সহ্য করিবেন? তিনি তৎক্ষণাৎ—শিবলিঙ্গ—বিল্ব পত্র ও গঙ্গাবারি আনিবার জন্য সর্ব্বতীর্থ সার শ্রীকাশীপুরী যাত্রা করিলেন।

হনুমানজী কাশীতে গিয়াছেন—ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে—পূজার সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া অনন্য লীলামাধব সীতাপতি বালির শিবলিঙ্গ কবতঃ আঁখিজলে অভিষেক করিলেন—এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হনুমানজী শিবলিঙ্গ ও পূজাব অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া কাশীধাম হইতে রামেশ্বরে উপনীত হইলেন। হনুমানজী রামেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রভু শিব পূজা করিতেছেন! এই দেখিয়া হনুমানজীর প্রাণে বড ব্যথা লাগিল—যথা সময়ে পূজার দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত হইতে না পারায়—হনুমানজী নিজেকে বার বার অপরাধী মনে করিলেন—প্রভুর সেবা হইতে নিজেকে বঞ্চিত দেখিয়া হনুমানজী অতঃপর তনুত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন!

এদিকে অনন্য লীলাবিহারী শ্রীরঘুনাথ—ভক্ত-হৃদয়ের মর্ম্মবাণীটি যথাযথ অবগত হইয়াছেন—তিনি হনুমানজীর দিব্য চরিত দর্শন বাসনায় —এই দিব্য ক্রীড়াটি অনুগমন করিয়াছেন—ভক্তের দিব্য প্রেম ও নিষ্ঠায় পরম সন্তোষ লাভে তিনি চরিতার্থ হইয়াছেন—এক্ষণে ভক্তকে নিজ প্রেমে—ভূষিত করিবার অধীর আগ্রহে—সীতাপতি হনুমানজীকে বলিলেন—হে বীর চূড়ামণি! তুমি শান্ত হও! তোমার উজ্জ্বল সেবায় আমি চিরঋণী! আমি অনন্ত জীবনেও তোমার ঋণের এতটুকু পরিশোধ করিতে সক্ষম নহি—তোমার প্রেম রজ্জুতে আমি চির বদ্ধ! এক্ষণে

আমি আর বালির শিবলিঙ্গ পূজা করিব না—তুমি উহা উৎপাটিত করতঃ কাশীপুরী হইতে তুমি যে শিবলিঙ্গ আনয়ন করিয়াছ—তাহাই স্থাপনা কর।

দিব্য ঠাকুরের চিন্ময় করুণা কিরূপে হনুমানজী আনন্দে উদ্ভাসিত হইলেন - এবং তখন তাঁহার দুই হস্তে যথাক্রমে শিবলিঙ্গ ও পূজার দ্রব্যাদি থাকায়—লাঙ্গুল দ্বারা শ্রীরাম স্থাপিত শিবলিঙ্গটি উৎপাটিত করিতে লাগিলেন! কিন্তু ইহার সাথে সাথে যে দিব্য আশ্চর্য্য লীলাটি প্রকটিত হইল—তাহা সত্যই গোগিবাতীত! তাহাই শ্রীরাম কৃপার অমোঘ দান।

হনুমানজীর লাঙ্গুলের আকর্ষণে বালির শিবলিঙ্গ—দিব্য প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গাকারে রূপায়িত হইয়া ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল - এবং সমবেত জনমণ্ডলীর কণ্ঠে স্বতোৎসারিত ধারায় জয় শম্ভু ধ্বনি কীর্ত্তিত হইতে লাগিল! হনুমানজীও এই দিব্য লীলায় চকিত হইলেন—এবং পর মুহূর্ত্তে শ্রীরাম কৃপায় প্রভুর চিন্ময় মহিমার দিব্য রূপটি পান করতঃ তদ্গত চিত্তে বিহ্বল হইলেন! কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—তিনি দারুণ মন বেদনায় তনু করিতে বাসনা করিয়াছিলেন—কিন্তু এক্ষণে তাঁহার প্রভুর অবিরল কৃপার চিন্ময় সমারোহে আনন্দে ঝর ঝর হইয়া শ্রীরঘুনাথের পদ প্রান্তে লুণ্ঠিত হইলেন।

দিব্য মাধুর্য্যনিলয় সীতাপতি - সেবককে সর্ব্বতোভাবে তুষ্ট করিলেন —তিনি বলিলেন—হে হনুমান! তোমার সেবা কদাপি ব্যর্থ হইতে পারে না—এই দিব্য শিবলিঙ্গের পার্শ্বে তোমার শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর— আমি অগ্রে তোমার শিবলিঙ্গের পূজা করতঃ পশ্চাতে মৎ স্থাপিত শিবলিঙ্গের পূজা করিব! এবং অগ্ন হইতে সমগ্র জগতে ইহাই দিব্য রীতি হইয়া আসিবে যে তোমার শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া কেহ রামেশ্বরম্‌কে পূজা করিতে পারিবে না।

আনন্দকন্দের—এই দিব্য ভক্ত সেবা আজিও উজ্জ্বল হইয়া আছে! অদ্যাবধি সকল তীর্থযাত্রী অগ্রে হনুমানজীর শিব পূজা না করতঃ শ্রীরামেশ্বরম্ দর্শন করেন না!

বাস্তবিক অখণ্ড লীলা মাধুর্য্যের বিমল পরিপ্রেক্ষিতে দিব্য রসিকা নাগরীর যে মধুর দূতীয়ালি—তাহাই শ্রীবৈষ্ণব শিরোভূষণ পিনাকপাণি রামেশ্বরমের গোপ্য রূপ! শ্রীরামেশ্বরই হইলেন—ভক্তি চিন্তামণি শ্রীজনক-নন্দিনী সীতা ও দিব্য ভগবান শ্রীরামের—চিন্ময় মিলন সেতু! এবং এতৎ কারণে ক্ষেত্রের নাম হইল সেতু বন্ধ রামেশ্বর!

প্রসঙ্গতঃ করুণানিধান শ্রীরামের বিমল কৈঙ্কর্য্য স্মরণ করতঃ সাধুরামের চিত্তে—পিনাকপাণির দিব্য সেবক মূর্ত্তি রামদাস অঞ্জনী নন্দনের—একটী রসাল চরিত্রের কথা উদিত হইল। এই দিব্য রসঘন চরিত্রটি কান্তা প্রেমের পরমা দ্যুতিতে যেরূপ মধুর বিমল ভক্তের আপ্তকাম সেবা কৈঙ্কর্য্যে—সেইরূপ উজ্জ্বল! প্রসঙ্গতঃ অনন্য ভক্তির বিমল আনুকূল্যে এই মহৎ চরিত্রটি দিব্য রূপ রেখায় নিম্নে যথামতি কীর্ত্তিত হইল।

নিত্য সাকেত ধাম শ্রীরাস মণ্ডলে—আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরামের দিব্য অংশে হনুমানজীর—নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্য অনন্য কিঙ্করী শ্রীচারুশীলা প্রকটিতা হইলেন! চারুশীলাই হইলেন অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয় শ্রীরামের চিন্ময় লীলা রূপ এবং ভক্তি স্বরূপিনী শ্রীসীতার দিব্য অংশে ভরতের নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্য—যূথেশ্বরী শ্রীচন্দ্রকলার উদয় হইল।

চন্দ্রকলাই হইলেন নিত্য ভগবদ্ধামে অচিন্ত্য মহারাস লীলার দিব্য রচয়িত্রী! তাঁহার চিন্ময় লীলা লালিত্যে—শ্রীযুগল সরকার সীতারামের মিলন নিকুঞ্জ—গীত-সুধা রসে নিত্য রূপায়িত হইয়া থাকে! চন্দ্রকলাই হইলেন—সমগ্র লীলা পরিকরের প্রাণকেন্দ্র—তাঁহারই বিমল আনুগত্যে—অশেষ সখী মঞ্জরীগণ—শ্রীযুগল রস মাধুর্য্যে—নিজ নিজ দিব্য কৈঙ্কর্য্যে চির আপ্তকাম!

অচিন্ত্য লীলাবিহারী শ্রীযুগল সরকার দিব্য আনন্দ বিস্তার হেতু—নিজ নিত্য রসমাধুর্য্যে—দিব্য ত্রেতায়—ত্রিপাদ বিভূতিময়ী শ্রীধাম অযোধ্যায় ও জনকপুরী মিথিলায়—স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন! যথাকালে দিব্য মুহূর্ত্তে—শ্রীধাম মিথিলা নগরীতে মহারাস উৎসব কালে—শ্রীযুগল সরকার অচিন্ত্য কারণে মুগ্ধ ক্রীড়ায় প্রণোদিত হইলেন! বাস্তবিক তাঁহাদের সেই দিব্য লীলায় অনন্য ভক্ত-প্রাণ চিন্ময় সুখে চির আপ্তকাম হইল!

দিব্য মিথিলাপুরীর একপ্রান্তে চারুশীলাব কুঞ্জে শ্রীরাম ও তাহার অপর প্রান্তে চন্দ্রকলার কুঞ্জে জানকীজী নিত্য সুখে বিরাজিত! সহসা অনন্য ভক্তির দিব্য বিলাস মাধুর্য্যে আপ্তকাম প্রভু শ্রীরাম—জনক নন্দিনী সীতার দর্শন বাসনায় উৎকণ্ঠিত হইলেন! কিন্তু দিব্য লীলার চিন্ময় পরিপ্রেক্ষিতে রাসমণ্ডলে—চন্দ্রকলার বিমল আনুগত্য ব্যতিরেকে শ্রীকিশোরজীর দর্শন লাভ কদাপি হয় না। চন্দ্রকলার অনুপম লীলা মাধুর্য্যে শ্রীরামের হৃদয়ে দিব্য উৎকণ্ঠা জাগরিত হইয়াছে। যূথেশ্বরী চন্দ্রকলা—শ্রীরাম ও সীতার চিন্ময় প্রেম রূপটি অবলোকন বাঞ্ছা করতঃ—এই বিচিত্র লীলার অবতারণা করিলেন! এবং চন্দ্রকলার ইচ্ছা মাত্রে—সমগ্র রাসমণ্ডলের পরিকরবৃন্দের হৃদয়—চন্দ্রকলার অনুরূপ ভাব-দশায় রঞ্জিত হইল! অখণ্ড লীলা পরিকরবৃন্দ—শ্রীযুগল রসরাজের চিন্ময় প্রেম ক্রীড়া পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন!

এক্ষণে শ্রীরাম—জানকীর দিব্য দর্শন বাসনায় ব্যাকুল! তিনি কুঞ্জ-মালিনী চারুশীলাকে বলিলেন—হে প্রিয়ে চারুশীলে! জনকনন্দিনী সীতার দর্শন বিনা আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না—কীরূপে এখনই চন্দ্রমুখী সীতার দর্শন লাভ করিতে পারি—তুমি তাঁহাই আমায় বল!

চারুশীলার হৃদয়ে পূর্ব্বেই এই দিব্য প্রেমলীলার সমগ্র প্রকরণটি বিস্তারিত হইয়াছে—চারুশীলা দেবী—যূথেশ্বরী চন্দ্রকলার অভিপ্রায়

অবগত হইয়াছেন! এতৎ কারণে শ্যামসুন্দর শ্রীরামকে বলিলেন—হে প্রিয়! কিশোরীজী এক্ষণে চন্দ্রকলা দেবীর কুঞ্জে বিশ্রাম করিতেছেন—আপনি শ্রীকিশোরীজীর দর্শন বাসনায় যদি সত্য সত্যই ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন—তাহা হইলে এখনই চন্দ্রকলা দেবীর কুঞ্জে গমন করুন।

রাজীবলোচন শ্রীরাম জানকীর চিন্তায় একান্ত হারা—জানকীর দর্শন লালসায় একান্ত উৎকণ্ঠিত! কিশোরী চারুশীলা দেবীর কথা শ্রবণ করতঃ আর এক মুহূর্ত্ত কালক্ষেপ না করতঃ অচিরেই চন্দ্রকলা দেবীর কুঞ্জে উপনীত হইলেন।

চন্দ্রকলা দেবী এই সমগ্র চরিত্রটিই বিদিত হইয়াছেন—তাঁহার দিব্য লীলানাট্য সুখদ গতিতে আপন মার্গে চালিত দেখিয়া চন্দ্রকলা দেবী কান্ত প্রেম দর্শন বাসনায় কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ শুভ লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন!

চন্দ্রকলার কুঞ্জদ্বারে উপনীত হইয়া শ্রীরাম—কুঞ্জের সেবা নিরত এক দিব্য ললনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ বলিলেন—হে সুন্দরী! আমি শ্রীকিশোরীজীর দর্শন প্রার্থী! শ্রীকিশোরীজীর সাথে যাহাতে আমার এখনই মিলন তাহার ব্যবস্থা করিলে পরম কৃতার্থ হইব!

এদিকে চন্দ্রকলার কুঞ্জে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ—প্রেম-প্রীতি-সেবা প্রমুখ ভাব-ভক্তির অনন্য ললনাগণ কর্ত্তৃক কুঞ্জের সমগ্র পরিচর্চ্চা নিত্য সুখে লীলায়িত! কুঞ্জ দ্বারী—আগন্তুক পুরুষবরকে কুঞ্জে প্রবেশ করিত বাধা দিয়া বলিলেন—এ কুঞ্জে পুরুষের প্রবেশ নাই! আপনি কুঞ্জের বাহিরে অপেক্ষা করুন—আমি ততক্ষণে যূথেশ্বরী চন্দ্রকলা দেবীকে আপনার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছি! চন্দ্রকলা দেবী যাহা আজ্ঞা করিবেন—তাহাই হইবে।

অতঃপর দিব্য সখীর নিকট চন্দ্রকলা দেবী সমগ্র ঘটনা বিদিত হইয়া প্রেম সরস হৃদয়ে প্রাণনাথের প্রেম দশা দেখিবার জন্য কুঞ্জ দ্বারে আগমন

করিলেন—এবং অপূর্ব্ব লীলা চাতুর্য্যে শ্রীরামকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই—এইরূপ অভিনয় করিলেন!

চন্দ্রকলা দেবীকে দেখিতে পাইয়া—কান্ত শিরোমণি শ্রীরাম ভাব-ব্যাকুল কণ্ঠে চন্দ্রকলা দেবীর নিকট মিনতি রাখিয়া বলিলেন—হে দেবী! আমি জানকীর দর্শন প্রার্থী! আপনার অনুগ্রহে—আমার এই দিব্য বাঞ্ছা যাহাতে অচিরেই পূর্ণ হয়—আপনি তাহারই ব্যবস্থা করুন।

চন্দ্রকলা দেবী অপূর্ব্ব কৌশলে আনন্দকন্দের সকল কাতরতা দূরে রাখিয়া বলিলেন—কিশোরীজী এক্ষণে হর গৌরীর সেবায় মগ্ন—আমাদের কিশোরীজী পর পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করেন না—আপনি ফিরিয়া যান—আপনার ভাগ্যে জানকীর দর্শন নাই!

কান্ত শিরোমণি শ্রীরাম—চন্দ্রকলা দেবীকে বার বার বলিলেন—হে প্রিয়ে! আমিই অযোধ্যার নিত্য কিশোর শ্রীরাম—আমিই তাঁহার নিত্য দ্বৈত!

চন্দ্রকলা দেবী হৃদয়ে মধুর প্রেম অনুভব করিতে করিতে বিমল স্মিত হাস্যে—শ্রীরামের সমগ্র কথন উপেক্ষা করতঃ—আপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন!

এদিকে অনন্য দ্বৈত শ্রীরামের হৃদয় বিমল প্রেমের উৎকণ্ঠায় খান খান হইতেছে—তিনি উন্মাদবদ জানকী—হে প্রিয়ে জানকী—কোথায় তুমি—দেখা দাও—দেখা দাও—এই দিব্য দেহ-জ্ঞান শূন্য অবস্থায়—ছুটিতে ছুটিতে পুনরায় চারুশীলা দেবীর শরণাপন্ন হইলেন।

চারুশীলা দেবী শ্রীরামের নিকট সমগ্র অবগত হইয়া প্রভুকে বলিলেন হে নাথ! এতৎ বিষয়ে আমার একটি দিব্য উপায়ের কথা মনে হইতেছে! আপনি এক যোগীর বেষ ধারণ করতঃ চন্দ্রকলা দেবীর কুঞ্জে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে যান—আপনাকে যোগী জ্ঞানে কিশোরীজী ভিক্ষা দিতে আসিলে—আপনি তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া কৃত কৃতার্থ হইবেন!

জানকীর অনন্য চিন্তায়—চারুশীলা দেবীর দিব্য উপদেশটি শ্রীরামের বড় ভাল লাগিল—বড় মনঃপূত হইল! অতঃপর চারুশীলা দেবীব সহায়তায়—শ্রীরাম দিব্য যোগীরাজেব ন্যায়—কুটিল্ কেশ স্থলে কপট জটা ধাবণ করিলেন—নয়ন যুগল দিব্য অঞ্জনে বিভূষিত করিলেন—ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিলেন—অঙ্গে ভস্ম লেপন করিলেন—গলে রুদ্রাক্ষের মাল্য ধারণ করিলেন—কটি দেশে অজিন গ্রহণ করিলেন—এবং কর কমলে একটি ভিক্ষা পাত্র গ্রহণ কবতঃ পবদিন প্রভাতের অরুণ রাগে—চন্দ্রকলা দেবীর কুঞ্জে উপনীত হইয়া—কুঞ্জ স্বামিনীব জয়গান করতঃ ভিক্ষা প্রার্থনা কবিলেন।

কুঞ্জে দ্বাবে দৌবাবিক রূপে—সিয়া সহেলী নিত্য সেবায় উপস্থিত ছিলেন—প্রাতঃকালে সহসা এক বিচিত্র যোগীকে দর্শন করতঃ মনে মনে বিশেষ কৌতুক অনুভব কবিলেন—এবং অচিবেই কুঞ্জেশ্বরী চন্দ্রকলা দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া—কুঞ্জদ্বাবে এক চিন্ময় প্রেমিকের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন কবতঃ দিব্য ললিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

নব অনুরাগী যোগী
যোগী এসেছে কুঞ্জের দ্বাবে॥

যোগীব গায়ে ভস্ম মাখা,
জোড়া ভুরু নয়ন বাঁকা,
রমণীব মন যায় না রাখা,
বারেক যদি চায় ফিরে॥

বাঘাম্বরে কোমর আঁটা
কী কব তার রূপের ছটা

*শ্রীধাম অযোধ্যা নিবাসী অনন্য শ্রীযুগল উপাসিকা সিয়া সহেলী বিরচিত!

করে বীণা মাথায় জটা
মোদের রাণীর গুণ—গান সে করে ॥

প্রেমিক যোগী ভিক্ষা তরে
দাঁড়ায়ে কুঞ্জের দ্বারে
প্রেম ভিক্ষা চায় সবারে
প্রেমের নামে আঁখি ঝুরে ॥

সিয়া সহেলীর দিব্য সংবাদে চন্দ্রকলা কান্ত রূপের পীযূষ ধারায় নিমজ্জিত হইলেন—তাঁহার সমগ্র চিত্ত-মন ব্যাপিয়া শ্যামসুন্দরের মধুর মূর্ত্তিটি নিত্য রূপে সমুজ্জল হইল! চন্দ্রকলা এই মহৎ ঐশ্বর্য্যের কণে কণে সম্বিৎ হারা দশায় বিলুপ্ত হইলেন! কিন্তু এক্ষণে দিব্য সংযোগ জানিয়া কোন ক্রমে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ আনন্দকন্দের সহিত চিন্ময় প্রেমলীলায় আবির্ভূতা হইলেন!

দিব্য ভাব-লালিত্যে চন্দ্রকলা কুঞ্জ দ্বারে সমায়ত হইয়া—খঞ্জনের মঞ্জু ঈক্ষণে সামান্য ভিক্ষুকের বেষে আপনার প্রাণ প্রিয়তমের মধুর কপট রূপটি উপভোগ করতঃ—দিব্য রঙ্গ স্বরে নবাগত যোগীকে বলিলেন—কে তুমি! কুঞ্জ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছ? তুমি আমাদের কিশোরীজীর বিজয় গান কোথায় শিখিলে?

অতঃপর তির্য্যক নয়নে আর একবার যোগীবরকে দেখিয়া তিনি পুনরায় কৌতুক হাস্যে বলিলেন—ও বুঝেছি তোমার নব-যোগীর দিব্য চরিত্র! তুমি যোগীর বেষ ধারণ করতঃ কিশোরীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছ! কিন্তু হে প্রেমিক—তোমায় হতাশ হইতে হইবে—শ্রীকিশোরীজী—প্রাণনাথ শ্রীরাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে দর্শন করেন না—আমাদের প্রাণ প্রিয়তম দেবের দিব্য তিলকটো এরূপ বাঁকা নহে? যাহা হউক তুমি তো বেশ কপট যোগীর সাজ গ্রহণ করিয়াছ!

আনন্দকন্দ শ্রীরাম—এতক্ষণ চন্দ্রকলার নানা প্রকার প্রশ্ন জালে দিব্য বিড়ম্বনায় বিধ্বস্ত হইলেন—তাঁহার প্রাণ – শ্রীকিশোরীজীর দর্শন বাসনায় একান্ত উদগ্রীব—তিনি করুণ ঈক্ষণে সর্ব্ব প্রকারে চন্দ্রকলার কৃপা প্রার্থী হইলেন !

চন্দ্রকলার সমগ্র লীলা চাতুরী দিব্য সাফল্যে উদ্ভাসিত ! তিনি অতঃপর আনন্দকন্দের সর্ব্ব কপট চরিত্রের অন্তর রূপটি ব্যক্ত করতঃ দিব্য হৃদয়ের প্রেমমুগ্ধ বিলাসে গাহিয়া উঠিলেন—

ওহে যোগীরাজ কোথায় হে বিরাজ।
রমণী সমাজ আসা কী আশায় ?
তুমি হ'বে প্রেমিক যোগী নহ তো বিরাগী।
অনুমানে তোমার ভাব বুঝা যায় ॥

নবীন যোগী তুমি নহ তো প্রবীণ।
ঢাকিতে পার নাই রতি চিহ্ন তিন ॥
তোমার কাজল লাগে ভালে তাম্বুল কপোলে
সিন্দুরের বিন্দু আছে সর্ব্ব গায় ॥

চলনে অসক্ত রাতুল চরণ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু ও দুটি নয়ন ॥
বুঝি রস রঙ্গে অনঙ্গ প্রসঙ্গে।
কামীর সাথে ছিলে হে নিশায় ॥

*শ্রীধাম অযোধ্যা নিবাসী অনন্য শ্রীযুগল উপাসিকা সিয়া সহেলী বিরচিত !

তুমি কেন বা পরেছো গাছের বাকল।
চাঁচর কেশে কেন জটার পটল॥
ও হে শ্যাম সরোজ আঁখি, বল বল দেখি।
কিবা মনোভাব বল হে আমায়॥

তোমার শ্যাম অঙ্গে কেন ভস্মের লেপন।
কিশোরী অভাবে ঝুরে দু নয়ন॥
তুমি কী ভাবে বিভোর বল চিত চোর।
যা চাহিবে তাই দিব হে তোমায়॥

সিয়াজুব প্রিয় সহেলী যে আমি।
বল যোগীরাজ কে বট হে তুমি॥
তোমায় চিনি চিনি করি চিনিতে না পারি
কখন তোমায় যেন দেখেছি কোথায়॥

সিয়াজুর দরশ চাও যদি তুমি।
যোগী বেশ ছেড়ে হও গো যোগিনী॥
মোদের রাজ রাজেশ্বরী মিথিলা কিশোরী।
পর পুরুষের পানে ফিরিয়া না চায়॥

বলা বাহুল্য এই অপূর্ব্ব নাটকীয় লীলার চিন্ময় পরিণাম স্বরূপে —যূথেশ্বরী শ্রীচন্দ্রকলার দিব্য সেবা মাধুর্য্যে—শ্রীরাম ও জানকীর মুগ্ধ মিলন রূপে রূপে মধুর হইয়া উঠিল—এবং সে চিন্ময় রূপ লাবণ্যের অবিরল ধারায়—শ্রীধাম বাসিনী সমগ্র ললনাবৃন্দ—লুব্ধ অলি বৎ চির নিমজ্জিত হইলেন!

মহারাজজী দিব্য ধ্যেয়ানে সন্ত শিরোমণির নিত্য লীলায় চিন্ময়

রস মাধুর্য্যটি বিহ্বল চিত্তে এক নিমেষে পান করিলেন—পিনাকপাণি শংকরের মুগ্ধ প্রেম দশাটি তাঁহার বড ভাল লাগিল ! শ্রীরামেশ্বর প্রেমে বালক আনন্দানন্দে গদ্ গদ্ কণ্ঠ হইয়া – পার্ব্বতীপতি শংকরের দিব্য পাদপদ্মে পুণীত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধারায় আপন মনে গাহিয়া উঠিলেন—

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূল পাণে
স্থানো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো !
ভূতেশ ভীত ভয় সূদন মামনাথং
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ !!

হে পার্ব্বতী হৃদয় বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ !
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপানে
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ !!

হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চ বক্ত্র
লোকেশ শেষ বলয় প্রমথেশ শর্ব !
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ !!

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেব দেব
গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ !
বাণেশ্বরান্ধ করিপো হর লোকনাথ
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ !!

বারাণসী পুরপতে মণি কর্ণিকেশ
বীরেশ দক্ষ মখকাল বিভো গণেশ !
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈক নিবাস নাথ
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ !!

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ !
ভস্মাঙ্গরাগ নৃকপাল কলাপ মাল
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ !!

কৈলাসশৈল বিনিবাস বৃষাকপে হে
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস !
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ !!

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিত বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাধিবাস !
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ !!

বাস্তবিক বিষয় বনিতা রূপী অখণ্ড সংসার রহিত—চিন্ময় বালব্রহ্মচারীর কী অনন্য করুণা ক্রন্দন—অযুত বিলাসপূর্ণ ভক্তি চিন্তামণির—দিব্য লোক চরিত্রের কী মধুর সংলাপ—আপ্তকাম মুগ্ধ হৃদয়ের কী স্নিগ্ধ প্রার্থনা ! যাঁহার বারেক মাত্র দিব্য দর্শনে—সর্ব্ব ভয় অপগত হয়—সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত হয়—সমগ্র চিত্ত বিমল ভজন ভাবনায় মুখরিত হয়—চিন্ময় আনন্দে হৃদয় ডগ মগ করিতে থাকে—শ্রীরামেশ্বর চরণে তাঁহার দিব্য দৈন্য গীতিকা

হইল—মামনাথং সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ ! ইহাই বাস্তবিক অনন্য ভক্ত চরিত্রের বিমল সৌরভ !

বাস্তবিক সাধুরাম চরিত্রে আত্মসুখের এতটুকু বাঞ্ছা নাই—ভক্তি মহামণির পরম প্রকাশে উদ্ভাসিত হইয়া সাধুরাম ধরণী আলোকিত করিয়াছেন—াধুরাম সেই দিব্য গৌরবে নিরবধি শ্রীযুগল রসামৃত ধারায় প্রবাহিত—মহাভাগবত চরিত্রের অনুপম লালিত্যেই—সাধুরাম দিব্য সুষমাসিন্ধুব বিমল পরিচয়—সাধুবাম দীন আপ্তকাম হৃদয়ে অবলীলা ক্রমে সেই মধুর চরিত্রের অনুবর্ত্তন করিতেছেন ! বলা বাহুল্য তাঁহার এই দিব্য নর লীলাটি কোনরূপ আত্মচেষ্টায ভারগ্রস্থ নহে—ইহা একান্ত সহজ ও সাবলীল ধারায়—দিব্য কুসুম সুরভি সম—আপনাতে আপনি অভিব্যক্ত !

সন্ত-অনুরাগী হৃদয়ের বিমল সেবায়—সাধুরাম পরমানন্দে শ্রীরামেশ্বর ধামে কিছুদিন ব্যতীত করিলেন এবং শ্রীরাম ঝরোখা বা গোপুরম্ তীর্থ দর্শন করতঃ সমুদ্রের তটবর্ত্তী ধনুষ্কোটিতে উপনীত হইলেন।

ধনুষ্কোটিতে মহারাজজীর দুই একটি বিচিত্র লীলা চরিত্র—অনন্য ভক্তির বিলাস বিলোচনে অনুরাগীবৃন্দের চির স্মরনীয় হইয়া রহিল—সেই ঘটনাগুলি যথামতি নিম্নে কীর্ত্তিত হইল।

একদা সমুদ্রের তপ্ত বেলা ভূমিতে তথা প্রখর রৌদ্রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম হেতু মহারাজজী বড় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন। অনুগামী সন্তবৃন্দকে লক্ষ্য করতঃ মহারাজজী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—ভাই ! আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত—দারুণ পিপাসায় আ্যমার ছাতি ফাটিতেছে—জল বিনা আরতো প্রাণ ধারণ করিতে পারি না !

মহারাজজীর কাতর বাক্যে—অনুরাগী সন্তবৃন্দ অধীর হইলেন—কিন্তু তাঁহারা কী উপায়ে মহারাজজীর তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন ? জল তাঁহারা কোথায় পাইবেন ? সম্মুখে সমুদ্রের অসীম জলরাশি—কিন্তু তাঁহার এক বিন্দুও পান করিবার নহে। তাঁহারা দিকে দিকে অন্বেষণ করিলেন—

লোকালয় শূন্য স্থানে কোথায় এতটুকু জলের সন্ধান না পাইয়া—তাঁহারা নিজেদের জীবন ব্যর্থ মনে করিলেন—সামান্য একবিন্দু বারি দানে—মহারাজজীর দিব্য সেবায় চরিতার্থ হইতে না পারিয়া অশেষ ধিক্কারে তাঁহারা তাঁহাদের নিজ মন্দভাগ্য বার বার তিরস্কার করিলেন! মহারাজজীর প্রতি মমতাবশতঃ তাঁহারা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—মহারাজজী জল বিনা তনু করিবার পূর্ব্বে—তাঁহারা মহারাজজীর পদতলে নিজ নিজ প্রাণ নিবেদন করিবেন—তাঁহাদের নয়ন সম্মুখে—তাঁহাদের নয়নের মণি—সামান্য জল বিনা মৃত প্রায় হইবেন—ইহা তাঁহারা কীরূপে বরণ করিয়া লইবেন।

মহারাজজী অধিক তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছেন—রৌদ্রের খর তাপে ছট ফট করিতেছেন—সেবকবৃন্দও তনু ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—তাঁহারা মহারাজজীর চরণে আপনাদের দীন বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন। মহারাজজী সেবক বৃন্দের এই উজ্জ্বল প্রেমরতি আস্বাদন করতঃ চিন্ময় ভাবানন্দে মগ্ন হইলেন—এবং শ্রীকিশোরীজীর দিব্য প্রেরণায় তিনি সহসা অনুরাগীবৃন্দকে বলিলেন—বন্ধুগণ! তোমরা অধিক চিন্তিত হইও না—আমি এই সমুদ্রের জলেই তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছি—শ্রীরামেশ্বরজীর কৃপায়—এই লবণাক্ত সিন্ধু বারি- এখনই আমার নিকট সুপেয় বারিতে পরিণত হইবে!

এই বলিয়া মহারাজজী অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া আকণ্ঠ বারি পান করিলেন এবং অনুরাগী সন্তবৃন্দকে দিব্য বারি পান করিতে বলিলেন।

মহারাজজীর পুলক বার্ত্তায় সন্তগণ সমুদ্র বারি পান করতঃ পরম তৃপ্ত হইলেন। কী মধুর সেই দিব্য বারি! কী চিন্ময় তাহার সরসতা—কী পবিত্র তাহার বিমল স্পর্শ! এই দিব্য বারি পানে তাঁহাদের হৃদয় বিমল সত্ত্ব গুণে উদ্ভাসিত হইল! তাঁহারা দিব্য বালকবেষী মহারাজজীর চিন্ময় চারু সন্দর্ভে পরম পুলকিত হইলেন—এবং ইহারই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে মহারাজজীর পাদপদ্মে তাঁহারা যে তনুত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—

এক্ষণে সেই মধুর বাসনাটি—অচিন্ত্য মাধুর্য্যে শত গুণে বর্দ্ধিত হইল! তাঁহারা পূর্ণ চিত্ত-কায়-মনে মহারাজজীর অনন্ত ঐশ্বর্য্যে কোথায় যে হারাইয়া গেলেন তাহা তাঁহারা কিছুই জানিলেন না!

দেখিতে দেখিতে লোক পরম্পরায় মহারাজজীর দিব্য চরিত কথা ধনুষ্কোটির সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। দিব্য বালক বেষী সিদ্ধ মহামানব জ্ঞানে—কত লোক মহারাজজীকে পুষ্পমাল্য বিভূষিত করিলেন—কত নরনারী বিমল বন্দনায় তাঁহাব সেবা করিলেন! মহারাজজী কিন্তু—এই সকল লোক মান্যতা হইতে অন্তরালে থাকিতে বাঞ্ছা করেন—একান্ত নিস্পৃহতায় তিনি অখণ্ড নির্জ্জন বাস কামনা করেন—চিন্ময় তন্ময়তায় দিব্য স্বরূপানন্দে নিত্য নিমজ্জিত থাকিতে বাঞ্ছা কবেন।

মহাবাজজী মনে মনে সমগ্র শ্রদ্ধালু জনগণের প্রেম পূজা—শ্রীরাম-বল্লভাব চবণে অর্পন করতঃ আপনি নির্ম্মল নিষ্কিঞ্চনতায় বিমল সুখে বহিয়া চলিলেন!

কিন্তু মহারাজজী স্বয়ং লোক চক্ষুব অন্তরালে থাকিতে বাঞ্ছা করিলেও—নিবিড় বনানীতে যেরূপ মৃগমদ মৃগের সন্ধান বলিয়া দেয়—মহারাজজীর মধুব আকর্ষণে—সেইরূপ দিক দিক হইতে—দিব্য বালক রূপী শ্রীভগবানকে দর্শন বাসনায়—নবনারীবৃন্দ ছুটিয়া আসিলেন! সরলা গ্রাম্য নারীগণ দিব্য বালককে দর্শন করিয়া অকারণ প্রেমে ব্যথিত হইল—কী সুকুমার লাবণ্যময় বালকের দ্যুতি—তাঁহার নিটোল কর কমল দুইটির কী মধুর স্পর্শ—তাঁহার নয়ন দুইটি কী অপ্রাকৃত দিব্য রসে লীলায়িত! দিব্য বালককে দর্শন মাত্রেই তাহাবা তাঁহাকে ভাল বাসিয়া ফেলিলেন—অকারণ বাৎসল্যে তাহাদের পয়োধার আপনি ক্ষরিত হইল—এক অচিন্ত্য প্রেম ব্যাকুলতায় তাহারা একই সময়ে বালককে যেন সর্ব্বত্র বিরাজ করিতে দেখিলেন—এবং এই সুদূর পল্লী অঞ্চলে—এমত দিব্য বালক সন্দর্শনে—তাহারা আপনাদের পরম সৌভাগ্য গণনা করিলেন।

মহারাজজীও গ্রাম্য বধুগণের চিন্ময় ভাবধারায় আপ্লুত হইলেন—এবং মধুর স্মিত হাস্যে—তাহাদের হৃদয়ের সমগ্র গোপ্য বাসনা পরিপুরিত করিলেন!

দেখিতে দেখিতে মহারাজজীর নিকট বহু লোক সমাগম হইতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দিরের পূজারী ও পণ্ডিতগণ—সাধুরামকে দর্শন করতঃ অকারণ পুলকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং বালককে দিব্য মহাত্মা জ্ঞানে মনে মনে পূজা আরতি করতঃ নিজেদের জীবন সুধন্য করিলেন। তাহারা একদিন মহারাজজীকে সন্ধ্যায় অনুগামী সন্ত সহ সমুদ্রতটে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া বলিলেন—মহারাজজী—আজ মাঘী পূর্ণিমা! রাত্রে সমুদ্রের জলে উপরের বেলাভূমি বহুদূর অবধি প্লাবিত হইয়া থাকে—আপনি যে স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন—এই সকল স্থান অচিরেই জলমগ্ন হইবে—আপনি অন্যত্র কোথায় বিশ্রাম করুন!

পূজারীবৃন্দের কথা শ্রবণ করতঃ মহারাজজী দিব্য সারল্যে বলিলেন—আজ পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্র কিরণে জলরাশির বিমল লীলাবৈভব দর্শন বাসনায়—এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছি—আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বাসায় গমন করুন—শ্রীরামকৃপায় সমুদ্র আমাদের কিছুই করিবে না।

অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি সমায়ত হইল! পূর্ণিমার বিমল চন্দ্রিকায় সমুদ্র আনন্দে থৈ থৈ হইল--এবং অচিরেই উৎফুল্ল জলরাশি দিব্য বৈভবে স্ফীত হইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে গম্ভীর হাহাকারে সমুদ্র মথিত করতঃ সমগ্র তট ভূমি জলে জলময় করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! মহারাজজী সন্তগণ পরিবৃত হইয়া যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন—সমুদ্র নাচিতে নাচিতে সেই স্থানটিকে যেন প্রদক্ষিণ করতঃ অন্য দিকে বাড়িয়া চলিল! চারদিকে জল বেষ্টিত হইয়া – মহারাজজী সন্তগণ সহ—সেই পূর্ণিমার রাত্রে—সমুদ্রের অদ্ভুত লীলা দর্শন করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন!

সাথী সন্তগণ বিমল আশ্চর্য্যে মহারাজজীর আর একটি দিব্য ঐশ্বর্য্য দর্শন করতঃ অভিভূত হইলেন—মাত্র ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহারা মহারাজজীর একটি দিব্য লীলা চরিত আস্বাদন করতঃ তাঁহার চিন্ময় বৈভবের দিগ্দর্শন করিয়াছেন—এক্ষণে মহারাজজীর এই অপূর্ব্ব বিনোদ কৌতুকে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহারা দিব্য রসাভাসে উদ্ভাসিত হইলেন !

পরদিন প্রাতে সমুদ্র পুনবায় যথাস্থানে ফিরিয়া গেল ! মন্দিরের পূজারীগণ এতক্ষণে মহাবাজজীর অলৌকিক চরিত্রের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মুগ্ধ পুলকানন্দে বিভোর হইলেন—তাহারা মহারাজজীকে দিব্য ক্ষণজন্মা অবতাবী পুরুষ জ্ঞানে—তাঁহার বিমল স্তুতি বন্দনা করতঃ নিজ নিজ বাণী পবিত্র করিলেন !

মহারাজজী অনন্য হৃদয়ে—এই সকল ভক্তবৃন্দের—প্রেম পূজা তাহাদেরই চরণে নিবেদন করতঃ বলিলেন—ভাই ইহাতে আশ্চর্য্যেব কিছুই নাই—সমুদ্র ও চন্দ্রমা উভয়েই শ্রীবামনামের বিমল উপাসক—রাত্রে আমাদেব কণ্ঠে অবিবল শ্রীরামনামেব বৈভব মাধুর্য্যে—এই অলৌকিক সত্যটি সহজেই বাস্তবে পরিণত হইল ! শ্রীরামনামেব চিন্ময় বৈভববাশিতে সকল আশ্চর্য্য - সুখে লীলায়িত হইয়া দিব্য মাধুর্য্যে পরম সাবলীল হইয়া থাকে—ইহা বাস্তবিক শ্রীবামনামেবই চিন্ময় সরলতা !

শ্রীরাম নামেব চিন্ময় বৈভব প্রসঙ্গে মহারাজজী মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের নিকট মহামতি তুলসীর জীবন হইতে একটি দিব্য কাহিনী কীর্ত্তিত করতঃ বলিলেন—

তৎকালীন দিল্লীর বাদশাহ—তুলসীর দিব্য গুণগ্রাম শ্রবণ করতঃ একবার তুলসীকে দিল্লীব দরবারে আনয়ন কবিলেন। বাদশাহ বহু বিনয় সহকারে তুলসীকে বলিলেন—সাধু ! আমি অবগত হইয়াছি—যে তুমি বহু প্রকারের আশ্চর্য্য লীলা করিতে পার—আমার অনুরোধ তুমি এক্ষণে একটি আশ্চর্য্য লীলা প্রকটিত করতঃ আমাদের কৌতূহল নিরসন কর !

বাদশাহের দিব্য আগ্রহে তুলসী পরম শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—হে বাদশাহ! আমি সামান্য ফকির! আমি শ্রীরাম নাম ব্যতিরেকে অন্য কোন আশ্চর্য্য অবগত নহি! শ্রীরাম নাম ব্যতিরেকে আমি কিছুই জানি না!

বাদশাহ কিন্তু তুলসীব কথায় কর্ণপাত না করিযা তুলসীকে কিছু আশ্চর্য্য চরিত করিতে পুনরায অনুবোধ করিলেন!

তুলসীও পুনরায় তাঁহাব পূর্ব্ব কথনটিই ব্যক্ত কবিলেন!

বাদশাহেব বার বার অনুবোধে তুলসী যখন কিছুই আশ্চর্য্য নাটক করিলেন না—তখন বাদশাহ্ কুপিত হইয়া তুলসীকে কাবাগারে বন্দী করিলেন!

তুলসীও ইহাই চাহিতেছিলেন—কারাগারের বিমল নির্জ্জনতায়—আপন সুখে তিনি শ্রীরাম নামে মগ্ন থাকিবেন!

এদিকে অনন্য ভক্ত কণ্ঠে শ্রীবাম নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে—শ্রীনাম রস মাধুর্য্যে—শ্রীযুগল আনন্দকন্দ আপন বরদূত বামদাস অঞ্জনী নন্দন সহ—দিব্য বিহার সুখে নিমজ্জিত হইয়াছেন—হনুমানজী অভয করকমলে দিব্য ভক্তের সর্ব্ব মংগল বিধানে নিরত - তুলসীর প্রতি বাদশাহের সমগ্র তিরস্কার বিদিত হইয়া—ভক্তেব অনন্য রক্ষায় হনুমানজী অচিরেই এক দিব্য লীলা প্রকট করিলেন। সহসা দিল্লীর দববারে ও গৃহস্থের ঘরে ঘরে—কোথা হইতে অজস্র বানর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহাদের নানান উপদ্রবে পুরবাসীগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন!

বাদশাহের দরবারে—এই বানর লীলার—নিত্য নব নব অনুযোগ হইতে লাগিল। বাদশাহও এই অচিন্ত্য উপদ্রবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন!

কিন্তু দিব্য যোগাযোগে বাদশাহের দরবারে এক প্রাচীন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাদশাহকে বলিলেন—হুজুর আপনি অনন্য শ্রীরাম ভক্তকে কারাবাসে দণ্ড দিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন—তাহার জন্য

আপনার রাজত্বে—এই বানরের নিত্য নব নব উপদ্রব! আপনি যদি মংগল চাহেন তাহা হইলে এখনই সাধুর নিকট গমন করতঃ আপন অপরাধ স্বীকার করুন।

বৃদ্ধের বচনে আশ্বস্ত হইয়া বাদশাহ্ তুলসীর নিকট আত্মগ্লানি প্রকাশ করতঃ ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন! তুলসীও বাদশাহ্‌কে সর্ব্ব অভয় প্রদান করতঃ শ্রীরাম নামামৃতে হৃদয় ভরিয়া আপন দিশায় প্রস্থান করিলেন!

আশ্চর্য্য! তুলসী কারাবাস হইতে মুক্ত হইবার সাথে সাথে বাদশাহের রাজত্বে সমগ্র বানর উপদ্রবও সহসা বন্ধ হইয়া গেল!

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে বাদশাহ্ তুলসীর নিকট কিঞ্চিৎ আশ্চয্য দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন—শ্রীবাম নামের বিমল ধারার কিঞ্চিৎ বৈভবে--সবাব অলক্ষ্যে যে দিব্য নাটকটি প্রকটিত হইল– নিষ্কাম ভজনানন্দী সন্ত ব্যতিবেকে তাহার মর্ম্ম কে অনুধাবন কবিব ?

মহারাজজীর বিমল কথা-সরিত ধারায– মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ প্রেমানন্দে মগ্ন হইলেন—তাহারা, অতঃপর, বালক বেষী দিব্য মহাত্মার জয়গান করিতে করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন!

এইরূপে ঐ চাবিটি অনুরাগী সন্তবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মহারাজজী দক্ষিণের সমগ্র তীর্থ ভ্রমণ কবিতে করিতে গোদাবরীর তীরে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন। দুর্গম জঙ্গল পরিপূর্ণ পঞ্চবটীব চারিদিকে কীরূপ যেন একটি ভয়াল থমথমে ভাব—সবই যেন বিরাট গাম্ভীর্য্য-ভরা—যেরূপ ঘন অরণ্য—সেইরূপ বিশাল মহীরুহের ঘন সন্নিবেশ—এবং সেইরূপ কণ্টকপূর্ণ লতাগুল্মের বিকট সমাবেশ। বাস্তবিক পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিতেও—হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়!

কিন্তু আশ্চর্য্য! পঞ্চবটী দর্শন মাত্রে—মহারাজজীর সমগ্র তনু-মন অনন্য শ্রীরাম ভক্ত—গৃধ্ররাজ জটায়ুর কথায় রসায়িত হইয়া উঠিল! মহারাজজী শ্রীরাম প্রেমে জটায়ুর দিব্য চরিত-কথায় আপন সুখে পাড়ি দিলেন!

এই চিন্ময় ভাবাবেশে মহারাজজী জটায়ুর দিব্য ভাব ভক্তির চিন্ময় মাধুর্য্যে বিগলিত হইলেন এবং এক নিমেষে জটায়ুর সমগ্র চরিতটি তাঁহার মানস নয়নে উদ্ভাসিত হইল !

মহারাজজী মুগ্ধ আবেগে দেখিলেন যে-বৃদ্ধ জটায়ু বিগত পক্ষ হইয়া গোদাবরীর তটে—অনন্য শ্রীরাম চিন্তায় মগ্ন ! তাঁহার সময় হইয়াছে—এইবার তাঁহাকে যাইতে হইবে—কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে অনন্য ভক্ত আপন প্রাণের ঠাকুরের দিব্য দর্শন প্রার্থী ! ভক্তের অনন্য হৃদয়-ক্রন্দন যথাযথ বিদিত হইয়া—আনন্দকন্দ ভগবান দিব্য লীলাচ্ছলে তাঁহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন—বৃদ্ধ জটায়ুও দুই নয়ন ভরিয়া প্রাণ প্রিতম শ্রীরামের চিন্ময় মাধুর্য্য সুধা পান করতঃ কৃত কৃত্য হইয়াছেন—প্রাণনাথের চরণে জনক নন্দিনী সীতার সমগ্র সংবাদ নিবেদিত করিয়াছেন ! এই দিব্য সেবা কার্য্যের জন্য জটায়ু এতদিন একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন—এক্ষণে তাঁহার সমগ্র কার্য্য শেষ হইয়াছে—তাঁহাব লীলা তনু ধারণের আর কোন প্রয়োজন নাই—তিনি এইবার নিত্য লোকে - নিত্য সেবায় মগ্ন হইতে বাসনা করেন ! এতৎ কাবণে অনন্য শ্রীরাম ভক্ত—বৃদ্ধ জটায়ু আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরামের নয়ন সন্মুখে আপন প্রাণ ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন !

আনন্দকন্দ ভগবানও অনন্য ভক্তের সর্ব্ব মনোগত বাসনা বিদিত হইয়াছেন—তিনি অহরহ ভক্তের দিব্য মানস কুঞ্জের চিন্ময় দেবতা—তিনিই ভক্ত-মনের সর্ব্ব বাসনার একমাত্র প্রেরক ! ভক্ত বাসনা তাঁহার বড় প্রিয়—ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি দিব্য লীলায় সদাই অভিরঞ্জিত !

কিন্তু ভক্তের এই দিব্য বাঞ্ছা পূরণ করিবার পূর্ব্বে আপ্তকাম প্রভু একটি বিশেষ চরিত্রের অনুগমন করিলেন—ভক্তরাজ জটায়ুর দিব্য প্রেম সুধা পান করিবার বাসনায় তিনি একটি রুচির লীলা বিস্তার করিলেন !

তিনি জটায়ুকে বলিলেন—হে বীর জটায়ু! তুমি এক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিও না! তোমার সাহায্য বিনা আমি কীরূপে জনকনন্দিনী সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইব? এই মহৎ কার্য্য হেতু তুমি শরীর ধারণ করতঃ আমায় সর্ব্বতোভাবে চিন্তা মুক্ত কর!

সর্ব্ব বিষয় বাসনা বর্জ্জিত—অনন্য ভক্ত জটায়ু—শ্যামসুন্দর সীতা-পতির এই বিচিত্র মায়াজাল বুঝিতে পারিলেন—যাঁহার সামান্য ঈক্ষণে—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন-পালন ও সংহরণ নিত্য সাধিত হইতেছে—অন্যের সহায়তার তাঁহাব কীবা প্রযোজন? জটায়ু বিমল করুণা-ক্রন্দনে আপ্তকাম প্রভুর চরণে পতিত হইয়া দীনার্ত্ত কণ্ঠে যাহা নিবেদন করিলেন—মহামতি তুলসীব দিব্য গিরায় তাহা ভক্ত সমাজে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল! বিমল প্রেম-মধুর কণ্ঠে তুলসীর বুকচেরা ভাষায় জটায়ু বলিলেন—

দরশ লাগি রাখেউ প্রাণা।
চলন চাহত অব কৃপা নিধানা॥
রাম কহা সুনু রাখহু তাতা।
মুখ মুস্নকাই কহী তেহী বাতা॥
জা কর নাম মরত মুখ আয়া।
অধমউ মুকুত হোই শ্রুতি গায়া॥
সো মম লোচন গোচর আগে।
রাখী দেহ নাথ কেহি খাঁগে॥

অর্থাৎ—তোমার বিমল সুখ দর্শন প্রয়াস।
সেই হেতু পড়ে আছি হে জানকী বিলাস॥
সেই সুখে পূর্ণকাম হৃদয় আমার।
সমগ্র চিন্ময় ধর্ম্মের বিশ্রাম এবার॥

ভক্ত বচন শুনি কহিল শ্রীরাম।
রাখি তনু দেহ মোরে সঙ্গ অভিরাম॥
কহিল জটায়ু তবে হইয়া সুদীন।
আপ্তকাম তুমি প্রভু রসজ্ঞ নবীন॥
তথাপি সসঙ্কোচে কহি মর্ম্ম বাণী।
ক্ষমিও উদার প্রভু মোরে মূঢ়মতি জানি॥
অন্তকালে যাঁর নাম শ্রীমুখে লইলে।
নীচাশয় অধমও লভে দিব্যগতি অবহেলে॥
অনন্য মাধুর্য্য তাঁর দেখিতে দেখিতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে রাম রস পান করিতে করিতে॥
চলিব সুসুখে প্রভু সেই নিত্য ধাম।
চিদানন্দ মহারাস যেথা নিত্য অবিরাম॥
ইহাই শ্রীরাম কৃপার অনন্য বিলাস।
আপনি আসিয়া মিলে সদা নিজ দাস॥

আপ্তকাম মুগ্ধ চিত্তের বিমল বৈভব-সুধায়—মহারাজজী জটায়ুর দিব্য মর্ম্মবাণীগুলি মনে মনে প্রাণ ভরিয়া পান করিলেন জটায়ুর চিন্ময় সত্তায় তাঁহার দিব্য তনু মন অজস্র সুখে মিলিত হইয়া—মহারাজজীকে ভক্তরাজ জটায়ুর দিব্য প্রেম মাধুর্য্যের সাথে ওতপ্রোত করিল!

এই চিন্ময় ভাব মাধুর্য্যে সমগ্র পঞ্চবটী সুখে প্রদক্ষিণ করতঃ মহারাজজী —শ্রীচিত্রকূট ধামের যাত্রী হইলেন! কোথায় সুদূর দক্ষিণাবর্ত্তে পঞ্চবটী আর কোথায় তার ঠিক বিপরীত প্রান্তে—উত্তরাখণ্ডের শৈল শিখরে চিত্রকূট ধাম!

বাস্তবিক অনন্য ভক্তের দিব্য পরিক্রম! মহারাজজীর সমগ্র পরিক্রমা

মার্গটি—রাজীবলোচন শ্রীরামের দিব্য চরিত মাধুর্য্যে অনন্ত মঞ্জুল—শ্রীরাম কথার চিন্ময় রস লালিত্যে পরম উজ্জ্বল! সাধুরামের চিত্ত মনে শ্রীরাম রসের দিব্য নির্ঝর সদাই অব্যাহত গতিতে আপন সুখে প্রবাহিত —সাধুরামের দিব্য চবণদ্বয—আনন্দকন্দেব বিমল মার্গে—আপন সুখে আপনি চালিত—সর্ব্ব কৈতব শূন্য—অযাচিত ভগবৎ কারুণ্যের বিমল প্রসাদে—মহারাজজী দিব্য প্রেমানন্দে নিমজ্জিত হইযা অনুরাগী সন্ত বৃন্দের সাথে শ্রীধাম চিত্রকূটের পথে সুখে অগ্রসর হইলেন!

পথে পথে ভগবৎ গুণানুবাদেব উদার কীর্ত্তন করতঃ—মহামংগলময় শ্রীরাম নাম মহিমা বিস্তার করতঃ—তাঁহারা একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি লোকালয়ে উপনীত হইলেন। মহাবাজজী সন্তগণ সহ সেই স্থানে তিন দিন মুগ্ধ লীলায বিশ্রাম করতঃ নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে একটি পশ্চিমাভিমুখী ট্রেনে উঠিয়া বসিলেন। মহারাজজী এত দিন পদব্রজেই সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন—এই তাঁহার প্রথম ট্রেনে যাত্রা! বাস্তবিক ইহাও মহারাজজীর একটি দিব্য লীলা বিশেষ—এবং এই চিন্ময় লীলাটি অচিরেই আপন ঐশ্বর্য্যে আপনি বিস্তারিত হইল!

মহাবাজজী টেন পথেব যাত্রী—কিন্তু তাঁহাব নিকট টিকিট নাই—অর্থ নাই—কোনরূপ সহায়-সম্বলও নাই এবং তদুপবি তিনি ষ্টেশনে আগত হইয়া ট্রেনের যে ছোট্ট খালি কামবায় চাবিজন পরিকব সমেত উঠিলেন—সংযোগানুসাবে তাহাও আবাব প্রথম শ্রেণীব যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত! তখনকার দিনে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী বড ছিল না—সামান্য দুই একজন ইংবাজ কর্ম্মচারী—তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন।

ট্রেনটি যথা সময়ে ষ্টেশন ছাড়িয়া দ্রুত বেগে ছুটিযা চলিল—এবং এই রূপে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর—একজন রেল কর্ম্মচারী তাঁহাদের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মচারীটি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—একটি দিব্য রমণীয় বালক সমেত চাবিজন সাধু মূর্ত্তি—আপন সুখে মগ্ন

হইয়া দিব্য কথায় বিনোদ করিতেছেন! মহারাজজীকে দেখিবামাত্র রেল কর্মচারীটি চিন্ময় বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—কিন্তু তথাপি আপন কার্য্য স্মরণ করতঃ মহারাজজী ও সন্তগণকে টিকেট দর্শাইতে বলিলেন।

কর্মচারীর আহ্বানে মহারাজজী বিমল কণ্ঠে বলিলেন—আমরা শ্রীচিত্রকূট ধামের যাত্রী—টিকিট বা অর্থ আমাদের কিছুই নাই!

মহারাজজীর দিব্য সারল্যপূর্ণ উক্তিতে রেল কর্মচারীর হৃদয় অকারণে দ্রবিত হইল—কিন্তু তিনি এক্ষণে কী করিবেন—তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—স্থির অপলক নেত্রে মহারাজজীর দিব্য সরল মুখমণ্ডলের চিন্ময় সুধা পানে তিনি যেন কীরূপ বিহ্বল হইলেন এবং এই স্নিগ্ধ দশায় তিনি কতক্ষণ অতিবাহিত করিলেন—তাহা তিনি টেরও পাইলেন না।

দেখিতে দেখিতে ট্রেনটি একটি বড জংসন ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল—এবং প্রথম শ্রেণীর যাত্রীগণের টিকিট দর্শনার্থে মহারাজজীর কক্ষে আরো দুই জন রেল কর্মচারী সসব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন—এবং কিঞ্চিৎ কডা মেজাজে সন্মুখে উপবিষ্ট—মহারাজজী ও অন্যান্য সাধুগণের টিকিট চাহিলেন।

মহারাজজীর তাহাদের রুক্ষ ব্যবহার দিব্য লীলায় উপেক্ষা করতঃ পূর্ব্ববৎ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন টিকিট আমরা কোথায় পাইব—টিকিট আমাদের নাই!

ইহার উত্তরে একজন কর্মচারী বলিলেন—চলুন আপনাদের এখনি পুলিশের হাতে কয়েদ করিব—আপনাদের দীর্ঘদিনের কারাবাস হইবে—বিনা টিকিটে রেল পথে বেডাইবার মজা এখন বেশ টের পাইবেন!

মহারাজজী উক্ত কর্মচারীর ভর্ৎসনার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া সরল বালকের ন্যায় পরম আনন্দময় কণ্ঠে বলিলেন—হমারে হনুমন্তলাল রক্ষা করেঙ্গে!

দিব্য বালকের কী আশ্চর্য্য অভয় বাণী—হনুমন্তলাল আমাদের সর্ব্বতো ভাবে রক্ষা করিবেন ! কোন ভয় আমাদের নাই !

বাস্তবিক মহারাজজীর—ভগবৎ রক্ষায় কী চিন্ময় প্রত্যয়—তাহা তাঁহার এই একটি মাত্র সরল উক্তিতে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ! বাল্যাবধি মহারাজজী হনুমানজীর অশেষ মঙ্গল করুণায় সততই বিহার করিয়াছেন—দিব্য বালকের সাথে রামদাস অঞ্জনী নন্দনের নিত্য প্রাণের সম্বন্ধ—ভক্ত-ভয়হারী হনুমানজী যে এই কঠিন সময়ে—বালককে সর্ব্ব বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন—এ বিষয়ে মহারাজজীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ! দিব্য বালকের এই অচল বিশ্বাস যে কিরূপ মন্ত্রপূত—তাহা আমরা অচিরেই লক্ষ্য করিব !

মহারাজজীর কথা শেষ হইতে না হইতে—সহসা কোথা হইতে এক উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী মহাবাজজীব কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সমগ্র ঘটনা অবগত হইয়া সহকর্ম্মীগণকে লক্ষ্য করতঃ বলিলেন—এই বালক ও সাধুগণকে এখনই ছাডিয়া দাও এবং তৎপবে নিজ পকেট হইতে একটি একশত টাকার নোট বাহিব কবিয়া—মহারাজজী ও অন্যান্য পরিকরগণের সমগ্র রেল মাশুল প্রদান কবিলেন—এবং তৎপরে মহারাজজী ও সাধুগণকে বলিলেন—আপনারা বিনা টিকিটে আব রেল ভ্রমন করিবেন না ।

পূর্ব্বোক্ত বেল কর্ম্মচারীদ্বয় এতক্ষণ যে দিব্য নাটক দেখিলেন—তাহাতে তাহাবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ হইলেন—মহারাজজীর দিব্য লীলায় তাহারা যেন চির মগ্ন হইলেন—মহারাজজীকে যথার্থই মহামানব জ্ঞানে—বার বার প্রণাম করতঃ—তাহারা নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিলেন !

এতক্ষণে ইংরাজ কর্ম্মচারীটি মহারাজজীর প্রতি বাৎসল্য মধুর দৃষ্টি প্রদান করতঃ বলিলেন—আপনারা বহু দূর হইতে আগমন করিতেছেন—আপনারা পথশ্রমে শ্রান্ত—এক্ষণে এই স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন এবং

—১৮

তৎপরে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন—আপনারা ঐ মন্দিরে গমন করুন—ঐ স্থানে আপনাদের জন্য প্রসাদ দ্রব্য রক্ষিত আছে। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে—ঐ মন্দিরে গমন করুন—মন্দিরের পূজারী যথাসময়ে আপনাদের রেল মাশুল সহ—চিত্রকূটধামে প্রেরণ করিবেন।

আশ্চর্য্য যোগাযোগ! কোথায় বালক বেষী ভক্তরাজের বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের জন্য দীর্ঘ দিনের কাবাবাসেব ব্যবস্থা—আর কোথায় সহসা এক মহাজনের আগমনে—পথশ্রান্ত মহারাজজীর বিমল বিশ্রামের জন্য দিব্য আয়োজন!

মহারাজজী আগন্তুক ইংরাজের কথায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন কিন্তু পরক্ষণে হনুমানজীর দিব্য সন্ত-সেবার কথা স্মরণ করতঃ তাঁহার বিমল করুণা রসে দ্রবিত হইলেন! মহারাজজী অতঃপব চারিজন সন্ত সহ উক্ত মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন!

ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিবার সময় মহারাজজীব সহসা মনে হইল —কে এই সদাশয় পুরুষ? কে তাঁহাদের এরূপ ব্যবস্থা করিলেন? মন্দিরে যাইবার আর প্রয়োজন কী? সেই সজ্জনের অনুগ্রহেই তো তাঁহাদের চিত্রকূট ধামে যাইবার সকল ব্যবস্থা হইতে পারে?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহারাজজী সেই ইংবাজ কর্ম্মচারীটিকে দেখিবার জন্য একবার ষ্টেশনের দিকে অবলোকন কবিলেন—কিন্তু কৈ সেই দিব্য শ্মশ্রু-গুম্ফ সমন্বিত বিরাট বপুধারী সদাশয় পুরুষটি? ষ্টেশনের কোথায় তাঁহার চিহ্ন অবধি নাই—কোথায় এক নিমেষে তিনি অন্তর্ধান করিলেন!

এই দিব্য চিন্তায়—মহারাজজীর নিকট সর্ব্ব রহস্যটি প্রকাশিত হইল—মহারাজজী মনে মনে—সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত —হনুমানজীর দিব্য লীলা অনুভব করতঃ—পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন— এবং তাহার সাথে সাথে অনন্ত ভক্তের দিব্য গুণানুবাদে তাঁহার কণ্ঠে

ঝরিল হনুমানজীর বিমল বন্দনা গীতি! মহামতি তুলসীর দিব্য বচনে হনুমানজীর সে করুণা মঞ্জুল রূপ মাধুর্য্যের চরিতটি উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

জাকে গতি হৈ হনুমান কী।
তাকে পৈজ পূজি আই যহ রেখা কুলিশ পাষাণ কী॥
অঘটিত ঘটন, সুঘট বিঘটন, ঐসী বিরুদাবলী নহি আন কী
সুমিরু সংকট শোচ বিমোচন, মূরতি মোদ নিধান কী॥
তাপর সানুকূল গিরিজা হর, লখন রাম অরু জানকী।
তুলসী কপি কী কৃপা বিলোকনি খানি সকল কল্যাণ কী॥

অর্থাৎ—কর্ম্ম বচন মনে, গতি যাব, রামদাস হনুমান রে।
সকল মনোরথ সিদ্ধ তার, হীরকে দিব্য রেখার সরিস রে॥
ঘটন অঘটন, অঘটন ঘটনে, পরম সমর্থ মহাবীর রে।
অমিত বৈভব রামদাস সম, অন্য কাহার কভু নাহিক রে॥
আনন্দ ঝরঝর মংগল মূরতি যার স্মরণে সর্ব্ব শঙ্কা হরে রে
দিব্য রূপ ধারী দিব্য তনু ধারী বীর বিক্রম বজ্র অঙ্গ রে॥
কল্যাণ কান্তিময় মারুতি কৃপা বিলোচন যত্র তুলসী দাস রে
তত্র হরগৌরী সমেত রাম লখন সিয়ার নিত্য নিবাস রে॥

হনুমানজীর দিব্য ধেয়ানে মহারাজজী বিগলিত দশায় মন্ত্র চালিতের ন্যায় মন্দিরের পুরদ্বারে উপনীত হইলেন। মন্দিরের বহিঃদ্বারে তাঁহাদেরই প্রতীক্ষায় এতক্ষণ পূজারীজী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন—দূর হইতে চারিজন সন্ত পরিবৃত একটি দিব্য বালককে দর্শন করতঃ মন্দিরের পূজারী—সেই দিব্য আগন্তুকবৃন্দকে সাদর আহ্বানে ভিতরে আনিলেন।

পূজারীজীর এই অযাচিত মধুর আপ্যায়নে সকলেই চমৎকৃত হইলেন —কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইলেন—তাঁহাদের মনে হইল—পূজারীজী যেন তাঁহাদেরই আগমন হেতু এতক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অতঃপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও স্নানাদির পর—মহারাজজী সন্তগণ সহ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন—প্রসাদ দিব্য স্বাদ ও গন্ধ যুক্ত—প্রসাদ গ্রহণে সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং দিব্য সাত্ত্বিক ভাব-মাহাত্ম্যে তাঁহাদের চিত্ত মন সরসিত হইল!

মহাত্মার স্থানটি—মহারাজজীব বড ভাল লাগিল! চারু চিত্রিত মন্দিরে হনুমানজীর দিব্য অভয় মূর্ত্তি বিবাজমান—কনক কান্তিময় হনুমানজীর করুণা সরসিত বিমল বৈভব—তাঁহার উল্লসিত কর কমলে সিদ্ধ দাতার মুগ্ধ গৌরব—চিন্ময় সেবা মণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল অমিত তেজ ও বীর্য্যের নিত্য নিধান! মন্দিরের বিগ্রহ দর্শনে—মহারাজজী দিব্য দশায় —আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া হনুমানজীর পদতলে—কাতর বন্দনায় পতিত হইলেন!

দিব্য বালকের এই চিন্ময় ভাব সন্দর্শনে মন্দিরের পূজারীজী ও অন্যান্য সন্তবৃন্দ অযাচিত প্রেম সিন্ধুতে মথিত হইলেন! তাঁহারা মহারাজজীর দিব্য দশায় যেন কোথায় হারাইয়া গেলেন! তাঁহারা মনে মনে পুলক বিস্ময়ে ভাবিলেন যে—এই শান্ত প্রেম সর্ব্বস্ব দিব্য বালক—কোথা হইতে এই সুর দুর্লভ চিন্ময় সংস্কার লাভ করিলেন—বালক কোথায় এই অনন্য প্রপন্নতার দিব্য ধারা প্রাপ্ত হইলেন?

এইরূপ ভাব দশায় মহারাজজী রামদাস অঞ্জনীনন্দনের চিন্ময় মাধুর্য্যের বন্দনা করতঃ স্বতোৎসারিত ধারায় আপনি গাহিয়া উঠিলেন—

ওঁ আপন্নাখিল লোকার্ত্তিহারিণে শ্রীহনুমতে।
অকস্মাদাগতোৎপাতে নাশনায় নমস্তুতে॥

আধি ব্যাধি মহামারী গ্রহ পীড়াদি হারিণে।
প্রাণহন্ত্রে দৈত্যানাং রাম প্রাণাত্মনে নমঃ॥
সংসার সাগরবর্ত্ত গতোভি ভ্রান্ত চেতসাম্।
শরণাগত মর্ত্ত্যানাম্ শরণ্যায় নমস্তুতে॥
রাজদ্বারে বিল্বদ্বারে প্রবেশে ভূত সঙ্কুলে।
গজসিংহ মহাব্যাঘ্র চোর ভীষণ কাননে।
শরণ্যাত্তি শরণ্যায়ানিলাত্মজ নমস্তুতে॥
প্রদোষে চ প্রবাসে চ যে স্মরন্ত্যঞ্জনী স্থতম্।
অর্থসিদ্ধির্যশঃ কান্তিঃ প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়॥
কারাগৃহে প্রয়াণে চ সংগ্রাম দেশ বিপ্লবে।
যে স্মরন্তি হনুমন্তং তেষাং নাস্তি বিপচ্চয়ঃ॥
বজ্র দেহায় কালাগ্নি রূপায়ামিত তেজসে।
দুষ্ট দৈত্য মহাদর্পে দলনায় মহাত্মনে॥
ব্রহ্মাস্ত্র স্তম্ভিনে তুভ্যং নমঃ শ্রীরুদ্রমূর্ত্তয়ে।
সীতা বিযুক্ত শ্রীরাম শোক দুঃখ ভয়াপহে॥
জপত্বা স্তোত্রমিদং বসুবারং জপেন্নরঃ।
রাজদ্বারে সভাস্থানে প্রাপ্তে বাদে জয়ো ভবেৎ॥
বিভীষণকৃতং স্তোত্রং য পঠেৎ সততং নরঃ।
সর্ব্বাপদ্ভয়ো বিমুচ্যেত নাত্র কার্য্যবিচরণা॥
সর্ব্ব সিদ্ধিমাবাপ্নোতি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ বৈষ্ণবং পদং॥
লিখিত্বা পূজয়েৎ যস্ত্র স পুমান জয়মাপ্নুয়াৎ॥

বাস্তবিক মহাশক্তির দিব্য সাধকগণের নিকট—জগজ্জননী- -জগদ্ধাত্রী শ্রীদুর্গা বা শ্রীকালী মাতা—যেরূপ সর্ব্ব দুর্গত নাশিনী—সদা অভয়দাত্রী—সদা বরদাত্রী—শ্রীরামানন্দ সন্তগণের নিকট রামদাস অঞ্জনী নন্দন - ঠিক তদ্রূপ চিন্ময় আশ্রয় দাতা! বস্তুতঃ হনুমানজী হইলেন অমিত তেজ—অমিত বল—অমিত বুদ্ধি—অমিত সেবা-বন্দন—অমিত জ্ঞান ও ভক্তি—অমিত বৈরাগ্যের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা! যথার্থই মহারাজজীর দিব্য জীবন হনুমানজীব প্রেম-মধুব বাৎসল্য লীলায—স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

মহারাজজী পরমানন্দে উক্ত মন্দিবে দুইদিন ব্যতীত করিবার পর আপন মার্গে চলিতে বাঞ্ছা করিলেন - মহাবাজজীর সাথী সন্তবৃন্দও নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনে সমোৎসুক হইলেন! যথাসময়ে মহারাজজীর অভিলাষ অবগত হইয়া মন্দিবেব পূজারীজী বলিলেন - আপনাদের মধ্যে কাহার তিন দিন অন্তর জ্বর হইতেছে?

পূজারীজীর আশ্চর্য্য প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ সকলেই স্তম্ভিত হইলেন - বাস্তবিক কিছুদিন হইল - মহারাজজীর তিন দিন অন্তর জ্বর হইতেছিল—এক্ষণে পূজারীজীর সস্নেহ প্রশ্নে—বিমল কৌতুক অনুভব করতঃ মহারাজজী বলিলেন—তিন দিন অন্তর জ্বর—এই দেহেই হইতেছে—কিন্তু আপনি এই বিষয় কীরূপে অবগত হইলেন?

পূজারীজী এ যাবৎকাল যে কথাটি আপন মনে সযতনে গোপন করিয়াছিলেন—এক্ষণে মহারাজজীব দিব্য কৌতুহল প্রশ্নে—তাঁহার মনের সমগ্র বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল! মহারাজজীর প্রতি দিব্য সেবা মণ্ডিত দশায় মন্দিরের বৃদ্ধ পূজাবী বলিলেন—হে দিব্য বালক! ধন্য তোমার জন্ম—ধন্য তোমার দিব্য কর্ম্ম! তোমারই হেতু হনুমানজী তিন দিন পূর্ব্বে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আমায় বলিলেন—দেখ! কাল প্রাতে—চারিজন সন্ত সহ একটি দিব্য বালক এই স্থানে আগমন করিবে। অধিক শীতাতপে বালকটির তিন দিন অন্তর জ্বর হইতেছে! বালককে সর্ব্বতোভাবে দিব্য

সেবা যত্নে এ স্থানে রাখিবে ও তাহার শরীর সুস্থ হইলে—তাহার চিত্রকূট ধামে গমন কবিবার সমগ্র ব্যবস্থা করিয়া দিবে! হনুমানজী এই কথা বলিযা সহসা অন্তর্ধান হইলেন!

এতক্ষণে মহারাজজী ও সাথী সন্তগণ সমগ্র রহস্যটি অবগত হইলেন এতক্ষণে তাঁহারা বুঝিতে পাবিলেন—কোন্ দিব্য প্রেরণায় মন্দিরের পূজারীজী তাঁহাদেব একপ দিব্য সেবা যত্নে সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট করিতেছেন।

মহারাজজীব সাথী সন্তগণ অতঃপব নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাবাজজী একাকী মন্দিরেব পূজারীজীর সাথে ঐ স্থানে রহিয়া গেলেন।

সাত

সাধুব বিমল সেবায় মহাবাজজী অল্প কয়েকদিনেই সুস্থ হইলেন। এই কয় দিনের অন্তরঙ্গ সঙ্গ সুধায় মহারাজজী মন্দিরের বৃদ্ধ সেবকের পরম আপন হইয়াছেন—মহাবাজজীও দিব্য সাধুব সম্যক পরিচয় লাভে পবানন্দ প্রাপ্ত হইযাছেন। মন্দিবের পূজাবীজী অখণ্ড ব্রহ্মচারী—গৃহত্যাগী চিন্ময় সন্ন্যাসী—অনন্য সেবা ভাবনার সিদ্ধ নিকেতন—হনুমানজীব আজীবন উপাসক। বাস্তবিক তাঁহার সেবা মুগ্ধ হৃদয়ের ক্ষণে ক্ষণে পরম চিন্ময় শ্রীরাম রসামৃতের বিমল বন্দনা!

কিন্তু মহারাজজীর অলৌকিক মায়াব কোনরূপ ইতি নাই! তাই বোধহয় মহারাজজীর শ্রীচিত্রকূটধামে যাইবার কালে—সেই মায়া মুক্ত দিব্য সন্ন্যাসীর বিমল চিত্ত সহসা কাহার প্রেরণায় অকথ বাৎসল্যে ভাব-বিহ্বল হইল! মহারাজজীর দিব্য দর্শনে—পূজারীজীর জীবনের অখণ্ড ব্রতের

অক্ষয় ফল লাভ করিয়াছেন—তাঁহার মনে হইল তাঁহার জীবনের চিন্ময় ইষ্ট শ্রীহনুমানজী—দিব্য বালকের ভাব তনু আশ্রয় করতঃ তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন—বৃদ্ধের নিকট—দিব্য বালকটি একাধারে চিন্ময় সাধন ও সাধ্য-তত্ত্বের পরিপূর্ণ রূপ-মাধুর্য্যে উল্লসিত হইযা আবিভূ́ত হইয়াছেন। বৃদ্ধ মমতাবশতঃ অন্তরে অন্তবে বেদনা .সরস হৃদয়ে—নিভৃতে অশ্রুমোচন করিলেন—তাঁহার সমগ্র সত্বা যেন দিব্য বালকের বিরহে নিগূঢ় হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিল !

বাস্তবিক মন্দির হইতে মহাবাজজীর গমন কালে—বৃদ্ধেব সকরুণ রূপটি মহামতি তুলসীব কথায় অঙ্কিত করিলে বলিতে হয়—

বিছুরত এক প্রাণ হরি লেহী !

দিব্য ভাব মঞ্জুল প্রাণেব মহিম গাঁথায় মহামতি তুলসী কথিত উপরি উক্ত ভাষণটি বিস্তার করিলে বলিতে হয়—

বিনা বাসনায় অনুরাগ ডোবে যাঁহাবে বাঁধিনু হিয়ে।
যাঁহারে সেবিনু সকল সময় মনপ্রাণ চিত দিয়ে॥
সেই মরনের সাথী যদি যায় চলি কী আর রহিল বাকী।
প্রাণ বিনু তনু রহে যে পড়িয়া তাঁহার চরণ চিহ্ন লাগি॥
কৃপা করি কবে আসিবেক নাথ ডাকিবে মোহন স্বরে।
জ্বলিবে দেউটি হৃদয় মাঝারে সেবার কনক পুরে॥

কিন্তু অনির্ব্বচনীয় দৈব যোগাযোগে বৃদ্ধকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে হইবে—দিব্য বালকেব চিন্ময় মংগল প্রার্থনা করতঃ বৃদ্ধেব গদ্ গদ্ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল বিমল আনন্দের শাশ্বত বাণী—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি॥
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি॥
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥

অর্থাৎ—তুমি তেজ আমায় তেজস্বী কর; তুমি বীর্য্য আমায় বীর্য্যবান কর, তুমি বল আমায় বলবান কর, তুমি ওজঃ আমায় ওজস্বী কর, তুমি অন্যায় দ্রোহী আমায় অন্যায় দ্রোহী কর, তুমি সহ্য শক্তি আমায় সহনশীল কর !

বলা বাহুল্য বৃদ্ধের সমগ্র প্রার্থনাটিই দিব্য বালকের জন্য—মন্ত্রের প্রতি ময়ি শব্দটি যে বালকের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই ।

মহারাজজী পরানন্দময় চিত্তে বৃদ্ধের দিব্য মন্ত্র পূত বাণী গুলি পান করিলেন এবং মহৎ কারুণ্যে মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রূপ-মাধুর্য্যের দিব্য আলেখ্যটি দর্শন করতঃ মহারাজজী ততোধিক মুগ্ধ হইলেন ! মহারাজজীর মনে হইল—বৃদ্ধের চিন্ময় কণ্ঠে—বালকের প্রতি মন্দিরের সিদ্ধ দেবতা হনুমানজীর দিব্য মাংগলিক ! অতুলিত বলধাম ও জ্ঞান-বীর্য্য তথা দিব্য সহনশীলনতায়—হনুমানজী—আপনার সম্যক বিভূষণে দিব্য বালককে ভূষিত করতঃ—বিশ্বের রাজ দরবারে পাঠাইলেন ! মহারাজজী হৃদয়ের এই দিব্য অনুধ্যানে বিগলিত হইয়া—অবনত মস্তকে বৃদ্ধের চরণ বন্দনা করতঃ ধীর পদক্ষেপে সম্মুখ মার্গে প্রস্থিত হইলেন—এবং রেল পথে অচিরেই শ্রীচিত্রকূট ধামে উপনীত হইলেন !

দিব্য প্রাকৃতিক বিহার ঐশ্বর্য্যের অনন্য নিকেতন—এই রমণীয় শৈল নিবাস—শ্রীচিত্রকূট ধাম ! চিত্রকূটের দিকে দিকে পর্ব্বতশৃঙ্গে কুসুমিত কাননের মংগল বৈভব—বন জঙ্গল পর্ব্বত গুহায়—মৃগ কেহরির কেলি কুঞ্জ—মন্দাকিনীর সুনীল বারি ধারা সমগ্র ক্ষেত্রটিকে চারু চন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়াছে--সম্মুখে বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী ও মুনিজন সেব্য কামতানাথের স্নিগ্ধ বিলাস ! বস্তুতঃ শ্রীধামের দিব্য নাম হইতে—ইহার গোপ্য ঐশ্বর্য্যটি ক্ষণে ক্ষণে মনে স্বতঃই জাগরিত হয় ! ইহাই শ্রীরামজানকীর দিব্য বিহার লীলার গোপ্য নিকুঞ্জ ! বাস্তবিক চিত্রকূটেরকু

সমগ্র ঐশ্বর্য্যই কূট অর্থাৎ পরম গোপনীয়! ইহাই চিত্রকূট ধামের দিব্য বৈশিষ্ট্য!

মহারাজজীর চিন্ময় মন মুকুরে—চিত্রকূট ধাম দর্শন মাত্রে—তাহার অন্তর কপাটি প্রদীপ্ত হইয়াছে! শ্রীযুগল সরকারের দিব্য বিনোদ কুঞ্জ—মহারাসের নিত্য নিলয়! মহারাজজী সেই ব্যাকুল ভাবনায় আপন মনে পথ বাহিয়া চলিলেন—শ্রীযুগল রূপ-মাধুর্য্যের দিব্য সুষমায় তাঁহার চিত্ত-মন যে সংগীত ধারায়—আপনাব মাঝে আপন হারা হইল—শ্রীবৈষ্ণব পদ কর্ত্তা নরোত্তমদাসের চিন্ময় বাণীতে—তাহা প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

রাই কানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ লাবণি বৈদগধি ধনী ধনী
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ডুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলকে তনু ভরে॥
মৃগ মদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিষয়ে ফুল গন্ধ রাজে।
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখ ইন্দু
অধরে মূরলি নাহি বাজে॥

হাস বিলাস রস সকল মধুর ভাষ
নরোত্তম মনোরম ভরু।
দঁহুক বিচিত্র বেষ কুসুমে রচিত কেশ
লোচন মোহন লীলা করু॥

বাস্তবিক এই বিচিত্র নৈসর্গিক প্রেম বিলাসটি শ্রীযুগল আনন্দকন্দের নিত্য সুখধাম! অনঙ্গ সেবা মণ্ডিত দিব্য সখী মঞ্জরী পরিবৃত হইয়া চিত্রকূট ধামে শ্রীসীতারামের যে নিত্য রাস বিহার—তাঁহার গোপ্য সংবাদটি পরম সেবা-মঞ্জুল বাণীতে উদ্গীত করতঃ মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা।
চরিত কিয়ে শ্রুতি সুধা সমানা॥

অর্থাৎ—চিত্রকূট ধামে নিজ করিল বিস্তার।
শ্রীযুগল রসরাজ মধুময় চরিত অপার॥
করুণা উদার এই রসের বিলাস।
পণ্ডিতে কহিল যারে দিব্য মহারাস॥
পীযূষ প্লাবিত এই ক্রীড়া অনুপম।
যগুপি করুণা নিধান পরম অকাম॥
নিরানব্বই রাসে হোল চিত্রকূট লীলা।
অবশিষ্ট যা রহিল দ্বাপরে কৈলা॥
আনন্দ রামায়ণে যা কহিল ভাই।
তুলসী ইঙ্গিত মাত্রে রূপ দিল তাই॥

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে আনন্দকন্দের দিব্য সুখ বিলাস হেতু শ্রীচিত্রকূট শৈল-শ্রেণীর অচিন্ত্য বৈভবরাশি-- অন্য সকল গিরিশৃঙ্গের

সমবেত গৌরবকে অনায়াসে ম্লান করিল! মহামতি তুলসীর দিব্য বচনে এই পুণীত তীর্থের আরতি রচনা করিলে বলিতে হয়—

সুরসরি সরসই দিনকর কন্যা।
মেকল সুতা গোদাবরী ধন্যা॥
সব সর সিন্ধু নদী নদ নানা।
মন্দাকিনী কর করহি বখানা॥

উদয় অস্ত গিরি অরু কৈলাসু।
মন্দর মেরু সকল সুর বাসু॥
শৈল হিমাচল আদিক জেতে।
চিত্রকূট যশ গাবহি তেতে॥

বিধি মুদিত মন সুখ ন সমাই।
শ্রম বিনু বিপুল বড়াই পাই॥

অর্থাৎ—গঙ্গা যমুনা গিরা গোদাবরী আর।
আছে যত জলধারা সিন্ধু সর ভার॥
সকল সুধন্য অতি পরম পবিত্র।
তথাপি মন্দাকিনী সম নহে কাহার চরিত্র॥

শ্রীরাম চরণ রজে হইয়া পুণীত।
মন্দাকিনী সেবা সুখে সদা প্রমুদিত॥
এই হোল মন্দাকিনীর সৌভাগ্য নিকেত।
এবে শুন গিরি কথা হইয়া সচেত॥

উদয় অস্ত মেরু মন্দার কৈলাস।
আর যত আছে শৃঙ্গ দিব্য সুরবাস॥

কেহ নহে কৃপা ভাগী চিত্রকূট সম।
শ্রীরাম জানকী রাসে যাহা সদা অনুপম॥
সকল শৈল শ্রেণী গাহে চিত্রকূট জয়।
ধন্য ধন্য চিত্রকূট ধন্য প্রেম বিভব নিচয়॥
হেরি হেরি চিত্রকূটের অকথ বিলাস।
বিধির সুখের নাই অচিন্ত্য সমাস॥
বিনা শ্রমে বিনা ক্লেশে চিত্রকূট যা লভিল ভাই।
অদ্ভুত অপার অতি কভু তুলনা তার নাই॥

দিব্য প্রেম পুলকিত—অনন্য বৈরাগ্য দীপ্ত—হৃদয়ে মহারাজজী শ্রীরামবল্লভার চরণ-চিহ্ন সন্ধানে চিত্রকূটের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন —আহার নিদ্রা কৃচ্ছ্রবাস—কিছুই তাঁহার দিব্য অভিসার-মার্গে বাঁধা দিতে পারে নাই! অনন্য ভক্তের সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি—ভক্ত আপনার মাঝে আপনি হারা! বস্তুতঃ দিক-দেশ-কাল—এই চির লাবণ্যময় সত্ত্বার চারু সেবনে চরিতার্থ সুখে নিমজ্জিত! শ্রীরামবল্লভার চরণ চন্দ্রিকা—দিব্য কণ্ঠমাল সম বক্ষ ধারণ করতঃ—অকাম নির্মৎসর সন্ত-বৃন্দের গোপ্য চরিত্র—কিন্তু দিব্য লোক চরিত্রের বিমল পাদপীঠে—তাঁহারা নিত্য আচার্য্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ—শ্রীযুগল প্রেম রসের মুদিত বিস্তারে—তাঁহাদের নিরন্তর সেবা মণ্ডিত করুণা সঘন আপ্তকাম চরিত্রের মুগ্ধ বিলাস!

মহারাজজী বিধিবৎ সন্তমার্গে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই—সন্ত রাজের বিমল বন্দনায় ভূষিত হইয়াছেন—তিনি সর্ব্বত্র মহারাজজী নামে পূজিত হইয়াছেন—কিন্তু তথাপি তাঁহার শ্রীসদ্গুরু পাদপদ্ম মিলন রূপ দিব্য প্রসঙ্গটি—শ্রীরামবল্লভার অযাচিত প্রেম বিস্তারে—বিমল মর্য্যাদার দিব্য সোপান স্বরূপ—জন হৃদয়ে চির মধুর হইয়া রহিল! মহারাজজীর হৃদয়

এই অনন্ত ভজনানন্দী দিব্য সদ্‌গুরুর পদ-পঙ্কোজের মকর সুধায় নিমজ্জিত হইবার বিমল বাসনায় উৎকণ্ঠিত! মহারাজজী সতত এই চিন্ময় ধ্যান মগ্ন হইয়া—চিত্রকূটের পথে পথে আপন মনে আপনি বিচরণ করিতেছেন।

বাস্তবিক মহারাজজীর অব্যক্ত প্রেম চরিত্র সর্ব্ব ভাব ও ভাষা পর! ইহা আপ্তকাম হইয়াও যেন আপ্তকাম নহে—পূর্ণ হইয়াও যেন পূর্ণ নহে—হৃদয়ে হৃদয়ে অনন্ত সেবার দীন ভিখারী হইয়া—মহারাজজী মুগ্ধ মানসে শ্রীযুগল রাস সমারোহ অবলোকন করিতে করিতে অবশেষে একদা মন্দাকিনীর তটে এক নিভৃত কুঞ্জ দ্বারে উপনীত হইলেন!

অরুণ প্রভাতের চিন্ময় রাগে মন্দাকিনীর বেলা ভূমি তখন অনুরঞ্জিত হইয়াছে—বনে বনে বিহঙ্গ দলের কণ্ঠ-সুধায় ভৈরবীর মধুর রসায়ণ ক্ষরিত হইতেছে—দিকে দিকে কুসুমিত কুঞ্জের দিব্য সুরভি আকাশ বাতাস আমোদিত করিয়াছে—কুঞ্জে কুঞ্জে অনন্ত বৈরাগীর বিমল ভজন-সুধায় অখণ্ড ভুবন পরিতৃপ্ত হইয়াছে—এমত সময়ে চিত্রকূটের এক নিভৃত কুঞ্জ দ্বারে—একটি দিব্য বালক ব্যাকুলিত নয়নে কাহার প্রতি অবলোকন করিতেছেন! বীণ মৃদঙ্গ করতাল সহকারে—কুঞ্জে শ্রীযুগল সরকারের প্রথম যামের দিব্য আরতি অনুগীত হইতেছে! বিমল আপ্তকাম সন্ন্যাসীর মুগ্ধ কণ্ঠে—আপনার সমগ্র সত্ত্বা—শ্রীযুগল ভজন মাধুর্য্যে নিঃশেষিত করা—কী অনুপম আরতি! তুলসীর দিব্য গাঁথায় সেই চিন্ময় প্রেম নিবেদনটি—অনন্ত ভজনানন্দীর হৃদয়ের চির-কণ্ঠহার হইয়া রহিল!

দিব্য বালক অনন্ত হৃদয়ে সাধুর সেই আত্মনিবেদনের বিমল বন্দনার সহিত ওতপ্রোত হইয়া যেন আপন মনে গাহিতেছেন—

ঐসী আরতি রাম কি করাহি মন।
হরণ দুঃখ দ্বন্দ্ব গোবিন্দ আনন্দ ঘন॥

অচর চর হরি রূপ সর্ব্বগত সর্ব্বদা
বসত ইতি বাসনা ধূপ দিজৈ।
দীপ নিজ বোধ গত ক্রোধ-মদ-মোহ-তম
প্রৌঢ় অভিমান চিত বৃত্তি ছিজৈ॥
ভাব অতিশয় বিশদ প্রবর নৈবেদ্য শুভ
শ্রীরমণ পরম সন্তোষকারী।
প্রেম তাম্বুল গত শূল সংশয় সকল বিপুল
ভব-বাসনা বীজ হারী॥
অশুভ শুভ ঘৃত পূর্ণ দশ বর্ত্তিকা
ত্যাগ পাবক সতো গুণ প্রকাশম্।
ভক্তি বৈরাগ্য বিজ্ঞান দীপাবলী
অর্পি নিরঞ্জন জগ নিবাসম্॥
বিমল হৃদি ভবন কৃত শান্তি পরজঙ্ক শুভ
শয়ন বিশ্রাম শ্রীরাম বায়া।
ক্ষমা করুণা প্রমুখ তত্র পরিচারিকা
যত্র হরি তত্র নহি ভেদ মায়া॥
আরতি নিরত সনকাদি শ্রুতি শেষ শিব
দেব ঋষি অখিল মুনি তত্ত্ব দরশী।
যো করহ সো তরহ পরিহরহ কাম সব
বদত ইতি অমল মতি দাস তুলসী॥

অর্থাৎ—হে মন, তুই এইরূপে শ্রীরামের আরতি কর! তোমার গোবিন্দ আনন্দঘন—সর্ব্ব দুঃখ দ্বন্দ্ব হারী!

চরাচর বিশ্বরূপই শ্রীরামের—তিনি সর্ব্ব গত—সর্ব্ব ভূতস্থিত—এই

দিব্য বাসনা রূপ ধূপ জ্বালাইও—এবং আত্মজ্ঞান রূপ চিন্ময় দীপ প্রকাশিত কর দেখিবে—সমগ্র অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইয়াছে এবং তাহার সাথে সাথে প্রৌঢ় অভিমান, কাম, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি দূর হইয়াছে!

অতঃপর নির্ম্মল ভাবই হইল শ্রীরমণের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য! তিনি সর্ব্বদাই ভক্তি-ভাব প্রিয়! অনুরাগ তাম্বুল সেই নৈবেদ্যে সকল ক্লেশ নাশ করে তথা সর্ব্ব কাম বীজ চির তরে হরণ করে!

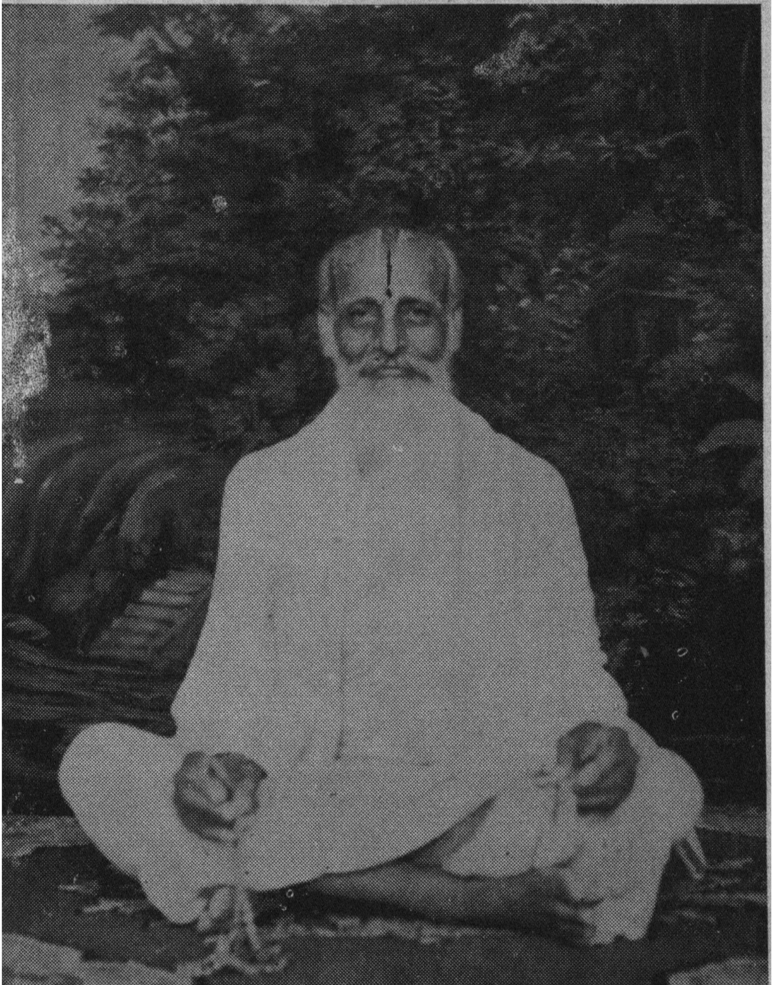
শুভাশুভ কর্ম্মরূপী ঘৃত পূর্ণ দশেন্দ্রিয় রূপ দশটি বাতি আছে—উহাতে ত্যাগ রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত কর - এই ত্যাগই সমগ্র সত্ত্বগুণকে প্রকাশ করিবে এবং তখন দেখিবে ভক্তি, বৈরাগ্য, বিজ্ঞানরূপী দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিয়াছে - সেই দিব্য দীপমালিকার আরতি পরমাত্মাকে অর্পণ কর!

অনন্তর এইরূপ ভক্তি, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান উদয়ে হৃদয় মন্দির যখন নির্ম্মল হইয়াছে—তখন দেখিবে সুন্দর শান্তি রূপী পালঙ্ক উহাতে স্থিতা। সেই শান্তি পর্য্যঙ্কই শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্রাম শয়ন জানিবে। তথায় দেখিবে ক্ষমা, দয়া প্রমুখ প্রধান প্রধান পরিচারিকা শ্রীভগবানের বিশ্রাম কালে সেবা কার্য্যে নিযুক্তা এবং সেই দিব্য বিরাম কুঞ্জে ভেদ মায়ার কোন স্থান নাই!

সমগ্র ব্রহ্মদর্শী সনকাদি মুনীশ্বর, বেদ, শেষনাগ ও শিব ভগবান শ্রীরামের এইরূপ আরতি নিরন্তর করিতেছেন। তুলসীদাস বলিতেছেন, সমস্ত নির্ম্মল বুদ্ধি ব্যক্তিও এইরূপ বলেন যে, যিনি কামনা ত্যাগ করিবেন, তিনি এই ভব সংসার পার হইবেন!

সাধুর নয়ন সন্মুখে শ্রীযুগল রাঘবেন্দ্র সরকার অখণ্ড আনন্দ ধারায় বিভূষিত—যুগল কণ্ঠে সুবাসিত মালতীর মালা—শ্রীঅঙ্গে চিন্ময় ভূষণ - অধরে অধরে পরম তৃপ্তির মধুর বিলাস—দিব্য প্রসন্নময় কঞ্জ নয়নে অভয় করুণার মুগ্ধ ধারা! শ্রীবিগ্রহের পূজা পাত্রে দধি ক্ষীর ননী ছানা ও সুগন্ধ বারি সুরক্ষিত। পঞ্চ প্রদীপে আপ্তকাম সাধু ইষ্টের আরতি করিতেছেন!

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম



রসরসিকাচার্য্য

অনন্তশ্রী বিভূষিত রামজীবন শরণজী মহারাজ।

মহারাজজী অপলক নেত্রে—এই সর্ব্বেন্দ্রিয়ে দিব্য আরতি নিরত সাধুর সরসিত তনুখানি অবলোকন করিতেছেন আর তাঁহার মনে হইতেছে যে কুঞ্জের সাধু—দিব্য ভাবে তাঁহার আরতির সাথে যেন পূর্ণরূপে এক তনু হইয়াছেন !

বাস্তবিক মহারাজজী স্বয়ং দিব্য ভাগবতী তনুতে চির মধুর হইয়াও—আজ কাহার বিহ্বল প্রেরণায় আর একটি চিদানন্দময় তনুর বিমল আকর্ষণে মুগ্ধ চিত্ত হইলেন !

মহারাজজী কুঞ্জ দ্বার হইতে উদার সন্ত মূর্ত্তি দর্শনে সহসা সম্বিৎ হারা হইলেন—এক জ্যোতির্ম্ময় ধারায় তাঁহার হৃদয়ের সমগ্র প্রেমসিন্ধু—তাঁহার স্নেহ-বিগলিত মুখমণ্ডলে আশ্রয় করিল—অকারণ পুলকে তাঁহার নয়নে বহিল—অসীম আনন্দের তৃপ্তি ধারা—অঙ্গে অঙ্গে প্রদীপ্ত হইল—অনন্য শরণের দীন প্রার্থনা !

এদিকে অচিন্ত্য মংগল ধারায় দিব্য মহাত্মার মন-মুকুরে—মহারাজজীর অনন্য হৃদয়ের কাতর উৎকণ্ঠাটি গুঞ্জরিত হইয়াছে ! কাহার অধীর আগ্রহে—সেবা কাতর মহাত্মার চিত্ত আজ ব্যাকুলিত হইল—কাহার অচপল নেত্রের করুণা ক্রন্দনে—মহাত্মা সহসা অন্তরের অন্তরে চঞ্চল হইলেন—তাঁহার কর করকমলের পঞ্চ প্রদীপ সহসা যেন যতি হারাইল।

মহাত্মা মনে মনে ধীর চিত্ত হইতে চেষ্টিত হইলেন—কিন্তু হায় ! কাহার অব্যক্ত আকর্ষণে মহাত্মা স্থির হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল—অপলক নয়নে—কে যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে—কে যেন চির আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া তাঁহার বক্ষে ছুটিয়া আসিতেছে ! এই অনন্ত বাৎসল্য-করুণায় মহাত্মার নয়ন দুইটি সরসিত হইল—সেবা কার্য্যের মধ্য পথে সহসা একবার প্রেম পুলকিত নয়নে—তিনি কুঞ্জ দ্বার প্রতি অবলোকন করিলেন !

কিন্তু সহসা এই ব্যাকুল দর্শনে মহাত্মার এ কী হইল ! মহাত্মার দিব্য

নয়ন দুইটি কাহার সহিত মিলিত হইল! মহাত্মা সহসা এক দিব্য বালকের চিন্ময় স্বপ্ন রাজ্যে নিমজ্জিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে দুইটি প্রেমকাতব বিদ্যুৎ পুঞ্জের মহামিলনে - অখিল পরিবেশ দিব্য ভাবনায় স্তব্ধ হইল!

ধীবে ধীরে শুভ অবসরে উভয়ের হৃদয় স্থির হইল—কিন্তু তথাপি মহাভাবের দিব্য পবশে সেই অনাবিল স্থৈর্য্যে অপরিসীম আনন্দের কী ব্যাকুল বৈভব। দুইটি বিমুগ্ধ সত্বাই—কাহাব বিমল প্রেবণায়—আপন আপন সুস্মিত ধারায় দিব্য দিশায় বহিয়া চলিলেন!

কুঞ্জবাসী মহাত্মার মনে হইল তিনি পূর্ব্বে এরূপ দিব্য বালক কখনও অবলোকন কবেন নাই—শ্রীরামবল্লভার চিন্ময় মাধুর্য্যে বালকের সমগ্র তনুখানি সবসিত—যেন অচিন্ত্য লীলা বিলাসিনী শ্রীকিশোরীজী ঐ বালকের রূপ পবিগ্রহ কবতঃ তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে—তাঁহারই কুঞ্জ দ্বারে আপনি আসিযা দাঁডাইয়াছেন। কী বিচিত্র করুণা কোমল বালকের চিন্ময় মূর্ত্তি—বাস্তবিক ইহা সর্ব্বতোভাবে ইষ্ট মূর্ত্তি অপেক্ষা অধিক সমুজ্জ্বল – অধিক মধুর—অধিক প্রাণস্পর্শী।

অপর পক্ষে বালকও দেখিলেন—এক অভিনব ঐশ্বর্য্যের বিমল পাদপীঠে—বহু জন্মেব অবিচ্ছেদ্য সংস্কারে—তাঁহার এই দিব্য মহাত্মার দর্শন লাভ হইয়াছে। মহাত্মার পবম প্রসন্নময় উদাব নযনে—বালক যেন তাঁহার সমগ্র মনোবথ প্রাপ্ত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে—কয়েক মুহূর্ত্তের দিব্য অবসানে—মহাত্মার সেবা কার্য্য বিশ্রাম লাভ কবিল! মহাত্মা এক অব্যক্ত প্রেম ধারায় ভাব-বিহ্বল পদ সঞ্চারে—কুঞ্জ দ্বারে উপনীত হইলেন এবং সহসা পূর্ণ হৃদয়ে বালককে নিবিড ভাবে বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন!

বৃদ্ধ মহাত্মা ও চিন্ময় বালকের অকাবণ আনন্দাশ্রুর মিলনে—শ্রীরামবল্লভার দিব্য মধুর লীলা সূচিত করতঃ—বালকের হৃদয়ে হৃদয়ে

স্ফুরিত হইল—বিমল আনন্দের মধুর কল্লোল ধ্বনি! দিব্য বালকের অন্তরের সেই চিন্ময় ভাবরাশির মুগ্ধ প্রকাশে—সমগ্র পরিবেশ যেন স্বতোৎসারিত ধারায় গাহিয়া উঠিল—

* চিত্‌তো যখন মিলবে এসে ঐ কোমল প্রাণে।
কুঞ্জ কথা বারে বারে পড়বে আমার মনে॥
নিত্য প্রেমের যুগল রাখী
হিয়ার মাঝে উঠবে জাগি
সেই গানে মোর গানের খেয়া ভাসবে অকারণে॥

কল্প লোকের দিব্য সেবা মধুর রসে ভরা।
মঞ্চ পরে বসবে সুখে যুগল তৃপ্তি ঝরা॥
মোহন রাসে মুগ্ধ হ'য়ে
পীযূষ পানে রব ছেয়ে
কান্ত চরণ সঙ্গ সুখে মজবো ক্ষণে ক্ষণে॥

---

*মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অন্য রূপ।

আট

শ্রীরামবল্লভার মানস পুত্র মারুতি মহারাজের করুণা সরসিত দিব্য বাৎসল্যে মহারাজজী আচার্য্য পরম্পরার মোহন মার্গে সুখে উপনীত হইলেন! বাস্তবিক অচিন্ত্য লীলাময়ী শ্রীরামবল্লভা—মারুতি মহারাজের হৃদয়ে সুখের নিবাস করতঃ নিরন্তর সন্ত সেবায় ব্যাকুলিত—এক্ষণে উপযুক্ত অবসরে চিত্রকূট ধামের এক নিভৃত কুঞ্জে—দিব্য রূপ ধারণ করতঃ

আপন কিঙ্করী হেতু অপেক্ষা করিতেছিলেন—মহারাজজী তাঁহারই ইচ্ছিত লগ্নে—কুঞ্জ দ্বারে উপনীত হইয়া সেই শুভ মিলন পূর্ণ করিলেন !

কুঞ্জ স্বামী অনন্ত শ্রীবামজীবন শরণজী মহারাজ—শ্রীযুগল উপাসনা মার্গের চিন্ময় সাধক—শ্রীধাম অযোধ্যা নিবাসী অখণ্ড মাধুর্য্য সম্পন্ন সন্ত শিরোমণি অনন্ত শ্রীজানকীবব শরণজী মহারাজের অনন্য কৃপাপাত্র ! বাস্তবিক এই মহাত্মাকে দর্শন মাত্রে মন অযাচিত আনন্দে ডগমগ করিতে থাকে—হৃদয় প্রকোষ্ঠ হইতে বিমল ভজন ধারা আপনি ক্ষরিত হয় ! মহাত্মাব অঙ্গে অঙ্গে সুরসিক আচার্য্যের সম্যক প্রকাশ—দীর্ঘ তনুখানি আপ্তকাম প্রেমে অনুরঞ্জিত-করুণাসিক্ত মুখমণ্ডলটি অনন্য ভক্তের দিব্য কান্তিতে সমুজ্জ্বল-মহাত্মার মধুর ব্যক্তিত্বে দিব্য ঐশ্বর্য্যের বিমল লক্ষণ কণে কণে উদ্ভাসিত।

মহাত্মার দিব্য দর্শনে বালকের এ যাবৎ কালের সমগ্র ধারাগুলি যেন সহসা দিক পরিবর্ত্তন কবিল—তাঁহাব ভজন মুখব শতমুখী প্রতিভা সহসা যেন কাহার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল—কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায় মহারাজজীর সমগ্র চেতনা একমুখী হইল—তাঁহার চিত্ত মন—এক উজ্জ্বল রস বিশেষের দিব্য আস্বাদনে জর জব হইল !

এক্ষণে সহসা এই দিব্য ভাব বৈদগ্ধে—যে জ্যোতির্ম্ময় অলোকপুঞ্জে মহারাজজীর সমগ্র তনুখানি অনুরঞ্জিত হইল—তাহার দর্শনে চিত্রকূট বাসী মহাত্মা বালকের অন্তরের—সমগ্র পরিচয় লাভ করিলেন। মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক—কিন্তু অনন্য ভজন মার্গে কী বিমল একাগ্রতা—অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যে কী দিব্য নিষ্ঠা—নিষ্কাম সেবা মাধুর্য্যে কী উদার ব্যাপকতা ! বাস্তবিক দিব্য বালকটি অনন্ত জীবনের সিদ্ধ ভজন-ভাবনার চরিতার্থ প্রকাশে পরম সমুজ্জ্বল—প্রমুদিত লোকচরিত্রের কনক শৃঙ্খলে অবগুণ্ঠিত হইয়া—বালক আনন্দ মার্গের দিব্য পথিক ! মহাত্মা সরল বালকের এই চিন্ময় পরিচয় লাভে—নিঃসীম মাধুর্য্যের গহন তলে যেন কোথায়

সহসা আপনারে হারাইলেন ! এবং চকিতে এই অব্যক্ত ভাবদশায় মহাত্মা বালকের শিরদেশ স্পর্শ করিতেই—তাঁহার মুখপদ্ম হইতে স্বতোৎসারিত ধারায় শ্রীরামমন্ত্র উচ্চারিত হইল !

বাস্তবিক কী অলৌকিক কৌতুক নাট্য ! কাহার করুণা ঈক্ষণে—দুইটি দিব্য ভাব সত্তায় কী চিন্ময় সংবেদন - কী বিহ্বল আনন্দের দিব্য স্ফুরণ ! বস্তুত তাহা না হইলে মহাত্মার কণ্ঠে সহসা কেন মহামন্ত্র উদ্গীত হইল। অনন্য প্রেম পাত্রের নিকট এই মহামন্ত্রটি—সামান্য দুই একটি বর্ণ সমন্বিত একটি লৌকিক শব্দ নহে— ইহা যে তাঁহার নিকট অশেষ রহস্যের দিব্য নিধান— ইহা যে অশেষ আনন্দের কুসুমিত কানন !

এদিকে মহাত্মার অব্যক্ত ভাব উন্মোচনে—বালকের এ কী হইল! এক দিব্য আলোক মালার বিমল দ্যুতি দেখিতে দেখিতে—বালক উল্লসিত হইল—এ যেন এক নিদ্রিত পুরীর অকস্মাৎ জাগরণ হইল। এক অখণ্ড রসঘন দিব্য উল্লাস—বালকের সমগ্র চিত্ত-মনে যেন বহিয়া চলিল। বালক সম্বিৎ হারা হইয়া—অন্তরের এই অখণ্ড মাধুর্যে প্রবেশ করিলেন—এবং এই চিন্ময় ভাব দশায় তাঁহার স্মৃতিপটে ভাসিয়া আসিল সামবেদ কৃত শ্রীরাম মন্ত্রের দিব্য বন্দনা—

স্বপ্রকাশঃ পরমজ্যোতিঃ স্বানুভূত্যৈক চিন্ময়ঃ।
তদেব রামচন্দ্রস্য মনোরাদ্যক্ষরং স্মৃতং॥
অখণ্ডৈক রসানন্দস্তারকং ব্রহ্ম সংজ্ঞকং।
রামায় ইতি স বিজ্ঞেয় সত্যানন্দ চিদাত্মকঃ॥
নমঃ পদং স বিজ্ঞেয় পূর্ণানন্দৈক বিগ্রহঃ।
সদা নমন্তি হৃদয়ে সর্বে দেবা মুমুক্ষবঃ॥

—শ্রীরাম মন্ত্রের প্রথম অক্ষর স্বপ্রকাশ পরম জ্যোতি চিন্ময় স্বানুভব বস্তু। শ্রীরাম অখণ্ড একরস ব্রহ্ম—নমঃ পদ পূর্ণানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ—

ইহাই শ্রুতিতে তারক ব্রহ্ম সজ্ঞায় অভিহিত—সমগ্র দেবতা ও মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদাই এই মহামন্ত্রকে বন্দনা করেন।

মহাত্মার বিমল স্পর্শে দিব্য বালক মহামন্ত্রের সমগ্র রহস্য জাল বিদিত হইলেন এবং মন্ত্রের বিমল সত্তায়—আপন সত্তা নিমেষ মাত্রে লয় করিলেন।

কিন্তু অখণ্ড আনন্দ বিলাসিনী শ্রীকিশোরীজীর—দিব্য লীলার ইহাই শেষ নহে। পরক্ষণে যে বিচিত্র প্রকাশে শ্রীকিশোরীজী মহারাজজীর দিব্য জীবনটি মণ্ডিত করিলেন—তাহা আমরা অচিরেই লক্ষ্য করিব।

ঐ দিন রাত্রে কুঞ্জ স্বামী এক দিব্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন! স্বপ্নে মহাত্মা দেখিলেন যে শ্রীকিশোরীজী তাঁহার শিয়রে আসিয়া বলিতেছেন—সাধু! নবাগত বালকের—দিব্য সন্ন্যাসের ধারায় এখনও পূর্ণ সংস্কার লাভ হয় নাই—চিদানন্দময় ভাগবত ধর্ম্মের বিচিত্র প্রেম লীলায় বালক অচিরেই আমার প্রিয় সখী প্রেমলতার নিকট গমন করিবে। ত্রিপাদ বিভূতিময়ী শ্রীধাম মিথিলা পুরীতে প্রেমলতা এই দিব্য বালকের অপেক্ষায় অনন্য ভজন ভাবনায় নিমগ্ন। বালক সেই গুরুপাদপদ্মে বিমল সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়া নিজ নাম ও স্বরূপে শ্রীযুগল রস মাধুর্য্যের নিত্য সেবায় আত্ম ধর্ম্ম বিস্তার করিবে—ইহাই আমার দিব্য লীলার চিন্ময় নিবেদন—ইহাই অনন্য করুণার বিমল অবদান!

শ্রীকিশোরীজীর দিব্য কথন এই খানেই শেষ হইল এবং তাহার সাথে সাথে মহাত্মারও স্বপ্ন দর্শনও টুটিয়া গেল—তিনি জাগ্রত দশায় পার্শ্ববর্ত্তী শয্যাপরে নিদ্রিত বালকের দিব্য রূপ খানি প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলেন—বালকের অধরদ্বয়ে মৃদু হাসির রেখা অবলোকন করতঃ মহাত্মা ততোধিক বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। মহাত্মার মনে হইল বালক তাঁহার সুখ স্বপ্নের সকল রহস্য বিদিত হইয়াছে—তাহাই তাঁহার বিমল অধর হাস্যে সূচিত হইতেছে! মহাত্মা কোনরূপে আপন হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করতঃ সেই রাত্রিটি বিহ্বল দশায় ব্যতীত করিলেন!

উষালগ্নে বালক নিদ্রোত্থিত হইলে—মহাত্মা বিমল আনন্দ সমারোহে বালককে হৃদয়ে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—ধন্য বালক! তুমি ধন্য! ধন্য তোমার পিতামাতা! ধন্য তোমার বিমল সংস্কার! স্বয়ং জগজ্জননী জানকীজী দিব্য লীলায় তোমার সর্ব্ব যোগক্ষেম বহন করিতেছেন—তুমি শ্রীকিশোরীজীর অনন্য প্রিয় পাত্র—তাঁহার ইচ্ছায় তোমায় অচিরেই শ্রীমিথিলাপুরী গমন করিতে হইবে—সেথায় তুমি দিব্য আচার্য্য প্রসঙ্গে নিত্য লীলায় প্রবেশ করিবে!

দিব্য ভাবাবেশে—মহাত্মা ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে পারিলেন না—অকারণ পুলকে বালকের নীরব অশ্রু মালায় মহাত্মার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। অনন্য প্রেমের মহামিলনে দুইটি আপ্তকাম ভাগবৎ তনু—চিন্ময় বাৎসল্য ধারায় চির নিমজ্জিত হইল।

নয়

অনন্য শ্রীযুগল উপাসক শ্রীরামজীবন শরনজী মহারাজের দিব্য কৃপা কটাক্ষে মহারাজজীর হৃদয়ে বিমল কৈঙ্কর্য্যরাশির সুখময় ধারাগুলি প্রদীপ্ত হইয়াছে। সাধকোত্তমের—এই অনন্য-পরায়ণ রুচির মার্গে—ভক্ত-ভগবানের অখিল সম্বন্ধ নিত্য সুখে প্রবাহিত! ভক্তের এই সেবা নিকুঞ্জে ভগবান ব্যতিরেকে আর কেহই নাই—জগতের সমগ্র ঐশ্চর্য্য—সমগ্র লৌকিক সম্বন্ধ—ইষ্ট চরণে নিবেদিত হইয়া—ভক্ত যে অনন্য সেবায় নিরন্তর ভাসিয়া চলে তাহার মুগ্ধ পরিচয় মহামতি তুলসী কথিত জীবাচার্য্য লক্ষ্মণের বিমল নিবেদনটি চির মধুর হইয়া রহিল!

শ্রীরামের সাথে লক্ষ্মণ বন গমনে উদ্যত হইলে—আনন্দকন্দ ভগবান প্রসঙ্গতঃ আপন ভক্তের অনন্য চরিত্র আস্বাদন হেতু তাঁহাকে লীলাচ্ছলে

বলিলেন—হে বীর ! তুমি যদি সত্য সত্যই আমার সহিত দ্বাদশ বর্ষ বনবাস গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা কর—তাহা হইলে এই বিষয়ে তুমি তোমার জননীর সম্মতি লইয়া আইস ।

জীবননাথ শ্রীরামের এই মর্ম্ম বাণী শ্রবণ করতঃ দীন বিনম্র বচনে অনুজ লক্ষ্মণ প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন—

গুরু পিতু মাতু ন জানউ কাহু ।
কহউ সুভাউ নাথ পতি আহু ॥
জাঁহা লাগি জগৎ সনেহ সগাই ।
প্রীতি প্রতীতি নিগম কছু গাই ॥
মোবে সব একই তুম্হ স্বামী ।
দীনবন্ধু উর অন্তর যামী ॥

অর্থাৎ—বারেক ফিরাও আঁখি শুন এই বালকের কথা ।
অন্তরযামী প্রভু মোর বিদিত সকলি নহে কল্পকথা ॥
এ দীন সেবকের স্বামী গুরু পিতা মাতা পরিবার ।
শ্রীরাম চরণ পদ্ম পরম উদার—নহে অন্য কিছু আর ॥
জগতে যত প্রীতি বেদ বিধি করিল বিস্তার ।
মোর লাগি সে সকলি শ্রীরাম জীবন নাথ
নহে নহে অন্য কিছু আর ॥

লক্ষ্মণের ন্যায় দিব্য কৈঙ্কর্য্য-পরায়ণ ভজন-ভাবনায—মহারাজজীর হৃদয় বীণা নবীন সুরে ঝংকৃত হইয়াছে ! মহাত্মার দিব্য উপদেশে মহারাজজী নিত্য স্বরূপানন্দের চিন্ময় বেলাভূমিতে উপনীত হইযাছেন ! শ্রীকিশোরীজী স্বয়ং আপন মনোমত ইচ্ছায় আপন দিব্য বালার লোক চরিত্রের চিন্ময় রূপ রেখাগুলি রঞ্জিত করিলেন—মহারাজজীকে ইহার জন্য কোনরূপ

প্রচেষ্টা করিতে হইল না—তাঁহার বিচিত্র জীবন তটে—নিত্য মাধুরী-লীলার দিব্য তরঙ্গগুলি একটির পর একটি করিয়া আপনি কল্লোলিত হইতে লাগিল! মহাভাবের এতটুকু উদ্দামতা মহারাজজীকে দিব্য সারল্য হইতে পৃথক করিতে পারিল না—পরম প্রশান্তিময় দিব্য সাবলীল ধারায় মহারাজজী আপ্তকাম সুখে চিন্ময় মহাভাবের সমগ্র ঐশ্চর্য্য-রাশি—আপনার দিব্য মাধুর্য্যে অবগুণ্ঠিত রাখিলেন!

মহারাজজী—শ্রীধাম মিথিলায় যাইবার দিব্য আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন—শুভ অবসর আপনি আসিয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে উপনীত হইয়াছে—দিব্য বালক সেই মংগল অভিসারে যাইবার জন্য আচার্য্য পাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে মহারাজজী ভাব গদ্ গদ্ কণ্ঠে করুণাময় স্বামীর নিকট জীবনের পাথেয় স্বরূপ—শ্রীরাম চরণে—মঞ্জুল ভাব-ভক্তির বিমল উপদেশ প্রার্থনা করিলেন!

দিব্য বালকের মুগ্ধ প্রার্থনায় মহাত্মার হৃদয় শ্রীরাম প্রেমে বিগলিত হইল—অকথ ভাবদশায় তাঁহার নয়ন যুগল ব্যাকুল হইল—কিন্তু এক্ষণে সময় ও সংযোগ বিচার করতঃ মহাত্মা কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ প্রিয় পাত্রকে বলিলেন—হে সৌম্য দর্শন চিন্ময় প্রেমাতুর বালক! তোমার দিব্য উৎকণ্ঠায় আমি পরম প্রসন্ন হইলাম। তোমার সমগ্র চরিত অশেষ জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত—তুমি দিব্য চরিত্রে স্বয়ং কিশোরীজীর চিন্ময় বিগ্রহ—তুমি চির আপ্তকাম সাধু—তোমার মংগল লীলায় অচিন্ত্য রসামৃতপূর্ণ দিব্য ভাগবত ধর্ম্ম কাণায় কাণায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে! তথাপি তোমার মংগল প্রশ্নে আমার হৃদয়ে এক্ষণে একটি দিব্য স্মৃতি জাগরিত হইল! তোমারই মত একদা মহামতি অগস্ত্য—হনুমানজীর চরণে ঐ একই প্রশ্ন রাখিয়াছিলেন—অদ্য এই মুগ্ধ লগনে—নিজ বাণী পবিত্র করিবার বাসনায়—তোমার নিকট সেই অগস্ত্য ও মারুতি

বৈদেহী বল্লভো নিত্যং কৈশরে বয়সি স্থিতঃ।
এবং ভূতশ্চ জ্ঞাতব্যো রামরাজীব লোচনঃ॥

স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণতো ভিন্নং কোষাচ্চ পঞ্চকাৎ।
জাগ্রৎস্বপ্নাদ্যবস্থানাং সাক্ষীভূস্ত সর্ব্বদা॥
চিদানন্দময়ং নিত্যং দিব্য বিগ্রহ সংযুতং।
অখণ্ডৈকৈঃ রসশ্চৈব কৈশরে বয়সি স্থিতঃ॥
দ্বিভূজং সত্ত্বসম্পন্নমীশ সেবা প্রবোজনং।
প্রভো নিয়াম্যং শেষ ত্বং জ্ঞাতব্যং স্ব স্বরূপকম্॥

সর্ব্বভূতে দয়াচৈব সর্ব্বত্র সমদর্শনং।
অন্যত্রানিন্দনশ্চৈব স্বেষে স্নেহাধিকং তথা॥
গুরাবীশ্বর বুদ্ধিশ্চ তদাজ্ঞাপরিপালনং।
স্বেষস্য তজ্জনানাঞ্চ সেবনং মায়য়া বিনা॥
প্রভো কৃপাবলম্বিতং ভোক্তব্যং তদ্ সমর্পিতং।
সচ্ছাস্ত্রেষু বিশ্বাসঃ প্রাপ্তি উপায়মিহোচ্যতে॥

প্রারব্ধং পরিভূজ্যাথ ভিত্বা সূর্য্যাদি মণ্ডলং।
প্রকৃতে মণ্ডলং ত্যক্ত্বা স্নাত্বা তু বিরজাম্ভসা॥
স্ববাসনং দেবদ্বয়ং বিসৃজ্য বিরজো ভবেৎ।
অতিবেগেন ত্বাং তীর্ত্ত্বা প্রাপ্য সাকেতকং তথা॥
প্রবিশ্য রাজমার্গেন সপ্তাবরণ সংযুতং।
নানা রত্নময়ং দিব্যং শ্রীরামভবনং শুভং॥
তত্র শ্রীচন্দ্রকলাদ্যৈশ্চ সেব্যমানং মহাপ্রভুং।
বিরজমান বৈদেহ্যা রত্ন সিংহাসনং শুভে॥

সভাবনয়া শ্রীরামং প্রাপ্য সর্ব্ব সুখপ্রদং।
পরানন্দময়ো ভূত্বাবস্থানং ফলমুচ্যতে॥

অনাত্মন্যাত্ম বুদ্ধিস্তু স্বাত্মশেষ ত্বং ভাবনা।
ভগবদ্দাসবৈমুখ্যং তদাজ্ঞো লঙ্ঘনং তথা॥
ব্রহ্মেশেন্দ্রাদি দেবানামর্চ্চনং বন্দনাদিকং।
অসচ্ছ্রাস্ত্রাভিলাষঞ্চ সচ্ছ্রাস্ত্রস্যাবমাননম্॥
মর্ত্ত্য সামান্য ভাবনে গুর্ব্বাদৌ নাতিগৌরবং।
স্বাতন্ত্র্যং চাপ্যহংকারো মমকারস্য তথৈব চ॥
দ্বাদশী বিমুখত্বঞ্চ হ্যকৃত্য করণং তথা।
জ্ঞেয়ং বিরোধিরূপন্তু স্বস্বরূপস্য সর্ব্বদা॥
এবং তত্ত্বঃ পরিজ্ঞানাদাচার্য্যানুগ্রহেন হি।
তৎক্ষণাৎ জানকীনাথে প্রীতিঃ নিত্যাভিজায়তে॥

অস্যাধিকারিণো লোকে কেঽপি কেঽপি মহামুনে।
অতঃ সর্ব্ব প্রযত্নেন গোপনীয়ং সদৈব হি॥
য ইদং ধারয়েৎ ভাবং সম্বন্ধাক্ষ্যমনুমম্।
ধন্য ধন্য তরো লোকে স এবৈকো বিনির্শ্চিত॥

শ্রুত্বা হনুমদ্বাক্যং পরমানন্দদায়কং।
প্রশংস্য বহুধা তমৈব প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ॥
তদাজ্ঞামভিগম্যাথ কৃতার্থাশ্ছিন্নঃ সংশয়।
জগম আশ্রমং বিপ্রো মুনিবর্য্যগণৈঃ সহ॥

মহাত্মার কণ্ঠে—অগস্ত্যের নিকট মারুতি মহারাজের দিব্য উপদেশটি পরতত্ত্বের সমগ্র প্রকাশে—দিব্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল! ভাবমুগ্ধ বালক

মন্ত্রপূত বাণীগুলি যেন এক অঞ্জলিতে পান করিলেন এবং যথার্থই জীবনের পরম পাথেয় লাভে কৃতকৃত্য হইলেন! মহৎ কারুণ্যে উক্ত পরাভক্তি পূর্ণ দিব্য সংবাদটি বালকের হৃদয়ে চির গ্রথিত হইয়া রহিল!

দিব্য বালক অনন্তর শ্রীরাম প্রীতির মহামণি বক্ষে ধারণ করতঃ শান্ত চরণে শ্রীধাম মিথিলার পথে যাত্রা করিলেন—তাঁহার চিন্ময় মংগল কামনায় চিত্রকূট বাসী সমগ্র সন্তবৃন্দের—দিব্য আশীর্ব্বাদ-পুণীত আনন্দ ধারায় দিকে দিকে ধ্বনিত হইল—বিমল বাণীর মুগ্ধ মূর্চ্ছনা—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অর্থাৎ—উহা (পবব্রহ্ম) পূর্ণ নাম রূপস্থ ব্রহ্ম পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন, পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণ পবব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

দশ

পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনীর চিন্ময় বিলাস বৈভবের নিত্য লীলা নিকেতন—শ্রীধাম চিত্রকূট ও মিথিলার মধ্য পথে—তাহাদের হৃদয় স্বরূপিনী শ্রীধাম অযোধ্যা বিরাজিত! অযোধ্যার দক্ষিণ ভাগে চিত্রকূট ও বামাঙ্গে মিথিলা। বাস্তবিক চিত্রকূট—অযোধ্যা ও মিথিলা—এই তিনটি পরম অপ্রাকৃত নিত্য ধাম—অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয় শ্রীরামের চিন্ময় অভিব্যক্তির মোহন রূপ! পুরুষোত্তম শ্রীরাম অনন্য সখী-মঞ্জরী সহ নিজ নিত্য রূপে শ্রীধাম অযোধ্যায় মহারাস লীলায় নিমজ্জিত হইয়াও—তাঁহার

পরানন্দময় স্বরূপ বৈভবে—অনন্য ভক্তি ও ভক্ত রূপে—শ্রীধাম মিথিলা ও চিত্রকূটে নিত্য লীলায়িত! ইহাই সগুণ সাকার চিন্ময় ব্রহ্ম শ্রীরামের—ভক্তি—ভগবান ও ভক্তে—অনন্য বিলাস! শ্রীধাম চিত্রকূট হইল—শ্রীভগবানের নিত্য অংশে—দিব্য সংস্কার প্রাপ্ত প্রসন্ন জীবের সিদ্ধ আসন ও অনন্য প্রেম-প্রীতি-দয়া-করুণা-বাৎসল্য-মধুর-শৃঙ্গার-সেবা. প্রমুখ অষ্ট সখী সহ বৈদেহী শ্রীরামবল্লভার নিত্য নিকুঞ্জ হইল—শ্রীধাম মিথিলার চিন্ময় ভূমি!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে যদ্যপি এই তিনটি দিব্য ধাম - স্বরূপতঃ সদা এক অবিচ্ছিন্ন প্রেম গীতিকার মোহন রূপ—তথাপি ভজন মাধুর্য্যে—ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এই তিনটি দিব্য প্রেম তত্ত্ব—এক হইয়াও যেন এক নহে—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বিজ্ঞানে—ইহাদের নিত্য সত্ত্বা চির লয়লীন। একই চিন্ময় রস মাধুর্য্যের এই প্রকার-ভেদ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম! ইহা অনন্য ভক্ত হৃদয় ব্যতিরেকে—অন্যত্র সহজে উপলব্ধ হইবার নহে! পুরাণের দিব্য রূপ-কথায়—এই পরম অপ্রাকৃত প্রেম তত্ত্বের ভজন—বৈচিত্র্যে যে বিশেষ বিশেষ আস্বাদন—তাহা ভক্তি চন্দ্রিকার বিমল বিবেচন হেতু নিম্নে যথামতি কথিত হইল!

একদা ভক্ত চূড়ামণি নারদ হনুমানজীর পদ প্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার অনন্য দাস্য সেবার দিব্য স্তুতি করতঃ বলিলেন—হে মহাভাগবৎ রামদাস অঞ্জনী নন্দন! তোমার মত ভক্ত আর কোথায় দেখিলাম না! অখিল ভুবনপতি শ্রীরাম - তোমার সেবার নিত্য বশ! বাস্তবিক তোমার মত সৌভাগ্যবান আর কেহই নহে!

রামদাস অঞ্জনীনন্দন নারদের কথন শ্রবণ করতঃ বলিলেন—হে ভক্ত চূড়ামণি নারদ! তোমার মত আমিও এতদিন এই বিশ্বাসই করিতাম—কিন্তু সহসা ব্রজে আমি যাহা দর্শন করিলাম—তাহার পর আমার মনের সব ভুল ভাঙ্গিয়াছে। আমি দেখিলাম—ভগবান তাঁহার নিত্য সখা

শ্রীদাম ও সুদামের যেরূপ অনুরক্ত—তাহার এক অংশও আমার প্রতি নহেন! শ্রীরামের অনন্য সখ্য প্রেম দেখিলে জীবন সার্থক হয়—আমি দেখিতেছি শ্রীদাম সুদামের মত এমন ভাগ্যবান আর কোথায় নাই! হে ভক্তরাজ! তুমি যদি সত্যিই সে মধুর রূপ দর্শন করিতে বাঞ্ছা কর—তাহা হইলে এখনই ব্রজধাম গমন কর।

হনুমানজীর বাক্য শ্রবণ করতঃ নারদ স্তম্ভিত হইলেন—ভাবিলেন তিনি এ কী শুনিতেছেন? হনুমানজী হইতেও—ভগবান শ্রীদাম সুদামের প্রতি অধিক মমতা বশ? ইহা কী সম্ভব? যাহা হউক এক্ষণে হনুমানজীর কথা মত নারদ অচিরেই দিব্য পথে যাত্রা করিলেন—এবং দেখিতে দেখিতে ত্বরিত পদে ব্রজে উপনীত হইলেন।

সেখানে দূর হইতে নারদ দেখিলেন যে ভগবান আপন সখা শ্রীদাম সুদামের সহিত পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন—শ্রীদাম সুদাম তাঁহাকে ধূলায় ধূলায় ধূসরিত করিয়াছেন—এবং নিজেদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভগবানকে খাইতে দিতেছেন! নারদ বিস্ময় চকিত নয়নে পুনরায় দেখিলেন যে শ্রীদাম ভগবানের স্কন্ধে উঠিয়া তাঁহার সহিত নানা প্রকার তামাসা করিতেছেন। ভগবান সখা দ্বয়ের কবলে কত কষ্ট পাইতেছেন—এই ভাবনায় নারদের বুক টনটন করিয়া উঠিল।

কিন্তু এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া নারদ সত্য সত্যই হতবাক হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—হনুমানজী তাঁহাকে যথার্থই বলিয়াছেন—বাস্তবিক শ্রীদাম সুদামের সহিত ভগবানের লীলা দেখিলে—হনুমানজীর প্রতি দয়ার কথা ভুলিয়া যাইতে হয়—শ্রীদাম সুদামের নিকট ভগবানের যেন কোন পৃথক অস্তিত্বই নাই!

নারদ বিমূঢ়াবস্থায় শ্রীদাম সুদামের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করতঃ আপন মনের কথা বলিলেন। নারদ বলিলেন—হে দিব্য সুকুমার বালক শ্রীদাম ও সুদাম! বাস্তবিক তোমাদের মত এমন

ভাগ্যবান আর কোথাও নাই—তোমরা অখিলেশ্বর ভগবানকে যেন সদা সর্ব্বদা তোমাদের হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়াছ—তোমাদের কাছে ভগবান যেমন বশ তেমন আর অন্য কাহার কাছে নহেন!

নারদের বিহ্বল বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীদাম-সুদাম অতঃপর নারদকে বলিলেন—হে ভক্তরাজ! তোমারই মত আমরা একদা ইহাই চিন্তা করিতাম যে ব্রজেন্দ্রনন্দন আমাদের প্রতি যেরূপ অনুরক্ত সেরূপ বোধহয় অন্য কাহারও প্রতি নহেন। কিন্তু মা যশোদার কাছে গিয়া আমরা যাহা দেখিলাম তাহার পর—আমাদের মনের সে বিশ্বাস একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল! তুমি যদি সত্য সত্যই ভগবানের সেই অন্তরঙ্গ প্রেম দেখিতে ইচ্ছা কর—তাহা হইলে এখনই ব্রজে যশোমতির গৃহে গমন কর।

নারদের বিস্ময়ের পর বিস্ময় যেন বাড়িয়াই চলিল! তিনি এ আবার কী শুনিলেন—যাহা হউক মনের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য—শ্রীদাম সুদামের কথায়—নারদ তখনই যশোদার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন—মা যশোদা শিশু পুত্র ব্রজেন্দ্র নন্দনকে তিরস্কার করিতেছেন—দুষ্টামির জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিতেছেন এবং ভগবানও যশোদার ভয়ে কতকটা যেন বিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন।

সর্ব্ব শক্তিমান শ্রীভগবানের এরূপ করুণ অবস্থা দেখিয়া নারদের বড় কষ্ট হইল! তিনি ভাবিলেন—সত্যই জননী যশোদার নিকট ভগবান কত শিশু—কত অসহায়!

যশোদার চরিত্র দর্শনে নারদের কৌতূহল আরোও বর্দ্ধিত হইল—নারদ ভাবিলেন—সত্য সত্যই যশোদার নিকট ভগবান যে রূপ বশ—তিনি আর এরূপ কুত্রাপি নহেন!

নারদ এইরূপ চিন্তা করতঃ যশোদাকে বলিলেন—মা আপনি যথার্থই সৌভাগ্যবতী—আপনার নিকট ভগবান যেরূপ বশ্যতা স্বীকার করেন—অন্য কাহারও নিকট আমি তাহা দেখিলাম না!

নারদের কথায় যশোদা বলিলেন—নারদ! আমিও তাহাই এতদিন ভাবিতাম! কিন্তু দ্বারকায় যাহা দেখিলাম—তদ্দর্শনে আমার মনের সকল ভুল ভাঙ্গিয়াছে! দ্বারকায় দেখিলাম যে ভগবান রুক্মিণীর পদ সেবা করিতেছেন! ইহার অধিক বশ্যতা আর কী হইতে পারে? তুমি যদি ভগবানের সেই দিব্য বশ্যতা দেখিতে চাহ তাহা হইলে এখনই দ্বারকাপুরীতে রুক্মিণীর গৃহে গমন কর।

যশোদার কথা মত নারদ তখনই দ্বাবকায় উপনীত হইলেন—এবং রুক্মিণীর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সত্য সত্যই দেখিলেন—রুক্মিণী দুগ্ধনিভ কোমল শয্যায় সুশায়িত এবং তাঁহাব পদতলে—ব্রজেন্দ্র নন্দন উপবিষ্ট হইয়া—তাঁহারই পদ সেবা কবিতেছেন!

এই বিচিত্র ঘটনা দেখিয়া নারদ অব্যক্ত কাতরতায় চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিলেন - এবং মনে মনে ভাবিলেন—যে কেন আমি এ স্থানে আসিলাম —অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক রুক্মিণীব পদ সেবা করিতেছেন? তাহা হইলে সত্য সত্যই রুক্মিণীর নিকট জগন্নাথেব কোন চালাকিই চলে না! রুক্মিণীর কাছে ভগবান যেরূপ বশ - এরূপ তো সত্যিই অন্য কাহারও কাছে নহেন!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নারদ করজোড়ে রুক্মিণীব পদ বন্দনা করতঃ বলিলেন—মা! আপনি যথার্থই ভাগ্যবতী! আপনার নিকট জগৎ প্রভু যেরূপ বশ—এমন আর কোথাও নহেন!

নারদের কথা শেষ হইবা মাত্র রুক্মিণী কতকটা করুণ স্বরে নারদকে বলিলেন—হে সাধু! আমিও এতদিন তাহাই ভাবিতাম—কিন্তু বৃন্দাবনে যাহা দেখিলাম তাহার পরে আমার মনের সকল বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াছে! আমি দেখিলাম শ্রীরাধার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া অখিল আনন্দকন্দ—শ্রীরাধিকার নিত্য অভিসার মগ্ন! শ্রীকৃষ্ণ—রাধিকার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত—তাহার কোন তুলনা নাই! শ্রীরাধার মহাপ্রেমে আনন্দকন্দ ভগবান নিত্য বদ্ধ!

শ্রীরাধিকার মহাপ্রেমের চিন্ময় অভিব্যক্তিতে নারদের সর্ব্ব ভ্রম বিদূরিত হইল ! নারদ বেশ বুঝিলেন—অচিন্ত্য ভগবৎ প্রেমের কোথায় ইদমিথ্যম্ নাই—ইহা অনন্তের পর অনন্তে বিস্তারিত—এই দিব্য ভগবৎ প্রেম—পরম অপ্রাকৃত রস বৈচিত্র্যে নিত্য সত্বায় সতত চিন্ময়—ইহাদের মধ্যে লঘু-গুরুর বিচার বলিয়া কিছুই নাই। স্ব স্ব প্রেমে—ভক্তির সকল অঙ্গই শ্রেষ্ঠ—যদ্যপি ভজন মাধুর্য্যে—এই দিব্য সম্বন্ধের পাদপীঠে—ইহাদের ইতর বিশেষ অপরিহার্য্য ! বস্তুতঃ দিব্য ভজন মাধুর্য্যের এই চিন্ময় দিকটি উল্লসিত করতঃ ভক্ত চূড়ামণি শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বিমল পদ বিন্যাসে বলিলেন—

যাহার যে ভাব তাহাই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থে করিলে বিচার পাবে তব তম ॥

উপরি উক্ত বিমল পারমার্থিক পটভূমিকায়—শ্রীধাম চিত্রকূট—অযোধ্যা ও মিথিলার মুগ্ধ আবেদনটি—অনন্য ভক্ত হৃদয়ের চির গোপ্য ধন ! ইহাই পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনীর দিব্য অংশে—পরম অপ্রাকৃত চিন্ময় জীবের যথাক্রমে সাধক—সিদ্ধ ও সুজানের কনক ভূমি !

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পরম চিন্ময় প্রেমতত্ত্বের—অশেষ বিলাস বৈভবে—সাধক চিত্তে ইহার সংরাধন ভিন্ন ভিন্ন হইলেও—বিচিত্র ভাব-মাধুর্য্যে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ লঘু গুরুর বিচার উঠিতে পারে না ! ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি বিশেষ ভাব—পূর্ণ হইতেও পূর্ণ—পরম স্বতন্ত্র—যদ্যপি এই পূর্ণতার স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মটি পরম অপ্রাকৃত তথা পরম অচিন্ত্য ! কূর্ম্মের ইচ্ছানুরূপ অঙ্গ সঞ্চালনের ন্যায়—হ্লাদিনীর দিব্য বিলাস—নিমেষ মধ্যে বিভুকেও অতিক্রম করিতে পারে এবং পুনরায় দিব্য লীলা লালিত্যে লঘু হইতেও লঘুতম হইতে পারে !

এই চিন্ময় রসতত্ত্বের প্রকার ভেদের দিব্য বৈচিত্র্যে বলা যাইতে

পারে যে অনন্য বিজ্ঞান-বৈরাগ্য দীপ্ত শ্রীচিত্রকূট ধাম—আত্মারামের বিমল বিহার স্থল—ইহাই আনন্দকন্দের নিত্য বনবিহারের চিন্ময় নিকুঞ্জ! ইহাই সাধকের স্বধর্ম্ম-পরায়ণ নিষ্কাম বৈদিক কর্ম্মের দিব্য প্রতীক—ইহাই নিত্য জীবের সাধকাবস্থা! বলা বাহুল্য ইহা স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ প্রমুখ দেহত্রয় তথা পঞ্চকোষ বহির্ভূত ইহাই নিত্য জীবের অধিরূঢ় অবস্থা!

স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও বৈদিক কর্ম্মে প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইলে নিত্য জ্ঞান-বৈরাগ্য দীপ্ত জীবের ভগবৎ চরণে যে চিন্ময় রতির উদয়—তাহাই সাধকোত্তর জীবের সিদ্ধ ভূমি—ইহাই আনন্দকন্দের শ্রীধাম অযোধ্যায় দিব্য নর লীলার মুগ্ধ চিত্র—ইহাই অখিল শব্দ শাস্ত্র নিষ্ণাত অনন্য জীবের প্রপন্ন দশার পূর্ব্ব দ্বার।

পুনরায় এই দিব্য জ্ঞানানন্দময় প্রৌঢ় ভজন—নির্ম্মল সেবা সুখ বাঞ্ছায় মুগ্ধা প্রীতির উজ্জ্বল রসে নিমজ্জিত হইলে—অনন্য ভক্তি মহামণির দিব্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া—মহারাস লীলায় নিত্য বিহার সুখে মগ্ন হইবার যে চিন্ময় উৎকণ্ঠা—তাহাই সিদ্ধ জীবের সুজান অবস্থা। এই সুজান বা বিজ্ঞানাবস্থাই হইল আনন্দকন্দ শ্রীরামের নিত্য কিঙ্করীর স্বরূপ মাধুর্য্য! ইহাই অনন্য ভগবৎ নামানন্দের বিমল বাসর! ইহাই অখণ্ড তৃপ্তির নিত্য নিধান!

বলা বাহুল্য নিত্য জীবের এই তিনটি অবস্থাই হইল পরম অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসাশ্রিত—ইহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ বৈচিত্র্য সামান্য ভাব ও ভাষায় উপলব্ধ হইবার নহে! ইহাই শ্রীকিশোরীজীর নিত্য লীলা লালিত্যের বিমল আনন্দ বিলাস!

দিব্য মাধুর্য্যে মহারাজজী শ্রীধাম চিত্রকূট হইতে মিথিলার যাত্রী হইয়াছেন! তাঁহার মুগ্ধ অভিসার মার্গে কত মরু-কান্তার-গিরি-উপত্যকা—তাঁহার চিন্ময় পদাব্জ রজে—অখিলানন্দে নিমজ্জিত হইল! কত জনপদ—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান প্রদ শ্রীনাম কীর্ত্তনে উদ্ভাসিত হইল—কত

স্রোতস্বিনী পাবন তীর্থ বারিতে পরিণত হইল! বলা বাহুল্য এই সকল দিব্য অপ্রাকৃত লীলাগুলি সাধারণ জনগণের মন বাণীর অগোচরে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় আপনি সংঘটিত হইল। আপ্তকাম সন্ত কৃপা-সমুজ্জ্বল দিব্য দৃষ্টি বিহনে—এই পরম মধুময় চরিত গুলি সামান্য মর্ত্ত্যভাবে উপলব্ধ হইবার নহে!

বাস্তবিক মহারাজজীব আনন্দ মঙ্গল দিব্য যাত্রাব অনুধ্যানে মনে হয়—মহারাজজী যেন কোন্ এক দিব্য যানে সুখাসীন হইয়া বিহার মার্গ অতিক্রম করিতেছেন! সমগ্র যাত্রা পথে—কোথায় এতটুকু বাঁধা নাই—কোথায এতটুকু শঙ্কা নাই—কোথায় এতটুকু জিজ্ঞাসা নাই—পথে পথে অযাচিত লোক পবম্পরাব বিমল আনুকূল্যে—মহারাজজী নিত্য সেবা মণ্ডিত হইয়া—একদা মধু লগ্নে—উজ্জ্বল বাসবে শ্রীধাম অযোধ্যা পুবীর পূর্ব্ব দ্বারে উপনীত হইলেন এবং সহসা দিব্য পুরীর চিন্ময় রূপ-বাগ দর্শনে বিমল প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন।

প্রভাতের অরুণ রাগে সমগ্র পুরী তখন দিব্য আনন্দোৎসবে মুখরিত! মহাবাজজীর অতৃপ্ত হৃদযে ভাসিয়া আসিল শ্রীধাম নিবাসী আপ্তকাম সন্ত বৃন্দের—আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরামেব প্রভাতী আবাহনের মধুর ঐক্যতান! মহারাজজী সেই চিন্ময় রসমাধুর্য্যেব সাথে ওতপ্রোত হইয়া যেন শ্রীধাম বাসী সন্তগণের সহিত আপন কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়া উঠিলেন—

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন হরণ ভব ভয় দারুণং।
নব কঞ্জ লোচন কঞ্জ মুখ, কর কঞ্জ, পদ কঞ্জারুণম্॥
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি নব নীল নীরদ সুন্দরং।
পট পীত মনহু তড়িৎ রুচি শুচি নৌমি জনক সুতাবরম্॥
ভজু দীনবন্ধু দীনেশ দানব দৈত্য বংশ নিকন্দনম্।
রঘুনন্দ আনন্দকন্দ কোশলচন্দ দশরথ নন্দনম॥

শির মুকুট কুণ্ডল তিলক চারু উদারু অঙ্গ বিভূষণং ।
আজানু ভুজ শর চাপ ধর সংগ্রাম জিত খরদূষণম ॥
ইতি বদতি তুলসী দাস শংকর শেষ মুনি মন রঞ্জনং ।
মম হৃদয় কঞ্জ নিবাস করু কামাদি খল দল গঞ্জনম ॥

দিব্য ভাবে মহারাজজী আপ্লুত! তাঁহার হৃদয়ে জনক সুতাবরং সহ আনন্দকন্দ শ্রীরাম সুখের নিবাস পাতিয়াছেন—মহারাজজী এই অখিল প্রেমানন্দময় বিজ্ঞান নয়নে দিব্য পুরীর সমগ্র সুখরাশি অবলোকন করিলেন! কী বিচিত্র সেই চিন্ময় ঐশ্বর্য্য—বিমল কান্তা প্রেমের কী শুভগ বিলাস! মহারাজজীব সহসা মনে পড়িল স্বয়ং আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম-কণ্ঠে—মহামতি তুলসীর এই দিব্য পুবীব অকথ বৈভব মাধুর্য্য! দিব্য ভাব দশায় তুলসী গাহিলেন—

জদ্যপি সব বৈকুণ্ঠ বখানা ।
বেদ পুরাণ বিদিত জগু জানা ॥
অবধ পুরী সম প্রিয় নহি সোউ ।
ইহ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোউ ॥
জন্মভূমি মম পুবী সুহাবনি ।
উত্তর দিশি বহু সরযূ পাবনি ॥
জা মজ্জন তে বিনহিঁ প্রয়াসা ।
মম সমীপ নর পাবহিঁ বাসা ॥
অতি প্রিয় মোহী ইহাঁকে বাসী ।
মম ধামদা পুরী সুখ রাশি ॥

অর্থাৎ—যদিও বৈকুণ্ঠের সবে করে গুণগান ।
বেদ পুরাণ ইতিহাসে যাহার প্রমাণ ॥

তথাপি অবধ পুরী সম নহে প্রিয় মোর।
নির্মৎসর সাধু জানে এই দিব্য তথ্যবর॥
নিত্য সিদ্ধ জন্মভূমি হ্লাদিনী রূপিনী।
উত্তর দিশায় বহে সরযূ জননী॥
ভকতি প্রেমের বারি উজ্জ্বল প্রকাশ।
সেবা সুখে মগ্ন সদা চিন্ময় বিলাস॥
দিব্য সলিলে যাব করিলে মজ্জন।
বিনা শ্রমে পায় ভক্ত নিত্য ধাম রঞ্জন॥
অতিশয় প্রিয় মোর সাধু পুরবাসী।
নির্ম্মল ভজন ভাবের সতত প্রয়াসী॥
কী কব শ্রীধাম কথা চিন্ময় প্রকাশ।
নিত্য লীলাপ্রদ সদা দিব্য সুখরাশ॥

বাস্তবিক অযোধ্যা এই বর্ণত্রয়েব অন্তরালে—দিব্য পুরীর সমগ্র ঐশ্বর্য্যটি লুক্কায়িত! অজ অর্থাৎ নিত্য নিরুপাধিক পরাৎপর ব্রহ্ম যে সগুণ সাকার চিন্ময় পুরুষোত্তমের নিত্য ধ্যানে নিমগ্ন—তাহাই দিব্য অযোধ্যা! অর্থাৎ অযোধ্যা কথার অন্তর মাধুর্য্যটি কিঞ্চিৎ বিস্তার করিলে বলিতে হয় যে অনন্ত কল্যাণ গুণ বিশিষ্ট সগুণ ও সাকার রস বিহারী শ্রীরাম—নিজ ইচ্ছায়—শ্রীধাম অযোধ্যা রূপে লীলায়িত—অযোধ্যার সমগ্র চরিতই হইল পরম চিন্ময় শ্রীরাম লীলার দিব্য বিগ্রহ! ইহাই বাস্তবিক শ্রীরাম পুরীর দিব্য মাংগলিক!

পুনরায় অযোধ্যার আর একটি অর্থ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ! আযোধ্যার সেই রসাভাসে বিচরণ করিলে বলিতে হয়—যে চিদানন্দময় দিব্য পুরী চিরজয়ী—অর্থাৎ যাহার সহিত কেহ কোন দিন যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন—তাহাই অযোধ্যা! পুনরায় অযোধ্যা শব্দটি অবধ কথারই

অন্য রূপ। অবধ অর্থাৎ যাহাকে কেহ বধ করিতে পারে না—অর্থাৎ যাহা চিরন্তন—যাহা সুন্দর—যাহা সত্য—তাহাই অবধ! বাস্তবিক এই ব্রহ্মাণ্ড মুকুটমণি সম দিব্য ভূমির চিন্ময় বৈভব সামান্য বাক্যে বলিবার নহে। ইহা অনন্য ভক্ত হৃদয়ের চির গোপ্য ধন! এই দিব্য রূপ-রেখায়—অনন্য ভক্ত হৃদয়ের—শ্রীরাম কৃপার মঞ্জুল প্রকাশ ব্যতিরেকে যে এই বিমল পুরীর চিন্ময় শোভাসিন্ধুর বিন্দু মাত্রও উপলব্ধ হইবার নহে—তাহাই প্রকারান্তরে উদ্গীত করতঃ মহামতি তুলসী বলিলেন—

অবধ মহিমা তব জানেউ প্রাণী।
জব উর বসহিঁ রাম ধনুপাণি॥

অর্থাৎ—দিব্য ধাম অযোধ্যার কে জানে মহিমা।
পরম অতর্ক্য ইহা সদা নিরুপমা॥
শ্রীরাম জানকী যবে করুণা করিয়া।
আপনি ভকত হৃদে বসেন রসিয়া॥
সেই দিব্য ভাগ্যবানের হৃদয় অবধ।
চিন্ময় সুখের সিন্ধু কাঞ্চন প্রমোদ॥

দিব্য শ্রীধাম মহিমা চিন্ময় সারল্যে আপনি আসিয়া ভক্ত দ্বারে মিলিত হইয়াছেন! বাস্তবিক অখণ্ড ভগবৎ মাধুর্য্যের সমগ্র ঐশ্বর্য্য-রূপে—শ্রীধাম পুরী—পরাৎপর ব্রহ্ম শ্রীরামের দিব্য স্বরূপ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহেন! স্বয়ং শ্রীরাম—ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণার্থে আপনি যে নিত্য রূপে সতত শ্রীধামে বিরাজিত—তাহাই কীর্ত্তিত করতঃ আচার্য্য কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ভগবৎ ঐশ্বর্য্যের গোপ্য বাণী—

শ্রীরাম নাম রূপং লীলা ধাম পরাৎপরং।
এতচ্চতুষ্টয়ং নিত্যং পরমানন্দ বিগ্রহং॥

—আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরামের—নাম-রূপ-লীলা ও ধাম—এই চারটি পরম অপ্রাকৃত তত্ত্ব—স্বয়ং শ্রীরামের দিব্য বিগ্রহ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ! এতৎ কারণে—অনন্য ভক্তির বিমল বিগ্রহ মহারাজজীর মুগ্ধ সেবায়—স্বয়ং শ্রীরাম চিন্ময় রূপে—আপনার সমগ্র ঐশ্বর্য্য বিস্তারিত করিলেন—এবং মহারাজজী সাবলীল হৃদয়ে সেই সুখে নিমজ্জিত হইলেন !

বাস্তবিক আপ্তকাম ভক্তির কনক বিগ্রহ স্বরূপ মহারাজজীর দিব্য সঙ্গ লাভে শ্রীধামের অণু পরমাণু যে চিন্ময় উল্লাস প্রাপ্ত হইলেন—তাহা দিব্য ভাব মণ্ডিত ভাষায় শ্রীধামের সর্ব্বত্র অনুরণিত হইতে লাগিল ! পরম মঙ্গলময় চিন্ময় অতিথি মহারাজজীর বিমল বন্দনায় শ্রীধামের চরাচর জীব কণ্ঠে স্বতোৎসারিত ধারায় ধ্বনিত হইতে লাগিল—

* ভকতির গহন গতি জানাও প্রাণে
এ জীবন পূর্ণ করো পূর্ণ করো পূর্ণ করো ॥
এ জীবন পূর্ণ করো কুঞ্জ গানে
ভকতির গহন গতি জানাও প্রাণে ॥

আমার এ রিক্ত পরাণ দগ্ধ করো
নিত্য সেবার সুখের খেলায় যুক্ত করো
মুক্ত করো ত্রিতাপ জ্বালা স্বরূপ জ্ঞানে
ভকতির গহন গতি জানাও প্রাণে ॥

বিজন পথে দিব্য সাথী শরণ তব
স্নিগ্ধ সুধার পরশেতে অভিনব
অকারণে জ্বলবে প্রাণে প্রেমের আলো ।
ঘুচবে ব্যথা ঘুচবে যত আঁধার কালো ॥

---

* মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অন্য রূপ !

শিখাও সাধু এই মিনতি সিদ্ধ সমর্পণে।
ভকতির গহন গতি জানাও প্রাণে॥

দিব্য শ্রীধাম দর্শনে মহারাজজীও সম্বিৎহারা হইয়াছেন—পরম অপ্রাকৃত দিব্য দশায় মহারাজজী শ্রীধামের বিমল মাধুর্য্যের মহলে মহলে আপন সুখে বিচরণ করিয়া চলিলেন! তাঁহার সমগ্র ইন্দ্রিয় নিচয়—তাঁহার চিত্ত-পরাণ-মন শ্রীধাম করুণায় উদ্বেলিত! এই চিন্ময় ভাবদশায় দিব্য বালক ব্যাকুল বেদনায় শ্রীধাম পুরীর কৃপা প্রার্থনা করতঃ গাহিয়া উঠিলেন—

কী কব মহিমা অমিয় অপার দিব্য শ্রীধাম রাণী।
রাজীব লোচন শ্রীরাম চরণে নিত্য সেবার খনি॥
নাই কোন কাম—নাই কোন আশা—নাই নিজ সুখ মতি।
শ্রীরাম সুখেতে চিন্ময় সুখ এই তব নব রতি॥
ভকতি বিলাসে তব রজকণা মধু হইতে মধুময়।
শ্রীরাম পদ পঙ্কোজ আশে নিত্য যে সুখময়॥
প্রীতির অবধি শ্রীধাম অবধ কর দয়া কর কর।
জানকী চরণ কমল পরাগে নিরবধি মধুকর॥
গুণ গুণ রবে সদা গাব গান শ্রীরাম জানকী জয়।
চিত্ত মুকুরে হেরি যেন সদা চিন্ময় পরিচয়॥

মহারাজজীর বিমল প্রার্থনা—শ্রীধামপতি দুই বাহু উত্তোলিত করতঃ যে তথাস্তু করিলেন—তাহা শ্রীধাম পুরীর উত্তর বাহিনী দিব্য সরিৎধারা সরযূর আনন্দ মুখর কল্লোলে—বালকের মর্ম্মে মর্ম্মে আপনি গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল!

মহারাজজী চিন্ময় ভাবাবেশে—সরযূর দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইলেন—তাঁহার মুগ্ধ মানস নয়নে অনুভূত হইল—ভক্তি ও ভগবানের নিত্য মিলন হেতু—এই শ্রীধাম পুরী ও সরযূর চিন্ময় প্রকাশ! যথার্থই সরসিত ভক্তির বিমল ছন্দে সরযূর দিব্য জল ধারা সদাই আনন্দ মুখরিত—অখিল লোক স্বামিনী শ্রীকিশোরীজীর দিব্য করুণামৃত ধারায় সরযূর নিত্য মুগ্ধ বিলাস!

বাস্তবিক সরযূর এই পুণীত বৈভব রাশির বিমল দর্শন মাত্রে জীবের অনন্ত জন্মের সর্ব্ব অভিমান বিদূরিত হয়—জীবের অখণ্ড মালিন্য—তাহার অচিন্ত্য করুণায় তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং দিব্য জাতানুরাগের ভাবাবেশে অনন্ত জীব মুগ্ধ জীবন লাভ করে! সরযূর এতাবৎ দিব্য মহিমার কথা অনুগীত করতঃ আনন্দ ঝলমল কণ্ঠে—পুরাণকার বলিলেন—

ষষ্টি বর্ষ সহস্রানি কাশী বাসস্য যৎ ফলং।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি সরযূ দর্শনে কৃতে॥

অর্থাৎ—ষাট হাজার বৎসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীধাম কাশীবাসের সমগ্র ফল—সরযূর এক বার দর্শন মাত্রে—অনায়াসে প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য দিব্য শ্রদ্ধা ও প্রেম পুরঃসর—কাশীবাস রূপ পরা প্রকৃতির নিত্য সেবায় চরিতার্থ হইলে তাহারই ফল স্বরূপ বিমল জীব হৃদয়ে সরযূর চিন্ময় মহিমা যে উল্লসিত হইয়া থাকে—তাহাই উপরি উক্ত পুরাণ কথায় নিগূঢ় তাৎপর্য্য!

মহারাজজী সরযূর দিব্য ধ্যেয়ানে মুগ্ধ চিত্ত! কতক্ষণ তিনি এমত বিহ্বল অবস্থায় ব্যতীত করিলেন—তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সহসা এক দিব্য বেষধারী শ্রীবৈষ্ণব কণ্ঠে—সরযূর মুগ্ধ বন্দনায় মহারাজজীর ধ্যান ভগ্ন হইল! মহারাজজী দেখিলেন—অশেষ আনন্দ ঝরঝর কণ্ঠে দিব্য সাধুটি গাহিতেছেন—

বাশিষ্ঠীং সরিতাম্বরাম্বধরাং মাঙ্গল্য মুক্তি প্রদাং
সীতারাম প্রসন্নতাম্ববহনীং জন্মাদি সংহারিণীম্ ।
কালব্যালকষায় কাম শমনীং সৌন্দর্য্যসীমাং শুভাং
সর্ব্বেশস্য স্বরূপভব্য ভবনে নিত্যং বসন্তীং ভজে ॥

নিত্যং নৌমি নিরাকুলামব্যহরাং শ্রীরামমোদ প্রদাং
ত্বত্তীরৈক নিবাসনিষ্ঠ সুমতে নিত্যাস্পৃহামদসে ।
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমুদরম পীত্বাম্বহং সংমুদা
হে বাশিষ্ঠি ! সুধাধিকে সুমধুরেমাং পাহি সংসারতঃ ॥

ত্বত্তীরে প্রিয়পাবনে রসময়ে শুদ্ধে শরচ্চন্দ্রিকে
সীতারাঘবয়োর্বিলাসমনীশং বর্যতি সর্ব্বোত্তমম্ ।
যল্লীলামৃতপানমুগ্ধ রসিকাস্তুচ্ছীকৃতান্যশ্রেয়াঃ
তল্লীলা ললনা চ নৃত্যতি সদা বাশিষ্ঠি তীরে তব ॥

দৃষ্ট্বা তীরজ কুরুহান সুললিতান্ কল্পদ্রুমাভিপৃষ্ঠান্
সত্তহৃত্তবরুধ্যতেঽত্ররসিকৈঃ শুদ্ধাত্মভী রাঘবঃ ।
বৈকুণ্ঠাৎ সততং সহস্রগুণিতং রম্যাতিরম্যং পরম্,
যদ্দৃষ্ট্বা সকৃদেব ভাবুকবরঃ প্রাপ্নোতি সীতাপতিম্ ॥

পাপানামগ্রগণ্যাঃ পরবশহরণে বদ্ধ চিত্তৈক নিষ্ঠাঃ
হিংসামোদিযুক্তাঃ সকলমলময়াঃ সর্ব্বজাতিষুনীচাঃ ।
যাত্রায়াঃ সংপ্রসঙ্গাদ্ ভবদতি শুভে ত্বত্তীটে তন্নিবাসঃ
শীঘ্রং যাতাঃ পরস্মিন্ রঘুপতি সদনে দিব্য দেহানবাপ্য ॥

শ্রীমন্মানস সংসরোবর বরাল্লীলানিমেত্তেচ্ছায়া
লোকান্ পারয়তীহ কৌশলপুরে নৃণাং বিধাত্রীমুদম্ ।
শ্রীসাকেত বিলাসিনী নৃপসুত শ্রীরাম প্রীতি প্রদা
ত্বন্নাম্নাং রটনেন যাস্যতি জনঃ সর্বেশ্বরীয়ম্ পদম্ ॥

গঙ্গা জ্ঞানময়ী গিরা গিরিসুতা পদমালয়াভানুজা
কাবেরী কলি পাপতাপ শমনী শুদ্ধা তথা নর্ম্মদা ।
সেবন্তে তব পাদপঙ্কোজরজো জ্ঞাত্বা মহিম্নঃ পদং
ত্বৎ পাদাম্বুজ সেবয়া জগৎ অঘধ্বংস সমর্যাস্তুতা ॥

শ্রীমদ্ রামকৃপাকটাক্ষ কলিকা তাবন্ন সংকাশিতা
যাবচ্চন্দ্রনিভং তরঙ্গতরলং নো দৃষ্টিমার্গে ভবেৎ ।
বিষ্ণু-ব্রহ্ম-মহেশ্বরাসুর বরাস্তে পাদ সেবারতাঃ
তিষ্ঠন্নীহ সদৈব ভক্তি সহিতাঃ বাশিষ্ঠি তরে তব ॥

শ্রীসরয্বষ্টকং স্বচ্ছস্মকরন্দ ভয়ম্বরং
শ্রীমতো যুগলানন্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতম্ ।
যে শ্রোষ্যন্তি পঠিষ্যন্তি পাবনাস্যুস্ত এবহি
তেষাং হি সরযূ তীরে নিবাসঃ শাশ্বতো ভবেৎ ॥

প্রেমে ঢুলুঢুলু – শ্রীবৈষ্ণব সন্তের নয়ন—মুখারবিন্দে দৈন্য ভক্তির দিব্য আর্ত্তি—অঙ্গে অঙ্গে চিন্ময় সেবার কনক পরশ—কণ্ঠে শ্রীরামরসামৃতের বিমল নির্ঝর! মহাত্মার বিমল বন্দনায় সরযূর সলিল ধারায় চিন্ময় প্রসন্নতা অবলোকন করতঃ মহারাজজীর মনে হইল সরযূ দিব্য রূপ ধারণ করতঃ যেন মহাত্মার সর্ব্ব সেবা সাদরে গ্রহণ করিলেন।

এবংবিধ দিব্যানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া মহারাজজী হৃদয়ে হৃদয়ে বেশ অনুভব করিলেন যে উক্ত মহাত্মাটি ভগবতী সরযূর যথার্থই একটি অন্তরঙ্গ কৃপা পাত্র! বস্তুতঃ তাহা না হইলে মহাত্মা এরূপ চিন্ময় ভাবাবেশে সরযূর নিত্য স্তুতি করিতে পারিতেন না! মহারাজজীর মনে এই দিব্য কথা উদয় হইবা মাত্র—তিনি বিহ্বল প্রেমে মহাত্মার পাদপদ্মে উপনীত হইয়া—কাতর প্রার্থনায় তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন!

শ্রীধাম নিবাসী বৈষ্ণব মহাত্মাও বালকের এই দিব্য ভাব বিগলিত চিন্ময় উৎকণ্ঠায় পরম প্রসন্ন হইলেন—এবং শুদ্ধা ভক্তির বিমল বিগ্রহ সম সহসা একটি চিন্ময় বালকের দিব্য দর্শনে—চিন্ময় সরযূর বিমল স্তুতির সমগ্র ফল যেন তিনি লাভ করিলেন! অকারণ পুলকে তাঁহার হৃদয় দিব্য প্রেমে বিগলিত হইল! কিন্তু তখন সময় ও সংযোগের কথা যথাযথ অবধারণ করতঃ মহাত্মা কোনরূপে আপন হৃদয়ের দিব্য আবেগ সংযত করিলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে উপনীত মুগ্ধ বালকের শিরস্পর্শ করতঃ তাঁহাকে বিমল আশীর্ব্বাদে ভূষিত করিলেন—এবং তৎপরে বালককে সাথে করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন।

এগার

আশ্চর্য্য যোগাযোগ! বাস্তবিক বিমল ভক্তি-চন্দ্রিকার কী চিন্ময় লীলা! সরযূর তটে মহারাজজীর সাথে যে মহাত্মাটির পরিচয় হইল—তিনি শ্রীচিত্রকূট নিবাসী মহারাজজীর মন্ত্র গুরু অনন্ত শ্রীসম্পন্ন শ্রীরামজীবন শরণ মহারাজজীর কনিষ্ঠ গুরু ভ্রাতা! সরযূর দক্ষিণ তটে ঋণ মোচন ঘাটে—অনন্ত শ্রীরামজীবন শরণজী মহারাজজীর বিমল ভজন নিকুঞ্জ! পূজা পাঠ-স্তুতি বন্দনায় আশ্রমটি মধুর রসের দিব্য প্রতীক। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব

সেবায়—আশ্রমের পবিত্র রজকণা—শ্রীরাম কথায় সদাই মুদিত! মহারাজজীর আশ্রমটি বড় ভাল লাগিল—আশ্রমে প্রবেশ মাত্রে তাঁহার চিত্ত মন দিব্যানন্দে মজিয়া উঠিল—হৃদয় শান্তিতে পরিপূর্ণ হইল!

মহাত্মাও বালকের দিব্য পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ততোধিক উল্লসিত হইলেন—শ্রীগুরু সম জ্যেষ্ঠ শ্রীগুরু ভ্রাতাব পরম কৃপা পাত্রের সর্ব্ব সুখ বিধান করতঃ পূর্ব্বোক্ত ঋণ মোচন ঘাট বিষয়ক তাঁহার দিব্য জিজ্ঞাসায় প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বালককে বলিলেন—শ্রীজনক নন্দিনীর পাদপদ্মরতা দিব্য ললনাগণের মুগ্ধ সেবার দীনতম বন্দনায়—শ্রীরাঘবেন্দ্র সরকারের এই নিত্য ঋণমোচন ঘাট! কান্ত শিরোমণি শ্রীরামের দিব্য দ্বৈত প্রেমের চিন্ময় ভূষণ রূপে—ঋণ মোচন ঘাট রসিকগণের বিমল হৃদয়ের চির গোপ্য ধন হইয়া রহিল! এই সকল দিব্য মহাত্মাবৃন্দ হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামের বিহ্বল প্রেমোদ্গার নিত্য শ্রবণ করেন! তাঁহাদের কর্ণমূলে যেন ভাসিয়া আসে —শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ললনাগণের প্রতি শ্রীরামের নিত্য মুগ্ধ স্তুতি—

তোমার সেবার সঙ্গ সুখে কর মোরে গরবিনী।
জনক তনয়ার চরণ পদ্মে সরসিত মতি দানী॥
ধন্য সেবার মূরতি মোহন কী কব পীরিতি কথা।
রসে রসে ভরা ও বাণী মধুর দীনতায় সুরভিতা॥
সিয়া সখী সনে করিয়া শৃঙ্গার ভজিব যুগল রাস।
এই দীন আশা—এই ভালবাসা—এই সহজিয়া অভিলাষ॥
সিয়া সখী করে ঋণের বাঁধনে পরিনু যে ফুলহার।
সেই সেবা ডোরে মোর জাগরণ তব দ্বারে অবিকার॥

মহাত্মার কণ্ঠে ঋণ মোচন ঘাটের দিব্য অন্তর মাধুর্য্য শ্রবণ পান করতঃ মহারাজজীর সুকুমার হৃদয় জানকী চরণ পদ্মে [illegible] ধারায় প্রেম-পুলকিত

হইল—শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ললনাগণের মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্যে—মহারাজজী জীবনে নিত্য প্রেমের স্নিগ্ধ সুরভি লাভ করিলেন !

শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ললনার চিন্ময় লীলাতনু সম শ্রীগুরু পরম্পরার মুগ্ধ স্তুতি করতঃ মহাত্মা প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—হে দিব্য বালক ! বাস্তবিক তুমি যথার্থই ধন্য ! শ্রীগুরু পরম্পরার অচিন্ত্য লীলা রসোজ্জ্বলে তোমার জীবন চির শান্তির কনক প্রদীপ সম আলোকিত হউক—অনন্য ভক্তির বিমল কিরণে—সেই দিব্য দীপ শিখা—অশেষ জনগণের জীবন পরাপ্রেমে উদ্ভাসিত করুক—ইহাই এই দীন কণ্ঠে—চিন্ময় বংশ পরম্পরার বিমল আশীর্ব্বাদ !

মহাত্মার কণ্ঠে চিন্ময় ভাব-ভক্তির সুরধুনী সম শ্রীগুরু পরম্পরার মুগ্ধ ইঙ্গিতে—মহারাজজীর তনু মন বিগলিত হইল—অকথ উল্লাসে তিনি যেন সহস্র তনুতে বিস্তারিত হইলেন ! মহারাজজী কোনরূপ হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ শ্রীগুরু পদ প্রান্তে উপনীত হইবার বিমল বাসনায়—শান্ত চরণে—শ্রীজনকরাজ পুরী মিথিলার অভিমুখে যাত্রা করিলেন—তাঁহার বিহ্বল ছন্দের মুগ্ধ মায়ায়—সমগ্র পরিবেশ মহারাসের বিজয়োল্লাসে তাঁহারই অন্তর মাধুর্য্যটি প্রকাশিত করতঃ যেন স্বতোৎসারিত ধারায় আপনি গাহিয়া উঠিল—

* হিন্ ডোরে যুগল রঙ্গ
ভেসে চলে লোক লোকান্তের-পানে
নিঃসীম শূন্যে ॥
পীযূষ প্লাবন সংগীতে
অনুরাগ দম্পতি বৈভব ॥

---

*মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অন্য রূপ ।

চন্দন চম্পা যূথীর গন্ধে যায় উড়ে
কম্পিত কম্পিত ললিত কলিত আলোকে
রঞ্জন মঞ্জীর বাজায় ঝন ঝন কুঞ্জ নিকুঞ্জে ॥
ছল ছল ছল ভঙ্গে সৌদামিনী
ডাক দেয় কাঞ্চন কাননে ॥

তৃপ্তি ঝরে সুখ সঙ্গ হ'তে
কজ্জল কলো কলো মোহিনী সুরঙ্গে
মন প্রাণ ধায় তারি দিব্য অসীমে
মুগ্ধ হিয়ার বিস্মরণে ॥

বার

শ্রীধাম চিত্রকূট হইতে মিথিলায় মহাযাত্রা রূপ বিমল পরিক্রমাটি—অনন্য পারমার্থিক জ্ঞানের দিব্য অভিব্যক্তিতে নিত্য সমুজ্জ্বল! ইহা কোনরূপ সামান্য যাত্রা নহে—ইহাই চিন্ময় ভাব রাজ্যের—মহল হইতে মহলে পবিক্রমা! ইহার মুগ্ধ সমীক্ষণে অখণ্ড লীলা দর্শনের চিন্ময় রূপ—কণে কণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এবং এই দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইলে—অনন্য জীবের সর্ব্ব মায়া-মোহ রূপ অজ্ঞান তিমির জাল চিরতরে অপসারিত হয়—ইহার চৈতন্য বিলাসে হৃদয় অবিরল প্রেমে ডগমগ করিতে থাকে—অনন্ত জীবনের অশেষ বন্ধন—চির ক্ষয় প্রাপ্ত হয়! ইহাই পূর্ব্ব কথিত সাধক-সিদ্ধ-সুজানের অবিমিশ্র মিলনের চিন্ময় বিহার কেন্দ্র! বলা বাহুল্য এই মুগ্ধ রসতত্ত্বের দিব্য তাৎপর্য্যটি—শ্রীকিশোরীজীর অখণ্ড কারুণ্য বিলাসে চির জর্জ্জরিত!

পরাভক্তির চিন্ময় কনক নিকুঞ্জ শ্রীধাম মিথিলায়—দিব্য কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রতীক সম—শ্রীধাম চিত্রকূট ও অযোধ্যার নিত্য নিবাস! কর্ম্ম ও জ্ঞান রূপী দিব্য সরিৎ ধারা ভক্তি মহাহ্রদে মিলিত হইবার জন্য নিরন্তর অভিসার মগ্ন—মহৎ কারুণ্যে তাহারা ভক্তি মহাহ্রদে মিলিত হইয়া—পরাভক্তির বিমল স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া—বিমল ভক্তিতেই পরিণত হয় এবং ইহাই হইল তাহাদের পরম শান্তির চিন্ময় অবসর! মহারাজজীর দিব্য জীবনে—তাঁহার চিন্ময় লীলা নাট্যে—এই মঙ্গল ক্ষণটি কীরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইল—তাহা আমরা এখনই লক্ষ্য করিব!

বাস্তবিক মহারাজজী নিত্য লীলায় সমাশ্রিত—আপ্তকাম মুগ্ধ প্রেমে তাঁহার চিত্ত-মন উদ্বেলিত—বেদ বিধিব সিদ্ধ পন্থায় তাঁহার অনন্য যাত্রা উজ্জ্বল ভক্ত-পরম্পরার চিন্ময় দ্যুতিতে লোকে লোকে উদ্ভাসিত!

আনন্দময়ীর মোহন লীলায় ভক্ত প্রাণ আপন মার্গে ছুটিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার সাথে পথে পথে অসংখ্য দিব্য মহাত্মার—নিত্য নবীন অশেষ আনন্দবিলাস—তাঁহাদের গোপ্য পরিচয়—চিন্ময় ভজনানন্দের কণে কণে চির উদ্ভাসিত! নিত্য মহলী সেবার মুগ্ধ নিকুঞ্জে—তাঁহাদের নব নব রুচির-উৎসবের বিমল বৈভব—মহারাজজী সেই অমিয় সিন্ধু-তটের মোহন যাত্রী—তাঁহাকে দিব্য মাধুর্য্যে বরণ করিবার জন্য—অনন্য প্রেমসিন্ধুর কনক প্রতিম—আপ্তকাম মহামানবের মিথিলার রসাল কুঞ্জে নিত্য জাগরণ!

মহারাজজী এই মহামিলনের চিন্ময় পুলকে আপন সুখে ভাসিয়া চলিলেন—তাঁহার এই দিব্য অন্বেষণ জীবননাথের দর্শন বাসনায়—তাঁহার এই ব্যাকুল অভিসার—কেবল মাত্র একটি জীবনের নহে—বস্তুতঃ মহারাজজী—সহসা এই মোহন মার্গে অগ্রসর হন নাই—বহু জীবনের—বহু লগনের—তাঁহার এই মহামিলনের অভিসার—অনন্ত অবসরে পরিব্যাপ্ত! তাঁহার এই নিত্য দর্শনাকাঙ্খা—প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সদাই জাগ্রত! কুসুম কলি—আলোক ধারায় আপনার সমগ্র প্রকাশে যেরূপ

অভিসিঞ্চিত হইবার নিত্য বাসনা করে—মহারাজজী সেইরূপ আপ্তকাম শ্রীবৈষ্ণবের পাদপদ্মের দিব্য যাত্রী !

মহারাজজীর জীবনে রাসোৎসবের মধুর লগন সমায়ত! সমগ্র মিথিলাপুরী—এই মিলনোৎসবের জন্য দিব্য ব্যাকুলতায় এতদিন প্রতীক্ষা করিতেছিল—এক্ষণে সেই শুভ অবসর আপনি আসিয়া দ্বারে উপনীত হইল এবং তাহারই মংগল ধারায়—নব বসন্তের সিত পক্ষে—মধুময় ফাল্গুণে দিকে দিকে বিহগ কাকলীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে—পুষ্পিত কুঞ্জের মুগ্ধ সৌরভে সমগ্র আকাশ বাতাস সরসিত হইয়াছে—দিব্য জলবাহী স্রোতস্বিনীগণের কল কল ছল ছল রবে তটিনী-তট মুখরিত হইয়াছে—দিকে দিকে আপ্তকাম ভজনানন্দের দিব্য নির্য্যাস—বিমল বাসনায় সমগ্র আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়াছে !

বিলম ভক্তি স্বরূপিনী মিথিলাপুরী আজ অখণ্ড প্রকাশে উদ্ভাসিত! দিব্য পুরী নিত্য রূপে সমুজ্জ্বল হইয়া চরাচব জীবের বিমল বন্দনা সাদরে বরণ করতঃ আপন অকথ বৈভবে অখিল ভক্ত প্রাণ রঞ্জিত করিল! বাস্তবিক মিথিলাপুরী যেন এই দিব্য রসাভাসে নিত্য কিশোরীব পূর্ণানন্দে বিকসিত হইল !

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে মিথিলাপুরীর এই চিন্ময় প্রকাশ-মাধুর্য্যে স্বয়ং সুখস্বরূপ শ্রীরাম– দিব্য পুলকে কীরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন —মহামতি তুলসীর সরল গ্রাম্য গিরায় তাহা কীর্ত্তিত করিলে বলিতে হয়—

বাগু তড়াগু বিলোকি প্রভু হরষে বন্ধু সমেত।
পরম রম্য আরামু যহু জো রামহি সুখ দেত ॥

অর্থাৎ—কহিল লখনে প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
কী অপূর্ব্ব এই দেশ—কী মহিম মণ্ডন ॥

কী বিচিত্র পথ ঘাট—কী বিচিত্র শোভা।
কী বিচিত্র কুঞ্জবীথি—নদ-নদী মনোহর কিবা ॥
কী আনন্দ পুষ্পে পুষ্পে—কী মধু বিহগ কাকলী
কী বিচিত্র পুরবাসী—কিবা সেবা করুণার ডালি
যত্তপি সুখের নিধান হয় মোর বিচিত্র চরিত !
তথাপি এ দিব্য মিথিলা হেরি হইনু পুলকিত ॥

—ইহাই, বাস্তবিক, দিব্য মিথিলার বিমল পাদপীঠ! ইহাই প্রান্দানন্দময়ী হ্লাদিনীর মুগ্ধ বৈভব—ইহাই অনন্য ভক্তির চিন্ময় বিলাস মাধুর্য্য !

মহারাজজী দিব্য ভাবে ভাবতনু প্রাপ্ত হইয়া মিথিলায় প্রবেশ মাত্র চিন্ময়ানন্দে বিহ্বল হইলেন! স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপের ন্যায় তাঁহার নবনীত তনু—শ্বাসে শ্বাসে প্রতি পদক্ষেপে—শ্রীরামানুবাগের বিমল সৌরভ— চিত্ত-প্রাণে ভক্তি মহামণির অখণ্ড নিবাস! শ্রীধাম দর্শনে মহারাজজীর মনে হইল—এই সেই অখণ্ড উৎসব-মুখরিত শ্রীযুগল রসরাজের নিত্য ধাম—ইহাই আনন্দকন্দের মহাবাস মণ্ডলেব মধ্যমণি—ইহাই সেই চিন্ময় সাকেত পুরী !

মহারাজজী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আপন মার্গে প্রধাবিত হইলেন—তাঁহার হৃদয়ে সেই এক অন্বেষণ—কোথায় সেই শ্রীকিশোরীজীর প্রিয় সখী— কোথায় সেই দিব্য আচার্য্যকূল কৈরব চন্দ্র! কোথায় সেই দীনবন্ধু পতিত পাবন স্বামী—যাহার মধুময় করুণা কিরণে অবগাহন করতঃ মহারাজজী চরিতার্থ হইবেন !

ইহাও বাস্তবিক অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনী জনকনন্দিনীর এক অকথ লীলা বৈচিত্র্য—মহারাজজী পূর্ণ আপ্তকাম চরিত্রের দিব্য লীলায় অনন্য ভক্তের বিমল ক্রমগুলি সুখে বিস্তার করিতেছেন! এক্ষণে অশেষ আনন্দ

দায়িনী শ্রীকিশোরীজীর দিব্য প্রেরণায়—দুইটি চিন্ময় প্রেমলতিকার মহামিলন বাস্তবে রূপায়িত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না! অনন্ত শ্রীসম্পন্ন ভাগবতাচার্য্য শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ--আপনি এই দিব্য বালকটিকে সহসা আবিষ্কার করিলেন! শ্রীধাম মিথিলা পরিক্রমা কালে—স্নিগ্ধ ছায়া সুনিবিড দিব্য রসাল কুঞ্জে—জানকীজীর প্রিয় সখী—শ্রীপ্রেমলতা একদা এই অভিনব দিব্য রসাপ্লুত সুকুমার বালকটিকে দর্শন করতঃ- প্রাণের এক অব্যক্ত সুখে—যাত্রা পথে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন!

আত্মারাম শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মা—সততই মোহমুক্ত—কিন্তু এক্ষণে তিনি বালকটির মধ্যে কী রূপ দেখিলেন--যাহার জন্য তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ সহসা স্থির হইয়া গেল? তাঁহাব নিমেষহীন পলক দুইটি বালকের ভাব বিহ্বল নয়ন পবে আপনি স্তব্ধ হইল?

বাস্তবিক শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মা অনাবিল প্রেম সুখে দেখিলেন যে বালকটির নয়ন দুইটি অশেষ আনন্দ রসপ্লাবিত—দিব্য গৌর বর্ণের তনুখানি ঘন পুলকায়মান--অঙ্গে অঙ্গে যে দিব্য ভাবঘন তবঙ্গ লীলায়িত—তাহা যথার্থই সর্ব্ব ভাষা পর!

বালকটির এমত দিব্যাবস্থা দর্শন কবতঃ শ্রীযুগল রাসমণ্ডলের নিত্য সখী শ্রীপ্রেমলতার বড আনন্দ হইল—এবং বালকটির প্রতি সহসা তাঁহার যে বাৎসল্য ধারা প্রধাবিত হইল--তাহাতে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে এক দিব্য ইচ্ছার উদয় হইল—ভগবৎ বিরহ কাতর দিব্য বালকটিকে আপন করিতে তাঁহার বাসনা হইল—এবং প্রাণের এই মুগ্ধ বাঞ্ছায়—মহাত্মা প্রেম সরসিত কণ্ঠে স্বতোৎসারিত ভজন প্রবাহের চিন্ময় ধারায় মধুময় সিয়ারাম নামে নিমগ্ন হইলেন!

বাস্তবিক আপ্তকাম অনন্ত সন্তের বিমল বাসনা—কেবলমাত্র একটি প্রাণের বাসনা নহে—ইহা চরাচর জীব হৃদয়ের দিব্য বাসনা! এবং ইহারই প্রমাণ স্বরূপ শ্রীপ্রেমলতার চিন্ময় লীলা বৈভবে মহারাজজীর চিত্ত

কী করিয়া অচিরেই একই দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইল তাহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব !

মিথিলার রসাল কুঞ্জে ভাব বিহ্বল দিব্য বালকের ধ্যান দশা সহসা ভগ্ন হইল—তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অনর্ব্বচনীয় ভাব পরিস্ফুট হইল—এবং দিব্য বালকটি অনুভব করিলেন—তাঁহার কর্ণ কুহরে কে যেন মধুময় শ্রীযুগল রসামৃতের দিব্য ধারা - জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম নাম মহামঙ্গল ঢালিয়া দিতেছেন !

এই দিব্য নামের স্রোতে মহাবাজজীর চিত্ত পরানন্দে নিমগ্ন হইল—এবং এই নাম মহামংগলেব দিব্য উৎসেব অনুসন্ধানে মহারাজজী আপন পশ্চাৎ দিকে নয়ন পাত কবিতেই - অদূরে রাসাল কুঞ্জে—সমগ্র পরিবেশ চিন্ময় জ্যোতিমণ্ডলে উদ্ভাসিত করতঃ যে বৈষ্ণব মহাত্মা ভজনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন—তাঁহাকে চকিতে অবলোকন করিলেন ! মহাত্মাকে দর্শন মাত্রেই মহারাজজীর হৃদয়ে চিন্ময় পূর্ব্ব স্মৃতি জাগ্রত হইল এবং তিনি এক নিমেষে—মহাত্মার সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধটি বিদিত হইলেন !

এইরূপ তদগত প্রেম দশায় মহাবাজজী বহুদিন পরে নিজ শরণপাল স্বামীর শ্রীপদ পঙ্কোজ দর্শন করতঃ—প্রেমার্ত্ত চিত্তে—তাঁহার চরণ প্রান্তে দিব্য আশ্রয় ভিক্ষা কবিলেন ! মহাত্মাও এতদিন--তাঁহার এই নিত্য লীলা পরিকরের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন—এক্ষণে শ্রীকিশোরীজীর ইচ্ছায় সহসা তাহার সহিত পুনর্মিলন হইল !

বাস্তবিক এই দুই প্রেম নিকেতনের - মহামিলন অভিনন্দিত করতঃ রসাল কুঞ্জবাসী পিকদল আপন সুখে গুঞ্জরিয়া উঠিল—বনানীর দিকে দিকে ময়ুর ময়ুরী নৃত্য পটিয়সী হইল—সন্ত হৃদয়ে অকাম ভজনোল্লাসের প্লাবন উঠিল—নিত্যধামের পূর্ণানন্দ যেন সহস্র শিখায় সহসা প্রদীপ্ত হইল এবং তাহারই মংগল আলয়ে দিক্ বালাগণ যেন মুগ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

* মিলন মধুর জাগায় জাগায় জাগায় রে
জাগায় রে সুখ পারা ॥
মনের কোণে গহন চিতে
আপন সুরে আপনি মেতে
কী বলি বলি হোল সারা ॥
মহারাসের বিপুল ভাসে
চিকণ হিয়ার মাঝে ।
কানায় কানায় ঝুমুর ঝুমুর
নুপূর মধুর বাজে ॥
নিত্য সেবার মোহন বাঁকে
প্রেমের পুরে আকুল ডাকে
যুগল লীলায় হোল হারা ॥

তের

সোনায় সোহাগা মিলিল—ভাব ভক্তি তরঙ্গ—অতল প্রেম সিন্ধুতে মিলিত হইল—শান্ত দীপশিখা পূর্ণিমার দিব্য চন্দ্রালোকে আপ্লুত হইল! বাস্তবিক ভক্তি চিন্তামণির নীল গগনে সহসা যুগল চন্দ্রের উদয়ে—অনন্ত ভজন বিলাসী সন্ত চকোরগণের হৃদয়ে পরম তৃপ্তির কিরণমালা বর্ষিত হইল!

ভক্তগণের দিব্য দিশায়—এই দুইটি পরম অপ্রাকৃত বিমল সত্ত্বার চিন্ময়

* মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অন্য রূপ।

মহামিলনটি—সামান্য নহে—অনন্ত জীবনের দিব্য পারম্পর্য্যে এই মিলনটি কান্তা-কান্ত মিলনের চির মধুর রূপ! এই যুগল প্রেমাধারের দিব্য দর্শনে —ভক্ত মনে ইহাদের নিত্য ক্রীড়ার যে গোপন মাধুর্য্যটি আপনি ধরা দিল—কান্তা-কান্ত সম্বন্ধের সেই বিমল রূপটি রামানন্দের মুগ্ধ অনুকথনে কীর্ত্তিত করিলে বলিতে হয়—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাড়ল অবধি ন গেল।
না সো রমণ না হম রমণী,
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি! সে সব প্রেম কহানী,
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
অব সেই বিরাগ তুহু ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি॥

প্রসঙ্গতঃ বলিবার আছে যে শ্রীরামবল্লভার নিত্যসখী শ্রীপ্রেমলতা—অনন্ত লোক চরিত্রে—সমগ্র সন্ত সমাজের চির পূজনীয়! আচার্য্যবর্জের সিদ্ধ পাদপীঠে—প্রেমলতার চিন্ময় লীলাতনু—অনন্ত শ্রীসম্পন্ন শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজের নিত্য বিলাস! শ্রীরামরসেব অখণ্ড ভাণ্ডারী শ্রীহনুমানজীর দিব্য স্বরূপ—এই আলোক সামান্য মহাত্মার মংগল চরিত্রের কণে কণে উদ্ভাসিত—চিন্ময় জ্ঞান-বৈরাগ্য ও প্রেমের একরস চরিত্রে—মহাত্মা তৎকালীন রামানন্দী বৈষ্ণবগণের শিরোরত্ন!

বাস্তবিক উজ্জ্বল বংশ পরম্পরার অনন্ত ঐশ্চর্য্যে মহাত্মার চিন্ময় মাধুর্য্য—মোহমুক্ত সন্ন্যাসীগণেরও মন হরণ করে। মহাত্মা সমগ্র শব্দ শাস্ত্র

তথা সাধন রাজ্যে সু-পারংগত হইয়া—নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে—শ্রীযুগল রসরাস মণ্ডলের নৃত্য-গীত পটিয়সী দিব্য কিঙ্করী! অশেষ দিব্য কল্যাণ গুণগণে ভূষিত হইয়া মহাত্মা অযাচিত করুণার যথার্থই কনক কিরীট—সর্ব্ব মংগলের মহামংগল—অখিল ভাগবৎ রহস্য-লোকের চিন্ময় চারু চন্দ্রিকা! তাঁহার উদার কণ্ঠে শ্রীযুগল রামরসের নিত্য কেলির মহাপ্রাণ—মধু হইতেও মধুময় জয় সিয়ারাম জয় জয় সিযারাম নামের অবিরল কীর্ত্তন! ইহাই সংক্ষেপতঃ ভক্তি-ভক্ত-ভগবানের বিমল রূপ—শ্রীপ্রেমলতার দিব্য চরিত মাধুর্য্যের যথামতি দীন পরিচয়!

দিব্য শুভ লগ্নে—ভাগবৎ রসিক শিরোমণি শ্রীপ্রেমলতাজী—মহারাজজীকে নিত্য-সিদ্ধের অনন্য সংস্কারে সুদীক্ষিত করিলেন! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে শ্রীরামানন্দী বৈষ্ণব মহাত্মাগণের দিব্য পঞ্চ সংস্কার—পরম গোপ্য ভক্তি-ভাবনার মুদিত পরিচয়। ভক্তের প্রসন্ন ললাটে দিব্য অনুরাগ রঞ্জিত শ্রী-তিলক-বিন্দু-চন্দ্রিকা-মুদ্রিকা তথা বাম হস্তে ধণুঃ ও দক্ষিণ হস্তে বাণ—কণ্ঠে যুগল কণ্ঠী—নয়নে স্নিগ্ধ প্রেমের মধুর অঞ্জন—ললিত অঙ্গে রুচির পীত পট—কটি দেশে কৌপীন। ইহাই অনন্য সন্ন্যাস মার্গাবলম্বীর নিত্য বেষ—ইহাই আপ্তকাম বিমল সন্তের চিন্ময় ভূষণ—ইহাই নিত্য সেবা মাধুর্য্যের অক্ষয় পরিচয়!

মহামংগলময় জয় সিযারাম নাম মহাধ্বনীর দিব্য পীযূষ ধারায়—মহারাজজীর দিব্য সংস্কার লাভ হইল—অখণ্ড ভগবদ্ধাম শ্রীসদ্গুরু চরণে মুগ্ধ জীবন আশ্রিত হইল! আচার্য্য শিরোমণি দিব্য দর্শনে মহারাজজীর সম্যক চরিত্র অবগত হইয়াছেন—মহারাসমণ্ডলে মহারাজজীর যে নিত্য কৈঙ্কর্য্যের সরসিত ধারা—তাহা তাঁহার মন মুকুরে উদ্ভাসিত হইয়াছে! মহাত্মা মনে মনে বিদিত হইয়াছেন যে শ্রীকিশোরীজীর দিব্য করুণা সলিলে নিষ্ণাত হইয়া—এই পরম মধুময় ভাগবৎ-ভূষণের—দিব্য লোক চরিত্রের অনুগমন—এক্ষণে তাঁহার চিন্ময় পরশে একটি সুপ্ত পুরী অনন্ত

শিখায় সহসা উদ্ভাসিত হইবার ন্যায়--মহারাজজী নিত্য মাধুর্য্যে প্রদীপ্ত হইলেন।

দীক্ষান্তে—শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মা মহারাজজীর যুগল নাম করণ করিলেন! নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্য ও বিমল লীলা তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে—শ্রীবৈষ্ণব সন্তের দ্বৈত রস-চরিত্রের বিমল উৎসব। বহিরঙ্গে সন্ত চরিত্রে – সগুণ সাকার পুরুষোত্তমের বিমল গুণানুকীর্ত্তনে তথা অনন্য ভাব-ভক্তির চিন্ময় অনুশীলনে--প্রেম ধর্ম্মের বিস্তার ও আস্বাদন রূপ চিন্ময় লীলা মাধুর্য্যে—শ্রীবৈষ্ণবের দিব্য বহিরঙ্গ প্রকরণ। ইহাই আপ্তকাম সন্তগণের জীবন্মুক্ত দশার বিমল ক্রম। ইহাই সিদ্ধ আচার্য্য পন্থার চিন্ময় বৈভব মাধুর্য্য!

অন্তরঙ্গ প্রেমাস্বাদনে শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মা নিজ নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে—শ্রীকিশোরীজীর নিত্য সখী – নিত্য কিঙ্করী। মুগ্ধ ললনার চিন্ময় ভাব তনুতে—মহাভাগবতের দিব্য কৈঙ্কর্য্যের নিত্য অনুগমন! ইহাই অখণ্ড রসাস্বাদনের চিন্ময় অভিব্যক্তি।

মহারাজজীর দিব্য লীলা তত্ত্বের শুভ নাম করণ হইল অনন্ত শ্রীসম্পন্ন শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণ। বাস্তবিক তাঁহার এই দিব্য নাম তাঁহার পূর্ব্ব নাম সাধুরাম নামেরই একটি মঙ্গল রূপ মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্রীকিশোরীজীর বিমল করুণা চরিত্রে—সন্তগণ--ধরাধাম উজ্জ্বল করিয়া থাকেন—অমোঘ লীলায় ত্রিভুবন পাবন করিয়া থাকেন! এক্ষণে সাধু ও সিয়া যে পর্য্যায় বাচক অভিন্ন শব্দ তাহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে—সাধু বাস্তবিক জগজ্জননীর সীতার গোপ্য লীলা চরিত্র এবং সগুণ সাকার পুরুষোত্তম শ্রীরাম – রঘুনাথ রূপে সততই উদ্ভাসিত –এই চিন্ময় বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতীত হইবে যে লীলা চরিত্রে যিনি সাধুরাম—দিব্য মাধুর্য্যে—তিনিই সিয়া রঘুনাথ – এবং অনন্য কৈঙ্কর্য্য-কারণে—সিয়া রঘুনাথ সততই সিয়া রঘুনাথ শরণ!

মহারাজজী বহিরঙ্গে সাধু অর্থাৎ সীতা অন্তরে নিরবধি শ্রীরাম—

ইহাই তাহার নিত্য লীলা চরিত্র—সাধুরাম এক্ষণে সিযারঘুনাথ শরণে লীলায়িত হইয়া অখণ্ড জগৎ সুধন্য করিলেন—দিব্য করুণার বরুণালয় হইয়া ধরণী নবীন ধারায় মুগ্ধ করিলেন !

শ্রীবৈষ্ণব সন্ত মহারাজ অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী—মহারাজজীর পূর্ব্বাপর সমগ্র চরিত্র বিদিত হইয়াছেন—মহারাজজীর দর্শন মাত্রে—শ্রীযুগল শ্যামসুন্দরের চিন্ময় মাধুর্য্যে পুলকিত হইযাছেন ! অন্তরঙ্গ লীলায় মহারাজজী—দিব্য বালা—প্রেমমঞ্জরীর চিন্ময় চরিত্রে নিত্য উদ্ভাসিত ! এই পরম আপ্তকাম অনাবিল সুখ-ধারায় মহারাজজী নিত্য সমাশ্রিত ! প্রেমমঞ্জরী—যূথেশ্বরী শ্রীপ্রেমলতিকার মধুর প্রকাশে চির মঙ্গলময়—চির সুন্দর আপ্তকাম কিঙ্করী !

বাস্তবিক পরম প্রসিদ্ধ মহাভাগবৎ অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজের কী দিব্য দর্শন—নিত্য লীলা প্রবিষ্ট মহাত্মার কী চিন্ময় অনুধ্যান—আপ্তকাম মহর্ষিবরের স্বরূপ বৈভবের কী দিব্য প্রাঞ্জলতা —যশস্বী মহাকবির কী জ্যোতির্ম্ময় ধারা ! মহারাজজীর অখণ্ড চরিত্র রূপায়ণে—দিব্য আনন্দমুখর মহাত্মার অন্তরের এই সম্যক পরিচযটি চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল !

এক্ষণে একই মুগ্ধ চরিত্রে যুগল রসতনু—সিয়ারঘুনাথ শরণ ও প্রেমমঞ্জরী—এই দ্বৈত উজ্জ্বল মাধুর্য্যময় ধারা আপনি উদ্ভাসিত হইল ! বাস্তবিক এই বিমল ভাবের দিব্য উৎসে—শ্রীবৈষ্ণব রস-চরিত্র সর্ব্ব ভাব ও ভাষার অতীত !

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে—শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মা দিব্য চরিত্রে ভেদ-ভক্তির বিমল উপাসক হইলেও-শ্রীবৈষ্ণব রস তত্ত্ব—সর্ব্ব ভেদের অতীত—ইহা কোনরূপ সঙ্কীর্ণ সম্প্রদাযের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে—পরাভক্তির বিমল আস্বাদন ও বিস্তারেই—শ্রীবৈষ্ণব চরিত্র ! জীবে জীবে যে সহজ ভালবাসার মহামণি লুক্কায়িত তাহাই—শ্রীবৈষ্ণবের করুণা কিরণ

সতত প্রোজ্জ্বলিত করে এবং এই নিত্য তৃপ্ত বিমল জ্ঞান ধারায় জীব আপন স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীকিশোরীজীর দিব্য কৈঙ্কর্য্যে চির আপ্তকাম হয়!

এই বিমল বিচারের দিব্য পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে যে শ্রীবৈষ্ণবের নিত্য সেবায় অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তৃপ্ত! আপ্তকাম বিমল ভজনানন্দী মহাত্মা ইষ্ট চরণে সমাশ্রিত হইয়া সমগ্র জীব নিচয়ের নিরন্তর কল্যাণ সাধনে সতত প্রার্থনা রত! দিব্য প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে ভগবৎ চরণে তাঁহার নিত্য নিবেদন হইল—

সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বেষাং মঙ্গলমস্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ॥

—সকলেই সুখী হউক—সকলেই নিরাময় হউক—সকলের মংগল হউক—কেহ যেন দুঃখ ভাগী না হয়!

বলা বাহুল্য এই উদার মন্ত্রে - শ্রীবৈষ্ণবের সমগ্র চিত্তটি চির উদ্ভাসিত। ইহাই শ্রীবৈষ্ণব চরিত্রের বিমল দিগ্দর্শন—এবং এই মংগল চরিত্রে—শ্রীবৈষ্ণব সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত—সর্ব্ব সম্প্রদায় মুক্ত—শ্রীবৈষ্ণব জগজ্জননী জানকীজীর দিব্য করুণা সলিলে চির আপ্তকাম সুখী মীন!

এক্ষণে অচিন্ত্য লীলা মাধুর্য্যে—দিব্য আচার্য্যের বিমল করুণা ধারায় মহারাজজী সুখে নিষ্ণাত হইলেন—তাঁহার পুণীত আশীর্ব্বাদে অখণ্ড শ্রীরাম রসের অমিয় সিন্ধুতে অবগাহন করিলেন এবং নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে আরূঢ় হইয়া বিমল কৈঙ্কর্য্যে সুখে বিচরণ করিলেন!

এই দিব্য করুণা সম্পাতে মহারাজজী সিদ্ধ মহাকবির সর্ব্ব লক্ষণে সহসা উদ্ভাসিত হইলেন—তাঁহার কণ্ঠে কোথা হইতে অবিরল ধারায় অমোঘ কাব্য গীতিকা ক্ষরিত হইল—তাঁহার সুনির্ম্মল মন মুকুরে—শ্রীসদ্গুরুর চিন্ময় রূপটি দিব্য আলেখ্যে উদ্ভাসিত হইল—মহারাজজী

শ্রীগুরুর সেই মধুর লীলা চরিত্রের বিমল রূপ-সুধাটি পান করিতে করিতে স্বতোৎসারিত ধারায় শ্রীগুরু বন্দনা প্রসঙ্গে গাহিয়া উঠিলেন—

শ্রীসিয়া স্বামিনী কেরি সখী বস এক সদা বয় বর্ষ ইগারা।
স্বামিনী আয়সু ধাবি হিয়া শ্রীপ্রেমলতা জগ মে অবতারা॥
মিত সবৈ প্রিয় প্রাণ সমানা সুজান অমান মহান উদারা।
শ্রীসিয়ারাম সুনাম উপাসক আসক আসল রটৈ নিশিবারা॥

সিদ্ধ প্রসিদ্ধ তপী গুণবন্ত ক্ষমী সু দর্শক অকাম অগেহী।
যাদ সদা নিজ নাম স্বরূপ ইকান্ত নিবাস দশা সু বিদেহী॥
লাজ বিহায় করৈ নিজ কাজহি নাম রটৈ সুচি সন্ত সনেহী।
লক্ষণ জো সুঠি সন্তকে সু বশৈ ইন্হ মাহি ন জানত কেহী॥

শরণাগত পালক জো পিতু বালক দেহি সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি নশাই।
রটাবাবহি নাম বসবাবহি ধাম হটাবাবহি কাম কলঙ্ক কশাই॥
নব ষষ্ঠ দশাষ্টক চারিকে সাব যুগকে সুধর্ম্মহি দেহি লখাই।
জীব সু কৌল গুরুকে সুবাক্য বিচার করৈ নিত নাম রটাই॥

মহিমা তিন্হকে কবি কৌন কহে জিন্হ নাম রসামৃত পান কিয়া।
হারহি শেষ গণেশ মহেশ শারদ নারদ আদি হিয়া॥
রামহি ভক্ত বিশেষ কহৌ জিন্হ নাম মহামণি ধাবি লিয়া।
জগ ধন্য সু মঞ্জরী প্রেম অস নামনি চরণজু ধুই পিয়া॥

অর্থাৎ—শ্রীরামবল্লভা সিয়া সখী নব—সদা একাদশ বয়স রে।
জানিয়া হৃদয়ে স্বামিনী সুরুচি—প্রেমলতা নিল অবতার রে॥

প্রাণ প্রিয় তাব চরাচর জীব—দিব্য মহান অমান রে।
পরম বিজ্ঞ ভাগবত রসে—গত মদ কাম উদার রে॥

মধু হ'তে মধু চির প্রাণবঁধূ—সিয়ারাম নাম রসাল রে।
দিব্য উপাসক সে চিন্ময় নামের—রটে নিশিদিন অচল রে॥
পরম সিদ্ধ সাধন সমবে—জপ তপ নেম আধার রে।
ক্ষমাশীল চারু গুণের নিধান—চিন্ময় ত্যাগী সন্ত রে॥

ধেয়ানে সতত নিত্য স্বরূপ—প্রেমলতা অলি মুগ্ধ রে।
নিভৃত নিরালায় নিত্য নিবাস—বিদেহী দশায় সতত রে॥
বৃথা লাজ ত্যাগী সতত নিরত—দুর্লভ সার সাধন রে।
নির্ম্মল প্রাণ সাধু শিরোমণি—সিয়ারাম নামে বিভোর রে॥

জীবন্মুক্ত সন্ত উদারের—লক্ষণ চারু ষোড়শ রে।
প্রভুর অঙ্গে অঙ্গে ঝলমলে সদা—ভক্ত বিহনে কে বুঝে রে॥
আশ্রিত জনের দিব্য পালক—যথা পিতা হয় বালকে রে।
বিদ্যা জ্ঞান দিয়া সুবুদ্ধি সদা করে—কুবুদ্ধি কুকাজ হানিয়া রে

দিব্য প্রভু—দিব্য পিতা সম—বসান সেবকে শ্রীধামে রে।
শ্রীনাম রটনে সিদ্ধ কবি মতি—কাম-কলঙ্ক দহেন রে॥
নবধা ভকতি ষড দর্শন পুরাণ আঠারো—চারি বেদ রে।
এ সব বিজ্ঞান নিধান সকলের—দেখান মর্ম্ম সার রে॥

জনম সময়ের শপথ স্মরিয়া—জীবের ধর্ম্ম সরল রে।
শ্রীগুরু পাদপদ্ম বক্ষে ধরি—নাম রটন সুখ সার রে॥

কে কবি গাহিতে পারে তাঁর দিব্য মহিমা অপার রে ॥
তৈল ধারাবৎ শ্রীনাম রসামৃত যে পান করিল সুখে সতত রে ॥
শারদ শেষ গণেশ মহেশ মহাজন কবি প্রমুখ রে।
হারিল বার বার গাহিতে বসি – শ্রীনাম জাপকের বিভব রে ॥

স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সতত ভক্ত তাঁর বিশেষ রে।
যে লাভ করিল সুখে শ্রীনাম মহামণি—দিব্য পরানন্দ রে ॥
এমন শ্রীনাম জাপক সন্তের—চরণ ধোয়া বারি পান করিয়া রে।
জগতে ধন্য হোল মঞ্জরী প্রেম—সার্থক সব কর্ম্ম রে ॥

মহারাজজীর নিত্য রসময় চিত্তের দিব্য সংলাপে - শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মার কী অপূর্ব্ব বন্দনা গীতি। চিন্ময় ভাবরাজ্য ও শব্দ শাস্ত্রের পুনীত মিলনে —শ্রীবৈষ্ণব মহাত্মার সাবলীল প্রকাশটি সমগ্র ভাগবৎ রসমাধুর্য্যের কনক প্রতিম সম দিব্য ভাস্বরতায় পরম উজ্জ্বল। বাস্তবিক হৃদয় প্রেম সিন্ধুতে নিত্য মথিত না হইলে—এরূপ চিন্ময় সাবল্য মণ্ডিত ভাব-ভাষা-কাব্য-ব্যাকরণ ও ছন্দের সংঘটন লক্ষিত হইবার নহে—শাশ্বত মহাকবির বিমল ধারায় মহারাজজীর অকথ বন্দনাটি আপন রসমাধুর্য্যে আপনি মহান!

চৌদ্দ

আপ্তকাম রসিকাচার্য্যের মুদিত করুণায় মহারাজজী দিব্য লীলা চরিত্রে—ভজন-মুখর উপাসনার কুসুমাস্তীর্ণ মার্গে সুখে বিচরণ করিলেন! শ্রীগুরুমন্ত্র—শ্রীযুগল মন্ত্র—শ্রীযুগল নাম - শ্রীযুগল শরণাগতি—শ্রীযুগল গায়ত্রী—ইহাই শ্রীবৈষ্ণব তন্ত্রোপদিষ্ট দিব্য সংস্কার! পরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার

হেতু—গুরু কৃপা—ইষ্ট কৃপা ও বেদ কৃপা রূপী যে তিন প্রকারের দিব্য কৃপার প্রয়োজন হয়—মহারাজজীর চিন্ময় লোক চরিত্র সেই মঞ্জুল কৃপা ত্রয়েই সমুজ্জ্বল! এক্ষণে অচিন্ত্য বিলাস বৈভবে এই দিব্য কৃপা ত্রয়ের যে বিমল একরস চরিত্রের অবিরল স্মরণ—তাহাই অনন্য ভজন ভাবনার চিন্ময় উৎস—তাহাই প্রপন্ন পথিকবরের চরিতার্থ নিবেদনের মুগ্ধ রূপ—তাহাই অনন্ত করুণার বিহ্বল বিস্তার।

এবংবিধ মহাশক্তি-পরম্পরার বিমল মাধুর্য্যে অনন্য সন্তের নিষ্কাম ভজন ভাবনা সর্ব্ব সাধন পারংগত—সর্ব্ব আয়াস রহিত—সর্ব্ব দেশ কাল নিরপেক্ষ! বাস্তবিক এই চিন্ময় ভাব রাজ্যের পুণীত বিস্তার—একমাত্র পরম অপ্রাকৃত চিত্ত-মনের অনুভব সাপেক্ষ—কারণ ইহাই পরিশুদ্ধ ধ্যানের চরম অভিব্যক্তি ইহাই বিরজার পরপারের শ্রীসাকেত ভূমি—ইহাই নিত্য অপরিণামী দিব্য ভূমার মোহন অঙ্গন!

প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে এই দিব্য ভূমা ও শ্রীরামধাম—বস্তুতঃ একই পর্য্যায় বাচক শব্দ। এই চিন্ময় ভাব রাজ্য রূপী-শ্রীরামধাম অনন্তকোটি পূর্ণচন্দ্র সম নিত্য নব নব আনন্দে উদ্ভাসিত—শ্রীরামের অঙ্গ কান্তির জ্যোতির্ম্ময় ধারায়—শ্রীরাম ধাম ও শ্রীরাম যে একই নিত্য অখণ্ড চৈতন্যের দিব্য অভেদাবস্থা তাহাই ইঙ্গিত করতঃ আচার্য্যপ্রবর শংকর প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মলোক শব্দটির বিশ্লেষণে বলিলেন—ব্রহ্ম এব লোকঃ—ন ব্রহ্মণঃ লোকঃ—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোক—এই দুইটি পৃথক সত্তা নহে—অতএব ব্রহ্মের লোক বলিয়া কিছুই নাই।

বাস্তবিক এই চিন্ময় রূপ মাধুর্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ ভূমার তটস্থ লক্ষণ উদ্গীত করতঃ বলিলেন—

যত্র নান্যৎ পশ্যতি শৃণোতি নান্যৎ বিজনাতি তৎ ভূমা।

অর্থাৎ—যাহা অখিল জ্ঞানানন্দ-প্রেমানন্দ ও ভজনানন্দের চিন্ময়

অধিষ্ঠান—তাহাই ভূমা—এবং এতৎ কারণে ভূমাই সর্ব্ব সুখের কনক কিরীট—ইহাই পরমা শান্তির নিত্য নিকুঞ্জ—ইহাই দিব্য জাগরণের চিন্ময় লোক!

প্রসঙ্গতঃ অনন্য সাধন মার্গের বিমল পরিপ্রেক্ষিতে উপরি উক্ত ভাবটি ব্যক্ত করিলে বলিতে হয়—জীবের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের পরপারে যে নিত্য অবিনাশী স্বপ্রকাশ আনন্দ সত্তার চিন্ময় বিলাস—তাহাই সাধকের শ্রীরামলোক। এই দিব্য রসালয়ে শ্রীযুগল আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম ও জনক নন্দিনীর সীতার—আলোক ও ছায়ার ন্যায় নিত্য অবিচ্ছিন্ন লীলা মাধুর্য্য—ইহাই অনন্য ভজনানন্দী শ্রীবৈষ্ণবগণের পরম সাধ্য তত্ত্ব—এই চিন্ময় লীলা রহস্যার্ণবে—ভক্তি চিন্তামণির কায়ব্যূহ স্বরূপিনী অনন্য কৈঙ্কর্য্য নিপুণ মুগ্ধ রামাগণের সাথে শ্রীযুগল রস বিহারের নিত্য মহারাস—এবং এই পরম অপ্রাকৃত দিব্য মহারাসই হইল শ্রীবৈষ্ণবগণের অনন্য ধ্যান সমাধির চিন্ময় আলোকধারা। বলিতে কী—এই অখণ্ড প্রেম মাধুর্য্যের যে দিব্য আস্বাদন তাহার বিমল অভিব্যক্তিতে অনন্য রামাগণ অগাধ সলিলে সুখী মীনবৎ নিরবধি ডুবিয়া রহিলেন!

বাস্তবিক অনন্য রামাগণের এই চিন্ময় ভাব সিন্ধুর এক বিন্দু পান করিবার জন্য সাধক চিত্তের যে নিত্য নিরন্তর বিমল উৎকণ্ঠা—তাহাই মুগ্ধ ভাষণে উদ্গীত করতঃ অনন্য রসি-রসকাচার্য্য শিরোমণি মহাপ্রভু প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন ছাড়িলেন বেদধর্ম্ম
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥

কিন্তু অনন্য ভক্তি চিন্তামণির দিব্য কায়ব্যূহ স্বরূপিনী সরলা ব্রজবালাগণ কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণশব্দ, কৃষ্ণস্পর্শ, কৃষ্ণরস, কৃষ্ণগন্ধ পরশ মাত্রে যে চিন্ময়

সুধা আস্বাদনে নিত্য দ্রবীভূত হয়েন—তাহার সামান্য পরিচয় উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

কৃষ্ণ রূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কৃষ্ণের বচন মাধুরী নানা রস নর্ম্মধারী
তার অ-ন্যায় কথন না যায়॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বল
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
কৃষ্ণের অধরামৃত তাহে কর্পূর মন্দস্মিত
স্বমাধুর্য্যে হরে নারী মন॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্যভর মৃগ মদ—মদ হর
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব ধন।
কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল তার যেই পরিমল
তাহা মিলি কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে করে সর্ব্ব আকর্ষণে
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥

বাস্তবিক ইহাই পরম অপ্রাকৃত চিন্ময় ভাব রাজ্যের বিমল অনুভূতি এবং ইহার সাথে সাথে—অনন্য কান্তাগণের মুগ্ধ মাধুর্য্যের বিমল অবসরে —স্বয়ং অবতারী পুরুষোত্তম যে দিব্য ভূমিকায় সততই উদ্বেলিত হয়েন— তাহাই উদ্গীত করতঃ শ্রীবৈষ্ণব কর্ত্তা প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন—

চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদন মোহন।

জিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লয়ে গোপীগণ ॥

অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয়ের এবংবিধ দিব্য ঐশ্বর্য্য পান করতঃ মহাপ্রভু নিজ মঞ্জুল মানসে—অখিল মধুরতার যে বিমল চিত্রটি অঙ্কিত করিলেন—বাস্তবিক তাহার কোন তুলনা নাই! মহাপ্রভুর দিব্য ভাষণে তাঁহার হৃদয়-নাথের সেই চিন্ময় রূপের বিমল দ্যুতিটি প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হইতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুব তাহা হৈতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্না ভর ॥

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিক ব্যাপে যার পুর ॥

ইহাই অনন্য কান্তার—বিমল ধ্যানের রূপ! ইহাই তাঁহার চরিতার্থ আস্বাদন!

শ্রীযুগল ভজন ভাবনার মধুর পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ও অপর দিকে অমলা ভক্তির নবনীত তনুটি বিচার করিবার প্রসঙ্গটি—দিব্য জিজ্ঞাসার বিমল রূপে—সততই সাধক হৃদয়ে উল্লসিত হইয়া থাকে এবং শ্রীযুগল ভজন ভাবনার ইহাই হইল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা!

বস্তুতঃ অনন্য ভজন ভাবনার দিব্য মধুরতা নিরূপণ করতঃ শ্রীবৈষ্ণব রামাগণ ইহাকে—কর্ম্ম-যোগ ও জ্ঞান হইতে পৃথক করিলেন! পূর্ব্বে অন্যত্র উল্লেখিত হইয়াছে যে অনন্য ভজন ভাবনার একমাত্র অবলম্বন হইল—

অখিল আনন্দকন্দের দিব্য স্বরূপ মাধুর্য্য স্বরূপিনী ভক্তি চিন্তামণি! বলিতে কী আনন্দকন্দ ভগবান স্বয়ং ভক্তিময়—অবিরল ভক্তির অনন্য নির্য্যাসে শ্রীপুরুষোত্তমের চিন্ময় অস্তিত্ব—ভক্ত নয়ন যুগলে স্বয়ং উদ্ভাসিত হইয়া থাকে! অর্থাৎ অনন্য ভক্তির চিন্ময় আস্বাদন হেতু স্বয়ং অবতারীর—বিচিত্র রূপ ও রসে—নিত্য অবতার লীলা! বস্তুতঃ ভক্তি চিন্তামণিই হইল—যাঁহার পরম গতি—পরম গুরু—পবম নিধান—সেই অচিন্ত্য লীলা মুখর ভগবদ্ভক্তির দিব্য কণে—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লোক যে কেবলমাত্র প্রকাশিত শুধু তাহাই নহে—পরন্তু আনন্দকন্দের স্বরূপ মাধুর্য্যের দিব্য প্রসাদে সমগ্র বিশ্ব বিলাস—আনন্দকন্দের নিত্য কিঙ্করী এবং তাঁহারই বৈভবে জীব স্বরূপতঃ নিত্য সনাতন ও দিব্য আনন্দ মঞ্জুল!

উপরি উক্ত বিমল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সততই উপলব্ধ হইবে যে ভক্তিই হইল—জীবের অনন্য গতি—অনন্য প্রকাশক! অর্থাৎ জীবও স্বরূপতঃ ভক্তিময়—ভক্তিই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম—ভজনই তাহার একমাত্র অবলম্বন—ভক্তিই জীবের সহজ প্রবৃত্তি। ইহাই বাস্তবিক জীব হৃদয়ে কূটস্থ ব্রহ্ম—ইহাই জীবের নিরুপাধিক অধ্যাত্ম! অনুকূল শ্রদ্ধার উদয়ে—সন্ত কৃপা কটাক্ষে—জীব একবার মাত্র এই গোপ্য মহামণির সন্ধান লাভ করিলে—তাহার আর অন্য কিছু লাভ যে করিবার থাকে না—তাহাই প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ করতঃ বলিলেন—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে আর অন্য কিছু লাভ করিবার নাই!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মোক্ষ বা মুক্তি—জ্ঞান ও যোগের পরিসমাপ্তি হইলেও—ইহা শ্রীযুগল সেবানন্দ রূপ পরা সুখের তুলনায় কিছুই নহে! এতদ্ব্যতিরেকে মুক্তিও যে একরূপ বন্ধন দশা—ইহা যে নিরুপাধিক

পাশ মুক্ত অবস্থা নহে—তাহাও পুরাণের একটি কথায় চির মধুর হইয়া রহিল।

ক্ষত্রিয়রাজ মহাবীর সুধন্বা আমৃত্যু সংগ্রামে যাইতেছেন—তাঁহার নব পরিণীত ভার্য্যা স্বামীকে লক্ষ্য করতঃ বলিলেন—আজ তোমার এক-পত্নী ব্রত নষ্ট হইয়া যাইবে—কারণ ধর্ম্ম যুদ্ধে বীরের মৃত্যু হইলে—মুক্তি তাহাকে বরণ করে!

প্রিয়তমা পত্নীর—এই করুণ বাণীর মর্ম্মটি যথাযথ অবগত হইয়া—সুধন্বাও বীরের ন্যায় পত্নীকে বলিলেন—আজ তোমারও এক পতিব্রত নষ্ট হইয়া যাইবে - কারণ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হইলে—তুমি সহমরণ বরণ করতঃ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে!

উপরি উক্ত দুইটি মধুর রূপকে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে যে মুক্তি বা মোক্ষও এক প্রকার বন্ধন দশা—মুক্তি মহাপুরুষগণকে বরণ করিবার জন্য সততই প্রতীক্ষা রত!

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে দার্শনিক পর্য্যালোচনায়—মুক্তি আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কারণ রূপে নিরূপিত হইলেও—ইহা যে অবিরল সুখের দিব্য নির্ঝর—এই চিন্ময় লক্ষণে মুক্তি কুত্রাপি কীর্ত্তিত হয় নাই!

শ্রীযুগল ভজনানন্দের বিমল প্রসঙ্গে—ভক্তির বিচিত্র বিলাসটি যথার্থই পরম রমণীয়! ভক্ত ও ভগবান—স্বান্দানন্দময়ী ভক্তির বিমল নির্য্যাসে – ওতপ্রোত ভাবে একরস চরিত্রে সতত উদ্ভাসিত; এবং সেই রম্য পরিবেশে—ভক্ত ও ভগবান ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই—ভক্তের ভগবান এবং ভগবানের ভক্ত ইহাই তাহাদের বিমল সম্বন্ধ। ভক্তি চিন্তামণির বিমল নিকুঞ্জে—ভক্ত—ভগবানের চিন্ময় লীলা মাধুর্য্যে ও তাহার শাশ্বত আশ্রয়ে যেরূপ সতত লয়লীন—অপর পক্ষে ভগবানও ভক্তের অনন্ত সেবায় সেইরূপ চির আপ্তকাম—এই বিমল ক্রীড়ায় দুইটি অপৃথক সত্তা চিরদিন অবিরল ধারায়—সতত একরস চরিত্রে উদ্ভাসিত হইয়া রহিল!

প্রসঙ্গতঃ বলিবার আছে শ্রীযুগল ভজনানন্দীর বিমল ভক্তি ভাবোজ্জ্বল চারু কৈঙ্কর্য্য—যোগ ও জ্ঞান ধর্ম্ম হইতে সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয় ও প্রেয়! বস্তুতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম ও বিমল জ্ঞান-যোগ—সাধন প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট মার্গ হইলেও—জীবের নিত্য স্বরূপ ভগবদ্ভক্তির বিমল সম্বন্ধ বিনা—সে সকল সাধন ক্রম কখনই সিদ্ধ হয় না! কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানের অবিরল উৎস স্বরূপ যথাক্রমে ফলাকাঙ্খা-শূন্যতা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্যতা ও সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পন রূপ চিন্ময় সাধন নিচয় মূলতঃ ভক্তি প্রাণ না হইলে—সাধন ফল প্রদানে বিন্দুমাত্র যে সমর্থ নহে তাহাই উদ্গীত করতঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলিলেন—

ভক্তি মুখ নিরীক্ষক—কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ॥

এবং চরিতামৃতকাব তৎপবে আপন সিদ্ধান্তটি অধিক স্পষ্ট করতঃ বলিলেন—

এই সব সাধনের—অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণ ভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল ॥

বাস্তবিক জীবের মুখ্য প্রযোজন ভক্তি চিন্তামণির বিষয়ে যথোচিত শ্রদ্ধাভাব হেতু কর্ম্ম-জ্ঞান রূপ গৌণ প্রয়োজনের ব্যবস্থা—তাবৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুষ্ঠান—যাবৎ অহৈতুকী মহৎ প্রসঙ্গাদি প্রসূত জীব হৃদয়ে হরি-ভক্তির বিমল মহিমা বিস্তারিত না হয় এবং বাস্তবিক এই কথাই উদ্গীত করতঃ শ্রীমদ্ভাগবতকার প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন—

তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

এবংবিধ সুদুর্লভা ভক্তির বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের অনন্তর পুণীত কথন হইল—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তি যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥

অর্থাৎ—জ্ঞান মার্গে মুক্তি এবং পুণ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভুক্তি অতি সহজেই লাভ হইয়া থাকে—কিন্তু এইরূপ সহস্র সাধন দ্বারা হরিভক্তি সুদুর্লভ !

হরিভক্তির দিব্য বিচিত্রতার কথা প্রসঙ্গে ইহা সততই উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্য শিরোমণি ভগবান ব্যাসদেব—জ্ঞান ও যোগ মার্গে সিদ্ধ হইয়াও—চিত্তের ক্ষিন্নতা হেতু অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এবং তৎপরে পরম ভাগবৎ দেবর্ষি নারদের বিমল উপদেশে দিব্য জ্ঞান লাভ করতঃ হরিকথার সুধা সলিলে অবগাহন করতঃ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন !

বস্তুতঃ জ্ঞান ও যোগের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া—চিত্তের পরম স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া—যাঁহারা মনে করেন—এমত আত্মারামগণও—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সংলগ্ন তুলসী সৌরভের আকর্ষণেই—তাহাদের চিত্ত মধুপ প্রলুব্ধ হয় এবং সেই চরণাম্বুজে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন ! কারণ জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ বা যোগীর আত্মানন্দ বিমল ভজনানন্দীর সেবানন্দের তুলনায় যে কিছুই নহে—তাহাই উদ্গীত করতঃ শ্রীমদ্ভাগবৎকার প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন—

তস্যারবিন্দ নয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ু।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাম্
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ত তন্বোঃ ॥

অর্থাৎ—রাজীবলোচন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সংলগ্ন কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী মকরন্দ সুবাসিত সমীরণ—সনকাদি মুনিবৃন্দের ঘ্রাণন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যদিও তাঁহারা আত্মানন্দে নিমগ্ন ছিলেন—তথাপি তাঁহাদের চিত্ত সংক্ষোভিত করিয়া উহা অতিশয় হর্ষ ও রোমাঞ্চাদির বিস্তার করিয়াছিল !

বাস্তবিক সেবানন্দের বিমল পাদপীঠে যে শ্রীবৈষ্ণবের সিদ্ধ স্থান—যোগ নহে—জ্ঞান নহে—যোগ ও জ্ঞান নিরাদর করতঃ—তদ্বিষ্ণো পরমং

পরম্ রূপ পরম স্থিরতা প্রাপ্তিতেই যে শ্রীবৈষ্ণব-রত্নের দিব্য রুচি—তাহাই প্রসঙ্গতঃ কীর্ত্তিত করতঃ শ্রীমদ্ভাগবৎকার পুনরায় বলিলেন—

ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দাৎ লবনিমেষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্রঃ।

যোগ ও জ্ঞানের সর্ব্ব মহিমা অনন্য ভক্তের নিকট যে কীরূপ তাৎপর্য্য-শূন্য তাহা তৎপদাঙ্ক নিত্যভৃঙ্গ মহাভাগবতগণের কথায় কিবা প্রয়োজন—অসুর জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ব্ব সংস্কার হেতু—ভক্তি প্রভাবে বৃত্রাসুরের প্রার্থনায়—তাহা চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল! পূর্ব্বে অন্যত্র কথিত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবৎকারের সেই অপূর্ব্ব বার্ত্তাটি উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

ন নাকপৃষ্ঠং ন পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সামঞ্জস ত্বা বিরহস্য কাঙ্খে॥

অর্থাৎ—হে সর্ব্ব সৌভাগ্যসার! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, সমস্ত পৃথিবীব আধিপত্য পাতালের অধীশ্বরতা অথবা অণিমাদি যোগসিদ্ধ সমূহ কিম্বা মোক্ষপদও বাঞ্ছা করি না।

বাস্তবিক অমলা ভক্তির দিব্য গৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া স্বয়ং শ্রীভগবান প্রসঙ্গতঃ আপন সিদ্ধান্ত বাক্য উদ্গীত করতঃ জিজ্ঞাসু অর্জ্জুনকে বলিলেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিনোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

অর্থাৎ—যোগী, তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী সকল হইতে শ্রেষ্ঠ—হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও, কিন্তু যে লোক আমাতে হৃদয় অর্পন করতঃ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজন করে—সেই ব্যক্তি যোগী অপেক্ষাত শ্রেষ্ঠতম।

বলা বাহুল্য অনন্ত ভক্তির অপরম্পরা মাধুর্য্যে সর্ব্ব জ্ঞান ও যোগ—

ভক্তিরই অঙ্গে নিমীলিত হইয়া থাকে—বস্তুতঃ যোগ ও জ্ঞান—ভক্তি সম্বন্ধিত না হইলে জ্ঞান—অজ্ঞান সম এবং যোগ বিয়োগেরই নামান্তর ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে।

জ্ঞান ও ভক্তির বিমল বিচার প্রসঙ্গে মহাত্মা তুলসীর দিব্য অনুভূতিটি চিন্ময় জ্ঞানধারায় যেরূপ মর্ম্মজ্ঞ—অনন্য সাধকের ইষ্ট কারুণ্যে—মুগ্ধ প্রপন্নতায় ততোধিক মধুর! মহামতি তুলসী যে বিচিত্র কথা প্রসঙ্গে সেই পরম তত্ত্বটি পবিক্রমা করিলেন তাহা প্রসঙ্গতঃ নিম্নে উদ্গীত হইতেছে!

ভগবান বিষ্ণুর নিত্য বাহন গরুড় মহারাজ একদা অনন্য শ্রীরামমতি কাগভুশুণ্ডীর নিকট আসিয়া দিব্য বিনয় বার্ত্তায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

গ্যানহি ভগতিহি অন্তর কেতা।
সকল কহহু প্রভু কৃপা নিকেতা॥

অর্থাৎ—জ্ঞান ও ভক্তির কিবা হয় অন্তর।
কৃপাসিন্ধু প্রভু তাহা সুবিস্তার কর॥

গরুড় মহারাজ—ভগবানের নিত্য পার্ষদ হইয়াও স্বান্দানন্দময়ী ভক্তির দিব্য স্বরূপ—কাগভুশুণ্ডীকে উপরি উক্ত বিমল প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করায়—মহামতি কাগভুশুণ্ডী কাতর জিজ্ঞাসুকে দিব্য বচনে প্রসঙ্গতঃ কহিলেন—

ভগতিহি গ্যানহি নহি কছু ভেদা।
উভয় হরহি ভব সম্ভব খেদা॥

অর্থাৎ—হে নাথ সেবক শ্রেষ্ঠ দিব্য জ্ঞানের নিধান।
এ মোর বিমল বচন কর অবধান॥
যদ্যপি সকল তোমার হয় সুবিদিত।
শ্রীরাম কৃপায় তাহা পুনঃ করি বিস্তারিত॥
জ্ঞান ও ভকতি ধারা—উভয়ই অনুপম।
উভয়ই হরণ করে ভব বন্ধন বিষম॥

দিব্য পারমার্থিক বিচারে জ্ঞান ও ভক্তি অভেদ তত্ত্ব হইলেও কাগভুশুণ্ডী বিমল ভজন রহস্যের গোপ্য ঐশ্বর্য্য ইঙ্গিত করতঃ অনন্তর বলিলেন—

নাথ মুনীস কহহি কছু অন্তর।
সাবধান সোউ সুনু বিহঙ্গবর॥
গ্যান বিরাগ জোগ বিগ্যানা।
এ সব পুরুষ সুনহু হরিজানা॥

অর্থাৎ—তথাপি আচার্য্যবৃন্দ অন্তর সাধিল।
জ্ঞান ও ভক্তিরে সু পৃথক করিল॥
কহিব সরল গিরায় সেই অপূর্ব্ব কথন।
চকিত হ'য়ো না যেন শুনি সে বচন॥
জ্ঞান যোগ কর্ম্ম ধর্ম্ম বৈরাগ্য নিচয়।
এ সকল পুরুষ হয় সব ধর্ম্ম কয়॥

কিন্তু—মায়া ভগতি সুনহু তুম্‌হ দোউ।
নারি বর্গ জানই সব কোউ॥
সোউ মুনি জ্ঞান নিধান মৃগনয়নী বিধুমুখ নিরখি
বিবস হোই হরিজান নারি বিষ্ণু মায়া প্রকট॥
ভগতিহি সানুকূল রঘুরায়া।
তাতে তেহি ডরপতি মায়া॥

অর্থাৎ—মায়া ভগতি শুন বিহঙ্গবর।
নারী বর্গ সদা জানে জীব চরাচর॥
নিমেষ মাত্রে মায়া হরে মুনি মন জ্ঞান নিধান
নারী প্রকট বিষ্ণুমায়া বিদিত সকলে শুন হরিজান॥

শ্রীরাম—ভকতি-ভাবের সদা অনুকূল।
তা কারণ মায়া সদা ভয়েতে ব্যাকুল॥
ভকতির নিত্য দাসী মায়া পরিকর।
তাই সব সন্তগণ ভক্তি জর জর॥

অনন্য ভজন-ভাবনাব এই রহস্যময় বিচার করতঃ কাগভূশুণ্ডী অতঃপর যাহা বলিলেন—দিব্য করুণাব বিমল আলোকে—তাহাই বাস্তবিক সর্ব্ব সিদ্ধান্তের চিন্ময় সিদ্ধান্ত! কাগভূশুণ্ডী বলিলেন—

যহ রহস্য রঘুনাথ কর বেগি ন জানই কোউ।
জো জানই রঘুপতি কৃপা সপনেহু মোহ ন হোই॥
অর্থাৎ—জ্ঞান ভক্তির বিমল রহস্য পরম গোপনীয়।
রঘুনাথ কৃপা বিনা যাহা জানা নাহি যায়॥
শ্রীরাম কৃপায় যে জানিল এ দিব্য সংবাদ।
অবিরল ভক্তি বসে জিনিল সে মায়া মোহের বিষাদ॥

মহারাজজী অনন্য ভক্তিব কনক প্রতিমা রূপে ধরণী পবিত্র করিয়াছেন—এক্ষণে শ্রীকিশোরীজীর দিব্য লীলায—অনুপম লোক চরিত্র হেতু—মহারাজজী শ্রীবৈষ্ণব পদপ্রান্তে—সেই ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর মোহন তটে সুখে লীলায়িত হইলেন—তাঁহার সেই বিমল অবদানের চিন্ময় আবাহনে মিথিলাপুরীর কুঞ্জে কুঞ্জে ধ্বনিত হইল অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয় জগজ্জননীর মুগ্ধ বন্দনা গীতি—

আমরা মেলেছি সুখের পুঞ্জ আমরা জ্বেলেছি আরতি মালা।
নিত্য সেবার মগন প্রাণে ভরিয়া এনেছি ডালা॥

* মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অন্য রূপ!

এসো গো জগৎ জননী তোমার
দিব্য করুণা রথে।
এসো বিহ্বল প্রেম পথে॥
মুক্ত মধুর জ্ঞান প্রদীপ—কৌতুক ক্রীড়া সাথে॥
এসো ললাটে পরিয়া বিজয় অমল
শান্তি সবস আলা॥
দৈন্য ভকতি মূলে
মন্দির আলা স্নিগ্ধ চিত্‌তে—নিত্য ভজন কূলে।
সেবিছে সিদ্ধ সুজান অমান
তোমার চরণ মূলে॥
ললিত লীলায় মেলিও নয়ন
কনক কাতর দ্বারে—মৃদু মধু সঞ্চারে॥
সুধা ভরা সুখ ঝরিয়া পড়িবে
নীরব অশ্রু ধারে॥
মুদিয়া মুদিয়া যে চম্পক খানি
ঝলকে অধর কোণে।
পলকের তরে করুণার করে
মেলিও দয়িত প্রাণে॥
সুখে সুখে ভরা নিখিল ধরণী
আলোকে আলোক ঢালা॥

ইতি শ্রীসদ্‌গুরু চরিত মানসে বিমল ভাব-ভক্তি সম্পাদনে
দ্বিতীয়ং নিবেদনং সমাপ্তম্॥

তৃতীয় নিবেদন

অৰ্চ্চনা

মঙ্গলাচরণ :—

বৈদেহী-রূপমাপন্না' বৈদেহীভাব-গতাং
বৈদেহীনাথ-নিরতাং প্রমুদিতামানন্দ-স্বরূপিনীং
সাকেত-বিহারিণীং শ্রীপ্রেমমঞ্জরীং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

শ্রীসীতানাথ সমারম্ভাং রামানন্দার্য্য মধ্যমাম্ ।
অস্মদাচার্য্যপর্য্যন্তাং বন্দে শ্রীগুরু পরম্পরাম্ ॥

ত্বদীয় বস্তু শ্রীরাম তুভ্যমেব সমর্পয়েৎ ।
গৃহাণ সম্মুখো ভূত্বা প্রসীদ পরমেশ্বব ॥

রাম রাম জপত সিয়াজু—সিয়াজু সিয়াজু রাম ।
যুগল নাম পরিকর জপত প্রেমলতা বসুযাম ॥

সভি রসায়ণ হম করী নহী নাম সম কোয় ।
রঞ্চক ঘটমে সঞ্চরে, তো সব তন কঞ্চন হোয় ॥

অর্চ্চনা প্রেমে মঞ্জরী প্রেম যে পরা সুখে হইল প্রকাশ ।
সজ্জন সাথে সে কল্পলতা কহিবারে দীন অভিলাষ ॥

ভজন ভাবনা বিরতি বিহীন মদ মান রত অবিরাম ।
শ্রীগুরু কৃপা করিয়া আধার গাহিনু সাধু গুণগ্রাম ॥

এক

বিমল ধ্যানবসের করুণা-স্থখ সাগর নিত্য ভক্তের সঙ্গ বিহারী হইয়াছেন। ভক্তের রুদ্ধ দ্বারে মৃদু-মন্দ করাঘাত করিয়াছেন! ভক্ত অখণ্ড তন্ময়তায় দেহ স্মৃতি বিগত হইয়া আপন স্থখে আপনি সঞ্চরণ করিতেছেন—এমত সময়ে দিব্য স্নেহ-মান-প্রণযে ভূষিত হইয়া সখী প্রেমলতা ধ্যানমগ্না দিব্য বালা প্রেম মঞ্জরীকে মধুব কণ্ঠে আহ্বান করতঃ বলিলেন—সখি প্রেমমঞ্জরী! ধ্যান পরে করিও—এখন মুদিত নয়ন খুলিয়া একবার দেখিয়া লহ—কে তোমার কুঞ্জ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন!

কান্ত ধ্যেয়ানে—কান্ত স্মরণে—কান্ত গুণানুকথনে মুগ্ধা কিশোরী প্রেমমঞ্জরীব লীলা তনুর সকল অর্গলই রুদ্ধ—এক্ষণে সহসা কাহার মধুর সংলাপে তাঁহার অন্তর দুয়ার মুগ্ধাবেশে উন্মুক্ত হইল এবং সেই প্রসাবিত দ্বার পথে—সহসা কী অলৌকিক রূপরাশির—কী দিব্য অমিয় নির্ঝরের—মধুব উৎসব লাগিল! প্রেমমঞ্জরী নয়ন মেলিয়া দেখিলেন—পুলকিত জ্যোৎস্না ভবা কান্ত কিশোরের নব বারিদ রূপ! সহসা নয়ন সম্মুখে প্রাণ প্রিতম রঘুনাথের এই চিন্ময় রূপের বাদল অবলোকন করতঃ—বিমল ধ্যানমগ্না কিশোবী দিব্য করুণাব অমিয় ধারায় কান্ত চরণে আপনি নিবেদিত হইলেন।

বাস্তবিক প্রেমমঞ্জরীর দেহ নাই—স্মৃতি নাই—পুলক বেদনা কিছুই নাই—ভাবে-ভাবে চিন্ময় রসতনুতে প্রেমমঞ্জরী প্রভুর চরণ প্রক্ষালন করিলেন! আপ্তকাম রসিক চূড়ামণি মুদিত ঈক্ষণে আপন লীলা-বৈভব পান করিলেন এবং দিব্য বালার সমগ্র সেবা সাদরে অঙ্গীকার করতঃ অনন্য প্রেম মধুর কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন—সখি প্রেমমঞ্জরী! আমি

নিত্য স্বরূপ বৈভবে তোমার চির সাথী হইয়া—তোমার মুগ্ধ লীলায় নিমজ্জিত রহিব—তোমার আমার এই গোপন মিলন—সখী হেমলতা-প্রীতিলতা-যুগল বিহারিণী-প্রেমলতা প্রমুখ দিব্য ললনাগণের বিচিত্র রস-চন্দ্রিকায়—অবিরল আনন্দে নিত্য উদ্ভাসিত হইবে! এক্ষণে তোমার মধুময় লোক চরিত্রে জগৎ প্লাবিত হউক—ধরণী প্রমুদিত হউক—ইহাই আমার চিন্ময় লীলার দিব্য বাঞ্ছা—তুমি সেই অচিন্ত্য বিলাস বৈভবে অধিরূঢ় হইয়া দিব্য ধারায় অগ্রসর হও—প্রেম বিগলিত সেই দিব্য চরিত্র দর্শন সুখে আমি নিত্য তৃপ্ত হইব!

ইহার ঠিক পরক্ষণেই সখী প্রেমমঞ্জরীর সুখ স্মৃতি সহসা টুটিয়া গেল। কিন্তু তথাপি সুকুমারী বালা যেন সেই দিব্য রসেই নিমজ্জিত! হৃদয়ে কী আনন্দের অবিরল ধারা—দেহ যেন সর্ব্বভার মুক্ত—নীল গগনের মুগ্ধ অবকাশে বিহ্বল চিত্ত বিহঙ্গমের কী সুখময় সঞ্চরণ! কতক্ষণ পরে প্রেম মঞ্জরী চিন্ময় লীলা রহস্যের মুগ্ধ লোক হইতে পুনরায় ধীরে ধীরে মিথিলার মহীতলে অবতরণ করিলেন!

চিত্তের এই বিহ্বল দশায় প্রেমমঞ্জরী নিমেষ মাত্রে আচার্য্য পন্থায় সিদ্ধ হইলেন। আপ্তকাম মানস লোকের দিব্য লীলায় জানা-অজানার সকল ভেদ তিনি সুখে অতিক্রম করিলেন—এক্ষণে আচার্য্য মার্গে—মহা-মানবের মুদিত করুণার দিব্য চরিত্র—পরম সুখে আপনি উদ্ভাসিত হইল।

মিথিলার মহীতলে মহারাজজীর অনন্য সাধক জীবনের বিমল অভিব্যক্তিটি পরা ভক্তির চিন্ময় প্রাঞ্জলতায় পরম অনুপম! ইহাই মহারাজজীর ব্যাকুল অভিসার—ইহাই তাঁহার নির্ভরা প্রীতির দিব্য নির্ঝর!

বাস্তবিক ভক্তি মহামণির চিন্ময় কনক কামিনী জনকনন্দিনীর চরিতার্থ বিলাস-মাধুর্য্যে মহারাজজীর নিত্য উৎকণ্ঠার শেষ নাই! শ্রীমিথিলেশ্বরীর নির্ম্মল ধারায় মহারাজজী নিমজ্জিত—নয়ন দ্বয়ে দিব্য পুলক রাশ—কণ্ঠে

প্রেমের সুরভি—হৃদয়ে আনন্দের অমিয় বর্ষণ! মহারাজজী এমত দিব্য দশায় সতত আপন হারা—বৈদেহীর উজ্জ্বল ভাবনায় দেহস্মৃতি শূন্য অবস্থায় —আচার্য্য পাদপদ্ম সেবায়—অকথ সুখে ভাসিতেছেন—আচার্য্য পরম্পরার দিব্য সবিৎ ধারায়—তাঁহার হৃদয় নবীন রূপে উদ্বেলিত হইয়াছে—মহারাজজী সেই মহাভাগবৎগণের দিব্য প্রসঙ্গ শ্রবণ বাঞ্ছায় ততোধিক ব্যাকুল! আচার্য্য পরম্পরায—ভক্তির ললিত ধারা অনন্ত বৈভবে বিস্তারিত—অনন্য ভক্তির সেই কনক মহলে রসিকা নাগরীগণের বিমল লীলা—অষ্টযাম সেবা মুগ্ধ ললনাগনের সেই সকরুণ চরিত মাধুর্য্যই অবলম্বন করতঃ—মহাভাগবৎগণের—মনুজ লীলায় নিত্য অভিগমন! নিষ্কাম দৈন্যভক্তি ভূষিত আচার্য্য সেবায—মহারাজজীর মানস হৃদয়—সেই পরম সুখ দায়ক চরিত সুধার—নিত্য চকোর।

বাস্তবিক জনকনন্দিনীর নিত্য লীলা সঙ্গিনী দিব্য আচার্য্যগণের লোক চরিত্র অখণ্ড শৃঙ্গার রসে চির উদ্ভাসিত—দিব্য যোগমায়ায সমাবৃত হইয়া—তাঁহারা সামান্য নরলীলা আশ্রয় করতঃ পরা ভক্তির চিন্ময ধারাগুলি বিস্তার করিয়া থাকেন—অনন্য সাধুকৃপা ব্যতীত—শ্রীসদ্গুরু পরম্পরার সেই রসানুলিপ্ত চিন্ময জীবন বিজ্ঞাত হইবার নহে—ভাব ও ভাষা—পররাজ্যের এই অলৌকিক তত্ত্বকে প্রকাশ করিতে পারে না - শব্দ শাস্ত্র ইহাকে নেতি নেতি করতঃ ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ভক্তির অলৌকিক চরিত্র একমাত্র ভক্তগণ সেব্য—ইহাই ভক্তগণের জীবন সর্ব্বস্ব—ইহাই ভক্ত প্রাণের চিন্ময় মহামণি! বাস্তবিক অগণিত পদ্মপত্র আচ্ছাদিত—হ্রদের শীতল বারি যেরূপ লোক চক্ষুর অন্তরালে চির লুক্কায়িত থাকে—জনকনন্দিনীর নিত্য লীলাসঙ্গিনীগণের দিব্য চরিত্র সেইরূপ মধুর নরলীলার অন্তরালে—আপন সুখে আপনি প্রবাহিত হইতে থাকে! আচার্য্য পরম্পরা দিব্য রসাভাসে—পরাভক্তির সেই চিন্ময় দিকগুলি উদ্ভাসিত করতঃ—ভক্তির বিজয় গানে

কোকিল কণ্ঠ হইয়া—দিব্য রসাল কুঞ্জে নিত্য সুখে ব্যতীত করেন—চতুর ভক্তগণ সেই দিব্য রসামৃত ধারা পান করিবার বাসনায় চির ব্যাকুলিত!

মহারাজজী চিন্ময় উৎকণ্ঠায় শ্রীসদ্‌গুরু পরম্পরা রূপ দিব্য সিন্ধুতটে উপনীত—অগণিত সুধা তরঙ্গের মোহন ক্রীড়ায়—সেই মুগ্ধ সরোবর নিত্য লীলায়িত—তরঙ্গে তরঙ্গে মহাসিন্ধুর সুষমা রাশি আপন সুখে আপনি প্রমুদিত—মহারাজজী মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই অখণ্ড ভাগবৎ সুধা পানে তদ্গত চিত্ত! এমত অবস্থায় মহারাজজী ব্যাকুল কণ্ঠে একদা আপনার দৈন্য নিবেদন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পন করতঃ বলিলেন—হে দীন দয়াল স্বামী! আপনি এই অধমাধমের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া—শ্রীগুরু-পরম্পরার উদার সংবাদ সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন—কীরূপে শ্রীগুরু পরম্পরার মংগল স্রোতে পরাভক্তির দিব্য ধারা আপনি বিস্তারিত হইল—আমার হৃদয় সেই চিন্ময় বার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত!

প্রাণপ্রিয় বালকের দিব্য বাণী শ্রবণ করতঃ আচার্য্য শিরোমণি অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ পরম প্রসন্ন হইলেন এবং বিমল অভয় মূদ্রায় আপন প্রিয় পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন বৎস! অদ্য তোমার দিব্য প্রশ্নে আমার মুগ্ধ স্মৃতি চিন্ময় রসাভাসে উদ্ভাসিত হইল—তোমার এই কুশল প্রশ্ন—সমগ্র লোকের মহামঙ্গলের কারণ হইবে—এই দিব্য জিজ্ঞাসাই হইল অনন্য ভজন ভাবনার চিন্ময় মহা হ্রদ! ইহাই নিগূঢ় রহস্যের পরম রহস্য! এক্ষণে শ্রীগুরুপ্রসাদে আমি তোমার নিকট শ্রীসদ্‌গুরু পরম্পরার বিমল বার্ত্তা যথাশ্রুত যথামতি কীর্ত্তন করিতেছি—হে প্রিয় বালক! তুমি চিত্ত মনে তাহা এক্ষণে প্রেম পূর্ব্বক অবধান কর!

আত্মস্বরূপ চিন্ময় মানস পুত্রের নিকট এই মধুর ভাষণ শেষ হইলে পরমহংসবর্জ শ্রীসিয়ালাল শরণজী দিব্য ধ্যান সমাধিতে ক্ষণিক মগ্ন হইয়া অতঃপর পরম পুলক কণ্ঠে শ্রীসদ্‌গুরু পরম্পরার চিন্ময় প্রসঙ্গে যাহা নিবেদিত করিলেন—নিম্নে সেই কথা যথামতি অনুলিখিত হইতেছে—

রামানন্দমহং বন্দে বেদ বেদান্ত পারগম্ ।
রামমন্ত্রং প্রদাতারং সর্ব্বলোকোপকারকম্ ॥
শুভাসনে সমাসীনমনন্তানন্দমচ্যুতম্ ।
কৃষ্ণদাসো নমস্কৃত্য প্রপচ্ছ গুরুসন্ততিম্ ॥

ভগবন্ যমিনাং শ্রেষ্ঠ প্রপন্নোঽস্মি দয়াং কুরু ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বা পূর্ব্বেষাং সদ্পরম্পরাম্ ॥
মন্ত্ররাজশ্চ কেনাদৌ প্রোক্তং কস্মৈ পুরা বিভো ।
কথং চ ভূবি বিখ্যাতো মন্ত্রোঽয়ং মোক্ষদায়কঃ ॥
কৃষ্ণদাসবচঃ শ্রুত্বাঽনন্তানন্দো দয়ানিধিঃ ।
উবাচ শ্রুয়তাং সৌম্য বক্ষ্যামি তদযথাক্রমম্ ॥

পরাধাম্নি স্থিতো রামঃ পুণ্ডরীকায়তেক্ষণঃ ।
সেবয়া পরয়া জুষ্টো জানকৈ তারকং দদৌ ॥
শ্রিয়ঃ শ্রীরপি লোকানাং দুঃখোদ্ধরণ হেতবে ।
হনুমতে দদৌ মন্ত্রং সদা রামাঙ্ঘ্রিসেবিনে ॥
ততস্তু ব্রহ্মণা প্রাপ্তো মুহ্যমানেন মায়য়া ।
কল্পান্তরেতু বামো বৈ ব্রহ্মণে দত্তবানিমম্ ॥
মন্ত্ররাজং জপং কৃত্বা ধাতা নির্ম্মাতৃতাং গতঃ ।
এয়ী সারমিম্ ধাতুর্বশিষ্ঠো লব্ধবান্ পরম্ ॥
পরাশরো বশিষ্ঠাচ্চ মুদ্রা সংস্কার সংযুতম্ ।
মন্ত্ররাজং পরং লব্ধা কৃতকৃত্যো বভূব হ ॥
পরাশরস্থ সদ্পুত্রো ব্যাসঃ সত্যবতী সুতঃ ।
পিতুঃ ষড়ক্ষরং লব্ধা চক্রে বদোপবৃংহণম্ ॥

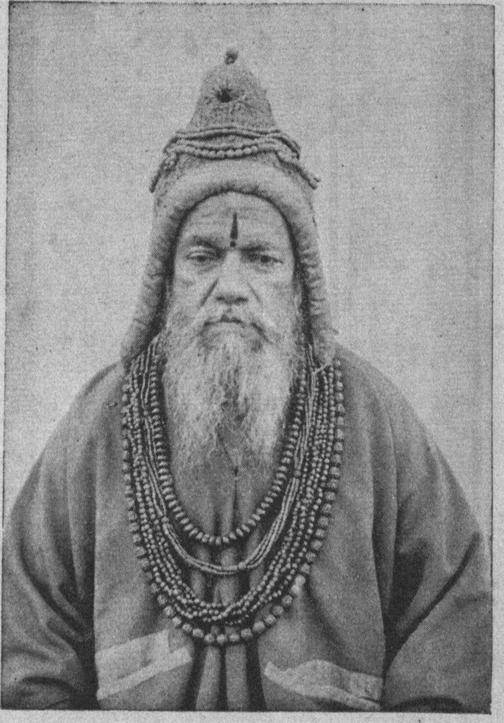
ব্যাসোঽপি বহু শিষ্যেষু মত্বানঃ শুভযোগ্যতাম্ ।
পরমহংসবর্য্যায় শুকদেবায় দত্তবান্ ॥
শুকদেব কৃপাপাত্রো ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতে স্থিতঃ ।
নরোত্তমস্তু তচ্ছিষ্যো নির্ব্বাণপদবীং গতঃ ॥
স চাপি পরমাচার্য্যো গংগাধরায় সূরয়ে ।
মন্ত্রানাং পরমং তত্ত্বং রামমন্ত্র প্রশস্তবান্ ॥
গংগাধরাদ্‌সদাচার্য্যস্ততো রামেশ্বরো যতিঃ ।
দেবানন্দস্ততোলব্ধা পরব্রহ্মে রতোঽভবৎ ॥
দেবানন্দস্তুতচ্ছিষ্যঃ শ্যামানন্দস্ততো গৃহীৎ ।
তদ্‌সেবয়া শ্রুতানন্দশ্চিদানন্দ স্ততো ভবেৎ ॥
পূর্ণানন্দস্ততো লব্ধা শ্রিয়ানন্দায় দত্তবান্ ।
হর্য্যানন্দো মহাযোগী শ্রিয়ানন্দাঙ্ঘ্রি সেবকঃ ॥
হর্য্যানন্দস্য শিষ্যোহি রাঘবানন্দ ইত্যসৌ ।
যস্যবৈ শিষ্যতাং প্রাপ্তো রামানন্দ স্বয়ং হরিঃ ॥
তস্মাদ্ সুবাসুরাখ্যস্তু ততো মাধব সংজ্ঞকঃ ।
গরীবাখ্যস্ততঃ প্রাপ্তো লক্ষ্মীদাসস্ততঃ পরম্ ॥
তস্মাদ্ গোপালদাসস্তু নরহরিদাসস্ততঃ ।
শ্রীমন্ কেবলরামশ্চ ততঃ প্রাপ্ত ষড়ক্ষরঃ ॥
শ্রীদামোদরদাসাখ্যঃ শিষ্যস্তস্য মহামতঃ ।
সাধুসেবী দয়াযুক্তঃ সদাচারেষু নিষ্ঠিতঃ ॥
তস্মাদ্ হৃদয়রামস্তু বিরক্তশ্চ গুণালয়ঃ ।
কৃপারামোঽপি বৈ তস্মাদ্রম্ভদাসস্ততোঽভবৎ ॥

তস্মাদ্ নৃপতিদাসোস্তু রামভক্তোঽনুসূয়কঃ।
তস্মাৎ শংকরদাসোহি রাম নাম প্রকাশকঃ॥
তস্মাজ্জাতো মহারাজো জীবারামেতি সংজ্ঞকঃ।
শুভাস্থানে চিরাণাখ্যে রাজতে রসিকাগ্রণী॥

তস্য সম্বন্ধসম্ভূতো মহারাজ প্রতাপবান্।
সাকেতাখ্যে পুরৌ রম্যে বিররাজ মহাপ্রভু॥
সীতারামৌ প্রদদতু তস্য নাম বিলক্ষণম্।
যুগলানন্য শরণাখ্যং বিদিতং পৃথিবীতলে॥
তস্যানন্ত কল্যাণগুণাখ্যাতো বিচক্ষণঃ।
স্বভাবং তস্য সৌশীলং কারুণ্যং কটুবর্জ্জিতম্॥
সৌন্দর্য্যতস্যলাবণ্যং মাধুর্য্যরস বর্দ্ধনম্।
তস্মিন্নে প্রকাশন্তে যথা সীতাপতৌ গুণাঃ॥
প্রবক্তুনাপ্যশক্যোঽপি তস্য মহাত্ত্বমুত্তমম্।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ॥

তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞো রসিকঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদ্।
শ্রীজানকীবর শরণং প্রখ্যাতো জগতীতলে॥
সদা গুরুপদেষু নৈষ্ঠিকো বহু সাধুষু।
বক্তা বৃহস্পতিঃ সাক্ষাৎ সহিষ্ণুত্বে মহী সম॥
সীতারামরসাঞ্চ বর্দ্ধকো ভেদ দায়কঃ।
ছেদকঃ সংশয়াঞ্চ রসরাজ প্রবর্দ্ধকঃ॥
দয়িতঃ সর্ব্বভূতানাং রামমন্ত্র প্রদায়কঃ।
গুরুবাক্যস্য তত্ত্বজ্ঞঃ বাসঃ শ্রীসরযূতটে॥

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম



অখিল জীবোদ্ধারক, তরুণতারণ, ভগবৎপাদ, শ্রীমৎ
পরমহংসবর্জ্জ, বালব্রহ্মচারী, সিদ্ধ মহাকবি
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম নাম প্রচারক
অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ
'শ্রীপ্রেমলতাজী'

লক্ষ্মণাখ্য প্রকোটেতু সীতারামস্য সন্নিধৌ।
গুরুসন্নিকটে তত্রক্ষেত্র বাসে চ সুষ্ঠুধীঃ॥
তস্য শিষ্য গুরোনিষ্ঠঃ কবিঃ কাব্যবিশারদঃ।
নাম শ্রীরামবল্লভাশরণং রামসেবকঃ॥
সদ্গুরু সদনে রম্যে শোভিতে সরযূতটে।
তস্মিন্ বসতি বৈ বীরো গানবিদ্যা বিচক্ষণঃ॥

আপ্তকাম সন্ত শিরোমণির উদার কণ্ঠে শ্রীসদ্গুরু পরম্পরা রূপ ভক্তি সরিৎ ধারায় মহারাজজীর হৃদয় সিন্ধু আপনি উথলিয়া উঠিল—অলৌকিক দিব্য পরম্পরার মহাপ্রমোদে—তাঁহার উজ্জ্বল রতির ব্যাপক বিস্তার হইতে লাগিল! মহারাজজীর অতৃপ্ত হৃদয় এই দিব্য কথা রস—অবিরল শুনিবার বাঞ্ছায় সমোৎসুখ হইল! তাঁহার মনে হইল—কেন এই দিব্য সংগীতধারা এখনি বন্ধ হইল—তাঁহার শ্রীসদ্গুরু পাদপদ্মের বিমল কথা তিনি তো এখনও শ্রবণ পান করেন নাই! মহারাজজী এই ব্যাকুল ভাবনায় সহসা বিগলিত হইলেন!

অনন্য ভগবৎ কৃপায় নির্ম্মল চিত্তের এই দিব্য বাসনা পরিপূরিত হইতে বিলম্ব হইল না—মহারাজজীর উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে কে যেন শান্তির সুশীতল বারি বর্ষণ করিলেন—মহারাজজী সেই দিব্য সুধা তরঙ্গের গোপন বাণী হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে উৎফুল্ল ধারায় শ্রবণ করিলেন—তাঁহার চিত্ত-মন ও অঙ্গে অঙ্গে সেই দিব্য কথামৃত যেন নাচিয়া গাহিয়া কহিয়া গেল—

তস্মাদ্ জাতোঽনন্ত চিদ্গুণাশ্রয়ঃ দিব্য শ্রীবিভূষিতঃ।
পরমহংসবর্য্যমণিঃ শ্রীসিয়ালাল শরণং সাধু॥
নিত্যলীলা প্রবিষ্টশ্চ তৃপ্তকামো মহাপ্রভুঃ।
বৈদেহীবল্লভো প্রিয়ো মোদমঞ্জুল দায়কঃ॥

নিত্য নামরতঃ সদা মহারাসস্য চিন্তকঃ।
অকামঃ সন্তোষধীঃ ভক্তাভীষ্ট প্রপূরকঃ ॥
ভক্তিভাব বিলাসশ্চ প্রেমলতাখ্যকিঙ্করী।
সীতারাম পরায়ণঃ নিত্য সেবা প্রবর্দ্ধকঃ ॥
দিব্যজ্ঞান বিরাগশ্চ তস্য ভাবঃ গিরাতীতঃ।
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ ॥

মহারাজজীর হৃদয়ে এই দিব্য মহাপ্লাবন আপনি আসিয়া তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা করিল—মহারাজজী আনন্দ পুলকিত চিত্তে তথা রোমাঞ্চকর ভাবানন্দে মুগ্ধ হইয়া আপন সুখে আপন তন্ময়তায় বিচরণ করিতেছেন—এমত সময়ে রসালকুঞ্জবাসী মিথিলার দিব্য বিহঙ্গ দল—শ্রীজনক নন্দিনীর চিন্ময় লীলাতনু ধারী মহারাজজীর দিব্য স্মরণে গাহিয়া উঠিল—

তস্মাদ্ জাতা ভাবময়ী ভক্তিঃ দেবতনু সমাশ্রিতা।
বৈদেহ্যা সততং রতা প্রেম মঞ্জরী মুদিতা ॥
দিব্যানন্ত গুণোময়ো দিব্য সংস্কার ভূষিতঃ।
ষটগুণৈশ্চর্য্যসম্পন্নঃ শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণং স্বামী ॥
দিব্যানন্দ রসপূর্ণো দিব্যদয়া বিমণ্ডিতঃ।
স্বভাব সুন্দরশীলো মহারাসপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥
চৈতন্য বিগ্রহ মূর্ত্তিঃ লাবণ্যামৃত বর্ষকঃ।
অনুরাগ বিরাগশ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞান শোভিতঃ ॥
সদ্‌গুরৌ মতি সম্পন্নঃ সীতারাম গুণাশ্রয়ঃ।
লোকোপকারায় হিতায় চ মহামানবায় নমোনমঃ ॥

বিহঙ্গদলের এই দিব্য সেবায় বিগলিত হইয়া মিথিলার পুষ্পিত তরুলতা মহারাজজীর শিরোপরে কুসুমদলে আপন প্রেমপূজা অর্পণ করিল —দিকে দিকে দিব্য বালাগণের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল! মহারাজজী আপ্তকাম হৃদয়ে বিহঙ্গদলের সমগ্র সেবা—আপন শ্রীগুরু পাদপদ্মে অর্পণ করতঃ—শুভ অবসরে শ্রীগুরু পাদপদ্মে পুনঃ উপনীত হইয়া দীন কাতর বচনে বলিলেন—হে দীন দয়াল অধম তারণ স্বামী! আপনি যে বিচিত্র দিব্যানন্দময় কথামৃত আমার কর্ণগোচব কবাইলেন—তাহাতে আমার অশেষ জীবন পবিত্র হইল! কিন্তু আপনি এক্ষণে কৃপা পূর্ব্বক ঐ দিব্য পরম্পরা হইতে আমার উর্দ্ধতন শ্রীগুরু পরম্পরার কয়েকটি চরিত্র সবিস্তারে কৃপা পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন—এই দিব্য কথা শ্রবণ পান করিবার জন্য আমার হৃদয় বড অধীর হইয়াছে!

দিব্য বালকের উজ্জ্বল উৎকণ্ঠায়—পরমহংসবর্য শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন—এবং মনে মনে শ্রীসদ্গুরু পরম্পরার চরণাম্বুজে প্রণত হইয়া আনন্দোদ্ভাসিত কণ্ঠে আপন প্রিয়পাত্রকে বলিলেন —হে বৎস! তোমার দিব্য কামনা শ্রবণ কবতঃ আমি অতিশয় প্রসন্ন হইলাম - শ্রীগুরু পরম্পরার দিব্য লোকচরিত্র—প্রেম-ভক্তির পরম গোপনীয় বস্তু—ইহাই প্রপন্ন জীবের চিন্ময় সেবার বিমল উৎস - শ্রীসদ্গুরু পরম্পরার দিব্য লোক চরিত্রে—অনন্য ভক্তি মার্গের অশেষ দিকগুলি চিন্ময় আলোকে নিত্য সমুজ্জ্বল—ভাব-ভক্তি ভজনের ইহাই বাস্তবিক কনক নিকুঞ্জ!

এক্ষণে এই পরম রসামৃত দিব্য সংবাদ—আমি শ্রীগুরু মুখপদ্ম হইতে যেরূপ অবগত হইয়াছি—অদ্য তোমার নিকট সেই পরম বিচিত্র মহাভাগবতগণের দিব্য কথা প্রসঙ্গ যথামতি কীর্ত্তন করতঃ আমার বাণী পবিত্র করিতেছি! হে বালক! তোমার এই দিব্য প্রশ্নেই আমি সমগ্র গুরুদক্ষিণা প্রাপ্ত হইলাম!

এই বলিয়া মহাত্মা চিন্ময় প্রেমভাবে মগ্ন হইলেন! দেখিতে দেখিতে অচিন্ত্য রূপ সমুজ্জ্বলে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল এবং ক্ষণিক কাল এই দিব্য ধ্যান রসে সমাশ্রিত হইয়া—পরম পুলকিত চিত্তে মহাত্মা ভাবভক্তির অনন্ত সলিলে সুখে নিস্নাত হইয়া দিব্য কথারম্ভের পূর্ব্বে আপন শ্রীগুরু পাদপদ্ম বন্দনা করিতে করিতে স্বতোৎসারিত ধারায় গাহিয়া উঠিলেন—

জয় জয় গুরু স্বামী চরণ নমামি অন্তর যামী সুধী লিজৈ।
করুণা সুখ সাগর সব গুণ আগর মতি নাগর পদরতি দিজৈ॥
জয় সগুণ সরূপা ব্রহ্ম অনূপা হরু ভব ধূপা তনু ছীজৈ।
হম জীব অনারী ভগতি বিসারি প্রভু অবতারী হিত কীজৈ॥

জয় অবধ নিবাসী চরিত প্রকাশী মংগল রাশি ব্রত ধারী।
শরণাগত পালক কলিমল ঘালক খল উর শালক অবতারী॥
নিশিদিন রস একা বিমল বিবেকা দৃঢ় এক টেকা শুভকারী।
অতি পাবন পবন জনমন ভাবন শোক নশাবন ভয়হারী॥

সুর নব মুনি নায়ক সুজন সহায়ক সববিধি লায়ক গতি দাই।
জয় স্ববশ বিহারী মোদ সুকারী নীতি সুপ্যারী মন ভাই॥
জয় জয় জগত্রাতা জয় পিতুমাতা রিধি সিধি দাতা অধিকাই।
জয় জয়তি সুজানা বেদ পুরাণা করহি বখানা প্রভুতাই॥

জয় জীবনি লাগি প্রকট অদাগী প্রভু বড় ভাগী পরধামী।
ধরি বিবিধ শরীরা জনমন পীড়া হরহু সুধীরা হতি বামী॥
জানহি অধিকারী মহিমা ভারী বিমল বিচারী কোউ নামী।
প্রভু পরম সচেতু জগ ভব সেতু আরত হেতু নিষ্কামী॥

জয় জয় দুখ ঠারণ অধম উধারণ ত্রিবিধ নিবারণ জিয় জোই।
শরণাগত আই তজি চতুরাই লোক সগাই পতি খোই ॥
প্রভু পঙ্কোজ লোচন শোচ বিমোচন মো সম পোচ ন জগ কোই।
ছমি চুক ঘনেরী লখি লঘু চেরী প্রেমলতেরী কহ রোই ॥

এই পরম দিব্য করুণা ক্রন্দনে দুইটি শুভগ চিত্ত কোন্ এক মুক্তাকাশে বিদেহ দশায় ভাসিয়া গেলেন—তাঁহাদের হৃদয়ে হৃদয়ে পরম সাদরে অনুভূত হইল—দিব্যধাম বাসী মহাত্মাবৃন্দের চিন্ময় আশীর্ব্বাদ! হৃদয়ের এই চরিতার্থ প্রেমাকাশে পরমহংসবর্য্য শ্রীসিয়ালাল শরণজী দিব্য কথা সরিত ধারায় পুনরায় সুখে বিচরণ করিলেন।

দুই

ভাব বিমুগ্ধ দশায় রসিকাচার্য্য দিব্য বালককে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—হে প্রিয়পাত্র! তোমার চিন্ময় উৎকণ্ঠা তৃপ্ত করিবার বিমল বাসনায় আমি এক্ষণে রস রসিকাচার্য্য অনন্ত শ্রীযুগলানন্য শরণজী মহারাজের দিব্য লোক চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি—সাবধান চিত্তে তাহা শ্রবণ কর!

ছাপরা জেলার অন্তর্গত চিরাণ গ্রাম নিবাসী অনন্ত শ্রীজীবারাম মহারাজজীর (শ্রীযুগল প্রিয়াজী) পরম সিদ্ধ উত্তর সাধক—অলৌকিক তেজ সম্পন্ন অনন্ত শ্রীযুগলানন্য শরণজী মহারাজ সংবত ১৮৭৫ ইং ১৮১৮ খৃঃ অব্দে সর্ব্বোত্তম কার্ত্তিক পদের শুভ শুক্লা সপ্তমীতে পাটনা জিলায় অন্তর্গত ইসলামপুর গ্রামে—সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতেই এই দিব্য মহাত্মা আত্মারাম দশায় একান্তে সময় ব্যতীত করিতেন। শ্রীসীতারাম—এই দিব্য নামোৎসবে তিনি ব্রহ্মানন্দে বিরাজ

করিতেন! দিব্য সাবলীল জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিমল প্রকাশে—তাঁহার সমগ্র জীবনটি ছিল চির উদ্ভাসিত! বাস্তবিক বিরক্ত সন্ত সমাজে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তিনি আপন বৈভবে ছিলেন আপনি হারা!

বাস্তবিক এই দিব্য মহাত্মা অসামান্য বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী হইয়া ধরণীতে পুরুষ সিংহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—সামান্য অভ্যাসেই অতি বাল্যকালেই—আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত শাস্ত্র—তাঁহার করতল গত হইল—দেখিতে দেখিতে লোক সমাজে—দিব্য যশস্বী মহাকবি রূপে তিনি আপন সাক্ষর সাবলীল ধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন!

এই অচিন্ত্য ভাগবত রস পূর্ণ দিব্য মহাত্মার—সমগ্র জীবনটি যে অকথ লীলা ঐশ্বর্য্যে চির উজ্জ্বল তাহা তাঁহার জীবনের দুই একটি কথা প্রসঙ্গ হইতে বেশ উপলব্ধ হইবে। দিব্য বালকের সহিত একবার তদানীন্তন কালের পরম পরাক্রমশালী কুস্তিগীরের পাঞ্জা ক্রীড়া হয়—সামান্য বালক কুস্তিগীরের হাত ধরিবা মাত্র—উক্ত কুস্তিগীরের হাত ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল—কুস্তিগীর করুণ আর্ত্তনাদে কোনরূপে সেদিন আপনার হাতটি বাঁচাইলেন—এবং বালকের অমিত শক্তির পরিচয়ে আশ্চর্য্যচকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বালক! তুমি এরূপ শক্তি কোথায় অর্জ্জন করিলে? মুগ্ধ বক্তার বিমল প্রশ্নে বালক কিছুই বলিলেন না—তাঁহার মধুর হাস্যে যে অপূর্ব্ব রহস্য সেদিন উদ্ভাসিত হইল—তাহা দর্শনে কুস্তিগীর চিন্ময় ভাবোন্মাদে অভিভূত হইলেন! কুস্তিগীর মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে এই দিব্য বালকটি সামান্য নহে—অমিত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া কোন এক দিব্য ধাম বাসী মহাত্মা—এক্ষণে অলৌকিক লোক চরিত্রে ধরণী সুশোভিত করিতে আসিয়াছেন!

মহাত্মার বাল্যকালের আর একটি চরিত্র সকলের বেশ মনে আছে! বালক আট বৎসর বয়ক্রম কালে যথাবিধি যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ

অনন্ত শ্রীজীবারাম মহারাজজীর নিকট শ্রীযুগল উপাসনায় দীক্ষিত হইয়া —নিজ শ্রীগুরু ধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে—সংযোগবশতঃ পাটনায় শ্রীগুরু গোবিন্দ সিংহের মুখ্য গুরুদ্বারে গমন করেন! তথায় তখন শ্রীগ্রন্থ সাহেবের পূজা আরতি হইতেছিল। পূজোপরান্তে পূজারীজী গ্রন্থ সাহেবের দিব্য রহস্য-ভেদ উন্মোচন করতঃ গুরু মুখী ভাষায় ভাষণ প্রদান করিতেছিলেন! পূজারীজী তাঁহার সন্মুখে সামান্য বালক—শ্রীযুগলানন্দ শরণজীকে দর্শন করতঃ—কিঞ্চিৎ অভিমান প্রসূত জিজ্ঞাসা করিলেন— বালক তুমি এখানে কী করিতেছ—কীরূপে তুমি এখানে উপস্থিত হইলে —আর তুমি এই সকল দিব্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই বা কী বুঝিলে?

বালক মৃদিত হাস্যে পূজারীজীর সমগ্র প্রশ্নবাণ যেন ভেদ করিলেন এবং তৎপরে বিমল সারল্য ও রহস্যময় ভাষণে সমগ্র গ্রন্থ সাহেবের মুখ্য তাৎপর্য্য তথা তাঁহার দিব্য সিদ্ধান্ত গুলি অবলীলা ক্রমে ব্যক্ত করিলেন! গুরুদ্বারের সমগ্র ভক্ত মণ্ডলী—বালকের এই দিব্য শক্তির পরিচয়ে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—সকলেই মুগ্ধ সাধুবাদে দিব্য বালককে মহামানব জ্ঞানে তাঁহার জয়গান করিতে লাগিলেন। পূজারীজী আপন সামান্য জ্ঞানে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বালককে যে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন—তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল—তাঁহার মানস নয়নে বালকের দিব্য মূর্ত্তিটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল—পূজারীজী বালককে বাবা নানকের দিব্য রূপে দর্শন করিলেন—এবং এই বিমূঢ় দশায় অভিভূত হইয়া পূজারী বালককে মনে মনে পূজা আরতি করিলেন!

এই মহাত্মার জীবন নাট্যের দিব্য ঘটনাগুলি সরসিত বৈচিত্র্যে চির প্রমুগ্ধ! অল্প বয়সেই বালকের পিতামাতা নিত্যধামে গমন করেন—বালক শৈশব কাল হইতেই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন —এবং এই দিব্য শৈশবেই সাবলীল ধারায় ভগবৎ প্রপন্নতায় পূর্ণরূপে

দীক্ষিত হইয়াছিলেন! পিতামাতার তিরোধানে বালক বিমল বৈরাগ্যের প্রমুদিত গৌরবে সংযোগবশতঃ শ্রীধাম অযোধ্যাপুরীতে আগমন করেন—এবং সহসা দিব্য পুরীর অলৌকিক রূপরাশি অবলোকন করতঃ—বালক ব্রহ্মানন্দে আপ্লুত হইলেন—এবং এই মুগ্ধ দশায় অবিরল ভাব ভজন সুখে নিমজ্জিত হইয়া—শ্রীধাম অযোধ্যাপুরীর পথে পথে - গলিতে গলিতে—নাচিয়া গাহিয়া ফিরিতে লাগিলেন! যুগলপদে ঘুঙুর বাধিয়া—দিব্য নর্ত্তকীর ন্যায়—পথে পথে তাঁহার দিব্য বিমল ভাব মঞ্জুল নৃত্যগীতের কথা অদ্যাবধি শ্রীধাম নিবাসী সমগ্র সন্ত সমাজে পরানন্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীতে—এই দিব্য মহাত্মা—স্বামীজী মহারাজ নামে সর্ব্বত্র খ্যাত! সংগীত শাস্ত্রে তাঁহার অলৌকিক পারদর্শিতা দর্শন করতঃ—তদানীন্তন কালের সঙ্গীত রসিকগণ বিশেষ দ্রবিত হইতেন! মহাত্মা—সীতারাম—এই দিব্য নামোৎসবে—তাঁহার চিন্ময কণ্ঠে বিচিত্র রাগ রাগিনী প্রকাশিত করিতেন—বহু দূর হইতে—তাঁহার বিমল কণ্ঠ শ্রবণ করতঃ অনুরাগীবৃন্দ তাঁহার পদপ্রান্তে উপনীত হইতেন!

স্বামীজী মহারাজ সদৈব একান্তে বাস করিতেন—লোক সমাগম হইতে দূরে থাকিবার বাসনায়—শ্রীধাম অযোধ্যা পুরী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে—সরযুর তটে ঘৃতাচী কুণ্ডে—তাঁহার ভজন কুঞ্জে—বাস করিতেন। তাঁহার এই সদৈব প্রেমরসলীন দশায় তথা শ্রীঅবধ সরযুর দিব্য সুষমায—শ্রীকোশলেন্দ্র কিশোরের চিন্ময় রূপসুধায়—শ্রীকিশোরীজীর চিন্ময় মাধুর্য্যে—সন্ত শিরোমণি নিরন্তর ডুবিয়া থাকিতেন—সমগ্র দিক্ দেশ কাল তাঁহার উজ্জ্বল বৈভবে—নিজ নিজ অস্তিত্ব হারাইয়াছিল! যথার্থ বলিতে কী অসীম ব্রহ্মানন্দের মোহন দিশায় ছিল মহাত্মার অবিরল সঞ্চরণ—এই ব্রহ্মানন্দে-নিরবধি নিষ্ণাত হইয়া মহাত্মা দেহ দশা তথা ক্ষুৎ-তৃট পিপাসা কিছুই অনুভব করিতেন না!

শ্রীযুগল সরকার নিত্য মহারাসের দিব্য সঙ্গিনী হেমলতা (মহাত্মার নিত্য নাম) পরিপূর্ণ আপ্তকাম সেবা-সুখে সদা নিমগ্ন থাকিতেন! অনন্য ভক্তি চন্দ্রিকায় তাঁহার হৃদয় সুশোভিত—নয়নে অবিরল প্রেমাশ্রু—কণ্ঠে মধুময় সীতারাম নাম—ইহাই স্বামীজী মহারাজের যথামতি সামান্য পরিচয়!

স্বামীজী মহারাজ আপন কুঞ্জে অবস্থান কালে—ইংরাজ সৈন্যগণের তথায় অকস্মাৎ আগমন হেতু—পূর্ব্বোক্ত ঘৃতাচী কুণ্ড পরিত্যাগ করতঃ মহাত্মা শ্রীধাম অযোধ্যার লক্ষ্মণ কোটে তাঁহার শুভ নিবাস রচনা করিলেন! মহারাণী ভিক্টোরিয়া—সমসাময়িক রাজ কর্ম্মচারীর নিকট এই দিব্য মহাত্মার অলৌকিক বৈভব কথা যথামতি বিদিত হইয়া—কাহার অব্যক্ত প্রেরণায়—সহসা মহাত্মার প্রতি বড় প্রসন্ন হয়েন—এবং এই আপ্তকাম বৈরাগীর নিত্য বাস হেতু—লক্ষ্মণ কোট নামক দিব্য স্থানটি মহাত্মাকে দানপত্র করেন।

লক্ষ্মণ কিলায় স্বামীজী মহারাজের ভক্তগণ মহাত্মার নিকট কৃপা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তথায় শ্রীযুগল সরকারের দিব্য বিগ্রহ স্থাপিত করেন। দেখিতে দেখিতে ভোগ আরতি ও পূজা উৎসবে এই মন্দিরটি সমগ্র শ্রীধামবাসীর দিব্য আশ্রয়ে পরিণত হইল। কিন্তু স্বামীজী মহারাজ এই সকল লোকলৌকিকতা বা জনসমাগম হইতে বহুদূরে থাকিতেন—তিনি লক্ষ্মণ কিলার মন্দির প্রাঙ্গনের বাহিরে একটি সামান্য পর্ণ কুটীরে বাস করিতেন এবং নিত্য মাধুকরীতে যাহা লব্ধ হইত—তাহাতেই পরম সানন্দে ব্যতীত করিতেন! বস্তুতঃ স্বামীজী মহারাজ আপন ভাবরাজ্যে সদাই নিমগ্ন থাকিতেন—অন্তরের গোপ্য সম্পদেই সন্তরাজ পূর্ণ—বাহিরের সামান্য বিলাস তাঁহাকে কী প্রকারে প্রলুব্ধ করিবে? অবিরল ব্রহ্মানন্দের যে দিব্য মধুক্ষরণ তাহার তুলনায় জাগতিক উৎসবের আনন্দ কতটুকু!

শ্রীসরযূ তটে নিত্য লীলা আস্বাদনে—শ্রীযুগল রসরাজের অহৈতুকী প্রেম বিস্তারের মুগ্ধ লীলার দিব্য সুরভি ভরা গন্ধে—এই অলৌকিক মহাত্মার চিত্ত-মন নিরবধি প্রমুদিত হইত! একদা তাঁহার সন্নিধানে একটি সাধু আসিয়াছিলেন। উক্ত সাধু স্বামীজী মহারাজের আকাশবৃত্তির প্রতি মৃদু কটাক্ষ করতঃ কতকটা উপদেশছলে বলিলেন—দেখুন! জগতে অর্থের সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়—অর্থ বিনা সংসারে কোন প্রকারের কার্য্য হয় না —অর্থ বিনা ধর্ম্মাচরণও সম্ভব নহে—আমি রাম রসায়ণে বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকি—আপনিও ঐরূপ কিছু উপায় অবলম্বন করুন—দেখিবেন অর্থাগমে ধর্ম্ম ও ব্যবহারিক জীবন—এই উভয়বিধ জীবনই আপনার নিকট সুগম হইবে।

প্রপঞ্চক বেশধারী সাধুর কথায় মহাত্মা মৃদুহাস্যে বলিলেন—এই দৃঢ় বিশ্বাসী জীবকে সংসারের কোন মায়া দুঃখ দিতে সক্ষম? তৎপরে সাধুর প্রতি কৃপা করতঃ তাঁহাকে ভগবৎ করুণার সামান্য পরিচয় প্রদান করণার্থে দিব্য রহস্যচ্ছলে বলিলেন—আচ্ছা! আপনি ঐ দূরে সরযূতটে দিব্য লীলা দর্শন করিয়া আসুন—তৎপরে আপনার যাহা বলিবার আছে তাহা বলিবেন।

মহৎ কারুণ্যে সামান্য কপট সাধুর প্রতি মহাত্মার কৃপার রজ্জু উন্মুক্ত হইয়াছে—সাধুর দিব্য সংস্কারের শুভ লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে—এতৎ কারণে সাধু শ্রীস্বামীজী মহারাজের দিব্য সঙ্গ লাভ করিয়াছেন! এক্ষণে মহাত্মার কথামত সাধু কিঞ্চিৎ দূরে সরযূ তটে গমন করিয়া যাহা দেখিলেন তদ্দর্শনে তাঁহার সকল ভ্রম চিরতরে বিদূরিত হইল—সাধুর হৃদয় উজ্জ্বল প্রেমালোকে সহসা উদ্ভাসিত হইল! সাধু দেখিলেন যে সরযূ তটভূমি অসংখ্য মণি মাণিক্য পূর্ণ - তটের সমগ্র বালুকণা গুলি দিব্য রত্নে পরিণত হইয়াছে এবং সেই বেলাভূমিতে শ্রীকিশোরীজী

তাঁহার অষ্ট সখী সহ দিব্য আনন্দ বিনোদ করিতেছেন—তাঁহারা দুই হস্তে মণি মাণিক্য চারিদিকে ছড়াইতেছেন!

এই অদ্ভুত চরিত লীলা দর্শনে সাধু দিব্য দশায় স্বামীজী মহারাজের নিকট ছুটিয়া আসিয়া মহাত্মার পাদপদ্মে লুন্ঠিত হইলেন ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন! মহাত্মা দূর হইতে সাধুর সমগ্র ভাব বিদিত হইয়াছেন—তিনি এক্ষণে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার অর্থ উপার্জ্জনের পিপাসা কী মিটিয়াছে?

মহাত্মার কথায় সাধু বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—হে প্রভু! আপনার দিব্য কৃপায় আমার হৃদয়ের সমগ্র বাসনা চিরতরে তৃপ্ত হইয়াছে আমি এক্ষণে শ্রীকিশোরীজীর অনন্য শরণ ব্যতিরেকে আর কিছুই চাহিনা—আপনি আমায় রক্ষা করুন!

মহাত্মা তাঁহার সরল বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর শ্রীসীতারাম নাম রটনের উপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীস্বামীজী মহারাজ কিছুকাল চিত্রকূট ধামে শ্রীযুগল সরকারের দিব্য লীলায় ব্যতীত করেন। নির্জ্জন শৈল শিখরের অন্তরালে—মন্দাকিনীর উপকূলে—নির্মৎসর সন্ত নিবাস শ্রীজানকীকুণ্ড ও স্ফটিকশিলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে—মহাত্মা আপন সুখে বিরাজ করিতেন! শ্রীযুগল সরকারের নিত্য লীলায় মহাত্মা সদা প্রবিষ্ট—তাঁহার হৃদয় সিন্ধু মথিত করতঃ শ্রীযুগল সরকারের দিব্য রস চরিত্র আপনি ক্ষরিত হইত—মহাত্মা স্বান্দানন্দে মগ্ন হইয়া বিচিত্র সংগীত ধারায় নিত্য নিমজ্জিত থাকিতেন! তাঁহার এই অলোক সামান্য প্রেম পরিপূর্ণ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া চিত্রকূট ধামের সমগ্র সন্ত সমাজ তাঁহার অনুগামী হইলেন—তাঁহারা মহাত্মার বিমল বৈচিত্র্যের অশেষ রহস্য অনুভব করতঃ দিব্যানন্দ প্রাপ্ত হইতেন!

একদা মহাত্মা জানকীকুণ্ডে ধ্যান মগ্ন দশায় বিরাজ করিতেছেন—

এমত সময়ে তাঁহার নিকট একটি কথারসিক পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন! উক্ত সাধুটি স্বামীজী মহারাজের জন্য একটি সুগন্ধিত পুষ্প মাল্য আনিয়াছিলেন—তাঁহার বাসনা ছিল—স্বামীজী মহারাজকে দিব্য মাল্য ভূষণে ভূষিত করিবেন! আগন্তক সাধু—মহাত্মাকে মাল্যদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—স্বামীজী মহারাজ বলিলেন—যাও! ঐ জানকীকুণ্ডে মাল্যটি উৎসর্গ করিয়া আইস! মহাত্মার বাক্য শ্রবণ করতঃ উক্ত অনুরাগীর হৃদয় কিঞ্চিৎ ক্ষোভিত হইল। যাহা হউক তিনি এক্ষণে আর কী করিবেন—মহাত্মার কথামত তিনি অদূরে জানকীকুণ্ডে মাল্যটি উৎসর্গ করিয়া আসিলেন!

এই সামান্য ঘটনার অন্তরালে মহাত্মার যে দিব্য লীলা প্রবিষ্ট মধুর রূপটি লুক্কায়িত ছিল তাহা বিমল চরিত্রে এক্ষণে সাধুর সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। সাধু যখন সুগন্ধিত মাল্যটি মহাত্মাকে প্রদান করিতে যান—তখন তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে যদি কোন কারণে মহাত্মা মাল্য গ্রহণ না করেন তাহা হইলে তিনি মন্দিরে শ্রীযুগল সরকারের গলে মাল্যটি প্রদান করিবেন!

এক্ষণে সংযোগবশতঃ জানকীকুণ্ডে মাল্যটি উৎসর্গ করতঃ সাধু প্রসন্ন হইতে পরিলেন না—তিনি ভাবিলেন যে তাঁহার মাল্যটি বৃথায় গেল! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাধু মন্দিরে আসিয়া অবাক বিস্ময়ে দেখিলেন—যে মন্দিরে ঠাকুরের গলে তাঁহারই মাল্য দোদুল্যমান!

এই দিব্য দর্শনে সাধু কতকটা বিহ্বল দশায় জানকীকুণ্ডে মহাত্মার চরণে পতিত হইয়া আপনার মনের সকল প্রসঙ্গটি ব্যক্ত করিলেন। সাধুর সমগ্র কথন শ্রবণ করতঃ মহাত্মা মৃদু হাস্যে বলিলেন—আমি ত তোমার মনের কথা জানিয়াই—জানকীকুণ্ডে মাল্যটি উৎসর্গ করিতে বলিলাম—জানকীকুণ্ডে তখন শ্রীযুগল সরকার দিব্য লীলায় বিনোদ

করিতেছিলেন—জানকীকুণ্ডে আপনি যে মাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন—তাহা জলে পতিত হয় নাই—তাহা আপনার প্রাণের ইচ্ছামত শ্রীযুগল সরকারের গলেই উৎসর্গিত হইয়াছিল!

স্বামীজীর এই নিগূঢ় বাক্য শ্রবণ করতঃ উক্ত সাধুটি মহাত্মার দিব্য লীলা চরিত্রের সামান্য ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া অনন্য ভগবৎ করুণার দিব্য চিন্ময়ানন্দ লাভে কৃত কৃত্য হইলেন।

আর একবার মহাত্মা উক্ত জানকীকুণ্ডের সন্নিকটস্থ স্ফটিক শিলায় সুআসীন হইয়া বিমল ভজনানন্দ-সংগীতে নিমগ্ন ছিলেন—এমত সময়ে তাঁহার দর্শন বাসনায়—রিঁয়ার নরেশ বিশ্বনাথ সিংহজী—তাঁহার পাত্র মিত্র সমেত তথায় উপনীত হইলেন।

মহাত্মা নির্জ্জন শৈল শিখরে বা পর্ব্বত গুহায় একান্তে বাস করিতেন! বহু চেষ্টায় পরে রিঁয়া নরেশ মহাত্মার সন্ধান লাভ করতঃ তাঁহার সভার প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ মহম্মদ খাঁকে বলিলেন—মহম্মদ খাঁ তুমি এক্ষণে মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া মৎকৃত রাসমণ্ডলের গান কর—আমরা ততক্ষণ এই দূরে অবস্থান করিতেছি!

মহারাজের আজ্ঞায় মহম্মদ খাঁ বীণ সহকারে—মহারাজা কৃত রাস মণ্ডলের গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গানের অপূর্ব্ব স্বর-মাধুর্য্য ও দিব্য ভাষায়—স্বামীজী মহারাজ বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন এবং চিত্তের চিন্ময় সারল্যে অচিরেই দিব্য সংগীত ধারায় আপনি নিমগ্ন হইলেন!

দূর হইতে মহাত্মার এই দিব্য ভাবাপ্লুত মুগ্ধ দশা অবলোকন করতঃ রিঁয়ার রাজা তাঁহার পদ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া অতি দীন কণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন—হে সরকার! শ্রীযুগল উপাসনার কিছু মার্ম্মিক রহস্য আমায় কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ করুন!

মহাত্মা কৃপা করুণোজ্জ্বল স্মিত হাস্যে মহারাজকে বলিলেন—বিশ্বনাথ

সিংহ—শ্রীযুগল উপাসনা-রহস্য বিদিত হইবার—ইহা শুভ অবসর নহে—ইহা পরম গোপনীয় তথা একান্তের বস্তু।

মহাত্মার দিব্য বাণীর মুগ্ধ ঝংকারে মহারাজার হৃদয় চিন্ময় জ্ঞানালোকে সহসা উদ্ভাসিত হইল—এবং মহারাজা অন্তরে অন্তরে নিজ অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া পরম মুদিত হইলেন।

মহারাজা দিব্য মহাত্মার সামান্য সঙ্গ লাভ করতঃ—সর্ব্ব ভয়—সর্ব্ব অজ্ঞান হইতে চিরমুক্ত হইলেন—মহাত্মা দিব্য কৃপাবলোকনে মহারাজার সকল ঐশ্বর্য্য মোহ অবলীলা ক্রমে বিদূরিত করিলেন।

শ্রীজানকীকুণ্ডে মহাত্মার আর একটি দিব্য চরিত্র—সমগ্র সন্ত সমাজে চির আদরনীয় হইয়া রহিল। মহাত্মা দিব্য দশায় সীতারাম—সিয়ারাম নামে মগ্ন থাকিতেন—তাঁহার নয়নে ঝরিত আনন্দের অশ্রু ধারা—কণ্ঠে দ্রবিত হইত উজ্জ্বল উৎকণ্ঠা! মহাত্মা শ্রীনাম মাধুর্য্যে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া দিব্য সুখে বিহার করিতেন—এবং কতক্ষণ এই দিব্য ভাবদশায় তাঁহার ব্যতীত হইত—তাহা তিনি টেরও পাইতেন না!

একদা মহাত্মা এইরূপ বিদেহ দশায় ব্যতীত করিতেছেন—সহসা কাহার দিব্য কণ্ঠস্বরে মহাত্মার ধ্যান ভাঙ্গিল—মহাত্মা দেখিলেন যে একটি সুকুমারী বালিকা—এক পূর্ণ পাত্রে গরম দুগ্ধ আনিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—সাধু এই দুধটুকু পান কর—আমি কতক্ষণ আর এই দুধ নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

দিব্য সরলা বালিকার অদ্ভুত রসময় কণ্ঠে মহাত্মার মন বিহঙ্গ ব্যাকুল প্রেমে—কী যেন বলিবে—কী যেন বলা হইল না—এই ভাবে কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল। অধিক মমতাধিক্যে স্বামীজী মহারাজ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না—যুগল নেত্রে কেবলমাত্র দিব্য রূপ সুধা পান করিতে করিতে—বালিকার কর কমল হইতে তপ্ত দুগ্ধটি কোন রকমে পান

করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার নয়ন সম্মুখে বালিকাটিকে জানকীকুণ্ডে নিমজ্জিত হইতে দেখিলেন।

এই দিব্য দর্শনে মহাত্মা ব্যাকুল ভাবদশায় অধীর হইয়া জানকী-কুণ্ডে ছুটিয়া গেলেন—কিন্তু কৈ সেই দিব্য বালিকা! মহাত্মা জানকী-কুণ্ডটিকে সম্যক জানকী জ্ঞানে—বারবার প্রণাম করিলেন এবং তাহার দিব্য বারি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন করিলেন।

চিত্রকূট ধাম হইতে মহাত্মা পুনরায় অযোধ্যায় লক্ষ্মণ কিলায় ফিরিয়া আসিলেন! দেখিতে দেখিতে মহাত্মার অপূর্ব্ব ভাব ও ভাষায় চুরাশী খানি দিব্য ভজনানন্দ গ্রন্থ বিরচিত হইল! বলা বাহুল্য যশস্বী মহা-কবির দিব্য অনুভব সিদ্ধ—এই শ্রীরাম রহস্যপূর্ণ বিমল গ্রন্থগুলি—অখণ্ড ভগবৎ ভাবৈশ্বর্য্যের চিন্ময় মধুচন্দ্রিকা! শ্রীরাম নাম-লীলা-রূপ ও ধাম প্রসঙ্গে এই দিব্য গ্রন্থগুলি—অনন্য ভজনানন্দীর একমাত্র হৃদয়ের ধন! বাস্তবিক অখিল শাস্ত্র সম্পদের মঞ্জুল স্মরণে তথা দিব্য ভজন ভাবনার চরিতার্থ সেবনে ও চিন্ময় মাধুর্য্যের অযাচিত কারুণ্যে—এই দিব্য গ্রন্থগুলি যথার্থই তুলনা রহিত।

মহাত্মার বিমল সান্নিধ্যে শ্রীযুগল রসরাজের নিত্য অপূর্ব্ব প্রমোদ আপনি রসায়িত হইত! তাঁহার মুগ্ধ কণ্ঠে পরম মধুময় তথা সর্ব্ব ভাবের চিন্ময় মহাহ্রদ সীতারাম সিয়ারাম—মাত্র এই চারিটি দিব্য অক্ষরে—অপার ভগবৎ রহস্যের সমগ্র রূপৈশ্বর্য্য ঝলমল করিয়া উঠিত। মহাত্মা এই দিব্য নামোচ্চারণ ব্যতিরেকে—অন্য কোন শব্দ বলিতেন না—নামোচ্চারণ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই উপদেশ করিতেন না। বস্তুতঃ মহাত্মা চিন্ময় ভাবদশায় শ্রীরাম নামের বিমল সুযশ অনুগীত করতঃ বলিতেন -

সহস পাঁচিশ লোঁ জপত জৌন জীহ নাম।
রাম অভিরাম তাহি মঙ্গল অবেশে হৈঁ॥

জাকে নেম অচল পঁচাশ সহসাধিক হৈঁ।
সো তো দেব দেবিন তে পূজিত বিশেষ হৈঁ॥
জৌন অনুরাগী বড় ভাগীকে সুনাম লক্ষ।
সো তো প্রত্যক্ষ স্বচ্ছ রহিত অঁদেশী হৈঁ॥
শ্রীযুগলানন্য তাকি মহিমা বখানে কৌন।
জাকে সুখ সাগরকে রটন হমেশা হৈঁ॥

অর্থাৎ—মুদিত রসনা যার রটে নিত্য পঁচিশ হাজার বার।
সিয়ারাম শুভ নাম—তাঁহার মঙ্গল অবিরল রে॥
যার অচল নিয়ম পঞ্চাশ হাজার হয়।
সে তো দেব দেবীগণের বিশেষ পূজিত রে॥
যে কৃপা পাত্র অনুরাগ ভরে রটে নাম লক্ষ বার।
মায়া মুক্ত দিব্য সে তো উজ্জ্বল রসালয়ে নিত্য বিহার রে॥
কে জানে বৈভব তার কহে দীন যুগলানন্য।
সুখ সাগরের রটন যার নিত্য নিরন্তর রে॥

এইরূপভক্ত মনরঞ্জন কারী অজস্র দিব্য লীলায় নিত্য প্রমুদিত চিত্তে প্রবাহমান হইয়া—শ্রীস্বামীজী মহারাজ সংবত ১৯৩৩ ইং ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে মার্গ শীর্ষের কৃষ্ণা সপ্তমীতে শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীর সরযূ কুঞ্জে চির বিশ্রাম গ্রহণ করেন!

শ্রীস্বামীজী মহারাজের নিত্য লীলা অপ্রকট হইলেও তাঁহার ভক্তবৃন্দ শ্রীলক্ষ্মণ কিলায় অদ্যাবধি তাঁহার নিত্য পূজা আরতি করতঃ তাঁহার সঙ্গ-সুখ লাভে কৃত কৃত্য হয়েন। বস্তুতঃ সমগ্র লক্ষ্মণ কিলাটি মহাত্মার দিব্য জীবনের প্রতীক স্বরূপ হইয়া অখিল ভজনানন্দী সন্তকে নিরন্তর দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। কিলায় বারেক প্রবেশ মাত্রে মহাত্মার দিব্য

বাণী—ভক্ত চিত্ত তৎক্ষণাৎ আত্মসাৎ করে। বাস্তবিক তাঁহার প্রাণের আশীর্ব্বাদে সেই দিব্য বাণী চির ভূষিত হইয়া রহিল—কী অদ্ভুত সেই বিচিত্র বাণীর চিন্ময় আকর্ষণ—বাণীগুলিকে দেখিলে মনে হয় স্বয়ং স্বামীজী মহারাজ যেন মধুর বিনোদে—পরম দিব্য শ্রীলক্ষ্মণকিলার চিন্ময় রূপতত্ত্ব প্রকাশ করতঃ ভক্তকে বলিতেছেন—

লখন কিলা বীচ জো পীলা—সো কবহুঁ ন হিলা।
মিলা স্বামী মহবুব গুরু—হিয়াকে পঙ্কোজ খিলা॥

অর্থাৎ—লখন কিলার চিন্ময় কোট নিত্য নন্দময়।
দিক্ দেশ কাল ধ্বংস রহিত সরল সত্যময়॥
অনুরাগে ভরা দিব্য ভবন সীতারাম রসে লীন।
নৃত্য কলায় বিনোদ প্রমোদে মুগ্ধা কিশোরী নবীন॥
যে করে প্রবেশ এই পুরী মাঝে হইয়া কপটহীন।
মিলিবে তাহার শ্রীগুরু পরম খুলিবে হৃদয় কঞ্জ বীন॥
লভিবে সুখ পরম মধুর—শ্রীযুগল সেবার মাঝে।
জনকরাজ কিশোরী চরিত ফুটিবে সকল কাজে॥

তিন

অনন্ত রসিকাচার্য্য শ্রীযুগলানন্য শরণজী মহারাজ আপন প্রকট লীলা সংবরণ করতঃ—নিজ নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে—তাঁহার পরম কৃপা পাত্র অখণ্ড ভাব সম্পন্ন শ্রীমৎস্বামী জানকীবর শরণজী মহারাজের দিব্য লীলা চরিত্রে পরম সুখে বিস্তারিত হইলেন! ঘৃতাচীকুণ্ডে একান্তে নিবাস কালে—এই পরম দীপ্ত সৌভাগ্যসম্পন্ন আর্য্য পুত্রটি—স্বামীজী

মহারাজের অনন্য করুণা জালে সুখের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন! প্রাচীন ঋষি পুত্রের ন্যায়—এই নবাগত মহা ভাগবতের দিব্য সুকুমার তনু—বাস্তবিক তাঁহাব বাবেক দর্শনে মন বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়—চিন্ময় জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সরস ধারায—ভাগ্যবান দর্শকেব চিত্তমন আপ্লুত হয়! স্বামীজী মহারাজের এই প্রাণপ্রিয় কৃপা পাত্রটি—শ্রীধাম অযোধ্যায় সর্ব্বত্র পণ্ডিতজী মহারাজ নামে সুবিখ্যাত!

বাস্তবিক এই মহর্ষিবরেব দিব্য দর্শনেই—অখণ্ড পাণ্ডিত্যেব বিমল করুণাধাবাগুলি যেন দশ দিক্ উদ্ভাসিত কবে—অনন্ত শ্রীজানকীবর শবণজী মহাবাজ—স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধিতে পবম উজ্জ্বল—যথার্থই পণ্ডিতজী মহাবাজ অখিল জ্ঞানানন্দেব দিব্য ভূষণে মণ্ডিত হইয়া যেন ধবণী আলোকিত করিলেন!

শ্রীধাম অযোধ্যা পুবী হইতে চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে কলাফরপুব নামক গ্রামের সন্নিকটস্থ মেহেরবান মিশ্র নামধেয একটি সুসম্পন্ন গৃহস্থ বাস করিতেন। যথাসময়ে তাঁহাব চারিটি পুত্র সন্তান হয—কিন্তু ভগবদিচ্ছায় এই পুত্রগুলি দুই তিন বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই—নিত্য লোকে গমন করেন। মিশ্র দম্পতি সন্তানহীন হইয়া পরম মনোব্যথায় কোন প্রকাবে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—এবং ভগবৎ চরণে মুগ্ধ বেদনায় আপনাদের দুর্ভাগ্যের কথা বাববাব নিবেদন করিতেন। অচিরেই তাঁহাদের এই নির্ম্মল হৃদযের প্রার্থনা ভগবৎ আশীর্ব্বাদে কৃত কৃতার্থ হইল! দীন গৃহস্থ পরিবারে সুখের বন্যা বহাইয়া সম্বৎ ১৮৭৯ ইং ১৮২২ খৃঃ অব্দে একটি অলৌকিক রূপ সম্পন্ন পুত্র সন্তান প্রাদুর্ভূত হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতির অন্তিম জীবনেব এই একমাত্র অবলম্বন—মহাভাগবৎ লীলায় তথা অনায়াস ভগবৎ ইচ্ছায়—অশেষ জীবনের আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করিলেন!

দেখিতে দেখিতে গৃহস্থের পুত্র সন্তানটি চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং যথাসময়ে পুত্রের শুভ নাম করণ হইল—পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন রমেশ! এই রমেশ নামধারী অলোকসামান্য লীলা রহস্য মণ্ডিত তথা সীতাপতির নিত্য লীলা পরিকরটিই হইলেন—মহর্ষিবর পণ্ডিতজী মহারাজের দিব্য বাল চরিত্র!

মাত্র ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পণ্ডিতজী মহারাজ তদানীন্তন কালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বর দত্তের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়েই সমগ্র বেদ শাস্ত্র তথা ষড় দর্শন ও ভাগবতাদি গ্রন্থে বিমল অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। দিব্য পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ তাঁহার হৃদয়ে সংস্কৃত—আরবী—ফার্সী সাহিত্যের সমগ্র রহস্য নিচয় আপনি আসিয়া পণ্ডিতজী মহারাজের চিত্ত সুশোভিত করিল! চিন্ময় বালকের এবংবিধ অলৌকিক মেধা ও ব্যুৎপত্তি দর্শনে তাঁহার শিক্ষকগণ আশ্চর্য্য হইতেন—এবং ভবিষ্যতে তিনি যে একজন দিগ্বিজয়ী যশস্বী মহা পণ্ডিত রূপে বিখ্যাত হইবেন—এই বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না!

যথা অবসরে বালকের শুভ যজ্ঞোপবীত অনুষ্ঠানটি উদ্ঘাটিত হইল। বালকের দিব্য সারল্য ও চিন্ময় শিশু সুলভ মধুর ব্যবহারের সহিত পরম স্নিগ্ধ সুষমা সমন্বয়ে নবীন বিপ্রের দিব্য জ্ঞান, বৈরাগ্য দীপ্ত তনুখানি আপনি আসিয়া যেন মিলিত হইল! বালকের এই চিন্ময় রূপ লাবণ্য দর্শন করতঃ সমগ্র দর্শকবৃন্দ বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত হইতেন—এবং অদূর ভবিষ্যতে এই দিব্য বালক যে এক অচিন্ত্য মহাভাগবৎ রূপে ধরণী পবিত্র করিবেন—এই মুগ্ধ স্বপ্নে তাঁহারা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেন!

মাত্র এগার বৎসর বয়সে পণ্ডিতজী মহারাজের বিবাহ লীলা সুসম্পন্ন হইল—এই বিমল কামগন্ধহীন পৌগণ্ড দশায় দিব্য বালকের বিবাহ

লীলাটি যে একান্ত মধুর ক্রীড়ার প্রতীক ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই! দিব্য বালক বাল্যাবধি বিষয় বনিতা বিমুখী অনন্য সাধু চরিত্রের! বালকের—কী খেলা ধুলায়—কী গার্হস্থ্য জীবনে—এতটুকু মন বসিত না—আত্মভাবে বিভোর হইয়া কখন কীরূপে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত—তাহা অচিরেই পিতামাতার নিকট চিন্তার কারণ রূপে উপস্থিত হইল—উদাসী পুত্রকে গার্হস্থ্য জীবনে বাঁধিবার জন্য মিশ্র পরিবার অতি বাল্য কালেই পুত্রের বিবাহ কার্য্যটি সম্পন্ন করিলেন! কিন্তু পণ্ডিতজী মহারাজ যে সামান্য সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন নাই—তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে বেশ পরিস্ফুট হইযা উঠিল!

বালক এই সময় একটি ভক্তের সাথে নিভৃতে শিবপূজায় অধিক সময় ব্যতীত করিতেন এবং একদা সংযোগানুসারে—পণ্ডিতজী মহারাজ পনের বৎসর বয়সে—উক্ত ভক্তটির সাথে শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীর সরযূ তটে ঘৃতাচীকুণ্ডে স্বামীজী মহারাজের দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্য ভাববিভোর স্বামীজী মহারাজকে দর্শন মাত্রে বালকের হৃদয় দ্বার যেন সহসা খুলিয়া গেল—বালক দিব্য কৈঙ্কর্য্যে স্বামীজী মহারাজের একান্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন! এদিকে আপ্তকাম সন্ত শিরোমণি স্বামীজী মহারাজ—তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী এক চিন্ময় সুকুমার বালককে অবলোকন করতঃ সহসা তাঁহাব প্রতি মমতাবশ হইলেন—এবং বালকের প্রার্থনা সাদরে অঙ্গীকার করতঃ অচিরেই তাঁহাকে আপন দিব্য কৃপা পাত্রে রূপায়িত করিলেন! পণ্ডিতজী মহারাজও পরম প্রসন্ন আচার্য্যবরের নিকট চিন্ময় সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া—তাঁহার বিমল কৈঙ্কর্য্যে চৌদ মাস সুখে অতিবাহিত করতঃ শ্রীধাম অযোধ্যায় পুনরায় ফিরিযা আসিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই পণ্ডিতজী মহারাজের পিতামাতা দিব্য লোকে

যাত্রা করেন—এবং তাঁহার বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার ধর্ম্মপত্নীও নিত্য-লোকে গমন করিলেন। ভগবৎ কারুণ্যে—অবলীলাক্রমে—সংসারের এই মমতার আশ্রয়জাল হইতে চিরমুক্ত হইয়া—পণ্ডিতজী মহারাজ অতঃপর নির্ব্বাধ ভজন ভাবনায় নিমগ্ন হইবার বাসনায় শ্রীধাম কাশীপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়কার কয়েকটি দিব্য চরিত্রে—শ্রীস্বামীজী মহারাজ ও পণ্ডিতজী মহারাজের নিত্য মধুর সম্বন্ধটি উজ্জ্বল রসাভাসে ভজন রসিক মহাত্মাগণের নিকট চির প্রদীপ্ত হইয়া রহিল।

প্রসঙ্গতঃ বলিতে হয় যে স্বামীজী মহারাজ—তাঁহার এই কৃপাপাত্রটিকে কত ভালবাসিতেন—তাঁহার সাথে নিত্য ক্রীড়ায় কত মধুর লীলার অবতরণ করিতেন—তাহা জন হৃদয়ে—এই দুইটি মহাভাগবতের চিন্ময় দ্বৈত লীলায় চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল!

চিত্রকূট ধামে নিবাস কালে একদা স্বামীজী মহারাজ তাঁহার এই প্রিয় পাত্রটিকে একটি রহস্যময় পত্রিকা প্রেরণ করেন। পত্রিকায় লিখিত ছিল—বাচ্চা! যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সহিত মিলিত হইতে পার—তাহা হইলে উত্তম—আর যদি পনের দিনে মিলিত হও—তাহা হইলে মধ্যম এবং তৎপরে লিখিলেন যদি এক মাসে মিলিত হও—তাহা হইলে নিকৃষ্ট!

স্বামীজী মহারাজের এই বিচিত্র ইঙ্গিতপূর্ণ দিব্য পত্রিকাটি পাইবা মাত্র—পণ্ডিতজী মহারাজ কাশীধাম হইতে চিত্রকূটে পদব্রজে যাত্রা করিলেন—এবং ছয় দিনের মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়া কৃত কৃত্য হইলেন!

স্বামীজী মহারাজ তাঁহার এই প্রিয় পাত্রকে দর্শন মাত্রেই বিপুল আনন্দাভাসে বলিয়া উঠিলেন—উত্তম—উত্তমোত্তম—পরমোত্তম—কারণ তাহার দিব্য মানস পুত্রটি সাতদিনের পূর্ব্বেই তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইয়াছেন!

বাস্তবিক এই দুই অনন্য হৃদয় পরম ভাগবতের রসিক চরিত্র—সাধারণ মনবাণীর সতত উর্দ্ধে—এই পরমোত্তম মহামিলনে—দুইটি চিন্ময় ভক্তের কী রহস্যালাপ হইল—বলা বাহুল্য—তাহা বিমল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিচিত্র বার্ত্তায় চির পর্য্যবসিত হইয়া রহিল। কিন্তু স্বামীজী মহারাজের এই দিব্য ভগবৎ সান্নিধ্য সর্ব্বতোভাবে অমোঘ হইল! চিত্রকূটধামে—এই সময় পণ্ডিতজী মহারাজের দিব্য দর্শন লাভ হয়। শ্রীযুগল রসরাজের দিব্য লীলা চরিত্রার্ণবে তাঁহার মনপ্রাণ উদ্ভাসিত হইল—পণ্ডিতজী মহারাজ অনন্য প্রেমদশায় চিত্রকূটের পথে পথে দিব্য রূপৈশ্বর্য্য অবলোকন করিতে করিতে শ্রীধাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পণ্ডিতজী মহারাজের প্রতি স্বামীজী মহারাজের দিব্য বাৎসল্য ধারার বাস্তবিক তুলনা নাই। পণ্ডিতজী মহারাজের অদর্শনে স্বামীজী মহারাজ প্রায়ই তাঁহার চিন্তায় ব্যাকুল থাকিতেন! পক্ষান্তরে তাঁহার এই মানস পুত্রটি কখনও বা শাস্ত্র অধ্যয়ন হেতু কখনও বা বিমল বৈরাগ্য হেতু—থাকিতে থাকিতে—তাঁহার শ্রীগুরু পাদপদ্ম হইতে আজ্ঞা না লইয়া অন্যত্র একাকী গমন করিতেন! তাঁহার এই বিচিত্র দশা দেখিয়া একদা তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে বলিলেন—ভাই। তুমি স্বামীজী মহারাজের বিনা অনুমতিতে কেন শ্রীধাম ত্যাগ করতঃ সহসা অন্যত্র গমন কর?

প্রিয় গুরুভ্রাতাগণের এই করুণ প্রশ্নে—পণ্ডিতজী মহারাজ মধুর কণ্ঠে বলিলেন—ভাই। আমি শ্রীধাম অযোধ্যা পুরী হইতে অন্যত্র গমন করিলে—শ্রীধাম পুরীর দিব্য করুণা হইতে চির বঞ্চিত হইব—এবং তাহাও যদি আমি শ্রীগুরুর আজ্ঞা লইয়া নিজেকে এই সুর দুর্লভ ভাগ্য হইতে বঞ্চিত করি তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার সম হতভাগ্য আর কেহই নাই! কে এই দিব্য সৌভাগ্যরাশি হইতে শ্রীগুরুর আজ্ঞা লইয়া আপনারে বঞ্চিত করিতে বাসনা করিবে?

পণ্ডিতজী মহারাজের এই দিব্য কথনে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের হৃদয় নবানুরাগের মুগ্ধ আলোকে রঞ্জিত হইল এবং তাহার সাথে সাথে তাঁহারা পণ্ডিতজী মহারাজের শ্রীগুরু নিষ্ঠ দিব্য সুরভিত চিত্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভে পরম কৃতার্থ হইলেন।

বাল্যাবধি পণ্ডিতজী মহারাজের দেশ ভ্রমণের অভ্যাস ছিল। এই দিব্য পর্য্যটন লীলায় তিনি একবার পদব্রজে শ্রীকাশীপুরী হইতে কলিকাতা এবং তৎপরে কলিকাতা হইতে গঙ্গাসাগরে তথা সুন্দরবন দর্শন করতঃ পুনরায় কলিকাতা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময়ে কলিকাতার সন্নিকটে শ্রীরামপুর গ্রামে পণ্ডিতজী মহারাজ এক বৎসরকাল একটি দিব্য ব্রাহ্মণের সেবা আতিথ্য অঙ্গীকার করেন ও তথায় প্রতিদিন—ভজন মার্গের বিমল দিকগুলি বিবিধ শাস্ত্রীয় আলোচনায় উদ্ভাসিত করতঃ—অসংখ্য জনগণের দিব্য মঙ্গল অভিষেক রচনা করেন। তাঁহার কণ্ঠে বৈদিক কর্ম্ম জ্ঞান ও উপাসনার পরম মধুর ভজনমূলক তাৎপর্য্য-রহস্য শ্রবণ করতঃ ভাগ্যবান শ্রোতৃবৃন্দ পণ্ডিতজী মহারাজের অনন্য অনুরাগী হইয়াছিলেন—এবং তাঁহাকে ঐস্থানে দীর্ঘদিন নিবাস করিবার জন্য বার বার তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু পণ্ডিতজী মহারাজ স্বভাবতঃ সদৈব বিষয় বনিতা বিমুখী আত্মারাম ঋষি—লোক প্রপঞ্চতার মুগ্ধ জাল হইতে তিনি সততই দূরে থাকিতেবাঞ্ছা করেন—এতৎ কারণে অনুরাগীবৃন্দের কাতর প্রার্থনায় আরো দুই চারি দিন শ্রীরামপুরে অবস্থান পূর্ব্বক—চন্দননগর ও চুঁচড়ার প্রতি অগ্রসরহইয়া চলিলেন এবং চুঁচড়ার গ্রামে চারদিন দিব্য সুখে একটী শ্রীরাম মন্দিরে ব্যতীত করেন।

পণ্ডিতজী মহারাজের দিব্য চরিত্রের প্রতি—বঙ্গবাসীর এই সৌভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ কীরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন—তাহা সামান্য একটী মাত্র

কথায় বেশ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতজী মহারাজের চুঁচড়ায় থাকা কালীন শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিব্য অবসর সমায়ত হয়। এই রথযাত্রা সময়ে ভক্তবৃন্দ একটী সুসজ্জিত রথে পণ্ডিতজী মহারাজকে বসাইয়া—শ্রীজগন্নাথের দিব্য রথযাত্রা লীলা আচরিত করেন !

এই স্থানে দিন দিন লোক সমাগম বড়িতে থাকিলে—পণ্ডিতজী মহাবাজ মনে মনে নিজ কর্ত্তব্য স্থিব কবিলেন —এবং একদিন নিভৃত রাত্রে চুঁচডা পরিত্যাগ করতঃ ভাগলপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং এইরূপ পর্য্যটন করিতে করিতে সুদূর হবিদ্বারে উপনীত হইলেন এবং তৎপবে হরিদ্বাব হইতে গঙ্গোত্রী যাত্রা করিলেন। গঙ্গোত্রী হইতে হৃষীকেশ এবং তৎপরে বহু নগব ও জনপদ অতিক্রম কবতঃ বৃন্দাবন ধামে উপনীত হইলেন এবং তথায় ছয় মাস কাল সুখে ব্যতীত কবিলেন। বৃন্দাবন হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে অমৃতসর এবং তথা হইতে অবশেষে পুনরায় শ্রীধাম অযোধ্যায় আগমন করেন।

বলা বাহুল্য মহাভাগবতের—এই দিব্য পর্য্টন লীলা আত্মসুখ বাঞ্ছায় নহে—ইহা অলোকসামান্য চিন্ময় রূপ রসে দিব্য করুণা-সমুজ্জল !

বস্তুতঃ এই অনন্য শ্রীযুগল পবিকবেব চরণবেনুব দিব্য করুণা প্রার্থী হইয়া—এই সমগ্র অঞ্চলগুলি অনন্ত জীবন ব্যাপিয়া উৎকণ্ঠিত ছিল। পবম রসাল ভাগবৎ ধর্ম্মের বিমল বিস্তাবে– ভগবৎ গুণানুবাদের মুগ্ধ কথনে—চরিতার্থ বৈষ্ণব সেবায়-- মহাভাগবতের এই বিমল পরিক্রমাটি অশেষ আনন্দের সুধা সিন্ধু ব্যতিরেকে যে অন্য কিছুই নহে—তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই ! আপ্তকাম মহর্ষিবর ভগবদিচ্ছায়—দিব্য লোক চরিত্র অনুগমন করতঃ—তৎসুখেই নিমগ্ন রহিলেন।

শ্রীধাম অযোধ্যায় লক্ষ্মণ কিলার অভ্যন্তরস্থ সিয়াসুহাগ বাগে- এই মহামানবের বার-দুয়ারীর নিত্য লীলা– জনমনে অশেষ আনন্দ রসে চির

জাগ্রত হইয়া রহিল। বার-দুয়ারী অর্থাৎ বারটি উন্মুক্ত প্রবেশ পথ সমন্বিত একটি রমনীয় কুঞ্জ বিশেষ - পণ্ডিতজী মহারাজ নিত্য অপরাহ্নে সেই স্থানে সুখাসীন হইয়া – ভাগবৎ ধর্ম্মের মার্ম্মিক রহস্যগুলি দিব্য সারল্যে— মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বিস্তার ও আলোচনা করিতেন। শ্রীধামবাসী সমগ্র সন্তবৃন্দ তথা দূরদেশাগত বহু পণ্ডিত সমাজ—পণ্ডিতজী মহারাজের শ্রীমুখরাবিন্দের দিব্য ভাষণ শ্রবণ পানে পরম কৃত কৃত্য হইতেন। বাস্তবিক নির্ম্মৎসর সবল সন্ত শিরোমণির বিমল কথনে—বেদ উপনিষদ ও সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের বিচিত্র সংবাদগুলি পরম মধুময় শ্রীরামরসে নিমজ্জিত হইয়া—ভাগ্যবান শ্রোতৃ সমাজের কর্ণপুটের মধ্য দিয়া যে তাঁহাদের মরমে প্রবেশ করিত -- তাহা ভক্তবৃন্দের বিমল দৈন্য ভক্তি বিমণ্ডিত উজ্জ্বল মুখ মণ্ডলে সততই আপনি প্রতিভাত হইত।

পণ্ডিতজী মহারাজের দিব্য চরিত্র মাধুর্য্যে—তাঁহার প্রাণপ্রিয় কৃপা-পাত্র অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজের বিমল চরিতটী চির ওতপ্রোত হইয়া রহিল। ইহাই বাস্তবিক শ্রীগুরু পরম্পরার উজ্জ্বল মাধুর্য্য। এক্ষণে প্রসঙ্গতঃ এই দিব্য সেবকবরের মুগ্ধ চরিত্রটি যথামতি কীর্ত্তন করিবার সুঅবসরটি আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল – এবং আচার্য্যবর পণ্ডিতজী মহারাজের দিব্য চরিত সুধার বিমল পাদপীঠে - এই ভক্ত প্রাণের লোক চরিত্রটি নিম্নে যথামতি অনুলিখিত হইতেছে।

পশ্চিমের বারাবাংকী জিলার অন্তর্গত তিলকপুর গ্রামে পণ্ডিত গনেশ দত্ত নামধেয় একটি কাণ্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পরিবারে—সংবত ১৯১৫ ইং ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ফাল্গুনী শুক্লা তৃতীয়ার দ্বিপ্রহরে—এই দিব্য চরিত্রটি ধরাতলে আবির্ভূত হয়েন। ভগবৎ কৃপাপাত্রের অনন্য লক্ষণে-- বালকের অঙ্গকান্তি সুশোভিত—বালকের মধুর মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল রসভরা নয়ন দুইটী সকলের মন হরণ করিত-- মাথায় রেশমের ন্যায় সুচিক্কণ কেশরাশি—

অঙ্গে অঙ্গে দিব্য লাবণ্য! নব জাতকের বিচিত্র রূপ ও দিব্য ঐশ্বর্য্য দর্শনে পণ্ডিতগণ বালকটীর শুভ নাম করণ করিলেন—বলদেব!

বাল্যকাল হইতেই বলদেবের ভগবৎ কথায় দিব্য রুচি দর্শনে সকলেই চমৎকৃৎ হইতেন—তাঁহার কণ্ঠে ভগবং গুণানুবাদের বিমল কীর্ত্তন শ্রবণ করতঃ সকলেই ভাবিতেন—এই বালক সামান্য নহেন—নিশ্চয়ই কোন এক বিশেষ ভগবং কৃপাপাত্র হইবেন! এক্ষণে পরম মধুময় সন্ত চরিত্রে জগং প্লাবিত করণার্থে—এই গণ্ডগ্রামে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বলদেবের বাল্য জীবন নিরন্তর সাধুসঙ্গ ও ভগবং পদ-রচনায় সুখে অতিবাহিত হইত। তাঁহার পিতা পণ্ডিত গনেশ দত্ত ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ভাগবং বক্তা নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন! পিতার সাথে বালকও ভক্ত সমাজে নিত্য গমন করিতেন এবং একাগ্র চিত্তে সমগ্র ভাগবং কথা সরিং ধারা পান করিতেন। বাল্য জীবনে পিতার এই মুগ্ধ শিক্ষায় বালক মনে মনে ভগবং প্রসঙ্গের ধ্যান করিতেন এবং ভগবং কথায় তল্লীন হইয়া দেহদশা বিস্মৃত হইতেন। বলদেবের—ভগবং কথায় এই স্বাভাবিকী প্রীতির দর্শনে তাঁহার পিতা বিশেষ অভিভূত হইতেন।

বলদেবের বাল্য জীবনের আরো একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলদেব সুদীর্ঘ আট বৎসর বয়ঃক্রম অবধি দুগ্ধ ব্যতিরেকে—অন্য কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করেন নাই—কিন্তু সহসা একদিন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীকে বলিলেন—আজ আমি খিচুড়ি খাইব—এবং সেই দিনেই বলদেব প্রথম অন্ন গ্রহণ করিলেন!

বলদেবের চরিত্রে দিব্য সহনশীলতার কথা সকলেরই বেশ মনে আছে। বিনা দোষে বার বার দণ্ডিত বা প্রহৃত হইয়াও তিনি তাহার কোনরূপ প্রতিবাদ করেন নাই—কিংবা বিন্দুমাত্র বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেন নাই! একবার তাঁহাকে এক ব্যক্তি বিনা দোষে খুব

প্রহার করেন—বলদেব হাসি মুখে তাঁহার সমগ্র প্রহার গ্রহণ করিলেন। বালকের এই দিব্য চরিত্র দর্শন করতঃ উক্ত ব্যক্তিটি বলিলেন—এই বালক সামান্য নহে—ইহার সহনশীলতা দিব্য সন্ত শিরোমণির ন্যায়— ভবিষ্যতে এই বালক একজন অলোকসামান্য সাধু হইবেন !

বাস্তবিক বালকের উত্তর জীবন—উক্ত সামান্য বেশধারী সজ্জন ব্যক্তির সমগ্র কথাটিকে মধুর বাস্তবে রূপায়িত করিল !

বলদেবের এই সময়ের আর একটি চরিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ! আহারের সময় বলদেব বহুক্ষণ অবধি একাগ্র চিত্তে সমগ্র ভোজ্য বস্তু ভগবৎ সেবায় অর্পণ করতঃ—তৎপরে তাহা দিব্য প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করিতেন। বালকের অল্প বয়সে এবংবিধ চরিত্রে সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন !

বয়সের সাথে সাথে বালকের ভজন ভাবনার বিমল নিষ্ঠা ও মুগ্ধ একাগ্রতা বেশ প্রকাশিত হইতে লাগিল। গ্রামের বাহিরে একটি নিভৃত স্থানে হনুমানজীর মন্দিরে বালকের অধিক সময় ব্যতীত হইত—এবং দিন দিন বালকের সংসার বিমুখীনতা তথা প্রকট বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকাশে —তাঁহার পিতামাতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বালককে এই অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা বলদেবকে সঙ্গে লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন— ভাবিলেন যে নানা দেশের দিব্য ঐশ্বর্য্য দর্শনে বালক পুনরায় অন্য পাঁচ জনের ন্যায় স্বাভাবিক হইবে !

কিন্তু বলদেব যে সামান্য লোক নহেন—তাহা অচিরেই বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল ! দেশ ভ্রমণ কালে সংযোগ বশতঃ বলদেবের পিতামাতা শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীতে উপনীত হইলেন। সহসা এই দিব্য পুরীর বিচিত্র শোভা অবলোকন করতঃ বলদেবের পূর্ব্ব সংস্কার জাগ্রত হইল— বলদেবের মন-প্রাণ উচাটন হইল—এবং দিব্য পুরীর অলৌকিক রহস্য

নিচয় বালকের হৃদয়ে আপনি আসিয়া ধরা দিল! বলদেব শ্রীধাম অযোধ্যা পুরী ত্যাগ করতঃ অন্যত্র কোথাও যাইবার ইচ্ছা করিলেন না!

এই সময় শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীতে বাসকালীন—একদিন রাত্রে বলদেব একটি বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিলেন—বলদেব স্বপ্নে দেখিলেন—তিনি একটি দেবালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন—মন্দিরে শ্রীযুগল সীতারাম দিব্য মূর্ত্তি বিরাজমান—বলদেবকে দর্শন মাত্রে শ্রীযুগল রসরাজ পরম করুণা কোমল কণ্ঠে বলদেবকে নিকটে আহ্বান করিলেন—এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বলদেবের নিদ্রা সহসা ভগ্ন হইল ও তাহার সাথে সাথে স্বপ্নটি কোথায় অদৃশ্য হইল!

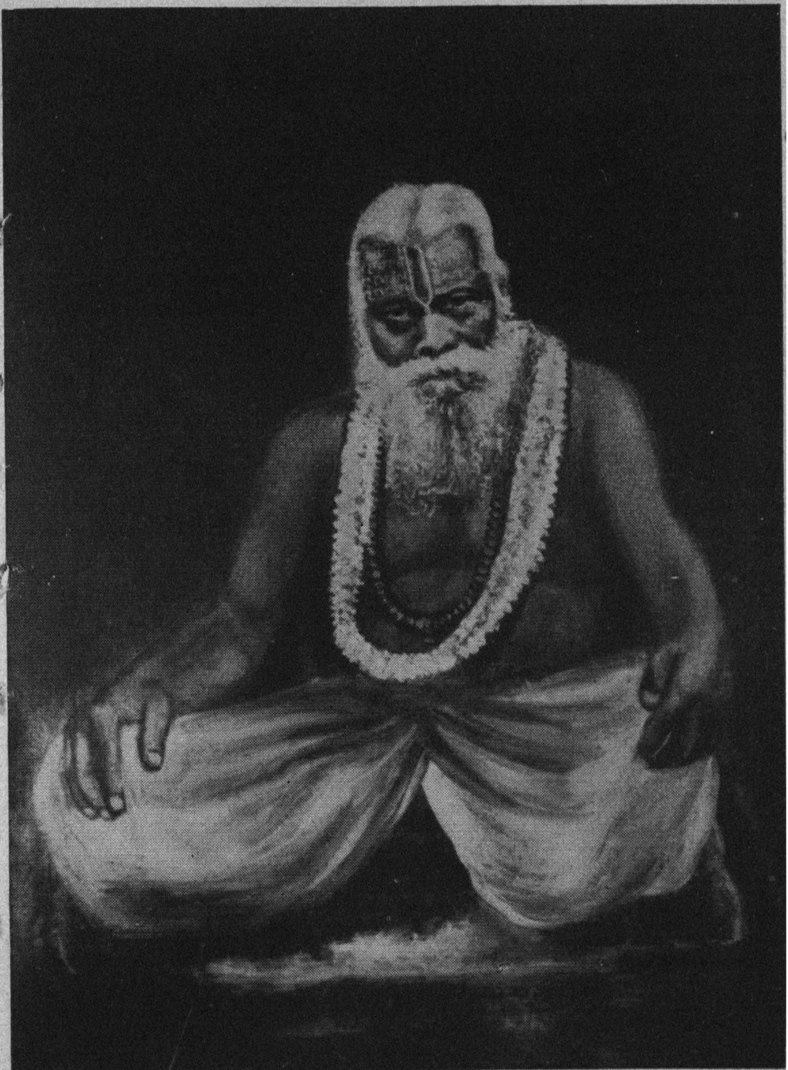
পরদিন প্রাতে বলদেব তাঁহার পিতাব নিকট সমগ্র স্বপ্ন বৃত্তান্তটি ভাব ব্যাকুল কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন! বলদেবের পিতা বালকের বিচিত্র কথা শ্রবণ করতঃ প্রেমার্দ্র কণ্ঠে বালককে বলিলেন—বলদেব! যথার্থই তোমার জন্ম সার্থক! তুমি দিব্য স্বপ্নে পরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিলে!

এই ঘটনার পব বলদেবের পিতামাতা আর অধিক কালক্ষেপ না করতঃ বলদেবকে সংসারাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনায় তাহার শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত কবিলেন এবং বিবাহের দুই বৎসর কালের মধ্যে বলদেবের পিতামাতা নিত্যধামে গমন কবিলেন!

পিতামাতার মৃত্যুর পর সংসারের সমগ্র উত্তর দায়িত্ব বলদেবের উপর পড়িল! কিন্তু বলদেব কী কবিবেন? ভগবৎ চিন্তায়—ভগবৎ পদ রচনায়—ভগবৎ ধ্যানে—বালকের অধিক সময় ব্যতীত হয়—সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য উপার্জ্জনেব অবসব কোথায়? বালকের এইরূপ ভাব দেখিয়া বলদেবের আত্মীয় স্বজন বলদেবকে জোর করিয়া একটি ব্যবসায়ীর দোকানের কার্য্যে নিযুক্ত কবিলেন!

কিন্তু দোকানে গিয়া বালকের যে চরিত্র উন্মুক্ত হইল তাহাতে

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম



রসরসিকাচার্য্য

ব্যবসায়ী তাঁহাকে দোকানের কার্য্য হইতে অচিরেই পৃথক করিলেন।

বলদেব দোকানে প্রবেশ করিয়া বিমল সারল্যে দোকানের গুড় চিনি প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু শ্রীনামজাপক সাধু সন্তগণের সেবায় বিতরণ করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়ী বলদেবের নিকট দোকানের হিসাব চাহিলে— বলদেব শিশু সুলভ মুগ্ধ সাবলীল ধারায় ব্যবসায়ীকে বলিলেন— আপনার ধন দৌলত সাধু সন্তের সেবায় অর্পণ করিয়াছি? বলদেবের এই বিচিত্র চরিত্র দর্শনে ব্যবসায়ী তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দোকানের কার্য্য হইতে ছুটি দিলেন!

ইহার কিছুদিন পরে বলদেবের সহধর্ম্মিনী একটি মাত্র শিশু কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পত্নী বিয়োগের সাথে সাথে বলদেবের জীবনে—এ যাবৎকাল যাহা অবশিষ্ট ছিল—তাহা অবলীলা ক্রমে পূর্ণ হইল!

বলদেব আত্মীয় বান্ধবগণের নিকট কন্যাকে রাখিয়া আপনি শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং একদিন পূর্ব্বোক্ত শ্রীসিয়াসুহাগ বাগে—বাব দুযারীর সভায় ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়া অখণ্ড মাধুর্য্য সম্পন্ন মহর্ষিবর অনন্ত শ্রীজানকীবর শরণজী মহারাজের দিব্য কৃপা দৃষ্টি লাভে সুধন্য হইলেন!

শুভ অবসরে বলদেবের শ্রীযুগল উপাসনা মার্গে শ্রীগুরু পাদপদ্ম লাভ হইল এবং তাঁহার চিন্ময় ভাবতনুর নিত্য নাম হইল শ্রীযুগল বিহারিণী এবং দিব্য মনুজ লীলাতনুর নাম হইল শ্রীরামবল্লভা শরণ!

শ্রীগুরু পাদপদ্ম সেবায় অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ বিমল চরিত্রে—শ্রীবৈষ্ণবগণের দিব্য সেবা ধর্ম্মের পুনীত রূপটি অচিরেই উদ্ভাসিত করিলেন! শ্রীগুরু তথা শ্রীগুরু পরম্পরার সেবা মাধুর্য্যেই ভাগবৎ জীবনের যে চরিতার্থ বিকাশ—তাঁহার দৃপ্ত প্রেরণায়—অনন্ত শ্রীরাম

বল্লভা শরণজী মহারাজের সমগ্র চরিতটি মুগ্ধ দীপশিখা সম ভাগবৎ সমাজে চির প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শিখ সম্প্রদায়ে শ্রীগুরু সেবার দিব্য আচরণটি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু তাঁহারা শ্রীগুরু পরম্পরা মার্গের প্রথম দশজনের পূজা করিয়াই থাকেন—ভক্ত বিশেষের নিজ নিজ শ্রীগুরু পূজার পুনীত রীতিটি অবধি তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। কিন্তু এক্ষণে পরম ভাগবৎ শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ নিজ শ্রীগুরু পরম্পরার ও বিশেষতঃ তাঁহার শ্রীগুরুপূজার যে দিব্য চরিতটি অঙ্কিত করিলেন—বাস্তবিক তাহার তুলনা নাই।

এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীজনকরাজ কিশোরী দিব্য প্রতিম সম শ্রীগুরুর চিন্ময় বিগ্রহে - শ্রীগুরু পরম্পরার অনন্য বিলাস নিত্য প্রকটিত —দিব্য মহাশক্তিতে - অখণ্ড ঐশ্বর্য্যে—শ্রীগুরু - পরাৎপর ব্রহ্মের অভিন্ন স্বরূপ ব্যতিরেকে যে অন্য কিছুই নহে—এই চিন্ময় রসমাধুর্য্যের ইঙ্গিত করতঃ শাস্ত্রের পুনীত বিচার হইল—

গুরু ব্র্হ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ—শ্রীগুরু সৃজনে ব্রহ্ম হইতে অধিক—পালনে বিষ্ণু অপেক্ষা মহান—দুষ্ট দমনে মহারুদ্র হইতেও ভয়ঙ্কর—শ্রীগুরু ও পরব্রহ্ম সদা সর্ব্বদা বাচ্য বাচক শব্দ হইলেও—সগুণ সকার অনন্ত কল্যাণ গুণধাম বিশিষ্ট শ্রীগুরু পরব্রহ্ম হইতেও মধুর—সেই চিন্ময় শ্রীগুরু পাদপদ্মে বারবার পুনীত প্রণাম!

বাস্তবিক ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের বিমল বিবেচন! শ্রীগুরুর চিন্ময় মহাত্ম্য সামান্য বাক্যে রূপায়িত হইবার নহে—শ্রীগুরুর স্থান যে ঈশ্বর হইতেও অধিক তাহা উদ্গীত করতঃ শাস্ত্র বলিলেন—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি ॥

উপরি উক্ত দিব্য ভাষণটির মর্ম্মার্থ হইল যে আমাকে শ্রীগুরু বলিয়া জানিবে—এবং দিব্য সেবন্মুখী বৃত্তির অবলম্বনে শ্রীগুরু পাদপদ্মে বেদের মর্ম্মার্থ অবগত হইবে।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীগুরুর দিব্য ঐশ্বর্য্যের কথা ব্যক্ত করতঃ বামনকল্পে অনুগীত হইল—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং ॥

অর্থাৎ - যাহা মন্ত্র—যাহা প্রণব—তাহাই গুরু—এবং যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি। যে ভক্তের প্রতি গুরু তুষ্ট তাঁহার প্রতি শ্রীহরি সদাই তুষ্ট।

মহাত্মা কবীরের নিকট শ্রীগুরু যে ইষ্ট হইতে অধিক প্রিয় তাহাই তাঁহার নিম্নোক্ত কথন হইতে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রেম সঘন কণ্ঠে মহাত্মা কবীর গাহিলেন—

গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে কাকে লাগৌ পায়ঁ।
বলিহারি উন গুরু জিন গোবিন্দ দিয়ো লখায় ॥

অর্থাৎ—শ্রীগুরু ও গোবিন্দ দুইই সম্মুখে আমার,
কাহার চরণে বল যাই যো ধাই।
বলিহারি সেই দিব্য গুরু
যাঁহার কৃপায় হরি হেরিনু ভাই ॥
শ্রীগুরু চরণ পদ্মে লুটিব সুখে
পরিহরি গোবিন্দ গোলকবিহারী।

শ্রীগুরু সেবার মাঝে মিলিবে সদা
শ্রীরাম জানকীজানি দিব্য ভয়হারী ॥

মহামতি তুলসীর মুদিত কাব্যে উপরি লিখিত ভক্ত হৃদয়ের মার্ম্মিক রূপটি আপনি উল্লসিত হইয়া উঠিল। ভক্ত বিভূষণ তুলসীর কণ্ঠে মহর্ষি বাল্মীকি—প্রসঙ্গতঃ আনন্দকন্দ শ্রীরামকে বলিলেন—

তুম্হ তে অধিক গুরুহি জিয় জানি।
সকল ভাব সেবহি সনমানি ॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম নিবাস তথা জানিও নিশ্চয়।
শ্রীরাম অধিক জ্ঞানে যে গুরুরে সেবয় ॥

ভাগবতাচার্য্য শ্রীমৎ রামানুজেব একটি মুগ্ধ চরিত লীলায় মহামতি তুলসী কথিত উপবি উক্ত দিব্য কথনটি আবোও মধুর হইয়া উঠিল! সেই দিব্য প্রসঙ্গটী যথামতি অনুগীত কবিলে বলিতে হয় যে একদা শ্রীমৎ-রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীগুরু যমুনাচার্য্যের সাথে একটি পরিক্রমায় বহির্গত হইয়াছেন। রামানানুজের মস্তকোপরে পরপর দুইটি সিংহাসন স্থাপিত—উপরের সিংহাসনে তাঁহাব শ্রীগুরুদেব যমুনাচার্য্যেব চরণ পাদুকা এবং নিমস্থ সিংহাসনটিতে শ্রীমৎ যমুনাচার্য্যের ইষ্টমূর্ত্তি।

শ্রীমৎ যমুনাচায্য—আপন ইষ্টদেবের উপর নিজ চরণ পাদুকার সিংহাসন লক্ষ্য করতঃ—বিস্মিত নয়নে তাঁহার সুশিষ্য রামানুজকে বলিলেন—বৎস! তুমি এ কী করিয়াছো? আমার ইষ্ট মূর্ত্তির উপরে আমার চরণ পাদুকা!

শ্রীগুরু বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীরামানুজাচায্য বিনীত কণ্ঠে শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন—হে প্রভু! ঠাকুর আপনার সেব্য—আর আপনার শ্রীচরণ পাদুকা আমার সেব্য! আমার সদা সেব্য বিগ্রহ হইতে আমার নিকট অধিক প্রিয় আর কে হইতে পারেন?

সুসেবকের অনন্য শ্রীগুরুপ্রেমের দিব্য বাক্য শ্রবণ করতঃ যমুনাচার্য্য পরম প্রীত হইলেন। বলা বাহুল্য এক বিচিত্র পরিবেশে—তিনি অশেষ বিনোদ কৌতুকে—শিষ্যের অন্তর মাধুর্য্য পরীক্ষা করিতে যাইয়া সুসেবকের দিব্য ভাবরসে আপনি নিমজ্জিত হইলেন!

অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজের শ্রীগুরু-ভক্তি—শ্রীগুরু পূজা অর্চ্চনা—শ্রীগুরু সেবা রূপ দিব্য কৈঙ্কর্য্যের ধারাটি অনন্য ভাগবৎ রসের মহামণি হইয়া রহিল! তাঁহাব এই মুগ্ধ চরিতটি সমগ্র ভাগবৎ ধর্ম্মকে যেন নূতন রূপে—নূতন বৈচিত্র্যে—ভক্ত সমাজ উদ্ভাসিত করিল!

বলা বাহুল্য এমত দিব্য শ্রীগুরু রস-মাধুর্য্য সংবাদ যথাযোগ্য স্থানে প্রণত চিত্তে অবধান করিতে হয়—ইহাই অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনীজীর পরম গোপ্য রূপ—ইহাই ব্রহ্ম বিদ্যার পুনীত ক্ষেত্র—ইহাই শ্রীগুরু চরিত্রের মোহন উৎস। ইহাই সগুণ সাকার চিন্ময় ব্রহ্মের পরম দিব্য উল্লাস।

বাস্তবিক শ্রীগুরুর দিব্য লীলা বিগ্রহই যে সগুণ সাকার পূর্ণ ব্রহ্মের চিন্ময় স্বরূপ তাহাই গোপ্য রহস্যে ইঙ্গিত করতঃ মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

নির্গুণ রূপ সুলভ অতি সগুণ জান নহি কোই।
সুগম অগম নানা চরিত মুনি মন ভ্রম হোই॥

অর্থাৎ—শ্রীগুরু গোবিন্দের নির্গুণ রূপ
পরম সুলভ ভাই।
বিশ্ব রূপ বিশ্বময় পরম চিন্ময়
মায়া মোহ ভেদ নাই॥
শব্দ শাস্ত্রে বেদ পুরাণে
এই মত করিল প্রচার।

নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রীগুরু পরম,
নিজ নিজ মতি অনুসার ॥
চিন্ময় রূপ শ্রীগুরু স্বামীর অবিরল অপরূপ
সগুণ ব্রহ্মের দিব্য স্বরূপ মধু হ'তে অতি সুমধুর।
পরম অচিন্ত্য ললিত লীলায় জানা-অজানায় লয়লীন
সে রূপ সে চরিত হেরিয়া হেরিয়া মুনি মন হইল বিমূঢ়

দিব্য প্রেমের চিন্ময় লীলা প্রেম বিনা জানা নাহি যায়।
প্রেমে প্রেমে হিয়া হোলে প্রেমপুর—নির্গুণ সগুণ হয় ॥
এ তথ্য এ কথা শ্রীগুরু চরণে যে জন জানিল হায়।
পরম তত্ত্ব ভকতি সাকার তাহারই হইল জয় ॥

চার

অনন্ত রসমাধুর্য্য সম্পন্ন মহর্ষিবর পণ্ডিতজী মহারাজের নিত্য সেবা সুখে—শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ—চিদানন্দময় মুগ্ধ লীলায় নিত্য বিহার করিতেছেন! এই দুইটি রসচরিত্রের চিন্ময় মাধুর্য্য—অনন্ত মহৎ করুণায় সুভাগ্যবান হৃদয়ের চিরগোপ্য ধন হইয়া রহিল! বাস্তবিক তাঁহাদের মধুর লীলার দিব্য কথা স্মরিতে সমগ্র ভাগবৎ সমাজ সুখী মীনবৎ নিত্য নিমজ্জিত থাকিতে বাঞ্ছা করে।

এই দিব্য শ্রীগুরু শিষ্যের পরম পবিত্র জীবনালেখ্য হইতে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। বলা বাহুল্য অনন্ত ভক্তির চিন্ময় বিলাস বৈচিত্র্যে ঘটনাগুলি একাধারে যেরূপ পরম মধুর হইতে মধুময়—শ্রীগুরু ভক্তির চিন্ময় রসোজ্জ্বল প্রকাশে ঠিক ততোধিক প্রাণস্পর্শী।

পণ্ডিতজী মহারাজ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন—আপনার দিব্য ভজন মাধুর্য্যে তাঁহার সমগ্র চিত্ত-মন পরিপূরিত– শ্রীধাম অযোধ্যার লক্ষ্মণ কিলায় আপন ভজন নিকুঞ্জে—নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের আপ্তকাম প্রেমে সদাই সরসিত চিত্ত—মুক্ত কণ্ঠে সদাই মধুময় সিয়ারাম নামে রত! পণ্ডিতজীর বিমল সঙ্গ-মাধুর্য্য পান করিবার বাসনায় শ্রীধাম নিবাসী বহু সজ্জনবৃন্দ তাঁহার নিকট নিত্য আগমন করিতেন! সন্ত শিরোমণির মধুর প্রেম কীর্ত্তনে সকলেই পরানন্দ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ ভজন মার্গে নিত্য দিব্য প্রেরণা লাভ করিতেন।

একদা পণ্ডিতজী মহারাজের নিকট কিলার মহন্ত মহারাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং তিনি পণ্ডিতজীর কুঞ্জদ্বারের উপরেই নিজ আসন স্থাপন করতঃ মহাত্মার সহিত নানা কথায় নিমগ্ন হইলেন! পণ্ডিতজী যথারীতি নিজ পর্য্যঙ্কে সুখাসীন হইয়া নীল গগনে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সমগ্র পরিবেশটিকে আনন্দালোকে উদ্ভাসিত করতঃ মহন্তজীর সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন!

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে বিশেষ বলিবার আছে যে পণ্ডিতজী মহারাজের শ্রীগুরু পরম্পরার কেহ কখনও মহন্ত বা মঠাধ্যক্ষ রূপ সামান্য বিষয়-বিষ্ঠা অঙ্গীকার করেন নাই—বস্তুতঃ এই পরম দিব্য শ্রীগুরুপরম্পরায়—চিন্ময় সংস্কার লাভ করিবার পূর্ব্বে ভক্তকে অঙ্গীকার করিতে হয় যে ভক্তটি কোনরূপ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবেন না - মঠাধ্যক্ষতা বা মহন্ত পদ বা আশ্রম কর্ত্তার পদ গ্রহণ করিবেন না—আজীবন প্রেমের সহিত ভজন ভাবনায় নিরত থাকিবেন এবং পরম মঙ্গলময় সিয়ারাম নাম বিক্রয় করতঃ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিবেন না। এক্ষণে উক্ত মহন্তের সাথে পণ্ডিতজী মহারাজের—শ্রীগুরু পরম্পরা সূত্রে--কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না।

বাস্তবিক এই পরম দুর্লভ মহাভাবৎগণ এতাবৎ নিষ্কিঞ্চন—এতাবৎ

ভগবৎ রক্ষায় বিশ্বাসী—যে নিজ অনুরাগী ভক্তবৃন্দের নিকট হইতেও কোনরূপ দান পরিগ্রহ করিতে বাঞ্ছা করেন না! এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী মহারাজের একটি চরিত্র প্রকাশ করিতে বাসনা হইতেছে।

পণ্ডিতজী মহারাজের নিত্য পরিধানের খড়ম জোড়াটি জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া পণ্ডিতজী মহারাজের একটি কলিকাতা নিবাসী শিষ্য—তাঁহার শ্রীগুরুদেবের জন্য কলিকাতা হইতে পার্শেল যোগে এক জোড়া খড়ম পাঠাইবার মনস্থ করতঃ শ্রীগুরু মহারাজের দিব্য সেবক শ্রীগুরুবল্লভা শরণের নিকট আপন মনবাসনা ব্যক্ত করিলেন।

ইহার পর উক্ত সেবকটি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন—এবং দেখিতে দেখিতে বহুদিন ব্যতীত হইল—কলিকাতা হইতে খড়ম জোড়া আর আসিল না। এদিকে পণ্ডিতজী মহারাজের চরণ পাদুকা আর নাই। শ্রীগুরুদেব বিনা পদত্রানেই বিচরণ করেন দেখিয়া শ্রীরামবল্লভা শরণজী কলিকাতাস্থ শ্রীগুরুভ্রাতাকে একটি পত্রে লিখিলেন যে বহুদিন হইয়া গেল এখনও তুমি খড়ম পাঠাইলে না। যদি তুমি খড়ম দিবার ইচ্ছা কর তাহা হইলে আর অধিক বিলম্ব না করতঃ শ্রীগুরুদেবের চরণ পাদুকা যথাশীঘ্র পার্শেল যোগে পাঠাইয়া দাও!

শ্রীরামবল্লভা শরণজীর পত্রটি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীগুরু ভ্রাতা এক জোড়া খড়ম প্রস্তুত করাইলেন এবং অচিরেই পার্শেল যোগে একটি পত্র সহ খড়ম জোড়াটি শ্রীগুরু সেবার জন্য শ্রীধাম অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে তিনি লিখিলেন—ভাই সাহেব—তোমার কথামত শ্রীগুরুদেবের জন্য এক জোড়া খড়ম পাঠাইলাম!

এদিকে সংযোগবশতঃ পার্শেলটি পণ্ডিতজী মহারাজের হাতে আসিল—পণ্ডিতজী মহারাজ পার্শেলটি খুলিয়া তাহার মধ্যে এক জোড়া খড়ম ও উক্ত পত্রটি দেখিলেন। পত্রটি পাঠ করিবার পর তিনি আপন সেবক

শ্রীরামবল্লভা শরণকে আহ্বান করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি—কী এই চরণ পাদুকা—তোমার গুরু ভ্রাতার নিকট চাহিয়াছিলে?

শ্রীগুরু মহারাজের প্রশ্নে শ্রীরামবল্লভা শরণ বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া চরণ পাদুকা বিষয়ক সমগ্র বৃত্তান্তটি শ্রীগুরু পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন!

পণ্ডিতজী মহারাজ অতঃপর সমগ্র অবগত হইয়া দিব্য সেবককে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—দেখ! মাঁগ্‌না আউর মর্‌না বরাবর হৈ—অর্থাৎ অন্যের নিকট কিছুই চাওয়া মৃত্যুরই সমতুল! অতঃপর তিনি পরম মুদিত কণ্ঠে মহামতি তুলসীর একটি দিব্য দোঁহা অনুগীত করতঃ বলিলেন—

তুলসী কর পর কর কবো কর তর কর ন করো।
জা দিন কব তর কর করো তা দিন মরণ পরো॥

অর্থাৎ—তুলসী কাবো কাছে কোন দিন পাতিস না হাত।
যদি পারিস্ দিস্ তবে অন্য করে তব হাত॥
যেদিন কাবো কাছে তব হাত লজ্জাহীন করিবে বিস্তার।
সেই দিন সেই ক্ষণে মৃত্যু তব নিশ্চিত জানিবে অবিকার॥

বাস্তবিক এইরূপ দিব্য নিষ্কিঞ্চনতা-শ্রীবৈষ্ণবের অনন্য মাধুর্য্যের বিমল সুরভি!

* * *

এক্ষণে পণ্ডিতজী মহারাজের সহিত মহন্তজী আলাপ করিতেছেন—এমত সময়ে পণ্ডিতজী মহারাজের নিত্য স্নানের নিমিত্ত সরযূ হইতে দুই পূর্ণ কলস জল স্কন্ধে লইয়া তথায় পণ্ডিতজী মহারাজের মানস পুত্র শ্রীরামবল্লভা শরণজী কুঞ্জ দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং কুঞ্জদ্বারে উপবিষ্ট মহন্তজীর প্রতি বিনয়-নিবেদনে বলিলেন—আপনি দুয়ার হইতে একটু সরিয়া বসুন—আমি এই পূর্ণ কলস দুইটি ভিতরে লইয়া যাইব।

সেবকের বাক্য শ্রবণ করতঃ মহন্তজী কতকটা উদ্ধত স্বরে তাঁহাকে বলিলেন - সরে বসিবার কী প্রয়োজন ? আমি তো হাতী নই যে সমগ্র দুয়ারটি ব্যাপিয়া বসিয়া আছি—তুমি এই পাশ দিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করো !

আপনার প্রিয় সেবকের প্রতি মহন্তজীর এই তিরস্কার সূচক বাক্য শ্রবণ করতঃ পণ্ডিতজী মহারাজ মৃদু হাস্যে মহন্তজীকে বলিলেন— আপনিতো সমগ্র দুয়ারটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন—সেবক কীরূপে ভিতরে আসিবে ?

পণ্ডিতজীর বাক্য অনুসরণ করতঃ মহন্তজী দুয়ার হইতে কিঞ্চিৎ পাশ ফিরিয়া বসিলেন এবং তৎপরে শ্রীরামবল্লভা শরণজীর প্রতি লক্ষ্য করতঃ বলিলেন—এই আমি সরে বসলাম—এক্ষণে আমার গায়ে যদি এক বিন্দু জল পড়ে—তাহা হইলে তুমি নরকে যাইবে।

মহন্তজীর এইরূপ ক্রোধপূর্ণ অনায্য বাক্যে পণ্ডিতজী মহারাজ মহন্তজীকে পুনরায় সহাস্যে বলিলেন—কেন ? কী দোষে—রামবল্লভা শরণ নরকে যাইবে ?

পণ্ডিতজীর কথা শেষ হইতে না হইতে মহন্তজী বলিয়া উঠিলেন— নরকে যাইবে না তো —কী স্বর্গে যাইবে ?

পণ্ডিতজী মহারাজ পুনরায় রহস্য পূর্ণ বাক্যে মহন্তজীকে বলিলেন— কেন ! কী কারণে আমার বালক স্বর্গে যাইবে ?

সন্ত শিরোমণির নিগূঢ় বাক্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মহন্তজী পুনরায় শ্লেষভরা কণ্ঠে বলিলেন - আপনার সুসেবক নরকে যাইবে না—স্বর্গে যাইবে না—তবে কী ত্রিশঙ্কু সম নরক ও স্বর্গের মধ্যপথে শূন্যে অবস্থান করিবে ?

মহন্তজীর কথায় পণ্ডিতজী পুনরায় প্রেমার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—কী হেতু আমার বালক ত্রিশঙ্কু সম শূন্যে অবস্থান করিবে ? এবং অতঃপর

আপনার নিগূঢ় বাক্যের সমগ্র রহস্য উন্মোচন করতঃ পণ্ডিতজী মহারাজ শ্রীগুরু-শিষ্যে—যে চিন্ময় লোকে দিব্য বিহার-সুখে নিত্য নিমজ্জিত থাকেন সেই দিব্য ধামের মর্ম্মীয় ইঙ্গিত করতঃ বলিলেন—বালকের গুরুবাবা তনুত্যাগ করতঃ যেথায়—যে লোকে—গমন করিবেন—তাঁহার নিত্য সেবক শ্রীরামবল্লভা শরণও জীবনান্তে তথায় গমন করিবে!

পণ্ডিতজী মহারাজের পরম কৃপাপাত্র দিব্য সেবক শ্রীরামবল্লভা শরণজী এতক্ষণ বিহ্বল আগ্রহে দুই মহাত্মার দিব্য বার্ত্তা শ্রবণ করিতে-ছিলেন! পণ্ডিতজী মহারাজ যখন চিন্ময় জ্ঞানের দিব্যালোক উদ্ভাসিত করতঃ—শ্রীগুরু-শিষ্যের নিত্য সম্বন্ধের তথা তাঁহাদের নিত্যলোকে নিত্য-লীলার কথা-প্রসঙ্গটি মহন্তজীকে বলিলেন—বালকের গুরুবাবা যেথায় গমন করিবেন—বালকও নিসন্দেহে সেই স্থানে গমন করিবে—তৎক্ষণেই শ্রীগুরু পরম্পরার অন্তঃনিহিত অপূর্ব্ব কনক সূত্রের সেই সুমধুর রূপটি যেন বালকের নয়নে উদ্ভাসিত হইল! দিব্য বালক বুঝিলেন—শ্রীগুরু-শিষ্য একই দিব্য লীলায় নিত্য নব নব আনন্দে সতত প্রবাহমান! আপ্তকাম মনুজ লীলা সম্বরণ করতঃ—শ্রীগুরু যে নিত্যধামে গমন করেন—সেই দিব্যধাম—নরক নহে—স্বর্গও নহে বা এই দুইটি মধ্যবর্ত্তী কোনরূপ শূন্য স্থান নহে—চিন্ময় আনন্দোদ্ভাসিত তাহা সেই দিব্যলোক—যেথায় গমন করিলে জীব অপাপ শুদ্ধাবস্থায় সংসার ভ্রমণ হইতে চিরশান্তি লাভ করে!

দিব্য বালক—শ্রীগুরুর সাথে সদা সর্ব্বদা নিত্য অবিরল সুখে মগ্ন থাকিবেন—শ্রীগুরুর এই অযাচিত করুণায় চিন্ময় প্রেমে উদ্ভাসিত হইলেন!

* * *

পুনরায় একদা বৈশাখের তপ্ত দ্বিপ্রহরে—পণ্ডিতজী মহারাজ দুইজন সন্ত সহ আপন কক্ষে বিরাজ করিতেছেন—এমত সময়ে তাঁহার শীতল সরবৎ পান করিবার বাসনা হইল! তিনি সেবকবর শ্রীরামবল্লভা শরণকে

আহ্বান করতঃ বলিলেন—বালক! বড় পিপাসা পাইয়াছে! কতক্ষণে তুমি আমাদের সরবৎ পান করাইতে সক্ষম?

দিব্য বালক শ্রীগুরুর সেবা-আজ্ঞায় পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন—মহারাজজী আপনি ঠিক যে সময়ে সরবৎ দিতে আজ্ঞা করিবেন—ঠিক সেই সময়েই আমি আপনাদের নিকট সরবৎ লইয়া উপস্থিত হইব!

বাস্তবিক শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ইচ্ছায় শ্রীগুরু-শিষ্যের যে চিন্ময় বিনোদ চলিতেছে—বাহিরে তাহা বিন্দুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই! এক্ষণে পণ্ডিতজী মহারাজ দিব্য নাটকটি পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বালককে বলিলেন - দেখ! এখন ঘড়িতে তিনটা বাজিতে পনের মিনিট বাকী আছে—ঠিক তিনটায় তুমি সরবৎ লইয়া উপস্থিত হইলে—আমি সরবৎ পান করিব—অন্যথায় আমি পান করিব না!

শ্রীগুরু বাক্য শিরোধার্য্য করতঃ দিব্য বালক সোৎসাহে বলিলেন—আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন—সেইরূপই হইবে!

এই কথা বলিয়া বালক দধি সংগ্রহের জন্য অযোধ্যার বাজারে বাহির হইলেন - কিন্তু দিব্য সংযোগ বশতঃ ঐদিন বাজারে বিন্দুমাত্র দধি পাওয়া গেল না—অনেক চেষ্টায় বালক অযোধ্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সামান্য দধি সংগ্রহ করতঃ কিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তৎপরে তিনটি পৃথক পাত্রে সরবৎ লইয়া সহাস্য বদনে শ্রীগুরু সম্মুখে উপনীত হইলেন!

সেবকবরের আসিতে বিলম্ব হইয়াছে—ঘড়িতে তখন তিনটা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে! বালককে দেখিয়া পণ্ডিতজী মহারাজ বলিলেন—রামবল্লভা শরণ! তোমার সরবৎ আনিতে এত দেরী হইল কেন? আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনটার মধ্যে সরবৎ লইয়া উপস্থিত হইলে আমি সরবৎ পান করিব—অন্যথায় তাহা গ্রহণ করিব না! দেখ! ঘড়িতে এখন কয়টা বাজিয়াছে!

শ্রীগুরু বাক্য শ্রবণ করতঃ সেবকবর দিব্য প্রশান্তি ভরা কণ্ঠে বলিলেন—প্রভু! ঘড়িতে তিনটা এখন বাজে নাই—তিনটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী আছে!

বালকের আশ্চর্য্য উক্তিতে পণ্ডিতজী মহারাজ বলিলেন—কোন্ ঘড়িতে এখনও তিনটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী—ঐ তো ঘড়িতে আমি দেখিতেছি তিনটা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে!

অতঃপর দিব্য বালক শ্রীগুরু পদপ্রান্তে আপন বিনম্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ করুণ কণ্ঠে বলিলেন—মহারাজজী! আপনার কৃপার ঘড়িতে এখনও তিনটা বাজে নাই—তিনটা বাজিতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকী আছে!

চিন্ময় বালকের অপূর্ব্ব সেবা-পরায়ণতার দিব্য চরিত্রে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন—সকলেই মনে মনে বেশ অনুভব করিলেন—যেরূপ চিন্ময় গুরু—তাঁহার কৃপা পীযূষধারায় ততোধিক স্নিগ্ধ—তাঁহার দিব্য শিষ্যের মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্য!

বলা বাহুল্য ইহার পর সকলেই পরম প্রসন্ন চিত্তে বালকের হস্ত হইতে সরবতের পাত্র লইয়া—তাহা আনন্দে পান করিলেন।

* * *

শ্রীগুরু শিষ্যের আর একটি দিব্য লীলা চরিত্র সকলেরই হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া রহিল! একদা পণ্ডিতজী মহারাজ আপন সুশিষ্যকে সাদরে আহ্বান করতঃ বলিলেন—রামবল্লভা শরণ! তুমি আমায় এমন একটি স্বল্প-ভার বিশিষ্ট খাটিয়া দিতে পার—যাহা আমি অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারি।

শ্রীগুরুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করতঃ দিব্য বালক তৎক্ষণাৎ বলিলেন—হে প্রভু! আপনার যেরূপ বস্তুর প্রয়োজন—তাহা নিশ্চয়ই পাইবেন—আমি এখনই তাহা আনিয়া দিতেছি।

এক্ষণে দিব্য সংযোগবশতঃ পণ্ডিতজী মহারাজ যেরূপ খাটিয়াটির খোঁজ করিতেছিলেন—বালক অন্বেষণ করতঃ তদ্রূপ খাটিয়া অযোধ্যার বাজারে কোথাও পাইলেন না। কিন্তু সেবকবর তৎক্ষণাৎ অযোধ্যার নিকট ফৈজাবাদ সহরের বাজারে গিয়া পণ্ডিতজীর মনোমত একটি খাটিয়া প্রস্তুত করাইলেন এবং সেই খাটিয়াটি সরযূর জলে ধৌত করতঃ পণ্ডিত-জীর কুঞ্জে রাখিয়া দিলেন।

পণ্ডিতজী মহারাজের খাটিয়া দেখিয়া বড পছন্দ হইল—কিন্তু তিনি দেখিলেন খাটিয়াটি একেবারে নূতন—এবং কিঞ্চিৎ পরে প্রিয় সেবক শ্রীরামবল্লভা শরণজীকে দেখিয়া বলিলেন—বালক! এ যে দেখছি একেবারে নূতন খাটিয়া—তুমি এ খাটিয়া কোথায় পাইলে?

বালক অতঃপর বিনীত কণ্ঠে উক্ত খাটিয়ার বিষয় সমগ্র কথাটি শ্রীগুরু চরণে নিবেদন করিলেন।

বালকের কথা শুনিয়া পণ্ডিতজী বলিলেন—দেখ! তোমার নিকট খাটিয়া ছিল না—কিন্তু তথাপি তুমি আমায় বলিলে হ্যাঁ—আছে! আপনি যেরূপ খাটিয়া খুঁজিতেছেন—ঠিক সেইরূপ খাটিয়া নিশ্চয়ই পাইবেন! তোমার কাছে খাটিয়াটি ছিল না—দেখ তো! ইহার জন্য তোমার কত বৃথা পরিশ্রম হইল।

দিব্য বালক বিমল সেবা কাতর মুখমণ্ডলটি শ্রীগুরু পাদপদ্মে নিবদ্ধ করতঃ বিনীত কণ্ঠে বলিলেন—হে প্রভু! আপনি যে বস্তুর অন্বেষণ করিতে-ছেন—সে বস্তু আপনার নিকট আসিবার জন্য—আপনার দিব্য সেবা সুখে চরিতার্থ হইবার জন্য সততই ব্যাকুল—আপনার অযাচিত কৃপার চিন্ময় দৌলতে সর্ব্ব দ্রব্যই অতি অনায়াসেই লব্ধ হয়—আপনি যে দ্রব্যের খোঁজ করিয়াছেন—তাহা নিশ্চয়ই আছে—এতৎ কারণে আমি বলিয়াছিলাম—যে আপনি নিশ্চয়ই তাহা পাইবেন।

দিব্য সেবকবরের চিন্ময় শ্রীগুরু ভজন-মাধুর্য্যে তথা শ্রীগুরুতে

একনিষ্ঠ জ্ঞান-বৈভবের বিমল আস্বাদনে পণ্ডিতজী মহারাজ পরম প্রসন্ন হইয়া দিব্য কৃপা পীযূষাবলোকনে আপন প্রিয়পাত্রের অনন্ত জীবন সার্থক মণ্ডিত করিলেন।

* * *

আর একটি বিচিত্র ঘটনায় শ্রীগুরু-শিষ্যের নিত্য সম্বন্ধটি মধুর রূপে সহসা বিকশিত হইয়া উঠিল! পণ্ডিতজী মহারাজের সেবকবর শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ অসুস্থ হইযাছেন—বহুদিন হইল তাঁহার জ্বর যাইতেছে না—দীর্ঘ উপবাসে তাঁহার শরীরও বিশেষ দুর্ব্বল হইয়াছে। ডাক্তার ও বৈদ্য বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হয় না। শ্রীরামবল্লভা শরণজী তাঁহার জীবনের আশা প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার জন্মপত্রিকার বিশেষ বিচারের কথা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইয়াছে—এই মার্কেশ যোগে তাঁহাকে ইহতনু ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই ছিল জন্মপত্রিকার সিদ্ধান্ত বিচার!

শ্রীরামবল্লভার সেবায়—তাঁহারই এক গুরুভ্রাতা নিযুক্ত ছিলেন। একদা শ্রীরামবল্লভা শরণজী সেবা নিরত আপন গুরু-ভ্রাতাকে প্রসঙ্গতঃ আপন মৃত্যুযোগের কথা বলিলেন! উক্ত শ্রীগুরু-ভ্রাতাটি পণ্ডিতজী মহারাজের সিদ্ধ সেবকের করুন বাক্যে হৃদয়ে বড় ব্যথা অনুভব করিলেন—তিনি সময়োচিত সান্ত্বনায় গুরুভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ সুস্থির করতঃ যথাসময়ে পণ্ডিতজী মহারাজের নিকট তাঁহার সেবকবরের কাতর বাক্যগুলি নিবেদন করিলেন।

আপন মানসপুত্রের বিরহ বাক্য সকল অবগত হইয়া পণ্ডিতজী মহারাজ পরদিন প্রাতে শ্রীরামবল্লভা শরণজীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন—এবং তাঁহার দিব্য বরদ হস্তে সেবকবরের মস্তকের কেশরাশি সস্নেহে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীগুরু মহারাজের দিব্য সান্নিধ্যে সেবকবরের হৃদয় পরানন্দে

উদ্ভাসিত হইয়াছে—সেবক আপন রোগের সমগ্র কথা বিস্মৃত হইয়াছেন — শ্রীগুরু কৃপা করুণা সাগরে সুখে নিমজ্জিত হইয়া এক্ষণে তাঁহার দিব্য চরিতমাধুর্য্য পানে রত হইয়াছেন !

যথাসময়ে পণ্ডিতজী মহারাজ আপন সেবকবরের মার্কেশ-যোগের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ পরম মধুর বাণীতে বলিলেন—বাচ্ছা ! রামবল্লভা শরণ ! তুমি বৃথা মার্কেশ যোগের ভয় করিও না—তুমি এক্ষণে আমার—আমি ইচ্ছা না করিলে তুমি কীরূপে তনুত্যাগ করতঃ অন্যত্র যাইবে ? মার্কেশ যোগ তোমায় কিছুই করিতে পারিবে না - শ্রীকিশোরীজীর কৃপায় তুমি অচিরেই সুস্থ হইবে ! এই কথা বলিয়া পণ্ডিতজী মহারাজ ধীর পদক্ষেপে নিজ কুঞ্জে গমন করিলেন।

বাস্তবিক কী আশ্চর্য্য কথা—শ্রীগুরু-শিষ্যের নিত্য সম্বন্ধটি উদ্ভাসিত করতঃ—পণ্ডিতজী মহারাজের সিদ্ধ বাণী সমগ্র কক্ষে যেন আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল ! পণ্ডিতজী মহারাজের বিমল উক্তির অন্তরালে—সুশিষ্যের চিন্ময় চরিত মাধুর্য্যটি সহসা যেন আপনারে ধরা দিল ! সিদ্ধ সেবকের নিজের বলিতে যে কিছুই নাই—শিষ্য শ্রীগুরুর কায়ব্যূহ মাত্র এবং এই দিব্য বিচারে—সেবকের সমগ্র তনু-মন শ্রীগুরুর তনু-মনেরই অন্য রূপ - শিষ্য শ্রীগুরুর অংশ—শ্রীগুরু হইলেন শিষ্যের চিন্ময় অংশী ! শ্রীগুরুরূপী চিন্ময় ব্রহ্মের সাথে তাঁহার নিত্য দ্বৈতরূপী—দিব্য সেবকবরের নিত্য লীলা—এই লীলা লোকে লোকে—অণ্ডে অণ্ডে সর্ব্বত্র সমানে—সর্ব্বত্র ব্যাপক ! সদা একরস ! সদা মধুর !

পণ্ডিতজী মহারাজের অপূর্ব্ব কথনে—শ্রীগুরু-শিষ্যের চিরন্তন মাধুর্য্যের অনবদ্য রূপটি সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ! সামান্য বাক্য—কিন্তু কী অখণ্ড রসপূর্ণ—কী বিমল বিজ্ঞানবীর্য্য সম্পন্ন !

বলা বাহুল্য—শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ—অতঃপর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন !

এইরূপ বহুবিধ চিন্ময় রসচরিত্রে এই দুই দিব্য মহাত্মার অবিরল প্রেমলীলাটি সম্পুটিত! শ্রীগুরু মহারাজের দিব্য সেবা—দিব্য পূজা—দিব্য ভজনে—শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ সমগ্র শ্রীধাম নিবাসী সন্ত-বৃন্দের নিকট চির পূজ্য হইয়া রহিলেন! নিরন্তর শ্রীগুরু কৈঙ্কর্য্যে তাঁহার মুদিত সময় অবলীলাক্রমে ব্যতীত হইত—শ্রীসদ্গুরুর মঙ্গলময় বিগ্রহের ধ্যান ও সীতাপতির মধুময় সিয়াবাম নাম ও লীলা গানেই—মহাত্মার সমগ্র জীবন উৎসর্গীত!

এই দিব্য প্রসঙ্গে শ্রীবামবল্লভা শরণজীর নিষ্কিঞ্চন সেবা-প্রপন্নতার আর একটি মধুর আলেখ্য উদ্গীত হইতেছে! একদা কিলার মহন্তজী শ্রীরাম-বল্লভা শরণজীকে বলিলেন—দেখ রামবল্লভা শরণ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—আমার দেহান্তের পর তোমায় এই লক্ষ্মণ কিলার মহন্তপদে মনোনীত করিব—ইহাই আমার একান্ত বাসনা।

মহন্তের বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ বলিলেন—দেখুন মহন্তজী! আমি কিলাব মহন্তগিরি করিব বলিয়া এখানে আসি নাই! শ্রীগুরু পাদপদ্মের দিব্য সেবায় জীবন অতিবাহিত করিবার বাসনায় আমি সাধু হইয়াছি—আপনি আমায় কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন—আমি যেন চিরদিন সেই মার্গেই সুখে চলিতে পারি।

শ্রীরামবল্লভা শরণজীর বাক্য শ্রবণ করতঃ মহন্তজী কিন্তু আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না—তিনি সু-অবসরে পণ্ডিতজী মহারাজের নিকট সকল বৃত্তান্তটি যথাযথ অনুগীত করিলেন।

পণ্ডিতজী মহারাজ সকল বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন—মহন্তজী! রামবল্লভা শরণ সামান্য সেবক নহে—শ্রীগুরু সেবার সমক্ষে—ইন্দ্রের ইন্দ্রিত্বও তাঁহার নিকট কিছুই নহে! অতঃপর তিনি সিদ্ধ সেবকতার চিন্ময় রূপটি উল্লেখ করতঃ প্রসঙ্গতঃ বলিলেন যে—বিমল ভজন-ভাবনার দিব্য লীলাবৈচিত্র্যে প্রবিষ্ট হইলে—সাধকের চিত্ত সামান্য জাগতিক ধনে

প্রলুব্ধ হইতে পারে না—ভক্তি চিন্তামণির অনন্য প্রকাশে তাঁহার হৃদয় পরাপ্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে!

বাস্তবিক এই চিন্ময় মণিমাণিক্যে হৃদয় পরিপূরিত হইলে—জাগতিক মণিমাণিক্য—সামান্য কাঁচের টুকরা ব্যতিরেকে আর কী হইতে পারে?

এইরূপ দিব্য লীলামাধুর্য্যে শ্রীরামবল্লভা শরণজী যে একদা তাঁহার শ্রীগুরু মহারাজের নিকট অষ্ট সিদ্ধি ও নব নিধি লাভ করিলেন—তাহাও বাস্তবিক সমগ্র শ্রীগুরু সেবীর নিকট হৃদয়ের চিন্ময় উপহার হইয়া রহিল!

একদা পণ্ডিতজী মহারাজ দিব্য বিনোদ-কৌতুকে তাঁহার সেবকবরকে বলিলেন—দেখ রামবল্লভা শরণ—আমার জপের মালাটির সূতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—দেখতো মালাটিকে ঠিক করা যায় কি না।

সিদ্ধ সেবকবর শ্রীগুরু মহারাজের কৃপা-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ একাগ্র চিত্তে মালাটি লইয়া পড়িলেন এবং সারারাত্রি জাগরণ করতঃ মালাটি সুন্দররূপে পুনঃ তৈয়ার করিলেন ও শ্রীগুরুদেবের পূজা পাত্রে তাহা রাখিয়া দিলেন!

পরদিন প্রাতে পণ্ডিতজী মহারাজ তাঁহার জীর্ণ মালাটির নবীন রূপ দেখিয়া পরম প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার সেবারত দিব্য বালককে নিকটে আহ্বান করতঃ বলিলেন—বেশ সুন্দর মালাটি তৈয়ার করিয়াছতো এবং তৎপরে বলিলেন—এই লহ অষ্ট সিদ্ধি ও নব নিধি! এই বলিয়া তিনি বালকের হস্তে—এক—দুই—করিয়া নয়টি পয়সা দিলেন!

দিব্য বালক শ্রীগুরুদেবের এই বিচিত্র করুণা-সরস লীলা মাধুর্য্য পান করিতে করিতে বিমল প্রেমানন্দে মগ্ন হইলেন!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতজী মহারাজের এই দিব্য পয়সা-গুলিকে শ্রীরামবল্লভা শরণজী সাক্ষাৎ শ্রীগুরুকৃপা জ্ঞানে নিত্য পূজা-আরতি করিতেন এবং অদ্যাবধি শ্রীধাম অযোধ্যার লক্ষণ কিলায়—এই নবরত্নের পূজা-আরতি হইয়া থাকে!

বাস্তবিক পরম দিব্য মনুজ লীলার অন্তকাল অবধি পণ্ডিতজী মহারাজ অপূর্ব্ব রসময় বিনোদ-চরিত্রে জনমন রঞ্জিত করিয়াছেন—তাঁহার চিন্ময় সারল্যে অখণ্ড মাধুর্য্যের বিমল মুক্তাধারা আপন সুখে আপনি প্রবাহিত হইত।

দিব্য লীলাতনু ত্যাগ করিবার কয়েকদিন পূর্ব্বেও—তিনি অনুরাগী-বৃন্দের সাথে যে দিব্য ক্রীড়াটি করিলেন—তাহা সমগ্র শ্রীধামবাসীর চিত্তে চির জাগ্রত হইয়া রহিল! পণ্ডিতজী মহারাজের সেই দিব্য চরিতটি নিম্নে যথামতি কীর্ত্তিত হইতেছে।

একদা তাঁহার এক অনুবাগী সেবক. পণ্ডিতজী মহারাজের নিকট উপনীত হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন—মহারাজজী! আপনাব কৃপা আজ্ঞা পাইলে আপনার এই ছোট চিত্রটিকে বৃহৎ করিয়া লইতে পারি!

অনুরাগী সেবকের মনোবাসনাব পূর্ণ মর্ম্ম যথাযথ অবগত হইয়াও পণ্ডিতজী মহারাজ সামান্য বালকের ন্যায বলিলেন—কী? ছোট চিত্র হইতে বড চিত্র করিবে? তাহা হইলে বড় চিত্র হইতে বড আনন্দ লাভ হইবে তো?

দিব্য বালকের ন্যায় পণ্ডিতজী মহারাজেব এই বিমল কথন শ্রবণ করতঃ সমগ্র ভক্ত হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

বলা বাহুল্য ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সম শ্রীগুরু মহারাজ বিমল চরিত্রে—ভক্তের সমগ্র মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন! বিমল সন্তের এই চরিত-মাধুর্য্যে মহাকবি স্বভাবতঃই গাহিয়া উঠেন—

সন্ত সংগ পরম বিমল কী কব তাহার মহিমা রে।
চিন্ময় সুখ সতত বরষে হৃদয় কমল বিকশে রে॥
সত্য সরল ধর্ম্মের রূপ রসে রসে ভরা মধুর রে।
আপনি আসিয়া ধরা দেয় সুখে কী কব তাহার তুলনা রে॥

পাঁচ

উপরি উক্ত ঘটনাটির ঠিক তিনদিন পরে যাহা ঘটিল—তাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সম সমগ্র শ্রীধাম নিবাসী সন্তবৃন্দ—পণ্ডিতজী মহারাজের সহসা জীবনলীলা সম্বরণে—মুহ্যমান হইলেন! কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই পণ্ডিতজী মহারাজের শরীর অসুস্থ ছিল—বাস্তবিক আপ্তকাম মহাভাগবতের এই সামান্য অসুস্থতাটিও তাঁহার এক বিচিত্র লীলা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে! সেদিনটি ছিল মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—সম্বৎ ১৯৫৮ ইংরাজী ১৯০১ খৃঃ অব্দ। পণ্ডিতজী মহারাজ যথারীতি রাত্রি আড়াইটায় নিত্য কৃত্য সমাপন করতঃ শ্রীরামবল্লভা শরণজীর উদ্দেশ্যে—বাচ্ছা! বাচ্ছা! বলিয়া ডাকিলেন!

শ্রীগুরু মহারাজের কাতর আহ্বানে তাঁহার সেবকবর অবিলম্বে শ্রীগুরু সেবায় উপস্থিত হইলেন। সেবককে দেখিয়া পণ্ডিতজী মহারাজ অশেষ রহস্যময় বাণীতে বলিলেন—বাচ্ছা! এক্ষণে আর কি করিবে?

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে শ্রীগুরু মুখারবিন্দের এই অচিন্ত্য করুণাময় কাতর বাণী শ্রবণ করতঃ দিব্য সেবক বিমূঢ় হইলেন—তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগুরুদেবের মর্ম্মবাণীটি যেন অশেষ বিরহ ব্যথায় আপনাকে ধরা দিল—সুসেবক কোন রূপে আপন অশ্রু-সজল নয়নের ধারা সম্বরণ করতঃ বেদনা-বিধুর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—মহারাজজী আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন—আমি তাহাই করিব। পণ্ডিতজী মহারাজ অতঃপর আপন পর্য্যঙ্কে শায়িত হইলেন এবং তৎপরে সেবককে বলিলেন—আমার আপাদ-মস্তক কম্বলে আবৃত করতঃ দুয়ার বন্ধ করিয়া বাহিরে যাও।

দিব্য সেবক শ্রীগুরুদেবের এই পরম কাতর আজ্ঞা চক্ষের জল রোধ করিয়া কোনরূপে পালন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে চারটা-পাঁচটা-ছয়টা বাজিয়া গেল—পণ্ডিতজী মহারাজের দুয়ার তথাপি রুদ্ধ। কিলার সন্তবৃন্দ পণ্ডিত মহারাজের এই বিচিত্র চরিত্রে বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন—তাঁহারা অতঃপর আর অপেক্ষা না করতঃ দ্বার খুলিয়া কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলেন!

ভিতরে মহাভাগবৎ মহাপ্রয়াণে শায়িত! তাঁহার স্থির মূর্ত্তিখানি একটি কম্বলে আবৃত! ভক্তবৃন্দ অতি সন্তর্পনে তাঁহার গাত্রের বসনটি উঠাইলেন—করুণাময় সন্ত শিরোমণি দিব্য প্রসন্নময় কান্তিতে উদ্ভাসিত—তাঁহার প্রেম সরস বিশাল নয়নদ্বয় শীতাতপে মুদ্রিত কমলের ন্যায় সঙ্কুচিত—অঙ্গ হিমশীতল!

মহাত্মার এই দিব্য তনুত্যাগে সমগ্র শ্রীধামনিবাসী সন্তবৃন্দ বিরহ ব্যথায় প্রায় আত্মহারা হইলেন—তাঁহাদের সহসা মনে হইল—পণ্ডিতজী মহারাজের প্রতি—তাঁহার শ্রীগুরুদেবের অন্তিম কৃপা আদেশটির কথা!

পণ্ডিতজীর—শ্রীগুরু মহারাজ অনন্ত শ্রীযুগলানন্য শরণজী মহারাজ—এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে—আপন মানস পুত্র অনন্ত শ্রীজানকীবর শরণজীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—বাচ্ছা! তুমি আর ধামে ধামে ভ্রমণ করিও না—এক্ষণে শ্রীধাম অযোধ্যায় নিত্য বাস কর!

পণ্ডিতজী মহারাজ বালকের ন্যায় শ্রীগুরু বাবার চরণে নিবেদন করতঃ বলিলেন—বাবা! আমি আর একবার পাঞ্জাব প্রদেশ গমন করিব—এবং তৎপরে অন্তিমকাল অবধি শ্রীধাম অযোধ্যায় বাস করিব—ইহাই আমার প্রতি আপনার দিব্য কৃপা আশীর্ব্বাদ হউক!

মুগ্ধ বালকের বিমল প্রার্থনা—পরমহংসবর্জ শ্রীযুগলানন্য শরণজী মহারাজ—পরম সাদরে আপন দিব্য আশীষে—কৃত কৃত্য করিলেন।

পণ্ডিতজী মহারাজ কিছুদিন হইল পাঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—এক্ষণে শ্রীগুরুর আমোঘ আশীর্ব্বাদে—তাঁহার চিরন্তন

পিতা—অনন্ত শ্রীযুগলানন্য শরণজী মহারাজের পার্শ্বে সরযূ কুঞ্জে—শ্রীযুগল মহারাসের নিত্য লীলার মুগ্ধ কিঙ্করী প্রীতিলতা রূপে—চির বিরাজিত রহিলেন!

দিব্য যোগাযোগে পণ্ডিত মহারাজের তনুত্যাগের ঠিক তিন দিন পরে—পূর্ব্বকথিত অনুরাগী ভক্তটি পণ্ডিতজী মহারাজের বৃহৎ রঙীন চিত্র সহ লক্ষ্মণ কিলায় উপস্থিত হইলেন! কিন্তু লক্ষ্মণ কিলায় প্রবেশ করতঃ শ্রীগুরু মহারাজের সহসা অন্তর্ধানের দারুণ বিরহ বার্ত্তায়—ভক্তটির হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল! কিন্তু উপস্থিত যথা কর্ত্তব্য স্মরণ করতঃ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে পণ্ডিতজী মহারাজের বৃহৎ চিত্রটি সকলের নিকট উন্মোচন করিলেন!

বাস্তবিক চিত্রপটটি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন! চিত্রটি এমত সুন্দর—এমত জীবন্ত—এমত ভাবগ্রাহী—যাহা দর্শন মাত্রেই সকলের মনে হইল যে পণ্ডিতজী মহারাজ স্বয়ং স্বশরীরে—এই চিত্রপটে নবীন রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন!

বিচিত্র করুণা সরস চিত্রপটে—শ্রীমহারাজের দিব্য বিগ্রহ দর্শনে সকলেই সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—ভাই রামবল্লভা শরণ! পণ্ডিতজী মহারাজ আমাদের নিকট পুনরায় আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! শ্রীবৈষ্ণব মহাপ্রাণের—ভক্ত প্রতি অযাচিত করুণার বার বার বলিহারি!

সিদ্ধ সেবকবর শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ—দিব্য চিত্রপটটিকে মহাভাগবতের সাক্ষাৎ বিগ্রহ জ্ঞানে—আভূমি প্রণাম করতঃ পণ্ডিতজী মহারাজ বিরচিত শ্রীসদ্গুরু স্তোত্রটির দ্বারা চিত্রপট মহারাজের আরতি প্রসঙ্গে প্রেমকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

বন্দে গুরুম্ জগদ্বন্দ্যং বেদ-বেদাঙ্গপারগম্।
মায়াতীত-মহাত্মনং বন্দে সংসারতারণম্॥

বন্দে সংসারসারং সুখনিধিমমলম্ শান্তিদং সৌখ্যসারং।
সম্বন্ধেহ্যনন্ত প্রমুদিত হৃদয়ং শাশ্বতং শান্তিযুক্তং॥
অজ্ঞানাং জ্ঞানরূপং গতিমগতিমতাং ভাবনং ভাবুকানাং।
নীতিজ্ঞানাং সুনীতিং রসং রসবিদাং শ্রীগুরোঃ পাদপদ্মম্॥

ভবতু ভব্যমথা তব সাম্প্রতং যদি গুরোবলম্বন মানসে।
হৃদি বিকাশতয়া সুখমদ্ভূতং বিগত মানমপামবাপ্যতে॥
হে কল্যাণনিধে! মহাশয়! বিভো! শ্রীজানকীশপ্রদ!
হে তাপত্রয় পাপনাশন কৃপাপীযূষ পূর্ণাম্বুধে!
হে দীনার্ত্তমহান্ধকার সবিতুর্মায়ামনুষ্যাকৃতে!
মহ্যম্ দীনহৃদি মলিন-মতয়ে প্রীতি স্বকীয়াং দদ॥

নমঃ সুন্দরেশং পরেশং মহেশং প্রকৃত্যান্ধকারঘ্নমেকং দিনেশং।
সদা যে ভজন্তীহ ভক্ত্যা ভবন্ত মনোভীষ্টমাপূর্ণতাং পূর্ণমেতি॥
নমঃ শুদ্ধায় বুদ্ধায় গুরবে পরমাত্মনে।
সেবকানাং সুখরূপায় শান্তায় শিবরূপিনে॥
যদা দৃষ্ট্বা রামভদ্রো জীবান্ দুঃখার্ণবে গতাম্।
তদা বৈ গুরুরূপেন প্রাদুর্ভূতোঽভবৎ প্রভুঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মভাবেন গুরুমেবাশ্রয়েৎ সুধীঃ।
অনায়াসেন তস্যাশু মহামোদঃ প্রজায়তে॥

গুরুরষ্টকং যে পঠন্ত্যীহ ভক্ত্যা
ন তেষাম্ কদাচিদ্ভবেদ্ভাবহানিঃ।
প্রতুষ্টো মহারাজ রাজোঽপি তেষাম্
হরী রামভদ্রোঽখিলেষ্টং দদাতি॥

শ্রীগুরু মুখারবিন্দ কীর্ত্তিত এই বিমল স্তোত্রটি শ্রীগুরু পাদপদ্মে নিবেদন করতঃ সেবকবর চিত্রপট মহারাজকে শ্রীসরযূ জল দ্বারা সিঞ্চন করতঃ তাঁহাকে দিব্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সেই দিন হইতে শ্রীগুরু চিত্রপট মহারাজের অষ্টযাম পূজা-আরাতি-ভোগ-কীর্ত্তন রূপ বিমল সেবা দিব্য ক্রমে আরম্ভিত হইল।

সিদ্ধ সেবকবর অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ শ্রীগুরু সেবায় সদাই তদ্গত চিত্ত—শ্রীসীতারাম নাম ও তাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করতঃ প্রভুর নিত্য সেবার চারু চরিতে চির অবলম্বিত—শ্রীমৎ যুগলানন্য শরণজী কৃত দিব্য গ্রন্থপাঠে—মহাভাগবতের নিত্য আনন্দ-বিলাস বিরচন রূপ বিহ্বল কৈঙ্কর্য্যধারায় শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ শ্রীধাম অযোধ্যায় আপ্তকাম ভাগবতোত্তম মহামানব রূপে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইলেন!

দেখিতে দেখিতে অনুরাগী ভক্তবৃন্দের নির্ম্মল সেবায় শ্রীসরযূ তট সমীপে একটি দিব্যস্থানে শ্রীপণ্ডিতজী মহারাজের নিত্য সেবা-পূজার নিমিত্ত একটি মহামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীর প্রসিদ্ধ গোলাঘাট নামক স্থানে শ্রীসদ্গুরু সদন নামধেয় দিব্য মন্দিরটি যথার্থ ভক্ত শিরোমণি শ্রীরামবল্লভা শরণজীর চির স্মরণীয় শ্রীগুরু সেবার চিন্ময় প্রতীক! বাস্তবিক এই বিশাল চারুচিত্রটি—পণ্ডিতজী মহারাজের সাথে তাঁহার নিত্য লীলা পরিকর শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজের—নিত্য সম্বন্ধের চিন্ময় প্রেমনিকুঞ্জ!

প্রসঙ্গতঃ বলিবার আছে যে এই দিব্য মন্দির নির্ম্মাণকালে বিচিত্র রহস্য লীলায় - সিদ্ধ সেবকবরকে বহু বাঁধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—অনন্য ভক্ত—শ্রীগুরু কৃপায় অসীম ধৈর্য্যবলে সেই সকল বিপত্তি কেবলমাত্র যে অতি সহজেই উত্তীর্ণ হইলেন শুধু তাহাই নহে—পরন্তু দিব্য চরিত্রে তিনি শ্রীগুরু সেবায় যে বিমল প্রেমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন—তাহা অনন্ত ভজনাবলম্বীগণের নিকট হৃদয়ের চির কণ্ঠহার হইয়া রহিল!

এই প্রসঙ্গে তাঁহার বিচিত্র চরিত্র উল্লেখ করণ হেতু একটি বিশেষ ঘটনা নিম্নে যথামতি কীর্ত্তিত হইতেছে !

মহাত্মাকে অযথা কলঙ্কিত করিবার জন্য কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মহাত্মার নিকট একটি বারবণিতাকে প্রেরণ করেন। সুন্দরী বারবণিতা বহু প্রচেষ্টা করিয়াও মহাত্মাকে এতটুকু প্রলুব্ধ করিতে পারিল না দেখিয়া উক্ত অসাধুগণ মহাত্মার বিরুদ্ধে একটি অন্যায় মামলা দায়ের করিলেন !

মহাত্মা সরল প্রাণে সমগ্র বৃত্তান্তটি শ্রীগুরু পাদপদ্মে নিবেদন করতঃ পরম অভয়ে আপন সেবাকার্য্যে নিমগ্ন রহিলেন ! এদিকে তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ কিঞ্চিৎ ভয় পাইয়া মহাত্মাকে আত্মগোপন করিতে উপদেশ করিলেন ! মহাত্মা বিমল আনন্দে শ্রীগুরু ভ্রাতাগণের সর্ব্ব শঙ্কা নিরশন করতঃ যাহা বলিলেন—শ্রীগুরু কৃপামাধুর্য্যে—তাহা নিত্য ভক্তগণের নিকট প্রাণের ধন হইয়া রহিল ! শ্রীগুরু চরণকমল আশ্রয় করতঃ অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী নির্ভয় কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

শ্রীসত্যা কোশলা জননীগোদ মোদযুত লেটে হৈ।
শ্রীসদ্গুরু করুণেশ কৃপাসে অবিচল পিয় হিয় ভেটে হৈ॥
জগৎ প্রপঞ্চ রঞ্চহু নাহি দশদিশি হাথ সমেটে হৈ।
রামবল্লভা শরণ ডরৈ কেহি বড়ে বাপকে বেটে হৈ॥

অর্থাৎ—শ্রীধাম অযোধ্যা জননী ক্রোড়ে পরম সুখে নিত্য নিবাস রে
কৃপা মূরতি শ্রীগুরু করুণায় প্রাণপতি সাথে সদা বিহার রে
বিষয় বাসনা হীন শুদ্ধমতি দশদিক উজল পারা রে।
রামবল্লভা শরণ কাহারে ডরায় সে যে বড় বাপের ব্যাটা রে

বলা বাহুল্য মামলায় সন্ত শিরোমণির জয় হইল—দুষ্ট ব্যক্তিগণ অচিরেই দীর্ঘ কারাবাসে যথোচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন !

শ্রীসদ্গুরু সদনে মহাত্মার প্রতিদিনের—প্রতি যামের—প্রতি ক্ষণের শ্রীগুরু সেবা! রাত্রি দুইটায় নিত্য কৃত্য সমাপন করতঃ মহাত্মার দিব্য সেবার ক্রম আরব্ধ হইত এবং এইরূপে রাত্রি প্রায় এগারটায় সদ্গুরু মহা-রাজের শয়ন আরতি করতঃ মহাত্মা সরযূ তটে গিয়া বসিতেন - এবং তৎপরে আরম্ভ হইত তাঁহার মধুময় কণ্ঠে শ্রীযুগল লীলা গানের দিব্য অভিব্যক্তি! মহাত্মা—ভগবতী সরযূ সেবায়—এই দিব্য ভজন গানগুলি উৎসর্গীত করিতেন—এবং পরিশেষে সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করতঃ স্বল্প বিশ্রাম করিতেন! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহাত্মা—অপতিত নিয়মে—এই দিব্য সেবা-কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত ছিলেন!

মহাত্মা বাল্যাবধি সুললিত ভজন গীত রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন—ভজন ভাবনায় উত্তরোত্তর দিব্য উৎকর্ষের সাথে সাথে অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী সিদ্ধ মহাকবির দিব্য ভূষণে ভূষিত হইলেন! আনন্দকন্দের মধুময় বিনোদ গাঁথায়—তাঁহার বিমুগ্ধ কাব্য-স্তবভি ভজনানন্দী সন্তের নিকট স্বয়ং লীলাবতারের চিন্ময় ভাব-রহস্যের বিমল আধার হইয়া রহিল! বাস্তবিক ভগবৎ নাম-রূপ-লীলা-ধামের উজ্জ্বল লীলা প্রকাশে মহাত্মার দিব্য ভজনগীতগুলি স্বয়ং আনন্দকন্দেব দিব্য অবতারেরই প্রতীক সম মনে হইত।

মহাত্মার চিন্ময় মহাপ্রাণের যে অবিরল ধারা—তাহার সামান্য দিগ্‌দর্শন স্বরূপ নিম্নে একটি পদের প্রারম্ভটি মাত্র উল্লিখিত হইতেছে!

শ্রীধাম অযোধ্যায ঘনঘোর মেঘচ্ছটায় শ্রাবণ মাস সমায়ত হইয়াছে—শ্রীধাম পুরীতে এই সময়টি ঝুলা মাস নামে অভিহিত—আষাঢ়ী অমাবস্যা হইতে শ্রাবণ পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এক মাস কাল ব্যাপী শ্রীধাম অযোধ্যার ঘরে ঘরে—মন্দিরে মন্দিরে—শ্রীযুগল সরকারের নিত্য ঝুলন উৎসব। এই উৎসব কালে শ্রীধাম পুরী যেন অনন্ত শোভায় মণ্ডিত হয়—সমগ্র সন্ত সমাজ শ্রীযুগল সরকারের দিব্য করুণারসে সদাই মুগ্ধ তন্ময়তায়

বিরাজ করেন—অবিরল আনন্দ ধারায় ভাসিতে থাকেন! শ্রীধাম পুরীর এই চিন্ময় বিলাস বৈভবের কথা জানাইয়া তথা আপন প্রাণের দিব্য উচ্ছ্বাস বহাইয়া মহাত্মা এক প্রিয়পাত্রের নিকট প্রসঙ্গতঃ লিখিলেন—

পাবন পাবন গুরুদেব সদা জনকে মন ভাবন ভাবন।
ভাবন ভাবন কো ভজিয়ে জগ গ্রীষম তাপ নশাবন সাবন॥
সাবন সাবন আবন আবন ছাবন ছাবন গাবন গাবন।
গাবন গাবন ঘুমো নহী বসিয়ে সরযূ তট পাবন পাবন॥

অর্থাৎ—নিত্য নিরঞ্জন শ্রীগুরুদেব সদা জনমন রঞ্জন রঞ্জন।
ত্রয়তাপ বিনাশন ভজ ভাবভক্তি নিত্য সেবা বিমণ্ডন॥
নব নীরদ শ্যামছায় শাবণ আসিল নৃত্যগীত পরায়ণ।
গা রে মন বদন ভরে বসি সরযূ তটে পাবন পাবন॥

মাহাত্মা সমগ্র জীবন ব্যাপী অনাবিল ধারায় এইরূপ অজস্র পদ রচনা করিয়াছেন! দিব্য সংস্কার বশতঃ মহাত্মা মহাকবির চিন্ময় পরম্পরা লাভে সুধন্য হইয়াছেন! বাস্তবিক মহৎ কারুণ্যের পূর্ণ লক্ষণে—এই দিব্য শ্রীসদ্গুরু পরম্পরাকে—উজ্জ্বল ভাবভক্তিমণ্ডিত মহাকবির চিন্ময় উৎসব বলা যাইতে পারে! শ্রীরাম রসের অবিরল স্রোতবাহী এই সকল মহা কবিগণ নিরবধি অখণ্ড ভাগবৎ রস পান করতঃ চির আপ্তকাম হইলেন!

শ্রীধাম আযোধ্যাপুরীর এই সিদ্ধ সেবকবর যথাসময়ে—যথা আজ্ঞায় আপন মনুজ লীলা সম্বরণ করিবেন—তাঁহার হৃদয়ে এই দিব্য ভগবৎ ইচ্ছা প্রকটিত হইয়াছে—দিব্য সেবানিপুণ সরস জীবনে—মহাত্মার যাহা করণীয়—তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে—এক্ষণে নিত্য স্বরূপ বৈভবে—যুগল বিহারিণী রূপে মহলী লীলায় অনুগমন করিবেন—তথা সীতাপতির চিন্ময় কৈঙ্কর্য্যে নিত্য সুখাসীন হইবেন—এই দিব্য প্রেরণা তাঁহার হৃদয়ে আপনি

মুকুলিত হইয়াছে ! সংবৎ ১৯৮৯ ইংরাজী ১৯৩২ খৃঃঅব্দে শুভ বৈশাখের শুক্লা একাদশী তিথিতে—দিব্য প্রাতঃকালে—মহাত্মা সহসা বিনা রোগ-ভোগে লীলাতনু ত্যাগ করিলেন !

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায়—মহাত্মার এই বিচিত্র তিরোধানে সমগ্র শ্রীধামবাসী সন্তবৃন্দ—ভক্ত জীবনের এক মহান অবলম্বন হারাইলেন—সন্তগণ সামান্য শিশুর ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ! এইরূপে আত্মহারা দশায় কিছুক্ষণ ব্যতীত হইল—তৎপর যথা কর্ত্তব্য স্মরণ করতঃ তাঁহারা মহাত্মার শ্রীঅঙ্গ—অনন্ত শ্রীসম্পন্ন জানকীবর শরণজী মহারাজের দিব্য বস্ত্রে আবৃত করতঃ জয় সিয়ারাম নামোল্লাসের সাথে সাথে শ্রীসদ্‌গুরু পরম্পরার সিদ্ধ পীঠস্থান শ্রীসরযূ কুঞ্জে তাঁহার নিত্য বিশ্রাম কুঞ্জ রচনা করিলেন !

দেখিতে দেখিতে অনুরাগী ভক্তবৃন্দের চিন্ময় সেবা মাধুর্য্যে শ্রীসদ্‌গুরু সদনের এক পার্শ্বে—শ্রীসিয়া সুহাগ বাগে—মহাত্মার দিব্য চিত্রপট বিরাজিত হইল—ইহাও বস্তুতঃ মহাত্মারই এক দিব্য সেবা কৈঙ্কর্য্যের বিমল লীলা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে ! মহাত্মা এই দিব্য প্রচ্ছন্নরূপে—এক্ষণে আপন শ্রীসদ্‌গুরু স্বামীর নিত্য সেবায় শ্রীধাম পুরীতে সুখাসীন রহিলেন !

বাস্তবিক ধন্য মহাত্মা—ধন্য তাঁহার শ্রীসদ্‌গুরু পাদপদ্ম-প্রীতি—ধন্য তাঁহার নিত্য কৈঙ্কর্য্য !

ছয়

পরমহংসবর্জ অনন্ত শ্রীসিয়লাল শরণজী মহারাজ দিব্য কথা শরিতে—এই পুনীত সংবাদ আপন কৃপাপাত্র তথা তাঁহার নিত্য-লীলা পরিকর অখণ্ড মাধুর্য্য সম্পন্ন শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজী মহারাজের নিকট—শ্রীসদ্‌গুরু পরম্পরা হইতে আপন শ্রীগুরু তথা তাঁহার ঊর্দ্ধতন কয়েকটি মহাভাগবতের

মুগ্ধ কাহিনী যথামতি কীর্ত্তিত করিলেন ! এই দিব্য সংবাদ কালে অনন্ত শ্রীসম্পন্ন পণ্ডিতজী মহারাজ ও তাঁহার মুগ্ধ সেবকবর অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজ চিন্ময় মনুজ লীলায় শ্রীধাম অযোধ্যায় বিরাজিত ছিলেন—বস্তুতঃ এই পুনীত বার্ত্তাটি সংবৎ ১৯৪৮ ইংরাজী ১৮৯১ খৃঃ অব্দে কীর্ত্তিত হইয়াছিল—মহারাজজীর বয়ঃক্রম তখন মাত্র পনের বৎসর।

বলা বাহুল্য রসবিশেষের আস্বাদনের প্রতি লক্ষ্য করতঃ উপরি উক্ত মহাভগবৎগণের যথামতি দীন পরিচয় যথাস্থানে সংবেশিত হইয়াছে !

এক্ষণে এই দিব্য কথার আরতি প্রসঙ্গে অনন্য ভক্ত বিভূষণ শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ—চিন্ময় ধ্যানবসে আপন দেহস্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছেন তাঁহার গদ্ গদ্ গিরায় সহসা আপনি ক্ষরিত হইল—শ্রীগুরু পরম্পরার মহাভাগবতগণের প্রতি চিন্ময় ভাব-নিবেদন ! প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে তিনি স্বতোৎসারিত ধারায় গাহিয়া উঠিলেন—

নমো নমো নমো শ্রীযুগলানন্য বিহ্বল স্বামী আপ্তকাম।
মুগ্ধা দশায় বিহার সতত সন্তজনের প্রাণাভিরাম॥
লোক পাবনী কীর্ত্তি তব ভাগবৎ রসের মহান কূপ।
কোককেলি মণ্ডিত রাগে প্রিতম সেবায় সতত চুপ॥
লক্ষ্মণকিলায় ঘৃতাচী কুণ্ডে কী লীলা করিলে কেমনে কব।
সেই ললিত কাব্যে নিতুই নব যুগল প্রেমে উদাসী হব॥
উজল কণ্ঠে সীতারাম নাম দিব্য লীলায় করিলে গান।
সন্ন্যাসী স্বামী পরমহংস ভক্তজনের মহান প্রাণ॥
মুগ্ধা ললনা হেমলতা চারু যুগল কুঞ্জ মালিনী বর।
দিব্য লীলায় প্রকট করিলে সিদ্ধ সতত জানকীবর॥

তুল নাহিক পণ্ডিতরাজের মণ্ডিত প্রেম অচঞ্চল।
অকাম অমান মহান উদার করুণায় ভরা দৃগঞ্চল॥
রস ঝর ঝর দিব্য স্বরূপ ভজন ভাবনার অমিয় থল।
চরণে প্রণাম এ দীন জানায় বার বার স্বামী ছুঁইয়া জল॥
হেমলতা নিল প্রীতিলতা রূপ কে বুঝিবে বল মর্ম্ম তার।
চিন্ময় লীলার মাধুরী গীতিকা বেদ-বাণী-বিধি সর্ব্ব পার॥

করুণা বিলাসে রাখি গেলে তুমি সিদ্ধ সেবক আত্মারাম।
শ্রীরামবল্লভা শবণ নমামি চরণ রজে দেহ নিত্য ধাম॥
শ্রীযুগল বাসের অখণ্ড ধারায় উৎসব তব কামনা হীন।
অবধ সরযূর নিত্য স্বরূপ দিব্য বিহার অন্তহীন॥
শ্রীসদ্‌গুরু সদন তোমার হৃদয় রসরাজ স্বামী কান্ত ধীর।
শ্রীযুগল বিহারিণী ললিত সেবায় নির্ভরা সুখে হইল থির॥
এ কৃপাসিন্ধুর কী কব মহিমা হীনমতি মুঁই নিরত কাম।
শ্রীগুরু চবণ পদ্ম স্মরণে গাহি যেন সুখে সিয়াজু রাম॥
যে জন সেবিবে এ চরিত মালা ত্যজিয়া কপট দম্ভ মান।
ভকতি আলোকে হইয়া চিকণ দিব্য মহলে লভিবে যান॥
সদা কৃপা রসে মগন হইয়া ভজিবে সুখে জানকীরাম।
দিব্য লীলার মোহন ধারায় হইবে অমল আপ্তকাম॥

— এই দিব্য প্রণাম স্তোত্র অনুগীত করতঃ মুগ্ধ প্রেমে মহর্ষিবর আপন পরিকর সহ—কীর্ত্তিত মহাজনবৃন্দের পাদপদ্মে আভূমি লুণ্ঠিত হইলেন!

মহারাজজী এতক্ষণ যে সুধাচন্দ্রিকায় আপন সুখে বিহার করিতে-ছিলেন—তাহার মুগ্ধ বিলাসে মহারাজজীর সিদ্ধ আত্মা সহসা দারুণ বিরহ

ব্যথায় কাতর হইল—মহারাজজীর কর্ণযুগল এই দিব্য কথা সরিৎ পান করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই—বিমল দেহজ্ঞান শূন্য অবস্থায় মহারাজজী চিন্ময় আচার্য্য পরম্পরার সেই দিব্য লোকে পরম সুখে বিস্তারিত হইয়াছেন—যেথায় নিরবধি মহারাস লীলায়—সখী হেমলতা—প্রীতিলতা—যুগল-বিহারিণী—প্রেমলতা নিত্য মহলী ক্রীড়ায় চির উৎসব মুখর !

মহারাজজী অনন্য মানসে সেই অখণ্ড রস-মাধুর্য্যে নিত্য নিমজ্জিত হইতে বাসনা করেন ! এই বিমুগ্ধ বাঞ্ছায় মহারাজজী বিমল কাতর ক্রন্দনে দীনদয়াল আপ্তকাম প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া দিব্য ভাববদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—হে জীবননাথ—হে সর্ব্বজ্ঞ উদার স্বামী ! শ্রীসদ্‌গুরু পরম্পরার চিন্ময় পরশে আমার অতৃপ্ত হৃদয় আর একটি দিব্য সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। হে প্রভু ! এক্ষণে আপনি কৃপা পূর্ব্বক এই উজ্জ্বল বংশপরম্পরার নিত্য-সেব্য রসমাধুর্য্যের চিন্ময় রূপটি সবিস্তারে কীর্ত্তিত করতঃ আমায় সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য করুন !

অনন্য ভক্তকণ্ঠে এই রসাল প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ মহাত্মা দুই দণ্ডকাল ধ্যান-রসে নিমগ্ন হইলেন—পরমা ভক্তির অনন্য আলোকছটায় তাঁহার হৃদয় সহসা উদ্ভাসিত হইল—এবং সেই চিন্ময় চিত্ত দর্পণে বিলসিত হইল এক বিচিত্র সংবাদের মধুর স্মৃতি ! মহাত্মা কোনরূপে আপন পুলকাবলী সংযত করতঃ দিব্য বালা প্রেমমঞ্জরীকে প্রসঙ্গতঃ সাদরে কহিলেন—ধন্য প্রেমমঞ্জরী ! ধন্য তোমার চিন্ময় প্রশ্ন ! তোমার দিব্য প্রশ্নে আমার হৃদয়ে একটি সুখস্মৃতি জাগ্রত হইল ! তোমারই মত একদা জগন্মাতা পার্ব্বতী জগদ্‌গুরু শঙ্কর চরণে - এই একই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা শ্রবণ করিতে বাসনা করেন। তোমার কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমি এক্ষণে সেই দিব্য হর-পার্ব্বতী সংবাদ তোমার নিকট যথামতি সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেছি—সাবধান হইয়া শ্রবণ কর !

পরাৎপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল রূপটি বিজ্ঞাত হইবার

বাসনায় একদা কৈলাশপতি শঙ্কর—মন্ত্ররাজ দ্বারা শ্রীরামের আরাধনা করেন! ভগবান শঙ্কর এইরূপে দিব্য শত বর্ষব্যাপী আরাধনায় দেহজ্ঞান লুপ্ত হইলেন!

ভক্ত শিরোমণি কৈলাশপতির মুগ্ধ আবাধনায় অচিরেই পরম প্রসন্ন হইয়া দয়ালুদেব শ্রীরামচন্দ্র অমিয় নিষ্পাত বাণীতে শংকরকে বলিলেন—হে শংকর! তুমি আমার পরমোৎকৃষ্ট ভাবময় স্বরূপ-মাধুর্য্য শ্রীজনকনন্দিনীর দিব্য রূপ দেখিতে যথার্থই ব্যাকুল হইলে—শ্রীবৈষ্ণব সন্ত সম্মত তথা বেদ বাণী নিরূপিত—আমার নিত্য সঙ্গিনী সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তির আরাধনা কব! হে শঙ্কর! আমি সর্ব্বদাই সেই দিব্য শক্তির সাথে আরাধ্য—সেই দিব্য শক্তিই আমাব একান্ত মূল স্বরূপ—আমি সেই মহাশক্তির নিত্য অধীন—তাঁহার নিত্য ভক্ত!

স্বয়ং অবতারী প্রভুব কণ্ঠে এই দিব্য রহস্যময় সংবাদেব বিচিত্র মায়া-জালে শঙ্করের হৃদয় সহসা উদ্ভাসিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেবও চিন্ময় স্বামী প্রদর্শিত দিব্য মার্গে সুখে বিচরণ করিয়া চলিলেন এবং একদা শুভ অবসরে—পরম দুর্লভ সত্য স্বরূপ—অনন্য ত্যাগ ব্রত সাধন-ভজনের যাহা একমাত্র অবলম্বন—যাহা ভক্ত বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে নিত্য নিবাস যোগ্য—শ্রেষ্ঠ যোগীগণের যাহা একমাত্র ধ্যানগম্য মুখ্য আশ্রয়—জগজ্জননী জানকীজীর সেই পরাৎপর রূপটি তাঁহারই অশেষ কৃপায় শঙ্করের নয়ন সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে প্রকটিত হইল!

গিরিজাপতি শঙ্কর সেই পরম লীলাময়ী শ্রীরামবল্লভা জানকীজীর বিচিত্র ঐশ্বর্য্যযুক্ত সম্পূর্ণ নখশিখ রূপরাশি প্রত্যক্ষ করতঃ চিন্ময় ভাবানন্দে বিহ্বল হইলেন—এবং তাঁহার প্রেমদশায় তাঁহার কণ্ঠ হইতে মহৎ কারুণ্যে আপনি ক্ষরিত হইল সেই অখণ্ড রূপের দিব্য আরতি গাঁথা। অনন্য ভক্ত-শিরোমণি কীর্ত্তিত জগজ্জননী সীতার সেই চিন্ময় বন্দনা গীতিটি পর্য্যায়-ক্রমে নিম্নে লিখিত হইল—

বন্দে বিদেহতনয়া পদ পুণ্ডরীকং
কৈশোর সৌরভ সমাহৃত যোগিচিত্তম্ ।
চরণারবিন্দ — হন্তুং ত্রিতাপমনিশং মুনিহংস সেব্যম্
সম্মানশালী পরিগীত পরাগপুঞ্জম্ ॥

পাদস্য যাবক রসেনতলং সুরক্তং
সৌভাগ্য ভাজনমিদং হি পরং জনানাম্ ।
চরণতল — যুক্তি কৃতং সুতজাতা তব দেবী নিত্যং
দত্তাশ্রয়ং সুমনসাং মনসানুরাগম্ ॥

পদাঙ্গুলী নখ রুচিস্তব দেবি রম্যা
যোগীন্দ্রবৃন্দ মনসা বিশদাসি ভব্যা ।
অঙ্গুলী — ত্রৈতাপক্লান্ত্যপশমায় শশাঙ্ক কান্তি
র্দোষেন কিং সমুপযাতি তুলাং যুতা সা ॥

মঞ্জীর ধীর নিনদং কলহংসকালী
হাসায় সা ভবতি ভাবয়তি ত্বদীয়ং ।
নূপুর — কিঞ্চাপরং রসিকমৌলি মনোনিযুক্তং
দৃষ্টং ময়া পরমকৌশলমত্র তস্য ॥

সিদ্ধীশ বুদ্ধিবর রঞ্জন গূঢ় গুল্ফৌ
পদারবিন্দ যুগলৌ জনতাপ বর্গৌ ।
গুল্ফ — বিন্দন্তি তে ত্রিভুবনেশ্বরি ভাবসিদ্ধিং
ধ্যায়ন্তি যে নিখিল সৌভাগ্য ভানুভাজৌ ॥

হেমাভিবর্দ্ধিত বিভূষনং ভূষিতং তে
ত্রৈলোক্য তেজ ইব মঞ্জুল পুঞ্জভূতং।
ভাবিস্ম সুন্দরিপদং সরসীরুহাভং
ভীতা ভয়প্রদমনন্ত মনোভিধ্যেয়ম্ ॥

চরণ

চক্রাভহারিস্থ নিতম্ব যুগং ভবত্যা
ধ্যেয়ং সুধীভিরনিশং রসনাভিষক্তম্।
ধ্যানস্পদং রঘুপতে র্মনসো মুনীনাং
ভাবৈকগম্যমমবেশ নতাঙ্ঘ্রি পদ্মে ॥

নিতম্ব

কৌশেয় বস্ত্র পরিণদ্ধমলং কৃত্যং তে
কার্ত্তস্ববাশনি মণিপ্রবর প্রবেকৈঃ।
রত্নোত্তমে বসনয়া গ্রহ কান্তিমাভি
র্ভাস্বন্তি নিম্মিত তয়া স্ব ধিয়ন্তি মধ্যম্।

কটি

অশ্বত্থপত্রনিভমম্ব ধিয়োদরত্নে
ভাব্যং ভবাব্ধিতরি কেবল কালনাশো।
ভূয়োর্ন ভাবি জননা জঠরে নিবাস
স্তেষাং মনো ধরণীজেহত্র সুলগ্নমাসীৎ ॥

উদার

নাভীহ্রদং হরিমনঃ কারিণঃ কৃশাংশো
পুষ্টিপ্রদং প্রচলিতং ত্রিবলী তরঙ্গম্।
রাজিস্তশৈবলনিভং ভ্রমিভূত রোম্নাং
শান্ত্যৈ তব ত্রিতপতামতি ভারয়ামঃ ॥

নাভি

বাহু

বাহুমৃণাল মদ খণ্ডন পণ্ডিতৌ তে
ভীতা ভয়প্রদ বদান্যতমৌ জনানাম্ ।
রুক্মাঙ্গদাঙ্কিত বিটঙ্কিত মুদ্রিকৌ তৌ
হৈরণ্য কঙ্কন ধৃত বলয়ৌ ভজামঃ ॥

কণ্ঠ

কণ্ঠং কপোত তরুণীগল কান্তিমোষং
ভূষৈরনেকবিধ ভূষিতমম্ব তুভ্যাম্ ।
ধ্যায়েম মানস বিশুদ্ধ কৃতে কপালো
যোগীন্দ্রভাবিত পদে শমদে শরণ্যো ॥

মুখমণ্ডল

বক্ত্রে দ্যুমিন্দুচয় খণ্ডিত মণ্ডিতাংশুং
খণ্ডাংশপণ্ডিতমনঃ পরিদণ্ডেতাশম্ ।
সন্ন্যাসসাজমুদিতদ্যুতিদং বরেণ্যং
রামাক্ষিতারক চ কোরমহং ভজে তে ॥

মুখ

তাম্বুল রাগপরিরঞ্জিত দন্তপঙ্‌ক্তি
প্রত্যাতিতাধর মধ্যঃ কৃত বিম্বরাগম্ ।
ঈষৎস্মিত দ্যুতি কটাক্ষ বিকশিতাশং
বক্ত্রং পরেশ নয়নাস্পদ্মা ভজে তে ॥

নাসিকা

নাসাগ্রমৌক্তিকফলং ফলদং পরেশে
ধ্যায়ন্তি যে চ নিজ জাড্য বিনাশহেতো ।
ত্রৈলোক্য নির্ম্মলপদং সুখদং ত্বদীয়ং
স্বেচ্ছাভিকাঙ্ক্ষিণ ইদং বহুশো রসজ্ঞাঃ ॥

নেত্র

জ্ঞান নিরঞ্জনমিদং বিবদন্তি যে তে
মুহ্যন্তি সূরিনিবহাস্তরুণী কটাক্ষৈঃ।
নালোকয়ন্তি নিতরং তব দেবি তাবৎ
দীর্ঘায়ুষাক্ষি যুগ মঞ্জন রঞ্জিতং তে ॥

ভ্রূ

ভ্রূ বল্লরী বিলসিতং জগদাহুরীশ
ব্যাসোদয়ো মুনিবরাস্তত এব নিত্যম্।
নাশায় তস্য তরুণী তিলকে ত্বদীয়া
পাশীকৃতা হরিমন মৃগবন্ধনায় ॥

ভাল

ভালং বিশালমতি সৌভগভজনং তে
সিন্দুর বিন্দু রুচির দ্যুতি দীপ্তিমন্তম্।
পিণ্ডীকৃত কিমুত রাগ ইতীব তস্মিন্
প্রত্যুতত্তে জননি জাগত জন্মভাজাম্ ॥

কর্ণ

আদর্শ বর্ত্তুল কপোল বিলোল লোলং
কর্ণাবতংস যুগলং জনজাড্যনাশম্।
সূর্য্যাদিকান্তি হবমাশ্রয় মোজসাং তে
তীব্রং ধিয়া ধরণীজে স্বধীয়ন্তি ধারাঃ ॥

কর্ণপাশ

সীমন্তমম্ব তব সুন্দরতাতি সীমং
মুক্তা বিভূষিত গলং সমভাগ ভাজম।
নিঃসীমতা পদকৃতে যতয়ো পতন্তি
জানীমহে মহিত বন্দিত সীম মূর্ত্তে ॥

বেণী

কালাহিভীতা ভজতামহি ভোগভিন্নাঃ
পাপাৎ পারস্বরি সতামবতী সদা নঃ।
এবীদৃশস্তব বিশালতরান্নবেণী
দম্ভাগ্রভাগসদৃশী স্থ দৃশাং ত্রিলোক্যাঃ॥

বস্ত্র

শাড়ী স্থ সূক্ষ্ম তবতিগতানি নীলা
সৌবর্ণসূত্রকলিতা কৃপয়াবৃতাং তে।
ভর্ত্তুঃ স্বরূপমনুভাবষুতাং জনানাং
প্রীত্যৈ করোষি পরদেবি যদাপি ধ্যানম্॥

স্বরূপ বর্ণন

পারে গিরাং গুণনিধে শ্রুতয়ো বদন্তি
রূপং ত্বদীয়ং পরং মনসোহপ্যগম্যম্।
সাক্ষাৎ কথং সরসিজাক্ষি ভবেদ্যতে তে
বুদ্ধৌ কৃপানন্ন বৃশোদরি মাদৃশাং তৎ॥

কিং চিত্রমত্র জননি প্রভয়া প্রকাশ্যং
বিশ্বং বদন্তি মুনয়স্তব দেবি দেবাঃ।
জাতাশ্রয়স্ত্রিভুবনৈ গুণতোঽভিবন্ধ
স্ত্রাণাদিকর্ম্ম বিভব পরমস্য যস্যাঃ॥

বেদান্তবাস্ব বিবদন্তি নিজ স্বরূপং
নিত্যানুভূতি ভবভাবপরাঃ পরেশৈঃ।
নির্নৈতুমদ্য যতয়স্তপসা যতং তে
বোধায় পাদ সরসীরুহ যুগ্ম ভৃঙ্গাঃ॥

জাতং ত্বদেব নিতরাং জগতাং নিধানং
মন্যামহে তদিদম্ব কৃতং শ্রুতীনাম্ ।
সর্ব্বং যতঃ খলু বিচেষ্টিতমাশু শক্তে
কার্য্যং হি কারণ গুণানবলম্ব বিদ্যাৎ ॥

জানীমহে জননি তে নয়নারবিন্দ
স্যোন্মীলনেঽজনি ক্ষয় তন্নিমীলাৎ ।
বৈষম্যশূন্যসমতাং সমুপাসতে য
তস্যাদস্য পালনম্ সংশময়স্য নূণম্ ॥

জ্ঞাতং ত্বদীয়মপরং চরিতং বিশালাৎ
ভাবং ভবেনন্থনিজে প্রকটী করোষি ।
প্রেম্নৈব তৈঃ প্রথমতঃ পরমানুভাবং
ভাবং পদাব্জমনিশং স্বজনৈ রসস্তে ॥

যেষামদঃ পরমবস্তু চ তজ্জনানাং
প্রদ্যোততে জনকজা চরণারবিন্দম ।
সর্ব্বং সমীক্ষ ইহ কর্ম্ম মনোবচোভি
ব্রহ্ম স্বরূপমতি দুর্লভতানুসেব্যম্ ॥

কিং দুর্লভং চরণপঙ্কোজ সেবয়া তে
পূর্ণা রমন্তি রমনীয়তয়া ত্রিলোক্যম্ ।
বস্তু প্রকাশবিশদং হৃদয়ে ত্বদীয়ং
তেষামহো কিমুত সাধন কোটি যত্নৈঃ ॥

ধন্যাস্ত এব তব দেবি পদারবিন্দং
স্যন্দায়মান মকরন্দমহর্নিশং যে।
ভৃঙ্গায়মান মনসো নিতবাং ভজন্তে
ভাবাবোধ নিপুণাঃ পরদেবতা যাঃ ॥

পদাব্জরাগ পরিরঞ্জিত চিত্ত ভৃঙ্গো
যেষাম্ সমীক্ষ্য হই জাতমিদং স্বরূপম্।
তেষাম্ ন কিং প্রবদতে পরিতো বরিষ্টং
সাধ্যং ভবেদিহ পবত্র ন কিঞ্চিদন্যৎ ॥

চুম্বন্তি চিদ্ঘনমহো মকরন্দমস্যা
দেবৈমুনীন্দ্র নিচয়ৈরতি দুর্লভং তে।
পদাব্জয়ো বতি বিকাশ বিশাল বোধ
স্যাদেব দেবি তা কান্ত নিজ স্বরূপ ॥

যাবন্ন তে সরসিজ দ্যুতিহারি পাদে
ন স্যাদ্রতি স্তরুণবাঙ্কুব খণ্ডিতাংশো।
তাবৎ কথং তরুণি মৌলিমনে জ্ঞানাং
জ্ঞানং দৃঢ়ং ভবতি ভামিনি রাম রূপে ॥

সাক্ষাৎ তপব্রত যম নিয়মৈঃ সমীহেদ
কর্তুং কৃপামৃতমিহ প্রসভং স্বরূপম্।
নাথস্য তে শ্রুতি বচো বিষয়ং কথং স্যাদ্
মূঢ়ো বৃথোপসৃজতি দেবি সুখানুভূতিঃ ॥

যোগাধিরূঢ় মুনয়ো হরিপাদপদ্মে
ধ্যায়ন্তি যে চরণপঙ্কোজ যুগ্ম মন্তঃ।
বাঞ্ছন্তি বিঘ্ন শততোপ্য নিবার্য্যমানং
ভক্তিং ভবাব্ধি তরণায় কৃপাপয়োধে ॥

চার্ব্বঙ্গিতে চবণ চাবণ বন্দি সঙ্গ
মহ্যং বিদেহ তনয়ে পরিমেহি নান্যম্।
যাচেবব বববিদাং ববদে ভবত্যা
যেনামুনা তব পবে মম বঞ্জনা স্যাং ॥

যাচেঽহমম্ব বঘুনন্দন মূর্ত্তিভাবং
সার্দ্ধং ত্বয়াতিদৃঢমঞ্জলিনা বিশেষম্।
ত্বং দেহি বেত্ত, ববদে মুনি সঙ্ঘ মুখ্যা
মন্যন্তি বল্লভভবাং স্বপতে ভবন্তীম্ ॥

এবং স্তত্বাপবং রূপং জানক্যা জাড্য নাশনং।
উপাবরাম শান্তাত্মা যোগেশ্বরঃ সদাশিবঃ ॥
উপসংরাহ
নিবীক্ষ্য তন্মুখাম্ভোজং ভাবয়ন্ রূপমদ্ভূতর্ম্।
কাঙ্খ্যাংস্তস্যা পরাংভক্তি পাদপঙ্কোজয়ো দৃঢ়াম্ ॥

উবাচ তং ববাবোহা জানকী ভক্তবৎসলা।
এবমস্তু মহাদেব যত্ত্বয়োক্তং চ নান্যথা ॥
অন্য তে কাঙ্খিতং ব্রূহি দাস্যামি দেবদুর্ল্লভম্।
সত্যাং ময়ি কৃপোন্মুখ্যান্ কিঞ্চিন্তস্য দুর্লভম্ ॥

প্রসন্ন বদনাং দৃষ্টা সোঽপি দেব শিরোমণিঃ
যযাচু বরমাত্মীয়ং বহস্যং ভাব বোধকঃ ॥
প্রদাত্তস্মৈ বদান্যা সা যদ্ যদ্ মনসি কাঙ্খিতম্।
ববং বরেশ্বরী সাক্ষাৎ পুনরুবাচ সা হিতম্ ॥

ফলশ্রুতি
নিষ্কাম ভাব

অয়ং পবিত্রমৌলির্মে স্তবরাজঃ ত্বয়া শিব।
প্রকাশিতোঽস্মি গোপ্যমপি মদপ্রসাদাৎ সুরোত্তম॥
যঃ পঠেদিদমগ্রে মে পূজা কালে প্রযত্নতঃ।
তস্য হ্যমুত্র কিঞ্চিন্ন বস্তু স্যাদ দৃগগোচরম্ ॥

ফলশ্রুতি
সকাম ভাব

ধনং ধান্যং যশঃ পুত্রানৈশ্চর্য্যমতি মানুষম্।
প্রাপোহ্যমোদতে ভূয়ো মৎপদং তদ্‌ব্রজেৎ সহি ॥
যদ্ যদ্ লোকোত্তবং বস্তু ত্রিষু লোকেষু দৃশ্যতে।
তদ্ সর্ব্বনস্য পাঠেন প্রাপ্নুয়াভূবি মানবঃ ॥

আজ্ঞা

ইদং মে পরমৈকান্ত বহস্যং সুরসত্তম।
ন প্রকাশ্যং ত্বয়া শম্ভো শিবায় ভাবদ্বেষিনে ॥
ভক্তি যস্যাতি দেবেশে সার্ব্বশ্চর্য্যে ত্বয়া ময়ি।
গুরোসর্ব্বাত্ম ভাবেন বিদ্যতে ভক্তিরুত্তমা ॥
তস্মৈ দেয়ং ত্বয়া শম্ভো ভাবনাব্রহ্মদে গুরৌ।
সর্ব্বভূত হিতার্থায় শান্তায় সৌম্য মূর্ত্তয়ে ॥
ইত্যুক্তা ভাবনা মূর্ত্তিঃ সীতা জনকনন্দিনী।
কৃপা পাত্রায় অস্মৈ সা পুনঃ প্রদাৎ বরান্তরম্ ॥
সর্ব্ব দুঃখ প্রশমনং জানক্যাস্তু প্রসাদতঃ ॥

সাত

প্রণতপাল রঘুনন্দন স্বামীর পরমোৎকৃষ্ট দিব্য স্বরূপের সুধা তরঙ্গে মহারাজজী সুখে নিষ্ণাত হইলেন! হ্লাদিনীর বিমল বিস্তারে তাঁহার অন্তর ও বাহির প্রেমে প্রেমে পুলকায়মান হইল—কবিকুলভূষণ অনন্ত শ্রীসদ্‌গুরুর মুখপদ্ম হইতে দুর্লভ রহস্যের চিন্ময় আস্বাদনে মহারাজজী মহর্ষি অগস্ত্য সম সমগ্র ভাবরস সিন্ধু যেন এক অঞ্জলিতে পান করিলেন! এই দিব্য তত্ত্ব পবিক্রমার মঙ্গল কৃপায় মহারাজজীর হৃদয়ে আর একটি দিব্য জিজ্ঞাসা সহসা জাগ্রত হইল—মহারাজজী প্রেম গদ্‌ গদ্‌ গিরায় শ্রীগুরু পাদপদ্মে আপন আর্তি রাখিয়া বলিলেন—হে মহামংগলময় দীনবন্ধু পতিতপাবন স্বামী! এক্ষণে আমার আর একটি জিজ্ঞাসা কৃপাপূর্ব্বক অবধান করতঃ তাহার বিষয় আমায় যথাযথ উপদেশ প্রদান করুন!

হে প্রভু! বেদ পুরাণ তথা সমগ্র সদ্‌গ্রন্থ অনন্য সন্তের বিমল গুণগ্রামে নিত্য মুখরিত। শ্রীভগবান স্বয়ং সন্তগণের যশোরাশি কীর্ত্তিত করিয়া থাকেন—এমত দিব্য সন্তবৃন্দের লক্ষণ সকল আমার নিকট কৃপাপূর্ব্বক অনুগীত করুন—এই দিব্য সংবাদ শ্রবণ বাসনায় আমার কর্ণযুগল পরম অধীর হইয়াছে।

অনন্য সেবকের দিব্য প্রশ্নে আপ্তকাম মহর্ষিবর পরম তৃপ্ত হইলেন—ভক্তের বিশুদ্ধ মতির চিন্ময় পরিচয়ে মহাত্মা অনাবিল সুখে নিমগ্ন হইলেন—এবং তৎপরে সুঅবসর জানিয়া আপন কৃপাপাত্রকে লক্ষ্য করতঃ বলিলেন—হে প্রিয় বৎস! তোমার লোকপাবনী দিব্য প্রশ্নে অখণ্ড জগৎ ধন্য হইল—বাস্তবিক অনন্য ভক্তির বিমল জাগরণে নির্মৎসর সাধক চিত্ত—বিমল সন্তের—চিন্ময় ধারাগুলি বিদিত হইবার বাসনা করে—ইহাই প্রেমপথচারীগণের সিদ্ধ তপস্যার মুগ্ধ পরিচয়!

এক্ষণে তোমার সুতৃপ্তি সাধন হেতু—প্রসঙ্গতঃ ভক্তিভারতী ভরতলাল ও আনন্দকন্দ শ্রীরামের চিন্ময় সংবাদটি অনুগীত করিতেছি! তোমারই মত একদা ভাগবত শিরোমণি ভরত শ্রীযুগল উপাসক সন্তের দিব্য চরিত্র শ্রবণ বাসনায় পরাৎপর প্রভু শ্রীরামপদারবিন্দে বারংবার ঠিক অনুরূপ প্রশ্নই নিবেদন করিয়াছিলেন। আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম এতৎ সম্পর্কে মহামতি ভতরকে যাহা উপদেশ করিলেন—তুলসীর দিব্য গ্রাম্য গিরায় তাহা তোমার নিকট কীৰ্ত্তিত করিতেছি—তুমি মন দিয়া শ্রবণ কর—অনন্ত সন্তের দিব্য চরিত্র প্রসঙ্গে তুলসী কণ্ঠে স্বয়ং আনন্দকন্দ ভগবান বলিলেন—

বিষয় অলম্পাট শীল গুণাকর।
পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর॥
সম অভূত রিপু বিমদ বিরাগী।
লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী॥
কোমল চিত দীনন্থ পর দায়া।
মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়া॥
সবহি মান প্রদ আপু অমানী।
ভরত প্রাণ সম মম তে প্রাণী॥
বিগত কাম মম নাম পরায়ণ।
শান্তি বিরতি বিনতী মুদিতায়ন॥
শীতলতা সরলতা মৈত্রী।
দ্বিজপদ প্রীতি ধৰ্ম্ম জনয়িত্রী॥
এ সব লক্ষণ বসহি জাসু উর।
জানহু তে সন্ত সন্তত ফুর॥

শম দম নিয়ম নীতি নহি ডোলহি।
পুরুষ বচন কবহুঁ নহি বোলহি॥
নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদকঞ্জা।
তে সজ্জন মম প্রাণ প্রিয় গুণমন্দির সুখপুঞ্জা।

অর্থাৎ—বিষয় নির্লেপ চরিত গুণাগার।
পর দুখ দুখী সুখী পর সুখে পর॥
উদাসী বিগত মদ কামহীন সম।
লোভ দ্বন্দ্ব ভয় বিমুক্ত অনুপম॥
কোমল সরস চিত দীনে দয়াবান।
মন বচ কর্ম্মে মম ভক্ত অমান॥
জীবে জীবে দেয় মান স্বয়ং অমানী।
এরূপ ভকতে মুঁই প্রাণ সম জানি॥
নিষ্কাম সেবায় মম নাম পরায়ণ।
শান্তি বিরতি বিনয় সদা মুদিতায়ন॥
শীতলতা সরলতা নৈষ্কপট মৈত্রী।
দ্বিজ পদ সদা প্রীতি ধর্ম্ম বিধাত্রী॥
যাহার হৃদয় মাঝে এসব লক্ষণ।
সেই সন্ত সেই সাধু সদা অনুক্ষণ॥
শম দম নিয়ম-নীতি পথে ধাব।
কাহারে বলে না কভু রুষ্ট বচন গভীর॥
সরল শিশুর ভাব বিমুক্ত উদার।
করুণার প্রেমপাত্র উজ্জ্বল সাকার॥

নিন্দা-স্তুতিবাদে সদা সম জ্ঞান।
জ্ঞানীর প্রধান সে যে বিজ্ঞানী অমান॥
অনুরাগ মম পদে সদা চিন্ময় সরল।
কী কব তাহার কথা সাধু অবিরল॥
এমত সজ্জন সন্ত সদা গুণবান।
জানিও সতত মোর প্রাণ হতে প্রাণ॥

মহাভাগবত শ্রীসদ্গুরু প্রসঙ্গে মহারাজজীর হৃদয় চিন্ময় প্রেমে ডগমগ হইল—শ্রীগুরু পাদপদ্মে কাতর কৈঙ্কর্য্যের বিমল প্রকাশে তাহার মুখমণ্ডল সরসিত হইল—দীনদয়াল প্রভুর অযাচিত বাৎসল্য ধারায় তাঁহার অঙ্গে ঝরিল বিমল তৃপ্তির পুলক প্রবাহ। মহারাজজী অচিরেই অন্তরে অন্তরে শ্রীগুরুর চিন্ময় বিগ্রহের দিব্য ধ্যান দশায় নিমজ্জিত হইলেন - এবং শ্রীসদগুরু কৃপালের কৃপা মূর্ত্তির বিমল প্রসাদে মহারাজজী শ্রীগুরু ভক্তির নবনীত রূপে সমুজ্জ্বল হইলেন!

এই দিব্য দেহ জ্ঞানহীন দশায় মহারাজজী চিন্ময় দর্শনে দেখিলেন—শ্রীগুরু মূর্ত্তি ও শ্রীকিশোরীজীর কনক বিগ্রহের দিব্য একরস মিলন! ভক্তি চিন্তামণি ও শ্রীগুরু মূর্ত্তির এবংবিধ একরস মাধুর্য্য আস্বাদন করতঃ দিব্য ভাবাবেশে মহারাজজীর কণ্ঠে ঝরিল শ্রীসদগুরুর বিমল আরতি! বাস্তবিক অনন্য ভক্তের এই দিব্য আরতি—চিন্ময় শব্দশাস্ত্র ও ভাবরাজ্যের পরম মিলনে—অশেষ আনন্দরসে নিত্য মঞ্জুল। ভাব গদ্ গদ্ গিরায় শ্রীগুরুর মংগল বিগ্রহের আরতি করিতে করিতে মহারাজজী গাহিয়া উঠিলেন

আরতি শ্রীসদ্গুরু কী করিয়ে।
ধ্যান নম শিখ লৌ উর ধরিয়ে॥
চরণ দোউ হরণ পাপরাশি।
নমত জেহি ছুটত চৌরাশি
পীত পট আচলা জোহৈ
উরনি বহু মাল জাল সোহৈ॥
কর কমলনি মালা প্রভু ফেবত মন্ত্ররাজ ধরি ধ্যান।
শ্যামল গোর কিশোর যুগল ছবি করত মধুপ মন পান
ভাল ছবি তিলক দৃগনি ভরিয়ে।
আরতি সদ্গুরু কী করিয়ে॥

শীস পব টোপ কোপহারী।
লখত মোহত জগ নর নারী॥
বৃক্ষতর বাস খাস বিশ্রাম।
বমহি নিত মহল টহল বসুযাম॥
মন্দ মন্দ মস্কাত জননি লখি দয়া দৃগনি কে কোর।
সিয়ারঘুনাথ শরণপ্রদ ভয় হর অস শ্রীসদ্গুরু মোর॥
জাউ বলি জন্ম মরণ হরিয়ে।
আরতি শ্রীসদ্গুরু কী কারয়ে॥

অর্থাৎ— মন মোর।

শ্রীসদ্গুরু দয়ালু দেবের আরতি দিব্য কর।
আনন্দ ডগমগ চিত্ত মাঝারে নখশিখ মাধুরী হের॥

চরণ কমল দয়া কী আর কহিব।
স্মরণমাত্রে হরে পাপ অতীব॥
পরশ প্রণামে যার চুরাশী ঝর ঝর।
আবর্তি দিব্য কর॥

পীত অঞ্চল জটিত কটি হের।
তুলসী মাল বক্ষ উর শোভা কর॥
কর কমলে মধুর মধুর ঘুরে মাল
চিত্ত মন্ত্ররাজে লয় ভেল॥
শ্যামল গোর যুগল কিশোর রূপ
মন মধুপ পান কর ভল॥
ললাট মধুর অতি শ্রীতিলক অঙ্কিত
যাহার অমিয় দ্যুতি সতত দর দর।
মন মোর আবর্তি কর॥

শিরে মুকুট সংতাপ হারি।
হেরিলে মোহিত হয় জগ নরনারী॥
তরুতলে নিত্য বিরাম।
দিব্য মহলে বিহার অভিরাম॥
বালক ভক্ত নিজ হেরি।
মৃদু মন্দ হাসি ঝরে যুগল অধরে
নয়ন তটে টলটলে করুণা মাধুরী

এমত অহেতু কৃপা কর।
সিয়ারঘুনাথ শরণপ্রদ ভয়হর,
হে দিব্য শ্রীগুরু মোর॥

বার বার বলি যাই
জন্ম মরণ পালা।
কৃপা করি হর হর
আরতি দিব্য কর॥

চিন্ময় ভজন নিকুঞ্জের মুগ্ধ মায়ায় মহারাজজী এই বিমল আরতির অঙ্গে অঙ্গে আপন সমগ্র সত্তা লয়লীন করিলেন—অনন্য ভাবমঞ্জুল কুসুম-রাশি সম তাঁহার চিত্ত-মন-কায় শ্রীগুরু পাদপদ্মে ঝরিয়া পড়িল।

ইতি শ্রীসদ্গুরু চরিত মানসে বিমল অর্চনা-ভাব সম্পাদনে
তৃতীয়ং নিবেদনং সমাপ্তম্।

চতুর্থ নিবেদন

সেবা

মঙ্গলাচরণ ঃ-

শ্রীগুরু চরণাম্বুজ নির্ভবভক্তঃ সংসারাদচিরাদ্ ভবমুক্তঃ
সেন্দ্রিয়নানস নিয়মাদেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্ ॥

বন্দে বিদেহতনয়া পদপুণ্ডরীকং
কৈশোর সৌরভ সমাহৃত যোগিচিত্তং ।
হন্তুং ত্রিতাপমনিশং মুনিহংস সেব্যম্
সন্মানশালী পরিপীত পবাগপুঞ্জম ॥
দূর্ব্বাদলদ্যুতিং তরুণাব্জনেত্রং
হেমাম্বরবরভূষিতং ভষিতাঙ্গং ।
কন্দর্প কোটি কমনীয় কিশোরমূর্ত্তিং
পূর্ত্তিং মনোবথ ভব ভজ জানকীশম্ ॥

অগ জগ মাঝ ভক্ত জে মেবে ।
নহি সাজুয্য মুক্তি দিশি হেবে ॥
মম পদ পরিচরজা দিন বাতী ।
মম হিত করহি ক্রিয়া শ্রুতিখ্যাতী ॥
উজ্জ্বল রস কীরতি মম রুরী ।
গান পরসপর কর গুণ ভূরী ॥

এক

অচিন্ত্য মহৎ করুণায় মহারাজজী বিমল সম্বন্ধের মুগ্ধ কৌতুকানন্দে দিব্য সুখে নিমজ্জিত হইলেন। এই চিন্ময় সম্বন্ধ সূত্রটি ভক্তি-ভাগীরথীর অজস্র ভাবধারায় সততই উদ্বেল—ইহা বস্তুতঃ ভাবের সহিত ভাবের সম্বন্ধ—মহাভাবের মুগ্ধ বিস্তারে ইহা সততই কাতর—দিব্য উৎকণ্ঠায় ইহা নিত্য স্নেহস্নিগ্ধ—অশেষ বৈচিত্র্যে ইহা দিব্য আনন্দের মুগ্ধ আলেখ্য! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডস্বামিনী শ্রীজনক রাজকিশোরী ও তাঁহার নিত্য দ্বৈত শ্রীরামের সাথে অবিরল প্রেম বৈভবের—এই চিন্ময় অভিব্যক্তিটি—সর্ব্ব ভাব ও ভাষার পর-পরা প্রকৃতির চিন্ময় ঔদার্য্যে ইহা নিত্য অলৌকিক। বস্তুতঃ প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতির এই চিন্ময় দ্বৈত লীলায়—ভক্তি চিন্তামণির দিব্য কনক বিগ্রহ আপ্তকাম সন্ত শিরোমণি অনন্ত শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজী একাধারে দিব্য লোকচরিত্রে বিমল ভাব-ভজন বিস্তারে শ্রীকিশোরীজীর ললিত লীলার আনুগমন করিবেন তথা নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে প্রেমমঞ্জরী নামধেয় মুগ্ধা কিশোরী রূপে শ্রীযুগল মহারাস লীলায়—নিত্য কৈঙ্কর্য্যে নিমজ্জিত হইবেন! ইহাই বস্তুতঃ চিন্ময় জীব সত্তার আপন ইষ্ট সাথে মধুর সম্বন্ধের রুচির পরিচয়।

বাস্তবিক অনন্য মঞ্জুলীলায় শ্রীযুগল সীতারামের সহিত তাঁহার নিত্য কৈঙ্কর্য্যনিপুণ বিমল জীবসত্তার যে মুগ্ধ পরিচয় তাহা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতঃ শাশ্বত জীবের প্রতীক রূপে মহাকবি গাহিলেন—

> মিথিলাপুরী সুনায়িকা অবধপুরী সসুরার।
> শ্রীদশরথনন্দন সসুররর রঘুনন্দন উর হার॥
> জো ধারি সো নহি ত্যাজি, ত্যজি দেহ অরু গেহ।
> তুলসী সীতারাম সো তিনকো নিবহো নেহ॥

মাতু স্থনৈনা জানিয়ে পিতা জনক মহারাজ।
বহিন জানকী ভ্রাত শ্রীলক্ষ্মীনিধি সহসাজ॥

অর্থাৎ—আমরা সবাই মিথিলাপুরীর দিব্য ললনা গো।
শ্রীধাম অবধ শ্বশুর বাড়ী সরযূ তটে গো॥
দশরথ রাজ দিব্য শ্বশুর নিত্য ঠাকুর গো।
নিত্য কিশোর শ্রীরামচন্দ্র প্রাণের প্রিতম গো॥

মোদের—জনক গেহিনী স্থনৈনা মাতা, মিথিলেশ পিতা গো।
জনক কিশোরী জানকী ভগ্নী, লক্ষ্মণ ভ্রাতা গো॥
শাশ্বত জীবের পরিচয় এই যে প্রাণে ধরিল গো।
নিত্য সুখেব কনক করুণা কভু না ত্যজিল গো॥
ত্যজিল গৃহ বার সংসাব কূপ ঈষণা তিন গো।
মদ অভিমান প্রতিষ্ঠা বাম কৈতব যত গে॥
সীতারাম রসে নিত্য মজিয়া ভজিল যুগল গো।
তুলসী এমন ভক্তের ভাব শ্রীরাম সাধিল গো॥

এমত মধুর রসাশ্রিত দিব্য ভাব মণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণব প্রাণাবামের অন্তর ও বাহির অর্থাৎ তাঁহাব প্রকট ও গোপ্য লীলার অবিরল ধারাগুলি একই অনবদ্য কৈঙ্কর্য্যনিপুণ ভাবদশায় নিত্য স্ফরিত। বিমল ভাবভক্তির দিব্য মানস হ্রদই হইল—এই অখণ্ড সেবাব চিন্ময় উৎস! এই দিব্য চরিত মাধুর্য্যের ললিত লহরীগুলি আপন চল চল গতিতে—অনন্য ভক্তের প্রতি অঙ্গে—প্রতি ইন্দ্রিয়গ্রামে—প্রতি শোণিত ধারায় অজস্র সুখে নিত্য প্রবাহিত! শ্রীবৈষ্ণবের এই অনায়াসমতি বিমল সেবা সৌরভে বৈদিক জ্ঞান-যোগ ও কর্ম্ম প্রমুখ দিব্য সাধনগুলি আপনি

আসিয়া মহাভাগবতের নিত্য কৈঙ্কর্য্যে সদা সুখাসীন! ইহাই মহাভাগবতে অনন্য মাধুর্য্য—ইহাই তাঁহার অনন্য ঐশ্বর্য্য—ইহাই তাঁহার অনন্য প্রকাশ!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে নিরন্তর সেবামুগ্ধ শ্রীবৈষ্ণবের—অখণ্ড চিত্তবৃত্তির সমগ্র ধারাটি একরস ধ্যানে—একরস জ্ঞানে—একরস ভজন প্রচেষ্টায় নিত্য সমুজ্জ্বল। মহৎ কৃপা-মাধুর্য্যে এই সকল অনায়াস-মতি ভাবগুলি—সর্ব্ব মায়া গুণাতীত—বস্তুতঃ এই সকল ভজন-ভাবনা মুখর চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক গতিটি অখণ্ড মাধুর্য্যময় ভাব-বিলাসের মুগ্ধ কনকাসনে নিত্য সুখাসীন—শ্রীযুগল রসরাজই হইলেন—এই অনন্য ভাবনার একমাত্র কেন্দ্র—ইহাই মহারাসের চিন্ময় মঞ্চ—ভাব-ভালবাসা-সেবা-প্রণয় ব্যতিরেকে সেই দিব্য নিকুঞ্জে আর কিছুই নাই—চিন্ময় সুখানুভূতিই হইল ইহার চরম গতি—পরানন্দই হইল ইহার নিত্য সম্ভোগ—কান্ত সেবাই হইল ইহার একমাত্র ধর্ম্ম—শ্রীযুগল রসমাধুর্য্যের দিব্য গুণানুবাদই হইল ইহার বিমল সংরাধন। একান্ত কামশূন্যতা—একান্ত অনীহতা—একান্ত নিশ্চিন্ততাই হইল—মহাভাগবতের সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রামের দিব্য স্বভাব! তাঁহার ইন্দ্রিয় নিচয় বাহ্যতঃ নিজ নিজ ক্রিয়ায় প্রধাবিত হইলেও—বস্তুতঃ অনায়াসমতি ভক্তি মহামণির চিন্ময় আশ্রয়ে সুখাসীন হইয়া—তাহারা কান্ত সেবায় নিত্য প্রমুদিত—তৎসুখে সুখিত্বম্ রূপ দিব্য চরিত্রই হইল—মহাভাগবতের সমগ্র লীলার মধুর প্রকাশ! বস্তুতঃ চিন্ময় সেবা-মাধুর্য্য রূপ মহার্ণবের গহন তলে শ্রীবৈষ্ণবের পরা প্রকৃতি নিত্য নিমজ্জিত—জীব ধর্ম্মের সামান্য অঙ্কুশও তাহাতে নাই—কায়-মন-বাক্যের চরিতার্থ সেবায়—তাঁহার অনন্ত সুখের মুগ্ধ লীলা লহরীগুলি আপন রুচির তালে আপনি নন্দিত!

যথার্থ বলিতে কী নিত্য-ধামে—শ্রীযুগল রসরাজ শ্রীরাম ও সীতার প্রমুদিত লীলাঙ্গনে মহাভাগবতের প্রতি ক্ষণের দিব্য বিহার! অনন্য

অসীমতায় এই রুচির বিস্তার সর্ব্ব গুণাতীত—ইহার সামান্য কণে অনন্ত কোটি জীবনের নিত্য নিধান—বস্তুতঃ ইহা এমত মধুর যে ইহা কোনরূপ লৌকিক পদবাচ্যে প্রকাশিত হইবার নহে—জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ রূপ সাধন সমুদ্রের দিব্য পরপারে—এই অহেতুকী কৃপাময়ী ভাবরাজ্যের সুধা সমুদ্র! তৎ সম্পর্কেই ইহা নিত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—তৎ সম্পর্কেই ইহা পরম সত্য শিব ও সুন্দরের মোহন আলয়। বাস্তবিক নিত্য জীবের এই বিমল সম্বন্ধ-সীমার সম বা অধিক আর কিছুই নাই! আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরম আপ্তকাম শ্রীবৈষ্ণবের—আপন ইষ্টের সাথে প্রাণের নিত্য সম্বন্ধ—ইহাতেই তাঁহার অশেষ প্রীতির নিত্য মহোৎসব- ইহারই মোহন নিকুঞ্জে তাঁহার পরম প্রমোদের চরিতার্থ বিলাস! মহাশক্তির বিচিত্র বৈভবে ভক্তের এই মনবাণী পার নিত্য সম্বন্ধ-সুখ নিরবধি তদাকারিত তদ্‌ভাব ভাবিত—তদ্‌রূপ সমাশ্রিত! বাস্তবিক এমত বৈকুণ্ঠ প্রিয়ের চিন্ময় স্বরূপ মাধুর্য্যের যথামতি আস্বাদন ও বিস্তার হেতুই অখণ্ড ভগবদ্ধাম নিত্য নব নব লীলায় নিজ জন মন পরিপূরিত করিয়া থাকেন—তথা চিন্ময় ভক্তি মহামণির প্রেম সঘন ঈক্ষণে ভক্ত হৃদয়ে সান্দ্রানন্দ বিস্তার করেন।

শ্রীবৈষ্ণবের নিজ দ্বৈতের সাথে এই অপর মাধুর্য্যময় সম্বন্ধটি—অলৌকিক রূপরাশি পূর্ণ ভক্তিমানস হ্রদে আপন সহজ ও স্বাভাবিক ধারায় আপনি যে নিত্য প্রধাবিত হইতেছে—শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাহা পরম স্বতন্ত্র কান্তা শিরোমণি ভক্তিমানস হ্রদ হইতে ললিত ধারায় নিত্য বহির্গত হইয়া—আপন দিব্য দশায় অনন্য সেবা-সুখ ভুঞ্জন করতঃ ভক্তি মানস হ্রদেই পুনঃ মিলিত হইতেছে। বলা বাহুল্য অনন্য ভক্তের এই বিমল ধারাটি—শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় একান্ত আয়াসশূন্য—একান্ত বিরামবিহীন!

প্রসঙ্গক্রমে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে অনন্য সেবামধুর শ্রীবৈষ্ণবের

চিন্ময় চিত্ত মার্গের—বিমল রহস্যজালে বৈদান্তিকের নির্গুণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদন রূপ সিদ্ধান্তগুলি দিব্য সগুণ সাকার উপাস্য তত্ত্বে আপনি রূপায়িত হয়—ইহার জন্য ভক্তের আর কোন পৃথক সাধন আশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক পরম তত্ত্ব নিরূপণে দিব্য দর্শীগণ যাহার অনর্ব্বচনীয় নিত্য ধর্ম্ম উদ্গীত করতঃ প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

অর্থাৎ—অস্ত্র না করিতে পারে আত্মায় ছেদন।
পোড়াইতে না পারে তারে হুতাশন॥
আর্দ্র না করিতে পারে তাহে কখন সলিল।
শুখাইতে না পারে তারে অথবা অনিল॥
ছিন্ন, দগ্ধ কিম্বা তাহা শুষ্ক হবার নয়।
সলিলে কখন তাহা সিক্ত নাহি হয়॥

তাহাই, বাস্তবিক, নিত্য জীবের স্বরূপ মাধুর্য্য—ইহাই ভক্তি চিন্তামণির দিব্য প্রকাশানন্দে নিত্য নব নব প্রেমরসে লীলায়িত হইয়া কান্ত সেবা-পরায়ণতায় চির মণ্ডিত। ইহাই ভক্তি মহামণির নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইয়া অনন্য ভাবময়ী মুগ্ধা ললনার দিব্য রসচরিত্রে প্রাণপ্রিতমের দিব্য সুখাস্বাদন বিবর্দ্ধন করিবার চিন্ময় লীলা! বস্তুতঃ বিমল জ্ঞানাঞ্জনসিক্ত নয়নে অবিরল প্রেমের মধুর লগন লাগিলে—পরতত্ত্ব নিত্য স্বরূপ-মাধুর্য্যে—শ্রীযুগল রসামৃত ধারায় আপনি লীলায়িত হন—অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর তৎ তৎক্ষণাৎ ভক্তের সঃ এ রূপায়িত হয়!

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে শ্রীবৈষ্ণবের অনন্য প্রেম মধুর সেবাধর্ম্মে আত্মারাম যোগীয় নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রমুখ প্রণিধান নবীন রূপে লীলায়িত হইয়া তৎসুখেই নিমজ্জিত হয় অর্থাৎ যোগীগণের প্রণিধান— প্রেমধর্ম্মে নিত্য সেবায় চির ওতপ্রোত।

এস্থলে ভক্তের সেবা মধুর চরিত বিস্তার প্রসঙ্গে উপরি উক্ত তাৎপর্য্যটি কিঞ্চিৎ বিস্তার করিলে বলিতে হয় – যোগীগণের ধ্যান-সমাধি প্রণিধান বুদ্ধির অতীত—আত্মারাম যোগী মনের অন্নময়-মনময় তথা বিজ্ঞানময় ভূমি অতিক্রম করতঃ প্রতিবোধে আরোহন করেন। এই প্রতিবোধ অর্থাৎ বুদ্ধের বোধি সত্তায় আরূঢ় হইলে যে পরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় তাহাই ইঙ্গিত করতঃ উপনিষদ রহস্যময় গিরায় প্রসঙ্গত উদ্গীত করিলেন—

প্রতিবোধবিদিতম্

অর্থাৎ প্রতিবোধের পারাপারে অপরোক্ষ দর্শন হয়। মহামতি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে এই প্রতিবোধের নাম হইল সংরাধন—তাঁহার দিব্য ভাষায় প্রতিবোধের সম্যক রূপটি দর্শন করিলে প্রসঙ্গতঃ বলিতে হয় –

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।
অপি চৈনম্ আত্মানং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ॥

অর্থাৎ সংরাধনে প্রত্যক্ষ অনুভব হয় –এই সংরাধনেই যোগীগণ পরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন।

এক্ষণে লক্ষ্যনীয় যে যোগীগণের এই সংরাধন—অনন্য ভজন ভাবনার অন্য নাম ব্যতিরেকে যে কিছুই নহে—তাহাই ইঙ্গিত করতঃ ব্রহ্মসূত্রে শঙ্কর ভাষ্য বলিলেন –

সংরাধন ভক্তি ধ্যান প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।

অর্থাৎ প্রণিধান রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবময়ী নদীগুলি ভক্তি মহাহ্রদ রূপী সংরাধনে নিত্য মিলিত হইবার জন্য সতত ব্যাকুল!

যোগীর যাহা সংবাধন—ভক্তের তাহাই ভজন—সংরাধন মূলতঃ প্রণিধান লভ্য—যোগ সাধ্য! এই দিব্য ভূমিতে আরোহন করিলে যোগীর পরম তত্ত্বের অপরোক্ষ দর্শন লাভ হইয়া থাকে! বাস্তবিক সংরাধনের মূলমন্ত্র সংযোগই হইল যে যোগ তাহাই উদ্গীত করতঃ শাস্ত্র প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন—

সংযোগো যোগ ইত্যুক্ত জীবাত্ম পরমাত্মনঃ।

অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ সংযোগই হইল যোগ। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধ্যান ধারণা ও সমাধি ভেদে যোগীর যোগ অষ্ট প্রকারের—ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রামকে আত্মস্থ করণে সংসাধিত। ঐ পাঁচটি যোগীর বহিরঙ্গ যোগ এবং শেষোক্ত তিনটি যথা ধ্যান-ধারণা-সমাধি যোগীর অন্তরঙ্গ যোগের বিমল আসন!

আত্মারাম যোগী সাধন প্রক্রিয়ায় নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অরূঢ় হইয়া ধ্যেয়াকারেই রূপায়িত হন—তাঁহার চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় ভাসমান হয়—এবং এমত দশায় সহসা তাঁহার নয়নে যেরূপে নিত্য সত্যের রূপটি আপনি প্রকাশিত হয়—তাহা উপনিষদের মহামন্ত্র প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—যৎ কিঞ্চ জগত্যাম্ জগৎ। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা যাহাকে বলিলেন—বাসুদেব সর্ব্বমিতি—

—অর্থাৎ সর্ব্বেবই বাসুদেব—এই দিব্য অনুভবে বিচরণ করেন। এক্ষণে মহৎ কারুণ্যে শ্রীবৈষ্ণব নিত্য সেবা কৈঙ্কর্য্যে যোগীর অখণ্ড ভাব নিচয় সুখে অতিক্রম করতঃ আপন সেবাসুখে যে কেবলমাত্র নিমজ্জিত থাকেন তাহাই নহে—শ্রীবৈষ্ণবের অবিরল প্রেম মধুর বিলোল কটাক্ষে

সমগ্রই শ্রীজনকনন্দিনী সীতার দিব্য কৃপা বিলাস ব্যতিরেকে অন্য কিছুই প্রতীত হয় না! পূর্ব্বে অন্যত্র বলা হইয়াছে যে যোগী ও জ্ঞানীগণ বিমল জ্ঞান ও সন্ন্যাসের দিব্য চরিত্রে বিরাজ করিলেও—তৎসুখে সুখিত্বম্ রূপ দিব্য আস্বাদনের অভাবে—তাঁহাদের সাধন নিচয় অন্তরের অন্তরতম হইতে পারে না! যোগ ও জ্ঞানপন্থচারীগণ কেবল মাত্র দার্শনিক জ্ঞান ও পরিভাষার কুচকাওয়াজ করিলেন—কিন্তু এই অবিরল ধারা আশ্রয় করিয়াও তাঁহারা প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহাদের যোগ ও জ্ঞান মার্গ অবলম্বনের মুখ্য কারণটি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে ইহার অন্তরালে যদৃচ্ছালব্ধ মহৎ করুণার একান্ত অভাব! এতৎ কারণে তাঁহারা ভক্তি মহামণির রসাল নিকুঞ্জ একান্ত অপ্রাপ্য বুঝিয়া তদপেক্ষা সহজ লভ্য চতুর্ব্বর্গ ও নির্ব্বাণ মোক্ষ পদের প্রতি ধাবিত হইলেন। অপরপক্ষে অনন্য ভক্ত নিত্য সেবা সুখে নিমজ্জিত হইয়া নিরবধি স্বামী সম্ভোগ-সুখ ও পরানন্দে মজিয়া রহিলেন—ভক্তের অনন্য শরণাগতির—ইহাই মাধুর্য্য—ইহাই তাঁহার একান্ত প্রাণের প্রাণ!

দুই

অনন্য ভক্তের বিমল সেবা সততই ভক্তিময়—নিষ্কাম ভজনই হইল ইহার দিব্য প্রাণকেন্দ্র—অবিরল আনন্দই হইল ইহার পরম সম্ভোগ—চিন্ময় ইষ্ট করুণাই হইল ইহার দিব্য বিলাস। ভক্তের এই দিব্য অনুভব মূকাস্বাদনবৎ—অর্থাৎ ভগবৎ করুণা কীরূপ তাহা বলা যায় না! অখণ্ড ভগবৎ স্বরূপের এবংবিধ মধুর আস্বাদনে শ্রীবৈষ্ণবের দিব্য প্রীতি-সরস ভজন ভাবনাটি চিন্ময় প্রেমের মহাবাক্যে নিত্য ঝলমল করে। বস্তুতঃ

মহৎ কারুণ্যে ভগবৎ রসমাধুর্য্যের চিন্ময় করুণ চরিত্রটি বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিলে—প্রপন্ন জীবের নিকট ভগবৎ ভজন ব্যতিরেকে আর অন্য কিছুই তেমন মধুর বলিয়া মনে হয় না।

এতৎ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অনন্য সেবা সমুজ্জ্বল ভগবৎ করুণার মুগ্ধ মাধুর্য্যের যে অপর একটি রসদীপ্ত ধারা—মহাভাগবৎ হৃদয়ে আপন সুখে সততই আপনি প্রধাবিত হয়—তাহা হইল অখণ্ড কারুণ্যের নিত্য নব নব মধুর বিস্তার! ভগবৎ মাধুর্য্যের—এই করুণা সরস ব্যাপকতাই হইল—দীন ভজনের মার্ম্মিক রূপ—এই অনন্য ভজন মুখর করুণার কোনরূপ ইতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের ভজনে শেষ বলিয়া কিছুই নাই—অনেক ভজন হইয়াছে—ভজনের আর প্রয়োজন নাই—এরূপ যাহার বিচার হইল—তিনি বাস্তবিক ভজনের অনন্য মাধুর্য্য হইতে চির বঞ্চিত রহিলেন—শ্রীবৈষ্ণবের ভজনে যে কখনই তৃপ্তি ঘটে না—এই পরম দিব্য তথা গোপনীয় সংবাদটি উদ্গীত করতঃ জগৎগুরু শঙ্কর মহামতি তুলসীর কণ্ঠে সমগ্র সাধকবৃন্দকে সচেতন করতঃ প্রসঙ্গতঃ পার্ব্বতীকে বলিলেন—

রাম চরিত যে সুনত অঘাহী।
রস বিশেষ জানা তিন্হ নাহী॥
জীবন মুক্ত মহামুনি জেউ।
হরিগুণ সুনহি নিরন্তর তেউ।

অর্থাৎ—উমা রাম চরিত শুনি যার প্রাণ পিপাসা।
না বাড়িল না জাগিল নব নব আশা॥
জানিও নিশ্চিত সে হৃদয় অতীব কঠিন।
রস মাধুর্য্যের সেবনে মতি বড় হীন॥
অবধান করে সুখে সত্য সার পরম উদার।
শ্রীরাম চরিত রস দিব্য অনন্য অপার॥

অন্য লোকের কথা থাকুক সুদূরে
এ রহস্য বুঝিবারে সাধকেও নারে ॥
জীবন্মুক্ত মহাজ্ঞানী মহামুনি যেই।
নিরন্তর রামগানে মজিলও সেই ॥

বাস্তবিক ইহাই অনন্য সেবা মধুর শ্রীবৈষ্ণবের ভজনানন্দময় মুগ্ধ চরিত্রের বিমল সংলাপ ! শ্রীবৈষ্ণব নিত্য সেবায় অবিরল রামরসে নিমজ্জিত থাকিয়াও—নিরবধি কান্ত ভাবনায় আপনার চিত্ত-মন চির উৎসর্গীত করিয়া থাকেন—ইহাই শ্রীবৈষ্ণবের নিত্য সুখ-সম্ভোগময় দিব্য বিরহ-কাতরতার মধুর ঐশ্বর্য্য। শ্রীবৈষ্ণব নিত্য প্রার্থনায় সদা রত—কান্তপদে নিরন্তর প্রেম নিবেদনই হইল—তাহার নিত্য প্রার্থনার মুগ্ধ প্রাণ—ইহাই তাঁহার সমগ্র সাধন ঐশ্বর্য্যের কনক কিরীট—ইহাই বিমল ভজনানন্দীর মধুর প্রকাশ !

এবংবিধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবা-মধুর দিব্য মহাপ্রাণের চিন্ময় প্রার্থনার বিমল রূপটি মহাকবি জানকীবল্লভের সবসিত কাব্যে প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

তোমাতেই কবে, মন প্রাণ যাবে, রসনা রটিবে জয় সিয়ারাম।
বুদ্ধি শুদ্ধ হবে, চরণে লুটিবে, শ্রবণ চাহিবে হইয়া নিষ্কাম ॥
দশেন্দ্রিয় মন, আত্ম সমর্পন, করিতে করিতে হবে' সচেতন।
নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপের মতন লয়তে লগন রবে অবিরাম ॥

হৃদয় ভবনে, কনক আসনে, কমলার সনে কমল রমণে।
পূজিব যতনে, সনেহ চন্দনে, সজল নয়নে করাইব স্নান ॥
কিবা পূজা দিব, কিবা উপহার, নাহিক ভকতি প্রেম উপহার।
জানি আপনার, করিও স্বীকার, আমি যে নাচার তুমি ভগবান ॥

শ্রীনিবাসে কিবা করিব শৃঙ্গার, ললিত কলার নাহি অধিকার।
অর্চ্চনা আমার, শরণ তোমার, সর্ব্ব মন্ত্রসার সীতারাম নাম ॥
সদা সেব্য তুমি, অযোগ্য সেবক, কার্পণ্য বিশ্বাসে রাখিও রক্ষক।
শিশুর শিক্ষক যেমতি জননী বৎসে যথা ধেনু সদা সাবধান ॥

করুণা অপার, হে সুখ সার সার, কী আছে আমার
বিদিত তোমার।
পড়ে রব দ্বারে, ধরিয়া শিয়রে, গুরুপদ রজ সর্ব্বসিদ্ধি ধাম ॥
আপনার মাঝে হারাবে আপনি, হারাবে জগত
তোমাতেই স্বামী।
নদী যথা হয় সমুদ্রগামিনী লইতে পাইতে পরম বিশ্রাম ॥

তোমার হইয়া তোমাতে মিলিয়া, লয়ে প্রেম দশা
জীবন ব্যাপিয়া।
মন প্রাণ দিয়া চরণ সেবিয়া অন্তে হই যেন পূর্ণ মনস্কাম ॥
আমি যে তোমার তুমি যে আমার আপনার হতে কত আপনার
পতিতের ভার কৌতুক তোমার কৃপা করুণার করুণা নিধান ॥

কোথায় বা যাই, কাহারে শুনাই, কাঙালের কথা
কে শুনে গোসাই।
দেখাও হে ঠাই, আমি চলে যাই, ঘুচায়ে বালাই লইতে সন্ধান ॥
থাকিতে সময়, ওহে দয়াময়, লইয়া অভয় দিও পরিচয়।
চায় ভিক্ষা দীনে বিশেষ সেদিনে শ্বাসে শ্বাসে যেন আসে রামনাম ॥

বাস্তবিক অনন্য ভক্তের এবংবিধ মধুর রসায়ণে - কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ও ভক্তির দিব্য প্রেম সঙ্গম ঢল ঢল ছন্দে নন্দিত হইয়া ভক্ত হৃদয়ে

আনন্দকন্দ শ্রীভগবানের মুগ্ধ পরিচযটিকে চির মধুর করিয়া তুলে। সরল সন্তের মর্ম্মে মর্ম্মে যে দিব্য ভাবের মুগ্ধ প্রতিধ্বনি মুখরিত হইযা উঠে—তাহার অনন্ত মূর্চ্ছনায ভক্তি মহামণির কনক বিগ্রহ শ্রীরামপ্রিয়া জানকী আপন বালাকে চির তরে বক্ষে ধারণ করতঃ তাহাকে অশেষ সৌভাগ্য-সুখে মণ্ডিত করেন। বলা বাহুল্য—অনন্য সেবা মধুর দিব্য সাধকের চিত্তবৃত্তির এই অনুপম ধারাটির বিমল আস্বাদন—একান্ত সাধু কৃপা সাপেক্ষ—ইহাকে জানিবার আর অন্য কোন উপায নাই।

তিন

দিব্য ভাগবতের প্রাণের ভজন—অনন্য প্রেম ধর্ম্মের সাথক পরিচয়! মহাভাগবতের মধুর ভজন সর্ব্ব দিক্ দেশ ও কালাতীত-ইহা নিত্যলোকের বিমল রাসোৎসবের দিব্য উল্লাসের মাত্ত্বিক রূপ। বস্তুতঃ ভজন শব্দটিই পরম চিন্ময - পরম পবিত্র রসস্নিগ্ধ—ইহার অন্য কোন পরিভাষা আর নাই। 'ভ' শব্দে দিব্য ভাব-ভালবাসা ও প্রীতির উৎসব নিহিত 'জ' শব্দে সরসিত সেবামধুর বৈরাগ্য ও দৈন্য নিবেদনের চরিতার্থ বিলাস পরিস্ফুট ও 'ন' শব্দে দিব্য জ্ঞানের চিন্ময ব্যাপকতা উথলিয়া পড়িতেছে এবং এই তিনটি পরম অপ্রাকৃত চিন্ময শব্দের সমন্বয় যে ভজন শব্দটি রচিত হইল—তাহা বাস্তবিক দিব্য পরম্পরায চির নিষ্ণাত। সমগ্র জ্ঞান-বৈরাগ্য ও প্রেম ধর্ম্মের সুমধুর ঐক্যতান-নিনাদে শ্রীবৈষ্ণবের অপণ্ডিত সেবাসমুজ্জ্বল ভজনই হইল অখণ্ড শৃঙ্গারের চরিতার্থ প্রকাশ। বলা বাহুল্য ইহাতে কামগন্ধের এতটুকু পরশ নাই—আত্মসুখের এতটুকু বালাই নাই—স্বার্থসিদ্ধির এতটুকু বাঞ্ছা নাই—ইষ্ট-প্রীতির বিমল উৎকণ্ঠায়—ভক্তের অনন্য ভজন চির মধুরতায় নিত্য পর্য্যবসিত—ইহার

বিন্দুমাত্র আস্বাদনে—হৃদয় নাচিয়া উঠে-কণ্ঠ স্বতোৎসারিত গাহিয়া উঠে—মধুরং মধুরং মধুরং—অখিলং মধুরং—ইহার অধিক আর কিছুই বলিবার থাকে না। বাস্তবিক অনন্য ভক্তের ভজন রসে জর্জ্জরিত হইয়া আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম নিত্যরূপে ভক্তের ভজন নিঝরে আনন্দ ক্রীড়ায় সততই মগ্ন থাকেন—এবং ভক্তের যাবতীয় বাঞ্ছা পরম সুখে পরিপূরিত করিয়া থাকেন। এমত নির্ম্মল ভক্ত হৃদয়ে—সীতাপতির নিত্য নিবাস কী মুগ্ধ সেবা পরায়ণতায় দিব্য লীলায়িত—তাহা একদা শ্রীধাম অবধ নিবাসী অনন্য কিঙ্করী সিয়া সহেলীর কণ্ঠে আপনি স্ফরিত হইল! সাধু আপন হৃদয় মন্দিরে—চিন্ময় পরিকর সহিত শ্রীযুগল সরকারের যে নিত্য সেবায় অবগাহন করিতে সতত বাঞ্ছা করেন—তাঁহার অন্তরের এই যে মুগ্ধ নিবেদন তাহারই দিব্য ভাব-ভক্তি ও ভালবাসার কনক সৌধে পদমাধুরীটি বিরচিত হইল। অনন্য কিঙ্করী—বিমল প্রেমদশায় চিন্ময় রসমাধুর্য্যের সেই নিত্য রূপ অবলোকন করিতে করিতে প্রাণের সরল ভাষায় আপনি গাহিয়া উঠিলেন—

হৃদি অবধ মাঝে যদি বাস কর হে সীতাপতি।
ভক্তি প্রিয় রঘুনাথ মোর ভক্তি হবেন সীতা সতী॥

নেত্র মোর সরযূ হবে।
সুখদ বারি বইতে রবে॥

শ্বাস সেবনে সদা চলিবে, মৃদু মন্দ মন্দ গতি।
হৃদি অবধ মাঝে যদি বাস কর হে সীতাপতি॥

মন হ'বে মোর প্রমোদ বিপিন।
ইন্দ্রিয় সব সখী নবীন॥

অনুকূলে সেবায় প্রবীণ, বুদ্ধি বিদ্যায় শুদ্ধমতি ॥
যদি বাস কর হে সীতাপতি ॥

দৃঢ় বিশ্বাস কল্পতরু।
সিংহাসন তায় শ্রদ্ধা গুরু।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু সীতা সহ নাথ বসবে তথি ॥
যদি বাস করহে সীতাপতি ॥

মোর জ্ঞান হবে কৌশল্যা মাতা।
অচল প্রেম দশরথ পিতা ॥
তিন গুণেতে তিনটি ভ্রাতা, সর্ব্বভাব স্বয়ং মারুতি।
যদি বাস করে হে সীতাপতি ॥

হৃদ কমলে হৃদয় স্বামী।
যুগল রূপে বসবে তুমি ॥
চরণ সেবা কর্বে দাসী, সিয়া সহেলীর এই মিনতি ॥

বাস্তবিক কী অনন্য সন্ন্যাস –কী দিব্য জ্ঞান—কী পরাপ্রেমের চিন্ময় উৎকণ্ঠায—অনন্য ভক্তের বুকচেরা প্রার্থনাটি মণ্ডিত। বলা বাহুল্য—এমত নির্ম্মল হৃদয়ের দিব্য প্রেমসংলাপ—আনন্দকন্দের চিন্ময় সুষমায় চির সুরভিত!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীবৈষ্ণবের সমগ্র চরিতটিই হইল—একান্ত সেবন্মুখী—একান্ত প্রেমপরায়ণ—ইহা বস্তুতঃ ইষ্ট কারুণ্যের মঙ্গলময় রূপ বিশেষ! অন্তর ও বাহিরে শ্রীবৈষ্ণব সদা একরস—এক ধর্ম্মী। তাঁহার লৌকিক চরিতটি যেরূপ দিব্য সমুজ্জ্বল—প্রেম ও শ্রদ্ধা পূর্ণ অন্তরের ব্যবহারে—ভক্ত সেইরূপ সর্ব্বত্র শুদ্ধ ও অনায়াস-মতি! অন্তর ও বাহিরের

চির পবিত্রতাই হইল বৈষ্ণবের প্রাণের প্রাণ —অন্তরের মুগ্ধ প্রকাশেই হইল তাঁহার বহিরঙ্গ লীলা। বস্তুতঃ ভক্তের নিজ ইচ্ছা বলিয়া কিছুই নাই —সীতাপতির দিব্য রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ ও শব্দের মুদিত বাহন হইয়া— অনন্য ভক্তের অবিরল জীবন যাত্রা। যথার্থ বলিতে কী - অনন্য ভক্তি সৌরভে ভক্ত সদাই প্রসন্ন —সদাই সন্তোষধীঃ! —সদাই আপ্তকাম! এমত বিচিত্র চরিত্রের দিব্য বন্দনায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার আনন্দে গাহিয়া উঠিলেন—

উত্তম হৈঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মইলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

বাস্তবিক কোনরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাণী সংলাপে অনন্য সেবা মধুর শ্রীবৈষ্ণবের দিব্য চরিত্র উদ্গীত হইবার নহে—স্বয়ং সচ্চিদানন্দকন্দ শ্রীভগবানের আপ্তকাম লীলাবতার রূপে শ্রীবৈষ্ণবের অনন্য লীলা— বলা বাহুল্য এমত চিন্ময় বৈকুণ্ঠপ্রিয়ের দিব্য কৈঙ্কর্য্যে —অখিল আনন্দের নিরবধি বিশ্রাম!

চার

পরাভক্তির কনক বিগ্রহ যাঁহার মর্ত্ত্যে আগমন—দিব্য লোকচরিত্রের সমুজ্জ্বল ধারায় তিনি এক্ষণে সরল সন্ত শিরোমণির মুদিত মার্গে নিজ সুখে অবতীর্ণ হইলেন! শ্রীগুরু পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করতঃ এই নিত্যতৃপ্ত ভক্তি বিহঙ্গমটি—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভজন রূপ দুইটি বিমল পক্ষপুটের দিব্য সঞ্চালনে—নিত্যলোকে—নিত্যলীলায় প্রধাবিত হইলেন! শ্রীধাম মিথিলায় মধুকর কুঞ্জে পরমহংস শিরোমণি অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ অনন্য দিব্য ভজনানন্দে মগ্ন ছিলেন—তাঁহার বিমল সেবায় এক্ষণে—দিব্য মুগ্ধানন্দের চিন্ময় ভাব বিগ্রহ তথা মহাত্মার পরম কৃপাপাত্র—সন্ত শিরোমণি অনন্ত শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজী মহারাজ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। দিব্য তাঁহাদের ভাবময় সংযোগ—দিব্য তাঁহাদের শ্রীগুরুপরম্পরার উজ্জ্বল ধারা—দিব্য তাঁহাদের অনন্য সেবামণ্ডিত মুদিত সন্ন্যাস!

শ্রীধাম মিথিলার স্নিগ্ধ মধুকর কুঞ্জে চিন্ময় সাকেত লীলার নিত্য রাস-বিলাস তথা মধুর হইতে অতি সুমধুর—শ্রীযুগল রসরাজের আনন্দ-সত্তার বিমল বিস্তার—জয় সিয়ারাম -জয় জয় সিয়ারাম নামরসের অবিরল ভাব-ভজন—সন্তবর্গের অন্তরে অন্তরে নিত্যলীলায় দিব্য কৈঙ্কর্য্য—এই অজস্র সুখ সরিতধারায় দুইটি আপ্তকাম মহাপ্রাণ নিরবধি আনন্দে মজিয়া রহিলেন! তাঁহাদের অঙ্গে অঙ্গে সরসিত ভক্তির দিব্য প্রস্রবণ—নয়নে প্রেমের বাদল—শ্রীতিলক কণ্ঠিমালা-মুদ্রায়—নিত্য লোকের দিব্য ভূষণ! বাস্তবিক ভক্তি চিন্তামণির বিমল ছটায়—এই শ্রীযুগল মহাত্মা দিব্য লীলায় সমগ্র মিথিলাধামে নিত্য সাকেত বিরচিত করিলেন! অনন্য মধুময় সিয়ারাম নাম রসের অনির্ব্বচনীয় ধারায় তাঁহাদের হৃদয় রূপী ভক্তি

মানসরোবর হইতে—মিথিলার দিব্য প্রেম সরিৎধারা কমলা—বিমলা ঢল ঢল গতিতে সমগ্র শ্রীধামপুরী চিন্ময় প্রেমানুরাগে রঞ্জিত করিল—তাঁহাদের দিব্য প্রসন্নতার বিমল সৌরভে লুব্ধ হইয়া অনন্য জ্ঞান বৈরাগ্য প্রমুখ মুগ্ধ ভৃঙ্গ নিচয় নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য নিরাদর করতঃ সিয়ারাম নাম রসামৃতে সুখে নিমজ্জিত হইল! শ্রীগুরু-শিষ্যের বিহ্বল সংলাপ—পরাভক্তির মুদিত অনুশীলন ও শ্রীযুগল ভজন ভাবনার বিমল বিলাস রূপী দিব্য রাসোৎসবে দুইটি আপ্তকাম স্নিগ্ধ চিত্ত—মন্দাকিনীর খরস্রোতের ন্যায় তর তর গতিতে সুখে বহিয়া চলিলেন!

বাস্তবিক সন্ত শিরোমণি শ্রীসিয়ালাল শরণজীর সার্থক বিলাসকুঞ্জ! শ্রীযুগল পদসরোজের লুব্ধ মধুপ হইয়া—শ্রীগুরু-শিষ্যের দিব্য ভজন-কীর্ত্তন! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীনাম রসায়ণই হইল সন্তের মহাপ্রাণ! ইহাই যোগীন্দ্রগণের একমাত্র অবলম্বন। কারণ শ্রীনামই হইল মায়া-মোহান্ধকাররূপী সংসারে নিত্য জাগ্রত থাকিবার একমাত্র উপায়। বস্তুতঃ এই গোপ্য সংবাদ উদ্গীত করতঃ মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

নাম জীহঁ জপি জাগহি যোগী।

অর্থাৎ—শ্রীনাম বদনে গাহি জাগ্রত সদা যোগী রে।

—শ্রীনাম মহারাজের দিব্য অমিয় বাদলে মধুকর কুঞ্জ নিত্য মধুধাম!

বাস্তবিক সার্থক নাম—এই মধুকর কুঞ্জের! লতাপাতায়—দিব্য রসাল ছায়ার সুস্নিগ্ধ অঙ্গন তলে—দুইটি ছোট ছোট পর্ণ কুটীর—সম্মুখে খোলা জায়গায় নানাবিধ ফুল ও ফলের গাছ—ভজন কুসুমে মধুকর কুঞ্জ নিত্য সুরভিত! সন্ত নিবাস শ্রীধাম মিথিলায় দিনান্তে একবার মাধুকরী—দিনের শেষে কুঞ্জে এক বিন্দুও তণ্ডুল অবশিষ্ট থাকে না—কারণ সংগ্রহ ভগবৎ প্রপন্নতার অনুকূল নহে! কিন্তু তথাপি শ্রীযুগল রসরাজের বিচিত্র কৌতুকে—মিথিলার এই দিব্য ভজনালয়টি চির প্রসিদ্ধ

হইয়া রহিল ! মধুকর কুঞ্জের অনাময় তৃপ্তি ঝরা পবিত্র ধারায় আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন তস্কর একদা একই রাত্রে পর পর দুইবার কুঞ্জে হানা দিয়া কিছুই না পাইয়া—পরদিন প্রাতে কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন এবং মহাত্মাবৃন্দের নিকটে গমন করতঃ দিব্য অনুযোগ সহকারে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের এইরূপ সর্ব্বদিকে রুচির ব্যবস্থা—কুঞ্জের ভিতর ও বাহির দিব্য পবিত্রতায় অহরহ ডগমগ করিতেছে—কিন্তু ঘরে আপনাদের দেখি যে কিছুই নাই—গত রাত্রে আপনাদের দ্রব্যাদি হরণ করিবার বাসনায় আমরা দুইবার প্রবেশ করতঃ কিছুই পাই নাই—আশ্চর্য্য ! কীরূপে আপনারা জীবন ধারণ করেন।

তস্করগণের অকপট বিচিত্র ভাষণে মহাত্মাদ্বয় আমোদিত হইলেন—এবং এই দিব্য লীলার অন্তরালে লুকায়িত থাকিয়া শ্রীকিশোরীজী তাঁহাদের সাথে যে মধুময় ক্রীড়াটি করিলেন—তাহার মুদিত স্মরণে—কুঞ্জবাসী সন্তগণ পরানন্দ প্রাপ্ত হইলেন—শ্রীকিশোরীজীর দিব্য কৌতুকের বিমল অঙ্গ হইয়া—তাঁহারা যেন কৃত কৃতার্থ হইলেন !

মধুকর কুঞ্জের মহাত্মাবৃন্দের চিন্ময় চরিত্র রেখার আর একটি উজ্জ্বল চিত্র সকলের বেশ মনে আছে ! সে দিন দ্বিপ্রহরে সহসা মধুকর কুঞ্জে কয়েকজন দূরদেশবাসী ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা কুঞ্জদাসী শ্রীজানকী সখীর নিকট গমন করতঃ বলিলেন—হে কুঞ্জদাসী ! আমরা বড় ক্ষুধার্ত্ত—আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এখনই কিছু উপায় করুন !

জানকী সখী সহসা বেশ রহস্যময় কৌতুকজালে পতিত হইলেন—কুঞ্জে একবিন্দুও আহার্য্য নাই—এদিকে মাধুকরীর সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে—জানকী সখী এক্ষণে আগত অতিথিগণের সেবা কীরূপে করিবেন ! কুঞ্জদাসী বিনীত নিবেদনে মিথিলেশ্বরীর পাদপদ্মে আপন সমগ্র মনোভাব ব্যক্ত করিলেন—এবং আপনি অচিরেই অতিথি সেবার জন্য তৎপর হইলেন !

আশ্চর্য্য ! ইহার অনতিবিলম্বে একটি সুকুমারী বালা সামান্য ছিন্ন

বস্ত্রে কিছু চিড়া লইয়া কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন—এবং কুঞ্জদাসীর নিকট আগমন করতঃ বলিলেন—এই নাও তোমার অদ্যকার মাধুকরী! আজ কেন তুমি আমাদের ঘরে যাও নাই! আমি তোমার জন্য সেই কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি!

কুঞ্জদাসী সহসা বালিকার বেশে আজ কাহারে অবলোকন করিলেন—দিব্য করুণায় তিনি বুঝিলেন যে শ্রীকিশোরীজী তাঁহার হৃদয় কথা সমগ্র অনুভব করতঃ স্বয়ং আপনি আসিয়া তাঁহার অতিথি সেবার সকল বন্দোবস্ত করিলেন। জানকী সখী অতঃপর ভাবমগ্ন দশায় সেই দিব্য রূপ দর্শন করিতে করিতে অতিথি সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

বাস্তবিক শ্রীধাম মিথিলায় এইরূপ অবিরল করুণার দিব্য ধারা সতত প্রবাহিত! শ্রীকিশোরীজী কত রূপে কত ভাবে—নিত্য নব নব লীলায় সমগ্র সন্তবৃন্দের সেবা করেন—তাহা যে কোন কৃপাপাত্র মহাত্মা বিমল চিত্তে অনুভব করিবেন! প্রসঙ্গক্রমে অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ ও তাঁহার পরম চিন্ময় কৃপাপাত্র অনন্ত শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজী মহারাজের দিব্য চরিত্র হইতে দুই একটী কথা নিম্নে যথামতি উদ্গীত হইতেছে।

একদা এই দুই মহাত্মা কমলার তটে—মধুময় সিয়ারাম নামামৃত পানে মগ্ন হইয়া আপন সুখে দিব্য দশায় বিরাজ করিতেছিলেন। সিয়ালাল শরণজী মৃদু পদচারণায় কমলার বালুময় তটে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং তাঁহার অনুগমন করতঃ তাঁহারই পশ্চাতে যাইতেছেন তাঁহার দিব্য মানসপুত্র শ্রীমহারাজজী! উন্মুক্ত কমলার তটে সেদিন আর কেহই নাই—তাঁহাদের আনন্দময় ভাব ব্যাপকতায় কমলার সুশীতল বারিরাশি কল কল ছল ছল ছন্দে আপন হৃদয়ের দিব্য বিলাস প্রকাশ করিতেছে—নদীর বেলাভূমি কনক রজতের চিন্ময় রূপে লীলায়িত—চারিদিকে দিব্য প্রচ্ছন্নতায় এক অলৌকিক শোভারাশি যেন ব্যাপক

হইয়া উঠিয়াছে! বাস্তবিক এই সকল দিব্য সুষমা ধারাগুলি অশেষ লোকনন্দিনী শ্রীকিশোরীজীর নিত্য পরিকর—ইহাই শ্রীকিশোরীজীর সম্যক লীলার দিব্য অঙ্গন! মহাত্মাবৃন্দের মুখারবিন্দ নিঃসৃত শ্রীনাম রসামৃতের অমিয়রাশি পান করিবার বাসনায়—ভাব ভক্তি সুরধুনী জনক-নন্দিনী স্বয়ং আজ কমলাতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন!

কমলার তটভূমি সহসা চন্দন চূয়ার গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল—মহাত্মাবৃন্দের হৃদয়স্থল কাহার ঈক্ষণে যেন সহসা নাচিয়া উঠিল—দেখিতে দেখিতে এই বিহ্বল ধারায় দুইজনের কিছুক্ষণ ব্যতীত হইল—তৎপরে শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ কমলার বেলাভূমিতে কয়েকটি দিব্য সরলা বালা অবলোকন করিলেন! সহসা এই সকল দিব্য বালা কমলার তটে কোথা হইতে উদিত হইল—তাহা সিয়ালাল শরণজী মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না! তিনি দেখিলেন বালিকাগুলি তটভূমিতে বালির খেলাঘর তৈয়ারী করতঃ নিজেদের মধ্যে বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন! সিয়ালাল শরণজী উক্ত বালিকাদের বিমল বিনোদ অবলোকন করিতে করিতে সেই পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন—এবং আত্মভাবে মগ্ন হইয়া কখন যে তাঁহার বিমল পদ-চারণায় বালিকাদের খেলাঘরগুলি ধূলিসাৎ হইল—তাহা তিনি কিছুই টেরও পাইলেন না!

এদিকে সরলা গ্রাম্য বালিকাগণের খেলা ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়—তাহারা কতকটা অনুযোগভরা কণ্ঠে সিয়ালাল শরণজীর নিত্য সঙ্গ-বিহারী মহারাজজীর দিব্য করুণা সরস মুখারবিন্দের প্রতি দৃকপাত করতঃ বলিলেন—বাবাজী! বড়ে মহারাজ! মেরা ঘর পাঁওসে মিটা দিয়া!

বাস্তবিক সরলা গ্রাম্য বালিকাগণের কী কাতর কৌতুক-সরস উক্তি—মেরা ঘর মিটা দিয়া! বলা বাহুল্য তাহাদের এই অনুযোগের অন্তরালে যে দিব্য সারল্যপূর্ণ প্রেম বৈভব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা অনুরাগীর হৃদয়

স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে না—সমগ্র ঘটনাটি বুঝিয়াও যেন কিছু না বুঝার ভান—ইহাই ছিল বালিকাগণের দিব্য ক্রীড়ার মধুর কৌতুক!

মহারাজজী বালিকাগণের বিহ্বল কথনে দ্রবিত হইলেন—তাঁহাদের দুঃখে তিনিও কাতর হইলেন—কিন্তু পরক্ষণে সহসা তাঁহাদের প্রতি পূর্ণাবলোকন করিতেই মহারাজজী সেই গ্রাম্য বালিকা সমাজে—চিন্ময় রূপ লাবণ্য উদ্ভাসিত এক দিব্য ললনাকে দর্শন করতঃ সান্দ্রানন্দে মগ্ন হইলেন—সেই দিব্য বালকটিকে গোল করিয়া ঘিরিয়া অন্য বালিকাগণ মধুর স্মিত হাস্যে মহারাজজীকে যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—অয়ি প্রেমমঞ্জরী! একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লহ—তোমার নয়ন সম্মুখে কে আজ আসিয়াছেন!

মহারাজজী বালিকাগণের এই দিব্য ইঙ্গিত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তিনি মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে দিব্য কৌতুক বিনোদে—শ্রীকিশোরীজী তাঁহাকে দিব্য দর্শন দানে কৃতার্থ করিবার বাসনায় নিজ নিত্য সখী সনে—তাঁহাদের লীলাঙ্গনে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মহারাজজী দিব্য প্রেম সরস নয়নে—শ্রীকিশোরীজীর চিন্ময় রূপ সুধা পান করিতে করিতে বিমল তন্ময়তায় দেহজ্ঞান লুপ্ত হইলেন—এবং কতক্ষণ যে এইভাবে তাঁহার কাটিল—তাহা তিনি কিছুই টেরও পাইলেন না!

ধ্যান যখন ভাঙ্গিল মহারাজজী দেখিলেন—কমলা তটে আর কেহই নাই! কিন্তু মহারাজজী সহসা যে দিব্য সুধা পান করিলেন, তাহার অচিন্ত্য বিহ্বলতায় মহারাজজী তখনও চিত্ত-কায়মনে সেই রসসিন্ধুতে নিমজ্জিত—এবং এই বিচিত্র ভাব দশায় কোনক্রমে আপন শ্রীগুরুপদে উপনীত হইয়া—কমলা তটের দিব্য দর্শনটি এক নিঃশ্বাসে শ্রীগুরু পাদপদ্মে অনুকথন করিতে চেষ্টিত হইলে বড় মহারাজজী বলিলেন—বাচ্ছা! আমি সকল রঙ্গই দূর হইতে অবলোকন করিয়াছি—তোমায় কিছুই বলিতে হইবে না—

আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি অন্তরের অন্তরে সেই দিব্য সুধা পানে নিরবধি মগ্ন থাকো—তোমার প্রতি শ্রীকিশোরীজীর পরম কৃপা বর্ষিত হইয়াছে!

শ্রীসদ্‌গুরু কৃপা প্রসাদে মহারাজজীর হৃদয় মুগ্ধ ভাবধারায় ডগমগ করিয়া উঠিল এবং সহসা এক ঝলকে তাঁহার চিত্তে শ্রীকিশোরীজীর সমগ্র লীলা চরিতটি অনন্য বিচিত্র ধারায় উদ্ভাসিত হইল! মহারাজজী—দিব্য তন্ময়তায় সেই চিন্ময় রূপ লাবণ্যের সুষমারাশি পান করিতে করিতে শ্রীকিশোরিজীব বিমল বন্দনায গাহিয়া উঠিলেন—

জয় জয় জানকী জগদাধার, অদ্ভূত রূপ দিখানে ওয়ালী॥
প্রগটি মিথিলা ভূমি মাঝাব, হুতাশন কোটিন তেজ অপার।
সিংহাসন পবিকব সহিত উদাব, ছত্র শিব চামব ডুলানে ওয়ালী॥

ক্ষণমে বৈভব অমিত দূরায়, বো ওন লাগি গিলায় গিলায়।
দম্পতি ঝট লিয়ে গোদ ওঠায়, সুনৈনা মোদ দিলানে ওয়ালী॥

দবশ হিত নাবদ মুনি তাঁহা আয়, জনক নৃপ দেখি উঠে হরষায়।
অম্ব হঁসি ললি হিলায় দিখলায়, পূছি গুণ নাম ধারণে ওয়ালী॥

শুনো নৃপ সীতা ইনকে নাম, ওহী হৈ আদি শক্তি ছবিধাম।
ইকবি হৈ পূবণ তব মন কাম, পবম প্রভু আনি মিলানে ওয়ালী।

বিশ্বমিত্র মুনিকে সংগ, আই প্রভু শিব ধনু করিহৈ ভঙ্গ।
কবহি খল রাজন কো মদ ভঙ্গ, সিয়া জয়মাল ডারনে ওয়ালী॥

ধনুষ ধূনি গুলি ভৃগুপতি আই হৈ, দেখি বল নিজ ধনু দেই হৈ।
মঞ্জরী প্রেম সবী কহী হৈ, বাজে অব আনন্দকে তালি॥

অর্থাৎ—জয় জয় জানকী জগৎধাত্রী কী কব তব মহিমা মধুর।
নিত্য লোকের স্বামিনী তুমি যে কনক কান্তা রূপ বধূর॥

আপন দিব্য কৌতুক ক্রীড়ায়।
মৈথিলী রূপে উদিত হ'লে হায়॥
চিন্ময় রূপ নখ শিখে তায়।
কোটীন্দু সূর্য্য লাজে মরে হায়॥
সিংহাসন ছাত্র ডামর কুলায়।
রচিল মুগ্ধ সেনার আলয়॥

পবিকর অষ্ট কুঞ্জ ললনা—শ্রীযুগল কিঙ্করী বিধূর।
দিব্য অলকাবলী চন্দ্রিকা ভাল—প্রেম পয়োধি মধুব॥

চকিতে বৈভব অমিত লুকায়, কাঁদিতে লাগিলে
করি ট্যাঁ ট্যাঁয়।
দিব্য লীলার কী কব কথা অংগ অংগ ভবা যে সুধায়॥

দেখি নব বালা দম্পতি বাজ।
ক্রোড়ে তুলে নিল হইয়া সলাজ॥

চিন্ময় রূপে আসিলে যে মাতা, সুনৈনা সুখের ধাম।
জয় জয় ধ্বনি মুদিত হইল ঘরে ঘরে অভিরাম॥

দবশন হেতু রূপ সাকার নারদ ঋষি তথা আসিল যে ধায়
জনক নৃপতি হেবি মুনিবরে পূজিল যে ধরি পায়॥

প্রসূতি আলয়ে আসিলে নারদ।
দেখিতে দিব্য নবীন শারদ॥

স্নুনয়না মাতা ব্রীড়া সরসিত।
দেখাল তনয়া করি হিলায়িত॥
বিজ্ঞানী রাজা ধরি মুনি পদ, করিল যে নিবেদন।
কন্যার নাম গুণ দোষ কিবা, কহ তব বিবেচন॥

প্রেম গদ গদ কণ্ঠে কহিল, নারদ ভকতরাজ।
কী কব তব স্নুকৃত জনক, দিব্য জনম সাজ॥
বেদ অনুগীত কন্যা তব সীতা ধন্য নাম।
আদি শক্তি শোভা সিন্ধু, এই বটে গুণগ্রাম॥

কল্যাণময়ীর কনক কৃপায়।
মনকাম তব পুরিবে যে হায়।
দ্বৈত লীলায় পরম প্রভুরে, আনিবে জনকপুরে।
নিখিল প্রেমের চিন্ময় স্নুখ, লভিবে নয়নে জুড়ে॥

শুন ইতিহাস পুরাণের কথা, মিথ্যা কভু যে নয়।
বিশ্বামিত্র মহাঋষি সনে, আসিবে শ্রীরাম ধায়॥
হর কোদণ্ড করি স্নুভঙ্গ।
অনায়াসে লীলায় রসাল রঙ্গ।
মদ অভিমানী অস্নুর বাসনা।
করি স্নু বিনাশ রাজীবনৈনা॥
সীতা কর মালা কণ্ঠে ধরিয়া, যুগল মিলন হায়।
হুলু হুলু ধ্বনি ভুবন ভরিয়া, উঠিবে উঠিবে গায়॥

হরধনু রবে হইয়া চকিত, পরশুরাম আসিবে ত্বরিত
তাহারে করিবে করুণা অমিত, জানকী স্নু পুলকিত॥

এই তো সুখদ, এইতো পুনীত সীতা চরিত সার।
মরঙ্গী প্রেম যা জানে কহিল, এবে বাজায় করতার॥

শ্রীমিথিলেশ্বরীর ঢল ঢল করুণায় মধুকর কুঞ্জে মহারাজজীর দিব্য জীবন সুষমা-সমুজ্জলে আপনি ফুটিয়া উঠিল! অখিল ভাগবৎ জীবনের সমগ্র সম্পদরাশি মহারাজজীর সেবায় নিত্য ধন্য—প্রেম-প্রীতি-রতি-বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-কার্পণ্যতা-আত্মনিবেদন প্রমুখ চিন্ময় হৃদয় বৃত্তিগুলি সরসিত ধারায় নন্দিত হইয়া উঠিল! বাস্তবিক এক অনন্য ভাগবৎ কুসুম সমগ্র মধুকর কুঞ্জকে যেন নিশিবাসর দিব্য গন্ধে অনন্য রসায়িত করিল!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অনন্য সেবাই হইল ভাগবৎ ধর্ম্মের পরম সিদ্ধান্ত—ইহাই প্রেমতত্ত্বের চিন্ময় ভূষণ! ভক্তের—স্থূল শরীরে শ্রীগুরু পাদপদ্মের [illegible] কৈঙ্কর্য্য ও চিত্ত নিরবধি –নিত্য রাসে শ্রীযুগল কিশোর-কিশোরীর সরসিত লীলা কৈঙ্কর্য্যে প্রদীপ্ত। ইহাই অনন্য ভক্তের পরম লাভ –ইহাই চিন্ময় ভক্তির বিমল বিলাস!

শ্রীগুরু সেবা-সুখে মহারাজজীর অষ্টযাম সেবা-কৈঙ্কর্য্য একরস ধারায় আপনি অতিবাহিত হয়! দিনের প্রথম যাম যেরূপ অবলীলাক্রমে দ্বিতীয় যামে পর্য্যবসিত হয়—সেইরূপ একটি সেবা অপর সেবায় আসিয়া আপনি মিলিত হয়—ইহার জন্য বাহিরের দিক-দেশ-কালের কোনরূপ পরিমাপ কিছুই প্রয়োজন হয় না—সমুদ্রগামিনী নদীর ন্যায়—সেবার ক্রম অবিরল ধারায় ভক্তি মহাহ্রদে আপনি আসিয়া মিলিত হয়।

কিছুদিন দুই সিদ্ধ মহাত্মার এইভাবে সুখে ব্যতীত হইলে—পরমহংস-বর্জ সিয়ালাল শরণজী মহারাজ তাঁহার কৃপাপাত্রের সাথে কিঞ্চিৎ মুদিত লীলা বাঞ্ছা করতঃ একদা তাঁহাকে বলিলেন—হে প্রিয় বৎস! তুমি এক্ষণে কিছুকাল একান্তে নিবাস কর! একান্তে শ্রীকিশোরীজীর দিব্য লীলা উপভোগ কর –এবং অনন্য দিব্য সন্ন্যাসের মুদিত চরিত্র উদ্ভাসিত করতঃ

ভাগবৎ রহস্যের পরম সিদ্ধান্ত-সুধা সুখে পান কর—মহৎ কারুণ্যে তুমি অচিরেই অন্তরঙ্গ ভজন-ভাবনার অনির্ব্বচনীয় পীযুষ ধারায় পূর্ণপাত্র হইয়া সমগ্র সন্তসমাজের দিব্য ভূষণ হইবে -ইহাই শ্রীকিশোরীজীর রুচির বাঞ্ছা !

মহারাজজী শ্রীগুরু পাদপদ্মের বিমল আশীর্ব্বাদে—পুনীত আনন্দে ডগমগ চিত্ত হইয়া নিজ মার্গে সুখে বিচরণ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে কমলার তটে একটি নিভৃত কুঞ্জে এক চিন্ময় কিশোরের দিব্য সাধন ভূমি বিরচিত হইল ! মহারাজজীর নিষ্কপট সরল চিত্ত -তাঁহার দিব্য অনায়াস মতি—অনাবিল ভজন-ভাবনার মুগ্ধ ধারায় তাঁহার তনুখানি সরসিত— তাঁহার সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম শ্রীনাম মঙ্গলরসে নিত্য উল্লসিত পরা-শান্তিতে চিত্ত-মন-কায়ের নিত্য শ্রীনাম ধারায় বিমল প্রবাহ—নিদ্রা-ভয়-আহার-মৈথুন কিছুই তাহাদের নাই ! মহারাজজী বিমল সন্ন্যাসের মুদিত মার্গে তর তর গতিতে প্রধাবিত হইলেন। যদ্যপি তিনি দিব্য চরিত্রে সর্ব্ব সিদ্ধির নিত্য নিধান—তথাপি পরম পুলকময় লোকচরিত্রে তিনি সাধকোত্তমের চিন্ময় মার্গে অবতরণ করিয়াছেন ! দেখিতে দেখিতে মহারাজজী অচিরেই—শম-দম-সংযম-নিয়ম-উপবাস প্রমুখ সন্ন্যাসীর নবধা ভক্তির বিমল ক্রমগুলি সুখে অতিক্রম করিলেন !

এই ভাবে একান্ত নিবাসে—শ্রীধাম মিথিলায় কমলার তটে দেখিতে দেখিতে মহারাজজীর তিন বৎসরকাল সুখে ব্যতীত হইল এবং আপ্তকাম সন্ন্যাসীর সমগ্র লক্ষণে তাঁহার রূপ-লাবণ্যময় তনুখানি অকথ ঐশ্বর্য্যে ঢল ঢল হইল ! মহারাজজী আবাল-ব্রহ্মচারী—ভক্তি মহামণির মুদিত অঙ্কের চিন্ময় বালা—বিমল মাধুর্য্যের কুসুমিত কুঞ্জ সদৃশ ! বস্তুতঃ তিনি অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের শাশ্বত ধাম হইয়াও অনন্ত দৈন্যভক্তি মণ্ডিত সেবক চরিত্র বাঞ্ছা করিলেন ! বলিতে কী ইহাও তাঁহার এক পরম ত্যাগ— মহারাজজী শ্রীকিশোরীজীর সিদ্ধ করুণায় সমগ্র ঐশ্বর্য্যের খরস্রোত

ক্ষণমাত্রে শান্ত করিলেন! দেখিতে দেখিতে—অনায়াস লীলায় কূর্ম্মের অঙ্গ সঞ্চালনের ন্যায়—তাঁহার সমগ্র সাধন ঐশ্বর্য্য অবিরল মাধুর্য্যে পরিণত হইল! বাস্তবিক মহারাজজীর ভাষণে মাধুর্য্য—নয়নে মাধুর্য্য—অঙ্গে মাধুর্য্য—সর্ব্বত্র মাধুর্য্যের দিব্য ছড়াছড়ি! চির প্রশান্ত সন্তের সর্ব্ব মানপ্রদ অভিজিত মর্য্যাদা · মহারাজজী তাঁহার বিনয়নম্র মুদিত সেবার কনক কিরীট হইয়া দিব্য লোক চরিত্রের চিন্ময় আদর্শ হইয়া রহিলেন!

অন্তর মাধুর্য্যে মহারাজজীর চিত্ত নিত্য লীলায় সদা প্রবিষ্ট—আশা-আকাঙ্খা-কাম-প্রতীক্ষা কিছুই তাহাতে নাই—মহারাজজী শ্রীযুগল রস-রাজের দিব্য কিঙ্করী—তাঁহার শিরে ত্রিপাদ বিভূতিময় শ্রীগুরু পাদপদ্ম নিত্য বিরাজমান—মহারাজজী সেই অকথ ঐশ্বর্য্যে নিত্য তৃপ্ত—অবিরল সুখ-বিলাসেই তাঁহার নিত্য গতি—জীবন আর মুদিত ভজন—এই দুইটি অবিরল ধারা তাহাদের সর্ব্ব ব্যবধান হারাইয়া চিন্ময় মাধুর্য্যে মহারাজজীর চরিত্রে এক হইয়াছে—একাগ্র হইয়াছে! মহারাজজীব দিব্য লীলা চরিত্রে কোথায় এতটুকু বাঁধা নাই—শ্রীজনকরাজ কিশোরী তাঁহার সর্ব্ব যোগক্ষেম সুখে নির্ব্বাহ করিতেছেন! ভজনেই মহারাজজীর জীবন! বস্তুতঃ স্তন্যপায়ী শিশুকে মাতা যেরূপে রক্ষা করেন—সদ্য জাত বৎসে ধেনু যেরূপ সতত সাবধান · মহারাজজীর নিত্য রক্ষায় শ্রীকিশোরীজীর সেইরূপ দিব্য জাগরণ! বলা বাহুল্য এবংবিধ মধুর জীবন স্রোত কোনরূপ মহাকাব্যের কল্পনা বিলাস নহে—সন্ত শিরোমণির দিব্য জীবনের প্রতি কণে কণে - এই অপার মোদময়ী করুণার অনুক্ষণ বিমল লীলা! ইহার বিন্দুমাত্রও আস্বাদন—একান্ত সাধুকৃপা সাপেক্ষ!

মিথিলায় কমলার তটে মহারাজজীর এই দিব্য একান্ত বাস ধীরে ধীরে আপন লীলায় দিকে দিকে বিস্তারিত হইল! শ্রীযুগল রস মাধুর্য্যের নিত্য সেবায় তাঁহার চিন্ময় উৎকণ্ঠা—কমলার অবিরল কল কল ধ্বনির·

সাথে মিলিত হইয়া—শ্রীযুগল পদপঙ্কোজের মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্যে চরিতার্থ হইল! শ্রীবৈষ্ণবের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভজনের দিব্য ধারাগুলি তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্তবকে স্তবকে আপনি মুকুলিত হইল!

দেখিতে দেখিতে মহারাজজীর চিন্ময় ভজন কুঠীরে শ্রীধাম নিবাসী সন্তগণের নিত্য আগমন হইতে লাগিল—সামান্য একটি চিন্ময় কিশোরের দিব্য সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা মুগ্ধ ভজন মার্গে নব নব আলোকের সন্ধান লাভ করতঃ সুধন্য হইলেন—তাঁহারা দেখিলেন বিকশিত নলিনী সম মহারাজজীর চির প্রসন্নময় আনন—তাঁহার স্নিগ্ধ সুরভিমাখা দিব্য তনুতে অখণ্ড সাধন রহস্য—চিন্ময় বার্ত্তায় সুখে প্রবাহিত—তাঁহার পরম দীপ্ত অনন্য প্রেম পুনীত সুমধুর আচরণে—শান্তির সুখময় ধারা! বাস্তবিক মহারাজজীর দর্শনে-- তাঁহাদের চিত্তে শ্রীরাম প্রেমের অখণ্ড লীলা-রহস্যটি প্রাঞ্জল হইল—তাঁহারা শ্রীরামানন্য ভরতের চিন্ময় রূপ মাধুর্য্যে—মহারাজজীর চিন্ময় সাধকোত্তম চরিত্রখানি দর্শন করিলেন—এবং এই দিব্য সুধা পানে তাঁহাদের প্রাণে প্রাণে কহিয়া গেল—মহামতি তুলসীর কণ্ঠে অনন্য শ্রীরাম-প্রেম বিগ্রহ ভরতলালের দিব্য প্রশস্তি—

সিয়ারাম প্রেম পীযূষ পুরণ হোত জনমু ন ভরত কো।
মুনি মন অগম যম নিয়ম শম দম বিষম ব্রত আচরত কো॥
দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষণ সুজস মিস অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে শঠন্হি হটি রাম সন্মুখ করতো কো॥

অর্থাৎ—ভরত-ভাবভক্তি ভবে উদয় না হ'লে রে
শ্রীরাম প্রেম সিন্ধু কে প্রকট করিত রে।
মুনি মন অগম যম নিয়ম
শম দম ব্রত বিষম সম, আপনি আচরি
কে অপরে শিখাত রে॥

ত্রিতাপ দুঃখ দোষ দারুণ দম্ভ
শ্রীরাম সুধা রসে কে অমিয় করিত রে।
পাপ পয়োনিধি এ কলিকালে কপট তুলসীকে
করে কর দিয়া কে শ্রীরাম সম্মুখ করিত রে॥

বাস্তবিক শ্রীমহারাজজীর দিব্য সাবলীল ভজন মার্গে প্রাণবন্ত সাধক নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া দিব্য দশায় অচরের ন্যায় প্রতীত হইতেন এবং অচর দিব্য ধারায় সচর অর্থাৎ স্বরূপানন্দে উদ্ভাসিত হইতেন! বলিতে কী মহারাজজীর পরানন্দময় সুমধুর চরিত্র রসায়ণে—অনন্য ভক্তির অশেষ ভেদ বৈচিত্র্যগুলি চিন্ময় প্রকাশে প্রাণবন্ত হইয়া পরম গোপনীয় ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার মর্ম্ম বাণীগুলি বিস্তারিত করিত! বাস্তবিক শ্রীমহারাজজীর মধুর ভজন-ভাবনার চিন্ময় পারাবার—সামান্য ভাষায় তাহার কণা মাত্রও অঙ্কিত হইবার নহে—কারণ ভক্তি মহামণি সামান্য ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা দোষদুষ্ট জ্ঞান ও গিরায়—নিরূপিত হইবার নহে—ইহা কেমন, বস্তুতঃ তাহা মুখে বলা যায় না।

পাঁচ

শ্রীমহারাজজীর দিব্য চরিত-রসরাজে সমগ্র মিথিলা অচিরেই মুখরিত হইয়া উঠিল—শ্রীধাম নিবাসী সন্তগণ বলিতেন—স্বয়ং শ্রীরাসেশ্বরী দিব্য সেবার কনক বিগ্রহে মিথিলায় প্রেমকুঞ্জ রচনা করিয়াছেন! মহারাজজীর প্রতি দীন সন্তগণের—এই পরম ভাবদীপ্ত-চিন্ময় পূজা—একান্ত কামশূন্য—একান্ত পক্ষপাতদোষশূন্য- বাস্তবিক ইহাতে আত্ম প্রতিষ্ঠা রূপ মানের বালাই এতটুকু নাই! শ্রীকিশোরীজীর দিব্য করুণার দর দর ধারায়—

...গণের নিত্য নব নব উৎকণ্ঠা! শ্রীমহারাজজীর বিমল প্রশান্তাত্মার ...থ-সঙ্গমে—তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবৎ করুণার আধিক্য অনুভূত হইত— ...দিব্য প্রেমানুকম্পায় তাঁহাদের চিত্ত দ্রবিত হইত—ভগবৎ গুণানুবাদে তাঁহাদের কণ্ঠ আপনি গদ গদ হইত!

মহারাজজীর তথাপি চিন্ময় তন্ময়তার একটুকু বিরাম নাই—শান্ত সমাহিত অবিচল প্রেম নিষ্ঠায় আপন দ্বৈত পদে তিনি নিত্য সেবায় চির উৎসর্গিত পরাণ! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভগবৎ প্রপন্নতায় মহারাজজীর অটুট প্রত্যয়-মহারাজজীর নিরন্তর মংগল রচনায় শ্রীকিশোরীজীর কৃপার করকমল সদাই উন্মুক্ত! মহারাজজী সুতত‍ই প্রেমভজনে বিমুগ্ধ দশায় দিন অতিবাহিত করেন—ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই মহাত্মার নিত্য সেবায় বাঁধা দিতে পারে না! মহারাজজী মাধুকরীতেও বহির্গত হয়েন না! শরীর ধারণের জন্য ভোজনের প্রয়োজন! মহারাজজী মনে মনে বেশ অনুভব করিয়াছেন যে তিনি যাঁহার সুকুমারী ...না—তিনি তাঁহার সর্ব্ব ব্যবস্থা করিবেন—তাঁহার ভোজনের প্রয়োজন ...লে—তাঁহার অধিক আর কে তাহা জানিবে? এক্ষণে তিনি কেন বৃথায় মাধুকরীতে বাহির হইবেন!

মহারাজজী মাধুকরী ছাড়িয়াছেন—ভোজনের জন্য কোন চেষ্টাই ...র নাই কিন্তু তথাপি তিনি সদাই প্রসন্ন—সদাই সেবা নিমগ্ন! ...রাজজী সাথে যাঁহারা মাধুকরীতে বাহির হইতেন—তাঁহারা মহারাজ- ...তিন দিন বিনা ভোজনে থাকিতে দেখিয়া চতুর্থ দিনে তাঁহার কুঞ্জে ...ীত হইলেনএবং তাঁহাকে সাধুর অবলম্বন মাধুকরী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন!

আগত সন্তবৃন্দের উদার উৎকণ্ঠায় মহারাজজী পরম প্রসন্নময় চিত্তে ...বলিলেন—ভাই! আমি মাধুকরীতে যাইব না—আমি যাঁহার ...-তিনিই আমার কথা ভাবিবেন—আমি কেন মিছামিছি আবার

ভোজনের জন্য বৃথা শ্রম করি! ভোজন প্রয়োজন হইলে … মিলিবে! আপনারা নিশ্চিন্তমনে আপনাদের মাধুকরী সংগ্রহ করুন!

বাস্তবিক ভগবৎ প্রপন্নতায় সরল সন্তের কী দৃঢ় প্রত্যয়—আমি যাঁহার তিনি আমার জন্য চিন্তা করিবেন - আমি কেন তাঁহার সে… ত্যাগ করতঃ বৃথা পরিশ্রম করিয়া মরি!

এই বিমল কথার পর সন্তবৃন্দ মহারাজজীর দিব্য গুণানুবাদ করিতে করিতে নিজ নিজ মার্গে প্রস্থিত হইলেন!

এদিকে বিচিত্র কৌতুকলীলায় অনন্য ভক্তের দিব্য আত্মনিবেদনে ভগবান বিহ্বল হইলেন—ভক্ত তাঁহারই ইচ্ছায় দিব্য নরলীলায় অবতীর্ণ— এই বিমল প্রেমধর্ম্ম-বিস্তারে সন্তের জীবন ধারণের জন্য নানারূপ শাস্ত্রীয় আদেশ লিপিবদ্ধ আছে—ভক্তের শরীরকে যথাসময়ে অন্নজল দিবার প্রয়োজন আছে—বিনা ভোজনে—বিনা অন্নজলে—সন্ত দিব্য লীলা মাধুর্য্যের সীমা অতিক্রম করেন—ইহা শ্রীকিশোরীজীর অভিপ্রেত নহে কিন্তু তথাপি আপ্তকাম সন্তের দিব্য উৎকণ্ঠায়—শ্রীকিশোরাজী ভক্তকে উদার অনুগ্রহে চরিতার্থ করিবেন বলিয়া - মহারাজজীকে একণে মাধুকরী হইতে দূরে রাখিয়াছেন!

শ্রীকিশোরীজী মহারাজজীর দিব্য সেবায় সদাই তৃপ্ত - কি… প্রেমলীলায় মহারাজজীকে তিন দিন মাধুকরী হইতে দূরে রাখিয়া এ… চতুর্থ দিনে মহারাজজীর প্রতি অযাচিত করুণায় উদ্ভাসিত হইয়া অচিন্ত্য রূপ-রেখায় মহারাজজীর সহিত দিব্য প্রেম লীলায় অবতীর্ণ হইলেন

চতুর্থ দিনে ঘনঘোর বর্ষা মুখর রাত্রে সেবামগ্ন দিব্য সন্তের নিভৃত… সহসা কাহার করাঘাত হইল! কাহার বংশী বিনিন্দিত দিব্য কণ্ঠ ধ্বনিতে মহারাজজীর চিত্ত-মন-প্রাণ সহসা পুলকিত হইল—মহাযোগী দিব্য হৃদয়ে কাহার যেন চিন্ময় রূপ ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু এই নবী… বারতার কোনরূপ সুস্পষ্ট পরিচয় না পাইয়া মহারাজজী

...নের ভুল বুঝিয়া স্থির মানসে আপন সেবাকার্য্যে চিত্ত সংযত ...রিলেন !

কিন্তু আশ্চর্য্য ! এই বর্ষা মুখর বিজন রাত্রে মহারাজজীর রুদ্ধ কুঞ্জ ...রের পুনরায় মৃদু করাঘাত হইল ! এবং তাহার সাথে সাথে মহারাজজীর শ্রুতিগোচর হইল—সাধু ! দরজা খোল ! আমরা বাহিরে ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজিতেছি !

মহারাজজী পুলকিত হৃদয়ে এই দিব্য ইঙ্গিত যথাযথ অনুধাবন ...রিলেন ! কিন্তু অনন্য প্রপঞ্চ বিমুখ আত্মারাম সন্ত শিরোমণি—এই ...মির দুরন্তে কে তাঁহার কুঞ্জে করাঘাত করিতেছেন—তাহা সুস্পষ্টরূপে ...বার বিচিত্র কৌতুক লীলায় ভাব-সরসিত বিমল কণ্ঠে দিব্যাগতকে ...াসা করিলেন—কে আপনি ! এই সময়ে কুঞ্জে করাঘাত করিতেছেন !

মহারাজজীর রহস্য প্রশ্নের সাথে সাথে অশেষ লীলামঞ্জুল কণ্ঠে ধ্বনিত ...ল—সাধু ! তুমি যাহার ভজন করিতেছ—সেই দিব্য স্বামী তোমার ...র উপনীত !

...জজী অলোকসামান্য সিদ্ধ মহাত্মা—ভগবৎ মায়াজালের সমগ্র ... তিনি বিমল বেত্তা—সামান্য লাভে তিনি সন্তুষ্ট নহেন—পরিপূর্ণই ...কান্ত সেবা—পূর্ণই তাঁহার সদা সাধ্য—তিনি সম্যকরূপে বিদিত ...হেন যে তিনি যাঁহার ভজন করিতেছেন—তিনিই যে এক্ষণে ...দ্বারে সমায়ত—ইহার সত্যতা যথাযথ নিরূপিত না হইলে— ...কিরূপে আপন ভজন কার্য্য ত্যাগ করতঃ প্রপঞ্চের পশ্চাতে ধাবিত ...? এতৎ কারণে মহারাজজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—

...মি যাঁহাকে ভজন করি—তিনিই যে আমার দ্বারে উপনীত তাহার প্রমাণ ! মহারাজজীর দিব্য প্রশ্নের সাথে সাথে বাহির হইতে উত্তর ...-সাধু ! দরজা খুলিয়া একবার অবলোকন কর—তখন তুমি ...সত্যতা সম্যক রূপে বুঝিতে পারিবে !

মহারাজজীও মনে মনে ইহাই চাহিতেছিলেন ! কুঞ্জদ্বারে দিব্য উত্তরে মহারাজজী বেশ বুঝিলেন যে শ্রীযুগল সরকার শ্রীসীতারা তাঁহাকে চিন্ময় দর্শন দানে ভূষিত করিতে আসিয়াছেন—ইহাই দিব ইঙ্গিতের রেখায় রেখায় সুমধুর ঝংকারে আপনি বাজিয়া উঠিল !

মহারাজজী অতঃপর ভাবমঞ্জুল পদযুগলে কোন প্রকারে অগ্রসর হইয় রুদ্ধ দ্বারের অর্গল খুলিলেন—দ্বার মুক্ত হইতে না হইতেই তাঁহার নিভৃ কুঞ্জ কাহার দিব্য আলোক মালায় উদ্ভাসিত হইল—এবং সেই জ্যোতির্ম আলোকমণ্ডলীর মধ্যে চিন্ময় রূপ মাধুর্য্যে শ্রীকিশোরীজী তাঁহার নয় সম্মুখে প্রকটিত হইলেন।

মহারাজজী শ্রীযুগল নয়নাভিরামের এই দিব্য রূপ দর্শনের জ নিত্য প্রার্থনায় সদাই ব্যাকুল ছিলেন ! এক্ষণে দিব্য লীলা চাতু শ্রীযুগল সরকার—চিন্ময় রসোজ্জ্বল আলোকে তাঁহার সমগ্র প্রার্থ পরিপূরিত করিলেন—মহারাজজী প্রেমাপ্লুত ভাবদশায় আপ্তকাম চরণে তুলসীদলের ন্যায় লুটাইয়া পড়িলেন—তাঁহার সমগ্র চিত্ত-মন ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্যাপী যে চিন্ময় রূপ-তরঙ্গ দিব্য সঙ্গীত ধারায় উঠিল—বাস্তবিক তাহার সম্যক প্রকাশটি—চিন্ময় মঞ্জরীপ্রেমে আপ্তকাম হইয়া রহিল !

মহারাজজীর মুগ্ধ নিবেদনে—তাঁহার চিন্ময় সেবা-সুখে - বিহারী ভক্ত প্রেমে আপনার সর্ব্বস্ব উজাড় করিলেন ! তাঁহাদের লুণ্ঠিত মহারাজজীকে করুণ করকমলে আলিঙ্গন করতঃ শ্রী বলিলেন—সখি প্রেমমঞ্জরী। তুমি আমার নিত্য লীলার মুগ্ধ সহচরী পরম চিন্ময় ভাগবৎ ধর্ম্ম সুবিস্তার হেতু—মর্ত্ত্যে তোমার অনন্ত আমরা সততই তোমার নিত্য প্রেম-ভজনে দিব্য সুখে বিরাজ করি- আমাদের দর্শন বাঞ্ছায় তোমায় অধিক কষ্ট করিতে হইবে না—তুমি এক্ষণে

ত্রিগুণাতীত সন্ত লীলায় অশেষ জনমন রঞ্জিত করতঃ শুভ অবসরে আমার নিত্য ধামে—নিত্য লীলায় পুনরাগমন করিবে!

শ্রীকিশোরীজী বলিয়া চলিলেন—আজ তিন দিন হইল তুমি মাধুকরী গ্রহণ করিতে বাহির হও নাই—শরীর ধারণের জন্য সন্তের মাধুকরী অবশ্যই কর্ত্তব্য! এক্ষণে এই কয়দিন তুমি দিব্য দর্শন বাসনায় উৎকণ্ঠীত ছিলে—এক্ষণে তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে তো?

শ্রীকিশোরীজীর এই পরাবাণী শ্রবণ করতঃ মহারাজজী বিমল দৈন্যভক্তি বিমণ্ডিত কণ্ঠে তাঁহার প্রেম নিবেদন করতঃ বলিলেন—হে কিশোরীজী! আমি আপনাদের শ্রীযুগল রূপমাধুর্য্যের একান্ত দর্শন প্রার্থী! আপনি কৃপা পূর্ব্বক সেই দিব্য রূপে আমার নয়ন সম্মুখে একবার প্রকটিত হউন!

মহারাজজীর চিন্ময় প্রার্থনা—শ্রীকিশোরীজী তৎক্ষণাৎ সাদরে বরণ করিলেন! দেখিতে দেখিতে মহারাজজীর নয়ন সম্মুখে মন্দ মৃদু স্ফুরিতাধরে শ্রীযুগল সরকার সীতারাম দিব্য আনন্দ সমারোহে প্রকটিত হইলেন—এবং মহারাজজী বিদেহ দশায়—সেই অপূর্ব্ব শ্রীযুগল রূপ মাধুরী আস্বাদনে—দিব্য তন্ময়তায় পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মুগ্ধ চিত্তে ভাসিয়া আসিল অসংখ্য মধুর কণ্ঠে শ্রীযুগল রাসের চিন্ময় সুর লালিত্য!

শ্রীযুগল রসরাজ দর্শনে মহারাজজী অকথ প্রেমে গদ্‌ গদ্‌ গিরা—বিহ্বল নয়ন—তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রতি রোমকূপে দিব্যানন্দের কনক প্রবাহ—তাঁহার চিত্ত-মন পরম প্রসন্নতায় সর্ব্ব অর্গল মুক্ত—তাঁহার চিন্ময় মুখ মণ্ডলে দিব্য নিবেদনের কোমল বাণী যেন আপন আনন্দে আপনি থৈ থৈ হইল!

শ্রীধাম মিথিলায় মহারাজজীর এই দিব্য দর্শনের কিছুদিন অন্তরালে মহারাজজী পুনরায় এক বিচিত্র করুণা প্রসাদে ভূষিত হইলেন! মহারাজজী কমলার তটে একাকী বিরাজ করিতেছেন—র্ণিমার প্রথমপূ

যামের জ্যোৎস্নারাশিতে কমলার সমগ্র তটভূমি বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত—মহারাজজী আপন বিদেহ দশায় আপনি মগ্ন—শ্রীযুগল রসরাজের মধুর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করতঃ সাধু সিয়ারাম নামামৃত পানে মগ্ন ! মহারাজজী চিত্ত-কায়-মনে দিব্য লীলায় প্রবিষ্ট—চিন্ময় মাধুর্য্যে তাঁহার প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইল ! দেখিতে দেখিতে রাত্রের দিব্য চন্দ্রমা পশ্চিমে গগনে ঢলিয়া পড়িলেন—রজনীর তৃতীয় যাম শেষ হইয়াছে—দিকে দিকে শ্রীধামবাসী সন্তগণের সুমধুর কণ্ঠে জয় সিয়ারাম নামমংগলের বিজয়োল্লাস কীর্ত্তিত হইতেছে—এমত সময়ে মহারাজজী এক বিচিত্র রূপৈশ্বর্য্য দর্শন করিলেন ! মহারাজজী প্রত্যক্ষ করিলেন যে সমগ্র পরিমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করতঃ অষ্ট সখী সমেত শ্রীকিশোরীজী রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুন্ শব্দে মল বাজাইয়া কমলায় স্নান করিতে নামিতেছেন ! বাস্তবিক কী মধুর সেই দিব্য বালাগণের বিমল শৃঙ্গার—কী চিন্ময় রসমণ্ডিত শ্রীকিশোরীজীর মুগ্ধ বিলাস !

শ্রীকিশোরীজী নিজ নিত্য কায়ব্যূহ স্বরূপিনী—কিঙ্করীগণের সাথে বহুক্ষণ কমলার স্নিগ্ধ বারিতে নানারূপ বিচিত্র বিনোদ করতঃ দিব্য উল্লাস যুত হইয়া ধীরে ধীরে অকথ জ্যোতির্ম্ময় রেখায় পুনরায় কোথায় মিলাইয়া গেলেন ! এই চিন্ময় বিলাসের পরেও বহুক্ষণ অবধি তাঁহাদের চরণের নূপুর নিক্কণে সমগ্র পরিবেশটি যেন দিব্য সঙ্গীত ধারায় গম্ গম্ করিতে লাগিল—তাঁহাদের অঙ্গ সুষমার বিমল পরশে দশদিক যেন সুরভিত হইল !

মহারাজজী একাগ্র চিত্তে—বিহ্বল নয়নে এই সমগ্র শোভাটি দর্শন করিলেন ! এই বিচিত্র রূপ দর্শনে কতক্ষণ তাঁহার যে দিব্য তন্ময়তায় অতিবাহিত হইল তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ! সম্বিৎ যখন ফিরিল—প্রভাতের অরুণ রেখায় তখন চারিদিক রঞ্জিত হইয়াছে—রসাল কুঞ্জবাসী বিহঙ্গম কুলের চিন্ময় কূজনে সমগ্র আকাশ বাতাস

পুলকিত হইয়াছে—সাধু কণ্ঠের মধুময় সিয়ারাম নাম মঙ্গলের জয়ধ্বনির উদার কীর্ত্তনে শ্রীধাম গুঞ্জরিত হইয়াছে! মহারাজজীর দিব্য দর্শনটি—সমগ্র নয়ন ভরিয়া ব্যাকুল অভিসারে আপনারে ব্যক্ত করিল—মহারাজজী অশেষ ভাব বিহ্বল দশায় দিব্য কমলার তটভূমি ও তাহার সলিল ধারা প্রণাম করতঃ—কমলার সুশীতল বারিতে চিন্ময় সুখে অবগাহন করিলেন!

মহারাজজী দেখিলেন যে কমলার জলে শ্রীকিশোরীজীর অলক ভূষণ পারিজাতের পরাগ কেশর ও তাঁহার অঙ্গরাগের চিন্ময় কণিকা—মহারাজজী দিব্য প্রেমে সেই কেশর রেণু বক্ষে ধারণ করতঃ অনুভব করিলেন যে শ্রীকিশোরীজীব পাদপদ্ম তাঁহার বক্ষে বিরাজিত! মহারাজজী এইরূপে পরানন্দে চর্চ্চিত হইয়া কমলায় দিব্য স্নান সমাপন করিলেন!

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীধাম মিথিলা পরিক্রমার দিব্য অবসর সমায়ত হইল! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীধাম পরিক্রমা অনন্য ভক্তির চিন্ময় রসোজ্জলে সদাই মণ্ডিত—ইহা অনন্য সেবারই দিব্য ক্রম! নিত্য নামের বিজয়োল্লাসে—এই দিব্য পরিক্রমা অখণ্ড ভাব ভক্তির চিন্ময় বর-দূতিকা! আপ্তকাম সন্ন্যাসীগণেব এই মুদিত প্রয়া৽ ৹ নব নব সুখে চির প্রদীপ্ত—নিত্য নব নব অনুভবে—এই দিব্য পরিক্রমা সদাই উদ্ভাসিত!

শ্রীকিশোরীজীর মুদিত ইচ্ছায় মহারাজজীর লীলায়িত লোকচরিত্র অশেষ মাধুর্য্য-রসে প্রচ্ছন্ন হইয়া সামান্য মনুজ লীলাবৎ প্রতীত হইলেও—দিব্য করুণা ধারায়—ইহা বাস্তবিক সতত চিন্ময় রসমাধুর্য্যের বিমল অভিব্যক্তি! মহারাজজী শ্রীধাম নিবাসী সন্তগণ সহ মিথিলা পরিক্রমায় বহির্গত হইয়াছেন! শ্রীমিথিলেশ্বরীর দিব্য করুণাধিক্যে মহারাজজী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবলীলাক্রমে পথ পর্য্যটন করিতেছেন! শ্রীরামভক্তির বিমল আস্বাদন ও তাহার চরিতার্থ বিস্তার কল্পে মহারাজজী দিব্য আনন্দ সমারোহে পথে পথে ঘুরিতেছেন—তাঁহার চিত্ত-মন সদাই শ্রীরাম রসে

পূর্ণ—নয়ন যুগলে শ্যামসুন্দরের নিত্য নিবাস—ঈষৎ স্ফুরিতাধরে মধুময় নামের দিব্য ক্ষরণ !

এইরূপে দিব্য পরিক্রমায় কয়েকদিন ব্যতীত হইলে—মহারাজজী সন্তগণ সহ শ্রীধনুষ ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন ! ধনুষ ক্ষেত্রে—একটি বিস্তৃত শিলার উপর জ্যাসহ একটি বৃহৎ ধনুষের দিব্য মূর্ত্তি বিরাজিত ! কথিত আছে ইহাই প্রসিদ্ধ জনকরাজের হরকোদণ্ড ! জনকপুরে ধনুষ লীলায় কোশলপতি শ্রীরাম অনায়াসে এই হরধনু ভঙ্গ করতঃ শ্রীকিশোরীজীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন !

এক্ষণে দিব্য পরিক্রমারত সন্তগণ ধনুষ ক্ষেত্রে এক রাত্রি বাস করতঃ তৎপর দিন শ্রীধাম পরিক্রমায় পুনরায় বাহির হইলেন।

এক্ষণে ধনুষক্ষেত্র দর্শন মাত্রেই মহারাজজীর হৃদয়ে এক দিব্য প্রেরণা আশ্রয় করিয়াছে। সাথী সন্তগণের ন্যায় তিনি পরদিন পরিক্রমায় বহির্গত না হইয়া ধনুষক্ষেত্রেই একাকী রহিলেন ! মহারাজজী দিব্য ত্রেতা কালীন হর কোদণ্ড দর্শন করিতে বাসনা করেন—তিনি শিলাময় ধনুষের প্রতি দিব্য নিবেদনে বলিলেন—হে চিন্ময় হরধনু ! আমি আপনার দিব্য স্বরূপ দর্শন বাঞ্ছা করি—আপনার শোভা সমুজ্জল মহিমময় রূপটি প্রকাশ করতঃ—এই বালককে সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য করুন !

মহারাজজী উপরি লিখিত প্রার্থনায় ধনুষখণ্ডের পূজাস্তুতি করতঃ একাকী দৃঢ়ব্রত হইয়া সেই জনশূন্য স্থানে সিয়ারাম নামামৃতে মজিয়া রহিলেন। মহাসাধকের এই দিব্য প্রচেষ্টায় দেখিতে দেখিতে তিন দিন অতিবাহিত হইল—চতুর্থ দিনে অতি প্রত্যূষে মহারাজজীর নয়ন সম্মুখে সহসা একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দিব্য ধ্যানমগ্ন সরল বালককে আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন—বালক ! আমি তোমার বিমল সাধনায় পরম তুষ্ট হইয়াছি—এক্ষণে তুমি নয়ন মেলিয়া তোমার বাঞ্ছিত বস্তু দর্শন কর—এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সহসা কোথায়

অন্তর্হিত হইলেন এবং তাঁহার সাথে সাথে সমগ্র স্থানটি সহসা দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এই অচিন্ত্য শোভাসমুদ্রে—মহারাজজী মুগ্ধ দশায় অবলোকন করিলেন যে তাঁহার নয়ন সম্মুখের শিলাময় ধনুষ খণ্ড—এক পরম লাবণ্যময় দিব্য ধনুষে রূপায়িত হইয়াছে এবং দিব্য বাণীতে সেই ধনুষখানি মহারাজজীকে বলিলেন—বালক! তুমি দিব্য ত্রেতার হরধনু দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছিলে—আমি সেই ত্রেতাকালীন হরধনু? তোমার একাগ্র নিষ্ঠায় আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি। অতঃপর ধনুষখণ্ড বালককে পুনরায় বলিলেন—হে বালক! তুমি আমার দিব্য স্বামীনী শ্রীকিশোরীজীর কণ্ঠলগ্ন বালা—এমত রুচির তপস্যা তোমাতেই শোভা পায়—তুমি বিমল ভক্তির চিন্ময় পাত্র! শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ইচ্ছায়—অনন্য ভক্তি মার্গে তোমার নব নব বিমল অভিযান চির সুখময় হউক! এই কথা বলিতে বলিতে সেই দিব্য ধনুষখণ্ড সহসা কোথায় অপ্রকট হইলেন!

ইহার কিছুক্ষণ পরে মহারাজজী সম্বিৎ ধারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—দিব্যানন্দের পুলক সমারোহে তাঁহার মন-প্রাণ তখনও উল্লসিত—দেহ থাকিয়াও না থাকার মত অবস্থা! মহারাজজী শ্রীকিশোরীজীর চিন্ময় প্রেমে বিগলিত হইয়া পুনরায় পরিক্রমা মার্গে একাকী বাহির হইলেন এবং আনন্দ ডগমগ চিত্তে পথ পর্য্যটন করিতে করিতে অচিরেই মিথিলার কাঞ্চন বাগে শ্রীধামবাসী সন্তগণের সহিত মিলিত হইলেন!

দেখিতে দেখিতে পরবর্ত্তীকালে কয়েকটি প্রেম-বিহ্বল দিব্য পরিক্রমায় মহারাজজীই সমগ্র পরিক্রমার চিন্ময় মধুচক্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার দিব্য ভাবমঞ্জুল রসাল তনু—অখিল করুণাসরসিত তাঁহার প্রেম বিলোল কটাক্ষ—তাঁহার দিব্য মুখারবিন্দের অনুপম লালিত্য—তাঁহার কণ্ঠ সুধার চিন্ময় মাধুর্য্য রূপ দিব্য রসাল নিকুঞ্জে সকল সন্তবৃন্দ আপনি ছুটিয়া আসিতেন! মিথিলা পরিক্রমা বস্তুতঃ সন্তগণের নিকট মহারাজজীর দিব্য

লীলায় রূপায়িত হইল! সাথী সন্তগণের মধুময় সিয়ারাম নাম রসোজ্জ্বলের সাথে সাথে মহারাজজী কিঞ্চিৎ লীলায়িত ভঙ্গিমায়—পদে পদ দিয়া যখন দিব্য নৃত্য গীত ও ছন্দে—পরিক্রমা মার্গে অগ্রসর হইতেন—সকল সন্তগণের সম্যক দৃষ্টি তাঁহার এই অপূর্ব্ব কন্দর্পকান্তি নটবর শোভায় পতিত হইত! তাঁহাকে দেখিয়া—তাঁহার প্রেমাপ্লুত ভাব সরস চিন্ময় মূর্ত্তির মুগ্ধ আস্বাদনে—অনুরাগী দর্শকবৃন্দের মনে হইত যে গোলকধাম হইতে স্বয়ং ত্রিভঙ্গ মুরারি মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হইয়া—মিথিলা পরিক্রমা করিতেছেন!

বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য সঙ্গমে বিমল সুখের যে রমণীয় স্ফূর্ত্তি হইত—মধু হইতেও মধুময় জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম নামের যে মঙ্গল বাদল ক্ষরিত হইত—দিব্য আনন্দের যে উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ হইত—তাহা যথার্থই নিত্যলোকের অবিরল সুখের সকরুণ মধুর বিগ্রহেরই অনুরূপ! মহারাজজী পরবর্ত্তী জীবনে ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসরের অধিককাল এই দিব্য পরিক্রমায়—সমগ্র আনন্দের চিন্ময় প্রাণবস্তু হইয়া অশেষ জনগণের প্রাণের বিহ্বল পিপাসা মিটাইয়াছেন! স্বয়ং শ্রীকিশোরীজীর দিব্য লীলাতনুর কনক বিগ্রহে রূপায়িত হইয়া মহারাজজী বস্তুতঃ স্বয়ং দিব্য মিথিলায় পরিণত হইতেন—আনন্দ ডগমগ চিত্তে অনুরাগী জনগণ তাঁহাকেই বারবার পরিক্রমা করতঃ মিথিলা পরিক্রমার সমগ্র ফল লাভ করিতেন!

এবংবিধ বিচিত্র লীলা-অনুভবে মহারাজজী শ্রীধাম মিথিলায় বিমল সুখে - অনন্য প্রেমে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল একান্তে নিবাস করিলেন। চিন্ময় সাধন পরম্পর বিমল আশ্রয়ে তথা শব্দ শাস্ত্র ও পরতত্ত্বের একরস মিলনে—তাঁহার এই কমলার তটে একান্ত নিবাস কুঞ্জটি—শ্রীযুগল ভজনানন্দী ভক্তগণের নিকট পরম তীর্থে পরিণত হইল। বাস্তবিক মহারাজজীর অলোকসামান্য দিব্য তপস্যাপূত চরিত্রটি অবলোকন করিলে

মনে হয় একটি সামান্য সরল জীবনে—অনন্ত জীবনের সুখময় ধারাগুলি আপন বৈভবে আপনি প্রকটিত হইল।

মহারাজজী এক্ষণে কৈশোরাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অষ্টাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন—বিচিত্র ভাবরসে তথা দীপ্ত সন্ন্যাসের বিমল সংকাশে মহারাজজী একসাথে শরচ্চন্দ্র ও তরুণ তপনের সমগ্র বিলাস-বৈভবে আপন মাঝে আপনি হারা! কালাতীত-লোকাতীত তাঁহার এই সুনির্ম্মল জ্যোতির স্বচ্ছ ধারা আপন সুখে আপনি প্রবাহিত বলা বাহুল্য বিমল আনন্দেব চিন্ময় বিলাস ব্যতিরেকে—অন্য কিছুই তাহাতে নাই!

ছয়

মহারাজজী নিত্য একান্ত নিবাস বাঞ্ছা করেন—তাঁহার চবিত্র স্বভাবতঃই হইল মহামৌন—নিত্য ধ্যানেই সদাই জাগ্রত হইয়া—বিষয় প্রপঞ্চ তাঁহার নিকট হইতে চির দূরে। দেখিতে দেখিতে মিথিলায় তাঁহাব নিকট লোক সমাগম হইতে লাগিল! সাধক জীবনে লোক সমাগম রূপ বিষয় প্রপঞ্চ সর্ব্ব অনর্থের মূল! মহামতি তুলসীব মুগ্ধ ভাষায ইহাব যথার্থ রূপটি অঙ্কিত করিলে বলিতে হয়—

লোকমান্যতা অনল সম কর তপ কানন দাহু।

অর্থাৎ—লোকমান্যতা অনল সম—তপস্যা নিকুঞ্জ করে দাহ!

এই লোকমান্যতা হইতে দূরে থাকিবার জন্য মহারাজজী কিছুদিন চিত্রকূট ধামে একান্ত বাস কবিতে বাঞ্ছা করিলেন এবং আপন মনোগত বাসনা বিমল প্রার্থনায় শ্রীকিশোরীজীর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন! বলা বাহুল্য অনন্য কিঙ্করীর চিন্ময় বাসনা পূর্ণ হইতে অধিক সময়

লাগিল না—অচিরেই এক দিব্য যোগাযোগে মহারাজজী অনাবিল সুখে শ্রীধাম চিত্রকূটে পুনরায় উপনীত হইলেন !

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চিত্রকূট ধাম হইল নিত্যকিশোর শ্রীরাঘবেন্দ্র সরকারের নিত্য সুখ বিলাস। অনন্ত সখী মঞ্জরীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীযুগল সরকারের নিত্য মহারাজের দিব্য নিকুঞ্জ হইল—এই পরম দিব্য চিত্রকূট ধাম। মহারাজজী মুগ্ধ প্রেমে এই দ্বিতীয়বার চিত্রকূটে আগমন করিলেন ! চিত্রকূট ধামের চিন্ময় রহস্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় তিনি ইহার পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন—এক্ষণে দিব্য সাধন সমারোহে—অখণ্ড ভজন সমাধিতে—মহারাজজী এই নিভৃত শৈল শিখরে সুখে বিরাজ করিবেন—ইহাই তাঁহার বিমল বাসনা।

বাস্তবিক অনন্য সাধকের এই বিমল বাঞ্ছাই হইল আত্মনিবেদনের চিন্ময় পরাকাষ্ঠা—ধ্যান মগ্ন দশায় নিত্য শ্রীযুগল রসরাজের বিমল অনুভূতি আস্বাদন লাভেই ইহার চরিতার্থতা—অনন্য শান্তিই হইল ইহার একান্ত সুখধাম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে অনন্য জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তি-বৈরাগ্যের বিমল সমন্বয় তথা একরস মিলন রূপ পরম শান্তিপদ প্রাপ্তিতেই হইল অনন্য সাধকের চরম অভিব্যক্তি—ইহাই যে তাঁহার সমগ্র সাধনার চিন্ময় লক্ষ্য তাহাই দিব্য ভাব ও ভাষায় প্রকাশিত করতঃ মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

রৈনি কো ভূষণ চন্দ্র হৈ, দিবস কো ভূষণ ভানু।
দাস কো ভূষণ ভক্তি হৈ, ভক্তি কো ভূষণ জ্ঞানু॥
জ্ঞান কো ভূষণ ধ্যান হৈ, ধ্যান কো ভূষণ ত্যাগ।
ত্যাগ কো ভূষণ শান্তিপদ, তুলসী অমল অদাগ॥

অর্থাৎ—রজনীর শোভা যথা শশী সুধাকর
দিবসের তপন মহান।
সেবার শৃঙ্গার যথা ভক্তি অমান
ভক্তির ভূষণ যথা জ্ঞান।
জ্ঞানের ভূষণ তথা ধ্যান বিমল
ধ্যানের ভূষণ হয় ত্যাগ।
ত্যাগের অমোঘ ফল শান্তিপদ
তুলসীর কামনা অদাগ॥

শ্রীধাম চিত্রকূটে মন্দাকিনীর তটে চারিদিকে ঘন বনানী ও শৈল পরিবেষ্টিত শ্রীজানকীকুণ্ড—মহারাজজীর শ্রীগুরু পরম্পরার সিদ্ধ পীঠস্থান। জীবনমুক্ত সন্ন্যাসীগণের ইহাই পরম প্রীতির নিলয়—একান্ত লোকালয় শূন্য অনন্য সাধন নিকুঞ্জ। জানকীকুণ্ডের দুই মাইল পরিধির মধ্যে মাধুকরী বা অন্য কোনরূপ খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের কিঞ্চিৎ মাত্র উপায় নাই! নিরন্তর ভাব-সমাধি প্রবিষ্ট প্রসন্নাত্মাগণের ইহাই রুচির স্থল—বাহিরের রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সাথে—নির্মৎসর সন্তের দিব্য অন্তরাত্মার একান্ত মিলন—এস্থলে বিশেষ স্বাভাবিক ও সরল রূপে আপনি প্রকটিত হয়! অনন্য সন্তের অবিরল ভজন ভাবনায়—সাধকের অন্তরস্থিত—গুণত্রয় তাহাদের সমগ্র বৈষম্য হারাইয়া—এক দিব্য মুগ্ধ প্রশান্তিতে সমাহিত হয়—বস্তুতঃ ইহাই ধ্যানীর প্রকৃষ্টাবস্থা। চিত্তের এবংবিধ ভজন সৌরভে সাধক একমাত্র পরমাত্মার চিন্তায় অহরহ ডুবিয়া থাকেন—এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে স্থিত হইয়া সাধক তাঁহার সমগ্র মনটিকে তুলসীদল সম ইষ্ট চরণে নিবেদন করেন। বলিতে কী বিশুদ্ধ সাধকের এই দিব্য অবস্থাটি নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপ শিখার ন্যায়—প্রজ্ঞানঘন দিব্যালোকে তাঁহার ভিতর বাহির—নিত্য সমুজ্জল!

মহারাজজী স্বভাবতঃই সিদ্ধ ধ্যানযোগী—অতি অনায়াস লীলায়

তিনি দিব্য সাধকোত্তীর্ণ মার্গগুলি সুখে অতিক্রম করিয়াছেন—নিত্য লীলায় তাঁহার মুক্ত বিহার! কিন্তু তথাপি অখণ্ড মাধুর্য্য সম্পন্ন দিব্য মনুজ লীলায়—ভগবৎ করুণা আস্বাদনের বিন্দুমাত্র পিপাসা তাঁহার মিটে নাই—প্রাণের এই উজ্জ্বল উৎকণ্ঠায় তিনি অহরহ ওতপ্রোত দশায় সময় ব্যতীত করেন।

মহারাজজী জানকীকুণ্ডের একটি নির্জ্জন গুহায় আপন আসন রচনা করিলেন। মন্দাকিনীতে নিত্য স্নান - মন্দাকিনীর সুপেয় বারি পান —বিনা আয়াসে যখন যাহা লাভ হইত—তাহাই পরম সন্তোষ চিত্তে গ্রহণ করিতেন এবং এতৎ ব্যতিরেকে সমগ্র দিবস রজনী বিমল ধ্যান-যোগে নিমগ্ন থাকিতেন!

এইরূপে দেখিতে দেখিতে চিত্রকূটের শৈল শিখরে পরম সুখে দুই বৎসর কাল অতিবাহিত হইল! মহারাজজী সদাই আত্মভাবে পুলকিত—সদাই রোমাঞ্চিত অঙ্গ! দিব্য মহাত্মা আবাল-ব্রহ্মচারী তিনি তাঁহার সমগ্র সাধন-শক্তি পরম প্রেমে হৃদয়ে গোপন করতঃ নিত্য নব নব আনন্দের অভিসারে অগ্রসর হইতেন। বস্তুতঃ সন্ত শিরোমণির এই পরম মধুর কান্ত ভজন—হৃদয়ের একান্ত গোপ্য ধন—ইহাই বিমল তুরীয়ানন্দের পরম প্রকৃষ্টাবস্থা—চিন্ময় ইহার অনন্ত ভেদ—দিব্য ইহার সুখানুভূতি! ইহার বিন্দুমাত্র আস্বাদনে সন্ত প্রাণারাম মত্ত মধুকর বৎ কান্ত পদে নিরন্তর ছুটিয়া চলেন! বিমল চন্দ্রাতপের ন্যায় অনন্য সন্তের এই অনির্ব্বচনীয় গতি সর্ব্ব গোগিরাতীত। কান্ত অঙ্গরাগের বিমল সৌরভে—অনন্য সন্তের দশদিক পুলকিত—অনন্য সন্ত এমত বিদেহ দশায়—ভগবৎ গুণানুবাদের সহিত ওতপ্রোত হইয়া দিব্য আলোকপুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন।

মহারাজজী অখণ্ড মর্য্যাদায় এই দিব্য ভাবরসে জর্জ্জরিত হইয়া বিমল সুখে শ্রীযুগল মহারাস লীলার অখণ্ড সুধা পানে রত হইলেন—

ক্ষুৎ পিপাসা, দেহস্মৃতি কিছুই তাঁহার নাই—আজীবন এই ব্রহ্মানন্দের বিমল ভূমিতে তাঁহার মৃদু কোমল সঞ্চরণ—পরম দিব্য শ্রীযুগল মহারাস তত্ত্বের গোপ্য নিধান হইয়া—তিনি আত্মারাম সন্ত শিরোমণির দিব্য লোক চরিত্রের অনুগমন করিতেছেন।

কিন্তু মৃগমদ যেরূপ বহু দূর হইতে মৃগের সন্ধান বলিয়া দেয়—পুষ্প গন্ধ যেরূপ বনানীতে কুসুম অস্তিত্ব ইঙ্গিত করে—মহারাজজীর চিন্ময় ভজন ভাবনার মুগ্ধ ইন্দ্রজালে অচিরেই শৈল নিবাসী সন্ত নিচয় আপনি ছুটিয়া আসিলেন এবং অনন্য সাধন সম্পন্ন শ্রীমহারাজজীকে দর্শন মাত্রে জীবনের সমগ্র ফল লাভ করিলেন! তাঁহরা দেখিলেন—মহারাজজীর অঙ্গে অঙ্গে জ্ঞান ও যোগ সিদ্ধির অখণ্ড লক্ষণ—বিমল ভক্তির চিন্ময় প্রকাশে মহারাজজী সতত উল্লসিত! তাঁহারা মহারাজজীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বিমল সাধন রহস্যের কত উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন—মহাবাজজী অটুট সাবলীল ধারায় সেই সকল দিব্য প্রশ্নের সম্যক রূপ ও প্রকাশ ব্যক্ত করতঃ অনুরাগীবর্গকে সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য করিলেন। বলা বাহুল্য মহারাজজী অনন্য করুণায় চির উদ্ভাসিত—অনুরাগীবৃন্দের ভজনানন্দ বর্দ্ধন করিবার বাসনায় তথা বিমল বৈষ্ণব সেবায়—যথামতি তাঁহাদের সুখ সম্পাদন করিতেন! মহারাজজীব দিব্য সঙ্গ-সুখে প্রশ্নকারীগণের বিশ্বাসের ভূমি দৃঢ়তর হইত—ভাব-ভজনের চিন্ময় রূপগুলি পরম সুখে তাঁহাদের নিকট আপনি বিস্তারিত হইত!

দিব্য লোক সংগ্রহার্থে মহারাজীর এই সময়কার কয়েকটি লীলা চরিত অদ্যাবধি সমগ্র শ্রীধামবাসীর সন্তের নিকট সুবিদিত! অনন্য ভাবভক্তির চিন্ময় রূপ-রেখার দিগ্‌দর্শন হেতু প্রসঙ্গতঃ দুই একটি লীলা-চরিত্র নিম্নে যথামতি কীর্ত্তিত হইতেছে!

শ্রীসীতারাম শরণ নামধেয় মহারাজজীর একটি অনুরাগী গুরুভ্রাতা

এই সময় মহারাজজীর দিব্য আশ্রয়ে সুখাসীন ছিলেন। মহারাজজীর বিমল সেবায়—মহারাজজীর চিন্ময় মাধুর্য্যে—সাধুর সময় ব্যতীত হইত! এইরূপে মহারাজজীর সেবায় সাধুর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইল। মহারাজজী দিব্য উৎকণ্ঠায় ও বিমল ভজন-ভাবনার মুগ্ধ চরিত্র অবলোকন করিতে করিতে সীতারাম শরণও ভজন পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন—এবং তাহার ফল স্বরূপ উক্ত সাধুটি একদা মহারাজজীর পাদপদ্মে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—হে সরকার! কী উপায়ে আমার শ্রীযুগল দর্শন লাভ হইবে?

পরম করুণাময় স্বামী অনুরাগীর দীন বচন শ্রবণ করতঃ প্রেমার্দ্র কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন—সাধু! ঐ নিকটস্থ কামতানাথ-পর্ব্বত—শ্রীযুগল সরকারের নিত্য রাস মঞ্চ। তুমি ঐ পর্ব্বত গুহায় স্থির চিত্তে উপবিষ্ট হইয়া—মাতৃ দর্শন-ব্যাকুল বালকের ন্যায় আর্ত্তনাদ করতঃ—একমাত্র সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন কর—এবং এইরূপে যতদিন না শ্রীযুগল দর্শন সুখে প্রমুদিত হও—ততদিন ভোজন শয়ন ও পান কিছুই গ্রহণ করিও না।

মহারাজজীর দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উক্ত সাধুটি প্রণত চিত্তে শ্রীযুগল সরকারের নিত্য রাসমঞ্চ কামতানাথ পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তৎপরে পর্ব্বতের একটি নির্জ্জন গুহায় আপন আসন রচনা করতঃ সরল বালকের ন্যায় আর্ত্ত কণ্ঠে মহামঙ্গলময় সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সাধুর বিনা অন্নজলে, বিনা শয়নে—তিন দিন তিন রাত ব্যতীত হইল। এদিকে সিদ্ধ মহাত্মা—মহারাজজীর বচন অন্যথা হইবার নহে—মহারাজজী অনন্য ভক্তির কনক পাত্র হইয়া সকল জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বিমল দ্রষ্টা—তিনি তাঁহার সেবকের দিব্য উৎকণ্ঠার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এতৎ কারণে তাঁহাকে যথাসময়ে কৃপা পীযূষ ধারায় চরিতার্থ করিবেন বলিয়া মহারাজজী স্বয়ং তাহার সকল

যোগাযোগগুলি সিদ্ধ করিলেন। চতুর্থ দিনে উষার লগনে উক্ত সীতারাম শরণ নামধেয় সাধুটি সহসা এক দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইলেন—তিনি দেখিলেন তাঁহাব নয়ন সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময় মহামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী —শ্রীযুগল সরকার সীতারাম মন্দ মৃদু স্ফুরিতাধরে তাঁহার দিকে কৃপাবলোকন করিতেছেন! এই অচিন্ত্য রস মাধুর্য্যে নিষ্ণাত হইয়া সাধু দেহস্মৃতি বিগত হইলেন এবং একাগ্র চিত্তে-এক নয়নে—সেই কন্দর্পকান্তি কমনীয় মূর্ত্তি দর্শন সুখে নিমজ্জিত হইলেন।

ইষ্ট কারুণ্যেব অমোঘ পরশে সাধু দিব্যানন্দ দশায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন—সাধু পবানন্দে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ—ভক্ত-ভগবানের অনির্ব্বচনীয় শোভা মন্দিরে প্রবেশ কবতঃ সর্ব্ব বাহ্য জ্ঞান হারাইয়াছেন—ভগবানের চরণারবিন্দে প্রণাম করিতে অবধি ভুলিয়াছেন—সাধু শ্রীযুগল সরকারের দিব্য রূপলাবণ্য যতই দেখিতেছেন ততই আনন্দের পর আনন্দের গহন তলে ডুবিতেছেন। এইরূপ মত্ত দশায সাধুব কিছুক্ষণ ব্যতীত হইলে—সমগ্র রূপ শোভা সহসা কোথায় অপ্রকট হইল।

সীতাবাম শবণ তথাপি বিমল-আনন্দে আত্মহারা—মহারাজজীর চিন্ময় কারুণ্যামৃতে তাঁহাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে! সাধু আর অধিক্ষণ স্থির থাকিতে পাবিলেন না—কোনরূপে আনন্দ ডগমগ চিত্তে ছুটিতে ছুটিতে মহারাজজীব পদপ্রান্তে উপনীত হইযা—আপন মনেব ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইলেন।

মহারাজজী সর্ব্ব দ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি—তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে আপন ভক্তের সমগ্র কথা বিদিত হইযাছেন—এক্ষণে বিমল প্রেমে অনুরাগী ভক্তকে আপন বক্ষে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—ভাই! তোমায় কিছুই বলিতে হইবে না—আমি দূব হইতে সমগ্র অবলোকন কবিয়াছি—তোমার প্রতি শ্রীকিশোরীজীর পরম কৃপা বর্ষিত হইযাছে—তুমি হৃদয়ের গোপন কোণে তোমার এই দিব্যানন্দ চির দিন ধবিয়া বাখ! ইহা

বলিবার নহে—বলিবার জিনিষ নহে—ইহা নিত্য নিরবধি সম্ভোগ করিবার চিন্ময় ঐশ্বর্য্য !

উপরিউক্ত রসাস্বাদনের দিব্য পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলা যাইতে পারে যে পরমাত্মন দর্শন রূপ অতীন্দ্রিয় আনন্দ রসধারা—কান্তা ললনাগণের প্রাণের একান্ত গোপনীয় বিহার সুখ। বস্তুতঃ এমত স্বামী-সুখৈকমতি দিব্য ললনার অন্তরের মর্ম্ম ভাষা সম ভাব-বিশিষ্ট স্বজাতি ব্যতিরেকে অন্য কেহ যথাযথ অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। বলিতে কী—নবদ্বার রুদ্ধ করতঃ এই দিব্য রস সম্ভোগ করিতে হয় ইহা যে একান্ত গোপনীয় তত্ত্ব-কথা—তাহাই প্রসঙ্গতঃ কীর্ত্তিত করতঃ আচার্য্য উপদেশ হইল—

গোপীনীং গোপীনীয়ং গোপীনীয়ং তু সর্ব্বদা।

—ইহা যে অনন্য ভক্ত—অনন্য অনুরাগী ব্যতিরেকে—অন্য কাহারও নিকট বলিবার নহে—সেই কথার দিগ্দর্শন করাইয়া মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

ইহ ন কহিঅ সঠহী হঠ শীলহি।
জো মন লাই ন সুন হরি লীলহি॥
কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধীহি কামিহি।
জো ন ভজই অচরাচর স্বামীহি॥

অর্থাৎ—বোল না বোল না সখী এ কথা বোল না।
চিত্ত মন এক করি যে হরি কথা শুনে না॥
কামী ক্রোধী দুর্জ্জন রত মদ মান।
কিংবা লোভী পরদ্রোহী অথবা বিষাদ পরাণ॥
এ কথার যোগ্য নহে বলি বারবার।
যে না ভজে রঘুনাথ সব সিদ্ধান্তের সার॥
ভক্তের মরম কথা সদা গোপনীয়।
কর্ম্ম-যোগের অন্তরালে সদা রক্ষণীয়॥

বাস্তবিক মহারাজজীর অঙ্গে অঙ্গে দিব্য লীলা রসামৃত অবিরল প্রেম ধারায় চল চল গতিতে সদা প্রবাহিত—নিত্য ধ্যানমগ্ন যোগীর অনাহত নাদের রসোত্তীর্ণ প্রকাশ—মধুময় জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম নাম মহামঙ্গল—তাঁহার প্রতি রোমে সদাই উল্লসিত—শয়নে স্বপনে—এই দিব্য মাধুর্য্যমণ্ডিত সংরাধনে তাঁহার নিত্য জাগরণ! মহারাজজী আপন সেবকবরের বিমল সেবকতায় সদা পরিপূরিত—ইহাই বাস্তবিক তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যের চিন্ময় কারুণ্য উৎসব—ইহাই সদা প্রসন্নাত্মা মহামানবের জনজীবনে অমোঘ পদক্ষেপ!

চিত্রকূট ধামে মহারাজজীর আরোও দুই একটি চরিত্র কথা ভক্ত হৃদয়ে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল। মহাত্মার সেই করুণামৃত ধারার চিন্ময় রূপটি নিম্নে যথামতি কীর্ত্তিত হইতেছে।

চিত্রকূট ধামে নিবাস কালে একদা মহারাজজী ও উক্ত সীতারাম শরণ নামধেয় সাধুটি মন্দাকিনীর তটে স্ফটিক শীলায় উপবিষ্ট হইয়া শ্রীনামরসামৃতে নিমগ্ন ছিলেন। প্রেমের কণ্ঠে শ্রীযুগল রসামৃতের নাম-মঙ্গলে সমগ্র পরিবেশটি দিব্য আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়াছে—বস্তুতঃ সেই অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মণ্ডিত দিব্যানন্দে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ অচিরেই দেখা গেল যে রাত্রির অন্ধকারে সহসা একটি বৃহৎ সিংহ মহারাজজীর পদপ্রান্তে আসিয়া সুখে উপবিষ্ট হইল। মহারাজজী ও তাঁহার সাথী—দুই জনেই সিংহটিকে দেখিলেন—মহারাজজী ব্যাকুল প্রেমে সিংহের প্রতি কৃপাবলোকন করতঃ শ্রীনাম রসালয়ে পূর্ব্ববৎ নিমজ্জিত রহিলেন! পশুরাজটি মহৎ কৃপা প্রসঙ্গে আপন স্বভাব বিস্মৃত হইল এবং শ্রীনাম রসামৃত পানে তদ্গত চিত্ত হইয়া ধীরে ধীরে যেস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিল সেই স্থানেই পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিল!

মহারাজজীর অযাচিত কারুণ্যে হিংস্র পশুও তাহার স্বভাব ত্যাগ করিল—ইহাই মহৎ করুণার দিব্য মাংগলিক!

প্রসঙ্গক্রমে বলিবাব আছে যে মহারাজজী চিত্রকূট ধামে ধ্যান-যোগীর দিব্য সাধনে নিমজ্জিত থাকিবার সময় অনুরূপ আর একটি বিচিত্র বসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

একদা মহাব.জজী একটি শ্রীধাম নিবাসী প্রাচীন সন্তের গুহায গমন করেন। উক্ত সন্তটি মহারাজজীকে দর্শন মাত্র উল্লসিত হইয়া উঠিলেন—এবং সন্তটি অন্তবে অন্তরে মহারাজজীর দিব্য চরিত্র যথামতি অবগত হইযা তথা মহাবাজজীকে বিমল অধিকাবী জানিয়া এক দিব্য অভিজ্ঞতার রূপ দর্শন করাইলেন।

উক্ত অনন্য ধ্যানযোগী সন্তটি মহাবাজজীকে বলিলেন—সাধু! একটি আশ্চর্য্য অবলোকন কর। এই বলিযা সাধুটি দিব্য দশায় মহারাজজীব সাথে শ্রীনাম কীর্ত্তনে বত হইলেন—দুই প্রেমিক কণ্ঠে নাম উদ্গীত হইয়াছে—এবং তাহাব অমোঘ ফল স্বরূপ সমগ্র পরিবেশটি পরানন্দে ওতপ্রোত হইযাছে—দুইজনেই বিমলা আনন্দে লয়লীন! এইরূপে কিছুক্ষণ ব্যতীত হইলে—মহারাজজী দেখিলেন যে সেই প্রাচীন সন্তটির পার্শ্বে একটি বৃহৎ সিংহ মুদিত চক্ষু হইযা শ্রীনাম কীর্ত্তন শুনিতেছেন!

উক্ত সন্তটি প্রসঙ্গতঃ মহারাজজীকে বলিলেন—ভাই! এই সিংহটি প্রত্যহ আমাব গুহায় আসিয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করে—এই পর্ব্বতে ভোজন বা জল কিছুই নাই—কী জানি সিংহটি কী খাইযা জীবন ধারণ করে!

মহারাজজী উক্ত প্রাচীন সন্তের ভক্তি ভাবোজ্জ্বল চিত্রটি যথাযথ আস্বাদন করতঃ অনন্য ভাবভক্তির তথা ভজন মার্গেব চিন্ময় রূপরেখা দর্শনে পরানন্দ প্রাপ্ত হইলেন!

মহারাজজীর চিন্ময় সান্নিধ্যে চিত্রকূট ধামে দুগ্ধমতি নামক দিব্য সরিৎ ধারাটি সহসা পরানন্দে বিহ্বল হইল! কথিত আছে যে উক্ত

দুগ্ধমতি নদীতে শ্রীকিশোরীজী নিত্য স্নানলীলা করিয়া থাকেন ! মহারাজজী শ্রীকিশোরীজীর এই দিব্য চরিত্র আস্বাদন পানে চরিতার্থ হইবার বাসনায় একদা দুগ্ধমতির পাদদেশে সুখে উপবিষ্ট হইয়া বিমল কণ্ঠে শ্রীনাম রসামৃতে নিমজ্জিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে চক্ষের পলকের ন্যায় তাঁহার দুই দিন কীভাবে কাটিল তাহা তিনি টেরও পাইলেন না। তৃতীয় দিনে ঊষা লগ্নে সহসা সমগ্র পরিমণ্ডলের রূপ পরিবর্ত্তিত হইল— দেখিতে দেখিতে দুগ্ধমতির জলধারা সফেন দুগ্ধের রূপ ধারণ করতঃ কল কল ছল ছল শব্দে প্রবাহিত হইল—বিহঙ্গকূলের দিব্য কূজনে সমগ্র আকাশ বাতাস মুখরিত হইল—বায়ু মন্দ-মৃদু সুগন্ধিত হইল—দিব্য আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইল—এবং সেই অপূর্ব্ব রমণীয় লগনে অনন্ত রূপৈশ্বর্য্যমণ্ডিত এক দিব্য বালা নিজ সখীগণে পরিবৃত হইয়া দুগ্ধমতিতে স্নান কবিতে নামিলেন এবং বহুক্ষণ অবধি নানারূপ জলক্রীড়া করতঃ সহসা চারিদিক অরুণ আলোকে রঞ্জিত করিলেন এবং তৎপরে দেখিতে দেখিতে পুনরায় কোথায় মিলাইয়া গেলেন !

মহাবাজজী এই দিব্য দর্শনে প্রমুদিত হইয়া দুগ্ধমতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী জানকীজী জ্ঞানে প্রণাম করিলেন এবং তৎপরে তাহার দিব্য ধারা আকণ্ঠ পান করতঃ তৃপ্ত হইলেন।

এই প্রকার অনাবিল সুখে—শ্রীযুগল রহস্য রাগে অচিন্ত্য মাধুর্য্যরাশি ভুঞ্জন করতঃ চিত্রকূট ধামে মহারাজজীর দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল ! তাঁহার কথায়—তাঁহার দিব্য চরিত কীর্ত্তনে—সমগ্র চিত্রকূট মুখরিত হইয়া উঠিল। মহারাজজী এই লোকমর্য্যাদা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে বাঞ্ছা কবেন ! বস্তুতঃ তাঁহার অখণ্ড মাধুর্য্যসম্পন্ন দিব্য চরিত্র লোক পরম্পরায় বিজ্ঞাত হইলে—সন্ত চরিত্রে শ্রীকিশোরীজীর দিব্য কারুণ্য লীলা ব্যাহত হইবে—ইহা জগজ্জননীর অভিপ্রেত নহে। শ্রীকিশোরীজী আপন বালাকে—নব নব আনন্দে লালায়িত করিরবা

জন্মচিরে—অই এক নবীন বাসনা রূপে মহারাজজীর হৃদয়ে প্রকটিত হইলেন !

মহারাজজী সহসা চিত্রকূট ধাম ত্যাগ করতঃ শ্রীধাম অযোধ্যায় যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন ! অনুরাগী ভক্তবৃন্দ মহারাজজীর এই দিব্য বাসনার কথা অবগত হইয়া সহসা এক অচিন্ত্য বিরহ ব্যথায় জর্জ্জরিত হইলেন—তাঁহারা মহারাজজীর মুগ্ধ চরিতামৃত ধারায়—অনন্য ভজন-ভাবনার প্রাঞ্জল রূপ দর্শনে নিত্য নব নব আনন্দে বিচরণ করিতেন—এক্ষণে মহারাজজীর নূতন সংকল্পের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহারা বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজজী বিমল কথায় তাহাদের সান্ত্বনা প্রদান করতঃ একদা গভীর রাত্রে শ্রীধাম চিত্রকূট হইতে অযোধ্যা পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ! মুগ্ধ রজনীর বিমল চন্দ্রিকায়—বনানীর বিহ্বল সেবায়—চিত্রকূট ধামের অনর্ব্বচনীয় সুখ বিলাসে—তাঁহার এই দিব্য অভিসার নিত্য লোকের মহলে মহলে গীত সুধা রসে আপনি ক্ষরিত হইল !

সাত

অনন্য সাধকোত্তমের সমগ্র বাসনা—তাঁহার সমগ্র বৈভব - ভক্তি মহামণির অখণ্ড প্রকাশে নিত্য চর্চ্চিত ! বস্তুতঃ ভক্তি মহামণি আপন দ্বৈত রূপী সন্ত শিরোমণিকে নব নব ভাব-অনুরাগে রঞ্জিত করিবার বাসনায় বিচিত্র বিনোদকুঞ্জ বিরচন করিলেন ! মহারাজজী সেই দিব্য মার্গেই সদাই প্রধাবিত। শ্রীধাম মিথিলা হইতে চিত্রকূট এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় শ্রীধাম অযোধ্যায় মহাযাত্রা রূপ দিব্য ক্রমটি শ্রীবৈষ্ণবের অনন্য ভজনরূপী সেবা-মাধুর্য্যেরই চিন্ময় অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে যে অন্য

কিছুই নহে—তাহা বলিবার অধিক প্রয়োজন নাই—কারণ শ্রীবৈষ্ণব ও অনন্য সেবা মাধুর্য্য—এই দুইটি শব্দ নিত্য বাচ্য-বাচক সম্বন্ধে চির ওতপ্রোত!

মহারাজজী এই দ্বিতীয়বার শ্রীধাম অযোধ্যায় আগমন করিতেছেন—পূর্ব্বে দিব্য বালদশায় তিনি এই পরানন্দময়ী পুরী দর্শন সুখে ভগবৎ কারুণ্যের বিচিত্র অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন—এক্ষণে অযোধ্যায় শ্রীগুরু পরম্পরার চিন্ময় প্রসঙ্গ লাভের বাসনায়—তথা তাঁহাদের বিমল ভজনানন্দী ভাব নিচয়ের সম্যক পরিচয় লাভ হেতু মহারাজজীর হৃদয়ে বিমল প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছে। এই সুখময় বাঞ্ছা চরিতার্থ করণ হেতু তিনি শ্রীধাম পুরীতে ঋণমোচন ঘাটে অনন্ত শ্রীরামজীবন শরণজী মহারাজের আশ্রমে উপনীত হইলেন।

বহুদিন পরে—বহু বর্ষ পরে—ঋণমোচন ঘাটের দিব্য মহাত্মা তাঁহার মানস পুত্রকে অবলোকন করতঃ পরম প্রসন্ন হইলেন—এবং তাঁহার পদপ্রান্তে শায়িত সাধকবরকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করতঃ তাঁহাকে দিব্য আশীর্ব্বাদে ভূষিত করিলেন।

মহারাজজী বাল্যাবধি অনন্য সংযত চিত্ত মহাযোগী—তিনি বিনম্র সেবায় শ্রীগুরু পাদপদ্মের দিব্য কৈঙ্কর্য্যে আপন মুগ্ধ পরিচয় অঙ্কিত করিলেন—এবং দুই দিন দিব্য মহাত্মার বিমল প্রসঙ্গে সুখে ব্যতীত করতঃ তাঁহার চরণে আপন মনের বিমল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন! মহারাজজী কাতর নিবেদনে বলিলেন—হে প্রভু! শ্রীধাম অযোধ্যা পুরীতে শ্রীগুরু পরম্পরার সিদ্ধ পীঠস্থান দর্শন বাসনায় আপনার পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছি—এক্ষণে আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করুন।

অনন্য ভক্তের দিব্য বাঞ্ছায় মহাত্মা পরম প্রসন্ন হইলেন এবং একদা সুঅবসরে মহারাজজীকে সাথে লইয়া লক্ষ্মণকিলায় অনন্ত শ্রীজানকীবর শরণজী মহারাজের পদ প্রান্তে উপনীত হইলেন!

এই চিন্ময় যোগাযোগে মহারাজজীর বহুদিনের বাসনা সহসা বিমল বাস্তবে রূপায়িত হইয়া তাঁহারই নয়ন সন্মুখে যেন আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল—মহারাজজী আপন ইচ্ছার এই মুকুলিত রূপ দর্শনে সম্বিৎ হারা হইলেন—তাঁহার সমগ্র চিত্ত মন ব্যাপিয়া—শ্রীগুরু পরম্পরার দিব্য মহাত্মাবৃন্দ যেন আপনি বিস্তারিত হইলেন।

পণ্ডিতজী মহারাজের উজ্জ্বল মাধুর্য্যে সমগ্র পুরী দিব্য পুলকিত—সরল সন্ত শিরোমণির বিমল করুণা কিরণে কত সুকৃতশালী মঞ্জুল ভাব-দশায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন—বস্তুতঃ শ্রীমহাত্মার দর্শন মাত্রে মহারাজজীর হৃদয়সিন্ধু সহসা অকথ প্রেমে উথলিয়া উঠিল—তাঁহার অংগে অংগে ঢল ঢল হইল দীনার্ত্তের বিহ্বল শরণাগতি—দৃপ্ত কৈঙ্কর্য্য লালসায় তাঁহার নয়ন দুইটি সহসা আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল!

দুইটি দিব্য ভক্তের চিন্ময় পারম্পর্য্যে সমগ্র পুরী যেন আনন্দে বিগলিত হইল! পণ্ডিতজী মহারাজ নবাগত চিন্ময় বালককে দর্শন মাত্রে তাঁহার চিত্ত মুকুর অবলোকন করিলেন—পরাভক্তির চিন্ময় রূপরাশির ব্যাপক ঐশ্বর্য্যে—তাঁহাদেরই পরম্পরায় এই সাধকোত্তমের দিব্য আগমন! পণ্ডিতজী মহারাজ মনে মনে আপন ভাগ্যের প্রশংসা করতঃ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত নবাগত বালককে সাদর প্রেমে বক্ষে আলিঙ্গন করতঃ তাহাকে দিব্য কৃপাপীযূষ ধারায় অভিসিঞ্চিত করিলেন।

পণ্ডিতজী মহারাজ পরম প্রেমে দিব্য বালককে নিজ ভজন নিকুঞ্জে রাখিলেন এবং যে কয়দিন মহারাজজী তাঁহার দিব্য কৈঙ্কর্য্যে সুখাসীন ছিলেন সেই সময় প্রত্যহ তাঁহার সহিত দিব্য ভজন বার্ত্তায় চিন্ময় বিনোদ করিতেন। লক্ষ্মণকিলার সমগ্র ঐশ্বর্য্য দর্শনে মহারাজজী সদাই পুলকিত চিত্ত—তিনি এক্ষণে পণ্ডিতজী মহারাজের পরম কৃপা পাত্র তথা তাঁহার পরম গুরু অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজকে দর্শন বাসনার কথা বিনম্র বচনে পণ্ডিতজী মহারাজের পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন। পণ্ডিতজী

মহারাজ বালকের শ্রদ্ধায় পরম প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। মহারাজজী অতঃপর সুঅবসরে সরযূতটে অনন্ত শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজের কৃপা পীযূষধারে ভূষিত হইয়া আপনার অশেষ ভাগ্য সুধন্য করিলেন!

অখণ্ড মাধুর্য্য সম্পন্ন শ্রীরামবল্লভা শরণজী মহারাজও দিব্য সাধকের চিন্ময় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া উল্লসিত হইলেন - এবং মহারাজজীকে আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। মহারাজজীর মুগ্ধ সেবায় মহাত্মা বিশেষ দ্রবিত হইলেন এবং মহারাজজীর দিব্য প্রেম পুনীত সুনিপুণ কৈঙ্কর্য্য আস্বাদন করতঃ পরম তৃপ্তি সহকারে একদা তাঁহাকে বলিলেন—বালক! তোমার দিব্য সেবায় আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি! এক্ষণে তোমায় একটি বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে। তুমি আমার নিত্য পাঠের নিমিত্ত মহামতি তুলসী বিরচিত বিনয় পত্রিকা নামক গ্রন্থরাজটি স্বহস্তে অনুলিখন কর—আমি তোমার হস্ত লিখিত গ্রন্থখানি নিত্য পাঠ করিতে বাঞ্ছা করি!

পরম গুরুর এই দিব্য কৃপা আজ্ঞায় মহারাজজী বিশেষ আনন্দিত হইলেন—তিনি মনে মনে আপন সৌভাগ্যরাশির বারবার বিজয় গাহিলেন এবং তৎপরে ভক্তরাজের পদপ্রান্তে বিনীত শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া সরযূ তটে একটি নিভৃত কুঞ্জে—আপন স্থান বিরচন করিলেন। মহারাজজী সেই নিভৃত কুঞ্জে—একাকী দিব্য ভজন-ভাবনায় প্রমুদিত হইয়া - মহাত্মা তুলসী কৃত বিনয় পত্রিকা নামক গ্রন্থরাজটি অনুলিখিত করিতে লাগিলেন—এবং দেখিতে দেখিতে ছয় মাস কালে মহারাজজীর দিব্য স্বর্ণাক্ষরে সমুদয় গ্রন্থটি বিরচিত হইল!

প্রসঙ্গতঃ বলিবার আছে যে মহামতি তুলসী কৃত বিনয় পত্রিকা নামক গ্রন্থরাজটি আপ্তকাম সন্ত সমাজের আচার্য্য গ্রন্থ বিশেষ! সমগ্র গ্রন্থটি আনন্দকন্দ, শ্রীরামের চিন্ময় করুণা প্রার্থনায় উৎসর্গিত—ইহা

অনন্য সন্তের বিমল নিবেদনে চির মণ্ডিত হইয়া—আনন্দকন্দের চিন্ময় আশীর্ব্বাদে যে ভূষিত হইলেন তাহা স্বয়ং পুরুষোত্তমের দিব্য বাণীতে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল। হনুমানজী প্রসঙ্গতঃ শ্রীরাম চরণে এই দিব্য গ্রন্থের কথা নিবেদন করিলে—শ্রীরাম পরম আনন্দোল্লাসে হনুমানজীকে বলিলেন—হে সেবক চূড়ামণি অঞ্জনীনন্দন! তুলসী কৃত বিনয পত্রিকা আমি বারবার পাঠ করিয়াছি। হনুমানজীর কৃপায় তুলসী প্রেরিত হইয়া এই দিব্য গ্রন্থ বিষয়ে যাহা বলিলেন-আনন্দকন্দের সেই করুণার চরিত্র মহামতি তুলসীর ভাষায় উল্লিখিত করিলে বলিতে হয়—

তুলসী অনাথ কী পরী রঘুনাথ হাথ সহী হৈ।

অর্থাৎ তুলসী বিরচিত বিনয় পত্রিকাখানি স্বয়ং রঘুনাথ সাদরে অঙ্গীকার করিয়াছেন!

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে—রঘুনাথ হাথ সহী হৈ—রূপী অনন্য সন্তের হৃদয় সর্ব্বস্ব বিনয় পত্রিকা গ্রন্থটি অনুলিখন করিলেন—স্বয়ং শ্রীকিশোরীজীর চিন্ময় করুণা বিগ্রহ শ্রীসিযারঘুনাথ শরণজী মহারাজ! বলা বাহুল্য মহারাজজীর বিমল সেবায় গ্রন্থরাজে এ যাবৎ যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল-ভগবৎ রসমাধুর্য্যে সেই বিমল কথা এক্ষণে দিব্য রূপ রেখায় চিন্ময় মাধুর্য্যে ঝলমল করিয়া উঠিল!

এই বিমল সেবা কার্য্যে মহারাজজী যে অটুট প্রেম নিষ্ঠার পরিচয় অঙ্কিত করিলেন বাস্তবিক তাহার কোনরূপ তুলনা নাই—দিব্য ধ্যান-যোগীর চিন্ময় পরাকাষ্ঠায় তাহা সতত উজ্জ্বল হইয়া রহিল!

এইরূপে শ্রীধাম অযোধ্যার সরযূ তটে মহারাজজী দুই বৎসর কাল একান্তে বিমল ভজন সুখ পান করিলেন! দেখিতে দেখিতে লোক পরম্পরায় তাঁহার মুগ্ধ মাধুর্য্যের পরিচয় সমগ্র শ্রীধামে ছড়াইয়া পড়িল—শ্রীধামের স্থানে স্থানে তাঁহার দিব্য কথা কীর্ত্তন করতঃ সন্তগণ পরম

তৃপ্তি লাভ করিতেন—মহারাজজীর দর্শন বাসনায় দিন দিন তাঁহার কুঞ্জে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ইহার জন্য মহারাজজীও মনে মনে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিলেন! তাঁহার হৃদয়ে নবীন ভাবের সঞ্চার হইয়াছে—মহারাজজী সেই দিব্য প্রেরণায় ব্যাকুলিত হইয়া শ্রীগুরু পদারবিন্দ দর্শন বাসনায় সমোৎসুখ হইলেন।

মহারাজজীর শ্রীসদ্ গুরুদেব অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ তখন সীতামাড়িতে সিদ্ধ বাবার আশ্রমে দিব্য ভজনানন্দে মগ্ন ছিলেন। মহারাজজী শ্রীরাম অযোধ্যায় এই সংবাদ যথাযথ অবগত হইয়াছেন। তিনি চিন্ময় বিরহ ব্যথায় কাতর হইয়া একদা প্রত্যূষে শ্রীরাম অযোধ্যা হইতে সীতামাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। দিব্য পুরী—এই অনন্য প্রেম রসিকার সহসা প্রস্থানে—অশেষ গোপ্য লীলার আপনার নয়নের জল কোনরূপে রোধ করিলেন। বাস্তবিক মহারাজজীর বিরহ ব্যথায়—পূর্ণ মহোৎসবের সমগ্র আয়োজন যেন এক নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

আট

স্বচ্ছ সলিলা লক্ষনা নদীর মোহন বাঁকে জগজ্জননী জানকীর দিব্য জন্মভূমি – সিদ্ধ পীঠস্থান চন্দ্রিকা সীতামাড়ি—অশেষ ভক্ত প্রাণারামের নিত্য নিকেতন। দিব্য ভজনানন্দ বিলাসিনী শ্রীকিশোরীজী একদা অদ্ভুত লীলা বৈচিত্র্যে আপন মানসপুত্র জনক রাজার মংগল ভবনে আপনি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন! জনকরাজ ও শ্রীশ্রীকিশোরীজীর বিমল সম্বন্ধটি অশেষ রহস্যালোকে চির পবিত্র। চিন্ময় জ্ঞান প্রবাহের মুক্ত ধারা হইলেন জনকনন্দিনী সীতা—জনক অর্থাৎ বিমল জ্ঞানের মুগ্ধ অন্তরালে সান্দ্রানন্দময়ী শ্রীকিশোরীজীর নিত্য নিবাস। বস্তুতঃ অনন্য বিষয়

প্রপঞ্চমুক্ত বিদেহরাজ জনকের এই গোপ্য চরিত্রের বিমল বন্দনায় মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

প্রনবউঁ পরিজন সহিত বিদেহু।
জাহি রাম পদ গূঢ় সনেহু॥
জোগ ভোগ মহঁ রাখেউ গোই।
রাম বিলোকত প্রগটেউ সোই॥

অর্থাৎ—সপরিকর জনকরাজে নমি বারবার।
শ্রীরাম চরণ পদ্মে যাঁর স্নেহ অবিকার॥
দিব্য যোগ ভোগের মাঝে করিয়া গোপন।
জনকরাজ সেবিলেন ভক্তি মহাধন॥
শ্রীরাম দর্শন মাত্রে তাহা হইল প্রকাশ।
নিগূঢ় চরিত্রের কহি এ গোপ্য বিলাস॥

সিদ্ধ বাবা ঐ অঞ্চলের প্রাচীন সন্ত! মধুর মুখমণ্ডলোপরি সুপক্ক গুম্ফ-শ্মশ্রু ও পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত অলকাবলীর মুগ্ধ বিলাসে তাঁহার সরসিত তনুখানি প্রেম ধারায় সততই সমুজ্জ্বল - নয়নদ্বয় বিমল কারুণ্য মণ্ডিত—যোগপূত শীর্ণ তনুখানি সর্ব্ব বাসনামুক্ত। লক্ষণা নদীর তটে একটি জীর্ণ কুঞ্জে মহাত্মা একাকী বাস করিতেন। বাস্তবিক এই করুণাময় দিব্য মহাত্মার সম্বন্ধে জনগণের কৌতূহলের শেষ নাই—লোক বলিত সিদ্ধ বাবা স্বয়ং জগজ্জননী জানকীর মানসপুত্র—জগন্মাতার সাথে সিদ্ধ বাবার নিত্য নানারূপ প্রেমালাপ হয়। এইরূপ অশেষ প্রকার লোক গাঁথায় সিদ্ধ বাবার প্রতি ভক্তগণের স্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রীতি আপনি ক্ষরিত হইত!

সিদ্ধবাবা ও শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ—দুইজন রসিকরাজ প্রায়

সমকালীন মহাত্মা—দুইজনেই শ্রীকিশোরীজীব নিত্য লীলাব সহচরী! বাস্তবিক এই দুই অনন্য প্রেমভিখাবিণীর নিজ কান্ত পদে প্রাণেব যে দৈন্য নিবেদন—তাহার অনুকথনে মহাকবিও মূক হইয়া যান। নির্ভরা কান্ত-কৈঙ্কর্য্যের অনুপম বৈচিত্র্যে দুই সখী ভাবে গদ্ গদ্—তাঁহাদেব নয়নে নয়নে প্রেমের অকথ কথন—অঙ্গে অঙ্গে দিব্য কান্ত সুরভি! বাস্তবিক এমত অনন্য কান্ত সুখৈকমতি সখীর দিব্য স্বভাবটির কথা উদ্গীত কবতঃ চৈতন্য চবিতামৃতকাব প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীব মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকাব লীলা যে কবয়।
নিজ কেলি হৈতে কোটি সুখ পায়॥

কান্ত ললনাব উপরি উক্ত ভাবটি 'দুলভসাবে' আবোও মর্ম্মন্তুদ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। 'দুল'ভসার' প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

নিজ অঙ্গ রূপে গুণে বৈদগ্ধীব সীমা।
অনন্য মমতা কবে নিরুপাধি প্রেমা॥
ইহলোক পবলোক খায় সর্ব্ব আগে।
নিষিদ্ধ করিয়া লোক বেদ বলে যাকে॥

কান্ত ললনাগণের দিব্য সেবাব ইহাই বাস্তবিক অবধি নহে! তাঁহাবা কান্তপদে সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়াও তৃপ্ত নহেন—তাঁহাদের এই অপরম্পরা সেবা-লালসার অভিব্যক্তিটি দিব্য আচরণে সহসা আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে—দ্বৈতের হৃদয়বীণ কান্ত চরণেব উদ্দেশ্য সহসা আপনি বাজিয়া উঠে! সেই দিব্য কান্ত কূজনের অনুপম রূপটিকে যথামতি প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

বন্ধু ! তোমার পীরিতি সুখ সাগরের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুল শীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥
তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব কী যাবে আমার॥
বাঁচি কিনা বাঁচি বন্ধু, থাকি কিনা থাকি।
অমূল্য ও রাঙা চরণ জীয়ন্তে যেন দেখি॥

সিদ্ধবাবা ও সিয়ালাল শরণজীর নিত্য সেবাগানে লক্ষণার তটে মহাত্মার জীর্ণ কুঞ্জখানি নিত্য গোবিন্দ লীলায় আনন্দে ডগমগ করিত—দিব্য দেহাতীত দশায় দুই মহাত্মা নিত্য বিহার সুখে রমণ করিতেন—তাঁহাদের মধুময় কণ্ঠের শ্রীনাম রসে সমগ্র পরিবেশটি অরূপ শোভায় ঝলমল করতঃ লোকে লোকে বিস্তারিত হইত।

সহসা এমত সময়ে তাঁহাদের কুঞ্জদ্বারে আর একটি নবীন প্রেমিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধকোত্তমের সর্ব্ব অঙ্গ চির প্রসন্নময়—তাঁহার দিব্য লাবণ্যে চিণ্ময় ভাবরাশির মুগ্ধ নৃত্যগীত—তাঁহার নয়নে শ্রীযুগল রসরাজের বিমল দ্যুতি। এই চিন্ময় রূপৈশ্বর্য্যের অনুপমছটায় নবানুরাগীর কুঞ্জে শুভাগমন হইল।

এই পরম সুকুমার নবাগন্তুকটিকে দর্শন মাত্রে সিদ্ধবাবা আনন্দে দুই বাহু বাড়াইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। মহাত্মার এই অযাচিত অনুরাগে মহারাজজীও মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং তৎপরে শ্রীগুরু পাদপদ্ম সেবায় সর্ব্ব মনস্কাম প্রাপ্ত হইলেন!

দীর্ঘ বার বৎসর পরে শ্রীগুরু শিষ্যের পুনরায় এই একান্ত মিলন! শ্রীগুরুর আদেশে মহারাজজী এই দীর্ঘকাল ব্যাপী একান্ত ভজনে ব্যতীত

করিয়াছেন—সময়ে সময়ে পরিক্রমাকালে—অথবা লীলা উৎসবে—মহাবাজজী শ্রীধাম মিথিলা বা অযোধ্যায় তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন সুখে যদ্যপি সুধন্য হইয়াছেন কিন্তু তৎপরে মহাবাজজী পুনরায় আপন ভজনকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—শ্রীগুরু সেবা-সুখের বিমল অবকাশ তখন লাভ করেন নাই।

এই দীর্ঘ অবকাশে মহাবাজজী সর্ব্ব সাধনোত্তর চিন্ময় প্রকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে বিমল জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সরসিত ধারা—তাঁহার বক্ষে ভক্তি মণিহার—তাঁহার নয়নে চিন্ময় প্রেমের মুগ্ধ বারতা। মহাবাজজী দিব্য লোক চরিত্রে যে সিদ্ধ সেবকতায় পূর্ণকাম হইয়াছেন—ত্রিকালজ্ঞ ঋষি—অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী তাহা আপন কৃপাপাত্রের দর্শন মাত্র মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ অনুভব করিলেন।

বাস্তবিক প্রেমলতা ও প্রেমমঞ্জরীর সার্থক মিলন· উজ্জ্বল ভাগবত রসধারায় এই দুইটি মহান চরিত্র বিমল বৈচিত্র্যে—একে অন্যের নিরন্তর সাথী—শ্রীগুরু-শিষ্য নিত্য সম্বন্ধে—একজন হইলেন নিত্য স্বামী অপরে হইলেন তাঁহার অনুপম দ্বৈত।

সিদ্ধবাবার আশ্রমে মহাবাজজী সাত দিন—দিব্য ভজন-পুলকে—সুখে অতিবাহিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সিদ্ধবাবার আশ্রম হইতে শ্রীগুরু-শিষ্যের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল! সিদ্ধবাবা দুইটি বরদ হস্ত প্রলম্ব করতঃ এই মুগ্ধ জাতানুরাগীকে বার বার আশীর্ব্বাদ করতঃ বলিলেন—হে সৌম্য সুখনিধি! তোমার অঙ্গ সুপ্রসন্ন—তোমার চরিত সুপ্রসন্ন। মধুময় তব প্রেম বর্ত্তিকা—মধুময় তব দিব্য সঙ্গ—মধুময় তব অনন্য মাধুর্য্য। শ্রীকিশোরীজীর দিব্য প্রসাদে তোমার মহান চরিত্র অশেষ প্রেমালোকে নিত্য সমুজ্জ্বল হউক—ইহাই আমার শ্রীগুরু পাদপদ্মে বিনীত প্রার্থনা!

নয়

আচার্য্য শিবোমণি শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ—আপন মানসপুত্র মহারাজজীকে সাথে করতঃ দিব্য নামপুরী শ্রীকাশীধামে উপনীত হইলেন এবং কাশীর দক্ষিণে নাগোয়া অঞ্চলে মহাত্মা তুলসীদাস প্রতিষ্ঠিত হনুমানজীর মন্দির সংকটমোচনে গমন করিলেন। মন্দিরের সিদ্ধ দেবতার আপাদ মস্তক সিন্দুব লিপ্ত--তাঁহাব এক হস্ত সর্ব্ব শঙ্কা বিনাশন-কারী রূপে দিব্য উত্তোলিত—অপর হস্তটি সন্তগণের নিত্য সেবায় বিরাজিত—নয়ন দ্বয় দিব্য কারুণ্য বসে ঝব ঝর—মুখমণ্ডল অনন্ত বীর্য্য ও চিন্ময় শক্তিব মহাপ্রকাশে সতত উল্লসিত—বিমল অভয় ব্যঞ্জক স্ফুরিতাধর ভক্তগণেব সর্ব্ব কামপ্রদ—সমগ্র রসময তনুখানি শ্রীসিয়ারাম নামামৃতে উদ্ভাসিত !

বাস্তবিক হনুমানজীর এই চিন্ময় বীর-বিগ্রহ দর্শনে ভক্ত কণ্ঠে অবিরল ধারায় ঝরিয়া পড়ে সিদ্ধ দেবতার মুগ্ধ বন্দনা গীতি ! প্রেমের কণ্ঠে ভক্ত হৃদয়ের এই সুখানুভূতিটিকে প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

কুন্দন ললাম ক্রীট কুণ্ডল তিলক দিব্য
বাঁকী ভৌহ পিংগ তেজ ভরপুর হৈ।
বাল রবি লালিমা লজাওন কপোল লাল
লাল চারু চিবুক জো কীন্থ বজ্র চুর হৈ ॥

বজ্র মুখ, বজ্র রদ, বজ্র উর, বজ্র ভূজ।
বজ্র নখ, বজ্র তন লসত সিঁদুর হৈ ॥
ললিত লংগুরসে লপটি দলৈ ক্রুরণকো
স্মরণমে সুর মহাবীর মশহুর হৈ ॥

সুকৃত বিরাগ যোগ জ্ঞান ও বিজ্ঞান
সর্ব্ব কালকে নিধান কাব্য নাটক সে দক্ষ হৈ ।
অর্থ ধর্ম্ম কাম মোক্ষ দেতে সদা সেবক কো
নাম কলিকালমে বিশেষ কল্পবৃক্ষ হৈ ॥

হরৈ জো অলক্ষ্মী ভরৈ লক্ষ্মী করৈ বুদ্ধি স্বচ্ছ
মারি প্রতিপক্ষিণকো রাখৈ জন পক্ষ হৈ ।

দানব ভূত প্রেত যক্ষ রাক্ষসকে ভক্ষিবে কো
বক্ষিবেকো বাল লাল প্রত্যক্ষ হৈ ॥

অর্থাৎ—কী কব—কী কব রূপ অতীব মধুর ।
ক্রীট কুণ্ডল তিলক সকলি দিব্য সমধুর ॥
মদন মোহন চাপ দিব্য ভ্রূ যুগল ।
তেজ বীর্য্য ভরা সদা নয়ন পিঙ্গল ॥
গণ্ড কপোল কথা কী আর বলিব ।
ঢল ঢল রক্ত রাঙা পদ্ম কলি ইব ॥
অরুণ রবির বাগ হেরি সে মাধুরি ।
লজ্জা পেয়ে দূরে গেল আপনি ধিক্কারি ॥

অঙ্গে অঙ্গে দিব্য তেজ কী কব অপার ।
কোটি বজ্র সম শক্তি পরম উদার ॥
বজ্র মুখ, বজ্র উর, বজ্র দন্ত আর ।
বজ্র ভূজ, বজ্র তন, বজ্র নখধার ॥
এ সকল দিব্য অঙ্গ সিঁদুর লেপনে ।
শ্রীরাম রসে নৃত্য করে সদা রাম গানে ॥

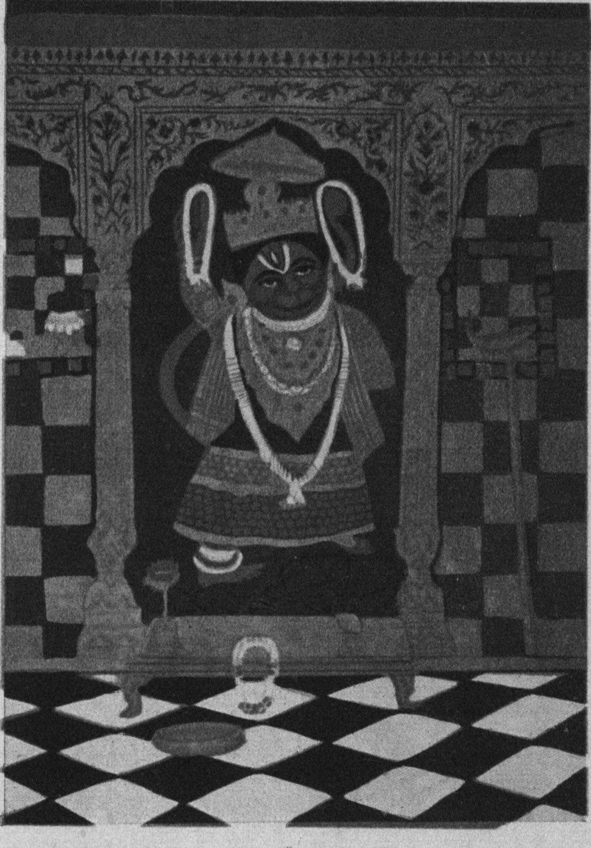
লাঙ্গুল রসাল অতি দিব্য অনুপম।
অনন্ত শকতি ধাম চিন্ময় পরম॥
খলমতি দুষ্টগণে করিয়া বিনাশ।
লাঙ্গুল সুরক্ষা করে ধর্ম্মের বিলাস॥
বীর হ'তে অতি বীর পরম সুধীর।
এই হেতু কপিরাজ বিখ্যাত মহাবীর॥

জ্ঞান-যোগ কর্ম্মের হয় দুর্লভ নিধান।
কাব্যকলা লোকনাট্যে বিজ্ঞানী প্রধান॥
না চাহিতে দেয় সদা চতুবর্গ জনে।
কলিকালে কল্পবৃক্ষ বেদ সদা ভনে॥
কুমতি করিয়া দূর চিত্তে ভরে সুমতি সরস।
বুদ্ধি স্বচ্ছ করি দেয় বিমল হরষ॥
প্রতিকূল বিঘ্ন নাশি সদা ভক্তের রক্ষক।
জননী শিশুর যথা বিমল শিক্ষক॥
ভূত প্রেত পিশাচগণে করি বিধ্বংস।
অঞ্জনা নন্দন সদা রাখে হরিবংশ॥

বাস্তবিক সংকটমোচন মহামন্দিরে প্রবেশ মাত্রে হনুমানজীর দিব্য প্রসাদে ভক্তের হৃদয় অযাচিত আনন্দে আপনি নৃত্য করিতে থাকে—সিয়ারাম নাম রসোজ্জলে তাহার চিত্ত-মন আপনি ডগমগ করিয়া উঠে—ভক্তও কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায় শ্রীনামানন্দে মাতিয়া উঠেন!

মহারাজজীকে সাথে লইয়া সিদ্ধ মহাত্মা সিয়ালাল শরণজী কাশীর এই নির্জ্জন ভজন নিকুঞ্জে যথা সময়ে উপনীত হইলেন! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে সংকটমোচন মন্দিরের চারিদিকে দিব্য তরুলতা তথা পুষ্পিত

জয় জয় জয় জয় মারুতি নন্দন জগ বন্দন অভিরাম।
জয় দীনবন্ধু হরণ অমংগল জয় জয় পূরণকাম॥



শ্রবন সুজসু সুনি আয়উঁ প্রভু ভঞ্জন ভব ভীর।
ত্রাহি ত্রাহি আরতি হরণ সরণ সুখদ মহাবীর॥

পাদপে পরিবৃত স্নিগ্ধ বনানী—স্থান একান্ত নিরালা—সন্নিকটে কোন লোকালয় নাই বলিলেই চলে—আপ্তকাম বৈরাগীগণের সিদ্ধ তপোভূমির চিন্ময় প্রতীক বিশেষ! মহারাজজীর দিব্য আগমনে সমগ্র বনালয় সহসা উল্লসিত হইয়া নীরবে—প্রাণে প্রাণে হুলুধ্বনি করিল—মুক্ত বিহঙ্গগণ দিব্য কূজনে আনন্দ-লাজ পরিবেশন করিল—সন্তগণের চিন্ময় উল্লাসে মন্দিরটি শ্রীনাম রসে মুখরিত হইল—হনুমানজী বরদ হস্তে তাঁহার এই নবীন পূজারীকে যেন সাদরে বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন।

মন্দিরে মহারাজজী ও সিযালালজীকে লইয়া মাত্র চারিটি মূর্ত্তি! রস-রসিকাচার্য্য সিয়ালালজীর মধুময় কণ্ঠে সিযারাম নাম-মঙ্গলে—মন্দিরেব সিদ্ধ দেবতা হনুমানজী সততই জাগ্রত। ভক্তবৃন্দ এই সন্ত শিরো-মণিকে হনুমানজীর অবতার জ্ঞানে পূজা করিতেন! বাস্তবিক অনন্য বৈরাগ্য-দীপ্ত শ্রীসিযালাল শরণজী মহারাজ সর্ব্ব লক্ষণে শ্রীরামভক্তির নিষ্কাম ববদূত।

এক্ষণে—অখণ্ড মাধুর্য্যে—তিনি তাঁহাব দিব্য মানসপুত্র অনন্ত শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজীকে এই মহামন্দিবে আনিযা—সমগ্র পরিবেশটিকে নবীন আনন্দে পুনঃ সঞ্জীবিত করিলেন এবং একদা শুভ লগ্নে আপন প্রিয় পাত্রকে সংকট মোচন মহাবাজজীব দিব্য সেবায় অর্পণ করতঃ বলিলেন—হে প্রাণপ্রিয় বালক! তুমি দীর্ঘ বার বৎসরকাল একান্ত ভজন-ভাবনায় চিন্ময় ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়াছ—তুমি সিদ্ধ সেবকতায় পরম নিপুণ! এক্ষণে তুমি আর অন্যত্র কোথাও গমনাগমন না করতঃ—এই মন্দিবে হনুমানজীর সেবায় নিমগ্ন হও—হনুমানজীর দিব্য প্রসাদে নব নব আনন্দে তুমি যে অচিরেই নিমজ্জিত হইবে—তাহাতে সন্দেহ নাই! হনুমানজীব পূজা—হনুমানজীব ধ্যান—হনুমানজীর লীলামৃত পান—হনুমানজীর আরতি এবং সর্ব্বোপরি হনুমানজীর প্রাণাধিক প্রিয়

মধুময় সিয়ারাম নাম ভজন কীর্ত্তনে—তোমার দিব্য চরিত প্রেমে প্রেমে উদ্ভাসিত হউক—ইহাই কিশোরীজীর মুদিত বাঞ্ছা!

সহসা মহারাজজী শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই দিব্য করুণায় বিমুগ্ধ হইলেন—মন্দিরে প্রবেশমাত্রেই তাঁহার মনে যে দিব্য বাসনাটি সহসা জাগ্রত হইয়াছিল—তাঁহার সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অবগত হইয়া—বিচিত্র লীলায় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন! মন্দিরে প্রবেশমাত্রেই এক অলৌকিক রূপ রহস্যে মহারাজজী অভিভূত হইয়াছিলেন! শ্রীরাম ভক্তির অখণ্ড ভাণ্ডারী হনুমানজী—মহারাজজীর চিরন্তন সাথী—তাঁহার প্রাণের নিত্য দেবতা—হনুমানজী তাঁহার সর্ব্ব মঙ্গল দাতা! মহারাজজী আজ বহুদিন পরে তাঁহার নিত্য সাথীর দিব্য লীলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহাই মহারাজজীর জীবন—ইহাই তাঁহার সর্ব্ব সুখের চিন্ময় আধার।

মহারাজজী এক্ষণে পঁচিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন—বিগত বার বৎসরকাল মহারাজজী দিব্য ধ্যানযোগ অবলম্বন করতঃ চিন্ময় একাগ্রতায় সুসিদ্ধ হইয়াছেন—এক্ষণে এই দুরন্ত যৌবনে মহারাজজী পুনরায় মহামৌনীর বিমল জীবনে প্রবিষ্ট হইলেন। বাস্তবিক তাঁহার সমগ্র জীবনটি অবিরল ভজন-মৌন দশায় ব্যতীত হইয়াছে। শ্রীগুরু প্রসাদে মহারাজজী এক নিমেষে সমগ্র সাধন পারংগত হইয়া দিব্য লীলা-প্রবিষ্ট দশায় মহাযোগীর মুগ্ধ চরিত্র অঙ্কিত করিলেন!

অতঃপর সংকটমোচন মন্দিরে মহারাজজীর দিব্য জীবন আরম্ভ হইল। হনুমানজীর সাথে তাঁহার নিত্য নব নব লীলা—তাঁহার নিত্য প্রমোদ! মহারাজজী দিব্য সেবকের অপতিত নিয়মে হনুমানজীর মুগ্ধ করুণার বরুণালয়ে নিত্য ভাসিয়া চলিলেন!

হনুমানজীর অষ্টযাম সেবায় মহারাজজী সততই প্রমুদিত—হনুমান জীর বিশ্রাম ক্ষণে মহারাজজী তাঁহার দ্বারদেশে প্রণত চিত্তে উপবিষ্ট

হইয়া শ্রীরামায়ণ গানে সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত করিতেন! বস্তুতঃ মহারাজজী দিবস রাত্রে সদাই জাগ্রত—নিত্য সেবায় সদাই প্রমুদিত! বলা বাহুল্য যে সেবাধর্ম্ম অত্যন্ত সুকঠিন—অনন্য ভক্ত ব্যতিরেকে—এই দিব্য মার্গে কেহ বিচরণ করিতে সক্ষম নহেন—সেবক একাধারে মহা যোগী—মহাতপী—মহা ব্রতী—মহা ত্যাগী—মহাজ্ঞানী—মহা প্রেমিক! অর্থাৎ সিদ্ধ সেবক দর্শনে সদা সুন্দর—কর্ম্মে সুদক্ষ—বিজ্ঞানে প্রবীণ—ত্যাগে সুসিদ্ধ—আচরণে পরম পবিত্র—অন্তর ও বাহিরে সতত মধুর! মহারাজজী অনন্য সেবকের সর্ব্ব লক্ষণে যে সতত প্রমুদিত—তাহা বলিবার অধিক প্রয়োজন নাই।

মহারাজজীর লৌকিক সেবাধর্ম্মের সামান্য পরিচয় উদ্‌গীত করিলে প্রসঙ্গত: বলিতে হয় যে রাত্রের তৃতীয় যাম নিত্যকৃত্য সমাপন করতঃ মহারাজজী মহামংগলময় সিয়ারাম নাম কীর্ত্তনের সাথে সাথে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ সহ সমগ্র মন্দিরটিকে সুমার্জ্জন করিতেন—তৎপরে মন্দির সংলগ্ন পুষ্পিত কানন হইতে তুলসীদল ও কুসুম চয়ন করিতেন।

মহারাজজীর সুমধুর কণ্ঠের মুগ্ধ আকর্ষণে দেখিতে দেখিতে মন্দিরের অন্যান্য সন্তবৃন্দ জাগ্রত হইতেন এবং তৎপরে সকলে একত্র হইয়া মহারাজজীর সাথে মধুময় সিয়ারাম নাম কীর্ত্তনের পর হনুমানজীর প্রাতঃকালীন মংগল আরতি গাহিতেন। বীণ ও মৃদঙ্গ সহ অনন্য ভক্ত-কণ্ঠের চিন্ময় ধ্বনির দিব্য পরশে সমগ্র পরিবেশটি আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিত—মন্দিরের দেবতাও যেন সেবকের সমগ্র আরতি সাদরে অঙ্গীকার করতঃ তাঁহাকে দিব্য কৃপায় ভূষিত করিতেন! বাস্তবিক মহারাজজীর প্রাণের প্রার্থনা—মন্দির প্রাঙ্গণে যেন নাচিয়া ফিরিত—মনে হইত যেন সেই শুভ অবসরে সমগ্র দিক দেশ কাল মহারাজজীর কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আনন্দে গাহিয়া উঠিত—

জয় হনুমন্ত সুমংগল রূপ, অমঙ্গল গঞ্জন, সজ্জন প্যারো।
অঞ্জনী নন্দন, প্রভঞ্জন রঞ্জন, কেশরী লাল মহেশ দুলারো॥
ভানু গরাংশক, লোক প্রকাশক, ত্রাস বিনাশক দাস আধারো।
পিঙ্গল লোচন, সংকট মোচন, বেগি হরো প্রভু শোচ হমারো॥

জয় বজরঙ্গ মহাভট ভীম, মহানল তেজ প্রতাপ অপারো।
জ্ঞান বিজ্ঞান, বিধান নিধান, মহাকবি সর্ব্ব সুজান উদারো॥
আঠৌ সিদ্ধি নবনিধি-দায়ক, বিশ্ব প্রসিদ্ধ প্রভাব তিহারো।
পাহি বিনয় সুনিয়ে ঋণমোচন, বেগি হরো প্রভু শোচ হমারো॥

সিন্ধু উলঙ্ঘন, সিংহিকা মার্দ্দন, লঙ্কিনী মারণ শংক নিবারো।
বাগ উজারন, অক্ষ পছারণ, লংক কলংককো জাবণ হারো॥
সিয়া সুখ ঠারণ, দুষ্ট বিদারণ, লক্ষ্মণ প্রাণ উবারণ বারো।
পাহি বিনয় সুনু বন্দনীয় মোচন, বেগি হবো প্রভু শোচ হমারো॥

জয় মহীরাবণ, সৈন সংহারণ, রামকে সংকট মে রাখোয়ারো।
দীন উধারণ, কাজ সুধারণ, সাধুকো কারণ কো তনুধারো॥
আধি ও ব্যাধি দলোঁ বজরঙ্গ দয়া করি মোহি নিহারো।
পাহি বিনা সুনিয়ে ভ্রম মোচন, বেগি হরো প্রভু শোচ হমারো॥

বাস্তবিক অনন্য ভক্তের প্রাণের কী কাতর ক্রন্দন—হে রামদাস অঞ্জনীনন্দন! হে কেশরী কিশোর! তুমি আমার সর্ব্ব শোক হরণ করো! অনন্য ভক্তির কনক বিগ্রহে যাঁহার দিব্য সংসার ভ্রমণ— তাঁহারই শ্রীমুখে এমত উদার প্রার্থনা শোভা পায়! বস্তুতঃ ইহাই মহারাজজীর প্রার্থনার শেষ নহে—দিব্য প্রার্থনার অন্তিমে মহারাজজী সাশ্রু নয়নে হনুমানজীর পদতলে পতিত হইয়া গাহিতেন—

মোহি তো ভরোস হনুমান হরি ভাতিন সো
করহু দয়া কী কোর মোতন নিহারি হৌ।
শরণ গয়েতে কাহু ন বিসারো নাথ
চরণ গয়েতে কাহু কৈসো কো বিসারি হৌ॥

অর্থাৎ—আমার ভরোস প্রভু তুমি ত জান দেব
সংকট মোচন দিব্য দয়া ধাম রে।
করুণা সরস ঠাঁরে ফিরায়ো বারেক আঁখি
কোলে তুলে নাও প্রভু এ দীন সন্তানে রে॥

তোমার শরণে যে গিয়াছে ত্যজিয়া ছল
তাহাকে তুমি তো দেব ভুল নাই কভু রে।
এবে চরণে পড়িল যে কাতর ক্রন্দনে
কেমনে তাহাকে তুমি করিবে অন্তর রে॥

এই প্রাতঃকালীন মংগল আরতির পর মহারাজজী মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিতেন এবং তৎপরে দিব্য বিগ্রহের স্নান-শৃঙ্গার—পুষ্প মাল্য গন্ধ লেপন—তথা পূজার্ঘ্য-ভোগ আরতি নিবেদন করিতেন এবং তৎপরে মন্দির দ্বারে সুঠাম ঋজু ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট হইয়া রসনায় সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে হনুমানজীর পরম প্রিয় গ্রন্থ মহাত্মা তুলসীকৃত শ্রীরামচরিত মানস—অখণ্ড দৃষ্টি সম্পাতে পাঠ করিতেন! এইরূপে দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইত—এবং মধ্যাহ্নে হনুমানজীর ভোগ নিবেদিত হইলে - মন্দির দ্বার রুদ্ধ করতঃ সামান্য প্রসাদ গ্রহণে সুতৃপ্ত হইতেন!

দেখিতে দেখিতে অবিরল ভগবৎ স্মরণে তাঁহার মধ্যাহ্ন সময় উত্তীর্ণ হইত এবং বেলা তিন ঘটিকায় পুনরায় শুদ্ধ বসন পরিধান

করতঃ হনুমানজীর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন! মহারাজজী এই সময় সুমধুর কণ্ঠে হনুমানজীর নিকট তুলসী কৃত রামায়ণ কীর্ত্তন করিতেন! অনন্য ভক্তের দিব্য সেবায় পুলকিত হইয়া সিদ্ধ দেবতা যেন স্বশরীরে মহারাজজীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেমাকুল নয়নে তাঁহারই দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি দান করিতেন। বিচিত্র ভাগবৎ কথায়—শ্রোতা ও বক্তা উভয়েই যেন একই রসামৃতে নিমজ্জিত হইতেন।

সন্ধ্যায় মন্দিরের অপর দুইটি সেবকের সাথে মহারাজজী—বীণ-মৃদঙ্গ ও করতাল সহকারে দিব্য প্রেমোল্লাসে মধুময় জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম নাম কীর্ত্তনে সমগ্র আকাশ-বাতাস মুগ্ধ ছন্দে নন্দিত করিতেন।

দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল এইরূপে আনন্দ সহকারে কীর্ত্তন হইত—ভক্তগণ অনাবিল সুখে শ্রীনাম রসালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া—প্রাণপ্রিতম সীতারামের দিব্য কৈঙ্কর্য্যে সমাশ্রিত হইতেন।

শ্রীনাম কীর্ত্তনের পর পুনরায় ভোগ আরতি এবং তৎপরে হনুমানজীর শয়ন কুঞ্জ বিরচন করতঃ মহারাজজী রাত্রি এগারটায় মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিতেন এবং তৎপরে মুগ্ধ চিত্তে নিজ আসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। গভীর নিশীথ রাত্রে সদা-জাগ্রত মহাভাগবৎ কী গোপ্য লীলায় আপন সুখে আপনি ব্যতীত করিতেন—ভগবৎ পথচারীগণের নিকট তাহা চিন্ময় প্রাণের দুর্লভ বস্তুতে চির পর্য্যুসিত হইয়া রহিল!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই সমগ্র সেবাকার্য্যে মহারাজজীর অখণ্ড তন্ময়তা সমগ্র সাধক সমাজে চির আদর্শ হইয়া রহিল—সদা লীলা-প্রবিষ্ট মহাযোগীর সমগ্র চিত্ত-মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামের—এই সেবা একান্ত অনুপম—ইহা অনন্য সান্দ্রানন্দ মণ্ডিত!

বস্তুতঃ তাঁহার সমগ্র সেবা আচরণটি চিন্ময় পরমার্থ তত্ত্বের সুরভিত কুসুম সম—দিব্য প্রেম বর্ত্তিকার মুগ্ধ শিখা সম—তাঁহার সদা সংযত চিত্ত—সংযত বাক—তাঁহার সমগ্র আচরণই মুনিমন বিমোহনকারী দুর্লভ মর্য্যাদায়

পরিমণ্ডিত—মহারাজজী যেন শরীরেব নব দ্বার রুদ্ধ করতঃ দিব্য একাগ্র-তায় ভগবৎ সেবা করিতেন! তাঁহার হৃদযের গোপন প্রেম—অন্য কেহ টের পাইতেন না—অন্তরে অন্তরে মহাত্মা নিত্য সুখে লীলায়িত হইয়া—দিব্য লোক চরিত্র অনুগমন করিতেন! মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন বাসনায় যাহারা আসিতেন তাঁহার মহারাজজীর চিন্ময ভাগবৎ তনু দর্শন করতঃ বিমুগ্ধ হইতেন—কিন্তু মহারাজজী সদা জাগ্রত সাবধানী শ্রীবৈষ্ণব—তিনি দিব্য সেবাকার্য্যে সদা নিরত হইয়া—ভক্তবৃন্দকে যথোচিত সম্মানে আপ্রিত করিতেন এবং তাঁহাদের দিব্য প্রসাদ বিতরণ করিতেন!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহারাজজীর এই অষ্টযাম সেবাকার্য্যে—একসাথে লৌকিক ও পারলৌকিক সমগ্র লীলাই সাধিত হইত—অর্থাৎ তাঁহার সমগ্র লৌকিক ও পারলৌকিক জীবন একরস চিন্ময় সেবাধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইত! মহাবাজজীর দিব্য দৃষ্টিতে সামান্য ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করতঃ আকাশ-বাতাস অবধি একই সেবামূর্ত্তিতে রূপায়িত হইত! তাঁহার অখণ্ড চিন্ময়তার এতটুকু অবকাশ ছিল না—মন্দিরের সামান্য ধূলিকণা অবধি তাঁহাব লক্ষ্যের বাহিরে যাইত না—কোনরূপ ব্যবস্থার এতটুকু ত্রুটি থাকিত না—পুষ্পপাত্রগুলি তথা পূজোপকরণগুলি তাঁহার দিব্য·সেবায় সদাই আনন্দে ঝলমল করিত!

বস্তুতঃ মহারজজী ভগবৎ সেবাকার্য্যে সুপারংগত হইয়া ধরণী সুশোভিত করিয়াছিলেন—তাঁহার দিব্য ভাগবৎ তনুতে তিলক-কণ্ঠী এমত উজ্জ্বল শোভায় বিরাজ করিতেন যে তাহাব দর্শনে মোহমুক্ত আত্ম-জ্ঞানী ঋষিও মোহপ্রাপ্ত হইতেন! বলিতে কী তাঁহাব দিব্য ললাটে শ্রীরামানন্দী তিলক সাজ—দিব্যানন্দে যেন আপন মাধুর্য্য আপনি ব্যক্ত করিত—সমগ্র তিলক সাজটি যেন শ্রীসীতারামের মূর্ত্ত বিগ্রহ সম তাহার অঙ্গে শোভা পাইত! মহাবাজজীব চিববাস ও সামান্য উত্তরীয়টি দিব্য পবিত্রতায় সদাই ঝলমল কবিত। তাহার অপাপবিদ্ধ সচ্চিদানন্দময়

সরসিত লীলতনুখানি অখণ্ড ভক্তি চন্দ্রিকায় সদা প্রোজ্জ্বল ছিল—চির ভাস্বরতায় সদা প্রাণবন্ত ছিল! বস্তুতঃ মহাভাগবতের সদা জাগ্রত অবস্থায় কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না - মহাবাজজীর এই সকল দিব্য চরিত্রগুলি—অনন্য সেবার চিন্ময় অঙ্গ রূপে—সাধক সমাজের চির উপাস্য হইয়া রহিল!

দশ

এদিকে বহুদিন পরে মনের মানুষ পাইয়া মন্দিরের সিদ্ধ দেবতার আনন্দের শেষ নাই—দিব্য লীলা চরিত্রে তিনি ভক্ত হৃদয়ে আপন সুখরাশি বিস্তার করিতে লাগিলেন! চিন্ময় সেবক ও সেব্যের রসান্বিত সম্বন্ধে—দুইটি আপ্তকাম হৃদয় একে অন্যের মাঝে পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হইলেন! মহারাজজী শ্রীবিগ্রহের সদা করুণা সরস বিলোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ—তাঁহার চিন্ময় বাঞ্ছাগুলি অবগত হইতেন এবং মুগ্ধ বাৎসল্য-ঔদার্য্যে হনুমানজীব ক্ষুৎ-পিপাসা ভজন-শয়ন রূপ দিব্য কৈঙ্কর্য্য-গুলি সুখে পালন করিতেন!

বস্তুতঃ অনন্য সেবক—নিত্য সেবা কৈঙ্কর্য্যে সেব্যের সর্ব্ব ভাব—সর্ব্ব লীলা অবলীলাক্রমে বিদিত হইয়া ইষ্ট সুখসম্পাদনার্থে তৎ তৎ কার্য্য সাধিত করেন—সেবক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেব্যের সুখ বিধানেই নিমগ্ন—অবিরল সেবা-ভাবনা ব্যতিরেকে তাঁহার আর অন্য কোনরূপ ভাবনা নাই! অপরপক্ষে সর্ব্বান্তর্যামী দেবতা—সেবকের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সাথে দিব্য লীলারমণে মগ্ন থাকেন - এবং সেবকের চিত্ত-মনে - নানা রূপে নব-নব সেবা-ভাবনা বিস্তারিত করেন!

সেব্য-সেবকের এবংবিধ একরস মিলনে—সেবকের কিন্তু নিত্য

সেবা-সৌভাগ্যের এতটুকু হানি হয় না—বস্তুতঃ সেবার গৌরবই হইল অনন্য সেবকের দিব্য পরিচয়! সেবক সর্ব্ব গর্ব্ব দূরে রাখেন—সেবার গরবে সেবক কিন্তু সততই প্রমুদিত!

মহারাজজী ও হনুমানজীর নিত্য নব নব কৌতুকানন্দ! হনুমানজী দিব্য চরিত্রে মহারাজজীর সহিত নিত্য বিনোদ করিতে লাগিলেন। করুণানিধান ইষ্টের এই গোপন পিরীতি মহারাজজী চিরদিন হৃদয়-সিংহাসনে গোপন রাখিলেন! তথাপি ভক্ত মনোবাঞ্ছা পরিপূরণার্থে—তথা দিব্য বৈষ্ণব সেবা—যে দুই একটি গোপ্য লীলা আপনি স্ব-প্রকাশিত হইল—নিম্নে যথামতি তাহা উদ্গীত হইতেছে!

একদা মহারাজজী তাঁহার নিত্য স্নানে গমন করিতেছেন—এমত সময়ে কিছুদূর যাইয়া হঠাৎ কী কারণে তিনি যাত্রাপথে দাঁড়াইয়া পড়িলেন—এবং কী চিন্তা করতঃ তিনি পুনরায় নিজ কুঞ্জের প্রতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন! মহারাজজী সর্ব্ব মোহমুক্ত উদার সন্ন্যাসী—তাঁহার চিত্তে সঙ্কল্প-বিকল্পের এতটুকু অবকাশ নাই—কিন্তু কী কারণে তিনি আজ এই নিত্য কর্ম্ম পালনে দোদুল্যমান চিত্ত হইলেন? তাঁহার সদা-জাগ্রত তথা ভ্রম-প্রমাদ শূন্য মনে—কোথা হইতে এই অহেতুক দ্বিধা উপস্থিত হইল? বাস্তবিক মহারাজজীর জীবনে এইরূপ রঙ্গ ইতঃপূর্ব্বে কোনদিনই ঘটে নাই। মহারাজজী নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন! তিনি নিজ কুঞ্জ দ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। স্নান করিতে যাইবার সময় মহারাজজী কুঞ্জ দ্বারে তালা বন্ধ করিয়াছিলেন—এক্ষণে কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন—দ্বার উন্মুক্ত এবং প্রশস্ত কক্ষের সমগ্র অঙ্গনটি নানা বিধ সুরভিত কুসুম রাশিতে পরিপূর্ণ—দেখিলে মনে হয় কেহ যেন আকাশ হইতে অবিরল ধারায় পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছে—পুষ্পের দিব্য গন্ধে সমগ্র কুঞ্জটি আমোদিত হইয়াছে! মহারাজজী আশ্চর্য্য চকিত দৃষ্টিতে বিচিত্র কুসুমগুলি দেখিতে লাগিলেন! কে যে তাঁহার কুঞ্জদ্বার খুলিয়া

পুষ্পবৃষ্টি করিল—তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অতঃপর মন্দিরের পূজারীকে ডাকিয়া মহারাজজী জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করতঃ এইরূপ পুষ্প লীলা করিয়াছে?

মন্দিরের পূজারীও সমগ্র অবগত হইয়া আশ্চর্য্যমগ্ন হৃদয়ে বলিলেন—মহারাজজী! আমি তো প্রাতঃকাল হইতে এই স্থানেই সেবাকার্য্যে নিযুক্ত—আমি এদিকে কাহাকেও আসিতে দেখি নাই!

বাস্তবিক ঘটনাটি বেশ বিচিত্র! ইহা যে কোনরূপ দুষ্ট প্রকৃতি মনুষ্যের কার্য্য নহে—তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে কারণ কক্ষের অন্য সকল দ্রব্যই যথাস্থানে সুরক্ষিত আছে—কোন দ্রব্যই অদৃশ্য হয় নাই।

মহারাজজী দিব্য প্রেরণায় সমগ্র লীলাটি মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ অনুভব করিলেন—এবং তাঁহার হৃদয়ে মারুতি মহারাজ উদিত হইয়া দিব্য বিনোদ ব্রীড়ায়—ভক্তের মুখচন্দ্রের প্রতি দৃকপাত করতঃ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন! মহারাজজী এই চিন্ময় রসাভাসে মগ্ন হইয়া বেশ বুঝিলেন যে হনুমানজী নিজ ভক্তের সমগ্র জীবনটি দিব্য পুষ্প গন্ধে চর্চ্চিত করতঃ নিজ সুখে নিমজ্জিত হইলেন! মহারাজজী অতঃপর মারুতি মহারাজের কৃপা পীযূষপূর্ণ পুষ্পগুলি সযত্নে একত্রিত করতঃ দিব্য প্রেমে হৃদয়ে ধারণ করিলেন! এই মুগ্ধ প্রেম চরিত্রে তাঁহার মনে হইল হনুমানজী স্বয়ং তাঁহার বক্ষে আসিয়া আপনি মিলিত হইলেন! বলা বাহুল্য এই বিমল ইষ্ট কৃপায় ভক্ত হৃদয় আনন্দে ডগমগ করিয়া উঠিল।

* * *

আর একবার মহারাজজীর হৃদয়ে একটি দিব্য বাসনা জাগ্রত হইল! সন্ত মুখে মহারাজজী শুনিয়াছেন যে হনুমানজী নিত্য চিন্ময় উল্লাসে শ্রীরাম নাম গর্জ্জনে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র দিক-দেশ-কাল নিনাদিত করেন!

হনুমানজীর কণ্ঠে এই দিব্য নাম গর্জ্জন শ্রবণ করিবার মুগ্ধ আবেগে—মহারাজজী হনুমানজীর পাদপদ্মে বারবার কাতর প্রার্থনা করতঃ বলিলেন—হে অঞ্জনী নন্দন ! হে কেশরী কিশোর ! হে হনুমন্ত লাল ! আমি অবগত হইয়াছি যে আপনাব দিব্য নাম গর্জ্জনে সমগ্র লোক উদ্ভাসিত—আপনার প্রেমময় কণ্ঠে সমগ্র রাগ-রাগিনী তথা সংগীত বিদ্যা—এই দিব্য নাম গর্জ্জন কালে—আপনি অবিরল ধারায় ক্ষরিত হয় ! আপনার শ্রীরাম নাম ধ্বনির সাথে সাথে সমগ্র বেদ বেদাঙ্গ দিব্য লীলায় বর্ষিত হয়। আমি আপনার সেই পরম ঐশ্বর্য্যময় তথা চিন্ময় ভাবমুগ্ধ শ্রীনাম গর্জ্জন শুনিতে বাঞ্ছা কবি। আপনি কৃপা পূর্ব্বক এই অধম বালককে দিব্য দয়ায় অনুগৃহীত করুন !

হনুমানজী অচিরেই অনন্য ভক্তের মুগ্ধ প্রার্থনায় দ্রবিত হইলেন—তিনি বিমল রহস্যে মহারাজজীর চিত্তে দিব্য প্রেরণায় কহিলেন – হে প্রিয় বৎস ! তুমি নরতনু ধারীর দিব্য লীলায সমাশ্রিত ! তোমার এই সামান্য কর্ণযুগল সেই দিব্য নাম গর্জ্জন শ্রবণ করিবার যোগ্য নহে—আমি তোমার দিব্য সেবায় সতত প্রসন্ন এতৎ কারণে তোমায় আমি সেই অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণ যোগ্য দিব্য কর্ণ নাসিকা-ত্বক-চক্ষু ও জিহ্বা প্রদান করিতেছি—তুমি সেই পরম মধুর দিব্য ইন্দ্রিয়গ্রামে—শ্রীরাম নাম গর্জ্জন শ্রবণ কর !

দেখিতে দেখিতে হনুমানজীব দিব্য করুণায় মহারাজজী চিন্ময় ভাব সমাধিতে মগ্ন হইলেন এবং এই বিদেহ দশায় তিনি হনুমানজীর বিরাট রূপ দর্শন করিলেন। তিনি অবলোকন করিলেন যে হনুমানজী বিরাট তনুময় হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করতঃ এক পরম অপ্রাকৃত মহাশূন্যে বিরাজমান হইয়া—পরমানন্দে দুই প্রলম্ব বাহু উত্তোলিত করতঃ বিমল শ্রুতি-মধুর দিব্য কণ্ঠে শ্রীরাম-শ্রীরাম নাম গর্জ্জনে নিমগ্ন। মহারাজজীর বিহ্বল কর্ণ কুহরে সেই দিব্য ধ্বনি প্রবেশ করিল ! মহারাজজীর মনে হইল

এই দিব্য নিনাদ কোটি বজ্র ধ্বনি অপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান। কী চিন্ময় ভয়হারী হনুমানজীর দিব্য বিগ্রহ! তাঁহার রোমে রোমে শ্রীরাম নাম গর্জ্জন উত্থিত হইতেছে! এই ধ্যানমগ্ন দশায় মহারাজজী হনুমানজীর দিব্য রূপের সাথে সহসা একাকার হইলেন—এবং তাঁহার চিন্ময় বিগ্রহে প্রবেশ করতঃ তাঁহার সদা মঙ্গলময় তথা অমংগলহারী দিব্য চরিত্রের মুগ্ধ পরিচয়ে আপন চিত্ত ভরিলেন! মহারাজজী আপন ইষ্টের এই নিত্য অভয়প্রদ রূপের বিমল বন্দনায় স্বতোৎসারিত ধারায় গাহিয়া উঠিলেন—

মারণ তমীচর কো তাড়ন শনিচর কো
মোহন চরাচর কো মূর্চ্ছন বিকার হৈ।
বশীকরণ লোকন কো হরণ সব শোকন কো
বৈর মন্ত্র রোকন কো বীর ববিয়ার হৈ॥

দোষ সিন্ধু শোষণ কো ক্ষীণ জন পোষণ কো
দীনন কো তোষণ কো ধনদ উদার হৈ।
ব্যাঘ্র অহি সিংহন কো দুষ্ট মুখ বন্ধন কো
নারী গর্ভ স্তম্ভন কো তেব ঔতার হৈ॥

দানব দৈত্য যক্ষন কো ভূত প্রেত ভক্ষণ কো
রোগী বাল রক্ষণ কো লক্ষ কো য়ার হৈ।
পাপ গ্রহ হারণ কো কপটী পছারণ কো
চোর বাটপারণ কো করত সংহার হৈ।
বৈরিণ উজারণ কো অধম উধারণ কো
ধর্ম্ম কো সুধারণ কো ভরণ ভাণ্ডার হৈ॥

বলা বাহুল্য ভক্তপ্রাণের এই উজ্জ্বল স্তুতিতে মন্দিরের সিদ্ধ দেবতা শত করুণায় প্রদীপ্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে বিলসিত হইল ভক্ত প্রতি অবিরল কৃপা পীযূষামৃত।

মহাবাজজী অতঃপর দিব্য প্রার্থনায় আপন ইষ্টের প্রতি পুনরায় গদ্‌গদ্ গিরায় নিবেদন করিলেন—হে মারুতি মহারাজ! হে কেশরী-কিশোর! আপনি এক্ষণে আপনার এই অদ্ভুত রূপ সম্বরণ করুন—আপনার কণ্ঠে এই ধ্বনি সংহত করুন—আপনি পুনরায় দিব্য লীলা রূপে অবতীর্ণ হইয়া আমায় কৃপা করুন।

বালকের চিন্ময় প্রার্থনায় হনুমানজী অচিরেই তাঁহার নিত্য রূপ সম্বরণ করতঃ দিব্য লীলাতনু অঙ্গীকার করিলেন—এবং নিজ ভক্তকে পুনরায় দিব্য সম্বিৎ ধারায় সঞ্জীবিত কবি ন।

মহারাজজী হনুমানজীর দিব্য করুণায তাঁহাব নিত্য রূপ প্রত্যক্ষ করতঃ কৃত কৃত্য হইলেন তথা তাঁহার কণ্ঠে দিব্য শ্রীবামনাম ধ্বনি শ্রবণ করতঃ অনন্য শ্রীবামলোকে প্রবিষ্ট হইলেন!

মহারাজজী এই পরম করুণাসঘন ইষ্টকৃপা লাভে যে নবীন ধারায় দীক্ষিত হইলেন সংকট মোচন মন্দিবে অবস্থানকালে তিনি জীবনের অন্তকাল অবধি পরম সুখে সেই দিব্য চবিত্র অনুগমন করিলেন! মহারাজজী রাত্রি আডাইটার সময় আপন কক্ষের ছাদে আরোহন করতঃ হনুমানজীর শ্রীনাম গর্জ্জনের ন্যায় - দিব্য বদন ভরা কণ্ঠে সিয়ারাম ভজ—সিয়ারাম ভজ—এই দীর্ঘ একটানা শব্দে সমগ্র কাশীপুরী নিনাদিত করিতেন! আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার এই দিব্য নামগর্জ্জনের প্রত্যুত্তর প্রদান করতঃ কোন এক অলক্ষ্য কণ্ঠ—গঙ্গার অপর তট হইতে জয়ধ্বনি করতঃ দীর্ঘ একটানা সুরে বলিতেন—জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম!

বাস্তবিক মহারাজজী প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল—অর্থাৎ তাঁহার পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে চুয়াত্তর বৎসর পর্য্যন্ত—এই সংকট মোচন

মন্দিরে হনুমানজীর বিচিত্র সেবায় অতিবাহিত করিয়াছেন—এবং এই সময়কালে প্রতি নিশীথ রাত্রি তাঁহার মধুময় কণ্ঠের দিব্য ধ্বনি শ্রবণ করতঃ কাশীপুরীর সমগ্র ভগবৎসেবী সন্ত সমাজ—শয্যা ত্যাগ করতঃ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

আর একবারের একটি দিব্য লীলা-চরিত্র সকলেরই বেশ মনে আছে! একদা সংকট মোচনে হনুমানজীর দর্শন হেতু কাশী নরেশ উপস্থিত হইলেন—এবং তিনি ষোলটি স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা হনুমানজীর সেবার আয়োজন করিলেন! ঐ সময় হনুমানজীর সেবাকার্য্যে মহারাজজী নিযুক্ত ছিলেন! মহারাজজী কাশী নরেশ প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলি লইয়া হনুমানজীর দিব্য অঙ্গে অঙ্গে মালার ন্যায় সুসজ্জিত করিলেন! স্বর্ণমুদ্রা রূপী কনক মালায় হনুমানজীর চিন্ময় শৃঙ্গার হইল! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে কিছুদিন পূর্ব্বে মহারাজজীর হৃদয়ে হনুমানজীর জন্য ঠিক এইরূপ একটি কনক মালার বাসনা হইয়াছিল—এক্ষণে বিচিত্র লীলায় হনুমানজী ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

কিন্তু মহারাজজীর সাথে হনুমানজীর কৌতুক নাট্য ইহাতেই শেষ হইল না। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা আরোও চমকপ্রদ! মহারাজজী অতঃপর স্বর্ণমুদ্রাগুলি সম্মুখস্থ ভিক্ষাপাত্রে রাখিয়া অনুবর্ত্তী সেবকের হস্তে সেবাকার্য্য অর্পন করতঃ আপনি নিত্য স্নানে গমন করিলেন!

এক্ষণে লোক পরম্পরায় উক্ত সেবকটি অবগত হইয়াছেন যে কাশী নরেশ হনুমানজীর সেবায় ঐদিন ষোলটি স্বর্ণমুদ্রা অর্পন করিয়াছেন! এই সংবাদে সেবকটির হৃদয়ে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল এবং তিনি ভিক্ষা-পাত্র হইতে আটটি স্বর্ণমুদ্রা গোপন করতঃ অন্যত্র রাখিলেন।

মন্দিরের মহন্ত যথাসময়ে আসিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি চাহিলে উক্ত সেবক তাঁহাকে আটটি স্বর্ণমুদ্রার কথা বলিলেন! সেবকের বাক্য শ্রবণ করতঃ মহন্ত বলিলেন—কেন কাশী নরেশ অদ্য ষোড়শ মুদ্রায় হনুমানজীর সেবা করিয়াছেন—বাকি আটটি স্বর্ণমুদ্রা কোথায় গেল? সেবক বলিলেন—মহন্তজী! আমি তো এই ভিক্ষা পাত্রে মাত্র আটটি স্বর্ণমুদ্রা পাইলাম—অবশিষ্ট আটটি স্বর্ণমুদ্রা কোথায় গেল—তাহা আমি কীরূপে বলিব?

মহন্তজী ইহাতে কতকটা বিরক্ত হইয়া মহারাজজীর প্রতি দোষার্পন করিলেন। ইত্যবসারে মহারাজজীও নিত্য স্নান হইতে মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহারাজজীকে দেখিয়া মহন্তজী তাঁহাকে প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজজী! কাশী নরেশ তো ষোড়শ স্বর্ণমুদ্রায় হনুমানজীর সেবা করিয়াছেন—কিন্তু ভিক্ষাপাত্রে মাত্র আটটি মুদ্রা দেখিতেছি—অবশিষ্ট আটটি মুদ্রা কোথায় গেল?

মহন্তজীর নিকট এই বাক্য শ্রবণ কবতঃ মহারাজজী কতকটা আশ্চর্য্য চকিত হৃদযে পাত্রটি খুলিলেন—এবং দেখিলেন যে সত্য সত্যই সেথায় আটটি মুদ্রা রক্ষিত আছে। তিনি অতঃপর কতকটা বিস্মিত হৃদয়ে অপর সেবককে আটটি মুদ্রার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহারাজজীর কথায় উক্ত সেবকটি বলিলেন যে তিনি ইহার বিষয় কিছুই অবগত নহেন। সেবকের নিকট এই বাক্য শ্রবণ করতঃ মহারাজজী যাহা করিলেন তাহা যথার্থই প্রপন্ন ভক্তের দিব্য স্বরূপ মাধুর্য্যে নিত্য ভজনীয় হইয়া রহিল! তিনি হনুমানজীর সম্মুখে করজোড়ে উপবিষ্ট হইয়া সামান্য বালকের ন্যায় বলিলেন—হে সত্যসুন্দর সর্ব্বজ্ঞ স্বামী! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নহে—আপনি উদার করুণায় এক্ষণে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। এই বলিয়া মহারাজজী একাগ্র চিত্তে সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন!

মহারাজজীর শ্রীনাম ধ্বনিতে হনুমানজীর শ্রীমুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল—

তাঁহার বরদ হস্ত দুইটি মহারাজজীর প্রতি উত্তোলিত হইল এবং ইহার সাথে সাথে অন্য সেবকটির সহসা হৃদকম্পন উপস্থিত হইল—কে যেন তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিল—তিনি অত্যন্ত ভয় পাইলেন এবং আর অধিক বিলম্ব না করতঃ ত্রস্ত হৃদয়ে মহারাজজীব পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন —মহারাজজী! আমায় ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন। আটটি স্বর্ণমুদ্রা আমি লোভবশতঃ গোপন করিয়াছি—এই বলিয়া সেবকটি যথাস্থান হইতে আটটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া আনিলেন!

এই দিব্য লীলায় মহারাজজী হৃদয়ে হৃদয়ে বেশ অনুভব করিলেন যে হনুমানজী আপন ভক্ত গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনায়—এই বিচিত্র ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিলেন। উক্ত সেবকের মনে দিব্য ভ্রমরূপে প্রকট হইয়া হনুমানজী তাঁহাকে দিয়া চৌর্য্য লীলাটি সম্পাদন করাইলেন এবং তৎপরে হনুমানজী ভক্ত প্রেম উদ্‌ঘাটিত করতঃ সেবক-প্রাণে দিব্য করুণায় বিস্তারিত হইলেন।

মহারাজজী মন্দিরের সিদ্ধ দেবতার এই দিব্য চরিত্র মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতঃ উক্ত সেবককেব প্রতি কৃপাবলোকনে তাঁহার সর্ব্ব তাপ মুক্ত করিলেন!

বাস্তবিক মহারাজজীব সমগ্র জীবনটি হনুমানজীর বিচিত্র কৌতুক-বিনোদ নিত্য সরসিত—মহারাজজীর অশন বসন তাঁহার গমনাগমন —হনুমানজীর দিব্য কৃপা প্রেরণায় ব্যবস্থিত হইত! মহারাজজী প্রায়ই বলিতেন যে হনুমানজী নানা রূপে—নানা বেশে—কখনও সামান্য পিপীলিকার রূপে—কখনও বা ভক্ত নর-নারীর রূপে—কখনও বা দিব্য সেবা রূপে—তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া—তাঁহার সঙ্গ-সুখে রসায়িত হইয়া—তাঁহাকে অশেষ বিনোদ-বৈভবে প্রমুদিত করতঃ—তাঁহার নিত্য যোগক্ষেম নির্ব্বাহ করেন।

হনুমানজীর দিব্য কৃপা চরিত্রে মহারাজজীর চিন্ময় প্রপন্নতার

উদাহরণ স্বরূপ প্রসঙ্গতঃ একটি কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য নিম্নলিখিত দিব্য চরিত্রটি—মহারাজজীর অনুরূপ অশেষ চরিত্রের একটি প্রতীক মাত্র!

একদা এক ভক্ত মহারাজজীর সেবার জন্য বিবিধ ভোজ্য বস্তু লইয়া মহারাজজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজজীর পাদপদ্মে বিনয় করতঃ বলিলেন—মহারাজজী! আপনার সেবার জন্য এই সকল বস্তু আনিয়াছি—আপনি এক্ষণে কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করুন t

ভক্ত প্রেমে মহাবাজজী সততই বিগলিত –ভক্তের আর্ত্ত বাক্য শ্রবণ করতঃ মহারাজজী দিব্য প্রসন্ন আননে আনীত ভোজ্য বস্তুগুলি দর্শন করিলেন এবং তৎপরে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতঃ মহারাজজী পরম সাদরে সমগ্র বস্তু শ্রীগুরুদেবকে সমর্পণ করতঃ আপনি প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

এদিকে আগত ভক্তটির মনে পূর্ব্ব হইতেই একটি অভিমানের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ভক্তটি মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে তিনিই বহুল ব্যয় ও প্রয়াস সাধনে মহারাজজীকে বিবিধ সেবায় পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

কিন্তু হায় ভক্তটি মহারাজজীব দিব্য করুণাময় চরিত্রের বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন! মহাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী—সর্ব্ব সিদ্ধি পারংগত—তিনি ভক্ত হৃদয়ের সকল কথা যথাযথ অবগত হইয়াছেন এবং ভক্তের এই অজ্ঞান-অভিমান বিদূরিত করিবার জন্য তথা তাঁহাব হৃদয়ে সত্য-সংলাপ বিস্তার করিবার জন্য—সহসা মধুব বচনে তিনি ভক্তকে বলিলেন - দেখ! হনুমানজী কত বিচিত্র রূপে—তাঁহাকে নিত্য নব নব সেবানন্দে প্রমুদিত করেন! হনুমানজীই সন্তের একমাত্র অবলম্বন। এক্ষণে হনুমানজী তোমার মনে প্রবেশ করতঃ—তোমার দ্বারা এই সকল ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করাইয়া—সন্তের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মহারাজজীর এই চিন্ময় ভাষণে ভক্ত হৃদয় অশেষ করুণা ধারায় দ্রবিত হইল এবং অনন্য তত্ত্বজ্ঞানের মুগ্ধালোকে তাঁহার চিত্ত আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল।

বস্তুতঃ সমসাময়িক সমগ্র সন্ত সমাজ—মহারাজজীর অখণ্ড চরিত যে হনুমানজীর নিত্য লীলায় প্রমূর্ত্তিত—তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ উপলব্ধি করিতেন! মহারাজজী যে অশেষ লীলা রহস্যের চিন্ময় মহাসিন্ধু—ইহা তাঁহার দিব্য দর্শনেই প্রতিভাত হইত। মহারাজজী যদ্যপি নিজ মুখে কিছুই বলেন নাই—আপন মনের গোপন পীরিতি চিরদিন গোপনেই রাখিয়াছেন—তথাপি তাহার দিব্য রসোজ্জ্বল মৌনী ভাবের অন্তরালে—অনন্য মুগ্ধ হৃদযের মোহন চন্দ্রিকা আপনি ঝলমল করিত—বস্তুতঃ কী মধুর সেই উদার ভাব—কী সুনির্ম্মল সেই চিন্ময় অনুরাগ—কী করুণা দ্রবিত সেই সরসিত নয়ন তট—কী আনন্দ ঝলমল সেই চিন্ময় ব্যাপক সত্ত্বা! যথার্থ বলিতে কী মহারাজজী নিজ মুখে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার দিব্য দর্শন মাত্রে অনুরাগী হৃদয়ে তাঁহার নির্ম্মল তথা ইচ্ছা-দ্বেষ-ভয় শূন্য মন মুকুরটি আপনি বিস্তারিত হইত। তাঁহার অন্তর ও বাহির জুড়িয়া সরল স্বাচ্ছন্দ্যের দিব্য তৃপ্তি ধারা ঝরিয়া পড়িত। এমত মহা-ভাগবতের চিন্ময় রূপ রেখা অঙ্কিত করতঃ মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ আনন্দ বিহ্বল কণ্ঠে গাহিলেন—

তন করি মন করি বচন করি কাহু দূষত নাহি।
তুলসী ঐসী সন্ত জন রাম রূপ জগ মাহি॥
মুখ দেখত পাতক হবৈ পরসত কর্ম্ম বিলাহি।
বচন শুনত মন মোহ গত পূরণ ভাগ মিলাহি॥
অতি কোমল অরু বিমল রুচি মানসমে মল নাহি।
তুলসী রত মন হোই রহে আপন সাহিব মাহি॥

অর্থাৎ—চিত্ত কায় মনে যে দোষে না অপর রে।
জগতে শ্রীরাম রূপ—তুলসী সে জনা রে॥

বারেক দর্শনে যার পাপ পালায়
চরণ পরশে হয় চুরাশীর নাশ রে।
আর অমিয় বচন শুনি মোহ মদ হয় গত
স্বরূপ উথলি উঠে পূর্ণানন্দে মাতি রে॥

এমন সন্তের শীল অতীব কোমল হয়
মন মাঝে মল নাই বিন্দু তিলেক রে।
সীতারাম পদে রত সদা দিয়ে মন-প্রাণ
তুলসী জগতে তাব তুলনা নাহিক রে॥

হনুমানজী—দিব্য সেবায় মহারাজজীর অবিরল শ্রীরাম রহস্যের মোহন পারাবারে নিত্য সুখে নিমজ্জিত হইতেন—তাঁহার সমগ্র স্বরূপ—এই দিব্য চরিত্রে – সতত সীতারাম নাম-রূপে ফুটিয়া উঠিত—এবং এইচিন্ময় ভাব রাজ্যে তিনি প্রায়ই বিদেহ দশায় বিরাজ করিতেন! ইহাই তাঁহার প্রতি শ্রীরাম ভক্তির অখণ্ড ভাণ্ডারী হনুমানজীর দিব্য কারুণ্য প্রসাদ! ইহাই মহাভাগবত চরিত্রে পরাভক্তির চিন্ময় ধারা!

এগার

মহারাজজীর শ্রীগুরুদেব অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ প্রতি বৎসরের ভাদ্র ও আশ্বিন—এই দুই মাস সংকট মোচন মন্দিরে দিব্য ভজন সুখে ব্যতীত করিতেন! এই সময়ে শ্রীগুরু সেবায় মহারাজজীর

দিব্য চরিত্রটি বিশেষ রমণীয় ভাবে ফুটিয়া উঠিত। বস্তুতঃ পরমহংস শিরোমণি এই দুই মাস কাল—আপন প্রিয় পাত্রের সাথে অশেষ আনন্দ-বিনোদে ভক্ত জীবন মণ্ডিত করিতেন !

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মধুর রসাশ্রিত মহাত্মাগণের নিকট শ্রীগুরু-শিষ্যের নিত্য সম্বন্ধটি অনন্য কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ সম ! সুশিষ্য সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীগুরুদেবের নিত্য কৈঙ্কর্য্যে সুনিপুণ কান্তা—শ্রীগুরুদেবের দিব্য সেবাধিকারিণী দাসী। মহারাজজী লোক চরিত্রে তথা পারলৌকিক ব্যবহারে এই দিব্য কান্ত সেবায় সতত সতী শিরোমণি পার্ব্বতী সম চির পূজ্য হইয়া রহিলেন—গুরু সেবায়—অবিরল কান্ত সুখ সম্পাদনে—দিব্য ভজন মাধুর্য্যে তিনি কান্ত পদ-চন্দ্রিকায় নিত্য চকোর হইয়া রহিলেন !

মহারাজজী দিব্য চরিত্রে অষ্টযাম সেবা সুখে - নিত্য ভাসিতেন ! আলোক ও ছায়ার ন্যায়—এই দিব্য পরমার্থবিন্দক শ্রীগুরুর চিন্ময় সেবা-পারম্পর্য্যে ব্যতীত করিতেন। শ্রীগুরুর মুখ প্রক্ষালন—তাঁহার হস্তপদ ধাবন—তাঁহার বসন-ভূষণ মার্জ্জন তাঁহার স্নান বিনোদন—তাঁহার পূজা-পাঠের সম্যক ব্যবস্থা করণ—তাঁহার প্রসাদ রন্ধন—তাঁহার সাথে মধুর সম্ভাষণ—তাঁহার সেবা ভজন তথা তাঁহার বিশ্রাম বিরচন রূপ ইত্যাদি সকল সেবাকার্য্যেই মহারাজজী চিন্ময় কৈঙ্কর্য্যের দিব্য পরিচয় অঙ্কিত করিতেন। বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য সেবা এমত প্রাণবন্ত—এমত ভাগবৎ-রসপূর্ণ যে তদ্দর্শনে সময়ে সময়ে পরমহংস শিরোমণি স্বয়ং চকিত হইতেন !

মহারাজজীর সকল সেবা কার্য্যেই দিব্য সারল্য - তথা চিন্ময় মাধুর্য্য লক্ষিত হইত ! বস্তুতঃ তাঁহার সেবা দেখিলে - উক্ত সেবা কার্য্যটিকে আদৌ ইহলৌকিক বলিয়া মনে হইত না—তাঁহার সমগ্র ধারাটি পারলৌকিক মাধুর্য্যে যেন সতত ঝলমল করিত !

প্রসঙ্গতঃ তাঁহার চিন্ময় সেবার সামান্য দিগ্‌দর্শন স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ রন্ধন কালে—তিনি বস্ত্রাবরণ দ্বারা সমগ্র পাকশালাটি বাহিরের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক করিতেন—প্রভুর সেবা গ্রহণের পূর্ব্বে মহাপ্রসাদ যেন অন্য কাহারও দৃষ্টিগোচর না হয়—ইহাই ছিল তাঁহার দিব্য সেবার বিমল তাৎপর্য্য! মহারাজজী এতৎ কার্য্যে আপনার দুইটি চক্ষু ব্যতিরেকে সমগ্র মুখমণ্ডলটি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন এবং সমগ্র রন্ধন কার্য্যে আপনি মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য নামে নিমজ্জিত থাকিতেন! মহারাজজীর ঐকান্তিক সেবায় ও চিন্ময় কর্ম্মকুশলতায় ভোজ্যবস্তুগুলি দিব্য স্বাদ ও গন্ধযুক্ত হইত। বাস্তবিক এই একটি মাত্র সাবলীল চরিত্র হইতে তাঁহার সমগ্র অন্তর মাধুর্য্যটি আপনি বিকশিত হইয়া উঠে!

যথার্থ বলিতে কী পরমহংস শিরোমণি শ্রীসিয়ালাল শরণজী তাঁহার এই প্রাণপ্রিয় প্রেমানন্দটিকে সর্ব্ব দিব্য মর্য্যাদায় সতত ভূষিত করিয়াছেন—এবং চিন্ময় লোক চরিত্রের সম্যক প্রকাশে—মহারাজজীর অন্তর মাধুর্য্যের বিমল পরিচয় স্থানে স্থানে আপনি উদার কণ্ঠে কীর্ত্তিত করিয়াছেন! মহারাজজী স্বভাবতঃই ছিলেন মহাযোগী—তিনি নিরন্তর অন্তরমূর্খীন দশায় ব্যতীত করিতেন—তাঁহার চিন্ময় মাধুর্য্যের দিব্য গুণরাশিগুলি—তিনি সাবলীল ধারায় আপন ইষ্টপদে নিমগ্ন রাখিতেন—বাহিরে তাঁহার বিমল ভাগবৎ তনু দর্শনে—যদ্যপি সকল ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন—কিন্তু তাঁহার অন্তরলোকের চিন্ময় পরিচয় সতত অবগত হইতেন না—কারণ মহারাজজী সদা প্রপঞ্চ বিমুখী! ইষ্ট কথা—শ্রীগুরু কৃপা চরিত্রের দিব্য প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তাঁহার কণ্ঠে অন্য কিছুই কেহ শুনিতেন না। অনুরাগীগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার শ্রীমুখে তাঁহার আত্মকথা শুনিবার ইচ্ছা বারবার প্রকাশ করিলেও—মহারাজজী কোন কথাই বলেন নাই—তাঁহার অলখ দৃষ্টির প্রতি তখন অবলোকন করিলে মনে হইত—তাঁহার অনুরাগী ভক্তের

কোন কথাই তাঁহার শ্রবণপথে প্রবেশ করে নাই। বস্তুতঃ তাঁহার এইরূপ সদা লীলা-প্রবিষ্ট মৌন স্বভাব! তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সততই ভক্তি চিন্তামণির সঙ্গ করিতেন—এতৎ কারণে লৌকিক গুণানুবাদ সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গই তাঁহার কর্ণগোচর হইত না।

তথাপি শ্রীকিশোরীজীর দিব্য কৃপা মাধুর্য্যে এই মহাভাগবতের চিন্ময় প্রেমসত্বা—অচিন্ত্য লীলা বৈচিত্র্যে কখন কখন আপনি প্রকটিত হইত। সংকটমোচন হনুমানজীর সেবায় থাকা কালীন এইরূপ একটি মুগ্ধ চরিত্রে তাঁহার দিব্য ভাবমঞ্জুল চরিত্রটি সহসা আপনি ফুটিয়া উঠিল। প্রসঙ্গতঃ সেই বিমল কথাটি নিম্নে যথামতি অনুগীত হইতেছে!

সংকট মোচন মন্দিরে অবস্থান কালীন মহারাজজীর শ্রীগুরুদেব—মহারাজজীর উপর সমগ্র প্রাঙ্গন সহ হনুমানজীর মন্দিরটি নিত্য মার্জ্জন করিবার ভার অর্পন করিছিলেন। মহারাজজী সদা প্রসন্ন চিত্তে হনুমানজীর এই দিব্য সেবায় আপন মুগ্ধ হৃদযের সাক্ষর রাখিয়া গেলেন। বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য মার্জ্জনে সমগ্র মন্দিরটি বিমল পবিত্রতায় সতত আনন্দে ডগমগ করিত—কোথাও এতটুকু মালিন্যের চিহ্ন অবধি থাকিত না। এইরূপে মহারাজজীর নিত্য সেবা কার্য্যে বেশ কিছুদিন ব্যতীত হইল।

এমত সময়ে সেই মন্দিরে শ্রীসিয়ানাথ শরণজী নামধেয় মহারাজজীর একটি গুরুভ্রাতা আগমন করেন। উক্ত গুরুভ্রাতাটি মহারাজজীর চিন্ময় মাধুর্য্য পানে মহারাজজীর দিব্য কৈঙ্কর্য্যে সতত মগ্ন থাকিতেন—বস্তুতঃ মহারাজজীর প্রতি তাঁহার সকল গুরুভ্রাতাগণের এইরূপ মুগ্ধ আচরণ লক্ষিত হইত। একদা প্রাতঃকালে মহারাজজী সমার্জ্জনীর দ্বারা মন্দির প্রাঙ্গন পরিস্কৃত করিতেছেন দেখিয়া—তাঁহার উক্ত কনিষ্ঠ গুরু ভ্রাতা সিয়ানাথ শরণজী তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং বার বার কাতর মিনতি করতঃ মহারাজজীকে বলিলেন—হে ভাই সাহেব! আমি

উপস্থিত থাকিতে আপনি এই কার্য্যটি করিবেন—তাহা কীরূপে সম্ভব! আপনি আপনার কিঙ্কর জ্ঞানে এই কার্য্যটি আমায় প্রদান করুন!

শ্রীগুরু ভ্রাতার বিমল বচন শ্রবণ করতঃ মহারাজজী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন —ভাই! শ্রীগুরুদেব আমায় এই সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন—এই সেবা কার্য্যটি আমার দ্বারা সম্পাদিত হউক—ইহাই তাঁহার কৃপা-আজ্ঞা! এক্ষণে তাঁহার অনুমতি বিনা তোমার হস্তে এই কার্য্যটি সমর্পন করিলে—শ্রীগুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে ইহা কখনই আমার উচিত কার্য্য নহে।

ইহাতে কিন্তু উক্ত সেবকটি আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না—তিনি কতকটা জোর করিয়াই মহারাজজীর করকমল হইতে সমার্জ্জনীটি টানিয়া লইলেন এবং তৎপরে মন্দিব প্রাঙ্গনটি পরিস্কৃত করিতে আরম্ভ করিলেন!

পরমহংস শিরোমণি শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ কিঞ্চিৎ পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহাব সেবক সিযানাথ শরণজী মন্দির প্রাঙ্গণ পরিস্কৃত করিতেছেন—এতদ্দর্শনে শ্রীসিয়ালাল শরণজী একটি বিশেষ লীলা চরিত্রে মহাবাজজীব চিন্ময় অন্তর রূপের নিগূঢ় তাৎপর্যটি সুপ্রকাশ কবিলেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে শ্রীসিয়ালাল শরণজী পরমাচার্য্যের দিব্য চরিত্রে ধরণী পবিত্র করিয়াছেন—অনন্য মাধুর্য্য লীলায় তিনি জন চিত্ত মুগ্ধালোকে রঞ্জিত করিতে আসিয়াছেন—তাঁহার অলৌকিক কার্য্য-পরম্পবা সামান্য বুদ্ধিতে অবগত হইবার নহে!

এক্ষণে মন্দির প্রাঙ্গন মার্জ্জনে সিয়ানাথ শরণজীকে নিরত দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মহারাজজীকে আহ্বান করিলেন এবং পরমাচার্য্যের দিব্য ভৎর্সনা সূচক বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কেন নিত্য সেবায় অনুপস্থিত হইয়াছেন?

মহারাজজী বিনীত বচনে—সেইদিনকার উক্ত সেবা বিষয়ক সমগ্র ঘটনাটি—শ্রীগুরু পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন !

পরমহংস শিরোমণি সমগ্র অবগত হইয়াও বিচিত্র মনুজ লীলায়—নিজ আসন ত্যাগ করতঃ সিয়ানাথ শরণজীর পৃষ্ঠে আপন করকমল দ্বারা কয়েকবার সজোরে আঘাত করিলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে সমার্জ্জনীটি কাড়িয়া লইয়া মহারাজজীকে নিত্য সেবায় পুনঃ নিয়োগ করিলেন !

আশ্চর্য্যের বিষয়—পরমহংসবর্জের এই দিব্য লীলা চরিত্রে সিয়ানাথ শরণজীর সৌভাগ্য খুলিয়া গেল—শ্রীগুরুদেবের কর কমলের দিব্য আশীর্ব্বাদ লাভে তাঁহার সর্ব্ব মন-মল বিধৌত হইল—তিনি পরম কৃপার দিব্য রহস্যার্ণবে সহসা নিমজ্জিত হইলেন এবং মনে মনে বেশ অনুভব করিলেন যে মহারাজজীর অনন্য করুণার চিন্ময় রহস্যজালে – সেইদিনকার সমগ্র ঘটনাটি দিব্য লীলায় প্রকটিত হইল। মহারাজজীর চিন্ময় করুণা-ঢালা চরিত্রের দিব্য পরশে তিনি পরাপ্রেমে সিঞ্চিত হইলেন এবং এই মুগ্ধ ভাবনায় মহারাজজীর চরণে উক্ত গুরুভ্রাতার নব রতির সঞ্চার হইল !

এইরূপ আর একদিন প্রাতঃকালে হনুমানজীর মন্দিরে সন্ত শিরোমণি সিয়ালাল শরণজী সিয়ারাম নামামৃত পানে মগ্ন ছিলেন—মন্দিরের সেবা কার্য্যে শ্রীমহারাজজী বিরাজমান ! দুইটি মহাত্মাই আত্মযোগে নিজ নিজ সেবায় নিরত – মন্দিরে অন্য কেহ নাই ! এইরূপে বেশ কিছুক্ষণ সময় ব্যতীত হইলে সহসা কোথা হইতে একটি যুবক মন্দিরে প্রবেশ করতঃ সিয়ালাল শরণজীর মস্তকে এক থালা পুষ্প বর্ষণ করতঃ হাসিতে হাসিতে দূরে পলাইয়া গেল ! এইরূপ পরপর দুইদিন একই লীলা অনুষ্ঠিত হইলে—পরমহংসজী মহারাজজীকে বলিলেন —দেখ ! অদ্য এই যুবকটি পুনরায় আসিলে তাহাকে ধরিয়া মন্দিরের সন্নিকটস্থ আমলকী গাছে বাঁধিয়া রাখিবে ! আমি তাঁহাকে অদ্য যথোচিত শাস্তি দিব !

মহারাজজী নত মস্তকে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন এবং পরমহংসজীর কথার মর্ম্মটি যথাযথ অনুধাবন করতঃ আগন্তুক যুবকটির জন্য দিব্য করুণায় তাঁহার চক্ষু দুইটি সরসিত হইয়া উঠিল !

বস্তুতঃ শ্রীকিশোরীজীর দিব্য লীলানাট্যে সমগ্র পটটি ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল—মহারাজজীর চিন্ময় ঔদার্য্যের পূর্ণ পরিচয়ে লীলাঙ্গনটি ভরিয়া উঠুক—ইহাই তাঁহার মুদিত বাঞ্ছা !

এক্ষণে পরদিন যথাসময়ে উক্ত যুবকটি পাগলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে মন্দিরে প্রবেশ করিতেই—পরমহংসজী যুবকটিকে ধরিবার জন্য মহারাজজীকে আজ্ঞা করিলেন।

মহারাজজী করুণা সজল নয়নে শ্রীগুরু পাদপদ্মে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ আপন অসহায় অবস্থার কথা কোনক্রমে নিবেদন করতঃ বলিলেন—হে প্রভু!, আপনি যুবকটিকে ক্ষমা করুন। উহার সমগ্র অপরাধ মার্জ্জনা করুন !

পরমহংসজী অতঃপর মহারাজজীকে ভর্ৎসনা করতঃ বলিলেন—শালা ! তোর বড দয়া দেখছি ! এবং তৎপরে মন্দিরের অন্য সেবক দ্বারা পাগলটিকে নিকটস্থ আমলকী বৃক্ষে বদ্ধ করাইলেন—এবং তৎপর একটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা যুবকটীকে সবিশেষ প্রহার করিতে লাগিলেন !

পরমহংসজীর তিরস্কারে যুবকটী ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ! মহারাজজী এতক্ষণ দূর হইতে যুবকটির অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন—যুবকটির কাতর অবস্থা দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—এবং সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন ও শ্রীগুরুর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া বলিলেন—হে দয়ালু দেব ! আপনি যুবকটির সমগ্র তিরস্কার এই দেহে প্রদান করুন ! আপনি যুবকটিকে রক্ষা করুন ! এই বলিয়া মহারাজজী নিজ অঙ্গ দ্বারা যুবকটির শরীর আবৃত করতঃ পরমহংসজীর সম্মুখে বিনীত বদনে দাঁড়াইলেন !

মহারাজজীর দিব্য ভাষণে পরমহংসজী বিচিত্র লীলায় পুনরায় বলিলেন—ও! তোর বড় করুণা দেখিতেছি! আয় শালা! তোকে এক্ষণে এ বৃক্ষে বদ্ধ করতঃ প্রহার করিতেছি!

এই বলিয়া তিনি উক্ত যুবকটির বন্ধন খুলিয়া দিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে মহারাজজীকে দৃঢ় ভাবে বাঁধিবার পর উক্ত কাষ্ঠ খণ্ডটির দ্বারা মহারাজজীর পৃষ্ঠোপরি সজোরে দুইবার আঘাত করিলেন।

বাস্তবিক শ্রীকিশোরজীর চিন্ময় কৃপা বৈচিত্র্যে এক দিব্য আশ্চার্য্যের লীলা প্রহসন চলিতেছে—সমগ্র মনবাণী পার ইহার দিব্য গতি—চিন্ময় সন্ত কৃপা ব্যতিরেকে—ইহার কিঞ্চিৎ মর্ম্মও উপলব্ধ হইবার নহে!

শ্রীগুরুদেবের চিন্ময় কৃপা সবসিত দিব্য তিরস্কার—মহারাজজী পরম কৃতার্থ চিত্তে শিরোধার্য্য করিলেন—এবং পরম দয়ালু দেবের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া বিনীত প্রার্থনায় বলিলেন—হে প্রভু! আপনি আমায় বারবার আপনার বরদ হস্ত দ্বারা এইরূপ প্রহার করুন—আপনার এই সমগ্র লীলা—চিন্ময় কারুণ্যে সদা প্রদীপ্ত!

মহারাজজীর শ্রীগুরু পাদপদ্মে দিব্য প্রপন্নতায মুগ্ধ হইয়া পরমহংসজী স্মিত হাস্যে এতক্ষণে বলিলেন—যা ব্যেটা! আমি অদ্য তোর দিব্য করুণা পরীক্ষা করিলাম—তুই যথার্থই কিশোরীজীর অনন্য করুণার চিন্ময় নিধান!

আশ্চার্য্য! পরমহংসজীর এই কথা শেষ হইবা মাত্র মহারাজজীর সমগ্র অঙ্গে আঘাতের চিহ্নগুলি ও তৎসহ তাহার বেদনা সমূহ কোথায় পলাইয়া গেল! দেখিতে দেখিতে মহারাজজী পূর্ব্ববৎ দিব্য ভাগবৎ তনুতে শোভাময় হইয়া উঠিলেন ও উক্ত যুবকটিরও সর্ব্ব মনবিকার দূর হইল!

বস্তুতঃ মহারাজজীর এই দিব্য লোক চরিত্র উন্মোচন বাসনায় পরমাচার্য্য সিয়ালাল শরণজী একটি অনবদ্য লীলার অনুষ্ঠান করিলেন! বলা বাহুল্য পরাবিদ্যায় শ্রীগুরু-শিষ্যে উভয়েই সুসিদ্ধ—ভাগবৎ রসবিশেষের

দিব্য বিস্তার করণ হেতু—মহাভাগবতের এই চিন্ময় লীলাটি—প্রপন্ন পথিকের চির সহায়ক হইবে—সন্দেহ নাই !

আর একবারের একটি ঘটনায় মহারাজজীর দিব্য ভাগবৎ চরিত্রটি চিন্ময় সেবা-মাধুর্য্যে সহসা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল ! মহারাজজী তখন শ্রীধাম মিথিলায় শ্রীগুরুদেবের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ! ঐ সময় মহারাজজীর দুইটি গুরুভ্রাতা বিশেষ মদমান ও অজ্ঞান বশতঃ আপনাদের কপোল-কল্পিত অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা নিজেরাই প্রচার করিয়া বেড়াইতেন ! যথা-সময়ে এই সংবাদটি পরমাচার্য্য সিয়ালাল শরণজীর কর্ণগোচর হইলে তিনি ঐ দুইটি দুষ্ট শিষ্যকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতঃ বলিলেন—শালা ! তোরা গর্দ্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর মুখে সিংহের বড়াই করিস্।

শ্রীগুরুদেবের হস্তে সবিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াও—অচিন্ত্য লীলা কারণে উক্ত শিষ্য দুইটির কোনরূপ শুভ বুদ্ধির উদয় হইল না—তাহারা এতটা মদমানে মত্ত হইয়াছিলেন—যে তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আচরণে—শ্রীগুরু-দেবের উপর রাগান্বিত হইলেন এবং মনে মনে শ্রীগুরুদেবকে যথোচিত শিক্ষা দিবার মনস্থ করিলেন !

লোক পরম্পরায় মহারাজজীও তাঁহার এই গুরুভ্রাতাদ্বয়ের মনভাব জ্ঞাত হইলেন—এবং পরমহংসজীও যথাসময়ে এই সংবাদটির কথা অবগত হইলেন ! কিন্তু হায় ! মহারাজজীর শ্রীগুরু ভ্রাতাদ্বয় তাঁহাদের শ্রীগুরু-দেবকে বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই !

করুণানিধান শ্রীগুরুদেব—শিষ্যদ্বয়ের চিরন্তন কল্যাণ কামনায় সদাই নিমগ্ন—তিনি শিষ্যদ্বয়কে সর্ব্ব প্রকার অমংগল হইতে রক্ষা করিবার বাঞ্ছায় আপন কর্ত্তব্য স্থির করিলেন !

এদিকে মহারাজজী তাঁহার শ্রীগুরু ভ্রাতাদ্বয়ের সমগ্র আচরণের কথা বিদিত হইয়াছেন—তিনিও এতৎ সম্পর্কে মনে মনে আপন কর্ত্তব্যের কথা যথাযথ স্থির করিলেন !

মহারাজজী রাত্রে শ্রীগুরুদেবের পদ প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া নিত্য সেবায় নিমগ্ন—শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় কথনও বা তাঁহারই পদপ্রান্তে বিশ্রাম ধ্যানে বিরাজ করিতেন! এইরূপ দুই এক দিন ব্যতীত হইলে একদা পরমহংসজী গভীর রাত্রে আপন আসন ত্যাগ করতঃ মিথিলার নিভৃত প্রান্তরে—যে স্থানে তাঁহার উক্ত সেবকদ্বয় বিশ্রাম করিতেছিলেন—সেই স্থানের প্রতি অগ্রসর হইলেন!

মহারাজজী শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে সমগ্র রাত্রি একান্ত ভজন নিমগ্ন দশায় ব্যতীত করিতেন—তিনি সমগ্র দিবস রজনীতে সদাই জাগ্রত অবস্থায় থাকিতেন। ঐ রাত্রে তিনি শ্রীগুরুদেবের সহসা শয্যা ত্যাগ করতঃ অন্যত্র গমনটি লক্ষ্য করতঃ মনে মনে সমগ্র বিষয়টি বুঝিলেন—তিনি বুঝিলেন যে তাঁহাব গুরুদেব এক্ষণে গভীব নিশীথে শিষ্যদ্বযের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে যাইতেছেন—যাহাতে তাঁহার শ্রীগুরুভ্রাতাদ্বয় পরমহংসজীর উপর আক্রমন করতঃ নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পাবেন!

মহারাজজী এতৎ সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন! তিনি শ্রীগুরুদেবেব ছায়ার ন্যায় সতত তাঁহার সেবায় চিত্ত-কায়-মনে নিমগ্ন! এক্ষণে সেই নিশীথে শ্রীগুরুদেবকে একাকী যাইতে দেখিয়া মহারাজজী অতি সংগোপনে তাঁহার পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিলেন!

কিছুদূর যাইবার পর পরমহংসজী বুঝিলেন যে কে যেন তাঁহার পশ্চাতে আগমন করিতেছেন—এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পশ্চাৎ দিকে চাহিতেই দেখিলেন যে তাঁহার সুশিষ্য সিয়ারঘুনাথ শরণ তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন!

মহারাজজীকে দেখিয়া পরমহংসজী কতকটা তিরস্কার করতঃ বলিলেন—কেঁও ইধার আয়া! যাও! আস্থানমে লোট যাও! কেন তুমি এদিকে আসিতেছ? যাও নিজস্থানে ফিরিয়া যাও।

মহারাজজী শ্রীগুরুদেবের তিরস্কার বচন বিনীত মস্তক অঙ্গীকার করিলেন! কিন্তু তিনি এক্ষণে কী করিবেন? তিনি তাঁহার গুরু-ভ্রাতাদ্ব.য়র দুষ্ট প্রকৃতির কথা জানিতেন—তিনি জনিতেন যে তাঁহার গুরু-ভ্রাতাদ্বয় পরমহংসজীর শ্রীঅঙ্গে আঘাত হানিতে সঙ্কল্প করিয়াছে! এই ভয়ঙ্কর সংবাদ জানিয়া তিনি কী প্রকারে—শ্রীগুরুদেবকে একাকী যাইতে দিবেন? এদিকে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাও সর্ব্বদা শিরোধার্য্য! মহারাজজী এক্ষণে উভয় সঙ্কটে পড়িলেন!

কিন্তু সামান্য চিন্তার পর মহারাজজী নিজ কর্ত্তব্য পুনরায় স্থির করিলেন! মহারাজজী সিদ্ধান্ত করিলেন যে শ্রীগুরুদেবের সেবার সমক্ষে অন্য কিছুই অধিক নহে। গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গে আঘাত হানিবার আশংকা আছে—মহাবাজজী জীবিত থাকিতে—কী উপায়ে শ্রীগুরুর অঙ্গে আঘাত আসিতে পাবে? এইরূপ সিদ্ধ বিচাব করতঃ মহারাজজী পুনরায় শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন কবিতে লাগিলেন।

নিশীথ রাত্রে বনানীর স্নিগ্ধ রূপ—চারিদিকে এক দিব্য প্রশান্তি—চন্দ্রমার আলোকে সমগ্র বন পথটি মুগ্ধ ছবির ন্যায় চিত্রিত! পরমহংসজী সেই বন পথে একাকী যাইতেছেন—তাঁহার শ্রীচরণের মৃদুল স্পর্শে শুষ্ক পল্লব পত্রগুলি পরম স্বস্তির মুগ্ধ ধ্বনি তুলিতেছে! মহারাজজীও আপনাকে শ্রীগুরুর দৃষ্টি হইতে সর্ব্বতোভাবে গোপন করিত: তাঁহারই অনুগমন করিতে লাগিলেন!

এইরূপে কিছুদূর যাইবার পব পবমহংসজী উক্ত শিষ্য দ্বয়ের বিশ্রাম স্থানে উপনীত হইলেন! তাঁহার শিষ্যদ্বয় তখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। পরমহংসজী অতি সন্তর্পণে তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গাইলেন! তাঁহার শিষ্যদ্বয় এই গভীর রাত্রে—এই বনালয়ে সহসা তাহাদের সম্মুখে শ্রীগুরুদেবকে দেখিয়া কতকটা বিস্মিত হইলেন—কেন তিনি এই সময়ে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন—তাহা তাহারা কিছুই বুঝিলেন না।

অতঃপর পরমহংসজী শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন—হে সেবকদ্বয়! তোমরা আমাকে আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ—এতৎ কারণে আমি তোমাদের নিকট এই নিশীথ রাত্রে আসিয়াছি! আমাকে মারিবার ইহাই উপযুক্ত স্থান—ইহাই উপযুক্ত অবসর! দেখ! এই গভীর রাত্রে এই বিজন বনালয়ে—অন্য কেহ আর নাই! আমি আমার অঙ্গ এই প্রসার করিলাম—তোমরা ইচ্ছামত আমায় আঘাত হানিতে পার! এই বলিয়া মহাত্মা তাঁহার সমগ্র শ্রীঅঙ্গটি তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের সমক্ষে অর্পণ করিলেন!

সন্ত শিরোমণির এই উদার বচনে—শিষ্যদ্বয়ের জ্ঞানচক্ষু সহসা উন্মুক্ত হইল! তাহারা নিজেদের দুষ্ট প্রকৃতির জন্য বারবার ধিক্কার করিলেন—এবং অধীর হৃদয়াবেগে শ্রীগুরুর চরণ পদ্মে পতিত হইয়া—তাঁহার কৃপা করুণা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবের চিন্ময় চরিত মাধুর্য্যে দুইটি মহাপাপী তৎক্ষণাৎ উদ্ধার হইল—তাহাদের শ্রীগুরুদেব অতঃপর শিষ্যদ্বয়ের নিকট পবিত্র সন্তের নিরভিমান প্রেমময় চরিত-চিত্র অঙ্কিত করতঃ তাহাদের সতত মদাভিমান বর্জ্জন করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন যে—নিষ্কাম দীনতাই হইল শ্রীবৈষ্ণবের দিব্য চরিত্র—ইহার অনুশীলনেই ভজন ভাবনার চিন্ময় চরিতার্থতা?

বলা বাহুল্য পরমাচার্য্যের দিব্য কৃপা পীযূষপূর্ণ উপদেশে—উক্ত শিষ্য দুইটি বিমল জীবন প্রাপ্ত হইলেন—কী বিচিত্র লীলা চরিত্রে—তাহাদের শ্রীগুরুদেব—তাহাদের চির কল্যাণ সাধিত করিলেন—ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতঃ তাহারা শ্রীগুরুদেবের চিন্ময় মাধুর্য্যে সতত নিমগ্ন হইলেন!

এদিকে মহারাজজী এতক্ষণ কিঞ্চিৎ দূর হইতে সমগ্র ঘটনাটি একাগ্র চিত্তে অবলোকন করিতেছিলেন! করুণানিধান শ্রীগুরুদেবের দিব্য চরিত্র আস্বাদন করতঃ মহারাজজী পরাপ্রেমে নিমজ্জিত হইলেন।

পরমহংসজী তাঁহার দিব্য চরিত্র বিস্তার করতঃ তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করতেই কিঞ্চিৎ দূরে মহারাজজীকে দেখিতে পাইয়া কতকটা রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—তুই কেন এখানে আসিয়াছিস? তোকে তো আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলাম!

মহারাজজী শ্রীগুরুদেবকে রুষ্ট রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন এবং দিব্য কাতর ক্রন্দনে তাঁহাকে বলিলেন—হে প্রভু! আমি অবগত হইযাছিলাম যে অদ্য আপনার এই সেবকদ্বয় আপনাকে আঘাত হানিবে! এক্ষণে আপনাব এই সেবক বর্ত্তমান থাকিতে—কীরূপে আপনার শ্রীঅঙ্গে উহারা আঘাত হানিতে পারে? এইরূপ বিচার করতঃ আপনার দিব্য সেবা হেতু আপনার অনুগমন করিয়াছি। আমার মনে ইহাই ছিল যে—যদি উক্ত সেবকদ্বব আপনাকে আঘাত হানিতে আইসে—তাহা হইলে আমি আমার শরীব দ্বারা আপনার শ্রীঅঙ্গ আবৃত করতঃ সেই আঘাত সাদবে অঙ্গীকার করিব! হে প্রভু! এক্ষণে আপনার চিন্ময় করুণায় উক্ত সেবকদ্বয় দিব্য সৌভাগ্য লাভে কৃত কৃত্য হইয়াছে—এবং আপনার অচিন্ত্য করুণাদীপ্ত লীলা চরিত আস্বাদন করতঃ এই অধমাধম চির কৃতার্থ হইল! হে প্রভু! আপনি আপনার অজ্ঞ দাসের সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করুন!

বলা বাহুল্য মহারাজজীর দিব্য সেবার চরিত্র ভক্ত সমাজে উন্মোচন করিবার বাসনায় পরমহংসজী উক্ত লীলানাট্যের চিন্ময় অনুষ্ঠান করিলেন! মহারাজজীর ভাবমুগ্ধ স্নিগ্ধ কৈঙ্কর্য্যে—দিব্য ভাগবৎ চরিত্র বিস্তার করতঃ—পরমহংসজী জনমনে দিব্য প্রেমলতার চিন্ময় বীজ রোপন করিলেন!

বাস্তবিক আশ্চর্য্য ভক্ত বাৎসল্য! আশ্চর্য্য বৈষ্ণব কৃপা!

বার

মহারাজজীর সমগ্র সেবা চরিত্র পরাভক্তির চিন্ময় ভাষ্যে চির প্রদীপ্ত ! সেবাই হইল সেবার অনন্য প্রাণ—সেবাই হইল ইহার চিন্ময় ফল ! নিষ্কাম সেবা মাধুর্য্যে অনন্য সেবকের কর্ম্মফল অবধি দিব্য সেবার অঙ্গে রূপায়িত হইয়া থাকে ! মহারাজজীর মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্যেব কথা আর অধিক কী বলা যাইতে পারে—বিচিত্র ভাগবৎ লীলায় তাঁহার শ্রীগুরুদেব পরমহংস শিরোমণি অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজ স্বয়ং মহারাজজীর দিব্য সেবার অসামান্যে আপনি চকিত হইতেন ! মহারাজজীর শ্রীগুরু সেবার একটি কথা নিম্নে যথামতি উদ্গীত করা হইতেছে !

মহারাজজী তখন কাশীধামে গঙ্গার অপর তটে—বর্ত্তমান মালব্য ব্রীজের পদদেশে একটি নিভৃত কুঞ্জে একাকী দিব্য ভজন ভাবনায় ব্যতীত করিতেন ! ভাদ্র মাস সমাযাত—পরমহংসজজী সংকট মোচনে উপস্থিত হইয়াছেন ! মহাবাজজীর শ্রীগুরু সেবাকার্য্য হেতু নিত্য প্রত্যূষে সংকট মোচন হনুমানজীর মন্দিরে আগমন করতঃ শ্রীগুরুর সমগ্র সেবা কার্য্য সু সম্পাদন করতঃ দ্বিপ্রহরে তাঁহাব বিশ্রাম সমযে দুই এক ঘণ্টার জন্য গঙ্গার তটে আপন স্থানে চলিয়া যাইতেন—এবং সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করতঃ পুনরায় মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীগুরু সেব৷ কার্য্যে সংকট মোচনে উপস্থিত হইতেন—এবং এইরূপে যখন তাঁহার শ্রীগুরুদেব রাত্রি এগারটায় বিশ্রাম ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন - তখন তিনি পুনরায় আপন নিকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন ! এইরূপে তিনি দিবস রজনী অন্তর মাধুর্য্যে—বিমল ভজন ভাবনায় নিমগ্ন থাকিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্ম সেবায় কৃত কৃতার্থ হইতেন !

কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে পরমহংসজী তখন বিশ্রাম ধ্যানে মগ্ন—রাত্রের অন্ধকারে কিসের ঠুকঠাক শব্দে—কে যেন তাঁহার শয্যার

পার্শ্বে বিচরণ করতঃ কী যেন করিতেছেন—এইরূপ অনুভব করতঃ পরমহংসজী সহসা ব্যুত্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ক্যোন্ সে শালা—ইধার আয়া !

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে পরমহংসজী চল্‌তি কথায় শালা শব্দটির প্রায়ই প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার শ্রীমুখে এই শব্দটি এমত মধুর শুনাইত যে তাহার মর্ম্ম একমাত্র এই কথার দিব্য অধিকারী ব্যতিরেকে অন্য কেহ বুঝিবেন না ! যে যে মহাভাগ্যবান তাঁহার এই বিচিত্র প্রেমবাণীর দ্বারা সম্বন্ধিত হইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই ভাগবৎ রস মাধুর্য্য পানে সুসিদ্ধ মহাত্মায় রূপায়িত হইয়াছেন।

পরমহংসজী আজ সময়ের পূর্ব্বেই বিশ্রাম হইতে ব্যুত্থিত হইয়াছেন—প্রতিকূল সেবা দোষে মহারাজজী দীন অপরাধীর ন্যায়—ভয়ে আমতা আমতা করতঃ বলিলেন প্রভু ! ক্ষমা কীজিয়ে—আপকো সিয়ারঘুনাথ শরণ !

ভক্তের কী করুণ প্রার্থনা ! কী দিব্য তাঁহার চিত্ত-কায়-মনে শ্রীগুরু পাদপাদ্মে মুগ্ধ প্রপন্নতা ! মহারাজজী বিমুগ্ধ দশায় বলিলেন—হে প্রভু এ বালক আপনার চির দাসানুদাস—বালক একান্ত আপনার—আপনি বালককে আপনার নিত্য দাস জ্ঞান করতঃ তাঁহার সর্ব্ব সেবাপরাধ মার্জ্জনা করুন !

পরমহংসজী এতক্ষণে বুঝিলেন যে তাঁহারই দিব্য সেবক তাঁহারই জন্য – তাঁহার শয্যা পার্শ্বে প্রাতঃকালে দন্ত ধাবন হেতু নিমের দাঁতন কাঠি রাখিতেছিল—এবং ইহার সামান্য শব্দে পরমহংসজী ব্যুত্থিত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন ! এই রাত্রি দুইটায় অনন্য সেবকের চিন্ময় সেবাবৃত্তি লক্ষ্য করতঃ পরমহংসজী কতকটা আশ্চর্য্য চকিত কণ্ঠে বলিলেন—না জানে তুম্ কব জাতা হৈ—কব প্রসাদ পাতা—কব শোতা ! অর্থাৎ আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে তুমি কখন নদীর ওপারে যাও—কখন

বা প্রসাদ পাও—কখন বা বিশ্রাম কর। সারাদিনই তো এই স্থানে নিরন্তর সেবায় মগ্ন। আশ্চর্য্য তোমার চিন্ময় সেবকতা!

পরমহংসজী আপন মুগ্ধ কণ্ঠে একদা ভক্ত সমাজে মহারাজজীর চিন্ময় চরিত্রের দিব্য গুণানুবাদ করিলেন! মহারাজজীর অবিরল সেবা মাধুর্য্যের কথা প্রসঙ্গে পরমহংসজী বলিলেন—এইসা সাধু বহুত কম হোতা! উসীকা নিদ্ নেহী হ্যায় - উসীকা ক্রোধ নেহী হ্যায়! অর্থাৎ মহারাজজী যেরূপ সাধু—এরূপ সাধু সচরাচর দেখা যায় না—মহারাজজী জিতেন্দ্রিয়—গুড়াকেশ—নিদ্রাজয়ী মহাবীর—তথা অনন্য প্রেমে তাঁহার চিত্তে এতটুকু বৈরমালিন্য নাই—মহারাজজী অনন্য কাম-ক্রোধজয়ী চিন্ময় সাধু।

বাস্তবিক যে দিব্য সাধক চিন্ময় ভাগবৎ রস পানে নিরন্তর নিমগ্ন—যিনি নিত্য লীলায় সদাই কৈঙ্কর্য্যমগ্ন—তাঁহারই চারু চরিত্র ব্যতিরেকে—এরূপ আলোকসামান্য গুণরাশি অন্যত্র দৃষ্টি গোচর হইবার নহে! এতৎ ব্যতিরেকে দিব্য মোহমুক্ত স্বৈরাচারী শ্রীবৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীসদ্গুরুর মুখপদ্মে আপন দুর্লভ সেবকের এই দিব্য গুণানুবাদ -ইষ্ট গুণানুবাদ হইতে অধিক মর্ম্মজ্ঞ—অধিক রমণীয়—অধিক মধুর।

পরমহংসজী মনে মনে তাঁহার এই সেবক রত্নের চিন্ময় মাধুর্য্যে সতত মগ্ন থাকিতেন—তিনি দিব্য পুরুষসিংহ রূপে ধরণী আলোকিত করিয়াছিলেন—নিয়ম নিষ্ঠার চিন্ময় প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি পরমাচার্য্য হইয়াছেন—মর্য্যাদার দিব্য পালক রূপে সতত পূজিত হইয়াছেন! অনন্য সেবকের দুর্লভ গুণরাশির যশোগান করতঃ তিনি মহারাজজীর সম্পর্কে প্রায়ই বলিতেন উহ কপিলা গাই হৈ! উহ শ্রীকিশোরীজী স্বরূপ হৈ।

বস্তুতঃ উহ কপিলা গাই হৈ—উহ শ্রীকিশোরীজীকা স্বরূপ হৈ সন্ত শিরোমণির এই বিমল উক্তিতে অনন্য সেবকের চিন্ময় চরিত্রটি সততই ঝলমল করিয়া উঠে! এমন ভক্তের অন্তর মাধুর্য্য—মনে মনে অনুভব

গম্য—অনন্ত সেবায়—অনন্ত মাধুর্য্যে—ইহার গুণাতীত চরিত—সামান্য কথায় উদ্গীত হইবার নহে !

বস্তুতঃ পরমহংস শিরোমণির অখণ্ড আধ্যাত্মিক জীবনের—মহারাজজী হইলেন—চিন্ময় বর্ত্তিকা। মহারাজজীর চরিত মাধুর্য্যে পরমহংসবর্জের সমগ্র গুণরাশি আপনি উথলিয়া উঠিত। ভগবৎ কথা প্রসঙ্গে পরমহংসজী প্রায়ই মহারাজজীর চরিত্র উল্লেখ করিতেন এবং ভগবৎ রহস্যগুলির চিন্ময় মাধুর্য্য—মহারাজজীর সেবা কৈঙ্কর্য্যে—আরোপিত করিতেন ! পরমহংসজী জন্মাবধি সিদ্ধ মহাকবি রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তিনি ছিলেন সাবলীল মহাকবি—তদুপরি চিন্ময় বংশ পরম্পরার উজ্জ্বল মাধুর্য্যে তাঁহার চিত্তবৃত্তির এই ধারাটি ভক্তি ভাগীরথীর বিমল বৈভবে সতত প্রবাহিত হইত। অনন্য সন্ত শিরোমণি দিব্য ভজন সমাধি দশায়—আপন হৃদয়ের মুগ্ধ স্ফুরণে—যথা তথা লিখিয়া রাখিতেন—এবং এইরূপে লিখিতে লিখিতে অনন্য ভজন-ভাবনার প্রায় বত্রিশখানি ভাগবৎ গ্রন্থ রচিত হইল পরমহংসজী জানিতেন একমাত্র মহারাজজী ব্যতিরেকে তাঁহার হৃদয় বৃত্তির কথা অন্যে যথাযথ অবগত নহেন—এতৎ কারণে তিনি তাঁহার দিব্য রচনার ছিন্ন পত্রগুলি একদা মহারাজজীর নিকট দিয়া বলিলেন --ইয়ে সব দেখ কর ঠিক কর লেও !

মহারাজজী শ্রীগুরুর এই দিব্য কৃপা আজ্ঞায় ভূষিত হইয়া একাকী দুই বৎসরকাল সরযূ কিনারায় অবস্থান করতঃ একটি বৃহৎ খাতায় পরমহংসজীর সমগ্র পদগুলিকে ক্রমানুসারে সজ্জিত করিলেন—তৎপরে দেখিতে দেখিতে মহারাজজীর দিব্য কর কমলের বিমল বিন্যাসে বত্রিশ চিন্ময় গ্রন্থ রচনা হইল। বলা বাহুল্য এই অলৌকিক সেবা কার্য্যে মহারাজজী—অপতিত প্রেম ও নিষ্ঠায় সমগ্র ভক্ত মণ্ডলীর চিরপূজ্য হইয়া রহিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে একদা আপন শ্রীগুরুদেবের প্রতি একটি অলৌকিক ভাগবৎ রসপূর্ণ দিব্য পত্রিকায়—মহারাজজীর অনন্য মাধুর্য্য

সম্পন্ন চিন্ময় চিত্তবৃত্তি সহসা প্রকাশিত হইল! ঘটনাটি একাধারে যেরূপ অনন্য সেবকের মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্যের বিমল দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল—সেইরূপ অখণ্ড ভাবমাধুর্য্যে—ইহা সমগ্র রসশাস্ত্রের চিন্ময় কণ্ঠহার হইয়া রহিল। বিচিত্র শব্দ সংলাপে—বিচিত্র ভাবপ্রকাশে—বিচিত্র সেবা সৌরভে—মহারাজজীর এই পত্রটি সর্ব্ব গুণাতীত—ইহা যে ঠিক কিরূপ তাহা বলা যায় না—ইহা মধুর হইতেও মধুর—তথা তাহা হইতেও অতি সুমধুর!

ভাগবৎ রস পিপাসুগণের চিন্ময় সেবা হেতু ঘটনাটি যথামতি সুবিস্তারে নিম্নে অনুগীত হইতেছে!

একদা মহারাজজীর কয়েকজন ভক্ত—বিশেষ বিপদে পড়িয়া মহারাজজীর নিকটে পত্র লিখেন। তাঁহারা পত্রে লিখিয়াছিলেন যে ঐ গ্রামবাসী কয়েকজন ব্যক্তি তাঁহাদের উপর বড় উৎপাত করিতেছে! উপদ্রবকারীরাও মহারাজজীর ভক্ত! তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে এক্ষণে মহারাজজী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া—দুই পক্ষের সকল বিষয় অবগত হইয়া যাহা বলিবেন—তাহাই তাঁহারা মানিয়া লইবেন—এতদ্ব্যতিরেকে তাঁহারা অন্য কাহারও কথা শুনিবেন না। এবং মহারাজজী যদি না আসেন তাহা হইলে উৎপাতও বন্ধ হইবে না।

মহারাজজীর ভক্তবৃন্দ বার বার কাতর প্রার্থনায় মহারাজজীকে তাঁহাদের নিকট আহ্বান করিতেছেন - পথের খরচাও তাঁহারা ডাকযোগে পাঠাইয়াছেন—এবং অবস্থার দ্রুত অবসান ঘটাইবার জন্য—জরুরী তারবার্ত্তাও করিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীর ভক্তবৃন্দ পরমহংসজীরও বিশেষ অনুরাগী—পরমহংসজীর কৃপা করুণায় তাঁহারা মহারাজজীর চিন্ময় দর্শন তথা আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন!

এক্ষণে মহারাজজী বিচিত্র লীলায় সহসা উভয় সংকটে পড়িলেন—একদিকে তিনি শ্রীগুরু আজ্ঞায় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত অন্যদিকে ভক্তের

করুণ ক্রন্দন! মহারাজজী কী করিবেন সহসা স্থির করিতে পারিলেন না—তিনি সমগ্র বৃত্তান্তটি শ্রীহনুমানজীর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন! হনুমানজীর পুনীত আশীর্ব্বাদে তাঁহার হৃদয়ে যথাকর্ত্তব্য স্ফুরিত হইল—তিনি অন্য একটি সেবকের হস্তে হনুমানজীর সেবাকার্য্য সমর্পন করতঃ একদা একটি গুরু ভ্রাতাকে সাথে লইয়া তিনি ভক্তগণের উদ্দেশ্যে যথাস্থানে যাত্রা করিলেন!

বলা বাহুল্য মহারাজজী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্রই দুই পক্ষের বিবাদ সহজেই মিটিয়া গেল—দুই পক্ষই মহারাজজীর দিব্য করুণায় তথা শ্রীসিয়ারাম নামামৃত পানে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন! মহারাজজীর মুগ্ধ কারুণ্যে গ্রামবাসীগণ নিত্য নব নব উৎসবে মাতিয়া উঠিলেন এবং দেখিতে দেখিতে শ্রীসিয়ারাম নামানুষ্ঠানে বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল! মহারাজজী সংকটমোচন হইতে যাইবার কালে ভাবিয়াছিলেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি পুনরায় সংকটমোচনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন—কিন্তু বিচিত্র লীলামাধুর্য্যে তাঁহার ফিরিতে তিন সপ্তাহ লাগিয়া গেল!

এতদিন শ্রীগুরু কৃপা আজ্ঞা বিনা তিনি সংকটমোচনের বাহিরে অবস্থান করতঃ যে মহা অপরাধ করিয়াছেন—তাহার জন্য মহারাজজী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন—তিনি কীরূপে এক্ষণে শ্রীগুরুর সমীপে উপস্থিত হইবেন—এই ভয়ে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল! শ্রীগুরু যখন শুনিবেন যে তাঁহার সেবক তিন সপ্তাহ কাল সংকটমোচনে সেবাকার্য্যে অনুপস্থিত ছিলেন—তখন তিনি তাঁহাকে কী উত্তর প্রদান করিবেন? সিদ্ধ সেবকের এই মর্ম্মী প্রশ্নে—মহারাজজী নিজেকে সেবাপরাধ দোষে দুষ্ট মনে করিলেন!

মহারাজজী অতঃপর অনন্য ভক্তের কাতর অভিব্যক্তিতে শ্রীগুরু পাদপদ্মে সমগ্র ঘটনাটি যথাযথ অবগত করাইয়া শ্রীগুরুর নিকট পত্রে যাহা লিখিলেন—তাহাই এক্ষণে তাঁহারই দিব্য ভাষায় উদ্গীত হইতেছে!

সদা লীলাপ্রবিষ্ট মহাভাগবতের অপূর্ব্ব কাব্য সরসিত দিব্য হৃদয় বিস্তারটিও যথামতি যথাযথস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

শিরোনামা সহ পত্রটি পাঠ করিলে হৃদয় কেবলমাত্র যে এক অব্যক্ত মহারসে পূর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই—পরন্তু মহাভাগবতের দিব্য অধ্যাত্মিক রূপ দর্শনে চিত্ত এক অপরম্পরা মাধুর্য্যে কোথায় যে হারাইয়া যাইবে—তাহা সহজে উপলব্ধ হইবার নহে।

মহারাজজী লিখিতেছেন—

জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥

সন বৈশাখ

কৃষ্ণপক্ষ, সপ্তমী, রবিবার ॥

সিদ্ধশ্রী অনন্ত শ্রীসদ্‌গুরু ভগবান কী জয়তি জয়।

সম্পুটিত হৃদয়কো খিলানে ওয়ালে। সর্ব্বোত্তম গুণনিধান! দয়া কী খান! শ্রীপ্রভু জগৎপতিকে প্রিয়কর তথা প্রিয়বর। কৃপাসিন্ধু করুণাকর! শরণ্যকে শরণ! জিস্‌কে পরমারাধ্য শ্রীরঘুনায়ক। সবকে প্রিয় এবং প্রীতি রীতি প্রতিপালক। প্রকাশমে পূর্ণচন্দ্র তথা শুভ গুণ দর্শনমে দ্বিতীয়াকে চন্দ্র! সর্ব্ববিধ বিদ্যায়োঁকে ঈশকে তত্ত্বজ্ঞ। শ্রীমদ্ভাগবৎতত্ত্ব বেত্তায়োঁকে প্রিয়তমকে প্রেমপাত্র! চিত্ত হর্ষবর্দ্ধক উপদেশ রূপ অপূর্ব্ব পুষ্পয়োঁসে শিষ্যয়োঁকে মস্তিষ্ক সুবাসিত করনে-ওয়ালে! সচ্চি প্রীতি ও নীতিকে উৎপত্তি স্থান! রসরাজ উপাসনা রহস্যকে রসিকোঁমে শিরোমণি! সকল ত্যজ্য সন্ন্যস্ত সমস্ত দৈহিক, দৈবিক, ভৌতিক বাঁধা তথা মানসিকোৎপত্তি বিষয় বাসনা পর ধৈর্য্যাব-লম্বন পূর্ব্বক ধন্যবাদ করতে ভয়ে নিরস্ত তথা অন্তর্গতিকে অন্যথা হোনেসে ত্রসিত! ভগবদীয় স্বাভাবিক কৃপাভিলাষ পূরিত! সদা

ভগবৎ কৃত্যসে প্রসন্নচিত্ত ! তথা তদ্ব্যতিরেকে সর্ব্ব বস্তুয়োসে বিরক্ত ! ভগবৎ এবং ভাগবতোঁ পর পূর্ণ রীতিসে বিশ্বস্ত ! ভগবৎ- ভক্তিমে অখণ্ডিত মাত্র। জিন্‌হকো প্রিয় হৈ সদা শুভ চিন্তকত্ব ! জব বোলেঁ তব সিয়ারাম সম্বন্ধী বার্ত্তা। মৌন রহে তব করৈ ভগবদীয় চিন্তা ! সভি বস্তুয়োঁমে ভগবৎ তত্ত্বকে দ্রষ্টা ! তথা জন্মকে সাথ উৎপন্ন মৃত্যু কো সদা স্মরণ করত।

শুভ গুণ অপার ! আপকো স্তুতি কা দবকার কিয়া ! স্বয়ং শুদ্ধ সুন্দর বপুষ তাহি করি শৃঙ্গার কিয়া ! ভগবদীয় রহস্য কা জিন্‌হকো জ্ঞান অমল ! সদুপদেশমে কুশল ! সুচিন্তা এবং পবিত্রতাকে সাগর অটল ! বুদ্ধিমত্তা তথা কোমলতাকে দিব্য মহল ! সত্য মধুর প্রিয় হিতকর জিন্‌হকা প্রতিক্ষণ প্রতিপল। এই সে শ্রীসদ্‌গুরু ভগবান কী জয়তি জয় !

জিন্‌হকী স্তুতি মোর কথন এবং লেখ শক্তিসে অধিক হৈ— এইসে মহান আশায় কোমল চিত্তওয়ালে। বিজ্ঞান সাগরকে পৈরাক। অপনে স্বাতি বিন্দু উপদেশকো গুরুবাক্যনিষ্ঠ শিষ্যয়োঁকে সীপ রূপ শ্রোত্রমে ডাল কর সুডোলমতি বনানেওয়ালে ! শ্রীসন্ত সমাজ শিরোমণি ! বিদ্বৎ সমাজ ভূষণ ! সবসে পার এবং সবসে মিলে হুয়ে ! আপনে কৃপাময় সদুপদেশমে সহস্রশঃ বিমুখীয়োঁকে ভগবৎ সম্মুখ করানেওয়ালে ! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীগুরুবর্জ ভগবান মার্গোপদেষ্টা ! পিতা মাতাসে অধিকতর পালনহার। বিরাগকে রূপ অনুরাগ স্বরূপ ! সন্তরাজ সভা সিংহাসনাসীন ! সবকে প্রিয়তম ! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ! প্রিয়তমকে অসি পুত্রবৎ প্রেমপন্থপব দৃঢ়স্থিত। পরমাত্মাসে পরমাত্মা ! অন্য বস্তু কী চাহ ন করনেওয়ালে ! অনিচ্ছিত পরমাত্মা দত্ত বস্তু পর- ধন্যবাদ করনেওয়ালে ! প্রাপ্তকে প্রসঙ্গ কেবল প্রাপককে ধ্যাতা তথা প্রাপ্তকে জাতে রহনে পর ধৈর্য্য করতা !

স্বাভাবিক একরস সচ্চিদানন্দ স্বরূপ! অসত্যাদি দূষণ রহিত! পরম পবিত্র চরিত! ভগবন্নাম-লীলা-ধাম-গুণ প্রতিপাদক বচনওয়ালে! জিন্‌হোনে আপনা মন ভগবৎ পর ওয়ারা! পঞ্চ ভৌতিক শরীরকো পঞ্চভূতকো মাথে ডারা। অন্তকরণ সদনকো অনুচিত অযোগ্য আকায়সে ঝারা বুহারা তথা লীপ পোতকর সম্‌হারা! প্রেমপীরকো উসমে লারে উতারা! সৎপথ কথিত সত্য পন্থ পব পগধারা! এইসে শ্রীসদ্‌গুরু ভগবানকী জয়তি জয়!

জিন্থিকী সেবাসে সাধু লক্ষণ কী প্রাপ্তি হোতি হৈ! সদ্বিদ্যা এবং সদাচরণকে জো সাগর হৈ! ন্যায় তরাজু সরিস একরস নাগর হৈ! প্রভুমে একচিত্ত! একাগ্র! দেহকী সুধি নেহী! পরমানন্দ উপাসক এইসী না কহি! মানস রোগকে বৈদ্য! অত্যন্ত প্রকাশমান হোনে সে জো অলখ হৈ! বহিঃদৃষ্টি ওয়ালে কোঁ তিন্থকে লখানে হেতু অন্তঃকরণ দৃগণকো অঞ্জন হৈ! উপদেশ সানী বাণী জিন্থকী হৈ—

উভয় লোকপতি স্বামী মম ধন্য নমো সম আন।
না দেখা নাহি সুনয় কবহু আঁখি কান॥

অতি সুখরাশ! শ্রীলক্ষ্মণা তটপায় বাস! শ্রীযুগলসরকারকে নিত্য রাস বিলাসমে জিন্থোকা হুলাস! তদ্‌ হেতু সর্ব্ব সঙ্কল্পমে সন্ন্যাস এবং জগৎমে ন ভয় ন আশ! অতীব অনুরাগোদ্দীপক শ্রীবসন্তোৎনবমে শ্রীপ্রিয়া প্রিয়তমকী রঙ্গীলী পোষাক এবং রসীলী সুরীলী তানযুক্ত রাগপর তন-মন-ধন নিছাওর করণেওয়ালে! সন্তমে অগ্রগন্য!

তত্ত্ব কোষকে রত্ন হৈ জগমে প্রগটে আয়!
সকল কার্য্য উনকে সাধে জো সেবৈ তব পায়॥

দীনকো বচন সুনি উনকে অপরাধ ক্ষমা করনেহারে! সদৈব নিরপেক্ষ! প্রেমপূর্ব্বক আনীত বস্তুকো ভগবৎ দত্ত অনুমান করি উসসে

বিরাগ ন করনে ওয়ালে! আগত বস্তুকে ন ছোড়নে ওয়ালে! কিন্তু আপনি উদারতাসে উনসে অধিকারীকো দে ডালনেওয়ালে! শ্রীভূমিজারমণ পদকঞ্জরস রসিক সার গ্রাহক! জিন্হকে দর্শনসে মিটত পাপ! জিন্হকে বচনামৃত পানসে নশত ত্রয় তাপ! জো অহর্নিশি করতে যুগল নামকা আলাপ! জো দীন জনকে মায়ি বাপ! এইসে এইসে অনন্ত দিব্য গুণগণ স্বরূপ শ্রীশ্রীমহারাজজুকী শ্রীচরণকমলমে সিয়ারঘুনাথ শরণকা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম! বারংবার অপরাধ ক্ষমা হোয়!

হে প্রভো! এক দুখী আদমী কা গুহার সুনি উনকে দুখ নিবারণার্থ এক সপ্তাহ লিয়ে ইহাসে গয়া রহা! পরন্তু তিন সপ্তাহ লগ গয়া! সরকারকো ইস লিয়ে নেহী জানায়া কী ঝট চলা আউঙ্গা! এহী বড় ভারী অপরাধ হো গিয়া! জো ক্ষমা হোয়! লড়কেকা এক খেলহি সমজ লিয়ে জায় তথা জো বস্তুকী জরুরৎ হো সো লিখা জায়!

হে প্রভো! এক দুখী আদমীকা দুখ নিবারণার্থ গিয়া রহা ইতনে কহনে মে সন্তোষ নহী হোগা অস্তু থোড়াসা মুখ্য কত লিখ রহা হুঁ! হে প্রভো! উহী জো লীলাকে সময় তার ভেজা রহা—উহী আদমী নে পুন তার ভেজা আউর দীনতা পূর্ব্বক এক পত্র মেরে পাস লিখা রহা—সম্পূর্ণ প্রজালোগ কর্জ লেকর বহুত দিনোসে খায় খায় আপনে পরিবারোকা পালন কিয়া! সুদ বাড় জানে পর মাগনে সে জব মুঝে নেহি মিলা মৈ উন্হে দণ্ড দেনা সুরু কিয়া! পরন্তু সভী লোক একমত করকে মেরে পাথর মারনে লগে!

এক রোজ সভিকো বুলাকর পুছনে ইয়ে লোগ বোলে কী অব শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণ তথা সিয়াবল্লভ শরণকে বোলায়ে। ইয়ে লোগ জো ন্যায় পূর্ব্বক আপকো তথা হম সবকো কহ দেঙ্গে ওহী মাননা পড়েগা, আউর যদি ইয়ে লোগ নেহী আয়েঙ্গে তো হম সব ইয়ে উপদ্রব নেহী

ছোড়েঙ্গে। ইস লিয়ে উসনে গাড়ী খর্চ ভেজ কর দীনতা পূর্ব্বক বুলায়া রহা! ইসী লিয়ে জানা পড়া!

জাকর সমজা বুঝা দিয়া, গরীবকো কর্জ জ্যাদা বড় গয়া থা, সো ষ্টাম্প ফাড় দিয়া আউর নাম সংকীর্ত্তন তিন রোজ তক খুব ধুমধামসে করবায়া—ঝাঁজ মৃদঙ্গ কা সাথ। প্রেমিয়োঁকা দ্বারা সরকারী নাম যশ ফৈলায়া—সরকারী ভবসে ভাগ আযাহুঁ। আতেহী পূজারী সরকারী সেবামে ভর্ত্তি কর দিযে, আউর আপ জগন্নাথ কো সাধি করনেকো চলে গড়ে। আউর সব আনন্দ হৈ এহী কারণ

প্রভো: শান্তি হুজিয়ে মেরে কারণ কৃপালুজকো বহুত কষ্ট ভায়া। সিফ মেরেহি লিয়ে সবকামকো চিন্তা রহী কী বাচ্চ হৈ—কষ্ট পায়েগা—কাঁহা খায়েগা—কাঁহা শিয়েগা—বনকে কহি জানোয়ার না খা জায়। ঘাম ধুপ কা দিন হৈ—কা করত হোগা। আয়েগা কী নেহী—ক্যা বাত হৈ—কৈ কুছ কহ তো নেহি দিয়া। ইয়া কুছ অপরাধ তো নেহী কিয়া? জো সংকটমোচনসে চলা গয়া ইত্যাদি চিন্তা করনে পডা। হমারী অজ্ঞানতা কারণ যদি পহলেহী লিখ দিয়া হোতা তো ক্যা আচ্ছা হোতা—

সহসা করি পিছে পছিতাহি।
কহহি বেদ বুধ তে বুধ নাহী॥

অর্থাৎ—সহসা করিয়া কাজ যে পিছে করে শোক।
সে জনা নহে রে বিজ্ঞ কহে বুধলোগ॥

আপকা অজ্ঞ শিশু
সিয়ারঘুনাথ শরণ।
সংকট মোচন, লংকা, বেনারস।

দিব্য স্তুতি

অর্থাৎ—হৃদয় গুহার আঁধার করি বিদূরিত
যে খুলে মানস কমল দিব্য প্রকাশে।
সেই সর্ব্বোত্তম গুণ নিধান
দয়ার সাকার প্রাণ চিন্ময় বৈষ্ণব
শ্রীসদ্‌গুরু ভগবানে প্রণাম নিরন্তর ॥

জয়ৎ নিয়ন্তা প্রভুর মুদিত বাসনা।
অনুকূল সেবায় করি সতত পালন।
সেই হেতু প্রাণপতির নিত্য প্রিয়কর।
তথা সমগ্র প্রিয়েব মাঝে অতি প্রিয়বর ॥
যাঁহার পবম আরাধ্য দেব রঘুপতি রাম।
সকলেব প্রিয় যিনি—প্রীতির ললিত রাগে যিনি
সদা আপ্তকাম।
পূর্ণ শশী সম যাঁর মংগল দর্শন
নিজ গুণ শুনিতে যিনি দ্বিতীয়ার চন্দ্র সম সদা সঙ্কুচিত
সেই দিব্য গুরুদেবের জয়তি সতত ॥

সাহিত্য দর্শন নাটক নৃত্য গীত আর
গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্র তথা অপব বিস্তার
চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞ যিনি সদা অবিকার
সেই দিব্য সদ্‌গুরুব জয় বারবার।

শ্রীমদ্ভাগবৎ রসজ্ঞ রত্নের যিনি প্রেম পাত্র।
চিত্ত প্রসন্নকর দিব্য উপদেশ রূপ
ললিত কুসুমে যি'ন শিষ্য শীষ করে সুবাসিত।
যিনি সত্য প্রেম প্রীতি নীতির সরস আকর।
রসরাজ উপাসনা রসিকগণের যিনি সদা শিরোমণি।
যিনি অনন্য সন্ন্যাসব্রতে সদা অবিচল—
দেহিক দৈবিক ভৌতিক মানসোৎপত্তি প্রতিকূল
বিঘ্ন সমুদয়
পরম ধৈর্য্য ও বীর্য্যে যিনি করি সুসংহত—
তাহাদের করেন মিনতি
এবে দয়া কর—এ শরীরে ভোগ ক্রীড়া করি সমাপন
এ দীন দাসেরে কর ভজন-ভাবনায় সদা প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু অচিন্ত্য লীলার কারণ চিত্ত শান্ত না হইলে
প্রতিকূল বিঘ্নভয়ে যিনি সদাই ত্রসিত—
যিনি-চিত্ত-কায়-মনে সদা ইষ্ট-কৃপায় পূরিত
তথা ভাগবৎ সেবায় যিনি সদা স্নিগ্ধচিত্ত—
এ ভিন্ন সমগ্র প্রপঞ্চ পরে যিনি পরম বিরক্ত—
যিনি ভক্ত ও ভগবানে সদাই বিশ্বস্ত।
সেই দিব্য সদ্গুরু চরণ কমলে প্রণাম সতত॥

অমল ভক্তির পথে যিনি সদা অখণ্ডিত মতি,
শুভ চিন্তাই যাঁর সদা অতি প্রিয়বর
শ্রীযুগল সম্বন্ধী বার্ত্তায় যিনি দিব্য সরসিত।

অন্যথায় মৌনব্রতে করিলে বিরাজ
আপ্তকাম ইষ্টচিন্তা যাঁর সুখের সমাজ ॥
সকল বস্তুর মাঝে যে হেরে ঈশ্বর—
জন্ম তার সাথে উৎপন্ন মৃত্যুর বারতা
যে করেন স্মরণ সদা নিত্য প্রমুদিত।
সেই দিব্য সদ্‌গুরুর বিজয় সতত ॥

হে অলৌকিক শুভ গুণের সুদিব্য আগার !
তোমার স্তুতির বল কিবা প্রয়োজন—
স্বয়ং শুদ্ধ সুন্দর বপুর মাঝে যে আপনি উদার।
কে তাঁর করিবে বল ভূষণ শৃঙ্গার ?

ভগবৎ রহস্য জ্ঞান যাঁহার অমল
সদুপদেশ বার্ত্তায় যিনি সতত কুশল।
সুচিন্তা ও পবিত্রতার যিনি সাগর অটল।
সাথে সাথে বুদ্ধি বিদ্যায় কোমলতার চিন্ময় মহল।
সত্য প্রিয় মধুকর তথা হিতকর যাঁর প্রতিক্ষণ প্রতিপল।
এমত চিন্ময় গুরুর জয় জয় অবিচল ॥

যাঁহার মহিমা দিব্য মুখে কহিবার নহে।
এরূপ কোমল চিত্ত মহান আশয়।
বিজ্ঞান সিন্ধুর যিনি সুদিব্য তরণী।
স্বাতিবিন্দু সম যাঁর দিব্য উপদেশ।
গুরুনিষ্ঠ সেবকের কর্ণরূপ ঝিনুকের পরে

পতিত হইয়া করে সুনির্ম্মল মতি।
সেই দিব্য গুরুপদে বিজয় বসতি॥

বিমল সত্তগণের যিনি শিরোমণি।
বিদ্বৎ সমাজের যিনি সুদিব্য ভূষণ—
সবার অন্তরে যিনি—তবু সবা হ'তে দূরে—
যাঁর কৃপাময় উপদেশে অসংখ্য বিমুখী।
ভগবৎ আশ্রয়ে লাভে হোল পরা সুখী॥
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীগুরু মার্গের যিনি দিব্য উপদেষ্টা—
জনক জননী হ'তে যিনি অধিক—লালন-পালনে।
সেই দিব্য সদ্গুরুর জয় ক্ষণে ক্ষণে॥

বিমল বৈরাগ্যের যিনি দিব্য মহারূপ।
অনুরাগ প্রীতির যিনি চিন্ময় স্বরূপ।
অখিল করুণারূপী সন্তরাজ সভায়—
যিনি সিংহাসনাসীন সদা প্রসন্ন আননে।
সকল প্রিয়তম যে দিব্য মহান
কান্তপদে প্রেমপথে কোষ মাঝে অসিসম যিনি দৃঢ়স্থিত।
সেই দিব্য সদ্গুরুর জয় গাহি জয় গাহি অম্লান সতত॥

পরমাত্মার যিনি হন দিব্য পরমাত্মা।
কোন বস্তু বিন্দুমাত্র যে না করে আশা
অনিচ্ছিত ভগবত্ত বস্তু পরে যিনি শ্রদ্ধা সমন্বিত।
সেই বস্তুর একমাত্র প্রেরক পরে যিনি সদাই প্রণত।
সেই দিব্য পরমাচার্য্যের বিজয় সতত॥

সৎ-চিৎ-আনন্দ ঘন একরস যাঁহার স্বরূপ।
অসত্যাদি দূষণ রহিত তথা পরম পবিত্র যাঁহার চরিত
ভগবৎ নাম-রূপ-লীলা-ধাম দিব্য প্রতিপাদ্য
যাঁহার সিদ্ধান্ত বাক্য সদা প্রমুদিত
আপন সমগ্র চিত্ত ভগবৎ চরণে—
চিন্ময় অর্পণে যিনি সদা ভাগ্যবান।
পাঞ্চভৌতিক শরীরে যিনি দণ্ড দিয়া পঞ্চভূতে
করিলেন সমূলে বিনাশ তথা অন্তঃকরণ সদন করি
দিব্য সুমার্জ্জন অযোগ্য অনুচিত আশয় সব
করিলেন দূর—
ভজন সুসিদ্ধ জ্ঞানে করি চিত্ত সুনির্ম্মল।
প্রেমের ঠাকুর তথা স্থাপি সুযতনে
করিলেন নিত্য সেবা প্রেমানন্দ মনে।
আর্য্য ঋষি পথে যিনি নিত্য বিমল বিহারী।
সেই দিব্য সদ্গুরুর সদা বলিহারী॥

যাঁহার সেবায় মিলে অনায়াসে সন্তের জীবন।
সদ্বিদ্যা ও সদাচারের যিনি চিন্ময় সাগর।
অখণ্ড সুখৈকমতি যিনি রসের নাগর।
শ্রীরাম জানকী নাথে যিনি নিত্য একচিত্ত
সদাই একাগ্র।
দেহাভাস বিন্দুমাত্র যাঁর কভু নাই।
পরমানন্দ উপাসক যাঁর সম নাই।

সকল মানস রোগের যিনি রাজবৈদ্য।
সেই দিব্য সদ্গুরু সদা মম সেব্য ॥

অমিত প্রকাশ হেতু যিনি সদা অলক্ষ্য দুর্লভ,
অন্তঃসার শূন্য জনে তাঁহার দর্শন হেতু
যে দেন নয়ন যুগে প্রেমের অঞ্জন।
সেই দিব্য সদ্গুরু অমূল্য রতন ॥

এমত অচিন্ত্য সুখ দিব্য গুরুপদে
এমত অশ্রুত পূর্ব্ব শ্রীগুরু চরণে।
এ দীন জানায় প্রণাম চিত্ত-কামনে ॥

অতীব সুখের রাশ যাঁর মধুর স্বরূপ
লক্ষ্মণা নদীর তটে যাঁর নিত্য বাস।
শ্রীযুগল রসরাজের দিব্য রাস বিলাসে
অবিরল সেবা মাঝে যাঁর সুদিব্য উল্লাস।
এবং সেই হেতু সমগ্র সঙ্কল্প হ'তে চিন্ময় সন্ন্যাস
তথা মায়িক জগতে কিছু নাহি ভয় নাহি কিছু আশ
এমত শ্রীগুরু চরণ হোক মোর নিত্য অভিলাষ ॥

অতীব অনুরাগোদ্দীপক শ্রীঝুলন উৎসবে।
প্রিয়া প্রিতমের রঙীলী ভূষণে হইয়া ভূষিত।
রাগ-তান-ছন্দ গীত তথা সু নৃত্যে
তন-মন-ধন করি সু অর্পণ।
এমত কিঙ্করীগণের যিনি অগ্রগণ্য।

যিনি দিব্য জ্ঞান বিরাগ রূপ ভূষণে সুরক্ষিত—
চিন্ময় সুরত্ন তত্ত্ব ভক্তি মহাপ্রাণ—
সেই দিব্য রসরাজ আপনি প্রগটি
ধরণী করিল সুন্দর দিব্য অনুরাগে।
যে সেবিল যে ভজিল সেই দিব্য পদ
তাঁহার সংসার ভ্রমণ হোল সু সার্থক।
সেই দিব্য গুরুপদের মুঁই অলি সততবিমুগ্ধ ॥

দীনের বচন শুনি যিনি শত অপরাধ।
বিমল বাৎসল্যে সদা করেন মার্জ্জন।
তথাপি যাঁহার মতি শুদ্ধ নিরপেক্ষ।
সেই দিব্য গুরুপদ মোর সদা লক্ষ্য ॥

যিনি প্রেম পূর্ব্বক আনীত উপহার
ইষ্টদত্ত জানি করেন গ্রহণ।
আগত বস্তুর প্রতি যিনি সদা সাবধান।
কিন্তু আপন উদার দানে সে সকল করেন বিতরণ।
শ্রীভূমিজারমণ-রস-রসিক যাঁর চরিত মোহন
সেই দিব্য গুরুপদে প্রণাম অগণন ॥

যাঁহার দর্শনে মিটে অসংখ্য জন্মের পাপ
যাঁহার অমিয় বচন পানে যায় ত্রয় তাপ।
শ্রীযুগল নামের যিনি সদা করেন মধুর আলাপ।
দীন জনের একমাত্র যিনি মা বাপ
এইরূপ অনন্ত গুণগণের স্বরূপ সাকার।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর শ্রীচরণ কমল যুগে—
সিয়ারঘুনাথ শরণের অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
বার বার বিনয় করি নিজ গুণে হে প্রভো!
ক্ষমা করো ক্ষমা করো দাসের সর্ব্ব অপরাধ ॥

মুখ্য বার্ত্তা

হে প্রভু! বার্ত্তা এবে করি কিছু নিবেদন।
করুণা অভয় রাগে তাহা প্রভু কর বিবেচন ॥
এক দুখী আর্ত্ত জন বারংবার করি সুবিনয়।
তারযোগে বার্ত্তাভাব করি সু প্রেরণ।
কাতর ক্রন্দনে সে লিখিল পত্রিকা—
হে প্রভু দয়াল দেব! একবার হইয়া উদয়
গ্রামবাসীগণের অকারণ বিবাদ কর বিভঞ্জন।

গ্রামবাসী সব কয় যদি ইষ্ট ভগবান।
অনন্ত কৃপালু প্রভু সিয়ারঘুনাথ শরণ।
এইস্থানে আসি মোদের দেন বুঝাইয়া
ন্যায় পূর্ব্বক তিনি যাহা করিবে বিচার
তাহাই মোদের সদা গ্রাহ্য—এ ভিন্ন অন্য নাথ
নাহি কিছু আর
তিনি না আসিলে এই বিবাদ বিসম্বাদ।
দিন দিন বাড়ি যাবে—বাড়িবে বিষাদ ॥

তাহার করুণা গাঁথায় হইয়া ব্যথিত।
গিয়াছিনু সেই স্থানে দিব্য প্রেরণায়॥
তিন দিন অহোরাত্র শ্রীনাম কীর্ত্তনে,
শ্রীযুগল রসরাজ প্রেম বিতরণে,
অনন্ত সুখের মাঝে গ্রাম ভাসাইয়া
সকল বিবাদ প্রভু মিটিল নিমেষে॥

সাত দিনে ফিরিব জানি গিয়াছিনু সেথা,
দিব্য কারণে কিন্তু তিন সপ্তাহ যাইল কাটিয়া।
প্রভু পদ ত্রাস হেতু সত্বর আসিয়া
নিজ সেবা কার্য্য মাঝে যোগ দিনু পুনঃ॥
অন্য সকল সংবাদ শ্রীগুরু কৃপায়, আনন্দ মংগল ;
হে প্রভু ! ক্ষমা করো ক্ষমা করো ক্ষমা কর মোরে॥

অজ্ঞান সন্তান হেতু দীন দয়ালের,
কত কষ্ট—কত চিন্তা—হোল অকারণ॥
বাৎসল্য নিধান প্রভু মোর তরে সদা চিন্তামগ্ন
অজ্ঞান শিশুরে আমার—কে দিবে ভোজন—
কে দিবে তৃষার জল—কে দিবে আরাম
—কি জানি বনানীর হিংস্র পশুর কবলে কী
হইল পতিত ?
—দারুণ গ্রীষ্মের দিন—উত্তপ্ত মার্তণ্ড
—কোথায় ফিরিছে মোর অসহার শিশু ?

আবার আসিবে ফিরে—কী তার ঠিকানা ?
—কী জানি ভৎসনা তারে কেহ করিয়াছে কি না ?
—অথবা অজ্ঞান শিশু মোর করেছে কী সেবা অপরাধ
যে কারণে সংকটমোচন হ'তে সে দূরে পালায় ?

এইরূপ অসংখ্য চিন্তায় দয়ালেবে—
মুঁই সদা করিনু পীড়িত,
কী কব অজ্ঞান মোর—নাই কোন সীমা ॥
এ কারণে কহে যেবা বুধগণ আর।
সহসা করিয়া কিছু যে করে বিষাদ।
সে নহে পণ্ডিত কভু—পায় দুঃখ তাপ ॥

ইতি
আপনাব অজ্ঞ শিশু
সিয়ারঘুনাথ শরণ।

বলা বাহুল্য নিত্যধামের দিব্য কবির চিন্ময় অন্তর-মাধুর্য্যে সমগ্র পত্রখানি বিবচিত ! সন্ত শিরোমণির অচিন্ত্য সেবা মধুব বিমল সত্তার দিব্য পীযূষ ধারায়—পত্রখানির প্রতি বর্ণ—প্রতি রেখা সমুজ্জ্বল। পত্রের ছত্রে ছত্রে—মহারাজজী যেন দিব্য কৈঙ্কর্য্য-নিপুণ দশায় পাঠক নয়ন-সন্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া আপন মাধুর্য্য সত্তার চিন্ময় সংবাদ অঙ্কিত করিলেন !

বাস্তবিক লৌকিক ও পারলৌকিক—এই উভয়বিধ দিব্য চৈতন্য সত্বার বিমল পরিচয় দানে মহারাজজী সুনির্ম্মল ভাব-ভজন গগনে—চিন্ময় চন্দ্রমা হইয়া দিব্য ভাগবৎ-সুধায় দশ দিক প্লাবিত করিলেন।

মহারাজজীকে পরমহংসবর্জ অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী কীরূপ ভাল বাসিতেন—বিমল ভজনানন্দে কীরূপ নিত্য বিহ্বল প্রেরণা দান করিতেন তাহার মুগ্ধ পরিচয় মহারাজের প্রতি পরমহংসবজের একটি পত্র পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যাইবে। মহারাজজী শ্রীগুরুদেবের চিন্ময় পরাপ্রকৃতির রসাভাসে যে সতত উদ্ভাসিত ছিলেন—তাহাও পত্রের প্রতি বাণীর মর্ম্মে মর্ম্মে যেন ফুটিয়া উঠিল।

মহারাজজী চিত্রকূট ধামে তখন একান্তে ভজন-নিমগ্ন দশায় ব্যতীত করিতেছেন - বহুদিন হইল তাহার শ্রীগুরুদেব – প্রাণাধিক প্রিয়ের কোনরূপ সংবাদ পান নাই- আপন মানস পুত্রের জন্য সন্ত শিরোমণির প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে –ঠিক এই সময় মহারাজজীর নিকট একটি পত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমহংসবজ সামান্য পোষ্টকার্ডে দিব্য ছন্দ বন্ধ ভাষায় যাহা লিখিলেন নিম্নে তাহাই উদ্গীত করা হইতেছে—

পত্র পায় বাড়েউ অহ্লাদ, নাস্যো কোটি বিয়োগ বিষাদ।
তিম্হি ভ্রাতনি কহ আশীর্ব্বাদ, বটহু নাম নিত ত্যজি বকবাদ
সবতে ছিলিমিলি রহিয়ে দূরি, রটিয়ে নাম সুজীবনি মূরি।
তন সুখ, মন সুখ জগমে ভরি নাম হীন সব জানিয়ে ধূরি॥
শুচি সন্তনিতে করিয়ে প্রীতি রটিয়ে নাম কামনা জীতি।
অপর কহুই করিয়ে ন প্রতীতি নাম ন ত্যজিয়
ত্যগিয় অনীতি॥

আপসমে অতি রাখিয়ে মেল, লঘুদিন কো হৈ জগবীচ খেল।
দুখ-সুখ তন পর লীজৈ মেল আয়ু জাত চলি জিমি রেল॥
করি লীজৈ আতুর শুভ কাজ জেহি ন পরৈ মন শোকসমাজ।
ডরিয় ন কাহুই করিয় ন লাজ সুমিরত নাম গরীব নেবাজ॥

অর্থাৎ—বহুদিন পরে তোমার পত্র
পাইয়া লভিনু পরমানন্দ।
ঘুচিল মনের দুঃখ বিষাদ
মিটিল সকল ভরম দ্বন্দ্ব॥

তোমাদেব তরে পাঠানু পুলকে
নির্ম্মল শুচি আশীর্ব্বাদ।
সিয়ারাম নাম বদনে ভরিয়া
গাহ গাহ সুখে ত্যজিয়া কুবাদ॥

সবাকার হৃদে প্রেমের চরিত
করি আলাপন রহগো দূরে।
ক্ষণে ক্ষণে নাম পীযূষ প্যালা
করিয়া সুপান থাক সুখে নিজ অন্তঃপুরে॥

জগতে যত সুখ কিবা তনুময়
কিবা মনোময় অথবা অপর কিছু।
শ্রীনাম ভজন বিনা জানিও নিশ্চয়
দুঃখ-শোক পরিণামী—নহে অন্য কিছু॥

অকাম সন্ত প্রতি ভক্তি ভাবনাযুত
করি সু আচরণ হওগো সুখমূল।
সকল কামনা জীতি রটিও অণুখন
শ্রীনাম মংগল মুদিত অনুকূল ॥

ইহাই তত্ত্বসার ইহাই জীবনবেদ
জানিয়া পরাসুখে হওগো সুজন ধীর।
শ্রীনাম সুমিরণ দিব্য নন্দময়
সরস প্রাণে রাখি ত্যজিও প্রপঞ্চ বীর ॥

ভজন সখা সনে সতত সরস হৃদে
বাঁধিও প্রেমের ডোর নিত্য সেবা মাঝে।
জগতে দুদিন লাগি মিথ্যা খেলাঘর
সকালে হের যাহা তা হের না সাঁঝে ॥

পরিণামী দুঃখ সুখ হ'য়ে অবিগত
শ্রীনাম ভজন বাসে কর নিত্য খেল।
ক্ষণে ক্ষণে যায় আয়ু শ্বাস ও প্রশ্বাসে
ঠিক যেন হয় ইহা দ্রুতগামী বেল ॥

অতএব সময় থাকিতে কর
শ্রীনাম রটনে কর যতন মনন ধ্যান।
সময় ব্যতীত হ'লে শোকসমাজ পুরে
নিমজ্জিত নাহি হও যেন মহাপ্রাণ ॥

আপন হৃদয় পুরে রহি আপন মাঝে
সতত অভয় চিত্তে হও আগুয়ান।
পতিত পাবন নাম পরম মংগলময়
এই চিন্ময় বঙ্গরসে হও দীপ্যমান ॥

বাস্তবিক ইহাই পবমানন্দ শ্রীসদ্‌গুরু কৃপালের চিন্ময় সেবকেব প্রতি বিহ্বল বৃত্তির পুলক পরিচয়। অকাম সেবকরত্নের দিব্য সুখময় পরা-প্রকৃতির মুগ্ধ সংবাদ পরিপূর্ণ রূপে বিজ্ঞাত হইয়াও পরমহংস শিবোমণি শাশ্বত আচার্য্যের দিব্য পাদপীঠে অবতীর্ণ হইয়া—ভক্তকে নিবন্তর ভজন উপদেশ করিলেন! ইহাই শ্রীগুরু-শিষ্যেব চিন্ময় সম্বন্ধ—ইহাই ভজন ভাবনাব অনন্য পরিক্রমা—ইহাই অনন্য সেব ব বিমল সৌরভ!

ইতি—শ্রীসদ্‌গুরু চরিত মানসে অনন্য সেবা-সম্পাদনে
চতুর্থ-নিবেদনং সমাপ্তম্ ॥

পঞ্চম নিবেদন

বিলাস

মঙ্গলাচরণ ঃ—

শ্যামাং সবোজবদনাং মৃগপোত-নেত্রীং
মন্দস্মিতামবনিজাং মৃদুমঞ্জু-কেশীম্ ।
বামাঙ্কমধ্যশয়নাং নবচম্পকাঙ্গীং
সঞ্জীবনীমনুভজামিহ রামবামাম্ ॥

পশ্যন্তি তে মে রুচিবাণ্যস্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি ।
রূপানি দিব্যানি ববপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি ॥
তৈর্দশনীয়ান্বয়বৈকদাববিলাসহাসেক্ষিত বামসুক্তৈঃ ।
হৃতাত্মনঃ হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিবনিচ্ছতো মে গতিমন্বীং প্রযুঙ্ক্তে ।

বন্দউঁ গুরু পদকঞ্জ কৃপাসিন্ধু নরৰূপ হবি ।
মহামোহ তমপুঞ্জ জাসু বচন বৰিকর নিকর ॥

মংগল করনি কলিমল হরনি তুলসী কথা গুরুদেব কী ।
গতি ক্রুব কবিতা সবিত কা জ্যো সরিত পাবন পাথ কী ॥
প্রভু সুজস সংগতি ভনিতি ভলী হোইহি—সুজন মন ভাবনী ।
ভব অঙ্গ ভূতি মসান কী সুমিবত সুহাবনি পাবনী ॥

বিবুধ বিপ্র বুধ গ্রহ বন্দি কহউঁ কর জোরি ।
হোই প্রসন্ন পুরবহু সকল মঞ্জু মনোরথ মোরি ॥

সিয়ারাম নাম মনিদীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার ।
তুলসী ভিতর বাহরেহু জৌঁ চাহসি উজিয়ার ॥

এক

ধূপ যেরূপ আপনারে নিঃশেষে গন্ধে মিলাইয়া পূর্ণকাম হয়—শান্ত দীপশিখা যেরূপ স্নিগ্ধালোকে আপন মুগ্ধ পরিচয় রাখিয়া যায়—অনন্য সেবামুখর মহাভাগবতের চিন্ময় চরিত্র সেইরূপ অশেষ দিব্য ক্রীড়ায় স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। আপ্তকাম সেবা সৌরভে ভক্ত চরিত্র সততই স্বচ্ছ – সততই যোগযুক্ত—সততই বিজ্ঞানময়—সততই প্রেমমগ্ন! নিত্য সেবার চিন্ময় মাধুর্য্যে ভক্ত সততই ইষ্ট লীলায় প্রবিষ্ট—ইষ্ট সাথে তঁহার নিত্য অবিরল মেশামিশি—আত্মরমণ রূপ অখণ্ড বিহার সুখে—ভক্তের অনন্য সঞ্চরণ। আপন ইষ্টের সাথে ভক্তের এই অবিচ্ছিন্ন লীলা—লোক লোকে—দিকে দিকে—নিত্য কালে পরিব্যাপ্ত। বস্তুতঃ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী—এই পরম অতীন্দ্রিয় মহারাস লীলা—নিত্য অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত। ইহার আদি-অন্তের কোনরূপ সীমারেখা নাই। ইহাই ভক্তের অনন্তানন্তময় ভাবরাজ্য! এই অচিন্ত্য গোগিরাতীত ত্রিপাদবিভূতিময়ী ভাবরাজ্যের কণে কণে ভক্ত-ভগবানের—সেবক ও সেব্যের – নিত্য নব নব ক্রীডার উজ্জ্বল অঙ্গন। এই মধুর রঙ্গ রস যদ্যপি সঘন কান্তা-কান্ত প্রেমলীলায় সতত পর্য্যুসিত – অনন্য ভক্ত কিন্তু কদাপি আপন নিত্য কৈঙ্কর্য্য সত্ত্বা বিস্মৃত হয়েন না - অবিরল কৈঙ্কর্য্যই হইল ভক্তের অনন্য গৌরব—ভক্তের অনন্য জীবন! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে—এই দিব্য কৈঙ্কর্য্য—অপরাম্পরা মাধুর্য্যে নিত্য নিষ্ণাত হইয়া ভক্ত-ভগবানের সর্ব্ব ভেদাভেদ প্রচ্ছন্ন করে—তুইটি স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বা এক অবিরল ভেদাভেদ রহিত দশায় পর্য্যবসিত হয়! আনন্দকন্দ ভগবানের নিত্য সেবায়—ভক্ত হৃদয়ে—অখিল ব্রহ্মানন্দের সকল অলৌকিক গুণ ও ধর্ম্মগুলি স্বতঃ প্রকাশিত হয়। ভক্তও সেই দিব্য রূপৈশ্বর্য্যে চিত্ত-কায়-মনে আপ্লুত হইয়া যে ত্রিগুণাতীত বিলাস-বৈভবে

আপনারে ব্যক্ত করে—তাহা বাস্তবিক চিন্ময় পূর্ণানন্দের দিব্য ভূষণ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে!

অনন্য ভক্তের ইষ্ট-পদপঙ্কোজে এই সদা তল্লীন দশাটি সমগ্র ভাগবত গ্রন্থে বিভিন্ন রূপ-রেখায়—বিচিত্র ভাব ও ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে! অপৌরুষেয় বেদ ও উপনিষদ—ভক্ত চরিত্রের দিব্য আস্বাদনে মত্ত হইয়া চিন্ময় পুরুষোত্তমের দিগ্দর্শন করিলেন এবং বলিতে কী ব্রহ্ম নিরূপণের মংগলময় পাদপীঠে—ভক্ত চরিত্রের দিব্য মাধুর্য্যগুলির সমাবেশ করিলেন! ধর্ম্মগ্রন্থের মহর্ষিগণ দেখিলেন যে অনন্য ভক্তরাজ সকল প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র ভগবানকেই অবলম্বন করেন—একমাত্র ভগবানের সেবা-পূজাতেই তঁহার চিত্ত-কায়-মন নিয়োজিত করেন। তিনি ভগবানের মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করেন এবং তদ্‌হেতু তিনি সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন ও সর্ব্বভূত হিতে রত হইয়া থাকেন। তাঁহার বিন্দুমাত্র আত্ম-পর ভেদ জ্ঞান নাই—ইচ্ছা দ্বেষ ও অভিমানের বিন্দুমাত্র বালাই নাই—তিনি সর্ব্বদা পবিত্র—সর্ব্বদা তচ্চিত্ত। সম্পদে-বিপদে তথা কোন সময়েই তাঁহার মন ভগবানকে ছাড়িয়া কোথাও অন্যত্র গমন করে না—তিনি সর্ব্বাবস্থায় সত্যনিষ্ঠ—এবং সদাচার পরায়ণ। এমত ভক্ত সদা প্রপঞ্চ পরাঙ্মুখ ও নিত্যতৃপ্ত এবং সততই একান্ত সেবী ও অনন্য ইষ্টপরায়ণ। তিনি পরম উদাসীন—পরম কর্ম্ম কুশল—পরম সুধীর! চাতকের ন্যায় তিনি সর্ব্বদা একনিষ্ঠ—লক্ষ্মণের ন্যায সদা স্বাতন্ত্র্য-বিহীন এবং সর্ব্বদা দ্বন্দ্বাতীত ও সদা সন্তুষ্ট চিত্ত। এমত ভক্ত সর্ব্বাবস্থায় জাগ্রত ভাবে ভগবানকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করেন—এবং সর্ব্বদাই ভগবৎ সংস্পর্শে পরম সুখে সময় ব্যতীত করেন! বস্তুতঃ এমত ভক্ত সর্ব্বতো-ভাবে ভগবানের পূর্ণ প্রতিমে রূপায়িত হয়েন।

ভক্ত চরিত্রের বিমল অভিব্যক্তিতেই যে চিন্ময় সেবার অনন্য প্রকাশ—তাহা পূর্ব্বেইআলোচিত৽ হইয়াছে এবং ভক্তের এই অভিব্যক্তি-

গুলি সমগ্র সাধন ও ভজন-রহস্যের দিব্য সমন্বয়ে নিত্য সমুজ্জ্বল! বিমল জ্ঞান ইহার অবলম্বন—ভক্তি ইহার স্বাধর্ম্ম্য—বৈরাগ্য ইহার শৃঙ্গার—অবিরল আনন্দই হইল ইহার চিন্ময় বিস্তার। বস্তুতঃ ভক্তের এই পরম মাধুর্য্যময় লীলাগুলিই হইল—ভক্তের অনন্য হৃদয়-সর্ব্বস্ব সেবাধর্ম্মের চিন্ময় বিলাস-বৈভব! স্বর্ণ ও সোহাগের ন্যায় - সেবা ও তাহার অচিন্ত্য বিলাস-বৈভবের মুগ্ধ মাধুর্য্য—সেবা সততই চিদানন্দময় বিলাস-বৈচিত্র্যে পর্য্যবসিত হয়—বিলাস পুনরায় নবীন সেবার চিন্ময় রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে—বস্তুতঃ অনন্য কান্তা কান্ত সম্বন্ধের ন্যায়—সেবা ও তাহার অন্তর মাধুর্য্য নিত্য যুক্ত। দিব্য পারমার্থিক ভূমিকায় এই দুইটি চিন্ময় সত্ত্বা এক হইয়াও যেন এক নহে—হাস-বিলাস ও নৃত্যগীতে দুইটি সত্ত্বাই একই সূত্রে গ্রথিত। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের একটি মধুময় পদাবলীকে দিব্য রূপক রূপে আশ্রত : করতঃ ইহাদের নিবিড় ওতপ্রোত মধুর সম্বন্ধটি উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

দুঁহু জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুঁহু রূপ নিতি নিতি দুঁহু হিয়া জাগ॥
দুঁহু মুখ চুম্বই দুঁহু কর কোর।
দুঁহু পরিরম্ভনে দুঁহু ভেল ভোর॥
দুঁহু দোঁহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি নৌতুন নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি যৈছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥

দুই

অচিন্ত্য করুণাধারার অবিরল প্রস্রবণে মহারাজজী মুগ্ধ চরিত্রে নিজ পরিকরে সাথে যে দিব্য বিনোদ করিলেন—অনন্য সারল্য ও বিমল মাধুর্য্যে—তাহা অনুরাগী চিত্তের চিরগোপ্য ধন হইয়া রহিল! বস্তুতঃ চিন্ময় সারল্যই হইল মাধুর্য্যের প্রাণ- ইহা সর্ব্ব বৈভব মুক্ত কিন্তু তথাপি ইহার দিব্য আকর্ষণ বলিবার নহে। মহারাজজী সততই শিশুর ন্যায় সুন্দর—শিশুর ন্যায় সরল। অনন্য ভজন মাধুর্য্যের অবিরল উৎকণ্ঠা ব্যতিরেকে—কোন বাসনাই মহারাজজীর হৃদয়ে নাই—কোনরূপ সংস্কার তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই- সদা সর্ব্বদা শ্রীযুগল রসমাধুর্য্যের গহন তলে নিমজ্জিত হইয়া—মহারাজজী চিন্ময় সুখে দিন ব্যতীত করিতেন—তাঁহার সমগ্র লীলাই হইল ভক্তি চিন্তামণির বিমল ভাষ্য - ইহা আস্বাদনে যেরূপ মধুর—দর্শনে ততোধিক মুনি মন মোহনকারী!

মহারাজজীর মুগ্ধ ভক্তবৃন্দের নিকট মহারাজজীর দিব্য লীলায়—বস্তুতঃ তাঁহার সর্ব্বভাবেই—পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম রূপগুলি আপনি ঝলমল করিয়া উঠিত! শ্রীগীতোক্ত অনন্য জ্ঞানযোগীর—অনন্য কর্ম্মযোগীর—অনন্য আত্মদর্শীর তথা অনন্য ভজনালম্বীর মুগ্ধ রহস্যগুলি—মহারাজজীর সারলীল লীলায় পরম সুখে প্রকটিত হইত—এবং তাঁহার অনুরাগীগণ এই দিব্য সুখানন্দে চির নিমজ্জিত থাকিতেন। বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য চরিত্র—সকল আশ্চর্য্যের মহান আশ্চর্য্য—সকল সুখের চিন্ময় ভাণ্ডার—সকল আনন্দের দিব্য পারাবার। কী লোক ব্যবহারে—কী পারলৌকিক সম্পদে—মহারাজজী ছিলেন অতল সমুদ্রবৎ চির প্রশান্ত! এমত অলোকসামান্য বৈভবের দিব্য অধিষ্ঠান হইয়াও—মহারাজজী সততই সামান্য শিশুলীলায় চিরদিন ব্যতীত করিলেন—তিনি যে একজন মহাতপী—মহাঋষি—মহাজ্ঞানী—মহাবৈরাগী—ইহার বিন্দুমাত্র পরিচয়ও তাঁহার কোন আচরণে

প্রকাশ হইত না। তিনি সততই আপনাকে সামান্ত জ্ঞান করিতেন—সকলকেই আপন পরমাচার্য্য—শ্রীগুরু সম সম্মান করিতেন! দিব্য বিহার রসে নিমজ্জিত তিনি সততই অচিন্ত্য প্রেমদশায় ব্যতীত করিতেন! বাস্তবিক তাঁহার এই অকথ প্রেমদশা কোনরূপ ভাব ও ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে—কারণ ইহা সর্ব্বভাবে অতীন্দ্রিয়—একাধারে নিরন্তর ভগবৎ সেবার উজ্জ্বল উৎকণ্ঠা—অন্তধারে সদা শ্রীযুগল সেবা মাধুর্য্যে—আত্মকাম দশা—এবং এই দুইটি গহন মাধুর্য্যের যে দিব্য সমন্বয়—তাহা একান্ত সাধুকৃপা ব্যতিরেকে কদাপি আস্বাদিত হইবার নহে!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহারাজজীর সকল বিলাস বৈভবই হইল বিমল সান্দ্রানন্দের দিব্য নিঝর্র! অনুরাগী ভক্তবৃন্দ তাঁহার দিব্য প্রসঙ্গে নব নব আনন্দরস-চন্দ্রিকায় সুখে বিহার করিলেন! এই অতীন্দ্রিয় মাধুর্য্যে তাঁহাদের হৃদয়ের গোপন বীণা মর্ম্মে মর্ম্মে গুঞ্জরিত হইল—তাঁহাদের মন-মুকুরে জাগ্রত হইল অনন্ত প্রকাশনিধির অনুপম রূপমাধুর্য্য! বস্তুতঃ মহারাজজী তাঁহার পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সঙ্কট মোচন মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে একাধিকক্রমে ঐ স্থানে নিত্য ভগবৎ সেবায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল দিব্য ভজনানন্দ ধারায় কত চিত্তই যে মুগ্ধপ্রেমে অনুরঞ্জিত করিলেন—বাস্তবিক তাহার কোন পরিসংখ্যা নাই! দিব্য জ্যোৎস্না পুলকিতযমুনা-পুলিনে আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করতঃ ব্রজবালাগণ—যেরূপ সমগ্র সমাজ সংসার ত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে ছুটিয়া আসিতেন—মহারাজজীর অতীন্দ্রিয় আকর্ষণ সেইরূপ সর্ব্ব মন বাণী পার! তাঁহার এই আকর্ষণের যে কী দিব্য মাধুর্য্য তাহা বলিবার নহে—মহারাজজীর ক্ষণিক সঙ্গে—হৃদয় কাম ক্রোধ রহিত হইয়া অনাবিল আনন্দে সহসা ডগমগ করিয়া উঠিত! বলাবাহুল্য এমত চিন্ময় মাধুর্য্য নিধানের কোমলমতি শিশুর ন্যায় অনাবিল চরিত্রগুলি, অনন্ত অনুরাগী হৃদয়ের একমাত্র অনুভবগম্য! এই সকল ভক্তগণ অব্যক্ত প্রাণের টানে

মহারাজজীর পদপ্রান্তে ছুটিয়া আসিতেন—উজ্জ্বল রসধারায় আপ্লুত হইয়া মহারাজজীকে সিয়ারাম নামামৃত পানে মগ্ন দেখিতেন! শুভ অবসরে মহারাজজী সামান্য স্বল্প ভাষায় ভক্তবৃন্দকে ভগবৎ ভজনের অনন্ত মাধুর্য্যের কথা কখনও কখনও বলিতেন! বিলল ভক্তগণ তাঁহার দিব্য সন্দর্শনেই পরিতৃপ্ত—মহারাজজীর মুগ্ধ ভাষণ পান করতঃ তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না—মহারাজজীকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার অবাক হইতেন তাঁহাদের মনে হইত—তাঁহারা যেন কোন এক দিব্য মধুর প্রস্রবণে নিমজ্জিত হইয়াছেন—শ্রীযুগল রসমাধুর্য্যের অনন্ত আস্বাদনে তাঁহাদের হৃদয়ে গোপন রাগ প্রস্ফুটিত হইত এবং সেই মুগ্ধ হৃদয়ের চিন্ময় ছন্দে তাঁহাদের কণ্ঠে ঋবিত অনন্ত প্রেমের নন্দন বারতা! মহাকবি বিদ্যাপতির অনুপম ভাষায়—মহারাজজীর দিব্য ধারায় যে কী অলৌকিক মাধুর্য্যের প্রকট হইত—তাহা প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুব বৃন্দাবন মাঝ।
মধুব মধুর রসরাজ॥
মধুব যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুব মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুব যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গীতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটরঙ্গ॥
মধুব মধুব রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভান॥

বস্তুতঃ এই অনির্ব্বাণ রসমাধুর্য্যই হইল মহারাজজীর অনন্য বিলাস বৈচিত্র্যের দিব্য মহাপ্রাণ! এই অখণ্ড মাধুর্য্য লীলায়—এই করুণার দিব্য প্রস্রবণে—অসংখ্য জনগণের চিত্তে—মহারাজজীর চিন্ময় কণক সিংহাসন রচিত করিলেন। আলোচ্য পর্য্যায়ে অনন্য নির্ম্মৎসর সরল সন্তের দিব্য চারু চরিত্র যে অনুপম মনুজ লীলায় আপন ভক্তজন মাঝে আপনি প্রমুদিত হইল—তাহা যথামতি নিবেদিত হইবে! বলাবাহুল্য ভক্তি চিন্তামণির এই দিব্য লীলাবিগ্রহের—অচিন্ত্য বৈভবমাধুর্য্যের কণামাত্রও কোনরূপ ভাব ও ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে—দীন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ইহার সামান্য তটস্থ লক্ষণ আস্বাদনে অনন্ত জীবন সার্থক করিতে হইবে!

তিন

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহারাজজীর গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ এই দিব্য মহাত্মাকে অবিচল নিষ্ঠায় আজীবন শ্রীগুরুর সম শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রেম-পূজা করিয়াছেন! মহারাজজীর শ্রীগুরুদেব পুরুষসিংহ আচার্য্য রূপে ধরণীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—একনিষ্ঠ সাধন মর্য্যাদায়—দিব্য সন্ন্যাস ও তপস্যায়—অনন্য ভজন-মাধুর্য্যে—অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী ছিলেন সর্ব্ব আচার্য্যের দিব্য আচার্য্য। তাঁহার চিন্ময় ভাবদীপ্ত ভজন রহস্যের দিব্য গতি—সামান্য জনগণের বিদিত হইবার নহে—তাঁহার শিষ্য-সেবকগণও এই বিরাট পুরুষসিংহের সমীপে গমন করিতে সততই সঙ্কুচিত হইতেন! যদ্যপি তিনি অবিরল করুণার নিত্য সুখনিধি ছিলেন—তথাপি তাঁহার দিব্য প্রতাপের অবধি ছিল না! মহারাজজীর গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ মহারাজজীর সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত হইয়া দিব্য

ভজনানন্দের অশেষ মুগ্ধ রহস্য যথামতি পান করতঃ কৃতকৃত্য হইলেন! মহারাজজী স্বভাবতঃই স্বল্প ভাষী—মধুর ভাষী, বিজ্ঞানময় মহাপুরুষ ছিলেন—অল্প কথায় ভক্তবৃন্দকে যথার্থ উপদেশ করতঃ সিয়ারাম নাম মহাহ্রদে নিমজ্জিত থাকিতেন! কিন্তু তাঁহার দিব্য মাধুর্য্যের ব্যক্তিত্বে—তাঁহার স্বল্প ভাষণে; অনন্ত কাবা পয়োধি জনমন স্নিগ্ধ করিত—এবং এই দিব্য প্রেরণায় ভক্তবৃন্দ সমগ্র শঙ্কা-শূন্য চিত্তে নিজ নিজ ভজনমার্গে প্রধাবিত হইতেন! মহারাজজীর দিব্য সেবায়—মহাবাজজীর সঙ্গ-সুধায় তাঁহারা জীবন ব্যতীত করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না—বাব বার এই আপ্তকাম শান্ত সুখনিধির চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া—চকোরের ন্যায় তাঁহার দিব্য মুখচন্দ্রের প্রতি অবিচল নয়নে দৃকপাত করতঃ—তাঁহার অনুপম রাগদীপ্ত কণ্ঠের দুই একটি কথামৃত শ্রবণ পান করিবার জন্য—তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিতেন! মহারাজজীর সাথে তাঁহাদের চিরন্তন লীলা—মহারাজজীকেই আশ্রয় করিয়া তাঁহারা যেন ধরণীতে আগমন করিয়াছেন, মহারাজজীর সুখসমাজে নিষ্ণাত হইয়া—তাঁহারা জন্ম জন্ম মহারাজজীর দিব্য সেবকতায় চিরধন্য হইতে বাঞ্ছা করেন! বাস্তবিক একজন গুরু ভ্রাতার প্রতি অন্যান্য গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের এমত নিগূঢ় স্নেহ—তাঁহার প্রতি এমত প্রেম-বিশ্বাস ও ভালবাসা—সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইবার নহে! মহারাজজীর দিব্য মাধুর্য্য পারাবারের বিন্দুমাত্র পান করতঃ তাঁহাদের হৃদয় অসীম প্রেমানন্দে ভরিয়া উঠিত—এবং এই দিব্য দশায়—মহারাজজীর অখিল মাধুর্য্যের দিগ্দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা স্বতোৎসারিত ধারায় শ্রীমদ্‌ বল্লভাচার্য্যের অখিল প্রেমপূজার মধুময় বাণীতে আনন্দে গাহিযা উঠিতেন—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মথুরাধিপতে রখিলং মধুরম্ ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মথুরাধিপতে রখিলং মধুরম্ ॥

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীর দিব্য চরিত্র আস্বাদনে তাঁহার অনুরাগী গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণের মধ্যে বিশেষতঃ অনন্ত শ্রীজানকী বল্লভ শরণ—অনন্ত শ্রীসিয়ানাথ শরণ ও সিয়া সহেলী দেবী চির অনন্য হইয়া রহিলেন! বলা বাহুল্য উপরি-উক্ত চিন্ময় সন্তবৃন্দ দিব্য সংস্কারে পরম ভাগ্যবান—বস্তুতঃ তাহা না হইলে তাঁহারা কীরূপে মহারাজজীর অন্তর মাধুর্য্যের স্বভোক্তা হইলেন! বলিতে কী এই তিনটি ভক্তের বৈশিষ্ঠ্য লক্ষ্য করিবার বস্তু—মহারাজ-জীর এই তিনটি ভক্ত-নিজ নিজ স্বরূপ মাধুর্য্যে—অনন্য জ্ঞান—অনন্য যোগ ও অনন্য সেবার মুগ্ধ প্রতিম! বলা বাহুল্য ভক্তি চিন্ত-মণির কনক বিগ্রহ মহারাজজীর দিব্য চরিত রসায়ণে সুসিদ্ধ হইয়া—উপরি উক্ত ভক্তবৃন্দের জ্ঞান-যোগ ও সেবা অবিরল ভক্তি-ভাবনায় রূপায়িত হইল! ভক্তি মহাহ্রদে- নিষ্ণাত হইয়া তাঁহারা প্রত্যেকেই অনন্য জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগ ও ভক্তি সরসিত শ্রীযুগল রসমাধুরীর অখণ্ড দর্শনে পরম ধন্য হইলেন!

পরম ভাগবত জানকীবল্লভ শরণ জীবনের মধ্য বয়সে দিব্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পরমাচার্য্য সিয়ালাল শরণজীর অনন্য আশ্রয় লাভে কৃতকৃত্য

হইলেন! তাঁহার উজ্জ্বল জ্ঞানধারা-তৃপ্ত দিব্য তনুখানি অশেষ ঐশ্বর্য্যে প্রমুদিত—তাঁহার চিত্ত বৃত্তির প্রপঞ্চ-পরাঙ্মুখতায় স্বাভাবিক গতি—তাঁহার সরসিত হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি মহৎ করুণা লাভের অপেক্ষায় যেন এতদিন অধীর হইয়াছিল—এক্ষণে পরমহংসবর্জ্জের দিব্য করুণা সলিলে অবগাহন করতঃ জানকীবল্লভ শরণ মহারাজজীর চিন্ময় মনমুকুরে শ্রীযুগল রসরাজের মুগ্ধ মায়া অবলোকন করিলেন—এবং অচিরেই মহারাজজীর পরম প্রিয় সখায় রূপায়িত হইলেন! বিমল বিজ্ঞানময় ভূমিতে জানকীবল্লভের নিত্য বিহার—এবং এক্ষণে পরম বিজ্ঞানীর চিন্ময় ঐশ্বর্য্যে ভগবৎ রসমাধুর্য্যের দিগ্দর্শনে সুধন্য হইলেন!

বস্তুতঃ মহারাজজীর দর্শন মাত্রেই জানকীবল্লভের সমগ্র জ্ঞান-বৈভব সহসা যেন এক নবীন ভাবে মণ্ডিত হইল—বিজ্ঞানীর অন্তরে কাহার যেন নবীন কণ্ঠস্বর বিশ্রুত হইল—কী যেন পাইলাম—কী যেন দেখিলাম—এই অচিন্ত্য ভাবধারায় জানকীবল্লভ সহসা কোথায় হারাইয়া গেলেন! মহারাজজীর মুগ্ধ মাধুর্য্য যেন তাঁহার নয়নে নবীন নেশার ঢেউ তুলিল—শ্রদ্ধা তরণীতে বিজ্ঞানময় পাল তুলিয়া জানকীবল্লভ—মহারাজজীর ভক্তি মহাহ্রদে সুখে পাড়ি দিলেন—এবং দিব্য অভিসারে মহারাজজীর অন্তর-মাধুর্য্যের কণে কণে যে অচিন্ত্য ভাগবৎ রহস্য সদাই লীলায়িত হইতেছে—তাহার যথামতি বিমল আস্বাদনে তাঁহার প্রাজ্ঞ চিত্ত নব নব জ্ঞানানন্দের ধারায় পরিতৃপ্ত হইল।

মহারাজজীর দিব্য ভাব ধাবায় জানকীবল্লভ আপন মন-মুকুর অবলোকন করিলেন—নিত্য প্রেমের দিব্য গীতিমালায় সেই মুগ্ধ আলেখ্যটি সদা প্রসন্ন—চিন্ময় কৈঙ্কর্য্যে—তাহা চির সুখাসীন!

বস্তুতঃ অনন্য জ্ঞানের বিমল পটভূমিকায় ভক্তি রসামৃতের নিত্য মহারাস লীলা—অনন্য জ্ঞানের সাথে ইহার অঙ্গাঙ্গী ভাব—এতৎ কারণে চতুর্ব্বিধ ভক্তগণের মধ্যে জ্ঞানীগণই যে পরম ত্বত্ত্বের [illegible]

সাক্ষাৎকারে সদা তৃপ্ত—সদা সুখী—সেই কথাই পরম রহস্যময় সংলাপে মণ্ডিত করতঃ আর্ত্ত ভক্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্ত জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

অর্থাৎ—চতুর্ব্বিধ ভাগ্যবান করে মোর সেবা।
জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, আর্ত্ত আর জ্ঞানী যেবা ॥
বিপদে পড়িয়া স্মরে কেহ বা আমারে।
আর্ত্ত ভক্ত বলি পার্থ জানিবে তাহারে ॥
ইহলোকের পরলোকের সুখ করিয়া কামনা।
অর্থার্থী করে যে মম সকাম সাধনা ॥
জিজ্ঞাসু ভজন করে জ্ঞানের আশায়।
জ্ঞানীগণ ভজে মোরে যথাযথ জানিয়া আমায়
সেই হেতু জ্ঞানীগণ অতি প্রিয় মোর।
আমাতেই শুদ্ধা ভক্তি করে নিরন্তর ॥

বাস্তবিক ভগবৎ রসমাধুর্য্যের চিন্ময় চরিত্রটি যে একন্ত করুণা-রস দীপ্ত—তাঁহাই যথার্থভাবে অবগত হইয়া -পরমার্থবিদগণ শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় নিজ নিজ বৈকর্ষ্যসুখে যে পরম সুধন্য হয়েন- তাহাই রহস্যময় ভাব ও ভাষায় উদ্গীত করতঃ শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা পুনরায় প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

তেতো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।

অর্থাৎ—আমি যে সুখের রাশ করুণা নিলয়।
পরাৎপর তত্ত্বের এই মুগ্ধ পরিচয় ॥
যে জন জানিল সুখে কর্ম্ম-জ্ঞান করি সু আশ্রয়
প্রাজ্ঞে স্বরূপে মোর তাহার বিহার চিন্ময় ॥
নিত্য সুখে নিত্য বাসে হইয়া মগন।
আমার কৈঙ্কর্য্য তার অবিরল আনন্দবমণ ॥

বাস্তবিক মহারাজজীর চিন্ময় চরিত্রমালা বিমল জ্ঞানের স্বচ্ছ ধরায় সততই আপন আনন্দে আপনি বিস্তারিত হয়। পরমার্থবিদ মহাকবি জানকী বল্লভ শরণ মহারাজজীর রাসনিকুঞ্জের নিত্য অলি। তিনি লুব্ধ চাতকের ন্যায় মহারাজজীর অন্তর মাধুর্য্য এক চুমুকে পান করিলেন !

জনকীবল্লভ মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ অনুভব করিলেন যে মহারাজজী সুনীল আকাশের ন্যায় নিত্য সুনির্ম্মল ইষ্টচরণে অনন্য প্রপন্নতা হেতু মহারাজজী সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত—কোনরূপ কর্ম্ম পাশ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি নাই। অনন্য শিশুর ন্যায় মহারাজজীর দিব্য স্বভাব- অবিরল ভগবৎ সেবা ও ভজন প্রসঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া ব্যবহারিক জীবনে লাভালাভ—জয়াজয়—কিছুই তিনি বিদিত নহেন - বস্তুতঃ অখিল কর্ম্ম করিয়াও তিনি যেন কিছুই করিতেন না -ইহাই তাঁহার দিব্য চরিত্রে স্বতঃই বিকশিত হইত। বস্তুতঃ এমত উদার ভগবৎ নিষ্ঠার চিন্ময় মাধুর্য্য প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা পরম রহস্যময় ছন্দে বলিলেন -

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফল সঙ্গং নিত্যতৃপ্ত নিরাশ্রয়।
কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

অর্থাৎ—আমি কর্ম্ম করি নাই এ ধারণা যার।
না রয় কর্ম্মের ফলে বিন্দুমাত্র আসক্তি যাহার॥
কাম্য বস্তু লাভ তরে লালায়িত নয়।
আপনি আপন ভাবে নিত্য তৃপ্ত রয়॥
সতত প্রবৃত্ত কর্ম্মে যদি বা সে রয়।
জানিবে সেই কিছুই না করে ধনঞ্জয়॥

বস্তুতঃ একাধারে সদা আলস্য পরিহার পূর্ব্বক নিত্য কর্ম্মে লয়নীনতা—অন্যদিকে অখণ্ড বৈরাগ্যদীপ্ত একান্ত প্রপঞ্চ শূন্যতা—এই দুইটি সাবলীল ধারা মহারাজজীর চরিত্রে সদাই সুখে প্রবাহিত হইত! বস্তুতঃ তাঁহার এই চিন্ময় চরিত্র অবলোকন করলে বিস্ময়ে মন ভরিয়া উঠে—কোন সামান্য নর তনুধারী যে এইরূপ ত্রিগুণাতীত দিব্য দশায় অহরহ বিরাজ করিতে পারেন—তাহা তাঁহার বিমল সঙ্গ ব্যতিরেকে সহজে প্রতীত হইবার নহে।

মহারাজজীর চরিত্র সেবায় জানকীবল্লভের দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তিনি দেখিলেন মহারাজজী একই চিন্ময় মনুজ লীলায়—বিচিত্র রূপ ও রসে—ভিন্ন ভিন্ন শ্রীধামবাসী ভক্তগণের সাথে—একই সময়ে বিচিত্র কৌতুক করিয়া থাকেন! তাঁহার এই অখিল লোকরঞ্জনকারী অনন্য মাধুর্য্য-মণ্ডিত রূপটি আস্বাদন করতঃ—জনচিত্তে সততই জাগ্রত হয়—দিব্য পরাৎপর ব্রহ্মের নিগূঢ় রহস্য-মাধুর্য্য! বিনা দেহে—বিনা ইন্দ্রিয় গ্রামে—বিনা হস্ত পদে—তিনি যে নিরন্তর নানাবিধ কৌতুক করিয়া থাকেন—বস্তুতঃ পরাৎপর ব্রহ্মের সেই চিন্ময় চরিত্রটি উদ্‌গীত করতঃ মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

বিনু পগ চলৈ শুনৈ বিনু কানা।
কর বিনু করৈ করম বিধি নানা॥
আনন রহিত সকল রস ভোগী।
বিনু বাণী বক্তা বড় যোগী॥

অর্থাৎ—পরাৎপর ব্রহ্ম কথা কী কব অপার।
হস্ত পদ বিনা কবে কৌতুক সাকার॥
পদ বিনা দ্রুতগামী কর্ণ বিনা শ্রোতা।
কর বিনা বহুবিধ দিব্য কর্ম্মের হোতা॥
বিনা মুখে পঞ্চ রস করে সদা পান।
জিহ্বা বিনা বক্তা বড় কী কহিব আন॥

মহারাজজী যেন পরাৎপর ব্রহ্মের এই দিব্য ঐশ্বর্য্যে সততই ভূষিত ছিলেন। বাস্তবিক তিনি একই লীলা চরিত্রে কখনও সাকার—কখনও নিরাকারবৎ—অনুরাগী চিত্তে প্রতীত হইতেন! জানকীবল্লভ বেশ বুঝিলেন যে মহারাজজীর দিব্য চরিত্রই হইল অখণ্ড ভাগবৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিত্য নিধান! শ্রুতিব চিন্ময় বাণীতে মহারাজজীর এই অতীন্দ্রিয় সর্ব্ব ব্যাপক রূপটি রঞ্জিত কবিলে বলিতে হয়—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ—সর্ব্বত্র তাঁহার কব—সর্ব্বত্র চরণ।
সর্ব্বত্র বদন, শির, নয়ন ও শ্রবণ॥
আছেন ব্যাপিয়া সর্ব্ব তিনিই কেবল।
ইহাই পরম প্রিয়ের ভাব বিহ্বল॥

দিব্য জ্ঞানালোকে মহারাজজীর মুগ্ধ রূপটি বিচার করিলে বলিতে হয় যে অনন্ত প্রপন্নতা ও চিন্ময় উদাসীনতাই হইল মহারাজজীর দিব্য বিলাস বৈভবের প্রাণকেন্দ্র। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার উদ্ভাসিত বাণীতে তাঁহার এই দিব্য স্বরূপটির নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

সর্ব্ব কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধি যোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

অর্থাৎ—ভগবৎ চরণে করি সাদরে অর্পণ।
সমুদয় কর্ম্মের কর ভজন সাধন॥
স্মরণ ধ্যেয়ানে সুখে রহ ইষ্ট মাঝে।
তৎসুখে হইও সুখী সমুদয় কাজে॥

বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা পরম রহস্যময় ভাব ও ভাষায় যাহা সমগ্র সাধক সমাজের প্রতি আজ্ঞা করিলেন—মহারাজজীর চিন্ময় চরিত্র অনুশীলনে তাহাই যে সতত দিব্য রূপে ঝলমল করিয়া উঠিত শুধু তাহাই নহে—শ্রীগীতোক্ত উপদেশগুলি—নানা মুনির কাছে নানা রূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও অধম ও উত্তম ভক্তের হৃদয় অনুযায়ী—গীতার মর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক—কিন্তু মহারাজজীর একরস চরিত্র—চিন্ময় সারল্যে তথা মুগ্ধ মাধুর্য্যে সততই সর্ব্বগুণাতীত ছিল—অনন্ত করুণাধারায় ইহা অখিল ভাষ্যের প্রাণের প্রাণ হইয়া রহিল।

পরম ভাগবৎ জানকীবল্লভ শরণজী—মহারাজজীর এই অনুপম বিলাস মাধুর্য্যে নিষ্ণাত হইয়া ভক্তি চিন্তামণির অন্তরঙ্গ পরিকরে রূপায়িত হইলেন! তিনি তাঁহার পরম পূজ্য শ্রীগুরু ভ্রাতাটিকে অখিল ধর্ম্মশাস্ত্রের রসাল নিকুঞ্জবৎ প্রত্যক্ষ করিলেন—মহারাজজীকে দর্শন মাত্রে তাঁহার হৃদয়ে যেন সততই ঝলমল করিয়া উঠিল শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার চিন্ময় বাণী—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম চরণে মন কর সমর্পণ
শ্রীরাম ভজনে হও সতত নিশ্চল।
শ্রীরাম সেবায় কর সর্ব্ব কর্ম্ম অনুষ্ঠান
শ্রীরাম স্মরণে সদা কর প্রণাম সরল ॥
এই ভাবে নিত্য সদা একান্ত হৃদয়ে
শ্রীরাম ধ্যেয়ানে কর বিমল আশ্রয়।
চিত্ত-কায়-মন-বুদ্ধি শ্রীরামে অর্পিয়া
জানিও লভিবে তুমি শ্রীরাম নিশ্চয় ॥

বস্তুতঃ ধর্ম্মগ্রন্থের সমুদয় মার্ম্মিক রহস্যগুলি মহারাজজীর দিব্য চরিত্রে অলোকসামান্য রূপে সমুজ্জলে উদ্ভাসিত হইত! ইহাই মহারাজজীর অনন্য বিলাস-বৈভবের প্রমুদিত রহস্য! ইহাই তাঁহার অখিল মাধুর্য্যের চিন্ময় ধারা!

জানকীবল্লভ তাঁহার এই প্রাণ-প্রিতম গুরুভ্রাতার চিন্ময় চরিত্র বহু প্রকারে—বহু প্রসঙ্গে—বিচিত্র সংবাদে বার বার আস্বাদিত করিয়াছেন—কিন্তু তথাপি তিনি এই দিব্য মহাত্মার সুখ-সঙ্গ হইতে কখনই দূরে থাকিতে পারেন নাই—বার বার মহাত্মার চিন্ময় মাধুর্য্য ধারায় নিষ্ণাত হইবার উজ্জ্বল উৎকণ্ঠায় জানকীবল্লভ উত্তরপাড়ার গৃহবার ত্যাগ করতঃ কাশী-পুরীতে ছুটিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে শান্ত সমাহিত চিত্তে উপনীত হইয়া বিহ্বল ভজনানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন! জানকীবল্লভের সমগ্র সাধক জীবনটি এই চিন্ময় ধর্ম্মতরুকে আশ্রয় করতঃ নানাবিধ ভজন কুসুমে পরিপূর্ণ হইয়াছে—মহারাজজীর পতিতপাবন পদরেণু বক্ষে ধারণ

করতঃ পরম সুখে জীবনের অন্তিম দশায় জানকীবল্লভ শ্রীযুগল সরকারের রসাল নিকুঞ্জে নিত্য কৈঙ্কর্য্য স্বরূপে মগ্ন হইয়া চির আপ্তকাম হইলেন!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীও তাঁহার এই দিব্য গুরু-ভ্রাতার অন্তর মাধুর্য্যে সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—তিনি জনসমাজে প্রায়ই বলিতেন—জানকীবল্লভ সাধারণ ভক্ত নহেন—তিনি অনন্য ভক্ত-সাধকেরও চির ভজনীয়! সাধারণ সন্ন্যাস মার্গেও জানকীবল্লভের ন্যায় এরূপ উদার মহাত্মা—এরূপ অখণ্ড জ্ঞানদীপ্ত—এরূপ সরল মাধুর্য্য-সম্পন্ন—এরূপ চিন্ময় ভক্তিমন্ত—বাস্তবিক শ্রীকিশোরীজীর এরূপ কৃপাপাত্র—সচরাচর চক্ষে পড়ে না! জানকীবল্লভ নিত্য চিত্ত-কায়-মনে শ্রীকিশোরীজীর প্রমোদ নিকুঞ্জের ছিন্ময় বালা! যথার্থই জানকীবল্লভের উপর শ্রীমহারাজজীর দিব্য কৃপানুরাগের অন্ত নাই!

মহারাজজীর সাথে তাঁহার অপর গুরুভ্রাতা শ্রীসিয়ানাথ শরণজীর দিব্য চিন্ময় লীলা চরিত্রটি—মহারাজজীর অশেষ বৈভবে চির-মঞ্জুল হইয়া রহিল! জানকীবল্লভ যেরূপ অবিরল জ্ঞান ও বিদ্বৎ অনুভূতির চিন্ময় দীপশিখা ছিলেন—সিয়ানাথ শরণজী মহারাজ সেইরূপ যোগ-মার্গের রসিক ভক্ত ছিলেন! সরল গ্রাম্য জীবনে একাকী নিরন্তর ভগবৎ ধ্যান-মননে নিমগ্ন হইয়া—সিয়ানাথ শরণজী যোগমার্গের বিমল ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়াছিলেন—এবং একদা দিব্য প্রেরণায় পরমহংসবর্জ অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজীর চিন্ময় আশ্রয় লাভ করতঃ অনন্ত জীবন সুধন্য করিলেন! তৎপরে শুভ অবসরে উক্ত মহাত্মা যখন সংকট মোচন মন্দিরে তাঁহার শ্রীগুরু ভ্রাতা মহারাজজীর দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইলেন—তখন সহসা তাঁহার প্রাণের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল—মহারাজ-জীর দর্শন মাত্রে তাঁহার হৃদয় দিব্য ভজনালোক আপ্লুত হইল! বাস্তবিক মহারাজজীকে দর্শন মাত্রে তাঁহার হৃদয়ে কে যেন মুগ্ধ ধারায় গাইয়া উঠিল—কে যেন তাঁহার কানে কানে কইয়া গেল—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ—কামাদির বেগ নাই যাহার অন্তরে।
বাহ্য সুখ সে কখনও প্রত্যাশা না করে ॥
কাম-ক্রোধ জয়ী যেই যোগী ধনঞ্জয়।
আপন অন্তর সুখে নিত্য সুখী রয় ॥
বাহ্য বস্তু ত্যজিয়া অন্তরে ক্রীড়া করে।
দৃষ্টি রাখে নিরন্তর অন্তরে অন্তরে ॥
আপ্তকাম সদা যোগী চিন্ময় সরল।
ব্রহ্মভাবে সদা মগ্ন আনন্দ বিহ্বল ॥

এবং এমত অনন্য যোগী যে সতত ক্ষীণকল্মষ—ছিন্নদ্বৈধা এবং যতাত্মনঃ হইয়া নিত্য সর্ব্বভূতে-হিতেরত চরিত্র হয়—তাহা মহারাজজীর সর্ব্ব অঙ্গে যেন সততই উদ্ভাসিত ছিল!

এই বিচিত্র ভাবদশায় সিয়ানাথ শরণজীর নিকট দিব্য ভজনের মধুর রূপখানি আপনি প্রকটিত হইল—সদা প্রপন্ন মতি—চিন্ময় ভক্ত প্রসঙ্গে সিয়ানাথ শরণজী অনায়াসে যোগমার্গের সমগ্র রহস্য যেন নূতন আলোকে পাঠ করিলেন।

মহারাজজীর নিত্য জ্ঞানতৃপ্ত তথা সদা যোগমুক্ত চরিত্র আস্বাদনে সিয়ানাথ শরণজী অনন্ত প্রপন্নমতির মার্ম্মিক রূপটি অবলোকন করিলেন! মহারাজজীর চরিত সায়রে তিনি সুখে নিমজ্জিত হইলেন এবং সেই দিব্য ভাবমুগ্ধাবস্থায় তাঁহার মানস নয়নে সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল নিত্য যোগীর চিন্ময়-রূপ! তাঁহার মনে হইল বাস্তবিক শ্রীমহারাজজীর ন্যায়

দিব্য চরিত্র কীর্ত্তিত করতঃ স্বয়ং শ্রীভগবান অনন্ত যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে আপন সিদ্ধান্ত গাহিলেন :—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥

অর্থাৎ—বিবিধ তপস্যা নিত্য যে করে সাধন।
শাস্ত্রজ্ঞানে সুপণ্ডিত অথবা যে জন ॥
কিম্বা যে যজ্ঞাদি কর্ম্মে সতত তৎপর।
অর্জ্জুন এ সব হ'তে যোগী শ্রেষ্ঠতর ॥
অতএব যোগী হও—অর্পিয়া হৃদয়।
ভগবানে, কর নিত্য কর্ম্ম সমুদয় ॥

কিন্তু মহারাজজীর এই দিব্য যোগারূঢাবস্থাটি কোনরূপ আয়াসপূর্ণ সাধন পরম্পরায় অধিগত হয় নাই—তিনি সর্ব্ব বাসনা বিনির্ম্মুক্ত সরল শিশু প্রাণ! সমগ্র যোগ সাধন সাবলীল ধারায় তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে আশ্রয় করতঃ নিত্য তৃপ্ত! বাস্তবিক, তিনি, সমগ্র যোগীগণের নিকট চিন্ময় রহস্যের ন্যায় প্রতীত হইতেন—এমত সরল—এমত নিগূঢ়—এমত প্রজ্ঞানী সিদ্ধ মহাত্মা ধরণীতে সচরাচর লক্ষিত হইবার নহে! তিনি নিত্য ভজন-ভাবনায় প্রমুদিত চিত্তে—সততই ভাবরাজ্যে বিহার করিতেন! বস্তুতঃ তাঁহার পরম দিব্য যোগারূঢ়াবস্থাটি অতি মধুর—অতি সাবলীল—অতি সুখদ। শ্রীরমারমণে নিত্য সেবামগ্ন দশায় তাঁহার প্রতি ক্ষণ—প্রতি পল অতিবাহিত হইত! সিয়ানাথ শরণজী তাঁহার গুরু-ভ্রাতার এই চিন্ময় ঐশ্বর্য্য কণা পান করতঃ মুগ্ধ হইলেন—তাঁহার হৃদয়ে পরম যোগী—পরম ভক্তের চিন্ময় রূপ-রহস্যটি উদ্গীত করতঃ কে যেন গাহিয়া গেল—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

অর্থাৎ—সকল যোগীর মাঝে আবার যে জন।
আমাতে সতত মন করি সমর্পণ ॥
আন্তরিক প্রেম সহ যে ভজে আমারে।
যোগী মাঝে শ্রেষ্ঠতম জানিবে তাহারে ॥

বস্তুতঃ আপন শ্রীগুরুভ্রাতাকে দেখিতে দেখতে সিয়ানাথ শরণজীর আশ্চর্য্যের আর শেষ নাই। মহারাজজীর প্রতি অঙ্গেই যেন নবীন রহস্যের অনুপম বারতা ঝরিয়া পড়িতেছে—যে দিকেই নয়ন ফিরুক না কেন—সেইদিকে দিব্যানন্দের মুদিত উল্লাস। মহারাজজীর চিন্ময মাধুর্য্য পানে সিয়ানাথ শরণজী মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে—চির সান্দ্রানন্দময়ী অনপায়নী ভক্তিই হইল অখিল যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য ! শ্রীমহারাজজীর বিমল প্রসঙ্গে এই চিন্ময় বার্ত্তা হৃদয়ে জাগ্রত হইতেই—সিয়ানাথ শবণজী আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং তাঁহার ভাবমুগ্ধ কণ্ঠে স্বতোৎসারিত ধারায় ঝরিয়া পড়িল মহারাজজীর চিন্ময় রূপমাধুর্য্যের বিনম্র বন্দনা! সিয়ানাথ শরণজী, মহারাজজীর চরিতসুধা পান করিতে করিতে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে গাহিলেন—

আনন্দ স্বরূপ তুমি হে নিষ্কাম তপোভূমি
বিলাসের নন্দন কানন।
যোগী মাঝে যোগীরাজ অব্যক্ত তোমার সাজ
কান্ত সনে নিত্য বিহরণ ॥
বুঝিলাম এবে কবি হে মহান ঐশ্বর্য্য রবি
ভক্তির চিন্ময় বারতা।

ভক্তি মাঝে সব জ্ঞান দিব্য জ্যোতির অধিষ্ঠান
চিদানন্দ লভে সজীবতা ॥
সুর দুর্লভ গতি তব শ্রীগুরুর মূরতি নব
লহ দেব লহ নমস্কার।
শ্রদ্ধামূল সংস্কারে বাঁধিয়া পামরে ডোরে
রাখিও চরণে অবিকার ॥

বাস্তবিক মহারাজজীর চিন্ময় চরিত সায়রে সান্দ্রানন্দের অলৌকিক রূপ-লহরীগুলি আপন প্রমুদিত বিলাসে নিত্য ক্রীড়া করিত এবং লীলা অন্তে পুনরায় মহারাজজীর অন্তর নিকুঞ্জে সুখে প্রবিষ্ট হইত! এতৎ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে রেচক-পূরক-কুম্ভক প্রমুখ যোগমার্গের সিদ্ধ সাধনগুলি—চিন্ময় সারল্যে মাহারাজজীর চরিত্রে নিত্য লীলায়িত ছিল! মহারাজজী সতত সিয়ারাম নামামৃত পূর্ণ মহাহ্রদে নিমজ্জিত থাকিতেন—এবং প্রতি শ্বাসের সাথে মহারাজজী যে দিব্য অনায়াস লীলায় শ্রীনাম পীযূষধারা পান করিতেন—তাহা তাঁহার সমগ্র তনুর শিরা উপশিরায় তথা প্রতি শোনিত বিন্দুর সাথে নিবিড়ভাবে মিশিয়া যাইত—বস্তুতঃ মহারাজজীর সমগ্র তনুটি সিয়ারামনামময় হইত—এবং তৎপরে প্রশ্বাস বায়ু নিক্রমণ কালে—তিনি সেই দিব্য নাম চিন্তামণি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তারিত করিতেন! মহারাজজীর এই দিব্য নামামৃতপান লীলাটি এমত সরল—এমত সাবলীল ও এমত সুখদায়ক ছিল যে তাহা সিদ্ধ যোগমার্গের রেচক-পূরক-কুম্ভকের একরস মিলন ব্যতিরেকে কখনই সংঘটিত হইবার নহে।

বাস্তবিক সিয়ানাথ শরণজী তাঁহার পরম ভাগবৎ শ্রীগুরুভ্রাতার বিমল ঔদার্য্যে অখণ্ড জীবনের চিন্ময় রহস্য লাভ করিলেন। তিনি মহারাজজীর

দিব্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া—মহারাজজীর দিব্য আশীর্ব্বাদে পুনীত হইয়া—দীর্ঘকাল শ্রীচিত্রকূট ধামে একান্ত ভজন সুখ পান করিলেন—এবং একদা শ্রীযুগল দর্শন বাসনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র সিয়ারাম নাম পীযূষহ্রদে মগ্ন রহিলেন! দেখিতে দেখিতে অনন্য সাধকের সত্য প্রেম অচিরেই দিব্য লাভে ভূষিত হইল। সিয়ানাথ শরণজী একদা উষালগ্নে সহসা শ্রীযুগল দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইলেন!

বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য মাধুর্য্যে সিয়ানাথ শরণজী এতাবৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার একমাত্র বিদ্যাভ্যাসরত বালক শিশুপুত্রকে একদা সাদরে আহ্বান করতঃ বলিলেন—বালক! তুমি যদি সত্য সত্যই বিদ্যালাভ করিবার বাসনা কর—তাহা হইলে এখনই তুমি আমার পরমপূজ্য শ্রীগুরুভ্রাতার পাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ চিন্ময় সংস্কার লাভ কর! তিনিই সর্ব্ব বিদ্যার—সর্ব্ব জ্ঞানের চিন্ময় অধিষ্ঠান—তিনিই সর্ব্ব যুগের চিন্ময় মহাকবি—তিনিই সর্ব্ব শিক্ষার দিব্য শিক্ষক—তিনিই শ্রীগুরুর চিন্ময় অধিষ্ঠান!

মাত্র পনের বৎসর বয়সের সামান্য পুত্রকে শ্রীগুরুভ্রাতার চরণে অর্পণ করতঃ সিয়ানাথ শরণজী মুগ্ধ লীলায় মহারাজজীর চরণে চির-আশ্রিত রহিলেন! বাস্তবিক ধন্য শ্রীবৈষ্ণব-চরিত—ধন্য তাঁহার দিব্য কৈঙ্কর্য্য—ধন্য তাঁহার অকথ প্রেমের নিগড!

মহারাজজীর শ্রীগুরু-ভগ্নীগণের মধ্যে সামান্য সরলা বালিকা সরোজ-বাসিনী দেবীর কথা প্রসঙ্গতঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য! মহারাজজীর দিব্য করুণার্ণবে নিস্নাত হইয়া একদা উক্ত ভাগ্যবতী কিশোরী মহারাজজীর দিব্য প্রকাশে—হৃদয়ের অচিন্ত্য ধন প্রাপ্ত হইলেন—এবং সেই চিন্ময় রূপরেখায় তথা দিব্য মাধুর্য্যে যে বিচিত্র ভাব দশায় বিগলিত হইলেন তাহারই অশেষ গৌরবে তাঁহার সমগ্র জীবনটি আপ্তকাম

প্রেমে ভরিয়া উঠিল এবং তিনি জীবনে জীবনে—জনমে জনমে—বিচিত্র ভাবাবেশে মহারাজজীর স্নিগ্ধ অনুগামিনীগণের মধ্যে মধ্যে সতী সীমন্তিনী হইয়া রহিলেন।

কী অলৌকিক যোগাযোগে তিনি একদা কাশীপুরীতে সঙ্কটমোচন মহারাজজীর দরবারে—চিন্ময় সেবারত এই বৈষ্ণব মহাপ্রাণকে দর্শন করিলেন—এবং তাঁহার দর্শন মাত্রেই এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে মনে প্রাণে ছুটিয়া চলিলেন—তাহা কে বলিবে? সঙ্কট মোচন মহারাজজীর দিব্য করুণায় মহারাজজীর চরণ প্রান্তে লুন্ঠিত কিশোরীটি অচিরেই পরমহংসবর্জ শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজের চিন্ময় কৃপায় সুধন্য হইলেন এবং তৎপরে বিমল সংস্কার অন্তে—এই শুভগ কিশোরীটি সিযাসহেলী নামে অভিহিত হইয়া চিরদিন দিব্য ভাব তনুতে পর্য্যুসিত হইযা শ্রীযুগল রাসবিহারের নিত্য লীলা কৈঙ্কর্য্যে সুখাসীন হইলেন।

বাস্তবিক সরোজবাসিনী দেবীর সুকৃতির গৌরব আছে বলিতে হইবে। গৃহস্থ জীবনে তাঁহার স্বামী—দিব্য যোগমার্গের সুসিদ্ধ সাধক ছিলেন এবং বিবাহের অল্প দিন পরেই তিনি যোগরূঢাবস্থায তনু ত্যাগ করতঃ আপন সাধনোচিত ধামে গমন করেন! সাধক স্বামীর দিব্য সংস্পর্শে সামান্য গ্রাম্য বালা সরোজবাসিনী দেবীর হৃদয়ে ভগবৎ ঐশ্বর্য্যের পুনীত পাদপীঠ রচিত হইয়াছিল! দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় ভগবৎ গুণানুবাদে ভরিয়া উঠিল এবং একদা বিমল উৎকণ্ঠায় তিনি সমাজ ও সংসার ত্যাগ করতঃ কাশীধামে সংকটমোচন মন্দিরে সমায়ত হইলেন এবং তথায় ভগবৎ করুণার পূর্ণপ্রতিম শ্রীমহারাজজীর দিব্য দর্শনে আপ্তকাম হইলেন।

তৎপরে দিব্য সংযোগে তাঁহার পরমাচার্য্য লাভ হইল! সন্ত শিরোমণি শ্রীসিয়ালাল শরণজী তাঁহার এই চিন্ময় কৃপা প্রার্থিণীকে দর্শন মাত্রই তাঁহার হৃদয় অবলোকন করতঃ বুঝিলেন যে সিয়া সহেলী

সামান্য ভক্ত নহেন—সিয়া সহেলী দেবী উজ্জ্বল পূর্ব্ব সংস্কারে ভক্তি চিন্তা-মণির বিমল সেবিকা! পরমহংসজী মনে মনে তাঁহার এই প্রেমিক কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহার দিব্য মানসপুত্র শ্রীসিয়ারঘুনাথ শরণজীর নিকট তাহাকে অর্পণ করতঃ বলিলেন—বালক! তুমি ইহাকে চিন্ময় ভাবরাজ্যের প্রমুদিত ইঙ্গিতে উদ্ভাসিত কর—তোমার বিমল সঙ্গে—তোমার দিব্য সেবা-সৌরভে—তোমার ভক্তি-জ্যোৎস্নায়—ইহার অনন্য ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে।

আশ্চর্য্য শ্রীগুরুর দিব্য আশীর্ব্বাদ—আশ্চর্য্য তাঁহার অলৌকিক বিচার। আপন চিন্ময় শিষ্যের শিরোপরি সমগ্র শ্রীগুরুকৃপা বর্ষিত করতঃ পরমহংসবর্জ্য - মহারাজজীকে আপন সত্বাগ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিলেন! বলাবাহুল্য সিয়া সাহেলীজীর ইহাই ছিল অন্তরের বাসনা—সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীগুরুদেবের পুলক ইচ্ছায় তাঁহার মনের প্রার্থনা দিব্য গতি লাভ করিল।

দীক্ষান্তে সিয়া সহেলীজী মহারাজজীর চিন্ময় সেবামুগ্ধ চরিত্রটি যতই অবলোকন করিতেন—তিনি ততই তাহাতে মন প্রাণ লইয়া নিত্য প্রধাবিত হইতেন - ততই তিনি নব নব আনন্দের অরুণ আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইতেন। মহারাজজী সামান্য শিক্ষক নহেন—সামান্য আচার্য্য নহেন—সামান্য ভক্ত নহেন। তিনি নিজ দিব্য আচরণে সমগ্র সাধন রহস্য—অনন্য ভাবনার চিন্ময় সংস্কারগুলি—পরম সাবলীল প্রকাশে রঞ্জিত করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অনন্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে যাহা হইবার নহে—মহারাজজীর বারেক সন্দর্শনেই তাহা সহজেই চিত্তে আরূঢ় হইত এবং তাঁহার দিব্য সেবামগ্ন চরিত্রটি আস্বাদন করিলে ভক্ত সুদুর্লভ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইতেন। মহারাজজীর অনুপম বিলাস-বৈভবে—তাঁহার একান্ত প্রপঞ্চশূন্য অনাবিল মাধুর্য্যে—তাঁহার প্রমুদিত ভজন-ভাবনার মুগ্ধ চরিত্রে—এই জাতানুরাগিণী—শ্রীজনক রাজনন্দিনী মহামায়া সীতার মুগ্ধ চরিত্র অবলোকন করিলেন। মহারাজজী যে অনন্য ভক্তি চিন্তামণির

কনক বিগ্রহ জনকরাজ কিশোরীর দিব্য লীলাতনু—তিনি যে চিন্ময় ভজন মাধুর্য্যের পূর্ণ প্রতিম—তিনি যে অখণ্ড বৈরাগ্যের স্নিগ্ধ রূপ—এই দিব্য অনুভবে সিয়া সহেলীজীর চিত্ত অচিরেই ভরিয়া উঠিল!

শ্রীগুরুভ্রাতার দিব্য প্রসঙ্গে সিয়া সহেলীজী অচিরেই বিমল ভজন-মার্গের মহলে মহলে বিস্তারিত হইলেন এবং তথা অখণ্ড মাধুর্য্যের চিন্ময় আস্বাদনে—তাহার অচিন্ত্য রহস্য অবলোকনে—মুগ্ধ হইলেন! বস্তুতঃ মহারাজজীর প্রতি দিব্য অনুরাগ ও ভক্তি সহকারে এই বিমল তাপসীটি প্রায়ই বলিতেন—আমার শ্রীগুরু-ভ্রাতার অনন্ত করুণায় আমার জীবন পূর্ণ—আমার শ্রীগুরু ভ্রাতাটি বস্তুতঃ অখিল কারুণ্যের মুগ্ধ বিগ্রহ! দিব্য শিক্ষা—দিব্য সংস্কার—দিব্য প্রেম—দিব্য অনুরাগ—দিব্য বৈরাগ্য—দিব্য জ্ঞান—দিব্য স্নেহ—দিব্য সেবা-বিশ্বাস রূপী চিন্ময় গুণগণে—এই দিব্য ভক্ত বিভূষণের হৃদয় পূর্ণ—বস্তুতঃ অনন্য ভজন ভাবনায়—ইহার সম বা অধিক আর কিছুই নাই।

সিয়া সহেলীজী শ্রীগুরুভ্রাতার অনন্য গুণগান কীর্ত্তনে দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতেন—তাঁহাব নয়ন দুইটি অনুপম করুণাধারায় টলটল হইত—তাঁহাকে তখন দেখিলে মনে হইত—তাঁহার নয়ন দুইটি ভরিয়া যেন তাঁহার প্রাণের প্রাণ—তাঁহার শ্রীগুরুভ্রাতার পূর্ণ কৃপা মুগ্ধ লাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সিয়া সহেলীজীর সরল কবিপ্রাণ—শ্রীগুরু ভ্রতার এই চিন্ময় মাধুর্য্যের প্রতি বিনম্র প্রেম নিবেদন করতঃ আপন ভাবে আপনি গাহিয়া উঠিতেন—

ধন্য হোলেম ধন্য হোলেম চরণ তলে।
এই মহামানবের মুক্তবেণী করুণা জলে॥
দিকে দিকে তুমি অলোক প্রভাব নিত্য নিরঞ্জন।
কে কবে তোমার অমিয় গাঁথা কোথা সে মহান জন॥

সকলি তোমার দিব্য ঠাকুর মনবাণী বুধিপার।
তোমার করুণা করিয়া আলয় হেরিনু দুর্লভ সার॥
জ্ঞান ভকতি বিরগ বারতা শিখিনু ভজন গান।
তোমার চরণপদ্ম পূজিয়া লভিনু মানস ধ্যান॥
আমারে তুমি অশেষ করেছো হে সীমাহীন মহাপ্রাণ।
নিত্য বাসরে মহা সমারোহে দিয়াছো সেবার স্থান॥
লহ লহ মোর ভকতি-প্রণাম হে চিন্ময় সুখসাজ।
জনমে জনমে তোমার মাঝারে হেরিব রসিক রসরাজ॥
তোমার গরবে হ'য়ে গরবিণী ফিরিব দুয়াবে দুয়ারে।
নিত্য সুখে ভাসিব যে সদা অলখ ভক্তি মাঝারে॥

প্রসঙ্গতঃ এই বিমলমতি দিব্য লালনার দুই-একটি বিচিত্র কথা যথামতি কীর্ত্তিত করা যাইতে পারে! অনন্য ভক্ত রমণীর এই সামান্য আলেখ্য হইতে তাঁহার হৃদয়ের মধুর রূপটি জনসমাজে আপনি ঝলমল করিগা উঠিবে!

সিয়া সহেলীজী শ্রীধাম অবধপুরীর লক্ষ্মণকিলাব একটি জীর্ণ প্রকোষ্টে আপন স্নিগ্ধ ভজন ভাবনায় আপনি নিমগ্ন থাকেন! এই নিঃসঙ্গ ভাগবৎ জীবনে তিনি অনর্ব্বচনীয় সুখে আপন ইষ্ট গাঁথায় আপনি দিন ব্যতীত করেন!

একদা তাঁহার নিভৃত কুঞ্জে সহসা একটি দূর দেশবাসিনী ভক্ত রমণী আসিয়া উপনীত হইলেন। আপন কুঞ্জদ্বারে নবাগতাকে দেখিয়া সিয়াসহেলী তাঁহাকে পরম সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সৌভাগ্যবতী তোমার নাম কী?

সহজ ও সলাজ ব্রীড়া-বিড়ম্বিত কণ্ঠে নবাগতা রমণীটি বলিকেন—আমার নাম মায়া!

নবাগতার ভাষণ শ্রবণ করতঃ কুঞ্জের চিন্ময় ভজনানন্দী সাধু বিমল স্ফুরিতাধরে তখনই বলিয়া উঠিলেন—মায়া নেহি—বোলো মা আয়া!

এই বলিয়া কুঞ্জস্বামিনী নবাগতাকে পরম সাদরে আপ্যায়ন করতঃ বলিলেন—আমার মা এসেছে এবং তৎপরে পরম স্নেহে ভক্ত রমণীটিকে বক্ষে আলিঙ্গন করতঃ তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন!

বাস্তবিক অনন্য ভজনানন্দী সাধুর বিমল উক্তি মায়া নেহি—বোলো মা আয়া—এই ভাষণটি সামান্য বিচার করিলে হৃদয় চিন্ময় জ্ঞান-বিরাগ ও দিব্য অনুরাগে ডগমগ করিতে থাকে। বলিতে কী মায়া শব্দটির যে এমত সাবলীল ও সুন্দর রূপায়ণ হইতে পারে—তাহা কর্ণযুগল প্রত্যক্ষরূপে শ্রবণ না করিলে যথাযথ বিশ্বাস হয় না! অনন্য ভজনাবলম্বীর নিকট সমগ্র প্রকাশই হইল তাঁহার পরম ইষ্ট শ্রীজনকরাজ নন্দিনীর দিব্য স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে! শ্রীকিশোরীজীই নানা রূপে—নানা বেষে—ভক্তের নিকট—উপনীত হইয়া—তাহাকে অনন্য সুখে পর্য্যুসিত করেন। প্রজ্ঞানীর নিকট মায়া বলিয়া কিছুই নাই—মায়া প্রপঞ্চের নামান্তর মাত্র। সুসিদ্ধ সাধক সর্ব্ব ভেদাভেদ শূন্য দশায় নিত্য নিমজ্জিত হইয়া আপন দিব্য কৈঙ্কর্য্যে সুখাসীন থাকেন—এমত ভক্তকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না! বস্তুতঃ বিমল ভজন-ভাবনায় চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইলে—মায়ার বিন্দু-মাত্রও অস্তিত্ব থাকে না—সকল বস্তুই—সকল রূপই—ইষ্টের রূপে দিব্য সুখে ঝলমল করিতে থাকে! তথাকথিত মায়া তখন নিত্য মাএ রূপায়িত হয়—মায়ার বেশ ধারণ করতঃ জগজ্জননী আপন সন্তানকে বিচিত্র ভাবে সেবা করিয়া থাকেন—কিন্তু একান্ত প্রপঞ্চশূন্য সাধকের নিকট জননীর সেই দিব্য লীলারূপটি তৎক্ষণাৎ অপসারিত হয়—ভক্তও বিনা বাঁধায় ইষ্ট-প্রেমে আপনি মজিয়া উঠেন! বস্তুতঃ মায়াকে মা

বলিয়া চিনিতে পারিলে—অবিদ্যা মায়া—তৎক্ষণাৎ সাধকের চিন্ময় প্রকাশে পরম তত্ত্বে রূপায়িত হয় !

মায়া নেহি—মা আয়া (মা+আয়া)—এই সামান্য ভাষণের বিমল-পরিপ্রেক্ষিতে সিয়াসহেলীর চিন্ময় হৃদয় সাম্রাজ্য এক ঝলকে যেন ভক্ত নয়নে আপনারে ধরা দিল !

উক্ত সাধকরত্নের আর একটি দিব্য চরিত্র জনমনে চির অঙ্কিত হইয়া রহিল ! বস্তুতঃ এই অনন্য শ্রীযুগল উপাসিকার সমগ্র চরিতটিই হইল চিন্ময় ভক্তি চিন্তামণির পরম প্রকাশে সদা সমুজ্জ্বল ! এই বিমল ভক্তি চন্দ্রিকার জীর্ণ কুঞ্জের দ্বারগুলি বিশেষ দীর্ঘ নহে—কিঞ্চিৎ ছোট বলিয়াই মনে হয়। কুঞ্জে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা অবনত করতঃ প্রবেশ করিতে হয়—নচেৎ কুঞ্জদ্বারে মাথা আঘাতপ্রাপ্ত হইবে !

একদা দিব্য সংযোগবশতঃ তাঁহার দ্বারে একটি দীর্ঘাকৃতি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সহসা ঋজুভাবে কুঞ্জে প্রবেশ করিতে যাইয়া নবাগতের মাথায় বেশ আঘাত লাগিল ! কিন্তু যুবকটি ইহাতেও সচেত হইলেন না। কুঞ্জের অন্তঃপুরের দ্বারগুলিতে প্রবেশ করিতে যাইয়া যুবকটি পরপর তিনটি দ্বারেই শিরে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন !

আগন্তুকের মাথায় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া কুঞ্জস্বামিনী এতক্ষণে বিমল স্ফুরিতাধারে যুবকটিকে বলিলেন--ভক্তির দ্বার দীন হইয়া থাকে—শির অবনত করিয়াই ভক্তির কুঞ্জে প্রবেশ করিতে হয়।

সাধুর মুখনিঃসৃত এই দিব্য জ্ঞানোজ্জ্বল মহাবাণীতে আগন্তুক যুবকটির হৃদয় সহসা যেন খুলিয়া গেল ! তাঁহার মুগ্ধ নেত্রে ভক্তি চিন্তামণির অকথ আনন্দ রসঘন চরিত্রটি যেন সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল—এবং তাঁহার সাথে সাথে অনন্য ভেদ-ভক্ত্যাশ্রিত শ্রীযুগল উপাসিকার হৃদয়ের মার্মিক রূপটি যেন আপনাকে অনন্ত বিলাসে ভক্তের নিকট ধরা দিল !

সাধুর দিব্য ভাষণে যুবকটি তৎক্ষণাৎ মর্মে মর্মে বেশ অনুভব

করিলেন যে অজ্ঞান-অভিমান রূপ প্রবল রিপুগুলি জীবকে সততই তাহার নিত্য স্বরূপ-মাধুর্য্য হইতে দূরে রাখিয়া—তাহাকে নানারূপ ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সায় অভিভূত করিয়া রাখে! শাশ্বত ভক্তি-শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিত্য কৈঙ্কর্য্যই হইল জীবের পরাপ্রকৃতির চিন্ময় অভিব্যক্তি। অনন্য সেবাই হইল জীবের নিত্য ধর্ম্ম—ইহাই হইল জীবের মুগ্ধ পরিচয়! কিন্তু অবিদ্যা মায়ার দারুণ প্রভাবে জীব সততই অজ্ঞান তিমিরে বিচরণ করিয়া থাকে এবং তদ্‌হেতু আপন মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্য বিস্মৃত হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রসূত অনন্ত দুঃখে নিত্য কালাতিপাত করে! ইহাই জীবের সংসার ভ্রমণ—ইহাই জীবের পারমার্থিক মার্গে নিত্য অপমৃত্যু!

কিন্তু মহৎ করুণা প্রসঙ্গে জীব বিমল ভক্তির সঙ্গসুখ লাভ করিলে—অচিন্ত্য সংযোগে তাঁহার সমগ্র চিত্তবৃত্তিগুলি আপন আপন ধারা পরিবর্ত্তন করতঃ নিত্য সেবাভিমুখী দশায় বহিতে আরম্ভ করে—এবং তখন সুভাগ্যবান জীব সর্ব্ব বস্তুতে ভগবৎ সত্বার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে! হহাই জীবের—মহৎ প্রসঙ্গ লাভের চিন্ময় বারতা!

ভক্তির দ্বার দীন হইয়াই থাকে—অনন্য সাধু সিয়াসহেলীর—এই একটিমাত্র সরল প্রকাশমাধুর্য্য যে কী অনন্ত ভজন-ভাবনায় নিত্য পরিপুষ্ট—তাহা বাস্তবিক—বিমল সন্ত কৃপা ব্যতিরেকে সহজে পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইবার নহে!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সামান্য সরল নিরক্ষর কিশোরী রূপে সিয়াসহেলীজী অনন্য ভক্তির চিন্ময় মার্গে প্রবেশ করেন এবং তৎপরে মহারাজজীর বিমল প্রসঙ্গে সতত নিষ্ণাত হইয়া চিন্ময় জ্ঞানদীপিকায় তাঁহার অন্তররাজ্য নিত্য ডগমগ করিতে থাকে! দিব্য পদমাধুরী রচনায় অথবা ভগবৎ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মধুর ভাব ও ভাষণ পান করতঃ অসংখ্য জনগণ নিত্যানন্দে ভাসিয়াছেন! বাস্তবিক তাঁহার ভাব পরম সরল—পরম মধুর। এই চিন্ময় উপাসিকাটি নিত্য শ্রীগুরুভ্রাতার প্রেমপূজায়—তাঁহার

শাশ্বত অনুগামিনী হইয়া অনন্ত জীবনব্যাপী একই অনির্ব্বাণ মহারাস-লীলায় নিত্য কৈঙ্কর্য্যসুখে চিব-নিষ্ণাত রহিলেন !

বাস্তবিক ধন্য সিয়াসহেলীর শ্রীযুগল সেবা—ধন্য তাঁহার চিন্ময় প্রেম-অনুরাগ !

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীর শ্রীগুরুভ্রাতাগণ তাঁহাদের এই দিব্য পারমার্থিক পথ প্রদর্শকটিকে বিদেহরাজ জনক নামে আখ্যাত করতঃ পরম সুখ প্রাপ্ত হইতেন ! বাস্তবিক মহারাজজীর চিন্ময় চরিত্রটি জনকরাজের ন্যায় পরম নিগূঢ় । মিথিলাপতি জনক মহারাজ অখিল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দিব্য যোগ ও ভোগের অধিকারী হইয়াও অনন্য ভক্তির বিমল মাধুর্য্যে সামান্য নৃপতির ন্যায় আচরণ করিতেন । রাজ্যের সর্ব্ব বিষয়ে সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখিয়াও তিনি অন্তরের অন্তরে নিরন্তর পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন ! একাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ঋষিগণের সাথে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় যেরূপ সুখে পরিক্রমা করিতেন সেইরূপ তাহার সাথে সাথে রাজ্যের সকল কার্য্যও পরিচালনা করিতেন । তিনি সুশৃঙ্খল সংসার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও—বিষয়-প্রপঞ্চ তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই ! বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সদা যোগব্রত—সদাই আত্মজ্ঞানরত—সদাই দিব্য ভজন মুখর !

বস্তুতঃ অনন্য জ্ঞানদীপ্ত জনকরাজ ছিলেন অচিন্ত্য ভক্তি চিন্তামণির সুসিদ্ধ উপাসক ! বাহির হইতে তাঁহার এই অনন্য চরিত্র বিন্দুমাত্র বুঝিবার উপায় ছিল না—নিত্য যোগ ও ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও তিনি অখণ্ড মানসে ভক্তি মহামণির শীতল ছায়ায় নিত্য নিবাস করিতেন—এতৎ কারণে অখিল ঐশ্বর্য্যের এতটুকু মোহও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ! জনক মহারাজের এই নিগূঢ় চরিত্রের রূপরেখা অঙ্কিত করতঃ মহামতি তুলসী প্রসঙ্গত জনক-বন্দনায় আনন্দ ঝরঝর মানসে গাহিলেন—

প্রণবউ পরিজন সহিত বিদেহু।
জাহি রামপদ গূঢ় সনেহু॥
জোগ ভোগ মঁহ রাখেউ গোই।
রাম বিলোকত প্রগটেউ সোই॥

অর্থাৎ—সপরিকর বিদেহ রাজে করি নমস্কার।
শ্রীরাম চরণপদ্মে যাঁর প্রেম অবিকার॥
যোগ ও ভোগের সে ধন করিল গোপন।
রঘুনাথ দর্শনে তাহা হোল প্রকাশন॥

বাস্তবিক মহারাজজীর চারু চরিত্র সর্ব্বতোভাবে জনকরাজের দিব্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সতত উদ্ভাসিত ছিল। মহারাজজীর সাবলীল জীবনে প্রাকৃত নরবৎ সামান্য লীলার অন্তরালে—তাঁহার হৃদয়ের মণিমঞ্জুষাকে চিরদিন গোপন রাখিলেন। তিনি নিজ ভজনালয়ে অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সর্ব্ব প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভজনভাবনার প্রতি সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখিয়া নিজ অন্তঃপুরে—আপন ইষ্টমানসে—নিত্য মহারাস লীলায় সুখে বিনোদ করিতেন। মহারাজজীর দিব্য চরিত্রে সর্ব্ব সাধন-রহস্যের পরম সুখময় সামঞ্জস্য ও দিব্য সমন্বয় লক্ষিত হইত। কত মহাত্মা তাঁহাকে কত বিচিত্র রূপে স্তুতি করিয়াছেন—কেহ বলিয়াছেন তিনি চিন্ময় জ্ঞানীর অগ্রগণ্য—কেহ বলিয়াছেন তিনি অনন্য শ্রদ্ধাভক্তির কনক প্রতিম—কেহ বলিয়াছেন তিনি মহাযোগী—পুনরায় কেহ বলিয়াছেন তিনি অনন্য কর্ম্মযোগী দিব্য মহাপুরুষ!

মহারাজী কিন্তু এই সকল মহাত্মাগণের প্রশস্তি-বাণীর প্রতি কেবলমাত্র যে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিতেন না শুধু তাহাই নহে—তিনি সকল জীবেই ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করতঃ পরম সাদরে—এই সকল ভক্তবৃন্দকে দিব্য সেবায় পরিতুষ্ট করিতেন!

এই দিব্য মহাত্মা একই লীলাতনুতে অধিষ্ঠান করিয়াও তাঁহার অনন্ত জীবনের সামগ্রিক রূপ ও লীলার সাথে যে পরিচিত ছিলেন—তাহা তাঁহার জীবনের নিম্নলিখিত একটি বিশেষ ঘটনা হইতে সহসা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল!

তিনি তখন কাশীপুরীর পূর্ব্বতটে একটি নৌকাতে একাকী অনন্য ভজন-মাধুর্য্যে মগ্ন ছিলেন। মহারাজজী নিত্য রাত্রি দুইটায় নৌকা হইতে অবতরণ করতঃ গঙ্গায় স্নান করিতেন। একদা তিনি গঙ্গা-জলে ডুব দিয়াছেন এমত সময়ে সহসা তাঁহার নয়ন সম্মুখে একটি বিচিত্র রূপৈশ্বর্য্য আবির্ভূত হইল। মহারাজজী দেখিলেন যে তিনি ঐ গঙ্গার জলের মধ্যে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের সমীপে উপনীত হইয়াছেন! বৃক্ষটি অনন্ত শাখা-প্রশাখায় দিব্য মহীরুহে লীলায়িত হইয়াছে—এবং ঐ সকল শাখা-প্রশাখায় অসংখ্য হরিৎ পত্র শোভা পাইতেছে। মহা-রাজজী দিব্য তন্ময়তায় আপ্লুত হইয়াছেন—এবং তিনি তৎপরে দেখিলেন যে বৃক্ষটির প্রতি পত্রে—শ্রীতিলক কণ্ঠী শোভিত—একটি করিয়া দিব্য মহাত্মা নিত্য ভজনে মগ্ন আছেন—তাঁহাদের মধুর স্ফুরিতাধরে মৃদু স্বরে সিয়ারাম সিয়ারাম নাম ধ্বনি নির্গত হইতেছে।

মহারাজজী অবাক চিন্ময়ে ভাবিতেছেন তিনি এক্ষণে কোথায় বিচরণ করিতেছেন—এমত সময়ে সহসা তাঁহার দিব্য কৌতূহল ও চিন্ময়তা বর্দ্ধিত করতঃ সেই সকল মহাত্মাগণ মুগ্ধ করুণ-সজল নয়নে মহারাজজীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ মহারাজজীকে বলিলেন—হে অনন্য সাধু! আমরা এতদিন তোমার দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত ছিলাম—এক্ষণে কাশী-বিশ্বনাথের কৃপায় আমাদের সেই মনোবাঞ্ছা পরিতৃপ্ত হইল! হে চিন্ময় বপুধারী দিব্য সাধু . হে অনন্য কান্তাময়ী শ্রীকিশোরীজীর চির-কৃপাপাত্র! আমরা তোমারই পূর্ব্ব লীলা তনু—তুমি যুগে যুগে—লোকে লোকে—যে বিমল তনু প্রাপ্ত হইয়া এই ধরণী পুলকিত করিয়াছ

—আমরা তোমার সেই অখণ্ড মণিময় মালার দিব্য রত্ন! হে সাধু! আমরা তোমায় বার বার প্রণাম করি! তুমি নিরন্তর ভুবন ভুলানো মধুময় সিয়ারাম নামামৃত পানে সংসার মরুতে চির হরিৎ কল্পতরু! তুমিই ধন্য—তুমিই ইষ্ট—তুমিই অনন্য ভক্তির অবিচল প্রতিষ্ঠা!

মহারাজজী এ কী শুনিলেন—দিব্য সমাধি দশায় তিনি তাঁহার অখণ্ড রূপ দর্শন করিলেন! মহারাজজী ভাববদ্ধ হৃদয়ে অশেষ প্রেম-ভরে তাঁহার সম্মুখস্থ অনন্য ভজনমুখর মহাভাগবৎ মণ্ডলীর পাদপদ্মে আজানুলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাহার সাথে সাথে তাঁহার সম্মুখ হইতে সহসা সমগ্র রূপটি কোথায় অদৃশ্য হইল!

মহারাজজী, অতঃপর, গঙ্গাবক্ষে তাঁহার নিত্য স্নান সমাপন করতঃ আনন্দমগ্ন চিত্তে আপন ভজন নিকুঞ্জে প্রত্যাবর্তন করিলেন!

আর একটি বিচিত্র পুলক-রহস্যে মহারাজজীর চিন্ময় লীলাতনুতে এক অনুরাগী ভক্ত সহসা যে দিব্য রূপমালা দর্শন করিলেন—তাহাতে একাধারে যেরূপ উক্ত ভক্তের পরম সৌভাগ্যের বিমল বারতা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহার সাথে সাথে সেইরূপ মহারাজজীর অলোকসামান্য দিব্য রূপৈশ্বর্য্যটি আপনি প্রকটিত হয়। পরম তত্ত্বের মূর্ত্ত অধিষ্ঠান রূপে মহারাজজীর চারু চরিত্রটি যে অকথ বৈভবের চিন্ময় পারাবার—তাহার সামান্য পরিচয়ে জন-হৃদয় আনন্দে ডগমগ করিয়া উঠে। সামান্য ভাষায় উক্ত ভক্তের দিব্য অভিজ্ঞতাটি নিম্নে যথামতি বর্ণিত হইতেছে!

উক্ত ভক্তটি একদা কিঞ্চিৎ দূর হইতে দেখিলেন যে মহারাজজী আপন মুক্ত প্রকোষ্ঠে মৃদু পদচারণা করিতে করিতে সিয়ারাম নামামৃত পান করিতেছেন! মহারাজজীর সম্মুখে বারাণসীর স্নিগ্ধ সলিলা কুলু কুলু রবে প্রবাহিত—দেখিলে মনে হয় গঙ্গার মৃদু মন্দ তরঙ্গমালা মহারাজজীর দিব্য কণ্ঠে মধুময় সিয়ারাম নাম রসামৃতের বিমল বৈভবে যেন আপনহারা দশায় মহারাজজীর বিজয় বন্দনা গাহিতেছে! সন্ধ্যার প্রাক্কালে চারিদিকে

বেশ শান্ত ভাব—ঊর্দ্ধে সুনীল গগনে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র উদিত হইতেছে! মহারাজজী আপন ভাবে আপনি মগ্ন—সমগ্র পরিবেশ যেন মহারাজজীর এই চিন্ময় মৌনদশার সাথে একাত্মতা লাভে সুধন্য হইয়াছে। ভক্তটিও দূর হইত মহারাজজীর এই চিন্ময় সাবলীল দশাটি মুগ্ধ নেত্রে পান করিতে লাগিলেন—তিনি যেন মহারাজজীব অনন্য ময়াজালে বদ্ধ হইয়া আপন সত্ত্বা বিস্মৃত হইলেন! ভক্তটি মহারাজজীর দিব্য রূপ পান করিতেই মগ্ন! তাঁহার মনে হইল—মহারাজজী কত মধুর—কত সুন্দর—কত রসানন্দময়! ভক্তের দেখার যেন শেষ নাই! সহসা মহবোজজীর চিন্ময় লীলা তনু দেখিতে দেখিতে ভক্তটি ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন! মহারাজজীর অঙ্গে এ কী দিব্য রূপের বাদল। ভক্তটি সহসা দেখিলেন মহারাজজীর সমগ্র রূপটি কোথায় অদৃশ্য হইল এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নবদুর্ব্বাদল চিন্ময় কিশোর-মূর্ত্তি শ্রীরাম রূপ আবির্ভূত হইলেন! ভক্তটি আপন মুগ্ধ দশায় আপনি প্রমাদ গণিলেন—তিনি এ কী দেখিতেছেন? মহারাজজীর শ্রীঅঙ্গে স্বয়ং আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম! ভক্তের চিন্ময়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিত হইতে লাগিল। ভক্তটি একান্ত মনে এই দিব্য রূপ সুধা পান করিতে করিতে সহসা পুনরায় অবলোকন করিলেন যে মহারাজজীর শ্রীঅঙ্গে সেই চিন্ময় কন্দর্পকান্তি শ্রীরাম রূপ কোথায় অন্তর্হিত হইল এবং তাহার স্থলে অনন্য সান্দ্রানন্দময়ী দিব্য গৌরাঙ্গী—মিথিলেশকিশোরী মুদিত স্ফুরিতাধরে আবির্ভূতা হইলেন! শ্রীকিশোরীজীর দিব্য লীলাতনু দর্শন করতঃ ভক্তটি আনন্দে লয় লীন হইলেন—এবং তাঁহার আর কোন চিন্তা করিবার অবকাশ রহিল না—ভক্তটি চিত্ত-কায়-মনে তাঁহার নয়ন সম্মুখে যে উদার আনন্দময়ীর দিব্য রূপ লীলায়িত হইয়াছে—তাহাতেই চির সমর্পিত হইলেন।

বলা বাহুল্য ভক্তের আনন্দের শেষ নাই—বিহ্বলতার সীমা নাই—আশ্চর্য্যের অবধি নাই! মহারাজজীর একই অঙ্গে এত রূপ! বেশ

কিছুক্ষণ ভক্তের এই মুগ্ধ দশায় ব্যতীত হইল। ভক্তটি কী করিবেন—কী বলিবেন—কিছুই বুঝিতেছেন না—তাঁহার যে কী দশা হইল—তাহাও তিনিই অবগত নহেন। এইরূপ ভাব-বৈচিত্র্যে ভক্তটি বিহ্বল আনন্দে নিষ্ণাত হইবার পর সহসা ভক্তের—নয়ন সম্মুখের সমগ্র রূপটি পরিবর্তিত হইল! ভক্তটি পুনরায় দেখিলেন মহারাজজী পূর্ব্ববৎ দিব্য আনন্দমগ্ন দশায় সিয়ারাম নামামৃত নাম করিতে করিতে আপন প্রকোষ্টে মৃদু পদচারণ করিতেছেন।

ভক্তটি এতক্ষণে নিজ ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ের সেই অকথ আনন্দের চিন্ময় তরঙ্গরাশি—তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে প্রমুদিত বৈভবে লীলায়িত হইতেছে। ভক্তটি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কোনরূপে ঊর্দ্ধশ্বাসে মহারাজজীর পাদপদ্মে সমাশ্রিত হইয়া এক নিঃশ্বাসে সমগ্র ঘটনাটি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

মহারাজজী ভক্তের চিন্ময় গৌরবের কথা শ্রবণ করতঃ পরম প্রসন্নাননে তাহাকে বলিলেন—ম্যায় জানতা হু—জ্যো দেখা উহ সব ঠিক হ্যায়!

ভক্তটি মহারাজজীর বিমল বাণী শ্রবণ করতঃ আরও অধিক চকিত হইলেন—কিন্তু মহৎ করুণায় তাঁহার মনের দুয়ার যেন সহসা খুলিয়া গেল—তিনি যেন এই দিব্য রহস্যের সমগ্র মর্ম্মটি অবগত হইলেন—কে যেন তাঁহার কানে কানে বিমল কাব্যে কহিল—

অনন্য ভক্তির গৌরব শুন, শুন দিয়া মন।
এক অঙ্গে কত রঙ্গ দেখিবে তখন॥
জীবে জীবে হরগৌরী, জীবে জীবে রাম।
তার মাঝে হের পুনঃ সীতা সুখধাম॥
সকল আশ্চর্য্যের সীমা মিটে ভক্তি মহাতটে।
অজ্ঞান তিমির নিশা ক্ষণমাত্রে কাটে॥

সীতার অনন্য রূপে আপ্তকাম সন্তের উদয় ।
এই হেতু সন্ত হৃদে সবাকার চিন্ময় আলয় ॥
সন্তের সকল কর্ম্ম—সকল লীলা শুধু ভক্তির প্রসঙ্গ ।
তাহারই প্রকাশে জাগে হৃদে অচিন্ত্য প্রেমের তরঙ্গ ॥
সন্তের সকল দশা—সকল ভাব হয় সত্য হ'তে সত্য ।
মহৎ কারুণ্যে জানে কোন ভাগ্যবান এই পরা তত্ত্ব ॥

ইহার পর উক্ত ভক্তটির আর অধিক কিছুই জানিবার নাই—অধিক কিছু বুঝিবার নাই—অন্য কিছু লাভ করিবার বিন্দুমাত্র বাসনা নাই। মহারাজজীর অনন্য কারুণ্যে তাঁহার হৃদয়ে যে অচিন্ত্য লাবণ্যের রূপসুধা উথলিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার চিত্ত যে নবীন গীতরসে নিমজ্জিত হইয়াছে—তিনি যে পরম তত্ত্বের চিন্ময় নিরূপণে আপ্তকাম হইয়াছেন—তাহারই অবিরল ধারায় তাঁহার বিমল কণ্ঠে ঝরিয়া পড়িল তাহার মুগ্ধ প্রাণের চিন্ময় বারতা। ভক্তটি মহারাজজীর অশেষ কারুণ্য রসপূর্ণ চিন্ময় লীলাতনু দর্শন করিতে করিতে দিব্য ভাবাবেশে আপনি গাহিয়া উঠিলেন—

* পীযূষ ঝরা' মোহন ধারা আলোক ভরা যান ।
তাহারই তলে আমি লভিনু লভিনু মোর স্থান ॥
চিন্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার গান ॥
মুগ্ধ প্রাণে যে কল্লোলে ।
প্রেমে প্রেমে হৃদয় দোলে ॥
চকিতে মোর কনক কথায় লেগেছে তার টান ॥

* মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সঙ্গীতের অনু রূপ ।

আশেপাশে যা দেখেছি
কুঞ্জপথে যেতে।
মধুর রাগে চমক ছায়ে
উঠেছে মন মেতে ॥
ছড়িয়ে আছে আনন্দের এই দান ॥

গান বেঁধেছি দীপ জ্বেলেছি।
নিত্য সেবায় প্রাণ মেলেছি।
সীমার মাঝে অসীমেরি লভেছি সন্ধান

চার

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহারাজজী অনন্য ভক্তির নবনীত রূপে ধরণী সুশোভিত করিয়াছেন এবং জীবনের অন্তকাল অবধি তিনি দিব্য মনুজ-লীলায়—এই পরম বিচিত্র চরিত্রের অনুগমন করিয়াছেন! বিমল জ্ঞান ও বৈরাগ্য সুশোভিত অখণ্ড ভজন-মাধুর্য্য তাঁহার নিত্য সাথী—বস্তুতঃ মহা-রাজজী অনন্য চিদানন্দময়ী শ্রীকিশোরীজীর প্রমুদিত লীলার মুগ্ধ চরিত্র অঙ্কন করতঃ আপন মহিম সুখে আপনি সতত বিরাজ করিয়াছেন—তথা আপন মনের মণিকোঠায় নিত্য নিমজ্জিত থাকিয়া কান্ত-কূজনে সতত ভাসিয়াছেন! বাস্তবিক তাঁহার অনন্য লাবণ্য রসপ্লাবিত স্নিগ্ধ লীলা-তনু খানি যেন সততই এই মধুর ভজন-ভাবনায় ঝর ঝর হইত—মহরাজজী সততই বৈদেহীর দশায় নিত্য রমণ করিতেন! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই মহাভাগবত চরিত্রে অখণ্ড তপস্যা ও অনন্ত শিশু-সারল্য—এই

দুইটি চিন্ময় রসধারা এমত একাকারে মিশিয়াছিল যে তাঁহার অনন্য কৃপা ব্যতিরেকে—তাহা বাহির হইতে সহজে উপলব্ধি হইবার নহে! বস্তুতঃ তাঁহার সমগ্র ভাবটিই ছিল চিন্ময় তপস্যার মধুর রূপ! একাধারে তিনি যেরূপ সরল ও সাবলীল ও সুখময় বাল চরিত্রের মুগ্ধ রূপ—তাহার সাথে সাথে তাঁহার দিব্য আচরণগুলি মহাব্রতীর নিত্য সংযমে দিব্য পরিপুষ্ট! যদ্যপি তিনি সদাই রসময় বালচরিত্রে উদ্ভাসিত ছিলেন তথাপি তাঁহার দিব্য চরিত্রে অখণ্ড সন্ন্যাসীব চিন্ময ক্রমগুলি আপন সহজ ভাবে নিত্য রক্ষিত হইয়াছে!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে অনন্য ভজন-ভাবনা যে দিব্য সংস্কার ও মহৎ করুণার মুগ্ধ নির্ঝর—যে চিন্ময় জ্ঞান-বৈরাগ্য ও কর্ম্ম-কুশলতার মধুব সমন্বয়—তাহা একান্ত ভগবৎ কৃপা পাত্র ব্যতিরেকে অন্য কোন সাধারণ জীব-চরিত্রে রূপায়িত হইবার নহে। সাধারণ জীব-চরিত্র—অচিন্ত্য ভগবৎ বৈমুখ দশায় সাংসার মরুতে ভারবাহী উষ্ট্রবৎ দিন যাপন করে—ভগবৎ ঐশ্বর্য্যমুখর চিন্ময় মাধুর্য্যের বিমল সংস্পর্শ বিনা—ঊষর জীব-হৃদয় সচরাচর সরসিত হইবার নহে—কাম-ক্রোধ-লোভ প্রমুখ প্রবল রিপুদলের চির কবলিত থাকিয়া সাধারণ জীব অচিন্ত্য দুঃখ শোক পরিণামী সংসার-সাগরে নিত্য নিমজ্জিত। মহারাজজী সাধারণ জীবনের এই চরম ব্যর্থতার কথা সতত যে বিজ্ঞাত ছিলেন—তাহা তাঁহার চিন্ময় লোকচরিত্রে বেশ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে! মহারাজজী এতৎ কারণে সহসা কাহাকেও শিষ্য করিতেন না! সংকট মোচনে মন্দিবে তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল অমিত সুখদায়ী লীলায় ব্যতীত করিয়াছেন—এই সময়ে তাঁহার অনন্য করুণা-কিরণে কত জনচিত্ত কৃতকৃত্য হইয়াছে—কত অনুরাগী ভক্ত তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ হেতু কাতর ক্রন্দনে প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন কবিযাছেন—কিন্তু মহারাজজী তাহাদের মধুময় সিয়ারাম নামামৃত পানে মগ্ন থাকিতে বলিয়াছেন এবং এতৎ ব্যতিরেকে তিনি সহসা কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করেন

নাই। কিন্তু তথাপি ঐ সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে শ্রীগুরুত্বে বরণ করিবার জন্য বার বার প্রার্থনা জানাইলে - মহারাজজী মুগ্ধ ভাষণে তাঁহাদের বলিতেন—আমি কী গুরু—আমি সামান্য সেবক! তোমাদের হৃদয়ে যদি শ্রীগুরুকবণ করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা অমুক সাধুর নিকট গমন কর - আমি তাঁহাকে তোমাদের কথা লিখিয়া দিতেছি!

বলা বাহুল্য অনন্য ভগবৎ কৃপায় যাঁহারা মহারাজজীর চিন্ময় রসদীপ্ত মুগ্ধ চরিত্রের কণা মাত্রও আস্বাদন করিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট মহারাজীজর এই পরম নৈষ্কপট পূর্ণ বিমল শিশু-লীলাটির সমগ্র রহস্য সহসা প্রকটিত হইত—মহৎ করুণায় তাঁহারা মনে মনে বেশ বুঝিতেন যে মহারাজজী তাঁহাদের প্রাণের উৎকণ্ঠাটিকে পরীক্ষা করিতেছেন মাত্র। তাঁহার দিব্য করুণাধায় যাহারা এই পরীক্ষায় সহজে উত্তীর্ণ হইতেন—মহারাজজী সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন।

মহারাজজীর নিকট কে তাঁহার সেবক—কে তাঁহার সেবক নহে—এই দুয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ছিল না-- মহারাজজী সতত এমত বিদেহ দশায় ব্যতীত করিতেন যে তিনি তাঁহার পরম অনুরাগী শিষ্যকেও সহসা আপন সেবক বলিয়া চিনিতে পারিতেন না এবং পরম মধুর শিশুর আত্মভোলা দশায় তিনি সেই ভক্তটির পরিচয় বারবার জিজ্ঞাস করতেন।

মহারাজজীর এই দিব্য সাবলীল চরিত্রে ভক্তটিও বিশেষ আশ্চর্য্য হইতেন—ভক্তটি ভাবিতেন তিনি তো নিরন্তর মহারাজজীর সেবায় রত—তথাপি মহারাজজী কেন তাঁহাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কাঁহা সে আয়? কব আযা?

মহারাজজীর করুণা প্রাসাদে ভক্ত-মনে মহারাজজীর এই দিব্য লীলা চরিত্রটি সহসা প্রকাশিত হইত—ভক্তটি পরানন্দময় চিত্তে তখন বেশ

বুঝিতেন—যে মহারাজজী সর্ব্ব মায়ারহিত অনন্য ভক্তি চিন্তামণির চিন্ময় বালা—মহারাজজীর চিত্ত চির অদাগ—একমাত্র ভক্তির রসাবেশে মহারাজজী সততই চিদানন্দময়—সততই সরল—সততই অনন্য শিশু! দিব্য শিশুর ন্যায় তিনি সততই আত্মভোলা দশায় বিচিত্র ক্রীড়ায় মগ্ন—মহারাজজীর চিত্ত পদ্মপত্রের ন্যায় সততই নির্ম্মল—কোনরূপ জাগতিক গুণধর্ম্ম সেই দিব্য চিত্তে বিন্দুমাত্র আশ্রয় লাভ করে না—মহারাজজী এতৎ কারণে যাহাকে বারবার দেখিতেছেন—তাহাকেও পরক্ষণে আবার নবীন রূপে দর্শন করিতেন।

মহারাজজীর নিকট, বস্তুতঃ, সকল মূর্ত্তিই তাঁহার পরম প্রিয় ইষ্ট রূপে উদ্ভাসিত হইত। মহারাজজী ইষ্ট ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও জানিতেন না—অন্য কাহাকেও বুঝিতেন না—কী শান্ত রূপ—কী রুদ্র রূপ—সকল রূপেই তিনি আপন ইষ্টকে দিব্য লীলায় মগ্ন দেখিতেন এবং এতৎ কারণে মহারাজজী তাঁহার অনুরাগী সেবকবৃন্দ তথা দূর দেশাগত ভক্তবৃন্দকে দিব্য মর্য্যাদায় সমাদর করিতেন এবং বলিতে কী তিনি আপন আসন ত্যাগ করতঃ আগন্তুক ভক্তবৃন্দকে ঐ আসনে উপবিষ্ট হইবার জন্য বার বার সাদরে অনুরোধ করিতেন!

বলা বাহুল্য পরম ভাগবতের এই অনুপম মধুর চরিত্রে ভক্তবৃন্দ একাধারে যেরূপ অনন্য বৈষ্ণবের পরম বিচিত্র ভাবদশার যথামতি আস্বাদনে দিব্য অভিজ্ঞতায় বিচরণ করিতেন—সেইরূপ মহারাজজীর অযাচিত সেবায় সাতিশয় বিব্রত বোধ করিতেন! মহারাজজীর বিমল আচরণে তাহারা মনে মনে মহারাজজীর অখণ্ড মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে ভগবৎ ভক্তির চিন্ময় দিগ্‌দর্শনে আত্মহারা হইতেন এবং তাহার সাথে সাথে শ্রীবৈষ্ণবের চির নৈষ্কপট প্রাণারাম অনুষ্ঠানের রূপ রেখা অবলোকন করতঃ আপনাদের মহাভাগ্য গণনা করিতেন!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মহারাজজীর সর্ব্ব-লীলা এমত সরল—এমত

মধুর—এমত ব্যাপক যে তাহাকে সামান্য বাক্যে প্রকাশ করিতে যাইলে —ভাব ও ভাষা অবশে পঙ্গু হইয়া যায়—ছন্দ ও গীত বার বার কাঁদিয়া ফিরিয়া আসে। চিন্ময় করুণার দিব্য নির্ঝর সম তিনি সততই আপন ভাব আপনি ব্যক্ত করিতেছেন—অনন্য ভক্তির দিব্য দীপশিখা-সম তিনি সততই ভাস্বর—পরম বিজ্ঞানীর নিত্য প্রাণ রূপে তিনি সততই ভাস্যমর। কিন্তু ভক্তি চিন্তামণির বিমল বিলাস বৈচিত্র্যে—তিনি অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সাথে যে দিব্য লীলার—ভক্তি ভাবনার দিব্য ভজন করিলেন—তাহা অশেষ মাধুর্য্য রসপূর্ণ-সেব্য-সেবকের চিন্ময় প্রেম কাহিনী রূপে জন হৃদয়ে চির মণিহার রহিল। মহারাজজীর এই দিব্য বিলাস-বৈচিত্র্যের সুনীল গগনে চির উড্ডীন বলাকা সম মন-বিহঙ্গ আলোচ্য অংশে যথামতি মহারাজজীর -সেবক সাথে সেই অপার চিন্ময় লীলার সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছে। বলা বাহুল্য অনন্য ভক্তির মুগ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজজীর এই অনাবিল প্রেম-লীলায়—অখণ্ড ভগবৎ ধর্ম্ম নিত্য ভাস্বরতায় জন জীবন প্রোজ্জ্বল করিবে।

মহারাজজীর অনন্য সেবক শ্রীরামমোহন শরণের সুকৃতির গৌরব আছে বলিতে হইবে—তাহা না হইলে এই অজ্ঞাত-কুলশীল সামান্য ঘরের দরিদ্র গ্রাম্য বালকটি কী করিয়া মহারাজজীর নিত্য সেবার কনক পাদপীঠে আপনাকে সমর্পিত করিলেন? আপন ভোলা শিশুর ন্যায় রামমোহন শরণের সাবলীল ধারা! বাস্তবিক মহারাজজীর এই নিত্য শরণাগত ভক্তের সকল বিষয়েই একটু বিচিত্রতা লক্ষ্যে পড়ে! তাঁহার বেশভূষা সহজ ও সরল অজ্ঞান বালকের ন্যায় চিন্ময় স্বভাব —অচিরেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভক্ত রামমোহন শরণকে দেখিতেও বিচিত্র! মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল তাহাও আবার তৈলাভাবে শুষ্ক ও পাতলা—ললাটে অতি প্রশস্ত শ্রীতিলক ও বিন্দু—দেখিলে মনে হয়—ইহাই যেন রাম-

মোহন শরণের জীবন-সর্ব্বস্ব---ইহাই যেন তাঁহার জীবনের অনন্য লাভ! কণ্ঠে যুগল কণ্ঠী—পরিধানে একখানি জীর্ণ পীতবস্ত্র! নগ্ন দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে শ্রীরামানন্দী বৈষ্ণবের নিত্য সংস্কার—ধনুষ ও বাণ ও সীতারাম নাম শোভা পাইতেছে!

রামমোহন শরণ অতি বালক কাল হইতে মহারাজজীর অন্তরঙ্গ পরিকর! কিন্তু মহারাজজী সামান্য সদগুরু নহেন—তিনি নিত্য কালের চিন্ময় শ্রীগুরু—এতৎ কারণে তাঁহার অনন্য ভাবটিও সকল শ্রীগুরুব দিব্য আদর্শ! মহারাজজী ভক্তের সামান্য সেবায় তুষ্ট। তিনি স্বয়ং নিত্য সেবকতায়—অনন্য ভজন দশায়—মগ্ন থাকিতেন—তাঁহার নিজ অন্তঃপুরে তিনি সততই নিঃসঙ্গ বিরহী দশায় ব্যতীত করিতেন—ভক্তের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবার তাঁহার অবসব কোথায়? অনন্য সেবা —অনন্য ভজন লালসাই হইল—মহাবাজজীর নিকট সকল সেবার শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা। মহারাজজী ভক্তকে নিরন্তর অনন্য ভজন-ভাবনায় ব্যাপৃত রাখিতেন। দৈনন্দিন জীবন ধারণেব জন্য যেটুকু সেবার প্রয়োজন—মহারাজজী তাহা নিজেই পালন করিতেন। ভক্তের অনন্য কল্যাণ সাধনই হইল মহারাজজীর নিত্য ধ্যান। এতৎ কারণে তিনি তাঁহার সেবককে প্রায়ই বলিতেন—যাও বাচ্ছা! হনুমানজীকে সিয়ারাম নাম শুনাও! অর্থাৎ হে বালক আমায় সেবা করিবার কোন প্রয়োজন নাই—হনুমানজীকে শ্রীসিয়ারাম নাম শুনাও। মহারাজজীর এই দিব্য ইঙ্গিতের প্রতি উত্তবে ভক্ত যদি বলিতেন—হে মহারাজজী! ম্যয় আপকো সেবা করেঙ্গা! অর্থাৎ হে মহারাজজী-- আমি আপনাব পরিধেয় বস্ত্র-ধৌত করিব—আপনার ভোজন প্রস্তুত করিব—মহাবাজজী ভক্তের এই নিবেদনে---তাহাকে পুনরায় বলিতেন—বাচ্ছা! হনুমানজীকে নাম শুনাও—ওহী সবসে বড়া সেবা হ্যায়—উস্‌সে অধিক সেবা আউর কুছ নেহী হ্যায়! অর্থাৎ হে বালক! তুমি হনুমানজীর মন্দিরে স্থির

চিত্তে উপবিষ্ট হইয়া হনুমানজীর প্রাণপ্রিয় সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন কর—ইহাই সকল সেবার শ্রেষ্ঠ সেবা—ইহার অধিক সেবা আর কিছুই নাই! হনুমানজী মহারাজকে সিয়ারাম নাম শুনাইলে—আমার সর্ব্ব সেবা পালন করা হইবে!

মহারাজজীর দিব্য কৃপা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ভক্তটিও হনুমানজীর দরবারে এক কোণে বসিয়া সরল বালকের ন্যায় উচ্চ কণ্ঠে সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন করিতেন এবং দেখিতে দেখিতে, মহৎ করুণার সর্ব্ব উজ্জ্বল লক্ষণে, রামমোহন শরণ উদ্ভাসিত হইলেন এবং অনন্য প্রেম দশার একমাত্র অবলম্বন শ্রীসিয়ারাম নাম পীযূষ ধারায় আপন সত্ত্বা লয়লীন করিলেন!

মহারাজজী আপন সেবকেব এই পরম মধুব দিব্যদশা অবলোকন করতঃ অন্তরে অন্তরে বিমল সুখ প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহাকে পরম সাদরে মস্তরাম নামে অভিহিত কবিতেন। বলাবাহুল্য মহারাজজীর শ্রীমুখে ভক্তের প্রতি এই দিব্য আশীর্বাদসূচক শব্দটি পরম রসময় রূপে আপনি ক্ষরিত হইত—এবং তাহাব সাথে সাথে এই দিব্য নামের অন্তরালে ভক্তের যে চিন্ময চবিত্রটি ওতপ্রোত ছিল—তাহা সহসা বেশ প্রকাশিত হইত! শ্রীসিযারাম নামামৃতে যিনি সদাই মগ্ন—যিনি সদাই নিষ্ণাত—যিনি সদাই মস্ত অর্থাৎ আনন্দিত চিত্ত—তিনিই মস্তরাম!

বাস্তবিক মহৎ কারুণ্যে শ্রীনাম রসায়ণে সামান্য প্রীতির উদ্রেক হইলে যে কী দশা হয় তাহার বিমল প্রমাণ রূপে মস্তরাম ভক্তসমাজে চির আদ্রিত হইয়া বহিলেন। শ্রীনাম প্রসাদে তথা অনন্য সাধুকৃপায়—মস্তরাম দেখিতে দেখিতে চিন্ময় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলেন। বলিতে কি কোনরূপ পুথিগত বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চ্চা না করিয়াও—মস্তরাম সর্ব্বসিদ্ধান্তের পরম সিদ্ধান্ত পান করিলেন! সহজ ও সাবলীল দশায় মস্তরাম প্রসঙ্গতঃ যাহা বলিতেন—তাহাই সর্ব্ব বিদ্যায় সার—তাহা

চিন্ময় সত্য! মস্তরাম বালকের ন্যায় আপন গ্রাম্য গিরায় সমগ্র শ্রুতি সিদ্ধান্তের চিন্ময় প্রসঙ্গগুলি উদ্গীত করিতেন—এবং বলিতেন যে শ্রীগুরু প্রসাদে একমাত্র সিয়ারাম নাম রসালয়ে বিন্দুমাত্র প্রবেশ লাভ করিলে—হৃদয় সর্ব্ব বিস্ময়ে ডগমগ করিতে থাকে—শ্রীনাম জাপকের নিকট সকল রহস্য তখন আপনি আসিয়া ধরা হয়—সিয়ারাম নাম জাপকের সকল বিষয়ই তখন আপনি বিজ্ঞাত হয়।

মহারাজজীর সাথে এই দিব্য ভক্তটির মাঝে মাঝে বেশ রহস্যময় বার্ত্তা হইত। বাস্তবিক শ্রীগুরুর বিমল ভক্তি চন্দ্রাতপে শিষ্যটি সদাই প্রমুদিত—মহারাজজীর অনন্য প্রসাদে রামমোহন শরণ নিত্য নামে সদাই মুখরিত—দুই জনেই আপন ভোলা শিশুর ন্যায় চিন্ময় পুলকানন্দে নিত্য ব্যতীত করেন—এমত শ্রীগুরু শিষ্যের মুগ্ধ রহস্যালাপ, বলিতে কী, সুরগণেরও সুদুর্লভ। রামমোহন শরণ মহারাজজীর দিব্য কৃপা প্রসাদে সেই চিন্ময় ভাগ্যে চির আরূঢ়। বাস্তবিক রামমোহন শরণের সৌভাগ্যের বার বার বলিহারী।

একদা মহারাজজী পরম বিনোদ কৌতুকে আপন ভক্তকে বলিলেন—মস্তরাম! দর্শন ভায়া। অর্থাৎ মস্তরাম। অদ্য ভজন কীর্ত্তনে তুমি দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছো তো?

আশ্চর্য্য শ্রীগুরুর প্রসঙ্গ। কোথায় মহারাজজী আপন নিভৃত প্রকোষ্টে নিত্য ভাবদশায় নিমগ্ন আর কোথায় হনুমানজীর মন্দিরে তাঁহার ভক্ত রামমোহন শরণ সিয়ারাম নাম কীর্ত্তনে রত—এবং এই কীর্ত্তনকলায় তাঁহার দিব্য দর্শন হইয়াছে কিনা—তাহা মহারাজজী কীরূপে অবগত হইলেন—এই প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই মনে উদিত হইবে!

কিন্তু এক্ষণে যাঁহারা এই দিব্য রহস্যালাপ করিতেছেন - তাঁহারা কোন বিচারেই সামান্য নহেন—একাধারে মহারাজজী সদৃশ শ্রীসদ্‌গুরু যেরূপ সতত নিত্য-নিরঞ্জন—সতত সর্ব্ববিদ—সর্ব্বান্তর্যামী—অন্যধারে

তাঁহার পরম কৃপাপাত্রটিও শ্রীগুরু পদপঙ্কোজের নিত্য অনুরাগী সেবক! মহারাজজী সর্ব্ব গুণাতীত চিন্ময় বৈভবে সদাই ভূষিত—ত্রিকালজ্ঞ ঋষির ন্যায় তাঁহার নিকট দেশ ও কালের সর্ব্ব সীমা তিরোহিত হইয়াছে —ভক্ত দূরে থাকিয়াও যাহা অনুভব করিলেন—তিনি নিজ প্রকোষ্টে বসিয়া তাহা পরম সুন্দর রূপে প্রত্যক্ষ করিলেন!

এক্ষণে মহারাজজীর ভক্ত প্রতি এই পরম করুণাময় দিব্য জিজ্ঞাসায়— দীন নিষ্কপট ভক্ত মস্তরামের মুখমণ্ডলটি সহসা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত—শ্রীগুরুর প্রতি দিব্য কৈঙ্কর্য্য রসধাবা পূর্ণ চিন্ময় কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নয়ন দুইটি টলটল হইত—সহসা মস্তরাম অধিক ভাবাবেগে যেন কীরূপ ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে অধিরূঢ হইতেন—এবং মহারাজজীর এই পুলকময় প্রশ্নে সহসা কিছুই বলিতে পারিতেন না! ইহার কিঞ্চিৎ পরে মস্তরাম সহসা মহারাজজীর চিন্ময় পাদপদ্মে পতিত হইয়া যাহা বলিতেন - তাহাই অনন্য সেবকের দিব্য গৌরবে চির সমুজ্বল হইযা রহিল!

মহারাজজীর পাদপদ্মে সমর্পিত হইয়া মস্তরাম অনন্য প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে মহারাজজীকে বলিলেন– হে সরকার। আপ সর্ব্বান্তর্যামী হৈ– জো কুছ ভায়া সব আপ জানতা হৈ—সব আপ কী কৃপা হৈ—জো কুছ হৈ সব আপহী হৈ—মৈ কুছ জানতা নেহী। অর্থাৎ হে প্রভু! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী—সকল বিষয়ই আপনার বিদিত। আমার যাহা কিছু অনুভব-দর্শন হইয়া তাহা আপনার সুবিদিত—তাহা আপনারই বিমল করুণার দিব্য প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে—আপনিই বিচিত্র রূপে আমার অনুভব-দর্শনে প্রকটিত হইয়া আমায় নন্দিত করিয়াছেন— আপনিই সব—আমি কিছুই জানি না!

বাস্তবিক কী চিন্ময - দিব্য বালকের উক্তি—শ্রীগুরু চরণে ভক্তের কী অনন্য শরণাগতি—বলিতে কী ইহাই অনন্য ভজন-ভাবনার মূর্ত্ত প্রতিকৃতি —ইহাই সকল সেবার চিন্ময় পরাকাষ্ঠা! মহারাজজী প্রসঙ্গতঃ ভক্তের

প্রেম পরীক্ষা করিতে আসিয়া তাঁহারই অনন্ত করুণার মায়াজালে ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেন !

বলা বাহুল্য মহারাজজী সেবকবরের দিব্য প্রপন্নতায় পরম সুখ প্রাপ্ত হইতেন—এবং তৎপরে ভক্তের মস্তকে আপন দিব্য কর কমল স্পর্শ করতঃ বলিতেন—মস্তরাম ! আনন্দ রহো ! আনন্দ করতা রহো ! অর্থাৎ মস্তরাম তুমি অবিরল আনন্দে চির মগ্ন থাক—নিত্য নব নব আনন্দে—তোমার চিত্তের সদা মঙ্গল অভিযান হউক !

* * * * *

অন্য একটি সামান্য ঘটনায় মস্তরামের নিত্য আপনভোলা স্বভাব ও মহারাজজীর চিন্ময় করুণার চরিত্রটি সহসা বিচিত্র পরিবেশে আপনারে প্রকাশ করিল ! ভক্ত-ভগবানের যথামতি চিন্ময় রসাস্বাদন হেতু ঘটনাটি নিম্নে অনুলিখিত হইল !

সেদিন মহারাজজীর স্থানে নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে ! মস্তরাম তখন অন্যত্র একাকী ভজনানন্দে মগ্ন ছিলেন ! নাম কীর্ত্তনে মস্তরামেরও আসিবার কথা ! কিন্তু দিব্য যোগাযোগবশতঃ ঐদিনে—মস্তরাম মহারাজজীর স্থানে নাম কীর্ত্তনের সকল বিষয়টি একেবারে বিস্মৃত হইলেন ! কিন্তু তৎপরদিন সহসা মস্তরামের নামকীর্ত্তনের কথা স্মরণে উদিত হইতেই, মস্তরাম মহারাজজীর স্থানে যথাসময়ে নামকীর্ত্তনে উপস্থিত হইতে না পারায়-নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিলেন ! গুরু অপরাধে মস্তরামের হৃদয় শঙ্কিত হইল-এবং মস্তরাম আর ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব না করতঃ তৎক্ষণাৎ শ্রীগুরু পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তথা কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন—প্রভো! অপরাধ ক্ষমা কীজিয়ে—মৈ অজ্ঞান হুঁ—সব বাতেঁ ভুল জাতে হৈ ! অর্থাৎ হে প্রভু ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন—আমি আপনার অজ্ঞ

শিশু—আমার কিছুই মনে থাকে না—এই হেতু আমি গতকাল শ্রীনাম কীর্ত্তনে উপস্থিত হইতে পারি নাই !

কিন্তু হায় ! মস্তরাম ক্ষণিক মায়ায় মহাবাজজীর পরাপ্রকৃতির কথা বিস্মৃত হইযাছিলেন—মস্তবাম ভাবিয়াছিলেন যে হযতো—মহারাজজী তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন—এবং সেই হেতু মস্তরাম মহারাজজীর ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। মস্তরাম বিস্মৃত হইয়াছিলেন—মহারাজজী নিশি বাসর অন্তর ও বাহিরে দিব্য ভাবনায় মগ্ন থাকেন—পদ্মপত্রে নীরবিন্দু যেরূপ আপন অধিকাব কোনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না—মহারাজজীব চক্ষু-কর্ণ-ত্বক-জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রামগুলি মহাবাজজীব মহাপ্রকৃতিব উপব কোনরূপ প্রভাব বিস্তাব কবিতে পারে নাই—তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাম স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলেও—মহাবাজজী নিজ অন্তঃপুবে সততই তাহাদের সর্ব্বপ্রকাব প্রভাব মুক্ত। বস্তুতঃ মহারাজজী বহিঃজগতের হইযাও বহিঃজগতের নহেন—তিনি সতত এক অচিন্ লোকেব চিন্ময যাত্রী—সেই দিব্য মার্গে দেশ-কালের তথা জড প্রকৃতির বিন্দুমাত্র প্রবেশ নাই—একমাত্র স্বপ্রকাশিত প্রেমা-ভক্তিই হইল—সেই অচিন্ত্য রাজ্যের অনন্য পথ প্রদর্শক।

বস্তুতঃ মহাবাজজীর স্থানে যে তাঁহাব সেবক শ্রীনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—ইহা মহাবাজজী কর্ণে শুনিযাছিলেন মাত্র—কিন্তু এই সংবাদটি মহারাজজীব চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে নাই—মহারাজজীর চিত্তে—নিত্য নব নব আনন্দেব দিব্য অভিযান—অনন্য ভজন কুসুমের নিত্য নব নব সুরভি—তাঁহার স্থানে কোন দিন কী হইবে—তাহার বিষয়ে তিনি অনন্য উদাসীন ছিলেন।

এক্ষণে মস্তরাম যখন মহারাজজীর নিকট বড় অপরাধ হইয়াছে—বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—মহারাজজী বস্তুতঃ মস্তরামের কোন অপরাধের কথা জানিতেন না—কিন্তু মস্তরাম যে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

করিতেছেন ইহা বিদিত হইয়া তিনি চিন্ময় সাবলীল ধারায় যাহা বলিলেন, বাস্তবিক, তাহার কোন তুলনা নাই ! অনন্ত বাৎসল্যাধার তথা অচিন্ত্য করুণাময়ী জগজ্জননীর ন্যায় তিনি মস্তরামকে বলিলেন—জো অপরাধ কিয়া হৈ—আউর আগে জো অপরাধ আপ করঙ্গে—উহ্ সবকে লিয়ে ক্ষমা হৈ ! অর্থাৎ হে বালক ! তুমি এক্ষণে যে অপরাধ করিয়াছ এবং পুনরায় ভবিষ্যতে যে অপরাধ করিবে—তৎ সমুদয়ের জন্য—আমি পরম প্রসন্ন চিত্তে তোমায় ক্ষমা করিলাম।

যথার্থই অনন্য ভাগবতের উপরি উক্ত চিন্ময় বাণীটির কোনরূপ তর্জ্জমা হইতে পারে না—ইহা আপন দিব্য সারল্যে তথা চিন্ময় উদার্য্যে—আপনি উদ্ভাসিত। তথাপি মহারাজজীর দিব্য বাণীর উপর সামান্য পারমার্থিক দৃষ্টি প্রদান করিলে—মুগ্ধ হৃদয় অচিন্ত্য জ্ঞানালোকে ডগমগ করিবে—সন্দেহ নাই !

মস্তরাম মহারাজজীর নিকট তো কোনরূপ অপরাধ করেন নাই—তথাপি মহারাজজী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন—এবং ভবিষ্যতে যে অপরাধ পুনরায় আচরিত হইবে তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে ক্ষমা করিয়া রাখিলেন ! ইহাই বাস্তবিক অখণ্ড জগজ্জননীর চিন্ময় চরিত্রের দিব্য প্রকাশ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই ! অনন্য জ্ঞানালোকে মহারাজজীর চিত্ত সততই উদ্ভাসিত ! জড়মলিন জীব-স্বরূপ যে সততই অপরাধ যুক্ত—অপরাধ-মালিন্যই হইল যে জীবের স্বরূপ—তাহা মহারাজজীর সুবিদিত ! জীব সততই অপরাধ করিয়া থাকেন—এবং বিশ্ব-পিতা—সততই তাঁহার সন্তানগণের সর্ব্ব অপরাধ বিনা বিচারে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন—ইহাই মহারাজজীর চিন্ময় উক্তির দিব্য ভাষণ। মহারাজজীর হৃদয় সর্ব্বপ্রকার মানাপমান কাম-ক্রোধ মুক্ত—তাঁহার চিত্ত সুনির্ম্মল গগনের ন্যায় চির উদার। মহারাজজী পরম প্রেমে নিত্য অনন্তানন্তময়—তাঁহার নিকট সর্ব্ব জীবই ক্রোড়ের সন্তান সম—মহাবৈষ্ণব নীলকণ্ঠের ন্যায় সকলের সর্ব্ব

অপরাধ অক্লেশে পান করতঃ—তাহাদের চির সুখে রাখাই হইল—মহারাজজীর দিব্য মাধুর্য্যের চিন্ময় গতি !

বাস্তবিক মহারাজজীর ভক্ত প্রতি অখণ্ড বরদানের দিব্য বারতায় হৃদয় সর্ব্বপ্রকার সংস্কার মুক্ত হয়—এবং সহসা নিত্য জ্ঞানের পরম প্রকাশে সমগ্র হৃদয়রাজ্য আপনি উথলিয়া উঠে ! চিত্তের এই মুগ্ধ দশায় সহসা স্মরণে উদিত হয়—ভক্তরাজ হনুমানজীর প্রতি জগজ্জননী শ্রীকিশোরীজীর একটি চিন্ময় উক্তি ।

লঙ্কাপতি রাবণ –জগজ্জননী সীতাকে অশোক বনে বন্দিনী করিলে—মহাবীর হনুমানজী যথাসময়ে অখিল-লোক জননী সীতার পাদপদ্মে উপনীত হইয়া বলিলেন—হে মাতঃ ! আপনি আদেশ করুন—আমি এখনই এই খলমতি রাবণে যথোচিত শাস্তি প্রদান করতঃ আপনাকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাই !

আপন অনন্য সেবকের পরম নিষ্কপট উদার বাণী শ্রবণ করতঃ জগজ্জননী সীতা জীবধর্ম্ম তথা আর্য্য ধর্ম্মের পুনীত সংবাদটি ভক্ত চূড়ামণির নিকট উদ্গীত করতঃ বলিলেন –

পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হানাম্ প্লবঙ্গম ।
কার্য্যং কারুণ্যমার্য্যেন ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি ॥

অর্থাৎ—হে প্লবঙ্গম—মরুৎ নন্দন ।
জীবের স্বভাব মলিন অপরাধ ক্ষমণীয় তার ॥
হোক পাপী দুরাত্মা কিংবা প্রাণহন্তারক ।
তথাপি—তথাপি ক্ষমণীয় অপরাধ তার ॥
কে পাপ করে না বল—কেবা নয় ।
দুষ্ট অপরাধী

ইহা জানি করুণা আর্য্যের ধর্ম্ম—
ইহাই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান।
ইহাই বিজ্ঞের চরিত—ইহাই মাধুর্য্যের মান ॥

এক্ষণে মস্তরামের প্রতি মহারাজজীর যে অনন্য অভয়বাণী বর্ষিত হইল—তাহা বাস্তবিক শ্রীকিশোরীজীব অখণ্ড চরিত মাধুর্য্যে দিব্য সমুজ্জ্বল—ইহাই বাস্তবিক মহাভাগবতেব অখণ্ড চিন্ময়তার মুগ্ধ পরিচয়!

মস্তরাম প্রায় ছয় বৎসর কাল মহারাজজীর দিব্য অষ্টযাম সেবার পরম সৌভাগ্যে ভূষিত হইয়াছিলেন! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মহারাজজী সততই অনন্য আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন—তাঁহার আশ্রয়ে—তাঁহার চিন্ময় সন্নিধ্যে—ভাগ্যবান জীব তাহার মহামঙ্গলময় স্বরূপ মাধুর্য্য লাভে ধন্য হইতেন—মহারাজজীব দিব্য চরিত্র আস্বাদনে তাঁহার সেবক বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেন যে—অনন্য সেবাই হইল চিন্ময় জ্ঞানের অবিরল স্ফুরণ—সেবাই হইল ভক্তিব অনন্য মাধুর্য্য—সেবাই হইল শ্রীবৈষ্ণবের মহাপ্রাণ! মহারাজজী আপনাব আশ্রিত সেবককে সততই ভজন-ভাবনায় মুদিত রাখিতেন—দিব্য সংলাপে—সরস ভজন পাঠে তথা মুগ্ধ আচরণে—মহাবাজজী অখণ্ড ভাগবত ধর্ম্মেব বিমল বিস্তার করিতেন! মহারাজজীর চিন্ময় প্রসঙ্গে সেবক অচিরেই সিদ্ধ মহাত্মায় রূপায়িত হইতেন—ইহাই সন্ত শিরোমণির চিন্ময় চরিত্রেব অনন্য বিলাস!

একদা মহারাজজীর দিব্য বালক-ভক্ত মস্তবাম তাঁহার শ্রীগুরুদেবের একটি চিন্ময় সেবাকার্য্য দর্শন করতঃ অচিন্ত্য ভাগবত-বস পানে মুগ্ধ চিত্ত হইলেন এবং তাঁহার সাথে সাথে মহারাজজীর অলোকসামান্য শ্রীবৈষ্ণব চরিত্র অবলোকনে কৃতকৃত্য হইলেন। সংকট মোচনে মহারাজজীর আবির্ভাবের সাথে সাথে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভজনানন্দী সন্তবৃন্দের সমাগম হইতে লাগিল। এই অঞ্চলের সকল সন্তবৃন্দ

মন্দিরের সন্নিকটস্থ দীর্ঘ সরোবরটিতে নিত্য অবগাহন করিতেন! রাত্রি দেড়টায়—যখন সমগ্র কাশীপুরী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন—মহারাজজী তখন আপন ভজনাসন হইতে উত্থিত হইয়া শান্ত পদক্ষেপে সংকট মোচনের বাহিরে আসিতেন—এবং মধুময় সিয়ারাম নাম রটিতে রটিতে সমগ্র সরোবরের পথটি সুমার্জ্জন করিতেন এবং ইহাই ছিল সন্ত শিরোমণির দৈনন্দিন গোপ্য সাধু সেবা! কিন্তু দিব্য যোগাযোগে মহাবাজজীর এই সেবা-কার্যটি একদা তাহাব সুসেবক মস্তরামের নয়নগোচর হইল—গভীর রাত্রে—স্বপ্ত পুরীতে—মহারাজজী যখন নিজ কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া যখন মৃদু স্বরে সিয়ারাম নাম রটন করিতে কবিতে পথটি পরিস্কৃত করিতেছেন—তখন তাঁহাব ভক্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মহারাজজীকে উক্ত সেবায় নিযুক্ত দেখিযা পরম বিস্মিত হইলেন—মস্ত রাম ভাবিলেন বাস্তবিক যিনি সর্ব্ব প্রকারে রাজাধিরাজ মহারাজ—তিনি এই সামন্য সেবকেব কর্ম্ম করিতেছেন? মস্তরাম মহারাজজীর এই সেবা কার্য্য দর্শন করতঃ তাঁহাব পদতলে পতিত হইয়া কাতব কণ্ঠে উক্ত সেবাটি তাঁহাকে অর্পন করিতে বলিলেন।

অনন্য ভক্তের দিব্য ভাবটি যথাযথ অবগত হইয়া মহারাজজী পরম প্রসন্ন চিত্তে তাহাকে বলিলেন—সন্তগণ রাত্রি তিনটা হইতে—ঐ পথে সরোবরে গমনাগমন করেন—পথের কঙ্কর-কাঁটায় সন্তগণ যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না পান—এবং পথটি যাহাতে বেশ সুগম হয়—সেই কারণে, শ্রীকিশোরীজীব ইচ্ছায়, আমি এই সেবা কার্য্যটি বড আনন্দে করিয়া থাকি। এক্ষণে সন্তগণ বিশ্রাম করিতেছেন—তাঁহাদের বিশ্রাম সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই—আমি এই সেবা কার্য্যটি করিয়া থাকি!

মহারাজজীর দিব্য চরিত্র রসায়ণ পাঠ করতঃ মস্তরাম পুলকিত হইলেন—এবং তাঁহার নয়নে ভাসিয়া উঠিল পরম ভাগবতের দিব্য

গুণরাশি। মস্তরাম মনে মনে বেশ অনুভব করিলেন যে—মহারাজজী সদৃশ চিন্ময় সন্ত ব্যতিরেকে অন্যে কী প্রকারে সন্ত সেবার ন্যায় বিমল পারমার্থিক গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? মহারাজজীর দিব্য লীলা চরিত্র উপভোগ করিতে করিতে মস্তরাম দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন—এবং মহারাজজীর অনন্য করুণায় মস্তরাম তৎপর দিন হইতে উক্ত মঙ্গলময় সেবাকার্য্যের অধিকারী হইলেন।

পুনরায় মহারাজজীর প্রতি তাঁহার এই দিব্য বালক ভক্তের চিন্ময় প্রেমমাধুর্য্যটি একদা শ্রীগুরু পূর্ণিমা উৎসব কালে বেশ প্রকটিত হইল।

শ্রীগুরু-পূর্ণিমা—শ্রীগুরু পূজার বিশেষ পুনীত অবসর! মহারাজজীর দরকারে অনুরাগী ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হইয়া সকলেই নিজ নিজ মতি অনুসারে শ্রীগুরু-পূজায় আনন্দ বিহার করিতেছেন। কিন্তু এই দিব্য গুরু-পূর্ণিমায় মহারাজজীর সিদ্ধ সেবক মস্তরাম কোথায়? সকলেই অবাক বিস্ময়ে দেখিলেন যে—মস্তরাম তখন মহারাজজীর কুঞ্জ হইতে কিছু দূরে একটি বটবৃক্ষের পাদদেশে আপন ভাবে আপনি মগ্ন। সকলেই দেখিলেন যে তাঁহাদের গুরুভ্রাতা বটবৃক্ষের পাদদেশটি সুমার্জ্জিত করতঃ সেই স্থানে বিবিধ পুষ্প-পল্লবে একটি মনোরম সিংহাসন করিয়াছেন—এবং সেই সুসজ্জিত সিংহাসনে মহারাজজীর একটি চিত্রপট স্থাপন করতঃ ধূপ-দীপ- চূয়া-চন্দন ও বিবিধ পুষ্প ও ফলে নৈবেদ্য রচনা করতঃ আকুল কণ্ঠে মহারাজজীকে সিয়ারাম নামামৃতে পূজা করিতেছেন! এই দিব্য প্রেম নিবেদনে মস্তরাম বহির বিশ্ব সব ভুলিয়াছেন—ভক্ত আপন নিষ্কাম পূজায় আপনি মজিয়াছেন। সকলেই দেখিলেন যে মস্তরাম কত দিব্য সংলাপে—কত কাতর নিবেদনে মহারাজ-জীর মুগ্ধ আরতি করিতে করিতে গাহিতেছেন—

নমামি নমামি বাহোরী নমামি।
শ্রীসিয়া রঘুনাথ শরণ স্বামী ॥
ভগত প্রেম বশ নরতনধারী।
তুঁহু সদা শ্রীসাকেত বিহারী ॥
জ্ঞান ভকতিময় প্রেম রস সানী।
কতহু অধমনে উপদেশহি বাণী ॥

হৃদয় রাম পীযূষ হ্রদ মুখারবিন্দ সন্তোষ অভিরাম।
গাবহি বোলহি রটহি সদা জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম ॥

কৈসে কহু তব অমিত কথা বেদহি পাও নেহি পার।
চরণ কমল শরণ দেহি আউর কৃপা কটাক্ষ একবার ॥
অধম অজ্ঞ কুটিল কুজান মৈ সব গুণহীন।
সাঁচ বুরা বোধ নেহি কছু রঙ্ক নয়ন বিহীন ॥
আপ কৃপা করি সঁভাবি লেহু দীন দয়াল তব নাম।
জনম জনম রতি সুবজ তব রটন নাম সিয়ারাম ॥
বার বার কহি যাউ বলিহারী সদ্‌গুরু স্বামী।
অধম দাস দীন চরিত কহে নমামি প্রভু নমামি ॥

দূর হইতে মস্তরামের এই মধুর চরিত্র অবলোকন করতঃ তাঁহার সহধর্মী গুরু-ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ সকলেই পরানন্দ প্রাপ্ত হইলেন—মস্তরামের সরল ভাবভক্তিতে সুখে নিষ্ণাত হইয়া তাঁহারা সেবা ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যের যৎ কিঞ্চৎ আস্বাদন-পানে কৃতকৃত্য হইলেন।

মস্তরাম এইরূপে সন্ধ্যাকাল অবধি বটবৃক্ষের পাদদেশে উপবিষ্ট হইয়া দিব্য নাম সমাধিতে মগ্ন রহিলেন—সন্ধ্যা আগমনে—যখন অস্ত

ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—মস্তরাম তখন দিব্য পুষ্পমাল্য ও নৈবেদ্য সহ শ্রীগুরুর চরণপদ্মে উপনীত হইয়া—কাষ্ঠ-খণ্ডের ন্যায় তাঁদের পদতলে পতিত হইলেন! মহারাজজী সেবকবরের সমগ্র প্রেম দিব্য করুণাবলোকনে অঙ্গীকার করতঃ তাঁহার সর্ব্ব মনস্কাম পূর্ণ করিলেন।

শ্রীগুরু পাদপদ্মে মস্তরামের যে কী নিগূঢ় প্রেম ছিল—তাহা মহা-রাজজীর পরধাম যাত্রার কয়েক দিন পরে সহসা আপনি প্রকটিত হইল! মহারাজজী দিব্য লীলাতনু ত্যাগ করিবার কিছুদিন পরে—মস্তরাম একদা শ্রীগুরুর চিন্ময় করুণা প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে করিতে সহসা নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার করতঃ অনন্য সতী-সীমন্তিনীর ন্যায় ব্যাকুল কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে বলিলেন—এই দেহ থাকিতে—শ্রীমহারাজজী সাকেত ধামে যাত্রা করিলেন—ইহা অপেক্ষা সেবকের আর কী দুর্ভাগ্য হইতে পারে? মস্তরাম আপন মনে বলিতে লাগিলেন—যদি শ্রীগুরুই চলিয়া গেলেন—তবে কেন আমি এখানে পড়িয়া রহিলাম—শ্রীগুরু বিনা এ দেহের কী মূল্য? আমার মত এরূপ দুষ্ট সেবক জগতে আর কেহ নাই —শ্রীগুরুর চরণে আমি যদি সত্য প্রেমের অধিকারী হইতাম—তাহা হইলে—গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণী জল শূন্য হইলে পঙ্ক যেরূপ তাহার প্রাণপ্রিয় সলিলের বিরহে আপনি ফাটিয়া যায়—শ্রীগুরুর অন্তর্ধানে এই দেহও সেইরূপ প্রাণহীন হইত—এবং নিত্য লোক, রুচির বেষে, শ্রীগুরুর সেবা-পূজায় মগ্ন হইয়া চির দাসীত্ব লাভে কৃতকৃত্য হইত!

মহারাজজী—চিন্ময় মাধুর্য্য লীলায়—কী অযাচিত কারুণ্য-বিলাসে নিজ আশ্রিত জনে জনে আপনারে বিস্তার করিতেন—মস্তরামের দিব্য চরিত্র—সেই আনন্দ নিকুঞ্জের একটি সুরভিত কুসুম বিশেষ! মস্তরাম লোক-চরিত্রে অতি সাধারণ—সমাজ ও সংসারে—জনগণ মহারাজজীর এই দিব্য কৃপা পাত্রটির—মুগ্ধ আলেখ্যটি মনে মনে বেশ বুঝিলেও

—তাঁহার সহিত যথোচিত আদর ও প্রীতি—প্রায়ই কেহই প্রদর্শন করিতেন না—সকলেই মহারাজজীর এই কৃপাপাত্রটিকে কতকটা অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন ! মস্তরামও ইহাই চাহিতেন—মস্তরাম সকলের নানা প্রকার উপহাস পরমানন্দে ববণ করতঃ উচ্চ-নীচ সকলেরই দিব্য সেবায় অতিবাহিত করিতেন ! কোন উৎসব অনুষ্ঠানে—সকলেই যে যার আনন্দ লইয়া ব্যস্ত—উৎসবের যে সব অঙ্গে কায়িক পরিশ্রম থ'কিত—সে সকল স্থান হইতে তাঁহারা বেশ দূবে—আপন আপন প্রমোদে মগ্ন থাকিতেন ! মহাবাজজীর এই দিব্য সেবকটিকে—কিন্তু সেই সময় দেখা যাইত—যে হয়তো মস্তরাম বন্ধনেব বাসন-পত্র পরিস্কৃত করিতেছেন—অথবা রন্ধনের জন্য জল তুলিতেছেন অথবা অন্য কোন কায়িক পরিশ্রমের দ্বাবা অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দব করিতে যথাসাধ্য দিব্য সেবায় নিযুক্ত ! বাস্তবিক মস্তরামেব নিষ্কাম সেবা ব্যতিবেকে কোনরূপ অনুষ্ঠান—সুচারু রূপে সংঘটিত হইবার নহে ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মস্তরাম আপন ভোলা দশায় উচ্চস্বরে শ্রীরাম নাম গর্জ্জন করিতেন—এবং তাঁহাব এই প্রায় পাগলদশা লইয়া সকলেই একটু পরিহাস কবিতেন। মস্তরাম কিন্তু জন-সমাজের এই পরিহাসে কিছুই মনে করিতেন না—পরন্তু সকল লোককে আমোদিত করতঃ মস্তরাম মৃদু-স্বরে নাম বটন করিতে কবিতে সহসা মাঝে মাঝে খুব উচ্চৈস্বরে সিযাবাম নাম গর্জন করিতেন। মস্তবামের অনুরাগী শ্রোতৃবৃন্দও তাঁহার এই বিচিত্র স্বভাবের সুযোগ লইয়া মস্তরামকে প্রায়ই বলিতেন—মস্তবাম ইহাঁসে সঙ্কট মোচন—অর্থাৎ মস্তরাম যে স্থানে এক্ষণে অবস্থান কবিতেছেন সে স্থান হইতে এমত উচ্চৈস্বরে নামোচ্চারণ কর—যাহাতে সুদূরবর্ত্তী সংকটমোচন মন্দিরে তাহা বিশ্রুত হয় ! আপন-ভোলা শিশুর ন্যায় মস্তরামও অনুরাগীবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ সহসা খুব উচ্চৈস্বরে নাম গর্জ্জন করিতেন

ও বালকের ন্যায় শ্রোতৃবর্গের সাথে সাথে আপন মনে খুব হাসিয়া উঠিতেন! বলা-বাহুল্য সংকটমোচন মহারাজকে নাম শুনাইয়া মস্ত-রামের হৃদয়ে যে অচিন্ত্য আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইত—তাহারই কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশে—মস্তরাম শিশুর ন্যায় দর্শকবৃন্দের সাথে আপন কার্য্যে আপনি হাসিয়া উঠিতেন। দর্শকবৃন্দের সকলে তাঁহার হৃদয়ের এই গোপ্য প্রেমের কথা অবগত ছিলেন না—তাঁহারা সকলেই মস্তরামকে পাগল ভাবিতেন। বাস্তবিক মস্তরামের দৈহিক গঠন ও সামান্য বহিঃবাস দেখিলে তাহাকে পাগল বলিয়াই মনে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—মস্তরামের মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া একমাথা রুক্ষ চুল—অঙ্গে কোনরূপ তৈলের পরশ নাই—বড় বড় দুইটি নগ্নপদ—কোটি দেশে সামান্য জীর্ণ-বস্ত্র—হাতে একটি ছোট লাঠি—আর চোখে মুখে কীরূপ যেন একটি অস্বাভাবিক ভাব। মস্তরাম আপন আনন্দে আপনি মগ্ন—তাঁহার এই নিত্য পরমহংসের যথাযথ ভাবটি সাধারণ চক্ষে সহজে উপলব্ধ হইবার নহে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে মহারাজজী তাঁহার এই প্রিয় পাত্রটিকে মাঝে মাঝে ভূত বলিয়া আহ্বান করিতেন! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মস্তরামের সমগ্র অবয়ব ও বহিঃবাসে কোনরূপ আদর ও যত্নের চিহ্ন ছিল না—কতকটা পাগল বা ভূতেরই মত তাহার চেহারা! মহারাজজী মস্তরামকে ভূত বলিয়া আহ্বান করিলে—মস্তরাম বড় আনন্দিত হইতেন—মহারাজজীর এই দিব্য করুণা প্রসাদ তথা বাৎসল্যধারা মস্তরাম গভীর প্রেমে আলিঙ্গন করিতেন! মহারাজজীর মধুর আহ্বানে মস্তরাম বুঝিতেন যে—শ্রীসদ্‌গুরু-রূপী কাশীপুরীর দিব্য ভূতনাথের—মস্তরাম হইলেন একটি অনুগত ভূত। মস্তরাম—মহারাজজীর চিন্ময় নিত্য সম্বন্ধের সাথে এইরূপে যুক্ত হইয়া মহারাজজীর নিত্য কৈঙ্কর্য্যে সুখাসীন হইতেন এবং মহারাজজীর

দিব্য করুণায় তিনি নিজেকে অশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেন! বাস্তবিক মস্তরাম—মহারাজজীর নিত্য অনুচর—সর্ব্বজীবের অধীশ্বর-রূপী দিব্য স্বামীর—মস্তরাম হইলেন চিন্ময় কিঙ্কর!

মস্তরামকে লোকে পাগল ভাবিলেও—মস্তরাম কিন্তু অধ্যাত্মিক জগতের একটি মধুর আলেখ্য বিশেষ। সেবাহীন অবিন্যস্ত অবয়বে মস্তরাম শ্রীমদ্ভাগবৎ কথিত কতটা জড-ভবতের ন্যায় প্রতীত হইতেন! বস্তুতঃ তাঁহার দিব্য জ্ঞানেব চিন্ময় প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে—তাঁহাকে সত্য সত্যই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় মনে হইবে। শ্রীমহারাজজীর দিব্য চরিত্র প্রসঙ্গে মস্তরামেব একটি বিশেষ চবিত্র নিম্নে যথামতি উদ্গীত হইতেছে।

একদা কাশীনিবাসী এক প্রাচীণ সন্ত মহাবাজজীব সমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীত প্রার্থনায় মহারাজজীকে বলিলেন—পরমহংসজী কী প্রকারে আপনাব ন্যায় দিব্য প্রশান্তিতে মগ্ন হইযা শ্রীনাম বটন করিতে পারি—ইহা আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমায় উপদেশ করুন। উক্ত সন্তের বিমল নিবেদনে—মহারাজজী কিন্তু পূর্ব্ববৎ আপন দিব্য ভাবে মগ্ন রহিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যে উক্ত সন্তেব কোন কোন কথাই যেন তিনি শুনিতে পান নাই!

মহারাজজীকে মৌন দেখিয়া সন্তটি পুনরায় ঐ একই অনুরোধ তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। ভক্ত-অনুরাগীর বিমল প্রার্থনায় মহারাজজী অতঃপব বলিলেন—আপনি যাহা বলিতেছেন—তাহা আপনার মুখেব কথা কী অন্তবেব একান্ত কামনা? ইহা আপনি মনে মনে ঠিক করিয়া ভাবিযা দেখুন!

মহারাজজীর দিব্য প্রশ্নে উক্ত সন্তটি আপন মনের সত্য ভাবটি গোপন করতঃ বলিলেন—ইহা আমার সত্যই অন্তরের বাসনা!

মহারাজজী অতঃপর ভক্তটিকে বলিলেন—ইহা যদি আপনার

অন্তরের একান্ত বসানা হয়—তাহা হইলে—এই বাসনা যে আপনার নিশ্চয়ই পূরণ হইবে–তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! এই বলিয়া মহারাজজী তাঁহাকে উপদেশ করতঃ বলিলেন—আপনি মনের সংযম—দেহের সংযম ও বাক্যের সংযম করতঃ অর্থাৎ যত্র তত্র নিজ ইচ্ছানুযায়ী গমনাগমন ত্যাগ করতঃ এক আসনে স্থির চিত্তে উপবিষ্ট হইয়া—মধুময় সিয়ারাম নাম ভজন করুন—ইহাই পরম-শান্তি লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা!

মহারাজজীর দিব্য উপদেশে অনুপ্রাণিত হইযা উক্ত সন্তটি যথা-যথ সঙ্কল্প গ্রহণ করতঃ নাম বটনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে কাশীনিবাসী সন্তগণ সকলেই—তাঁহার এই নবীন তপস্যার কথা অবগত হইলেন! সর্ব্বান্তর্যামী মহারাজজী উক্ত সন্তটিকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে সন্তের বৈরাগ্য তখনও সিদ্ধ হয নাই—বিমল বৈবাগ্য বিনা কীরূপে মনকে নিগ্রহ করা যাইবে? এতৎ কাবণে মহারাজজী সন্তের প্রথম অনুরোধে কিছুই বলেন নাই—এবং পরে যাহা বলিলেন তাহাতে ইহাই বেশ স্পষ্ট হইল যে উক্ত সন্তটির সমগ্র প্রার্থনাটি কেবলমাত্র বাচনিক ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে।

মহারাজজীর এই দিব্য দৃষ্টির বিমল বিবেচন অচিরেই লোকসমাজে সুপ্রকাশিত হইল! কিছুদিন পরে উক্ত সন্তটিকে একটি জনসমাজে লক্ষ্য করতঃ একটি যুবক মস্তরামকে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—দেখুন মস্তরামজী! কয়েকদিন পূর্ব্বে উক্ত সন্তটিকে আমাদের স্থানে কীর্ত্তন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলে—সন্তটি আমায় বলিলেন যে আমি অন্যত্র কোথায় গমনাগমন করি না - এই একাসনে উপবিষ্ট হইয়া—সমগ্র জনসমাজ হইতে দূরে থাকিয়া—কেবলমাত্র সিয়ারাম নামমৃত পান করিয়া থাকি! কিন্তু এক্ষণে তিনি এই জনসমাজে পুনরায় বহির্গত হইয়াছেন—তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প কতটুকু সত্য হইল?

উক্ত সন্তের সম্বন্ধে অনুযোগকারীর সকল কথা শুনিয়া মস্তরাম চিন্ময় জ্ঞানীর ন্যায় দিব্য সারল্যে বলিলেন—ভাই! মায়া বাডী প্রবল! মায়াকে হাথ সে বাঁচ্‌না মুস্কিল হৈ—শ্রীকিশোরীজীকে ইচ্ছাসে জ্ঞানীভি অজ্ঞানী হো জাতা হৈ—কিসিকো নিন্দা মৎ করিয়ে—ইহ দেখ কর আপনে সাবধান হোও। সন্তরামের দিব্য বচন শুনিয়া অনুযোগকারীর হৃদয় বিমল প্রেমে শান্ত হইল—সহসা তাঁহার যেন জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইল! তিনি বুঝিলেন—শ্রীকিশোরীজীর অনন্ত মায়াশক্তি সত্যই দূরত্যয়া—ইহাব হস্ত হইতে ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ সুরগণেরও রক্ষা নাই—অন্যে পর কা কথা।

বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য প্রাসাদে মস্তবামেব হৃদয় চিন্ময় জ্ঞানে সততই উদ্ভাসিত ছিল! মস্তরাম উন্মাদবৎ অবস্থায় শ্রীনাম রটন করিতে করিতে কাশীপুবী পর্য্যটন করিতেন এবং মাঝে মাঝে কী ভাবে যেন বিভোর হইয়া আপনি বলিয়া উঠিতেন—

লাখ চৌরশী যোনীন মাহি।
খেলত এক দুসর নাহী॥

অর্থাৎ—লক্ষ চুরাশী যোনীর মাঝারে
দিব্য খেলায় মত্ত কে?
সে তো কেবল শ্রীগুরুদেব অন্য
কেহ নহে তো সে॥
জনে জনে কবি বিমল বিহাব
নিত্য লীলায় কতই কব।
চিন্ময় প্রভু সদা একরস
জন জন প্রতি মূরতি নব॥

এইরূপে দিব্য প্রেম-চরিত্রে মস্তরাম সংকট-মোচন মন্দিরে মহারাজ-জীর সেবায় প্রায় ছয় বৎসরকাল সুখে ব্যতীত করিলেন—মহারাজজীর বিচিত্র রসাভাসে মগ্ন হইয়া অচিন্ত্য ভগবৎ কারুণ্যরস পান করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন।

পাঁচ

মহারাজজীর দিব্য বিলাস বৈচিত্র্যের অনন্য ধারায় মস্তরামের পরবর্ত্তী যে প্রিয়দর্শন নবাগত ভক্তটি অন্তরের সহস্র শিখায় সহসা প্রদীপ্ত হইলেন—তাহার নাম হইল শ্রীঅবনীজা শরণ! বলা বাহুল্য মহারাজজীর অশেষ মাধুর্য্যে অবনীজা শরণ মহাভাগ্যবানগণের অন্যতম। শ্রীগুরু-দেবের চিন্ময় চারু কৈঙ্কর্য্যে—অবনীজা শরণ অবিরল ভাগবৎ রস পানে অনন্ত জীবনব্যাপী নিত্য চকোর হইয়া রহিলেন!

প্রসঙ্গতঃ বলিতে হয় যে এই দীনতম ভক্তটির সমগ্র লীলা বৈভব—মহারাজজীর অচিন্ত্য ভজন-ভাবনার সুমধুর সুরভিতে সদা প্রসন্নময়—সদা আপ্তকাম। বিমল সংস্কার যোগে মহারাজজীর এই সুসেবকটির বাল্য ও কৈশোর জীবন তাহার নিজ জন্মভূমি গয়া-ধামে অনন্য শঙ্কর পূজায় ব্যতীত হইয়াছে।

তাঁহার গৃহের সন্নিকটস্থ একটি নির্জ্জন শিব মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যান ও উপাসনায়—অবনীজা শরণের অধিক সময় ব্যতীত হইত! দেখিতে দেখিতে বালকের নির্ম্মল প্রেমে মন্দিরের সিদ্ধ দেবতা আশুতোষ অচিরেই প্রসন্ন হইলেন - এবং একদা নিজ ভক্তের স্বপ্নে আবি-র্ভূত হইয়া বালককে বলিলেন—বৎস! তোমার নিষ্কলুষ প্রেম-পূজায় আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি—হে বালক! তোমার অনন্য মঙ্গল কামনায়

তোমায় আমি বলিতেছি—তুমি এক্ষণে কাশীপুরীতে সংকট মোচন মন্দিরে গমন কর ! তথায় অনন্য শ্রীরাম রসিক সিদ্ধ মহাত্মার মুগ্ধ সেবায় তোমার চিন্ময় সংস্কার লাভ হইবে—তুমি শ্রীরাম ভক্তির বিমল সুধায় নিত্য নিমজ্জিত হইবে—সন্দেহ নাই !

স্বপ্নে ধ্যানের দেবতা বালকের প্রতি এই চিন্ময় ইঙ্গিত করিতে করিতে সহসা কোথায় অন্তর্ধান হইলেন !

এই দিব্য স্বপ্ন দর্শন করতঃ বালক আনন্দে যেন সহসা কোথায় হারাইয়া গেলেন—শ্রীশংকর প্রসাদে তাঁহার চিত্ত-মন সমগ্র ভার মুক্ত হইয়াছে—শঙ্কর-সেবার অনন্য করুণায় সহসা তাঁহার প্রাণে শ্রীরাম প্রীতির উদ্রেক হইয়াছে ! আপন মনের এই বিমল দিগ্‌দর্শন করতঃ বালকের সর্ব্বাঙ্গ প্রেমে প্রেমে উদ্বেল হইল এবং শঙ্কর উপাসনার বিমল প্রসাদ স্বরূপ যে শ্রীরামভক্তির দিব্য দর্শন তথা আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে—মহামতি তুলসীর এই দিব্য বাণীটি সহসা তাহার প্রাণে আপনি উদ্গীত হইল—

শিব সেবা কর ফল সুত সোই।
অবিরল ভকতি রামপদ হোই ॥

অর্থাৎ—অনন্ত মংগলময় শিব পূজার শুন শুন ফল।
শ্রীরাম ভকতি-রসে হিয়া হয় ঝলমল ॥

দিব্য বালকের—এই বিমল আশ্চর্য্য বাণী মনে হইবামাত্র—হৃদয় শ্রীরাম প্রেমে থান থান হইল ! বালক উমাপতি শঙ্করের দিব্য আশীর্ব্বাদ অবলম্বন করতঃ অচিরেই কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং কাশীতে গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ দর্শন ও পূজা করতঃ একদা কাহার অনন্য প্রেরণায় সংকট মোচন মন্দিরে শ্রীমহারাজজীর চরণ প্রান্তে ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় উপনীত হইলেন !

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীর দিব্য দর্শন মাত্রে বালকের সর্ব্বাঙ্গ যেন কীরূপ অব্যক্ত প্রেমে শিথিল হইল—বালকের নয়ন সম্মুখে সহসা এক জ্যোতির্ম্ময় ধারা প্রকাশিত হইল—কোটি চন্দ্রমা হইতে তাহা অধিক সুশীতল—মহামণীন্দ্র হইতেও তাহা অধিক ভাস্বর! বালক অন্তর ও বাহিরে এক মহাশান্তির দিব্য প্রস্রবনে কোথায় যে ভাসিয়া গেলেন—তাহা কিছুই টের'ও পাইলেন না।

মহারাজজীও এই নবাগত ভক্তটির শুভগ কান্তিময় রূপ দর্শনে মনে মনে সবিশেষে প্রীত হইলেন এবং তাঁহার চরিতার্থ দৈন্য নিবেদন অঙ্গীকার করতঃ অচিরেই তাঁহাকে দিব্য সংস্কারে ভূষিত করিলেন!

যথার্থ বলিতে কী বিচিত্র ঘটনা পরম্পরায় অবনীজা শরণ মহারাজজীর নিত্য লীলা পরিকব হইযা ধরণীতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাব দিব্য ভাব-বিলাসময় স্নিগ্ধ তনুখানির অন্তরালে মুগ্ধা কিশোরীর নিত্য কৈঙ্কর্য্যেব যে মুগ্ধ চরিত্রটি সততই আপনি ঝরঝব হইতেছে—মহারাজজী সেই রুচিব বালাকে 'অমরলতা' আত্মনামে জাগ্রত করিলেন!

বস্তুতঃ নিত্য সেবকেব সর্ব্ব শুভগ গুণগণে অবনীজা শরণ সততই উদ্ভাসিত! মহারাজজীর এই নবগত লীলা পরিকরটি দেখিতে সুন্দর—স্বভাবে সুন্দর—সেবায় সাবলীল—চবিত্রে মধুর ও দৃঢ়ব্রত!

মহারাজজীর চিন্ময় মাধুর্য্যে ও দিব্য করুণা ধারায় অবনীজা শরণ অতি অল্প সময়েই অন্তরের অন্তরে মধুব রসাপ্লিত দিব্য কিঙ্করীতে রূপায়িত হইলেন। মহারাজজীর বিমল লাবণ্য রাশিতে তাঁহার অন্তর ও বাহিরে অচিরেই নিষ্ণাত হইল! বস্তুতঃ মহারাজজীর এই মুগ্ধ সেবকটির দর্শন মাত্রে মনে হইবে যে তাঁহার সদা প্রসন্নময় মুখমণ্ডলে মহারাজজীর চিন্ময় সুষমারাশি যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে—তাঁহার নয়ন যুগলে তথা দীপ্ত ললাটে শ্রীবৈষ্ণব প্রাণারামের নিত্যানন্দ যেন সদাই ক্রীড়ারত - সদাই যেন আপন করুণাধারায় আপনি সরসিত—তাঁহাব মস্তকদেশে সুবিন্যস্ত

অলকাবলীর কী দিব্য আকর্ষণ—তাঁহার মধুর ঈক্ষণে মুগ্ধ লালিত্যের কী দিব্য ছড়াছড়ি ·বস্তুতঃ তাঁহার সমগ্র অবয়বটি চিন্ময় সারল্যে যেন সততই মধুর! তাঁহার পেলব অধরদ্বয়—তাঁহার চিত্তের একরস ধারার সহিত ওতপ্রোত হইয়া যেন সদাই মধুময় সিয়ারাম নামমৃত পানে বিভোর!

বাস্তবিক অবনীজা শরণের মুগ্ধ লীলা চরিত্রে—মহারাজজীর বিমল মাধুর্য্যরাশি আপনি আসিয়া যেন সহসা আপনারে ধরা দিল—অবনীজা শরণ মহারাজজীর অখণ্ড শান্ত দীপশিখা সম অশেষ অনু-রাগীবৃন্দের হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত করিলেন! এই চিন্ময় ভক্তটির উপর মহারাজজীর দিব্য কৃপামাধুর্য্যের বিন্দুমাত্রও অন্ত নাই। মহা-রাজজীর বিমল বিলাস-বৈচিত্র্যের মুগ্ধ প্রকাশে অবনীজা শরণ সমগ্র ভক্তবৃন্দের চির আশ্রিত হইয়া রহিলেন।

বস্তুতঃ মহারাজজীর সাথে এই দিব্য সেবকবরের চিন্ময় প্রেম-লীলাটি অনন্য ভক্তির সুধা-সিন্ধুতে নিত্য নিমজ্জিত। শ্রীগুরু ও শিষ্যের এই বিমল কৌতুক ক্রীড়া—অশেষ রসাভাসে দিব্য প্রমুদিত—অনন্য ভজন ভাবনার বিমল ঔদার্য্যে চির গৌরবান্বিত। মহা-রাজজীর মুগ্ধ সেবাই হইল-এই অনন্য ভক্তের প্রাণের প্রাণ—তাঁহার সুখের সুখ। বিমল ভেদ-ভক্তির চিন্ময় রহস্য উদ্ঘাটনে তথা তাহার দিব্য মাধুর্য্য বিস্তারে—মহারাজজীর মধুর সংলাপ—তাঁহার সেবা কার্য্য—তাঁহার দিব্য আচরণ—তাঁহার অশন-বসন রূপ সমগ্র ক্রীড়াগুলিই নিত্য ওতপ্রোত—এতৎ কারণে তাঁহার নিত্য পরিকরের সহিত চিন্ময় লীলাটি পারমার্থিক জ্ঞান ও চিন্ময় বিচারে সতত সমুজ্জ্বল এবং এই দিব্য অনুসন্ধিৎসায় অবনীজা শরণের কৈঙ্কর্য্যটি অশেষ আনন্দের চিন্ময় উৎস হইয়া রহিল! বস্তুতঃ ভক্তি চিন্তামণির মুগ্ধ পরিক্রমায় অবনীজা শরণের সমগ্র চিত্ত-মন শ্রীগুরুর নিত্য রাসে সদা প্রোজ্জ্বল!

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে অবনীজা শরণ সাধারণ পর্য্যায়ে বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা বিশেষ জ্ঞানার্জ্জন না করিলেও—মহারাজজীর চিন্ময় করুণা-কিরণে তাঁহার অখণ্ড ভাগবত রসশাস্ত্রের সম্যক দর্শন লাভ হইয়াছিল—চিত্ত-কায়-মনে মহারাজজীর নিত্য সেবায় সমর্পিত হইয়া—তাঁহার ভেদ-ভক্তির অশেষ রহস্য বিজ্ঞাত হইয়াছিল! বস্তুতঃ অবনীজা শরণ মধুর উপাসনাব সমগ্র সিদ্ধান্তগুলিব চিন্ময় রস পানে সদাই উদ্ভাসিত —সদাই নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট। তাঁহার মধুর কণ্ঠে ভগবৎ ভজনের দিব্য রূপরেখাগুলি শ্রবণ করিলে হৃদয় আনন্দে নাচিতে থাকে—অঙ্গে অঙ্গে বিমল তৃপ্তিব প্রসন্নময় ধাবাগুলি আপন সুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। যথার্থ বলিতে কী অবনীজা শরণের সরল হাসিতে ভরা অনুপম ভাষণের চিন্ময় বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁহার চিন্ময় বিশ্বাস ভাগ্যবান শ্রোতর হৃদয়টিকে অচিরেই আত্মসাৎ করিয়া থাকে! অচিন্ত্য ভাবধারায় তাঁহার সমগ্র আচরণটি এমত স্বচ্ছ—এমত সরল—এমত উদার যে তাহার কোথাও এতটুকু অভাবের চিহ্ন নাই—কোথাও এতটুকু দৈন্যেব লক্ষণ নাই—সত্যের এতটুকু অপলাপ নাই—মর্য্যাদার এতটুকু ব্যতিক্রম নাই! তাঁহার বিমল হস্তাক্ষরেও তাঁহার এই চিন্ময় চরিতটি আপনি ফুটিয়া উঠিত—তাঁহার হাতের বড় বড় সুস্পষ্ট লেখাগুলি সততই যেন দিব্য আনন্দ-রসে ঝলমল কবিত।

বাস্তবিক অবনীজা শরণেব সেবার মাধুর্য্য আছে অর্থাৎ মাধুর্য্যই যে সেবার প্রাণ ইহা তাঁহার দিব্য কৈঙ্কর্য্যে সততই প্রতিভাত হইত! বলিতে কী অবনীজা শরণের ভজনানন্দ চরিতগুলি—মহারাজজীরই অনন্ত প্রকাশ-মাধুর্য্যের দিব্য কিরণ ব্যতিবেকে অন্য কিছুই নহে—মহারাজজীই অনন্ত বিলাস বৈভবে—প্রিয় পরিকরের সত্য স্নেহ ও বিমল উৎকণ্ঠায় বিকচিত হইয়া জনে জনে আপন অখণ্ড মাধুর্য্যের বিস্তার করিয়াছেন—সমগ্র

ভক্তবৃন্দ হইল তাঁহার নিত্য কিঙ্করী—এবং তিনিই হইলেন এই সকল নিত্য রসাশ্রিত মুগ্ধ ললনাবৃন্দের একমাত্র প্রাণপতি !

মহারাজজীর সেবায় সকল রসেরই দিব্য প্রস্রবণ হইত ! ইহাই বাস্তবিক মধুর রসের বিমল বৈচিত্র্য ! পুত্র বৎসল জননীর ন্যায় অবনীজা শরণ—মহারাজজীর অন্তরের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সমুদয় ইচ্ছাগুলি যথাযথ ভাবে পালন করিতেন। মহারাজজীও দিব্য লীলায়—অবনীজা শরণের ক্রোড়ের শিশুর ন্যায -তাহা অবলীলাক্রমে সাদরে গ্রহণ করিতেন ! বাস্তবিক মহাভাগবতের এই অলোকসামান্য বাললীলার চিন্ময় মাধুর্য্য—সর্ব্ব ভাষ্য পর !

মহারাজজী সততই দিব্য বিদেহ দশায় ব্রহ্মানন্দে লয়লীন থাকিতেন——ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই অনুভব কবিতেন না। তাঁহার লীলা পরিকর অবনীজা শরণ যখন দিব্য জননীর ন্যায় মহাবাজজীব জন্য প্রসাদ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন এবং মহারাজজীকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন—মহারাজজী সেই প্রসাদ তাঁহার শ্রীগুরু মহারাজকে অর্পণ কবতঃ মাত্র এক গবস খাইতে না খাইতেই বলিয়া উঠিতেন--বহুত প্যায়া—পেট ভর গিয়া—অব আপ লোগ পাইয়ে ! অর্থাৎ অনেক খাইয়াছি—পেট বড় ভরিয়া গিয়াছে—এক্ষণে তোমরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ কর।

মহারাজজী বহুক্ষণ অভুক্ত ছিলেন—এক্ষণে এক গরস খাইতে না খাইতেই—বহুত প্যায়া—পেট ভর গিযা বলিলে—অনন্য কান্তার ন্যায় মধুর হাসিতে ভরা মুখে- অবনীজা শরণ মহারাজজীকে বলিতেন—এই তো মাত্র আপনি এক গরস গ্রহণ কবিলেন—ইহাতে আপনার কী করিয়া পেট ভরিল—বহুক্ষণ হইল—আপনি তো কিছুই আহার করেন নাই !

অনন্য সেবকের গভীর আবেগভরা প্রার্থনাটি মহারাজজী মনে মনে বেশ বুঝিতেন—।কিন্তু সিয়ারাম নামামৃত পানে তিনি সদাই আকণ্ঠপূর্ণ—

শ্রীযুগল লীলামাধুরীতে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ সদাই চল চল—অন্তরের মাধুর্য্যে তিনি সদাই পূর্ণ—প্রসাদ কণিকাই মাত্র গ্রহণ করতঃ তিনি পরম তুষ্ট—অধিক প্রসাদ আর কী গ্রহণ করিবেন ?

এক্ষণে আপন ভক্তকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য মহারাজজী সামান্য বালকের ন্যায় স্নিগ্ধ সেবককে বলিতেন—ক্যা জানে কৈসা মেরা পেট সদা ভর রহতা ! অর্থাৎ কী জানি—কেমন করিয়া আমার পেট সদাই ভরা বলিয়া মনে হয় ।

বাস্তবিক অনন্য ভাগবতের কী সরল—কী সাবলীল—কী মধুর—বালকের ন্যায় বিমল ভাষণ । মহারাজজীর এই দিব্য উক্তিব পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধ ভজনানন্দীর নিত্য রসাশ্রিত বিমল রূপটি অনুরাগী চিত্তে সততই জাগ্রত হয় ! মহামতি তুলসীব দিব্য কথনে মহাসাধকের সেই আত্মারাম দশাটি ব্যক্ত করিলে বলিতে হয়—

মন তে সকল বাসনা ভাগী ।
কেবল রাম চরণ লয় লাগী ॥

অর্থাৎ—কামনা বাসনা যত
ত্যজিল এ মানস সদন ।
তাই মম মন
নির্ম্মল প্রশান্তি লয়ে রামপদে হোল নিমজ্জন ॥

এক্ষণে মহারাজজীর এই বিহ্বল কথনে অবনীজা শরণ অন্তরেব অন্তরে ব্যথিত হইতেন—তাঁহার মনে হইত—মহারাজজীর বিন্দুমাত্রও ভোজন হইল না—তাঁহার সকল সেবাই বোধহয় ব্যর্থ হইল ! এতৎ কারণে অবনীজা শরণ একান্ত স্বামী সুখৈকমতি কান্তার ন্যায় মহারাজজীকে পুনরায় আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলিতেন—না—আপনার পেট ভরে নাই

—আপনি আর একটু খান এবং এই বলিয়া অবনীজা শরণ পুত্র বৎসল জননীর ন্তায় নিজেই মহারাজজীকে সপ্রেমে ভোজন করাইতেন!

বাস্তবিক অবনীজা শরণের এই মধুর সেবা-কার্য্য অবলোকন করতঃ অনুরাগীর হৃদয় সততই আনন্দে পরিপূর্ণ হইত—মহারাজজীকে দেখিয়া তখন মনে হইত- মহারাজজী যেন অবনীজা শরণের ক্রোড়ের বালক! এতই মধুর মহারাজজীর—সেবকের সাথে দিব্য প্রেমলীলা!

কিন্তু আশ্চর্য্য! মহারাজজীর এই বিচিত্র প্রেমলীলা কিছুই অবিগত হইবার নহে—বস্তুতঃ তাহা না হইলে এই ভোজন কার্য্য শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পরেই সময় সময় দেখা যাইত যে মহারাজজী কাহাকে যেন লক্ষ্য করতঃ আপন মনে বলিতেছেন—জানকীজী। বড়ী ভুখ লাগী হ্যায়! জানকীজী বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।

অবনীজা শরণ মহারাজজীর এই স্বতোৎসারিত বিমল বাক্য শ্রবণ করতঃ বলিতেন—আপনি তো এই মাত্র প্রসাদ পাইলেন—তখন এক গরস মাত্র ভোজন করতঃ আপনি বলিলেন—মেরা পেট ভর গিয়া এবং এই বলিয়া আর কিছুই তো গ্রহণ করিলেন না। আমি তো তাই আপনাকে বলিলাম—আপনার পেট কী করিয়া ভরিল—আপনি তো কিছুই খান নাই।

সিদ্ধ সেবকের এই বাণী শুনিয়া মহারাজজী সরল বালকের ন্যায় বলিতেন—মেয়া কুছ ইয়াদ নেহি রহতা—ক্যা জানে জানকীজী মেরা সাথ কিয়া করতা। অর্থাৎ আমাব কোন কথাই স্মরণ থাকে না—কী জানি জানকীজী আমার সহিত কী লীলা করেন!

মহারাজজীর উপরি উক্ত বাক্য হইতে সহজে উপলব্ধ হইবে যে মহারাজজীর সাথে শ্রীকিশোরীজীর নিত্য গোপ্য লীলা চলিতেছে—অর্থাৎ মহারাজজী শ্রীকিশোরীজীর নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া সততই বাহ্য জ্ঞান-শূন্য দশায় কোন্ এক অজানা লোকে দিব্য বিহার রত!

বিমল বিজ্ঞানীর নয়নে—ইহাই অনন্ত ভক্তের নিত্য-ব্রহ্মানন্দ মগ্ন অবস্থা—ইহাই ভক্ত-ভগবানের অখিল ভেদাভেদ শূন্য চিন্ময় আপ্তকাম দশা।

বাস্তবিক মহারাজজীর বিমল বাণীর বিশেষ বৈচিত্র্য আছে বলিতে হইবে! কারণ যদ্যপি তিনি বলিলেন—মেরা কুছ ইয়াদ নেহি রহতা—আমার কিছুই মনে থাকে না—ইহা কেবলমাত্র জাগতিক বিষয় প্রসঙ্গে সত্য! তাঁহার দিব্য স্মৃতির—তাঁহার অকুণ্ঠ মেধার—তাঁহার অবিরল বিহ্বলতার সংবাদ—অনুরাগী জনগণের চির বিদিত! মহারাজজীর কণ্ঠে ভজন পদাবলীর অবিরল কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে—তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতির কথা বার বার মনে হইবে—এবং শুধু তাহাই নহে—মহারাজজী তাঁহার শ্রীগুরুদেব—পরমহংস শিরোমণি শ্রীসিয়ালাল শরণজী বিরচিত বত্রিশ খানি গ্রন্থ নিজ করকমলে অনুলিখিত করিয়াছেন—এবং এই সকল গ্রন্থের দিব্য বস্তুগুলি তাঁহার কণ্ঠে যেন চির আশ্রয় করিয়াছিল! মহারাজজী ভক্ত সমাজে প্রায়ই তাঁহার শ্রীমহারাজের বিভিন্ন গ্রন্থের চিন্ময় পদগুলি উদ্গীত করতঃ অনন্য ভজন ভাবনার মধুর দিকগুলি বিস্তার করিতেন—এবং গ্রন্থের কোন্ কোন্ শব্দটি ভুল ভাবে ছাপা হইয়াছে—তাহাও তিনি প্রয়োজন বোধে যথাস্থানে বলিতেন! বলিতে কী অখণ্ড ভাগবৎ শাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠে সততই বিরাজ করিত—কিন্তু তথাপি তিনি বলিতেন যে—মেরা কুছ ইয়াদ নেহি রহতা! ইহা হইতে মধুর—ইহা অপেক্ষা দিব্য সারল্য—আর কী হইতে পারে!

বাস্তবিক দিব্য লীলাতনুধারী মহাভাগবতের বালকের ন্যায় এই চিন্ময় উদ্গার শ্রবণ করিলে—মন সততই অনুরূপ লীলাপ্রাঙ্গনে বিমল পুলকানন্দে ভাসিতে থাক! আনন্দমুখর হৃদয়ে তখন অবশে জাগ্রত হয়—রসিক-চূড়ামণি শ্রীরাঘবেন্দ্র সরকারের একটি চিন্ময় প্রেমলীলার মুগ্ধ ভাষণ!

দিব্য লীলাচ্ছলে আনন্দকন্দ ভগবান বন গমনকালে আপন স্বরূপ গোপন করতঃ প্রসঙ্গক্রমে বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহাকবি

বাল্মীকি! আমি এক্ষণে কোন পথে অগ্রসর হইব? বাল্মীকি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক শ্রীরামের এই অপূর্ব্ব চাতুর্য্যপূর্ণ দিব্য সংলাপ শ্রবণ করতঃ মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং মধুর ঈক্ষণে আপ্তকাম প্রভুকে যাহা বলিলেন—তাহাতে পরমেশ্বরের সর্ব্ব লীলা ভক্ত সমক্ষে আত্ম সমর্পন করিল! ভক্ত—ভগবানের চিন্ময় মাধুরীর দিব্য প্রশংসা করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে আপন ঈষ্টকে বলিলেন—

জস কাছিঅ তস চাহিঅ নাচা।

অর্থাৎ—যেমন সাজে এসেছো তুমি
তেমন তোমার নাচের বাহার।
নিখিল মায়ায় ভুলিয়ে জগৎ
রূপ নিলে যে কোশল কুমার॥
কেউ বোঝে না—কেউ জানে না
তোমার স্বরূপ মধুর কেমন।
নিত্য লীলার রসিক নাগর
পরব্রহ্ম জানকী রমণ॥
তোমার মুখে সবই সাজে
যেমন ইচ্ছা তেমন বলো।
বিষম সম হারিয়ে মোরা
তোমার খেলায় জনম গেলো॥
বেশ বলেছো—বেশ করেছো
সবই তোমার মিষ্টি মধুর।
তোমার মায়ায় মজবো মোরা
যেমন তুমি চাহ ঠাকুর॥

ইহাই তোমার মধুর লীলা
সবার হ'তে সত্য অতি।
এই লীলাতেই ভাসিয়ে ভেলা
গাই যেন গো প্রাণের গীতি ॥

যথার্থ বলিতে কী—সিদ্ধ সেবকের সাথে মহারাজজীর চিন্ময় ভোজন লীলায় অবিরল মাধুর্য্যের ক্ষরণ হইত—একদিকে সুসেবক—মহারাজজীকে নিজ মনোমত ভাবে সেবা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত—অপরদিকে মহারাজজী চিন্ময় বৈভবে যশোমতির ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে মধুময় বাললীলায় রূপায়িত করিতেন! দিব্য লীলায় মহারাজজী যেন সর্ব্বতোভাবেই এক নিত্য শিশুতে পরিণত হইতেন এবং বিমল শিশুর ন্যায়—বাৎসল্যপূর্ণ সুসেবকের সমগ্র অনুশাসনগুলি অবলীলা ক্রমে গ্রহণ করিতেন। ইহাই, বাস্তবিক, বিমল মাধুর্য্যের অনন্য প্রকাশ! ইহাই অখণ্ড প্রেমের চিন্ময় দীপশিখা।

প্রসঙ্গতঃ বলিবার আছে যে মহারাজজীর ভোজনের বিচিত্রতা সত্যই আনন্দপ্রদ! আপ্তকাম সন্ন্যাসীর বিমল মার্গে—মহারাজজীর সমগ্র চিত্ত মন তথা ইন্দ্রিয় গ্রামগুলি—নিত্য প্রতিষ্ঠিত—কোনরূপ বিষয় প্রপঞ্চ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই—শরীর ধারণের জন্য তিনি আজীবন রুখা-শুখা প্রসাদ পাইয়া নিত্য ভজনে নিমগ্ন রহিলেন। রসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তিনি কদাপি ভোজন করেন নাই—পরন্তু রসনাকে সর্ব্ব প্রকারে নিজ করতলে রাখিবার নিমিত্ত তিনি আজীবন লবণ-বিহীন শাকান্ন মাত্র গ্রহণ করিলেন! লবণ-বিহীন ভোজ্য বস্তু যে কীরূপ স্বাদ ও গন্ধ রহিত তাহা সকলেরই বিদিত। পরিণত বয়সে তিনি শাকান্নও অবধি গ্রহণ করিতেন না—এক প্রকার পুষ্পবীজ হইতে প্রস্তুত ছাতু দুগ্ধে মিশ্রিত করতঃ তিনি তাহাই ভগবৎ প্রসাদ রূপে পরম সাদরে গ্রহণ করিতেন!

মহারাজজীর এই ভোজ্য বস্তুটি—দিব্য প্রসাদ রূপে যাঁহাদের পান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে—তাঁহারা সকলেই ইহার স্বাদ ও গন্ধ হীনতার বিষয় বিশেষ ভাবে বিদিত আছেন! বস্তুতঃ অনন্য সন্ন্যাসী ব্যতিরেকে—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর—এইরূপ স্বাদ ও গন্ধ বিহীন আহার্য্য বস্তু—অন্যে কেহ যে গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন—তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই!

মহারাজজী মিষ্টান্ন দ্রব্যাদিও কোনদিনই গ্রহণ করেন নাই! মিষ্টান্নের স্বাদ গ্রহণে রসনা অভ্যস্ত হইলে—শ্রীনাম জাপক মধুময় সিয়ারাম নামের অনন্য সুধা পানে কীরূপে মত্ত হইবে? বিষয় সুখ ফিকা না লাগিলে চিন্ময় ভাগবৎ জীবন কীরূপে লাভ হইবে?

বস্তুতঃ পারমার্থিক মার্গে বিচরণ বলিতে হয় যে শ্রীনামের দিব্য মাধুর্য্যের নিকট সকল রসই যদি বিরস না হইল তাহা হইলে পরমার্থবিন্দকেব—অনন্য ভজন মার্গে কীরূপে প্রবেশ লাভ হইবে? সাধারণ জনগণ সুখের নামে নিরন্তর দুঃখই পান করিয়া থাকে—সুখ-স্বরূপ শ্রীরামের পদপঙ্কোজে আশ্রয় লাভ হইলে—সমগ্র বস্তুই তখন সুখময় হয়—ইহাই চিন্ময় সাধকের দিব্য অভিব্যক্তি এবং ইহাবই প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ মহারাজজী প্রায়ই বলিতেন—

নাম জাপকো মিঠা বিষ কা সমান সমঝানা চাহিয়ে।

অর্থাৎ—শ্রীনাম জাপকের নিকট মিষ্টান্নাদি বিষবৎ প্রতীত হওয়া উচিত!

অনন্য ভজনাবলম্বীর এই দিব্য সতর্ক বাণীর অন্তরালে একান্ত বিষয় প্রপঞ্চ মুক্ত—আপ্তকাম ভক্তের যে মর্ম্ম রূপটি সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল তাহা মহামতি তুলসীর দিব্য ভাষায় উদ্গীত করিলে বলিতে হয়—

জো মোহি রাম লাগতে মীঠি!
তৌ নব রস—ষট বস—বস—অসবস হৈ জাতে সব সীঠি॥
বঞ্চক বিষয় বিবিধ তনু ঘরি অনুভবে সুনে অরু ডীটে।
ইহ জানত হৌ হৃদয় আপনে সপনে ন অঘাই উবীটে॥
তুলসীদাস প্রভু সৌ একাহি বল বচন অতি ঠীটে।
নাম কী লাজ বাম করুণাকর কোহি ন দিয়ে কর চীটে॥

অর্থাৎ—শ্রীবাম চিন্ময় সুধা যদি মধুব লাগিলে রে।
নব বস—ছয় রস বিষয় বনিতা ভোগ
অচিবে পালায় দূবে—কী কব কত ফিকে রে॥
অশেষ যোনীব মাঝে বিবিধ শবীব ধবি
দিনে দিনে বুঝিয়াছি প্রকৃতির মবম রে।
বেদ মুখে শাস্ত্র মুখে যে কথা কহিল সবে
বিষয় প্রপঞ্চ সম নাহি কোন ঠগ রে॥
তথাপি বিচিত্র বড কী কব দুর্দ্দৈব মোব
সাহিত্যের নব বসে ভোজনের ছয় রসে।
মন মাতঙ্গ কভু হইল না তৃপ্ত বে
যতই কবেছে পান তত নেশা বাড়ে রে॥
শ্রীনাম জাপকে তাই নাম সম সুধা নাই
নব রস ছয় বস বৃথাই প্রপঞ্চ বে।
এ অসার সংসাব রসে যে মুখ ফেরালো সুখে
পরানন্দে মগ্ন হোল তার চিত্ত বুদ্ধি রে॥

পরম সুভাগ্যবান সেবক অবনীজা শরণ মহারাজজীর অন্তরঙ্গ লীলা পরিকর হইয়া মহারাজজীর নিত্য রূপটি বার বার পান করিলেন! মহারাজজী সমগ্র দিবস রজনী কী মধুময় ভজন-ভাবনায় ব্যতীত করিতেন—অবনীজা শরণ লুব্ধ চাতকের ন্যায় মহারাজজীর সেই সকল বিদেহ দশার চিন্ময় ভাব তরঙ্গগুলি একাগ্র চিত্তে পান করিতেন—মহারাজজী সতত প্রেমমগ্ন দশায় মধুময় সিযারাম নামামৃতে ডুবিয়া থাকিতেন এবং অন্তরে অন্তরে কী পুলকময় দশায় নিত্য বিহার করিতেন—তাহার সামান্য পরিচয় সিদ্ধ সেবকবরের সহসা লাভ হইল। নিম্নে মহারাজজীর সেই দিব্য আলেখ্যটি যথামতি রচিত হইতেছে।

একদা রজনীতে মহারাজজীর অন্যান্য পরিকরবৃন্দ যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন অবনীজা শরণ দেখিলেন যে মহারাজজী আপন আসনে উপবিষ্ট হইয়া দিব্য দশায় শ্রীনাম সুধায় নিমগ্ন—এবং এই চিন্ময় ভাব সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া মহারাজজী—কাহাকে লক্ষ্য করতঃ জানকীজী—জানকীজী এই বিমল করুণা ক্রন্দনে সমগ্র কুঞ্জখানি গুঞ্জরিত করিতেছেন। অবনীজা শরণ দেখিলেন মহারাজজীর নয়ন-যুগল কাহার মুগ্ধ মায়ায় দিব্য রসায়িত—কাহার দিব্য আলিঙ্গন হেতু মহারাজজী দুই বাহু উত্তোলিত করতঃ রজনীর নিঃসীম শূন্যে যেন অগ্রসর হইতেছেন।

বলা বাহুল্য নিরন্তর লীলা প্রবিষ্ট চিন্ময় মহাত্মার এই অনন্য প্রেম দশা—অকথিত বৈভবে সদা গোগিরাতীত—ইহা অনুরাগীর হৃদয় বীণায়—দিব্য ঝংকারে সতত আপন মাধুর্যে আপনি মুখর!

বাস্তবিক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত স্থিত-প্রজ্ঞের সর্ব্ব মুদিত লক্ষণে মহারাজজী সতত উদ্ভাসিত ছিলেন! নিত্য শ্রীরামরসে নিমজ্জিত হইয়া মহারাজজী—নিরন্তর আপ্তকাম বিমল বৈভবে ব্যতীত করিতেন! অজস্র সুখ ভোগই হইল—এই দশার বিমল গতি—নিত্য বুদ্ধির উজ্জ্বল সমাধিতে—এই দশা সতত লয়লীন! মহারাজজীর এই নিত্য তৃপ্ত

তথা সুখময় দশায়—সামান্য ঐশ্বর্য্য বা আশ্চর্য্যের বালাই ছিল না—ভক্তি চিন্তামণির অনন্ত ভাণ্ডারে যিনি অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়াছেন—তাঁহার সমগ্র রহস্য যে বিজ্ঞাত হইয়াছে তাহা বার বার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে !

বস্তুতঃ মহারাজজীর এই চিন্ময় প্রাজ্ঞাবস্থা বিচিত্র চরিত্রে সহসা আপনি মুদিত হইয়া উঠিত ! কোন ভক্ত সহসা আশ্চর্য্য চকিত হইয়া তাঁহাকে কোনরূপ রহস্য বার্ত্তা নিবেদন করিলে—মহারাজজী দিব্য সারল্যে বক্তাব সমগ্র আশ্চর্য্যের অবসান ঘটাইয়া বলিতেন—ঐসা হোতা হৈ—অর্থাৎ তুমি যাহা বলিলে ঐরূপ হয়—ইহার মধ্যে বিচিত্রতা কিছুই নাই !

বাস্তবিক মহারাজজীর বলিবার চিন্ময় সারল্যে অনুরাগী ভক্তের চিত্ত সহসা দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইত ! প্রশ্ন কর্ত্তা বুঝিতেন যে মহারাজজীর বিমল ভাষণটি—ঐসা হোতা হৈ—অনন্ত পারমার্থিক জ্ঞানে দিব্য সমুজ্জ্বল। মহারাজজীর মুগ্ধ মাধুর্য্যে নিষ্ণাত হইয়া ভক্তটি তখন বুঝিতেন যে পরানন্দময়ী ভক্তির অবিরল নৃত্য গীতে আশ্রয় লাভ হইলে—সকল রহস্যের অবসান ঘটে—সকল আশ্চর্য্য বিমল সারল্যে পর্য্যাসিত হয় ! ঐসা হোতা হৈ - এই চিন্ময় বাক্যের অন্তরালে দিব্য শ্রোতার প্রাণে ঝলমল করিয়া উঠিল—ভক্তি চিন্তামণির সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য।

সাধু কৃপায় বিমল শ্রোতা—ভক্তি চিন্তামণির দিব্য প্রকাশে মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে তিনি পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন—তাহা সত্য হইলেও তাহা অখণ্ড সত্যের রূপ নহে—কারণ চিন্ময় ভক্তির অনন্ত উল্লাসে তাহাই পুনরায় অন্য রূপে প্রকটিত হইতে পারিত এবং প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বোক্ত দুইটি ভিন্ন রূপ হইতেও অন্যরূপ পরিগ্রহ করিতে পারিত ! বাস্তবিক ইহাই অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব অনন্ত

ভক্তির দিব্য বৈচিত্র্য—ইহার চিন্ময় অখণ্ডতার রহস্যে—চিৎ-কায়-মনে প্রবেশ করিলে—ন্যায় ও দর্শনের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তগুলি ইহারই দিব্য অঙ্গ রূপে প্রতীত হয়—কারণ অনন্য ভক্তির বিমল প্রকাশেই ন্যায ও দর্শনের অনুভব হইয়া থাকে—অচিন্ত্য ভক্তিব অঙ্গে অঙ্গে—একই দেশ-কালের সীমিত পরিবেশে-সর্ব্ব বিপরীত ধর্ম্মী গুণগণ তথা তদ্ব্যতিবেকে অন্য বস্তুধর্ম্মও যে দিব্য অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে—ভক্তিব সেই অচিন্ত্য প্রকাশ-মাধুর্য্যের কথা রহস্যময় ছন্দে ইঙ্গিত কবতঃ শাস্ত্রকাব প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুম্ শক্যঃ।

অর্থাৎ—কবিতে না কবিতে অথবা এই দুইটি সম্পূর্ণ বিপবীত ধর্ম্মী সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অন্য কিছুও কবিতেও ভক্তি চিন্তামণি সমর্থ।

বাস্তবিক মহাবাজজীব চিন্ময় জ্ঞানানন্দ-সমন্বিত দিব্য উক্তিটি—ঐসা হোতা হায়—অর্থাৎ ইহাতে কোনরূপ আশ্চয্য নাই—সর্ব্বতোভাবে চিন্ময় সাধকের নিত্য রূপটিকে উদ্ঘাটিত করে। ইহাই সাধকের শ্রীগীতোক্ত ব্রাহ্মীস্থিতির উজ্জ্বল লক্ষণে চিব উদ্ভাসিত। বস্তুতঃ অনন্য ভজন-ভাবনা অবলম্বনে সাধক এই অবস্থায় আরূঢ হইলে তিনি যে নিত্য প্রশান্তিব চিন্ময় পারাপারে সতত নিমজ্জিত থাকেন তাহাই পবম রহস্যময় বাণীতে উদ্গীত করতঃ শ্রীভগবান প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

এষা ব্রাহ্মীস্থিতি পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

অর্থাৎ—এই যে অবস্থা দিব্য নিত্য শান্তিময়।
যে পায় এ ভাব তার ব্রহ্মলাভ হয়॥
নির্ম্মম নিরহঙ্কার নিস্পৃহ হৃদয়।
নিষ্কামী এ ভাব লভি বিমুগ্ধ না হয়॥

কী আর বলিব বল ইহার দিব্য গতি ।
সন্ত জন এই ভাবে ভাসে নিরবধি ॥
মরণ কালেও যদি এই ভাব পায় ।
শান্তিময় ব্রহ্মপদে জীবন জুড়ায় ॥

বস্তুতঃ—অদ্বয় জ্ঞান ও বিমল ভক্তির চিন্ময় উৎস হইয়া মহারাজজী জনজীবন বিচিত্র রসধারায় পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহার এই অনন্ত সুখময় লীলাগুলির সাথে অবনীজা শরণের দিব্য সেবক চরিত্র--চির ওতপ্রোত হইয়া চিন্ময় সুখসাগরের নিত্য সুধাপানে মগ্ন রহিল।

প্রসঙ্গতঃ মহারাজজীর পরম রসময় ভোজনলীলা সম্পর্কে একটি বিচিত্র কথা নিম্নে যথামতি উদ্গীত হইতেছে। বলা বাহুল্য এই মুগ্ধ বার্ত্তায় মহারাজজীর দিব্য বিলাস-মাধুর্য্য আপন টল টল ধারায় প্রবাহিত হইয়া একাধারে যেরূপ আপন ঐশ্বর্য্যে চির মুদ্রিত রহিল—অন্যধারে তদ্রূপ জন চিত্তে অশেষ ভজন রহস্যের দিব্য মায়াজাল সৃষ্টি করিল।

একদা সিয়ারাম শরণ নামে মহারাজজীর এক ভক্ত মহারাজজীকে তাঁহার বাসস্থানে প্রসাদ পাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাজজী বালকের সাদর প্রার্থনা বিমল প্রেমে অঙ্গীকার করিলেন এবং তৎপরে দিব্য লীলা মাধুর্য্যে বালককে—আপন সরল গ্রাম্য গিরায় প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন - তুমি আমায় কী ভোজন দিবে?

ভক্ত প্রতি মহারাজজীর এই প্রশ্নটি যে কীরূপ নিগূঢ় ও রহস্যময় তাহা ক্রমেই প্রকাশিত হইবে। সর্ব্বান্তর্যামী মহাত্মা ভক্ত হৃদয়ের সমগ্র রহস্যের বিমল বেত্তা! তাঁহার বালকটি যে বিচিত্র মায়ার অধিগত হইয়া মহারাজজীকে আপন গৃহে আমন্ত্রণ করিয়াছেন—তাহা মহারাজজী অশেষ মাধুর্য্যে অবগত হইয়াছেন—তিনি তাঁহার ভক্তের হৃদয় হইতে

এই অজ্ঞান মায়া কী মধুর লীলায় দূর করিলেন—তাহারই বিচিত্র কথায় উদ্ভাসিত করতঃ এই কাহিনীটি চির মুদ্রিত হইয়া রহিল!

বাস্তবিক মহারাজজীকে নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিবার সাথে সাথেই ভক্তটির হৃদয় অভিমান কবলিত হইয়াছিল! তাঁহার মনে হইয়াছিল যে মহারাজজীকে তিনি নিমন্ত্রণ করিতেছেন—ইহা সামান্য গৌরবের নহে এবং এই নিমন্ত্রণে ভক্তটি নানা ভোজ্য বস্তুর আয়োজন করতঃ আপন সেবা-ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপন করিবার জন্য মনে মনে বেশ মত্ত হইয়াছিলেন! এতৎ কারণে মহারাজজী যখন বিমল কৌতুকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমায় কী ভোজন দিবে তখন ভক্তটি সদর্পে আপন মদ-মান কৌলিন্য জ্ঞাপন করতঃ বলিয়া উঠিলেন—পোলাও দেঙ্গে!

সরল সন্ত শিরোমণি মহারাজজী আপন বালকের কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিলেন না - পোলাও কী জিনিষ—তিনি অবগত নহেন—এতৎ কারণে মহারাজজী সরল বালকের ন্যায় পার্শ্বে উপবিষ্ট সেবক অবনীজা শরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পোলাও কোন্ চিজ্ হ্যায়?

অবনীজা শরণ এতক্ষণ মহারাজজী ও তাঁহার ভক্তের কথোপকথনটি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার সাথে সাথে মহারাজজীর চিন্ময় মাধুর্য্য লীলা পানে মগ্ন ছিলেন—এক্ষণে মহারাজজীর বিমল প্রশ্নে মহারাজজীকে বুঝাইয়া বলিলেন—যে নানাবিধ মসলাযুত ঘৃতপক্ক অন্নকে পোলাও বলে!

মহারাজজী অতঃপর পোলাও কী জিনিষ তাহা অবগত হইয়া চিন্ময় সারল্যে ভক্তকে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—অন্ন মৈ নেহী পাতা—অর্থাৎ অন্ন আমি তো গ্রহণ করি না!

মহারাজজীর ভক্তটি এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন যে তিনি মহারাজজীকে পোলাও খাইয়াও চমৎকৃত করিবেন—কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে

মহারাজজী অন্ন গ্রহণ করেন না—তখন একটু চিন্তিত হইয়া মনে মনে অন্য ভোজ্য বস্তুর কথা বিচার করিতে লাগিলেন !

মহারাজজী ভক্তের এই অসমঞ্জস ভাব দেখিয়া দিব্য লীলাচ্ছলে তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আউব কিযা ভোজন দেঙ্গে ! আর কী ভোজন তৈয়ারী করিবে ?

ভক্তটি এতক্ষণে পরবর্ত্তী ভোজ্য বস্তুব বিষয় মনে মনে স্থির হইয়াছেন - তিনি ভোজন বিষয়ে মহারাজজীব পরবর্ত্তী প্রশ্ন শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্বের সহিত বলিলেন—চপ দেঙ্গে !

কিন্তু হায় ! অনন্য সন্ন্যাসদীপ্ত—সর্ব্ব প্রপঞ্চ-মুক্ত মহারাজজী চপ যে কী বস্তু তাহা অবগত নহেন—অনন্য সন্ত শিরোমণির—আজীবন সামান্য কথাওথায় জীবন ব্যতীত হইযাছে—এক্ষণে ভক্তেব আভি-জাত্যপূর্ণ বিশেষ সেবাটিব বিষয সম্যক অবগত হইবার জন্য—দিব্য সাবল্যে তিনি পুনরায় অবনীজা শরণকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—চপ কৌন চিজ্ হ্যায় ।

অবনীজা শরণ হাসিতে হাসিতে মহারাজজীর নিকট চপের প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করিলেন—মহাবাজজী ভক্তকে বলিলেন—আলু মৈ নেহী পাতা ! আমি তো আলু খাই না !

মহারাজজীর এই কথনে ভক্তটির উৎসাহ যেন কিঞ্চিৎ দমিত হইল—মহারাজজী অন্ন খান না—আলু খান না—তাহা হইলে দুবন্ত ভোজন বিলাসী গৃহমেধী ভক্ত তাঁহাকে আর কীরূপে রাজকীয ভোজনে আপ্যায়িত করিবেন ?

ভক্তের এই অবস্থা দেখিয়া মহারাজজী বিমল কৌতুকে ভক্তকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আউর কিয়া দেঙ্গে—আর কী আমায় দেবে ?

ভোজন বিষয়ে মহারাজজীর চিন্ময় উদাসীনতায়—ভক্তটির অনন্য

অভিমান প্রসূত উত্তপ্ত বুদ্ধি এতক্ষণে কিঞ্চিৎ শীতল হইয়াছে—ভক্তটি ভাবিলেন মহারাজজী তাহা হইলে মিষ্টান্নাদি নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন এবং এইরূপ চিন্তা করতঃ মহারাজজীর পরবর্ত্তী প্রশ্নে—ভক্তটি বলিলেন—মিঠাই দেঙ্গে মিষ্টান্ন দিব !

কিন্তু আশ্চর্য্য ! মহারাজজী এবারও ভক্তকে নিরাশ করিলেন। দিব্য চিন্ময় সারল্যে তিনি ভক্তকে বলিলেন—মিঠাই মৈ নেহী পাতা ! আমি তো মিষ্টান্ন গ্রহণ করি না !

মহারাজজীর অব্যক্ত লীলায় ভক্তটি বার বার নব নব চিন্তাধারায় পর্য্যসিত হইতেছেন—ভক্তটি কতকটা হতাশ হইয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন যে কত রাজকীয় ভোজ্য বস্তুর দ্বারা মহারাজজীর সেবা প্রস্তুত করা হইল—কিন্তু আশ্চর্য্য ! মহারাজজী সে সকল বস্তুর কিছুই গ্রহণ করেন না !

ভক্তের এই চিন্তাগ্রস্থ ভাব দেখিয়া মহারাজজী বিচিত্র কৌতুকে ভক্তকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন - আউর কৌন চিজ্ দেঙ্গে —তুমি আর কী আমায় দেবে ?

ভক্ত এতক্ষণে পথ পরিবর্ত্তন করিলেন - এবং কতকটা হতাশার সুরে বলিলেন—ফল দেঙ্গে !

মহারাজজী এইবার ভক্তের বাক্য শ্রবণ করতঃ মধুর কণ্ঠে বলিলেন — হঁ্যা মৈ ফল পাতা—হঁ্যা আমি ফলমূল আহার করিয়া থাকি !

ইহাই মহারাজজীর ভক্ত প্রতি দিব্য কৃপা চরিত্রের বিমল পূর্ব্বাভাস ! ইহার পূর্ণ প্রকাশটি যে কত মধুর তাহা আমরা অচিরেই অবগত হইব !

ভক্তের সমগ্র ঐশ্বর্য্য অভিমান অবগত হইয়া মহারাজজী অতঃপর বিমল কণ্ঠে ভক্তকে বলিলেন যে তুমি আমার জন্য সামান্য ছাতু মিশ্রিত গরম দুগ্ধ রাখিবে—আমি তাহাই নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকি।

ভক্তটি কিন্তু অভিমান সলিলে নিমজ্জিত হইয়া আপন মহারাজের চিন্ময় মাধুর্য্য কিছুই বুঝিতে পারেন নাই—তিনি প্রসঙ্গতঃ মহারাজজীকে বলিলেন—ছাতু মিশ্রিত দুগ্ধতো আপনি নিত্যই সেবা করিয়া থাকেন—আগামীকাল না হয় অন্য কিছু ভোজন করিবেন।

কিন্তু মহারাজজীকে এই কথা বলিয়াও ভক্তটি স্থির হইতে পারিলেন না—তিনি নানারূপ চিন্তা করতঃ যাইবার সময় অবনীজা শরণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছাতু লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন!

তৎপর দিন মহারাজজী অবনীজা শরণকে সাথে লইয়া যথাসময়ে ভক্ত গৃহে উপস্থিত হইলেন—তাঁহার দিব্য আগমনে ভক্ত গৃহটি আনন্দের উজ্জ্বল বন্যায় যেন সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল—মহারাজজীর চিন্ময় মাধুর্য্যে—সমগ্র কুঞ্জখানি যেন দিব্য সুরভিতে রসায়িত হইল এবং দেখিতে দেখিতে মহারাজজীর বিমল কণ্ঠের দিব্য প্রেমালাপে ভক্ত গৃহটি চিন্ময় পাবন তীর্থে পরিণত হইল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে ভোজ্যবস্তু সুসজ্জিত হইল—পোলাও, চপ, লুচি নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি, দই, রাবড়ী, বিবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য, পায়স, ছানা ইত্যাদি।

ভক্তটি অতঃপর মহারাজজীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—মহারাজজী ভোজন তৈযার হইয়াছে। মহারাজজী ভক্তের কথা শ্রবণ করতঃ বলিলেন—সমগ্র ভোজ্য বস্তু ভগবানকে অর্পন কর!

ভক্তও মহারাজজীর আজ্ঞায় ভোজ্যবস্তুগুলি যথারীতি ভগবৎ চরণে নিবেদন করিলেন এবং তৎপরে দুইটি পৃথক আসনে—মহারাজজী ও অবনীজা শরণ ভোজন নিমিত্ত উপবিষ্ট হইলেন!

মহারাজজী ভক্তের সমগ্র সেবা একবার প্রেম কটাক্ষে অবলোকন করতঃ ভক্তকে বলিলেন—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা আমার হাতে দাও!

মহারাজজীর পরম প্রসন্নময় বাক্য শ্রবণ করতঃ ভক্তটি আনন্দে পুলকিত

হইলেন এবং তৎপরে তাঁহার করকমলে এক গরম পোলাও তুলিয়া দিলেন ! মহারাজজীও প্রসন্ন চিত্তে সেই প্রসাদ মুখে দিলেন ! কিন্তু নানা-বিধ মসলাযুক্ত ঘৃত পক্ক অন্ন বদনে দিতেই—জ্বল গিয়া—জ্বল গিয়া—বলিয়া মহারাজজী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বদন হইতে অবিরল ধারায় লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল—এবং তাঁহার নয়ন দুইটি অশ্রু সজল এবং সমগ্র মুখমণ্ডলটি যেন তীব্র বেদনায় রক্তিম হইয়া উঠিল !

ভক্তটি মহারাজজীর এই করুণ দশা দর্শন করতঃ অব্যক্ত বেদনায় বিহ্বল হইলেন—কেন যে মহারাজজীর সামান্য পোলাও খাইতেই এইরূপ হইল তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না ! মহারাজজীর এই ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়া ভোজন প্রস্তুতকারিণী—মহারাজজীর দিব্য অনু-রাগিনী বলিলেন—মহারাজজী আজীবন কোনরূপ মসলাযুক্ত বা লবণ-যুক্ত ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করেন নাই—তিনি চিরদিনই সরল রুখা শুখায় আনন্দে দিন ব্যতীত করিযাছেন—দুগ্ধ পথ্যেই তিনি চিরদিন অভ্যস্ত —বিমল শিশুর ন্যায় তাঁহার জিহ্বা সততই সরল ! এতৎ কারণে উগ্র মসলাযুক্ত পোলাও পরশ মাত্রে মহারাজজীর শিশু-সুলভ জিহ্বা জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ! সাধী অনুরাগিনীর বিমল ভাষণে উক্ত ভক্তটির দিব্য জ্ঞান লাভ হইল—ভক্তটি বুঝিলেন—সন্ত শিরোমণি সততই—সর্ব্বধারে চিন্ময় সরল—তাঁহার চিত্ত-বুদ্ধি ও মন-প্রাণ সমগ্রই—সর্ব্ব পাপ মুক্ত নিত্য সরল—তাঁহার সঙ্গ সরল—তাঁহার আচার সরল—তাঁহার আহারও সেইরূপ অতি কোমল ও সরস ! মহারাজজী একান্ত ভজন-বিলাসী—নিতান্ত সরল ভোজনই হইল সাধুর জীবনাধার—রসনা তৃপ্তার্থে ভোজন সর্ব্বদাই ভজনের পরিপন্থী ! মহারাজজী এই দিব্য মার্গের আজীবন চিন্ময় পথিকবর ! বস্তুতঃ রসনাসংযমই হইল অনন্য সন্ন্যাস ব্রতের অন্যতম প্রধান সোপান এবং মহারাজজী ভোজনের

কটুম্ল প্রমুখ ছয় রস সততই পরিহার করতঃ—একরস ভজনে নিত্য তৃপ্ত—চির আপ্তকাম! ইহাই তাঁহার পরম মাধুর্য্য!

মহারাজজীর কষ্টে ভক্তটি বড় বিহ্বল হইয়াছেন—ইহা অনুভব করতঃ মহারাজজী অল্পক্ষণ পরেই ভক্তকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—আভী ঠিক হো গিয়া! অব কৌন চিজ দেনে মাঙ্গতা—আমার এক্ষণে আর কোন কষ্ট নাই—এখন কোন জিনিষ আমায় দেবে বল?

ভক্ত অতঃপর মহারাজজীর হস্তে সামান্য চপের টুকরা দিলেন—এবং ভক্তকে প্রসন্ন করিবার জন্য মহারাজজী তাহা জিহ্বার দ্বারা স্পর্শ করতঃ রাখিয়া দিলেন—এবং এইরূপে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতঃ অন্যান্য দ্রব্যগুলিও জিহ্বায় স্পর্শ করতঃ রাখিয়া দিলেন—এবং তৎপরে ভক্তকে বলিলেন যে এক্ষণে আমায় আমার নিত্য পেয় ছাতু মিশ্রিত দুগ্ধটি দাও।

মহারাজজীর কথা মত ভক্তটিও তাহাই করিলেন—এবং মহারাজজী সেই দুগ্ধটি পরম তৃপ্তি সহকারে পান করতঃ বলিলেন—আজ খুব পায়া—বহুৎ পায়া—বড়ে আনন্দ ভায়া—আজ খুব ভোজন করিলাম—অনেক দ্রব্য খাইলাম- আমি পরম প্রসন্ন হইলাম!

বলা বাহুল্য মহারাজজী নিত্য যাহা আহার করিতেন—তাহাই ভক্তগৃহে সানন্দে পান করিলেন—ভক্তের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার বিমল প্রশংসা করতঃ মহারাজজী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—আজ খুব পায়া—বহুৎ পায়া—বড়ে আনন্দ ভায়া! ইহাই বাস্তবিক দীনদয়াল শরণপাল প্রভুর—ভক্ত প্রতি চিন্ময় ঔদার্য্য। ইহাই পরম ভাগবতের অনন্য মাধুর্য্য চরিত্রর চিন্ময় প্রকাশ।

ভোজনের পরে যাহা ঘটিল তাহাই বাস্তবিক মহারাজজীর এই চিন্ময় লীলা মাধুর্য্যের দিব্য সংলাপ! ভোজনের পর মহারাজজী পরম প্রসন্ন মনে—কক্ষে মৃদু পদ চারণা করিতে করিতে ভক্তকে প্রসঙ্গতঃ

জিজ্ঞাসা করিলেন—আপ ঐসা ভোজন রোজ পাতা ? অর্থাৎ তুমি কী এইরূপ ভোজন প্রত্যহ গ্রহণ করিয়া থাক ?

ভক্তটি তো আপন অভিমানে আপনি জর্জ্জরিত—তিনি এতক্ষণ মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে মহারাজজীকে তিনি যেরূপ মহামূল্যের ভোজ্য বস্তু অর্পন করিয়াছেন এরূপ অন্য কেহ করিতে পারে নাই ! এক্ষণে ভোজন প্রসঙ্গে মহারাজজীর প্রশ্নটি শ্রবণ করতঃ ভক্তটি বলিলেন—এরূপ মহামূল্য ভোজন কোথায় রোজ পাইব— রাজা মহারাজের পক্ষেও এরূপ ভোজন নিত্য জুটিবার নহে !

মহারাজজী বালকের কথা শ্রবণ করতঃ বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথাই বলেছো ! কিন্তু তুমি প্রত্যহ কীরূপ ভোজন গ্রহণ করিয়া থাক ?

মহারাজজীর বিমল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতঃ বালকটি বলিলেন—আমি প্রত্যহ শাকান্নই গ্রহণ করিয়া থাকি ।

ভক্তের উত্তরে মহারাজজী পরম আনন্দিত হইয়া ভক্তকে বলিলেন—হ্যা এইরূপ সরল ভোজনই সুন্দর ! ঐরূপ ভোজনই গ্রহণ করা উচিত ! এবং তৎপরে ঐদিনকার ভোজ্য বস্তুর উল্লেখ করতঃ ভক্তকে বলিলেন—ঐসা ভোজন মৎ পানা—ইসমে ভজন নেহি হোগা ! অর্থাৎ যেরূপ ভোজনের আজ আয়োজন করিয়াছিলে—এরূপ ভোজন গ্রহণ করা উচিত নহে—এরূপ ভোজন ভজনের পরিপন্থী ! বিমল প্রেমালাপে ভক্তকে এই কথা বলিয়া মহারাজজী অতঃপর আপন পরিকর সহিত নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন ।

কিন্তু আশ্চর্য্য মহারাজজীর দিব্য লীলা ! ভক্ত গৃহ হইতে মহারাজজীর প্রস্থানের পরই—ভক্ত হৃদয়ে মহারাজজীর দিব্য চরিত্র-মাধুর্য্যটি আপনি বিস্তারিত হইল ! ভক্ত মানস নয়নে যেন উক্ত দিনের সমগ্র ঘটনাটির চিন্ময় রূপ ও ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিলেন—এবং এই দিব্য লীলার অন্তরালে মহারাজজী—বিমল কৌতুকে তাঁহাকে যে নিত্য জ্ঞান

প্রদান করিলেন—তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতঃ ভক্তের হৃদয় অশেষ কৃতজ্ঞতাই জর্জ্জরিত হইল—মহারাজজী যে কত করুণাময়—কত ভক্ত বৎসল—ভক্ত তাহা প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝিতে পারিলেন! আপন ভক্তকে দারুণ অভিমান হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই মহারাজজীর যে এই চিন্ময় লীলা করিয়াছেন ভক্ত তাহা বিহ্বল দশায় বেশ অনুভব করিলেন!

ভক্ত হৃদয়ে এক্ষণে মহারাজজীর করুণাবাণ উদ্বেলিত হইয়াছে! ভক্ত আপন মহামূর্খতা তথা প্রবল অজ্ঞানতার কথা বেশ অনুভব করিলেন—আপ্তকাম জিতেন্দ্রিয় দিব্য বৃথা ভজনবিলাসী অনন্য সন্ন্যাসীকে সামান্য গৃহমেধী ভক্তটি ঐশ্বর্য্যের মায়ায় প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—চিন্ময় সন্তশিরোমণি বিমল ঔদার্য্যে—ভক্তের সেই সমগ্র অজ্ঞান-অভিমান অনন্য মাধুর্য্যে রূপায়িত করিলেন—ইহাই ভক্তি চিন্তামণির দিব্য পরশে কঠিন লৌহখণ্ড রূপ ভক্তের হৃদয় চিন্তামণিতে রূপায়িত হইবার সম! অনন্য ভক্ত-হৃদয়ে মহারাজজীর উজ্জ্বল মাধুর্য্যটি আজ চিন্ময় রূপে প্রকাশ পাইয়াছে—আপ্তকাম ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে কে যেন দিব্য সঙ্গীত ধারায় শ্রীগীতোক্ত অনন্য সন্ন্যাসীর চিন্ময় রূপটি প্রকাশ করতঃ গাহিয়া উঠিলেন—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞ নবিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্চ কাঞ্চনঃ॥

অর্থাৎ—দ্বন্দ্বভাব শীতাতপ সুখ দুঃখে আর।
কিম্বা মান অপমানে চিত্ত নির্ব্বিকার॥
রাগ নেই, দ্বেষ নাই, সদা নিরহংকার।
শ্রীযুগল ভজন রসে মগ্ন অবিকার॥

সেই যোগী বহু জ্ঞান বিদ্যা অনুভব।
করি সু অর্জ্জন রহে নিত্য যুক্ত ভাব ॥
ত্যজিয়া বিষয় তৃষা সন্তোষ নিরত।
উদাসীন নির্ব্বিকার চিত্‌তো সতত ॥
অতএব বশীভূত তাঁর ইন্দ্রিয় নিকর।
তাঁর কাছে তুল্য সদা কাঞ্চন প্রস্তর ॥
তাঁহাকেই যোগারূঢ় সাধুগণে কয়।
আপনি আপন মাঝে নিত্য চুপে রয় ॥

ভক্ত হৃদয়ে—মহরাজজীর এই চিন্ময় মাধুর্য্য প্রকাশে—ভক্তের সমগ্র ঐশ্বর্য্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল—এবং চিত্তের অধিক সন্তাপ হেতু ভক্তটি বিমল ক্রন্দনে ঝরিয়া পড়িলেন—এবং তাহার সাথে সাথে মহারাজজীর দিব্য করুণা সায়রে নিজ হৃদয়ের সমগ্র মলিনতা বিধৌত করিলেন!

মহারাজজীর দিব্য কারুণ্য লীলায় ভক্তটি আর অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না—তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে—সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভক্তটি মহারাজজীর আশ্রমে ছুটিয়া গেলেন—এবং সেথায় দেখিলেন যে অনন্য প্রশান্ত দর্শন দিব্য মহাত্মা আপন কুঞ্জের অঙ্গনে মৃদু স্বরে মধুময় সিয়ারাম নাম রটন রটন করিতে পদচারণা করিতেছেন!

ভক্তটি তাঁহার হৃদয়াবেগ আর রক্ষা করিতে পারিলেন না—বিমল উৎকণ্ঠায় মহারাজজীর চরণে নিপতিত হইয়া ভক্তটি বলিলেন—হে মহারাজজী! আপনি অনন্য করুণায় আমার হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা করিয়াছিলেন অদ্য আমি সেইরূপ ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলাম!

এতক্ষণে ভক্তের সমগ্র অভিমান—বিমল দৈন্য বারিতে পরিণত হইয়াছে—মহারাজজী ভক্তের সম্যক হৃদয় অবগত হইয়া বলিলেন—মৈ জানতা হুঁ! তাহা আমি জানি!

আশ্চর্য্য! মৈ জানতা হুঁ—মহারাজজীর এই দিব্য বাক্য শ্রবণ করতঃ ভক্তটি পুনরায় অধিকতর বিস্মিত হইলেন—ভক্তটি ভাবিলেন যে মহারাজজী বলেন কী? আমি তাহা সর্ব্বৈব জানি! কী আশ্চর্য্য! মহারাজজী কী তাহা হইলে অত্যকার সমগ্র লীলাটির একমাত্র অখণ্ড নায়ক—তিনিই কী ভক্ত-হৃদয়ে বিচিত্র লীলায় আপনারে প্রকাশিত করতঃ ভক্তের হৃদয় আবিলতা দূর করিলেন! ইহাই কী তাঁহার মধুর লীলার চিন্ময় অভিব্যক্তি?

মহারাজজীর দিব্য ভাষণে ভক্তটি যেন মহারাজজীর সমগ্র লীলাটি মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং এই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এতৎ সম্পর্কে তাঁহার হৃদয়ে সকল আশ্চর্য্যের অবসান ঘটিল!

মহারাজজীর চিন্ময় কৌতুক লীলায় ভক্ত-ভগবানের যে লীলানাট্য নিত্য অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত—তাঁহার দিব্য পারমার্থিক আস্বাদনে ভক্ত অনন্য ধারায় নব নব আনন্দ মার্গে বিচরণ করিলেন! তাঁহার হৃদয়ে সহসা জাগ্রত হইল শ্রীগীতোক্ত অনন্য ঈশ্বরানুরাগীর পরম রহস্যময় দিব্য চরিত্র কথা! এমত ভক্ত প্রসঙ্গে শ্রীমদ্গীতা বলিলেন—

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিষয় বাসনা ও ভোগ্য-বাসনা মুক্ত—অবিরল ঈশ্বরানুরাগী যে নিত্য অপরোক্ষ দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হয়েন! বস্তুত তাহারই চিন্ময় প্রকাশের—মহারাজজী হইলেন দিব্য বিগ্রহ—ইহাই ভক্ত মনে উজ্জ্বল প্রকাশে ঝলমল করিয়া উঠিল।

ছয়

শ্রীমহারাজজীর চিন্ময় লীলা-লালিত্যের বিচিত্র প্রবন্ধ তাঁহার জন-চিত্তে সততই উদ্ভাসিত! তাঁহাব সেবক সাথে সমগ্র বিনোদ-কৌতুকের মুখ্য আবেদন ছিল—অনন্য ভজন প্রপন্নতায়! সামান্য গ্রাম্য গিরায় তিনি লোকাতীত রহস্যের উন্মোচন করতঃ—জনচিত্ত শাশ্বত জ্ঞানালোকে রঞ্জিত করিতেন! বাস্তবিক কী অলৌকিক মাধুর্য্যে তাঁহার অখণ্ড চরিতটি ওতপ্রোত ছিল—তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা হইতে সহজেই প্রতীত হইবে!

তাঁহার এক অনুরাগী ভক্ত আপন হৃদয়ের মুগ্ধ প্রেমে নানাবিধ ভগবৎ পদ রচনা করিতেন! উক্ত ভক্তটি একদা মহারাজজীর নিকট আসিয়া কয়েকটি স্বরচিত পদ কীর্ত্তন করিলেন! বাস্তবিক পদগুলি রস-সাহিত্য বিচারে বড মধুর হইয়াছিল এবং দিব্য অনুভবেও উক্ত লেখকের কাব্যগুলি—মহৎ করুণার চিন্ময় লক্ষণে প্রাণবন্ত ছিল! এক্ষণে আপন ভক্তের কণ্ঠে পদগুলি শ্রবণ কবতঃ মহারাজজী পরম প্রসন্নাননে বক্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ মহামতি তুলসীর দিব্য গ্রাম্য গিরায় আপন মনের পরম প্রসন্নতা প্রকাশ করতঃ বলিলেন—

জো বালক কহ তোতারি বাতা।
সুনহি মুদিত মন পিতু অরু মাতা॥

অর্থাৎ—আধো আধো মধু বোলে যা কহে বালক।
শুনিবা মাত্র তাহা পরম প্রসন্ন হয় জননী জনক॥
ইহাই মধুর রসের চিন্ময় বিহার।
যোগ্যাযোগ্যের বিন্দুমাত্র নাহিক বিচার॥

বালক সরল প্রাণে যা কহে উদার।
তাহাতেই পিতামাতা সদা মুদিত অপার।

মহারাজজীর কণ্ঠে—উক্ত পদগুলির সম্বন্ধে এই সামান্য বিচার শ্রবণ করতঃ ভক্তটি কিন্তু বিশেষ প্রসন্ন হইতে পারিলেন না! তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতে আপন পদ রচনা বিষয়ক অভিমান বীজ অঙ্কুরিত হইযাছিল—এক্ষণে মহারাজজীর কণ্ঠে পরম রহস্যময় বাণীটি শ্রবণ করতঃ তাঁহার অভিমান বীজটি অধিক ব্যাপকভাবে তাঁহার চিত্তে আপন অধিকার বিস্তার করিল! ভক্তটি ভবিযাছিলেন যে তিনি তাঁহার রচিত পদগুলি শুনাইযা মহারাজজীকে চকিত করিবেন—মহারাজজী হয়তো তাঁহাকে দিব্য বাণীতে প্রশংসিত করিবেন—কিন্তু হায়! মহারাজজী তাঁহার রচিত পদগুলি শুনিয়া যাহা বলিলেন—ভক্তটি তাহার বিন্দুমাত্র রহস্য অবগত হইতে না পারিয়া অধিক বিমূঢ় হইলেন—অভিমান-মত্ত ভক্তটি ভাবিলেন মহারাজজী না বুঝিযা তাঁহার পদগুলিকে একটি সামান্য অজ্ঞান বালকোচিত পদের সহিত উপমিত করিলেন! ভক্তটি ইহাতে মনে মনে বেশ একটু ক্ষুব্ধ হইলেন! কিন্তু তিনি এক্ষণে কী করিবেন—কতকটা অপ্রসন্ন মনে মহারাজজীর বাণীটি চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন!

ইহার কিছুদিন পরে ঐ ভক্তটি পুনরায় কয়েকটি স্বরচিত মধুর পদ মহারাজজীর নিকট কীর্ত্তন করিলেন! ভক্তটি এইবার মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে মহারাজজী এই পদগুলি শ্রবণ করতঃ নিশ্চয়ই পদকর্ত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিবেন—এবং সেই পদগুলিকে আর কোন-রূপ সামান্য অজ্ঞান বালক কৃত বলিয়া আখ্যাত করিবেন না! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—মহারাজজী—ভক্তকণ্ঠে পদগুলি শ্রবণ করিবা মাত্রই পরম মুদিত কণ্ঠে পূর্ব্ববৎ বলিয়া উঠিলেন—

জো বালক কহ তোতরি বাতা।
সুনহি মুদিত মন পিতু অরু মাতা ॥

মহারাজজীর কণ্ঠে পুনরায় সেই একই বাণী শ্রবণ করিতেই—দারুণ ক্ষোভে ভক্তটির নয়ন দুইটি সজল হইয়া উঠিল—এবং কোনরূপে আপন মনের আবেগ সংযত করতঃ ভক্তটি মহারাজজীর স্থান হইতে নিজ গৃহে গমন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে উক্ত ভক্তটি পুনবায় কয়েকটি নূতন পদ রচনা করতঃ মহারাজজীর নিকট কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া মহারাজজীর কুঞ্জে সমায়ত হইলেন! মহাবাজজী পূর্ব্ব হইতেই ভক্তের সমগ্র অন্তরের বিমল বেত্তা—তিনি বিচিত্র লীলায় ভক্ত মনে—ভগবৎ ঐশ্বর্য্যের চিন্ময় ঔদার্য্য তথা ভক্তের অচিন্ত্য লঘুতা বিস্তাব করিতে চাহেন—ভক্ত অনন্ত জীবন ব্যাপী—অনন্ত গিরায়—অসীম পদ মাধুর্য্যে— ভগবৎ গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলেও—যদ্যপি অচিন্ত্য ভগবৎ মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারেন না—তথাপি জগৎ পিতা মাতা আপন অসীম কারুণ্যে—নিজ সন্তানের সামান্যতম সেবাতেই পরম তুষ্ট—ভগবান ভক্তের সেবার কোনরূপ গুণাগুণ বিচার করেন না—ভক্তের সামান্য—পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং—ইহাতেই তিনি পরম প্রসন্ন! ইহাই বাস্তবিক অপার ভগবৎ কারুণ্যের চিন্ময় মাঙ্গলিক—ইহাই তাঁহার ভক্ত প্রতি শাশ্বত উদার বাণী!

মহারাজজী ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ ঐশ্বর্য্যের এই চিন্ময় ধারাটি বিস্তার করিবেন বলিয়া দিব্য লীলার আয়োজন করিয়াছেন! মহারাজজীর দিব্য করুণায় ভক্তটিও এক্ষণে মহারাজজীর চিন্ময় রহস্য বাণীর বিমল মর্ম্ম রূপটি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে এই পরম প্রকাশের সাথে সাথে—তাঁহার পূর্ব্ব অভিমান তরুটি সমূলে বিনষ্ট হইল! মহারাজজীর অপার করুণায় উক্ত ভক্তটি ভগবৎ গুণানুবাদের

দিব্য দিগ্দর্শন করতঃ শাশ্বত শান্তির চিন্ময় আস্বাদনে পরম পরিতৃপ্ত হইলেন !

পুনরায় সামান্য ঘটনায় মহারাজজীর চিন্ময় চরিত মাধুর্য্য সহসা কীরূপ উদ্ভাসিত হইল তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় মধুর প্রেমে ভগ-মগ করিতে থাকে !

একদা মহারাজজী একটি ভক্ত গৃহে আগমন করিয়াছেন। মহা-রাজজীর দিব্য আবির্ভাবে ভক্ত গৃহটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত অখণ্ড উৎসবে মুখর হইয়াছে ! মহারাজজীর দর্শন বাসনায় ঐ স্থানের সমগ্র সন্তবৃন্দ ভক্ত-গৃহে উপনীত হইয়া মধুর সিয়ারাম নামকীর্ত্তনে পরম রসায়িত হইয়াছেন।

দ্বিপ্রহরে ভোগ আরতির পর মহাত্মাগণ দিব্য প্রসাদে পরিতুষ্ট হইলে – মহারাজজী নিজ কুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন বাসনায় ভক্ত-গৃহের দ্বিতল হইতে নিম্নে নামিতেছেন ! এক্ষণে ঐ ভক্ত-গৃহে মহারাজজীর একটি অনুরাগী কিঙ্কর এতক্ষণ রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন—তিনি ঐ সেবায় নিযুক্ত থাকায়—মহারাজজীর দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই ! এক্ষণে মহা-রাজজী যখন দ্বিতল হইতে নিম্নে নামিতেছেন--উক্ত সেবককে সচেতন করতঃ মহারাজজীর এক ভক্ত বলিলেন—সাধু। মহারাজজী যাতে হ্যায়—মহারাজজীকা দর্শন লেও ! অর্থাৎ মহারাজজী কুঞ্জে ফিরিতেছেন—মহারাজজীর দর্শনে কৃতকৃত্য হও।

ভক্ত কণ্ঠে—মহারাজজী ঐ কথা শুনিবামাত্রই পরম মুদিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—দর্শন লেও নেহী—মুঝে দর্শন দেও ! অর্থাৎ হে ভক্ত ! আমার দর্শন নহে—তোমার দর্শন দানে আমায় সুখী কর—আমায় কৃতকৃত্য কর।

বাস্তবিক ভক্ত রূপী শিশু সন্তানের প্রতি শ্রীগুরুরূপী মহাভাগবতের কী চিন্ময় বৎসল্য ·প্রেম ! দর্শন লেও নেহী—মুঝে দর্শন দেও—

ইহাই বাস্তবিক চিন্ময় মাধুর্য্যের দিব্য বিস্তার—ইহাই বিমল বাৎসল্যের অনুপম বিলাস !

বলা বাহুল্য মহারাজজীর এই সামান্য ভাষণেই সমগ্র ভাগবৎ ধর্ম্ম যেন সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল ! সমগ্র ভাগবৎ গ্রন্থ যে সেব্য হইতে সেবককেই অধিক মর্য্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন—ভগবান সততই যে ভক্তের জয় গান করিয়াছেন—এই চিন্ময় সত্যের পরম প্রকাশে—মহারাজজীর ভক্ত প্রতি উদার বাণীটি যেন—সহসা শ্রীভগবানের গোপ্য হৃদয়টিকে পরম সারল্যে বিস্তার করিল !

পুনরায় একদা মহারাজজী দৈব কারণ বশতঃ একটি হাঁসপাতালে কিছুদিন ব্যতীত করেন—সামান্য চক্ষের পীড়া আশ্রয় করতঃ মহা-রাজজীর এই চিন্ময় লীলাটি, বস্তুতঃ, সর্ব্ব মন বাণী পার ! মহারাজজী স্বয়ং বৈদ্যরাজ—সূর্য্যকিরণ হইতে নেত্র কীরূপে জ্যোতির্ম্মান হয়—ইহার তিনি দিব্য বেত্তা—কত অনুরাগী ভক্তকে মহারাজজী চক্ষু পীড়ায় এই দিব্য বিধান দান করিয়াছেন—এবং তাঁহার উপদেশে কত ভক্ত নিরাময় হইয়াছেন ! কিন্তু এক্ষণে শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ইচ্ছায় মহা-রাজজী স্বয়ং হাঁসপাতালে উপস্থিত হইয়াছেন ! অনন্য প্রেম মধুর মহাভাগবতের আগমনে—সমগ্র হাঁসপাতালটি যেন আনন্দে উথলিয়া উঠিল—মহারাজজীকে দেখিতে দেখিতে হাঁসপাতালের ডাক্তার ও কর্ম্মচারীগণের বিস্ময়ের আর শেষ নাই ! তাঁহারা ইহার পূর্ব্বে একপ অখণ্ড দৈহিক-দৈবিক মালিন্য রহিত—চিন্ময় ভাব-বিলাসীকে দর্শন করেন নাই !

মহারাজজী যে কক্ষে—যে পালঙ্কে শায়িত হইলেন—সেই স্থানটি অচিরেই মহাতীর্থে পরিণত হইল ! দূর দিগন্ত হইতে বহু সন্ত মহাত্মাগণ মহারাজজীর দর্শন বাসনায় ছুটিয়া আসিতেন—তাঁহারা মহারাজজীর সামান্য সেবায় ধন্য হইতেন ! সমগ্র হাঁসপাতালটি অচিরেই ভক্ত-ভগবানের মধুর প্রেমালাপে মুখর হইয়া উঠিল !

এইরূপে দুই একদিন ব্যতীত হইলে—মহারাজজীর একটি ভক্ত—মহারাজজীর নিকট উপস্থিত হইয়া পরম কাতর কণ্ঠে মহারাজজীকে বলিলেন—মহাবাজজী! আপনার এখানে কত কষ্ট হইতেছে!

এই কথা শুনিবা মাত্রই মহারাজজী পবম আনন্দিত চিত্তে ভক্তকে বলিয়া উঠিলেন—কষ্ট? কিসের কষ্ট? কৈ কষ্ট নেহী হ্যায়—দেখো কৈসা ঘর মিলা—কৈসা বিজলী পঙ্খা—কেতনা মহাত্মা হর রোজ মুঝে দর্শন দেতা! অর্থাৎ কষ্ট? কোন কষ্টই এখানে নাই—দেখ! কীরূপ সুন্দর ব্যবস্থা—কী মনোরম কক্ষ--কত মহাত্মা আমায় নিত্য দর্শন দানে সুখী করিতেছেন—ইহার অধিক সুখ আর কী হইতে পারে?

বাস্তবিক মহারাজজীর বিমল ভাষণটি চিন্ময় মাধুর্য্যে ভরা! মহারাজজী আজীবন সন্ন্যাসী—সামান্য পর্ণ কুঞ্জে অথবা বৃক্ষতলে শয়ন-উপবেশন কবিয়াছেন—ভক্তেব সামান্য সেবায় তিনি পরম তুষ্ট - এক্ষণে বর্ত্তমান যুগের সুসজ্জিত হাঁসপাতাল গৃহে তাঁহার যে কোনরূপ কষ্ট হইত পারে না—ইহাই মহারাজজীব চিন্ময় ভাষণের দিব্য লক্ষ্য। বস্তুতঃ—যত্র যত্র মহারাজজীর শুভাগমন—তত্র তত্র পরানন্দের দিব্য বিলাস—মহারাজজীর নিকট সামান্য নিবাসও ইন্দ্রপুরীর সকল ঐশ্বর্য্যকে ম্লান করে।

ভক্তটি মহারাজজীর দিব্য সম্ভাষণে—আপন মনে মহারাজজীর চিন্ময় রূপসুধাটি যৎকিঞ্চিৎ পান করতঃ পরম কৃতার্থ হইলেন এবং তাহাব সাথে সাথে অনন্য সন্ন্যাসী যে সর্ব্বাবস্থায় সদা সুখী—সদা প্রপন্নমতি—তাহা অনুভব করতঃ অচিন্ত্য ভাগবত ধর্ম্মের নিগূঢ় ধর্ম্মটি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন! বস্তুতঃ মহারাজজীর দিব্য সংলাপে ভক্তটি শান্তি পারাবারে পরম সুখে নিষ্ণাত হইলেন!

*　*　*　*　*

মহারাজজীর অলোকসামান্য দিব্য বৈভব সুধায় আকৃষ্ট হইয়া সকল শ্রেণীর সন্ত মহাত্মাগণ মহারাজজীকে আপন আপন মহারাজ

সম জ্ঞান করতঃ পরমানন্দ লাভ করিতেন—বাস্তবিক - মহারাজজী সর্ব্ব বন্ধন—সর্ব্ব সংস্কারের—পরম উর্দ্ধে নিত্য বিরাজ করিতেন! যদ্যপি তিনি আজীবন একনিষ্ঠ চিন্ময় শ্রীরামানন্দী বৈষ্ণব মহাত্মা রূপে দিব্য লীলা করিয়াছেন—কিন্তু তথাপি কী শৈব, কী শাক্ত, কী গাণপত্য, কী সৌর, কী ব্রহ্মচারী, কী উদাসী সন্ত—সকলেই মহারাজজীর পরম মধুর সঙ্গ লাভ হেতু বারে বারে তাঁহার দরবারে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মহারাজজীর দিব্য মাধুর্য্যে নিজ নিজ ভজন ভাবনায় প্রমুদিত চিত্তে বিহার করিয়াছেন! সকলেই কাশীপুরীর এই চিন্ময় মহাত্মাকে স্বয়ং কাশীশ্বর রূপে প্রেম পূজা করিযাছেন—মহারাজজীর দিব্য সেবায় তাঁহাদের মনের সকল সংশয় বিদূরিত হইয়াছে! বস্তুতঃ মহারাজজী যে সকলের মনের কথা বেশ বুঝিতেন তাহা একদা শ্রীধাম অযোধ্যবাসী এক মহাত্মার দিব্য কথনে সহসা প্রকাশিত হইল।

উক্ত সাধুটি প্রসঙ্গতঃ মহাবাজজীর সুসেবক অবনীজা শরণের চিন্ময় সৌভাগ্যের সুযশ কীর্ত্তন করতঃ বলিতেছিলেন—যে আপনি বড় ভাগ্যবান—মহারাজজীর ন্যায় দিব্য শ্রীগুরু লাভে আপনার জীবন চরিতার্থ হইয়াছে!

মহাত্মাটি আপন ভাবমগ্ন দশায় বলিয়া চলিলেন—আপনার মহা-রাজজী যে পরম সিদ্ধ পুরুষ--ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আমি বহুবার শ্রীধাম অযোধ্যা হইতে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি! তিনি নিরন্তর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সময ব্যতীত কবিতেন—তাঁহার রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সিয়ারাম সিয়াধাম নাম উচ্চারণ করিতেই তিনি দুয়ার খুলিয়াই আমাব মনের সকল গোপ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেন! মহারাজজীর এই ঐশ্বর্য্য দর্শন করতঃ আমি বার বার ভাবিতাম—মহারাজজী কী করিয়া আমার মনের গোপন কথাটি অবগত হইলেন? বাস্তাবিক আপনার মহারাজজীর ন্যায় এরূপ উদার সন্ত

শিরোমণি কদাপি দর্শন করি নাই—আপনি তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতঃ যে অনন্য সৌভাগ্যে ভূষিত হইয়াছেন—বাস্তবিক তাহার তুলনা নাই! এই কথা বলিতে বলিতে ভক্তটি গদ গদ কণ্ঠে অবশেষে বলিলেন যে বস্তুতঃ মহারাজজী সকল সম্প্রদায়ের—সকল সমাজের—সকল ধর্ম্মের—চির সুন্দর মহাজন—মহারাজজী সকল সিদ্ধান্তের চিন্ময় রূপ—সকল শাস্ত্রের মুগ্ধ ভাষণ।

মহারাজজীর পাদপদ্মে উক্ত ভক্তটির নিগূঢ় প্রেম দর্শন করতঃ অবনীজা শরণ সবিশেষ দ্রবিত হইতেন—এবং ভক্তটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতঃ বলিতেন—হে সাধু! মহারাজজীর চরণে আপনার যেরূপ দিব্য প্রেম—তাহার বিন্দুমাত্রেরও অধিকারী হইলে আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া গণনা করিতাম।

মহারাজজীর দিব্য মর্য্যাদার ও চিন্ময় কর্ম্ম কুশলতার, বাস্তবিক কোন তুলনা নাই! এই পরম ভাগবৎ নিত্য আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়াও কুঞ্জের সামান্য বস্তুও কদাপি তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই! সাধু যে অন্তর ও বাহিরে নিরন্তর নির্ম্মল তাহা মহারাজজীর দিব্য আচরণে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিত—মহারাজজী যে স্থানে বাস করিতেন—সেই স্থানটি মহারাজজীর দিব্য সেবায় সতত আনন্দে ঝলমল করিত—কুঞ্জের কোথায় এতটুকু দৈন্য লক্ষিত হইত না—কোন্ ভক্ত প্রসাদ পায় নাই—তাঁহার প্রতি মহারাজজীর সদা জাগ্রত দৃষ্টি পড়িয়া থাকিত এবং সেই পরম কৃপাপাত্রকে মহারাজজী স্বয়ং স্বহস্তে ভোজন করাইতেন! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বহু দীন-দুঃখী ও সন্তগণ মহারাজজীর এইরূপ নিত্য সেবায় দিব্য ভোজন প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন! বস্তুতঃ সামান্য কীট পতঙ্গও তাঁহার এই দিব্য কৃপায় ধন্য! মহামতি তুলসীর বিমল ভাষণে মহারাজজীর চিন্ময় হৃদয়ের এই মধুর রূপটি প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

কোমল চিৎ দীনন পর দায়া।

অর্থাৎ—কী বলিব সে চিত্ত কত মধুর—কত কোমল
কত দয়া ভরা রে—
অসহায়ের বাপ-মা—গৃহহীনের গৃহ রে ॥
দয়ায় সরল সাধু মায়ার পার নাই রে।
সবার তবে হৃদয় ভরা অকাম প্রেম পারা রে ॥

সামান্য গৃহপালিত গো-মহিষাদি পশুগণ—মহারাজজীর এই চিন্ময় করুণায় স্থান লাভ করিত—পথে শকট চালকের আঘাতে গো-মহিষাদির চিৎকারে—মহারাজজী ব্যাকুল হইতেন—তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িত—এবং তিনি উঃ জানকীজী—জানকীজী—বলিয়া ব্যাকুল কাতরোক্তি করিতেন—বাস্তবিক তাঁহার এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিলে প্রাণ বিদীর্ণ হয়! মহারাজজী এই অসহায় জীবগণেব ত্রাণ হেতু—ইহাদের রক্ষা করণ হেতু—জগজ্জননী জানকীজীব কাছে—এই রূপ চিন্ময় কাতরতায়—অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করিতেন সন্দেহ নাই! ইহার সাথে সাথে মহারাজজী দিব্য মর্য্যাদার চিন্ময় অধিষ্ঠান ছিলেন! একাধারে তিনি যেরূপ নিত্য বিরহ দশায় ভজনানন্দে ব্যতীত করিতেন ঠিক সেইরূপ তিনি লোকচরিত্রে দিব্য মর্য্যাদার নিত্য সাধক রূপে সমগ্র সন্ত সমাজে চিরপূজ্য ছিলেন! অর্থাৎ অনন্য শ্রীবৈষ্ণবের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সেবায় মহারাজজী সতত জাগ্রতাবস্থায় বিরাজ করিতেন—এবং তাঁহার অন্তরতম নিগূঢ় মাধুর্য্যে—এই দুইটি চিন্ময় তত্ত্ব এক বিমল রসাবেশে আপ্লুত হইয়া সর্ব্ব বাণী পারের—নামানন্দে রূপায়িত হইত!

প্রসঙ্গতঃ মহারাজজীর দিব্য মর্য্যাদার একটি চিত্র দেওয়া যাইতে পারে! বলা বাহুল্য মহারাজজীর এই প্রাণারাম আচরণটি অনন্য ভেদ-ভক্ত্যাশ্রিত দিব্য পারমার্থিক তত্ত্বে চির মণ্ডিত!

মহারাজজী যখন প্রসাদ গ্রহণ করিতেন—মহারাজজী তাঁহার সেবক অবনীজা শরণকে বলিতেন - বাচ্ছা ফর্দা ফেক দেও! অর্থাৎ বাচ্ছা আড়াল করিয়া দাও! মহারাজজীর সম্মুখে তাঁহার শ্রীগুরু মহারাজজীর চিত্রপট বিরাজমান! মহারাজজী তাঁহার নিত্য কিঙ্করী—নিত্য সেবা-দাসী! অনন্ত স্বামী পদাশ্রিত দাসী কীরূপে তাঁহার প্রাণনাথের সম্মুখে ভোজন করিবেন? ইহা যে সতী সীমন্তিনীর নিত্য ধর্ম্মের প্রতিকূল—ইহা যে ব্রীড়া-বিড়ম্বিত সলাজ নববধূর দারুণ সরমের অঙ্গন—ইহা যে নিত্য দাসীর কলঙ্কিত আচরণ। মহারাজজী সতত আত্ম-স্বরূপে মগ্ন থাকিতেন—এতৎ কারণে তিনি আপন মহারাজজীর নয়নের সম্মুখে প্রসাদ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন—এবং এতৎ কারণে তিনি আপন সেবককে বলিতেন—বাচ্ছা ফর্দা ফেক দেও—মহারাজজী হ্যায়!

বলাবাহুল্য মহারাজজীর এই সামান্য চরিত হইতে তাঁহার অলোক-সামান্য দিব্য আত্ম জ্ঞান সততই ঝলমল করিয়া উঠে!

সাত

পূর্ব্ব কথিত মহারাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীসিয়ানাথ শরণজীর এক মাত্র পুত্র জানকীনাথ শরণ—মহারাজজীর আর একটি অন্তরঙ্গ পরিকর। দিব্য পিতার পরম মঙ্গলময় ইঙ্গিতে জানকীনাথ সামান্য পনের বৎসর বয়সে মহারাজজীর মুগ্ধ মায়াজালে চির আবদ্ধ হইলেন! বলা বাহুল্য মহারাজজীর এই পরম মাধুর্য্য-মণ্ডিত ব্যৎসল্য রসপূর্ণ মায়াজালটি সর্ব্ব বন্ধন ও ক্ষয় রহিত—ইহা যে অনন্ত আনন্দসিন্ধুর চিন্ময় লীলার

মুক্ত প্রাঙ্গন—তাহাই প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতঃ সিয়ানাথ শরণজী আপন পুত্রকে একদা বলিলেন—বালক! তুমি যদি সত্য সত্যই বিদ্যালাভ করিতে বাঞ্ছা কর—তাহা হইলে আর কালক্ষেপ না করতঃ আমার পরম পূজ্য শ্রীগুরু-ভ্রাতার পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ কর—অখণ্ড যোগ-জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভজন প্রমুখ সমগ্র পরম বিদ্যার—তিনিই হইলেন দিব্য অধিষ্ঠান—অধিক আর কী বলিব—তাঁহার দর্শন মাত্রে জীব নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যে ঝলমল করিতে থাকে। শ্রীযুগল রসবিহারের ললিত লাবণ্যে—এই দিব্য মহাত্মা সতত উদ্ভাসিত—অযাচিত করুণার দিব্য বরুণা-লয় সম তিনি চির আপ্তকাম—বাস্তবিক তিনিই পরম আনন্দের দিব্য মধুচক্র! তিনি এক্ষণে কাশীর পূর্ব্ব তটে একটি নৌকায়—অনন্য ভজন ভাবনায় নিমগ্ন—তুমি এখনই তাঁহার দর্শন লাভে কৃত-কৃতার্থ হও!!

পিতার দিব্য বচনে বালকের অন্তরাত্মা সহসা যেন আপনি বিকশিত হইল—কাহার ইঙ্গিতে তাহার পূর্ব্ব সংস্কারগুলি সহসা জাগ্রত হইল। বালকটি স্বভাবতঃই ছিলেন ভজন-মুখীন—এক্ষণে পিতার অনন্য করুণায় তাঁহার চিত্ত—মহারাজজীর দিব্য দর্শন বাসনায় ব্যাকুলিত হইল। বালকটির মনে হইল তিনি যেন তাঁহার চির প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেন এবং ইহার অনন্য প্রকাশে বালকটির নয়ন দুইটি দিব্যানন্দে প্রদীপ্ত হইল! অতঃপর ভাব গদগদ্ দশায়—কোন প্রকারে পিতা-মাতার চরণ প্রান্ত প্রণাম করতঃ সিয়ানাথ শরণজীর একমাত্র পুত্র একদা শুভক্ষণে রাঁচি হইতে একাকী কাশীপুরী যাত্রা করিলেন!

মৃত্যুঞ্জয়—বালকটির গৃহস্থ নাম। বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয় বিনা—কে এরূপ শ্রীরাম সুধা-চন্দ্রিকার দিব্য চকোর হইবার পরম সৌভাগ্য লাভে চরিতার্থ হইবেন? মৃত্যুঞ্জয়ের বুদ্ধি মার্জ্জিত—রুচি উজ্জ্বল—দীন বিনয়া-বনত আচরণ! নৈষ্কপট সরল্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্ময় গুণগুলি সদাই ভূষিত! উচ্চ বিদ্যালয়ে বালকটি সংস্কৃত শাস্ত্রের মেধাবী

ছাত্র রূপে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—মৃত্যুঞ্জয় যে অচিরেই একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিদ্বৎজন হইবেন—এই বিষয়ে তাঁহার শিক্ষক ও মুগ্ধ সহপাঠী বন্ধুগণের -- বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না !

বাস্তবিক শ্রীমহারাজজীর দিব্য লীলা-লালিত্য—সর্ব্ব মন-বাণী পার—তাহা না হইলে কীরূপে সুদূর রাঁচি নিবাসী একটি সামান্য বালকের হৃদয় এইরূপ চিন্ময় আনন্দ শিহরণে সহসা উদ্বেলিত হইবে ? মহা· রাজজীর দিব্য চরিত্রের—অশেষ আস্বাদন ! শ্রীকিশোরীজীর চিন্ময় করুণায় —মহারাজজী জনে জনে—দিব্য রূপে—দিব্য রাসে নিত্যই নব নব আনন্দ বিহার করিতেছেন—নিত্যই নব নব মাধুর্য্যের বিস্তার করি-তেছেন ! এক্ষণে মৃত্যুঞ্জয়ের ন্যায় একটি দিব্য কোমলমতি সরল ভক্ত হৃদয়ে—মহারাজজী অভিনব কৌতুক নাট্যে মুগ্ধ বিনোদ করিতে বাঞ্ছা করিলেন ! ইহাই বাস্তবিক, মহাভাগবতের দিব্য মহাপ্রকাশ—ইহাই শ্রীবৈষ্ণবের মহারাস চরিত্রের বিমল সুরভি।

এক্ষণে অনন্য ভজনানন্দী পিতার দিব্য করুণায় মৃত্যুঞ্জয় অচিরেই কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তথায় যথামতি প্রেম পুরঃসর গঙ্গা স্নান ও বিশ্বনাথ পূজা-দর্শন করতঃ পরম উৎকণ্ঠিত চিত্তে মহারাজ-জীর দর্শন লালসায় কাশীপুরীর ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা গঙ্গার অপর তটে একটি বজ্‌রা—তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল ! কাশীর পূর্ব্ব তটে বজ্‌রাটি দর্শন মাত্রেই বালকটির হৃদয় আনন্দে ডগমগ হইল এবং কোনরূপে হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ একদা ঊষা লগ্নে মৃত্যুঞ্জয় – মহারাজজীর পাদপদ্মে উপনীত হইলেন এবং দিব্য মহাত্মার মুগ্ধ দর্শনে প্রাণের এক অব্যক্ত মূর্চ্ছনায় মৃত্যুঞ্জয়--বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন ! বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয়ের সেই অচিন্ত্য দশাটি অবলোকন করিলে মনে হইবে মা-হারা বৎস যেন বহুদিন পরে মায়ের ক্রোড় পাইয়া আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে ! মহারাজজীও সহসা

আগত বালকের দিব্য ভাবে পরম আকৃষ্ট হইলেন—এবং তাঁহাকে বক্ষে অলিঙ্গন করতঃ মধুর কুশল বর্ত্তায় তাঁহার চিত্ত মুদিত করিলেন!

বালকটি অতঃপর মহারাজজীকে আপনার সমগ্র পরিচয় ব্যক্ত করিলেন! মহারাজজী বালকটির সমগ্র সংবাদ অবগত হইয়া পরম প্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে বলিলেন—আপ মেরা ভাই সিয়াবাথ শরণজী কা পুত্র হৈ—বহুত আচ্ছা—আপ রাঁচিকে আ রহে হৈ—আপ বালক হ্যায়—আপকো বহুত কষ্ট ভয়া—আভি বিশ্রাম করিয়ে! অর্থাৎ তুমি আমার গুরুভ্রাতা সিয়ানাথ শরণজীর পুত্র! তোমার পরিচয়ে আমি খুসী হলাম! বালক! তুমি বহুদূর হইতে আসিতেছ—এখানে আসিতে তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হইয়াছে—এক্ষণে তুমি বিশ্রাম কর!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজী শিষ্য-সেবক ও অনুরাগী ভক্তগণের সাথে বিশেষ সম্মানসূচক বাক্যে আলাপ করিতেন—এবং যে কেহ তাঁহার নিকট আসিতেন তাঁহাকেই তিনি সপ্রেমে বার বার জিজ্ঞাসা কবিতেন—আপ কাঁহা সে আ রহে—কৈ সে আয়া? অর্থাৎ তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? কী প্রকার এখানে এলে?

আগন্তুকের প্রতি মহারাজজীর এই নিগূঢ় জিজ্ঞাসাটি সামান্য প্রতীত হইলেও বাস্তবিক, ইহা সামান্য নহে! ইহা একদিকে যেরূপ অনন্য ভজন মাধুর্য্যে চির-মণ্ডিত অন্যধারে সেইরূপ ভক্তজনের প্রতি মঙ্গল অভিলাষে যে সতত পূর্ণ—তাহা তাঁহার দিব্য ভাষণটি সামন্য বিচার করিলে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে!

মহারাজজী নিত্য বিদেহ দশায় আপন অন্তঃপুরে আপনি মগ্ন থাকিতেন এবং সততই শ্রীকিশোরীজীর নিত্য লীলা স্মরণে ব্যতীত করিতেন! এক্ষণে যে কেহই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন—মহারাজজী তাঁহাকে নিজ ইষ্ট শ্রীকিশোরীজী সম অবলোকন করিতেন এবং এতৎ কারণে সকলের সাথেই তিনি বিশেষ মানপ্রদ সপ্রেম আচরণ

করিতেন! আপ কাঁহা সে আয়া—এই দিব্য জিজ্ঞাসার অন্তরালে মহারাজজীর অন্তরাত্মা যে সততই শ্রীকিশোরীজীর নিত্য নিবাস মিথিলা-পুরীর সংবাদ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইত —তাহাই প্রতিপন্ন করে এবং কৈসে আয়া—অর্থাৎ কী রুচির লীলায় শ্রীকিশোরীজী এক্ষণে মিথিলা-পুরীর হইতে কাশীধামে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন—তাহা শ্রবণ লালসায় সতত ব্যাকুল! বাস্তবিক ইহাই মহারাজজীর সকাতর জিজ্ঞাসার অনন্য অন্তরঙ্গ চিন্ময় পরিচয়!

মহারাজজীর জিজ্ঞাসার অপর রূপটিও অশেষ বাৎসল্য রসপূর্ণ ও সেবকের অনন্য কল্যাণ চিন্তায় পর্য্যবসিত! কাঁহা সে আয়া—কৈসে আয়া—অর্থাৎ কত দূর হইতে আসিতেছ—এবং কেমন করিয়া এলে? অর্থাৎ যথাযথভাবে পথের মশুল দিয়া আসিয়াছ কিনা ·ইহাই মহা-রাজজীর দিব্য জিজ্ঞাসার যে মূল লক্ষ্য ছিল তাহা প্রসঙ্গতঃ একটি জিজ্ঞাসায় বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল!

একদা মহারাজজীর একটি রাঁচিনিবাসী সেবক মহারাজজীর নিকট উপস্থিত হইলেন- মহারাজজী তাহাকে ঐ একই প্রশ্ন করিলেন—কাঁহা সে আয়া—কৈসে আয়া? মহারাজজী জানিতেন যে উক্ত সেবক-টির বিশেষ আর্থিক সঙ্গতি নাই এবং যখন শুনিলেন যে সেবকটি রেলপথে যথাযথ মাশুল দিয়া কাশীধামে উপনীত হইয়াছে-- তখন মহারাজজী বলিলেন—হ্যাঁ বিনা টিকিট রেলমে মৎ বৈঠ না—ইস মে বৈষ্ণব বেষ আউর তিলক কা নিন্দা হোতা—অর্থাৎ হাঁ বিনা টিকিটে রেলে চড়া উচিত নহে—ইহাতে বৈষ্ণব বেষ ও তিলকের নিন্দা হয়!

বাস্তবিক মহারাজজী সর্ব্বতোভাবে সেবকবৃন্দের ইহলোকের ও পরলোকের দিব্য বন্ধু—এমত পরমাচার্য্যের প্রসঙ্গেই ভাগ্যবান সেবক নিরন্তর পারমার্থিক মার্গে সুখে বিচরণ করে!

এক্ষণে· মৃত্যুঞ্জয় দিব্য কাতরতায় মহারাজজীর পাদপদ্মে সমগ্র

নিবেদন করিলেন—মহারাজজীও বালকের অনন্য প্রপন্ন বৃত্তি অবলোকন করতঃ পরম তুষ্ট হইয়া ঐদিন প্রাতে তাহাকে শ্রীতিলক-কণ্ঠী পঞ্চমুদ্রা তথা মন্ত্ররাজে সুদীক্ষিত করতঃ শ্রীজানকীনাথ শরণ—এই শুভ নাম ভূষিত করিলেন এবং তাহার চিত্তের দিব্য উৎকণ্ঠা সুবিদিত হইয়া তাহাকে প্রেমঅলি—এই নিত্য নামে উদ্বুদ্ধ করিলেন! বাস্তবিক প্রেমঅলি সর্ব্বতোভাবে প্রেমমঞ্জরী দিব্য অলি! সেবকবরের প্রেম—অলি নামকরণে মহারাজজী—এই নব দীক্ষিত সেবকরত্নকে আপন অশেষ করুণায় প্রদীপ্ত করিলেন! বস্তুতঃ জানকীনাথ মহারাজজীর প্রথম দর্শনেই তাঁহার অন্তরঙ্গ লীলা পরিকরে কৃপান্বিত হইলেন!

অনন্তর প্রসাদ গ্রহণের পর মহারাজজী জানকীনাথের পৃষ্টোপরি সপ্রেমে আপন মঙ্গলময় কর-কমল স্থাপিত করতঃ বলিলেন—বৎস! এক্ষণে তুমি গৃহে যাও—বিদ্যাভ্যাস কর—আচার্য্যপদে উন্নীত হও!

জানকীনাথ শরণ বাষ্প-ব্যাকুলিত নয়নে মহারাজীর চরণে প্রণত হইয়া তথা তাঁহার দিব্য আশীর্ব্বাদে ভূষিত হইয়া নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তথায় পুনরায় যথাযথভাবে বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করিলেন! দেখিতে দেখিতে শ্রীগুরুর দিব্য কৃপায় জানকীনাথ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তথা সাহিত্য কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে পরম অধিকার প্রাপ্ত হইলেন! প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতা হেতু তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ পদকে ভূষিত হইয়াছিলেন—এবং তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কয়েকজন—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও কাব্য-সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জানকীনাথ শরণ সামান্য গৃহস্থের সন্তান—স্ত্রী-পুত্র কন্যা-আত্মীয় স্বজন লইয়া তাঁহার সংসার কিন্তু জানকীনাথের দিব্য সংস্কার—সংসারের মধ্যে আবদ্ধ নহে—নিরন্তর ভজন ভাবনায় তাঁহার চিত্তবৃত্তি সদাই রসময়—সদাই তদ্গত ভাবে নিমগ্ন! সংসার

জীবন নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন—তাহার বিষয়ে জানকীনাথ বাল্যকাল হইতে উদাসীন—জানকীনাথ সততই শ্রীগুরু পাদপদ্ম তথা শ্রীগুরু পরম্পরা অনুশীলন-ধ্যানেই নিমজ্জিত—শ্রীমহারাজজীর দিব্য লীলা-বৈভবেই জানকীনাথ মত্ত হইয়া থাকিতেন—এবং সংস্কৃত ও হিন্দি কাব্যে দিব্য ভাগবৎ পদ রচনায় অধিক সময় ব্যাপৃত থাকিতেন! সরল বালকের ন্যায় জানকীনাথের হৃদয়—সে হৃদয়ে মহারাজজীর সতত নিবাস। জানকীনাথ আপন হৃদয়ের দিব্য প্রেম-পূজায় মহারাজজীর মুগ্ধ যশোগাঁথা কীর্ত্তন করতঃ সুদূর রাঁচি হইতে কাশীপুরীতে মহারাজজীর নিকট প্রেরণ করিতেন। মহারাজজীও আপন বালকের আধো আধো মিঠা বাণীগুলি পান করতঃ পরম তৃপ্ত হইয়া দিব্য বালককে নব নব আনন্দেব অঙ্গনে লইয়া যাইতেন!

বাস্তবিক জানকীনাথ শরণ শ্রীগুরু পাদপদ্মের লুব্ধ মধুকর—দিব্য রসজ্ঞান ও বিমল দৈন্য-ভক্তির অনন্য সংস্কারে জানকীনাথের চিত্তবৃত্তি গুলি ছিল সঞ্চারী রসানুলিপ্ত —নিরন্তর কৈঙ্কর্য্যের উজ্জ্বল উৎকণ্ঠার—চিন্ময় ভাব মাধুর্য্যের বিমল উদ্দীপনাব—জানকীনাথ সদাই ভিখারী নিত্য সেবায় সদাই অকুণ্ঠমতি। জানকীনাথেব পদ-লালিত্যে—তাঁহার হৃদয়ের এই বিশেষ গুণগুলি আপনি ফুটিয়া উঠে! মহারাজজীর প্রথম দর্শনে জানকীনাথ তাঁহার শ্রীগুরু মহারাজের দিব্য বন্দনা প্রসঙ্গে যাহা লিখিলেন হৃদয়ের মুগ্ধ মাধুর্য্যে তাহা যেরূপ উজ্জ্বল—চিন্ময় আস্বাদনে তাহা ততোধিক সুমধুর! শ্রীতিলক-কণ্ঠী বিভূষিত মহারাজ-জীর পরম মধুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে জানকীনাথ অবিরল প্রেমে তথা স্বতোৎ-সারিত মুগ্ধ ছন্দে গাহিযা উঠিলেন—

পঞ্চ সংস্কার সংযুক্তং পঞ্চমুদ্রা বিধারিণম্।
পঞ্চ কেশ সমাযুক্তং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥

ঈষৎ শ্মশ্রুযুতং কুর্চং ঈষৎ কেশাবলম্বিনম্।
ঈষৎ হাস্যমুখং নিত্যং সদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥
পীতাভং পীতবসনং পীতশয্যাসনাদিকম্।
উর্দ্ধ পুণ্ড্রকৃতং পীতং সদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥
তুলসীদাস শোভাঢ্যং যজ্ঞসূত্র-লসৎ-গলম্।
শ্রীরামেতি জপন্তং শ্রীসদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥
রবিতেজসমাযুক্তং জানকী জয় ভাষিণম্।
ব্রহ্মানন্দাম্বুধৌমগ্নং সদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥
ভক্ত্যার্ত্তিঘ্নং সদামোদং ভবাব্ধিস্তরণেতীরম্।
শ্রীমৎ পরমহংসং শ্রীসদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥
কাশীস্থং হনুমৎপার্শ্বে বৈষ্ণবাচার্য্যভূষণম্।
শ্রীরঘুনাথ প্রপন্নং শ্রীসদ্গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥

এক্ষণে অচিন্ত্য ভাগবৎ রসমাধুর্য্যে মহারাজজী তাঁহার এই নবীন কিঙ্করটিকে রসায়িত করিলেন—মহারাজজীর চিন্ময় লীলাবৈভবের দিব্য পরিকর রূপে জানকীনাথ শরণ অনন্য ভজন-ভাবনায় উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া চলিলেন!

জানকীনাথ প্রায়ই রাঁচি হইতে কাশীধামে মহারাজজীর সেবায় উপস্থিত হইতেন এবং একদা নয় মাস কাল মহারাজজীর পাদপদ্ম সেবায় অচিন্ত্য সুখে অভিসিঞ্চিত হইলেন! মহারাজজী তাঁহার বালককে মুগ্ধ ভজন-ভাবনায় নিরন্তর প্রদীপ্ত করিতেন! বালককে—শ্রীহনুমানজীর দরবারে পাঠাইয়া দিতেন এবং বলিতেন—যাও বাচ্ছা! হনুমানজীকে সিয়ারাম নাম শুনাও—শ্রীরাম চরিত মানস পাঠ কীর্ত্তন কর—ওহী সবসে বড়ে সেবা—আঁউর কৈ সেবা করনে নেহী হোগা—অর্থাৎ যাও

বৎস! হনুমানজীর নিকট স্থির চিত্তে উপবিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাণপ্রিয় সিয়ারাম নাম শুনাও—তাঁহার নিকট শ্রীরাম চরিত মানস কীর্ত্তন কর—ইহাই সকল সেবার শ্রেষ্ঠ সেবা—তোমায় আর অন্য কিছুই করিতে হইবে না!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজী আপন বালককে প্রায়ই বলিতেন দেখো! আঁখি সে মানসকা চোপাই পাঠ করতে রহো—আউর মুখমে সিয়ারাম নাম রটতা রহো—ইসমে জলদি জলদি হৃদয়মে ভাব স্ফুরণ হোতা! অর্থাৎ দেখ বালক! চক্ষের দ্বারা শ্রীরাম চরিত মানস পাঠ কর এবং মুখে সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন কর—এইরূপ অভ্যাসে রামায়ণের মার্ম্মিক রহস্যগুলি হৃদযে সহজেই প্রকাশ হইবে!

বলা বাহুল্য জানকীনাথ শরণ মহারাজজীর দিব্য প্রেরণায়—অচিরেই এই মুগ্ধ ভাবনায় সিদ্ধ হইয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন!

এতৎ প্রসঙ্গে ভক্ত প্রতি মহারাজজীর দিব্য সেবা চবিত্রটি পরম উল্লাসে সততই কীর্ত্তনীয়! নিত্য লীলা পরিকরের সহিত মহারাজজীর অনন্ত বিনোদগুলিই হইল—অখণ্ড ভাগবৎ রস-মাধুর্য্যের চিন্ময় সুরভি—ইহাই মহাভাগবতগণের অনন্ত বিলাস।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহারাজজী সততই ভক্তি চিন্তামণির অনন্ত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন—শরীর ধারণের জন্য তিনি তখন সামান্য ছাতু ও দুগ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই গ্রহণ করিতেন না! কিন্তু জানকী-নাথ শরণ তাঁহার নিকট থাকা কালীন—মহারাজজী স্বহস্তে আপন সেবকের জন্য প্রসাদ রন্ধন করিতেন। জানকীনাথ যখন দৈনন্দিন প্রসাদ তৈয়ার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন—মহারাজজী তখন আপন সেবককে সপ্রেমে বলিতেন—যাও বাচ্ছা। হনুমানজী কো নাম শুনাও—প্রসাদ আপসে আপ বন যায়েগা! অর্থাৎ যাও বৎস! হনুমান-জীকে নাম শুনাও—প্রসাদ আপনি তৈয়ারী হইয়া যাইবে!

বাস্তবিক অনন্ত আপ্তকাম শ্রীগুরুর কী মধুর ভাষণ—ভক্ত প্রতি ইষ্ট করুণার কী উচ্ছল গতি! মহাভাগবতের দিব্য বচনের কী চিন্ময় প্রাঞ্জলতা!

ভক্ত জানকীনাথও মহারাজজীর দিব্য প্রেরণায় হনুমানজীর দরবারে উপস্থিত হইয়া মধুময় সিয়ারাম নাম কীর্ত্তনে নিমগ্ন হইতেন আর এদিকে দিব্য জননী সম মহারাজজী স্বয়ং রন্ধন গৃহে উপস্থিত হইয়া ভক্তের জন্য প্রসাদ তৈয়ারী করিতেন!

দ্বিপ্রহরে হনুমানজীব মন্দির বন্ধ হইলে—জানকীনাথ যখন মহারাজজীর নিকট উপস্থিত হইতেন—মহারাজজী ভক্তকে প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেন। জানকীনাথ মহারাজজীর দিব্য বার্ত্তায় চকিত হইতেন—অনন্য কৃতজ্ঞতায় জব জর হইতেন এবং মহারাজজীর অপার চরিত্রেব মুগ্ধ স্মবণে চিন্ময় হইতেন এবং অতঃপর সামান্য বালকের ন্যায় আহারে প্রবৃত্ত হইতেন! মহারাজজীর ভক্ত সেবাব ইহাই শেষ নহে—ভক্ত আহার গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে—মহারাজজী দিব্য মাধুরীতে ভক্তকে বলিতেন—প্রেমমঞ্জরী প্রসাদ বনয়া—কৈসে ভায়া—অর্থাৎ প্রেমমঞ্জরী প্রসাদ তৈয়ার করিয়াছে—প্রসাদ কীরূপ হইয়াছে?

বাস্তবিক মহারাজজীর অনন্য বার্ত্তা—দিব্য রস-লালিত্যে—সতত চিন্ময়—ইহা শ্রবণে যেরূপ মধুর—অন্তর মাধুর্য্যে ইহা ততোধিক সুমধুর! মহারাজজীর নিরুপম আন্তরিকায় তাঁহার দিব্য ভাষণেব অন্তর রূপটি সততই আপনি ঝলমল করিয়া উঠে!

ভক্তরাজ হনুমানজীকে মধুময় সিয়ারাম নাম শুনাইলে—দিব্য ধামবাসী মুগ্ধা কিশোরী প্রেমমঞ্জরীর চিন্ময় সেবা নৈপুণ্যে প্রসাদ যে আপসে আপ বন যায়েগা—ইহাই মহারাজজীর মধুর বচনের মার্ম্মিক রূপ—অচিন্ত্য শুদ্ধতন—বিমল চন্দ্রতাপ সম—শ্রীযুগল মহারাস লীলার নিত্য কিশোরী—প্রেমমঞ্জরীর রুচির সেবা যে সতত দিব্য স্বাদ ও গন্ধযুক্ত—তাহা

অধিক বলিবার অপেক্ষা রাখে না—আপন মুগ্ধ লীলায় শ্রীকিশোরীজীর দিব্য সখী—প্রেমমঞ্জরী নিত্য মধুর।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীর প্রসাদ তৈয়ার করিবার ব্যবস্থাটিও ছিল বড় সরল ও সাবলীল। এক পাকে যাহা হয়—তিনি তাহাই করিতেন অর্থাৎ চাল-ডাল ও ব্যঞ্জনাদি সামান্য মশলা সংযোগে সিদ্ধ করিতেন এবং তিনি অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে ঐরূপ এক-পাকে প্রস্তুত ভোজনই গ্রহণ করিবার জন্য উপদেশ করিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীর এই একান্ত প্রপঞ্চ বিহীন রন্ধন প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দিব্য কথাটি জন-সমাজে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল।

একদা মহারাজজীর একটি ভক্ত সেবিকা মহারাজজীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন—তাঁহার সাথে মহারাজজীর সুসেবক জানকীনাথ শরণ ও আরও দুইটি গুরু ভ্রাতা আছেন। মহারাজজী ভক্তবৃন্দের কুশল বার্ত্তার পর তাহাদের বলিলেন—যাও হনুমানজী মহারাজকে নাম শুনাও—ওহী সবসে বড়ে সেবা হৈ! এক্ষণে উক্ত ভক্ত মহিলাটি পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন যে মহারাজজী ভক্তবৃন্দের জন্য স্বয়ং প্রসাদ তৈয়ারী করেন—কিন্তু উক্ত মহিলাটি থাকিতে মহারাজজী প্রসাদ রন্ধন করিবেন—ইহা মহারাজজীর সেবিকার নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হইল—তদুপরি মহারাজজীর নিকট চার পাঁচ জন ভক্ত উপনীত হইয়াছেন—এতজনের রন্ধন কার্য্যও সামান্য কথা নয়। ভক্ত মহিলাটি আপন মনে এইরূপ বিচার করিতে করিতে মহারাজজীর পদ প্রান্তে প্রাণের প্রার্থনা রাখিয়া বলিলেন—মহারাজজী! আজ্ঞা দিজিয়ে—প্রসাদ হম বনাগঙ্গা! অর্থাৎ হে প্রভু! কৃপা আদেশ করুন—অদ্যকার প্রসাদ আমিই প্রস্তুত করিব!

মহারাজজী কিন্তু সেবিকার প্রার্থনায় কোনরূপ সাড়া দিলেন না—তিনি পূর্ব্ববৎ মৌন দশায় আপন ভাবে আপনি মগ্ন রহিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল—ভক্তের কোন কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই!

ভক্ত সেবিকাটি কিন্তু মহারাজজীর ভাব যথাযথ বুঝিতে না পারিয়া উক্ত কার্য্য সাধনে বারবার তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন!

ভক্তের বারবার প্রার্থনায় মহারাজজী অনন্তর আপন মৌন ভাবের কারণ প্রকাশ করতঃ উক্ত মহিলা ভক্তটিকে বলিলেন—আপ লোক বহুত প্রপঞ্চ করতা হৈ—তিন চার কিসিম বনাতে হৈ—এইসা প্রপঞ্চ করেগা তব ভজন কব করেঙ্গা! অর্থাৎ তোমরা স্বভাবতঃ বড় প্রপঞ্চশীল—বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন বিনা তোমরা সন্তুষ্ট হও না—তিন চার প্রকার ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করনে যদি সময় নষ্ট কর—তাহা হইলে ভজন কখন করিবে?

অনন্য সন্ন্যাসীর দিব্য ভাষণ শ্রবণ করতঃ উক্ত ভক্ত মহিলাটি তাঁহার প্রার্থনায়—মহারাজজীর এতক্ষণ নির্ব্বাকতার পূর্ণ পরিচয় অবগত হইলেন——রন্ধনশালায় নানাপ্রকারের ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করিতেই গৃহমেধীগণের অধিক সময় নষ্ট হয়! এক পাকে – সামান্য মসলা সংযোগে— ফিকা রুখা শুখাই হইল ভজনানন্দী মহাত্মার প্রসিদ্ধ ভোজন। ভক্ত মহিলাটি অতঃপর মহারাজজীর দিব্য কৃপা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া - ভক্ত সেবার জন্য সামান্য রুখা শুখাই প্রস্তুত করিলেন!

এতৎ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে মহারাজজীর নিকট আগত ভক্তবৃন্দ যখন প্রসাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন– মহারাজজী পরম সাদরে সকলকে লক্ষ্য করতঃ বলিতেন—কম খানা এবং তৎপরে আপন বাক্যের নিগূঢ় অন্তর রহস্যটি উন্মোচন করতঃ ভক্তবৃন্দকে বলিতেন—দেখো। কম খানে সে শরীর মে ব্যাধি নেহী হোতা—আউর আনন্দ ভি পুরা হতো—আউর ভোজন ভি সুন্দর হোতা—প্রসাদ কম পানা ঠিক হৈ! অর্থাৎ দেখ! কম আহার করিলে শরীরও সুস্থ থাকে—চিত্তও প্রসন্ন হয়—শরীর ও মনে আনন্দ থাকে এবং ভোজনও বেশ হয়—প্রসাদ কম গ্রহণ করাই উচিত!

এই ভোজন প্রসঙ্গে মহারাজজী তাঁহার গৃহস্থ ভক্তবৃন্দকে প্রায়ই

বলিতেন—এক টাইম ভোজন বনানা—দো টাইম ভোজন বনায়েঙ্গা তব ভজন কব করেঙ্গা—অর্থাৎ দিনে একবার ভোজন প্রস্তুত করিবে—রাত্রের ভোজন প্রাতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিবে! দিবস রাত্রে যদি কেবলমাত্র ভোজন প্রপঞ্চ লইয়া ব্যস্ত থাক—তাহা হইলে ভজন কখন করিবে?

বলা বাহুল্য অনন্য শিশ্নোদর-পরায়ণ সামান্য গৃহমেধী ভক্তগণ—চিন্ময় ভজনানন্দী দিব্য মহাত্মার—এই বিমল বচনটিকে কতটুকু সার্থক রূপায়ণে সমর্থ হইতেন? প্রতি ক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইত—ইহা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে! অনন্য সন্ন্যাসীর দিব্য উপদেশটিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইল যে ত্যাগ-নিষ্ঠা-ধর্ম্মরতি ও বিবেক-বৈরাগ্যের প্রয়োজন হয়—তাহা একমাত্র অনন্য শ্রীগুরু কৃপা ব্যতিরেকে অন্যত্র সচরাচর লক্ষিত হইবার নহে। ইহাই বাস্তবিক মহাভাগবত যিশুখৃষ্টের দিব্য ভাষণ—

মার্থা! মার্থা! দাউ আর্ট কেয়ারফুল এণ্ড ট্রাবলড্ এবাউট মেনি থিংস্—বাট ওয়ান থিং ইস্ নীডফুল—অর্থাৎ মার্থা। মার্থা! তুমি বহু সমস্যা লইয়া ব্যস্ত—আমাদের সমগ্র প্রয়োজন কিন্তু একটি বিষয় লইয়া—ইহা কখনও ভুলিও না—এই চিন্ময় বিষয়-নির্লেপতার অনবদ্য রূপ!

বাস্তবিক মহারাজজী—শরীর মন তথা সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রতি নিরন্তর সংযম রক্ষা করিবার জন্য ভক্তবৃন্দকে বারবার সচেত বাণী উদ্গীত করিতেন। ভক্তের অনন্য কল্যাণ চিন্তায়—তাহার লৌকিক ও পারলৌকিক সুখ বিধানেই—মহারাজজীর নিত্য ধ্যান! বাস্তবিক এরূপ করুণাময় স্বামী যথার্থই তুলনা রহিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জানকীনাথ—মহারাজজীর অনন্য কাতর ভক্তের অন্যতম! জানকীনাথ রাঁচি হইতে নিত্য পত্র ব্যবহারে মহারাজজীর চিন্ময় লীলায় মগ্ন থাকিতেন! একটি দিব্য ঘটনায়—মহারাজজীর প্রতি জানকীনাথের নিগূঢ় প্রেমের মুগ্ধ পরিচয়টি যেরূপ প্রকাশিত হইল—তাহার সাথে ভক্ত প্রতি—মহারাজজীর চিন্ময় বাৎসল্য ধারা

ততোধিক উল্লসিত হইল! উক্ত ঘটনাটি সামান্য কথায় নিম্নে যথামতি উদ্গীত করা হইল!

পরমহংসবর্জ শ্রীসিয়ালাল শরণজী মহারাজের কৃপা আদেশ অনুসারে মহারাজজী শ্রীকাশীধামে অচল বাস করিতেন! কিন্তু একদা ভক্ত প্রেমের দিব্য মর্য্যাদা হেতু তিনি কাশীধাম হইতে ষোল জন সন্ত মহাত্মা সহ রাঁচি যাত্রা করিলেন।

যথার্থ বলিতে কী মহারাজজীর এই দিব্য রাঁচি লীলাটি পারমার্থিক রসাভাসে চির সমুজ্জ্বল হইয়া রহিল—ইহা যে জগদ্গুরু শ্রীসিয়ালাল শরণজীর অনন্য গোপ্য লীলার একটি চিন্ময় অবদান—অনন্য মুগ্ধ করুণায—তাহা সমগ্র লীলাটিতে বেশ আপনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল!

মহারাজজীর আগমনে রাঁচিপুরীর গ্রামে গ্রামে সহসা আনন্দের বন্যা বহিল - দেখিতে দেখিতে পথেব চাবিপার্শ্বে পুষ্প-মাল্য সুশোভিত দিব্য তোরণ রচিত হইল সরল গ্রামবাসীগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সেবায় সমগ্র পরিবেশটি মধুর উৎসব-অঙ্গনে রূপায়িত হইল -এবং বিমল সন্ত মহাত্মাগণের অনন্য ভজনানন্দে সমগ্র রাঁচিপুরী দিব্য ধামে পরিণত হইল। দূর দূর প্রান্ত হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহারাজজীকে দর্শন বাসনায় ছুটিয়া আসিলেন – মহারাজজীর মুগ্ধ সেবায়—মহারাজজীর চিন্ময় সঙ্গ-সুখে –সমগ্র রাঁচিবাসী অখিল প্রেমানন্দে—ক্ষণের ন্যায় দিন ব্যতীত করিতে লাগিলেন।

মহারাজজীব এই দিব্য লীলাটি সত্যই পুরুষোত্তম শ্রীরামের দিব্য আরণ্যক লীলাটির কথা স্মরণ পথে উদিত করাইয়া দেয়! অরণ্য যাত্রা-কালে যত্র যত্র আনন্দকন্দ ভগবানের অভিগমন - তত্র তত্র সরলমতি নিগূঢ় ভ-ভ -ন্দর যে উচ্ছল গতি—তাহা মহামতির তুলসীর দিব্য গিরায় বেশ ফুটিয়া উঠিল! শ্রীরাম-সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের দিব্য রূপ সুধায় C ভক্ত চকোরবৃন্দ চির নিমজ্জিত রহিলেন—প্রসঙ্গতঃ তাহা উল্লেখ করতঃ : ামতি তুলসী গাহিলেন—

রাম লখন সিয়া রূপ নিহারী।
পাই নয়নফলু হোই সুখারী॥
সজল বিলোচন পুলক শরীরা।
সব ভয়ে মগন দেখি দেউ বীরা॥
বরণি ন জাই দসা তিন্হ কেবী।
লহি জনু রঙ্কনি সুবমণি ঢেবী॥
একন্হ এক বোলি সিখ দেহী।
লোচন লাহু লেহু ছন এহী॥
রামহি দেখি এক অনুরাগে।
চিৎওত চলে জাহি সঁগ লাগে॥
এক নয়ন ভরি মগ ছবি উর আনি।
হোহি শিথিল তন মন বব বাণী॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম লখন সীতার দিব্য রূপ হেরি।
সার্থক নয়নদ্বয় লভে সুখ ভারি॥
প্রেমাশ্রু সরস নয়ন পুলকিত অঙ্গ।
মগন হইল দেখি শ্রীযুগল রসরঙ্গ॥
সে দশা—সে প্রেম—কভু বলা নাহি যায়
দরিদ্র সহসা যেন লক্ষমণি পায়॥
দিব্য বচন কহি কেহ দেয় উপদেশ।
এ বিমল ক্ষণে লহ নয়নের মুগ্ধ পরমেশ॥
শ্রীরাম দেখিয়া পুন কেহ হইল পাগল।
অচিন্ত্য ভাবের মাঝে কোথা চলিল সরল
কেহ বা চিন্ময় রূপের চিত্র ভরি মনে।
হইল প্রেমেতে মগন দিব্য ক্ষণে ক্ষণে॥

বলা বাহুল্য অনুরাগী ভক্তবৃন্দ—মহারাজজীর একই চিন্ময় তনুতে শ্রীরামসীতা ও লক্ষ্মণের অর্থাৎ ভক্তি-ভগবান ও ভক্তের—আনন্দরাশির দিব্য আস্বাদনে—চিন্ময় প্রেমদশায় খান খান হইলেন।

বাস্তবিক মহারাজজী মুগ্ধ মায়ায় রাঁচিবাসীগণ অদ্যাবধিও জর্জ্জরিত—তাহারা যেন মহারাজজীকে নিত্য দর্শনে নিজ নিজ নয়নে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন -মহারাজজীর মধুর ভাবে—তাঁহার মধুর দর্শনে—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অবিরল আনন্দের নির্ঝরে—রাঁচিবাসীগণ যেন চির নিমজ্জিত! তদুপরি মহারাজজীর সাথী সন্তবৃন্দগণের দিব্য কুঞ্জ-গীতিকা আজিও জনগণের কণ্ঠে কণ্ঠে নিনাদিত—দিব্য ভজনানন্দের মুগ্ধ ঝংকারগুলি আজিও বনানীতে অনুরীণিত হইতেছে। ঐ তো সেই দিব্য কুঞ্জবালার—আপন প্রাণনাথের পদতলে—নিত্য কাতর ক্রন্দন—ঐ তো সেই অনন্য অনুরাগিনীর চিন্ময় মূর্চ্ছনা—

আপনা কমলপদ কাঁহিয়া দেখাইব
হে রঘুনন্দন স্বামী।
তব দুখ সহলো না পায়
হে রঘুনন্দন স্বামী॥
পবম দয়ালু আহাঁ গরীব নিয়াজু
হে রঘুনন্দন স্বামী।
কিয়ে দেলোঁ হমরা বিসরায়
হে রঘুনন্দন স্বামী॥
লাখ চৌরাশী হম ঘুনি ফিরি আইলো
হে রঘুনন্দন স্বামী।
আপনে শরণিয়া লিয়া লগই
হে রঘুনন্দন স্বামী॥

জাহি বিধি রাখু আঁহ আপনি শরণিয়া
হে রঘুনন্দন স্বামী।
কী জো ন সনেহিয়া উপায়
হে রঘুনন্দন স্বামী॥

বাস্তবিক অনন্য সরলমতি দিব্য বালার প্রাণনাথ পদে কাতর অভি-ব্যক্তিটি অন্তরের নিগূঢ় প্রেম-মাধুর্য্যে চির সুমধুর—একান্ত সেবাসুথৈক-মতি প্রণত-চিত্তের চিন্ময় সুরভিতে সমগ্র পদটি রুচির-মণ্ডিত! মহারাজ-জীর দিব্য দর্শন ও তাহার সাথে সাথে ব্যাকুলিত প্রাণের এই কাতর ক্রন্দন যে মহারাস লীলার দিব্য প্রকাশে উদ্বেলিত হইত—তাহা কোনরূপ সামান্য বাক্যে ব্যক্ত হইবার নহে! একান্ত অনায়াসমতি সাধু-কৃপায়—এই অচিন্ত্য মধুর ভাগবৎ রসসুধা প্রাণে প্রাণে আস্বাদন করিতে হয়!

এক্ষণে অখণ্ড ভাগবৎ গুণানুবাদ ও দিব্য কীর্ত্তনে রাঁচি নিবাসীগণ কী প্রকারে ক্ষণের ন্যায় এক পক্ষ কাল সুখে অতিবাহিত করিলেন—তাহা কেহ টেরও পাইলেন না—অনন্ত সুখের সায়রে দিবস রজনী কোথায় নিমেষের মধ্যে আপনাদের সর্ব্ব ব্যবধান হারাইয়া ফেলিল!

রাঁচিপুরীতে মহারাজজীর এই মুগ্ধ লীলা প্রসঙ্গে একটি দুর্লভ সেবকের ললিত চরিত্র সহসা আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল! মহারাজজীর এই অনন্য সেবকের নাম হইল—সিয়ারাম শরণ—লোকে তাঁহাকে কিন্তু পানওয়ালা বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। মহারাজজীর এই দিব্য কৃপা পাত্রটি দরিদ্র ঘরের সন্তান—সামান্য চাষ-আবাদ কার্য্যে কোন প্রকারে তাহার পরিবার-বর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া থাকে! কিন্তু অলৌকিক সেবা চরিত্রে মহারাজজীর এই ভক্তটি সমগ্র জন সমাজে চির প্রসিদ্ধ হইয়া রহিলেন—অসামান্য দৈহিক শক্তি ও অটুট মনোবলে—পানওয়ালা সকলের পূজ্য হইয়া রহিলেন!

মহারাজজী রাঁচিপুরীতে উপস্থিত হইলে—সিয়ারাম শরণ আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে—মহারাজজীর গাড়ীর নিকট আসিয়া সহসা সকলকে চকিত করতঃ মহারাজজীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন—এবং সমগ্র নগর বাসীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ-সমারোহের সাথে—পানওয়ালা লাফাইতে লাফাইতে মহারাজজীকে তাঁহার বিশ্রাম স্থানে লইয়া গেলেন!

সিয়ারাম শরণের এই পরম বালকোচিত দিব্য সেবকতা—মহারাজজী মনে মনে সাদরে অঙ্গীকার করিলেন এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের অনন্য প্রেম অবগত হইযা—পরম স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি আপনারে ভক্ত হস্তে তুলিয়া দিয়া—সমগ্র ভক্তবৃন্দেব মনোবাঞ্ছা পূবণ কবিলেন!

রাঁচিপুরীতে সন্ত বৃন্দের উপস্থিত কালে—পানওয়ালা ভাই—সমগ্র মহাত্মাবৃন্দের ভোজন-শয়ন-জলপান-দন্তধাবন পদপ্রক্ষালন-স্নান-পূজা প্রমুখ সকল প্রকারের সেবায় সতত আপনারে নিযুক্ত রাখিযা—মহাত্মাবৃন্দের অনন্ত আশীর্ব্বাদে ভূষিত হইলেন! বাস্তবিক সিয়ারাম শরণ প্রায় এক পক্ষ কাল বিনিদ্র বজনী যাপন করতঃ মহাত্মাবৃন্দের দিব্য সেবায় চরিতার্থ হইলেন!

যথার্থ বলিতে কী উক্ত পানওয়ালা ভাই—মহারাজজীর একটি দিব্য কৃপাপাত্রের অন্যতম! তাহা না হইলে কী করিয়া সামান্য এই গৃহস্থ সন্তান নিরবধি ভগবৎ ভজনে তৃপ্ত থাকিতে পারিবেন? শ্রীহনুমানজীর ন্যায় সিয়ারাম শরণের—দিব্য বলশালী তনু—হনুমানজীর ন্যায় নিরন্তর সিয়ারাম নামে উক্ত ভক্তটি নিমজ্জিত! দীর্ঘ দশ বার মাইল পথ সাইকেল সহযোগে অতিক্রম কালে মহারাজজীর এই কৃপাপাত্রটি এক হস্তে সাইকেল ধরিয়া—অন্য হস্তে মালা জপিতে জপিতে আপন স্থানে উপস্থিত হইতেন! উপরি উক্ত কথাটি সামান্য প্রতীত হইলেও—ইহা যে আদৌ সামান্য নহে—তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই—অনন্য শ্রীগুরু কৃপা ব্যতিরেকে

এই দিব্য অভ্যাসে—কেহ সচরাচর সিদ্ধ হইতে পারেন না !

বাস্তবিক উক্ত সিয়ারাম শরণের বিমল নিষ্ঠা ও প্রেমের তুলনা নাই। নিম্নে যথামতি তাঁহার একটি বিমল প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইতেছে !

একদা এক বোঝা পান লইয়া সিয়ারাম শরণ মিথিলা পরিক্রমায় উপস্থিত হইয়াছেন ! পথে পথে মধুর নৃত্য গীতে অসংখ্য জনমন মুগ্ধ করিতে করিতে সিয়ারাম শরণ পথ অতিক্রম করিতেছেন—তাঁহার দিব্য রসাল মূর্ত্তিতে -তাঁহার অন্তরের সরসিত ভাবটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে ! পরিক্রমা কারী ভক্তগণ তাঁহার দিব্য আনন্দাপ্লুত ভাবে বেশ মজিয়া উঠিয়াছেন— এবং সময় সময় প্রয়োজন মত তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে মসলাদার পান খরিদ করিয়া খাইতেছেন ! সমগ্র পরিক্রমা পথটি সিয়ারাম শরণ এইরূপে পান বিক্রয় করিতে করিতে তথা দিব্য ভজনানন্দ পান করিতে করিতে পরমানন্দে উদযাপিত করিলেন।

সিয়ারাম শরণকে প্রসঙ্গতঃ পান বিক্রযের কথা জিজ্ঞাসা কবা হইলে— তিনি সরল প্রাণে বলিলেন—আমি মহাবাজজীর গরীব সেবক ! মিথিলা পরিক্রমা করিবার মত আমার আথিক আনুকূল্য নাই—তাই পান বিক্রয় লব্ধ অর্থে আমার পরিক্রমার সমগ্র ব্যয়টি নির্ব্বাহ হয়—এবং উহার সাথে সাথে সন্তগণকে পান দ্বারা সেবা করা হয় ও তাঁহাদের কৃপায় সমগ্র মিথিলা পরিক্রমার দিব্যানন্দও লাভ হয়—ইহাই পানওয়ালা সিয়ারাম শরণের চরিতার্থ ভাগ্য !

বাস্তবিক—ইহাই দিব্য কারুণ্যের সমধিক গতি—ইহাই শ্রীগুরু কৃপার চিন্ময় অবদান ! এই দীন ভক্তের বিনম্র বন্দনায় বলিতে বাসনা হয়—

শ্রীগুরু চরণ চঞ্চরীক পরম ভাগ্যবান।
অনন্ত সেবার মুগ্ধ মূরতি ভক্তি অনির্ব্বাণ ॥
লহ লহ সখা এ দীন প্রণতি বারেক ফিরাও আঁখি।
তোমার মাঝারে নিত্য স্বরূপ অবাক হইয়া দেখি ॥

আট

মহারাজজীর অচিন্ত্য বিলাস-বৈভব—অন্তর ও বাহিরে যে সদা একরস—একধর্ম্মী—এক প্রাণ ছিল—তাহা তাঁহার দিব্য পত্রাবলীতে চির উদ্ভাসিত হইয়া রহিল! ভক্ত প্রতি মহারাজজীর এই পরম মধুর পত্রগুলি—অনন্য ভাব-সারল্যে তথা দিব্য জ্ঞানালোকে নিত্য সমুজ্জ্বল—সামান্য কথায়—সামান্য সেবায়—মহারাজজী সমগ্র সাধন রহস্যের তথা বিমল উপাসকের মর্ম্ম বাণীগুলি যেন রাখিয়া গেলেন! বাস্তবিক মহারাজজীর চিন্ময় প্রকাশে—এই পত্রগুলি অখণ্ড ভাগবৎ জীবনের এক-মাত্র অবলম্বন রূপে প্রতীত হইবে—সন্দেহ নাই। ভক্ত প্রতি যেরূপ দিব্য বাৎসল্য রস পূর্ণ—নিগূঢ় ধর্ম্ম রহস্যের বিমল স্বরূপ-মাধুর্য্যের পরম প্রকাশে পত্রগুলি সেইরূপ অলোকসামান্য! বস্তুতঃ সামান্য পোষ্টকার্ডে—সামান্য সরল বার্ত্তায়—একরূপ অনন্য উল্লাসপূর্ণ প্রেম বাণী—অশেষ সৌভাগ্যে কেহ কেহ লাভ করিয়া থাকেন! আলোচ্য অংশে মহারাজজী সময় সময়—তাঁহার নিত্য পরিকর জানকীনাথ শরণের সাথে যে পত্রালাপ করিয়াছিলেন—সেই পত্রাবলী হইতে কয়েকটি পত্র নিম্নে যথামতি ভাষ্য সহ অনুলিখিত হইতেছে! বলা বাহুল্য অনন্য উপাসকের চিন্ময় হৃদয় সাম্রাজ্য—সর্ব্ব ভাষা পর—সর্ব্ব ভাব পর—ইহা অনন্য ভজন ভাবনায়—নিত্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার মুগ্ধ প্রসঙ্গ!

সামান্য একটি পত্রে তিনি তাঁহার সেবককে লিখিতেছেন:—

প্রিয়বর বৎস শুভাশীর্ব্বাদ! মস্ত রহো। অষ্টপ্রহর আপনে দিব্য স্বরূপমে আরূঢ় রহো—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনী শ্রীকিশোরীজীকী সহচরী হো কর! নরপশুয়োঁকো আশ

মত কর—ইয়ে লোগ কাম-দাম আউর চমকে দাস হৈ—সন্তন কী সেবা—ভাব-ভক্তি—স্বরূপ ক্যা জানে! রাত্রি-দিবস মোহ রূপী নিদ্রামে সোয়ে পড়ে হৈ। সদা প্রসন্ন রহো—ঘবড়ানা নেহী—খুব সিয়ারাম করো! নাম রটনসে শান্তি মিলতী হৈ। শ্রীগুরুদেব জু কী জয়—শ্রীকিশোরীজী কী জয়—শ্রীবীর সাহেব কী জয়! আচ্ছে আচ্ছে কামোমে নানা প্রকার কা বিঘ্ন বাঁধায়ে হোতী হৈ! অস্তু প্রভু মোর রক্ষা করনা—মৈ তো আপকে চরণকে সমীপ একান্ত পড়াহুঁ—কহী অন্যত্র মৎ ফেকনা—এহী প্রার্থনা হৈ। ইতি—

উপরি উক্ত পত্রটির প্রতি বারেকমাত্র দৃষ্টি দান করিলে—ভাগ্যবান পাঠকের সমগ্র চিত্ত-কায়-মন পত্রের অন্তর্নিহিত—দিব্য আনন্দ-ঝরঝর চিন্ময় রসচন্দ্রিকায় নিমজ্জিত হইবে সন্দেহ নাই! বাস্তবিক কী উদার—কী বাৎসল্য রসদীপ্ত—কী অনন্য সুষমা মণ্ডিত—কী দিব্য বিজ্ঞান-ঝলমল—মহাভাগবতের অনন্য করুণা ধারা! পত্রের চিন্ময় সম্ভাষণ হইতে আরম্ভ করতঃ শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত—সেবকবরের নিরন্তন কল্যাণ চিন্তায় মহারাজজী সতত নিয়ত! বাস্তবিক অনন্য চিন্ময় ভজনানন্দীর হৃদয় সম্ভূত দিব্য শব্দ সংলাপের কী অপূর্ব্ব উল্লাস—প্রিয়বর বৎস শুভাশীর্ব্বাদ! পত্রের এইটুকুমাত্র পাঠ করিলেই সেবকের হৃদয় আনন্দে ডগমগ করিতে থাকে—শ্রীগুরু করুণার মুগ্ধ পারাবারে—সেবকের সমগ্র চিত্ত নিষ্ণাত হয়! সামান্য 'বৎস' কথাটির মধ্যে সেবকের প্রতি—নিত্য জননী সম—শ্রীগুরুর সমগ্র মমতা যেন উথলিয়া পড়িতেছে—শিষ্য নয়—সেবক নয়—বৎস! এই বৎস কথার অন্তরালে যে দিব্য স্নেহ আপন লীলায় আপনি মত্ত—তাহার প্রতি

কিঞ্চিৎ ধ্যান দিলে—ইহা সততই মনে হইবে যে শিষ্য ও সেবক সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ব্যবধান বিদ্যমান—বিনা বিচারে শ্রীগুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনে কুশলী ভক্ত শিষ্য পদের যোগ্য হয়—এবং অষ্ট প্রহর মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্য-নিপুণ ভক্ত ব্যতিরেকে অন্য কেহ সেবক হইবার অধিকারী নহেন! কিন্তু বৎস সম্বোধনে—শিষ্য অথবা সেবকের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত নাই! বাস্তবিক পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ হইতেও —ইহা অধিক মধুর—অধিক রসাল—অধিক প্রাণবন্ত!

বস্তুতঃ বৎসে ধেনু যথা রহে সাবধান—সেই মত এ স্থলে শ্রীগুরু আপন ভক্ত প্রতি সতত স্নেহপূর্ণ—এই দিব্য স্নেহাঙ্গনে ভক্তের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কোন প্রশ্নই উঠে না—ভক্ত-ভগবানের এই নিত্য প্রেম-মধুর সম্বন্ধে দিগ্-দেশ-কাল কিছুই—বিন্দুমাত্রও প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিতে পারে না—ইহা যেরূপ অবিরল—সেইরূপ সদা একরস!

এক্ষণে এই একটি মাত্র বৎস সম্ভাষণের দ্বারা শ্রীগুরু আপন ভক্তকে যেন সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন—ইহাই পত্রের শুভারম্ভ —তৎপরে বর্ষিত হইল ভক্ত প্রতি শ্রীসদ্গুরুর অনন্য মাঙ্গলিক—চিন্ময় শুভাশীর্ব্বাদ—এবং এই একটি মাত্র মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ উদগীত করতঃ শ্রীগুরু শিষ্যের সমগ্র অমঙ্গল বিদূরিত করিলেন—শিষ্যও যেন এই মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদের সাথে সাথে—নিত্য স্বরূপ-মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত হইলেন!

বাস্তবিক শ্রীগুরুর সমগ্র শুভাশীর্ব্বাদটি—ভক্ত প্রতি শাশ্বত মুক্তির অভয় বাণীতে পর্য্যবসিত—নিত্য জ্ঞানের চিন্ময় মাধুর্য্যে ঝরঝর! ইহাই শ্রুতির—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—বাক্যের পরমানন্দময় দিব্য মর্ম্ম রূপ!

ভক্তকে নিত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতঃ শ্রীগুরু অতঃপর বলিলেন—হে বৎস! সর্ব্ব দ্বন্দ্বাতীত ভূমি স্বরূপ-মাধুর্য্যে নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দে নিত্য বিরাজ কর। ইহাই জীবের মুক্ত স্বভাব—জীব সততই অখিল সান্দ্রানন্দময়ী

শ্রীকিশোরীজীর নিত্য সখী! শ্রীকিশোরীজীর দিব্য সহচরী হইয়া—তাঁহার চিন্ময় কৈঙ্কর্য্যে নিষ্ণাত হইয়া - হে বৎস! সতত আনন্দ পারা-পারে নিমগ্ন থাক! ইহা যে তোমার চিন্ময় স্বরূপ মাধুর্য্য—ইহা তুমি ক্ষণমাত্র বিস্মৃত হইও না। ইহাই তোমার শোকাতীত-দ্বন্দ্বাতীত নিত্য বিভূতিময় চিন্ময় তুরীয়াবস্থা! ইহাই তোমার নিত্য স্বরূপ!

অচিন্ত্য দিব্য নিত্য লীলা-প্রবিষ্ঠ শ্রীসদ্‌গুরু বলিয়া চলিলেন - হে বৎস! সামান্য গৃহমেধীগণ—এই নিত্য ভাবনার এতটুকু জানে? নরতনু ধারী হইয়াও তাহারা বাস্তবিক নবপদ বাচ্য নহে তাহারা আত্মজ্ঞান-শূন্য নররূপী পশু ব্যতিবেকে অন্য কিছুই নহে—বস্তুতঃ তাহারা অনন্য ভজনানন্দী মহাত্মার তথা তাঁহাব অষ্টযাম সেবা ভজনের কতটুকু মর্ম্ম অনুভব করিতে পারে? অনন্য ভক্তের দিব্য ভাবধারা কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? নিত্য স্বরূপ-মাধুর্য্যেব কতটুকু জ্ঞানই বা তাহাদের আছে? হে বৎস। এই সকল আত্মহননকারী সামান্য নর পশুগণ—বিষয়-বনিতা রূপী মোহময় রজনীতে সতত নিদ্রিত হে বৎস! তুমি দিব্য জ্ঞানে আরূঢ হও--তোমার স্বরূপ মাধুর্য্যে সতত বিহার কর।

অনন্য দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি অতঃপর যাহা বলিলেন তাহা আরও মধুর—আরও বাৎসল্য রসপূর্ণ। মহারাজজী উপরি উক্ত দিব্য ভাষণে সাধারণ সাংসারিক জীবের নগ্ন চিত্রটি—সেবকবরের নিকট উত্তোলিত করিযাছেন—সেই চিত্রটি পাঠ করতঃ সেবক হয়তো ভাবিতে পারেন যে তিনিও একজন নরতনুধারী সামান্য মানুষ! আপন সেবক যাহাতে ঐরূপ চিন্তা হইতে বিরত থাকেন এতৎ উদ্দেশ্যে মহারাজজী শিষ্যকে পুনরায় সচেত করতঃ বলিলেন – মা ভৈষী:—অর্থাৎ বালক তুমি ভয় পাইও না! হে বালক! তুমি দিব্য সংস্কারে মহামন্ত্র লাভ করিয়াছ—তুমি পুরুষ সিংহের মুক্ত সন্তান—খুব সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন কর—ইহাই পরমানন্দের দিব্য মহল -ইহাই পরম অভয়ের নিত্য নিধান—ইহাই পরম শান্তি লাভের

একমাত্র উপায় ! শ্রীগুরুদেবের জয়—শ্রীকিশোরীজীর জয়—হনুমন্তলালের জয়—তাঁহারা তোমার চির-মঙ্গল বিধান করুন !

হে বালক ! এই সংসার মরুতে—দিব্য ভজন রূপী মহামঙ্গলময় সাধনে বহু বাঁধা উপস্থিত হইবে—তাহাতে তুমি ভয় পাইও না—শুভকার্য্যে শত বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে—তুমি একান্ত—মনে ইষ্ট চরণে নিয়ত প্রার্থনা করিবে—নিত্য দীনার্ত্ত চিত্তে বলিবে—হে প্রভু ! আপনি আমায় রক্ষা করুন—আপনি আমায় সতত আপনার শ্রীচরণ সমীপে রাখুন—আপনার সুশীতল চরণ নিকুঞ্জ ব্যতিরেকে আমায় ভয়াবহ সংসার মরুতে দূরে ফেলিবেন না—আপনি ছাড়া আমার আব কেহ নাই—আপনিই আমার একমাত্র শরণ্য—আমি একান্ত আপনারই !

কী সরল—কী মধুর—কী দিব্য হৃদযের—চিন্ময় বিহার ! একবার মাত্র হৃদয় ভবিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারিলে চিত্ত সর্ব্ব ভয় মুক্ত হয়—প্রাণে নামিয়া আসে মহামঙ্গলময়ের দিব্য করুণা ধারা।

মহারাজজীর এই সামান্য পত্রে সহসা উদ্ভাসিত হইল অনন্ত উপাসকেব পরম মধুর চিন্ময় মন-মকুর—অনন্য প্রশান্তিতে—দিব্য নির্ভবা সুখে—সেই মহান আত্মা সতত ভরপুর।

* * *

আর একটি পত্রে মহারাজজী আপন দিব্য সেবককে লিখিতেছেন—

শ্রীবীরবর বৎস · শ্রীকিশোরীজীকে ইচ্ছা পর প্রসন্ন রহনা উপাসক কা মূখ্য কর্ত্তব্য হৈ।

হোই হৈ জো রাম রচি রাখা।
কো করি তর্ক বড়াবহি শাখা॥

এবং তৎপবে লিখিতেছেন—

তু আশা মৎ কর আনকী।
তোর শির পর রাম লখন শ্রীজানকী॥

বিশেষ ক্যা কহুঁ—

কাহু ন কোই দুখ সুখ কর দাতা।
নিজ কৃত কর্ম্ম ভোগ সব তাতা॥

শ্রীসিয়ারাম নামামৃত পান করৈ—শরীর রহে চাহে জায়—কুছ চিন্তা নেহী—জিসকী হৈ উহ জো চাহে সো করৈ —ইতি

উপরি উক্ত পত্রটিকে যথাপ্রসঙ্গে বিচার করিলে বলিতে হয় যে মহারাজজীর দিব্য সেবক জানকীনাথ—ভগবৎ ভজন-ভাবনার অনুপম পদ রচনায় মহারাজজীর মঞ্জুল করুণা প্রাপ্ত হইয়াছেন—তথা শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার ও দিকে দিকে সিয়ারাম নামামৃত বিস্তার করিয়াছেন—এতৎ কারণে মহারাজজী তাঁহার সেবককে 'বীরবর'—এই প্রিয় সম্বন্ধে ভূষিত করতঃ তিনি একাধারে যেরূপ ভক্তের বিমল প্রেম ও নিষ্ঠার জয়গান করিলেন তাহার সাথে সাথে ভক্তকে নিরন্তর ভাগবৎ ধর্ম্মে নিমগ্ন থাকিবার দিব্য—প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিলেন। যথার্থ বলিতে কী শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম রহস্যে—একমাত্র বীরবর হইলেন—বৈষ্ণব কুল চূড়ামণি অনন্য শ্রীরাম সেবক হনুমানজী! হনুমানজী নিরন্তর সিয়ারাম নাম রসালয়ে নিমগ্ন—এবং আপন দিব্য চরিত প্রসঙ্গে—সতত ভাগবৎ ধর্ম্মের বিস্তার করিতেছেন! এক্ষণে হনুমানজীর দিব্য অংশে ভক্ত বীরবর হইয়াছেন—এবং তাহার অনন্য করুণায় ভক্ত ভাগবৎ ধর্ম্ম বিস্তার-রূপ বিমল সেবায় মণ্ডিত হইয়াছেন! ইহাই বাস্তবিক ভক্ত প্রতি—বীরবর শব্দ প্রয়োগের নিগূঢ় অন্তর রহস্য!

পত্রের পরবর্ত্তী অংশটিও—মহারাজজীর ভক্ত প্রতি অসীম কারুণ্যে দিব্য ঢল ঢল! মহারাজজীর সেবক জানকীনাথ—সামান্য দরিদ্র গৃহস্থের সন্তান—ভগবৎ ভজনে—গৃহ-কূপ রূপ নানা জঞ্জালা—ভক্তকে সতত ভজন মার্গ হইতে দূরে রাখে—সংসারের বহুবিধ তাড়নায় ভক্ত সদাই জর্জ্জরিত—

ভক্তের হৃদয় সততই কষায়িত—স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন সকলেরই উপযুক্ত সেবা না হইলে—সংসার জীবনে নানা প্রকারের উৎপাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়! এই সংসার মরুতে উপাসক যাহাতে বিভ্রান্ত না হয় তথা ভগবৎ ভজনে নিমগ্ন হইয়া সতত প্রসন্ন থাকে—তাহাই উদ্গীত করতঃ মহারাজজী দিব্য করুণা ধারায় ভক্তকে বলিলেন—এই সমগ্র সংসার শ্রীকিশোরীজী দিব্য লীলা নিকুঞ্জ—শ্রীকিশোরীজী নানা রূপে—নানা বেষে জীবে জীবে—সুখ-দুখ-ভয়-ক্রোধ—মদ-মান রূপে লীলায়িত হইয়া অখণ্ড ক্রীড়ায় নিমজ্জিত! অনন্য উপাসক সংসারের সমগ্র দুঃখ-কষ্টগুলি যে কিশোরীজীর অনন্য ইচ্ছার রূপ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে—ইহাই চিন্তা করিবে এবং উপাসক এই দিব্য ভাবনায় আরূঢ় হইলে পূর্ব্বোক্ত শোক-তাপ-ভয়গুলি তৎক্ষণাৎ অনন্য আনন্দলীলায় রূপায়িত হইবে সন্দেহ নাই।

পুনরায় মহারাজজী ভক্ত প্রতি—অনন্ত যোগব্রতের—চিন্ময় প্রপন্নতার দিগ্‌দর্শন করাইয়া প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—সাংসারিক দুঃখ-কষ্টে ভক্তের অনুশোচনা করিবার কিছুই নহে—কারণ অনন্য ভক্ত রূপী চিন্ময় শিশু-পুত্রের নিরন্তর কল্যাণ তথা রক্ষণ চিন্তায়—জগৎ পিতামাতা সতত নিমগ্ন! ভক্ত সততই মায়ের কোলের ছেলে—তাহার কোনরূপ চিন্তার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই—এতৎ কারণে মহারাজজী আপন ভক্তকে বলিলেন—

তু মৎ চিন্তা কর আন কী।
তেরে শির পর রাম লখন শ্রীজানকী॥

অর্থাৎ— শোন্‌ রে শোন্‌ অভয় বাণী
তোর নিত্য স্বরূপ ধারা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ জানকী মাতার
তুই শিশু আত্মহারা॥

তোর নিত্য সেবার রত তাঁরা
যদি বুঝিস্ মনে মন ।
কারু কাছে সহায় লাগি
ভিড়বি না তখন ॥

অতি কঠিন মায়ার বাঁধন
সোজায় যাবার নয় ।
ইষ্টপদে দৃঢ় বিশ্বাস
করবে তারে জয় ॥

নিত্য স্বরূপ সুধায় ভাসি
খেল রে পরাণ খেল ।
দীনবন্ধুর মুগ্ধ দিঠি
তোর নিত্য প্রতিপাল ॥

ছোট্ট শিশু মায়ের ক্রোড়ে
যেমন সদাই বিনোদময় ।
নিত্য সুখে ভাসিয়ে সবায়
না জানে মায়া ভয় ॥

তাই বলি তুই কিসের তরে
ভাবিস্ অনুক্ষণ ।
নিত্য জ্ঞানে আরূঢ় হ'য়ে
মজরে ক্ষণে ক্ষণ ॥

বাস্তবিক ভক্ত প্রতি মহাভাগবতের কী উদার অভয় বাণী—ওরে! তুই কেন বৃথা চিন্তা করিস? তোর সতত রক্ষায়—তোর মাথার শিয়রে জগৎ পিতা মাতা শ্রীসীতারাম নিরন্তর বিদ্যমান! তুই সামান্য শিশুর ন্যায় তোর সকল চিন্তা—তাঁর চরণে সমর্পন কর!

কিন্তু এমন দিব্য জ্ঞান সংসার জীবনে কদাচিৎ দেখা যায়—ভগবৎ চরণে এমত প্রপন্নবৃত্তি—অনন্য সন্ন্যাসীগণের একমাত্র জীবনাধার! মহারাজজী, এতৎ কারণে, আপন ভক্তকে পুনরায় দিব্য জ্ঞান উপদেশ করতঃ বলিলেন—হে বৎস! সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সংসারের যথোচিত সুখ-দুঃখ লাভ করিয়া থাকে—দিব্য পারমার্থিক বিবেচনায় কেহ কাহারও সুখ-দুঃখের কারণ হইতে পারে না—বিচিত্র সংস্কার বশে জীব অবলীলা-ক্রমে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ভোক্তা হইয়া থাকে—এই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ না করিলে জীবের প্রাক্তন ক্ষয় হয় না—ইহাই জীবের প্রারব্ধ এবং প্রারব্ধ অবশ্য ভোক্তব্যং—ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত বিচার—ইহাই বিমল জ্ঞান! এই দিব্য জ্ঞানে আরূঢ় হইলে জাগতিক দুঃখ-কষ্টের জন্য জীব কাহারও প্রতি রাগ-দ্বেষ যুক্ত হইতে পারে না!

বাস্তবিক মহারাজজী—এই বিমল বচনে--ভক্তকে একসাথে অনন্য সন্ন্যাসীর ত্রিগুণাতীত প্রপন্ন ভূমিতে ও দিব্য জ্ঞান পন্থচারীর সাত্ত্বিক বিচার মার্গে লইয়া গেলেন—ভক্ত যাহাতে সহসা জাগতিক সুখ-দুঃখে পারমার্থিক মার্গ হইতে বিচ্যুত না হয়েন—ইহাই মহারাজজীর নিত্য ধ্যান।

কিন্তু এই দুইটি বিচার যাহার দিব্য করুণায় হৃদয়ে সতত উদ্ভাসিত হয়—মহারাজজী অতঃপর—সেই অনন্য ভজনানন্দীর একমাত্র অবলম্বন—চিন্ময় শ্রীনাম সুধায় অবতরণ করিলেন এবং ভক্তকে অনন্য ভজন ভাবনায় প্রমুদিত করতঃ বলিলেন—

শ্রীসিয়ারাম নামামৃত পান করৈ—শরীর রহে চায় জায়--কুছ চিন্তা নহী—জিসকী হৈ—উহ জো চাহে সো করৈ।

অর্থাৎ প্রিয়বর বৎস! নিরন্তর সিয়ারাম নামামৃত পান করিতে থাক—ক্ষণ ভঙ্গুর শরীর থাকুক বা যাক্—তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তিত হইও না—বস্তুতঃ এ শরীর যাঁহার—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন—ভক্তের—সে দিকে কোনরূপ দৃষ্টিদান করিবার প্রয়োজন নাই।

দিব্য শ্রীগুরুর ভক্ত প্রতি কী অপূর্ব অভয়ব্যঞ্জক বাণী—অনন্য উপাসকের প্রেম পন্থায় কী অবিচল নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা। ভক্তির দিব্য ভাষায় ঐ প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম রূপটি প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

হাম রাজী হৈ উসীমে জিসমে তেরা রজা হৈ—

অর্থাৎ হে প্রভু! তুমি যাহাতে সুখী হও—আমি তাহাতেই সুখী—আমার বলিযা কিছুই নাই- সবই তোমার।

মহারাজজীর বিমল বাণী যে অমিত ব্রহ্মতেজ সম্পূট—তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—সন্দেহ নাই। ইহাই বাস্তবিক শ্রীসদগুরুর ভক্ত প্রতি দিব্য কারুণ্য—ইহাই শ্রীবৈষ্ণব প্রাণারামের অনন্য বিলাস!

*   *   *   *   *

আর একটি পত্রে মহারাজজী আপন প্রিয়পাত্রকে লিখিতেছেন—

শ্রীপ্রিয় বৎস,

জেহি পব জেহি কর সত্য সনেহু।
সো তেহি মিলত ন কছু সন্দেহু॥

উপাসক কা উচিত হৈ কী আপনী ইচ্ছা কী উপাস্য দেব কী উপর নোছাওর কর দেবে—সুনায় দেবে—আউর প্রভু কী রুখকো দেখতা রহে—ধীরজ ধরে সরকার অন্তরযামী হৈ—জনরুচি পালনহার হৈ! আউর মন মরিকে ঘরমে ভজন-ভাবনা আচ্ছা হোগা এহী মেরা বিচার হৈ! আগে হোইহৈ সো জো সিয়া রচি রাখা! ইতি—

প্রসঙ্গতঃ বলিতে হয় যে জানকীনাথ শরণ মহারাজজীর নিকট কাতর প্রার্থনায় লিখিতেন যে--হে সরকাব! কীরূপে ভাগবৎ দর্শন প্রাপ্ত হইব? মহারাজজী ভক্তের এই উজ্জ্বল উৎকণ্ঠায় আনন্দিত হইতেন এবং দিব্য বিচার পূর্ব্বক ভক্তকে বলিতেন—বৎস! তুমি যদি ইষ্ট প্রতি যথার্থই সত্য স্নেহ ও বিমল প্রেমের অধিকারী হও —তাহা হইলে তোমার একান্ত অন্তর বাসনা পরিপূরিত হইবেই— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৎপরে মহারাজজী অনন্য উপাসকের বিমল ধর্ম্মটি বিস্তার করতঃ ভক্তকে লিখিলেন—ভক্তেব সর্ব্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকা কর্ত্তব্য—ভক্ত অনন্য প্রার্থনায় আপন মনোবাসনা উপাস্য দেবের চরণ কমলে সমর্পন করিবেন তথা আপন ইচ্ছার কথা দিব্য প্রার্থনায় তাঁহার নিকট নিবেদন করতঃ ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক ভগবৎ ভজনে নিমগ্ন থাকিবেন! বস্তুতঃ ভক্তের সতত রক্ষায ভগবান নিত্য বিরাজমান—এই দৃঢ় বিশ্বাসে ভক্ত হৃদয় পবিপূরিত হইলে—ভক্তের আর কোন ভয়ই থাকে না— ভক্তের সকল ইচ্ছাই যে ভগবান পূর্ণ করিয়া থাকেন-ইহাই যে তাঁহার নিত্য প্রতিজ্ঞা—এই অনন্য ভাবনায—যথার্থ ভক্ত হৃদয় সতত প্রতিষ্ঠিত—ইহাই নির্ম্মল উপাসকের দিব্য চরিত্র!

মহারাজজী দিব্য গিরায় অনন্য ভক্ত-হৃদয়ের চিন্ময় দিগ্দর্শন করাইয়া অতঃপর স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহাশ্রমবাসী ভক্তবৃন্দের আচরণীয় ধর্ম্মটি অঙ্কিত করতঃ আপন সেবকবরকে বলিলেন—যে গৃহে থাকিয়াই ভজন করাই হইল গৃহাশ্রমবাসীগণের মুখ্য কর্ত্তব্য—ইহাই তাহাদের পক্ষে সুখময় পন্থা! অনন্য সন্ন্যাসী ব্যতিরেকে—অন্যে কেহ একাকী নির্জ্জন ভজন মন্দিরে ব্যতীত করিতে সক্ষম নহেন—এবং একান্ত ত্যাগ ও নিয়ম নিষ্ঠায় দৃঢ়ব্রতী সাধু ব্যতিরেকে অন্যে কেহ সন্ন্যাস মার্গেও সিদ্ধ হইতে সক্ষম নহেন—এতৎ কারণে গৃহাশ্রমবাসী—অকারণে সংসার ছাড়িয়া

একান্ত বনালয়ে যাইলেও—সেখানেও টিকিতে পারিবেন না—ইহাতে তাঁহার ঘর-বার দুইই যাইবে। যথা সম্ভব মন মারিয়া অর্থাৎ চিত্ত মন ও কায়ের সংযম রক্ষা করতঃ গৃহে উপযুক্ত আহার ও বিহার সহ ভজনানন্দে থাকাই হইল ভক্তের প্রকৃষ্ট পন্থা—ইহাতে সমাজ ও সংসার দুইই রক্ষিত হয় তথা নিত্য ভজনানন্দের বিমল সুখও প্রাপ্ত হওয়া যায়!

দিব্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে ইহা সততই উপলব্ধ হইবে যে মহারাজজীর সরল অনুশাসনের মর্ম্মে মর্ম্মে ভাগবৎ ধর্ম্মের নিত্য রূপটি চির প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ঠিক অনুরূপ বিষয় প্রসঙ্গে ভক্ত প্রতি জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য মহাবাণীর অন্তর রূপটি হইল—

যুক্তহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থাৎ—উপযুক্ত করে যেবা আহার ও বিহার।
সর্ব্ব কর্ম্মে উপযুক্ত চেষ্টা রহে যার॥
উপযুক্ত নিদ্রা যার, আর জাগরণ।
দুঃখহারী যোগে হয় সুসিদ্ধ সে জন॥

বলা বাহুল্য ভক্ত প্রতি মহারাজজীর এই দিব্য বাণী গুলি অনন্য যোগ সম্প্রাপ্তির বিমল বিবেচনে চির ভাস্কর—বস্তুত মহারাজজীই হইলেন অখিল যোগ সাধন রূপ চিন্ময় তরুণ তপন সম—তাঁহার পরম মঙ্গলময় ভাষণ রূপ দিব্য কিরণ-মালায় ভিন্ন ভিন্ন যোগ সাধনগুলি ভক্ত হৃদয়ে আপনি প্রকাশিত হয়! বাস্তবিক কী অনন্য সারল্য ও দিব্য মাধুর্য্য-মণ্ডিত মহারাজজীর চিন্ময় প্রকাশ! অখিল শাস্ত্র-রহস্যের কী দিব্য নির্ঝর—সততই তাঁহার বিমল উপদেশে আপনি ঝড়িয়া পড়ে!

আর একটি পত্রে মহারাজজী আপন ভক্তকে প্রসঙ্গতঃ লিখিতেছেন –

স্বস্তি শ্রীপ্রিয়বর বৎস—আপতো খুব জানতে হৈ কি জব তক শরীর রহেগা—সংসারকা সংকট ছুটনেওয়ালা নেহী—শরীর নির্ব্বাহার্থ ভোজনাদি কা চিন্তা বহিবে করেগী ! অস্তু যাঁহা তক হো সকে সিয়াবাম নাম স্মরণ করতে - করাতে রহে—মালিক কী মর্জ্জি পর নির্ভর রহৈ—জো দুখ সুখ আপনে শরীর পর ভেজে—সাদর অঙ্গীকার করতে হুয়ে মস্ত রহৈ—অব কা চিন্তা—তন-মন-ধন-প্রাণ সবতো উন্হী কা হৈ—আউর মায়াকৃত পরিবার ভী উন্হী কা হৈ—উন্হী কে চরণ কমলমে নিছাওর কর দিয়া গয়া হৈ। অস্তু অভয় অশোচ রহৈ - উপদেশ ইহ হৈ লড়কা—পতোহু আদি সব শ্রীসিয়াবামজী কা আত্মা হৈ—উন্হীকা মায়া হৈ—অস্তু—আপ বিশেষ ইন লোগকে তর্প মনমে ভরণ পোষণ কী চিন্তা ন করকে –আপন স্বরূপ পর খেয়াল করৈ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীর ভক্ত জানকীনাথ শরণ সামান্য গৃহস্থের সন্তান—সংসার নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত উপার্জ্জন করিবার মত তাঁহার অবসর কোথায় ? ভগবৎ ভজনেই তাঁহার অধিক সময় ব্যতীত হয় ! মহারাজজী ভক্ত হৃদয়ের সকল কথাই বিদিত এবং উক্ত ভক্ত যাহাতে সংসার পীড়ায় অধিক দুঃখগ্রস্থ না হয়—তথা সংসার ধর্ম্ম ও ভগবৎ ভজনের মর্ম্ম রূপটি যথাযথ অবগত হয়—এতৎ কারণে—ভক্তকে প্রসঙ্গতঃ লিখিলেন—বৎস ইহা তো তোমার সুবিদিত যে যতদিন শরীর থাকিবে —ততদিন সংসারের নানাবিধ সুখ দুখ এই শরীরকে ভোগ করিতে হইবে। শরীর ধারণার্থে নানাবিধ চিন্তা অবশ্যই থাকিবে—ইহাকে কেহ অন্যথা করিতে সক্ষম নহে !

এই দুঃখকষ্টময় সংসার-জীবনে—একমাত্র সুখস্বরূপ সিয়ারাম নামামৃত

পানে মগ্ন থাকাই হইল—বিমল উপাসকের মুখ্য কর্ত্তব্য—ইহাই তাঁহার অনন্য ভজন ভাবনার দিব্য ধারা—ইহাই তাঁহার প্রাণের প্রাণ!

মহারাজজী ভক্ত প্রতি পরম সাদরে বলিয়া চলিলেন—হে বৎস! দিব্য বিচার মার্গে বিচরণ করিলে ইহা সততই উপলব্ধ যে ভক্তের নিজের বলিয়া কিছুই নাই -ভক্তের শরীর-মন-প্রাণ সকল বস্তুই তাঁহার ইষ্ট চরণে চিরতরে সমর্পিত—তাঁহার ইষ্টের কারুণ্যে ভক্ত দিব্য দেহ ধারণ করতঃ—ইষ্ট সেবার সৌভাগ্য লাভে চরিতার্থ হইয়াছেন! দিব্য লীলায়—ইষ্ট আপন ভক্তকে নানা রূপে আস্বাদন করতঃ আপন সুখে আপনি মগ্ন হইতেছেন—তথা অনন্ত কারুণ্য বিস্তারে চিন্ময় ভাগবৎ ধর্ম্মের মর্ম্ম-রূপটি প্রকাশ করিতেছেন—ভক্তের একমাত্র ইষ্ট-সেবাই হইল জীবন—ইষ্ট লীলায় ভক্ত সদাই মণ্ডিত—ইষ্ট সুখে সতত সুখী—ভক্ত একান্ত ইষ্টেরই—ইষ্ট ও ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব বলিয়া কিছুই নাই—হে দিব্য বালক! ইহাই বিমল বিচার—ইহাই অনন্ত ভজন কুসুম!

এক্ষণে পরম মঙ্গলময় ইষ্টের চিন্ময় ইচ্ছায়—ভক্তের নিয়ত প্রসন্ন থাকাই কর্ত্তব্য! বস্তুতঃ ভক্তের সমগ্র পরিবারবর্গই—ইষ্টের অনন্ত বিলাস মাধুর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে—তাহারা সকলেই ইষ্ট মায়ার দিব্য রূপ! ভক্ত-ভগবানের—এই দিব্য চিন্ময় সম্বন্ধে আরূঢ় হইলে—ভক্ত পরিবারবর্গের দুঃখ-কষ্টের জন্য অকারণে অধীর হইবেন না—অচিন্ত্য ইষ্ট লীলায় যে তাহারা নিত্য আবর্ত্তিত হইতেছেন—তখন ইষ্ট-কৃপায় ইহাই প্রতীত হইবে!

বাস্তবিক মহারাজজীর চিন্ময় মহাবাণীর অনুপম বিহার—অনুপম মাধুর্য্য—ইহা অনন্ত জ্ঞান সম্পুট! পত্রের প্রতি বর্ণমালা অনাবিল মাধুর্য্য ও দিব্য সারল্যে যেন সততই ঝর-ঝর! অখণ্ড বিমল প্রশান্তির চিন্ময় পারাবারে চিত্ত নিমজ্জিত না হইলে—এরূপ মধুময় সংলাপ যে হইবার নহে—তাহা বলিবার অধিক প্রয়োজন নাই!

আর একটি পত্রে মহারাজজী লিখিতেছেন—

প্রিয়বর বৎস! আপনে কহা কী দুষ্ট লোগ আকর নানা প্রকারকে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম পর খিল্লি উড়াতে আউর দুসরে লোগোকে পঁহুঁকাতে হৈ! সো ঠিক হী হৈ—উন লোগোকো উহী স্বভাব পড় গয়া—হম লোগোকো উচিত হৈ কি—

উমা জো বাম চরণ রত বিগত কাম-মদ-ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখহি জগৎ কা সন করহি বিরোধ॥

ইস লিয়ে—

সিয়ারামময় সব জগ জানি
কবিয় প্রণাম জোরি যুগ পাণি॥

জব হাম লোগ আপনে ভাব ভবে রহেঙ্গে তো উস হৃদয়মে ভী ভগবৎ ভাবকা উদয় হো জায়গা। অস্তু আপ আপনা কর্ত্তব্য করতে চলৈ—মস্ত রহৈ—সিয়াবাম নামামৃত কা প্যালা পিলাতে রহৈ—আউর শ্রীবাম চরিত্র সুধা সম্পূর্ণ প্রাণিয়োঁকে কর্ণ-পুটমে ভর ভর পিলাতে জাইয়ে—আউর জো কোইভি—দীনতা পূর্ব্বক—শ্রদ্ধাকে সহিত আর্ত্ত হোকর ভগবৎ শ.ণ হোনে আয়ে—উসে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মকা সুলভতা আউর কঠিনতা মার্গ প্রথম শুনা দীজিয়ে—ইস ধর্ম্মমে ইহ কঠিনতা হৈ কী—কণ্ঠী-তিলক-মালা-পঞ্চমুদ্রা নিত্য প্রতি প্রেম পূর্ব্বক ধাবণ করনা—আউর প্যাঁজ, লহসুন, টমাটর, পাত্তা গোভী, মসুর কী ডাল, খৈনী, তামাকু, গাঁজা, ভাঁগ, বিড়ি, মাস, মছলী ইত্যাদি নহী খানা পিনা—আউর সুগমতা ইহ হৈ কী—ইস মার্গ পর চলতে চলতে শরীরান্ত তক

নিবাহ লিয়ে তো জন্ম-মরণ তথা চৌরাশী লক্ষ যোনিয়া ভ্রমণ ছুট কর আনন্দ পূর্ব্বক ডঙ্কা বজাতে হুয়ে—শ্রীরাম ধামমে প্রাপ্ত হোকর নিত্যানন্দ সাগরমে গোতা লাগানা হোগা—ইহ সুখকা জো ভাগী বননা অঙ্গীকার করৈ তো উপরোক্ত কঠিনয়োঁকা তিলাঞ্জলি দে কর—তাল ঠোক কর—ইস মার্গমে আয়ে আউর নিত্য সিয়ারাম গায়ে—ইত্যাদি

সমাজের কেহ কেহ—বৈষ্ণব ভক্ত ও শ্রীতিলক-কণ্ঠীর প্রতি কটাক্ষপাত করিলে জানকীনাথ শরণ ব্যথিত হইয়া একদা মহারাজজীকে আপনার মনের দুঃখ জানাইলে—মহারাজজী দিব্য প্রেম ও বিমল জ্ঞান সন্মিত বার্ত্তায় ভক্তের সকল দুঃখ দূর করিলেন এবং তাহাব সাথে সাথে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুর রূপটি সমগ্র ভক্ত সমাজেব সমক্ষে তুলিয়া ধবিলেন!

মহারাজজী প্রসঙ্গতঃ লিখিলেন—প্রিয়বর বৎস! তুমি অনুযোগ করিয়াছ যে দুষ্ট লোকগণ নানা প্রকারে বৈষ্ণব ধর্ম্ম তথা তিলক-কণ্ঠীর পরিহাস করিয়া থাকে! ইহা তাহারা স্বভাবানুযায়ী ঠিকই করে—যাহার যেরূপ স্বভাব সে তদ্রূপই ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে যথার্থবিদ্‌গণ দুঃখিত হয়েন না—কারণ ভক্তগণ সর্ব্ব রূপেই তাঁহাদের পরম ইষ্ট—শ্রীরামকে অবলোকন কবেন—ভক্তগণ সতত কাম-ক্রোধ ও মদ-মান রহিত—তাঁহারা সকলেব মাঝে আপন ইষ্টকে অবলোকন করতঃ পরম প্রেম সহকারে সকলকেই প্রণাম করেন—কাহারও প্রতি রাগ ও দ্বেষ যুক্ত হয়েন না।

এতৎ কারণে বৈষ্ণব বেষধারী ভক্তগণের ব্যঙ্গ কারীগণের উপর অকারণে রুষ্ট না হইয়া—নিজ নিজ অনন্য ভজন ভাবনায় নিমগ্ন থাকাই হইল—ভক্তগণের একমাত্র কর্ত্তব্য! ভক্তগণ যদি নিরন্তর পবিত্র প্রেমভাবে মগ্ন থাকেন—তাহা হইলে তাঁহাদের অন্তরের স্নিগ্ধ সুরভি—অন্যের মনে প্রেমের

সঞ্চার করিবে—সন্দেহ নাই ! বৎস ! তুমি নিরন্তর সিয়ারাম নাম সুধা পান করিতে থাক এবং অন্য সকলকে পান করাও—এবং দিব্য প্রেম-ভাবে মগ্ন হইয়া শ্রীরামচরিত্র সুধা অন্যের হৃদয়ে ঢালিয়া দাও—এই পরা সুখময় সেবা হইতে তুমি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইও না !

এক্ষণে তোমার দিব্য সুখরাশ অবলোকন করতঃ যদি কেহ দীনার্ত্ত চিত্তে—প্রেম ও নিষ্ঠা পূর্ব্বক ভগবৎ শরণাগত হইতে কাতব প্রার্থনা করে—তাহা হইলে তুমি প্রথমেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের কঠিনতা ও সুগমতা—এই দুইটি দিক তাহার নিকটে তুলিয়া ধর। বৈষ্ণব ধর্ম্মের কঠিনতা হইল যে এই দিব্য রসালয়ে আশ্রয় লাভ করিলে—নিত্য প্রেমপূর্ব্বক তিলক-কণ্ঠী মালা মন্ত্র ধারণ করিতে হইবে—পেঁয়াজ, রসুন, টমাটো, বাঁধাকপি, মুসুরডাল, খৈনী, তামাক, বিড়ি, মাছ, মাংস প্রভৃতি বর্জ্জন কবিতে হইবে। তৎপরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের চিন্ময় সুগমতা প্রসঙ্গে বলিবে যে এই ধম্মে চলিতে চলিতে জীবনান্ত হইলে—ভক্ত জন্ম-মরণ রূপী চুরাশী লক্ষ যোনীব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া—দিব্য অখণ্ড মাধুর্য্যময় শ্রীরামধাম প্রাপ্ত হইয়া—নিত্য পরানন্দ-ময় সাগরে নিমজ্জিত হইবে।

এক্ষণে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সুগমতা ও কঠিনতা--এই দুইটি দিক যথা-যথ বিচার করতঃ যে ভক্ত অনন্য শ্রীযুগল সেবায় তৎসুখে সুখী হইবার উজ্জ্বল উৎকণ্ঠায়—এই দিব্য প্রেম মার্গ অঙ্গীকার করিবেন—তিনি অনায়াসেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরোক্ত কঠিনতাগুলি তিলাঞ্জলি দিয়া তথা বুক বাজাইয়া এই অচিন্ত্য প্রেমানন্দ পারাবারে ঝাঁপাইয়া পড়িবে ও নিত্য সিয়ারাম নাম সুধাপানে মগ্ন থাকিবে !

বাস্তবিক শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের—কী মধুর প্রস্রবণে মহারাজজীর দিব্য পত্রটি মণ্ডিত—মহারাজজী অন্তর ও বাহিরে যে সদাময় একরসময়—তাহা তাঁহার পত্রের প্রতি বর্ণে যেন ঝলমল করিতেছে ! ধন্য পত্র ! ধন্য তাহার চিন্ময় বাণী-বৈভব !

আর একটি পত্রে মহারাজজী আপন ভক্তকে লিখিতেছেন—

প্রিয়বর বৎস ! তুমহারা পাত্র মিলা—সমাচার জানা ! শুনো বেদ-পুরাণ শাস্ত্র সম্মত তথা—সন্ত ভগবন্ত মুনিয়োঁকে বচন হৈ—কি জো ব্যক্তি ইস সংসার অসার মে সুখ-সম্পত্তি তথা নানা প্রকারকে জ্ঞান বিচাব বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্ত করনা চাহে—উহ সব ভরোস ত্যাগি—সর্ব্ব উপায় ত্যাগি কর—ভগবৎ শরণাগত হো কর—নিত্য নিরন্তর সিয়ারাম স্মরণ করৈ—

বিগরী জন্ম অনেক কী সুধরৈ আবহী আজ।
হোই রামকে নাম জপ তুলসী ত্যাগি কুসমাজ॥

তথা— তুলসী জো সদা সুখ চাহিয়।
তো রসনা নিশি বাসর নাম রটৈ॥

বাচ্ছা সুখ কিসীমে নহী হৈ - ন ইস্ত্রিমে—ন লড়কেমে·· ন মাতামে—ন পিতামে—ন কুল কুটুম্বমে ! সুখ তো সীতারামজী কে নাম তথা উনকে শবণ মে হৈ—

জিম্হকর নাম লেত জগ ম্যহী।
সকল অমংগল মূল নশাহী॥
করতল হোই পদারথ চারি।
তেই সিয়ারাম কহউ কামারি॥ ইতি—

চিন্ময় সুখ-সম্পন্ন অনন্ত ভজন-ভাবনা দীপ্ত দিব্য জীবন লাভের বিমল চিত্র অঙ্কিত করতঃ - মহারাজজী পরম নৈষ্কপট সারল্যে প্রসঙ্গতঃ ভক্তকে উপদেশ করিলেন—বৎস ! মানব জীবনে ভগবৎ প্রাপ্তিই হইল

অখণ্ড পরমার্থ তত্ত্বের একমাত্র অপেল সিদ্ধান্ত! জীবের সাথে শ্রীভগবানের অনন্ত সম্বন্ধটি পরম সুখময়—পরম সরল—পরম উদার! জীব অজ্ঞান মায়ায় মোহপ্রাপ্ত হইয়া—নিত্য পিতামাতার সাথে তাহার শাশ্বত সম্বন্ধটি বিস্মৃত হইয়াছেন—এবং অসার সংসার মরুতে ভারবাহী উষ্ট্রবৎ নিত্য নানাবিধ দুঃখ-পীড়ায় জর্জ্জরিত হইতেছেন! বৎস! বৃথা মনমুখী সাধনে ভগবৎ তত্ত্বে পারংগত হইবার কল্পনা করিও না—এতৎ সম্পর্কে বেদ-পুরাণ শাস্ত্র সম্মত তথা ভক্ত মুনি ঋষি আচরিত দিব্য মার্গের কথা অবধান কর! তাঁহাদের উদার বাণী হইল এই যে—যে ব্যক্তি এই অসার সংসারে সুখ-সম্পত্তি তথা বিমল জ্ঞান-বিচার-বিদ্যা-বুদ্ধি প্রমুখ নানা প্রকার দিব্য ভাব প্রাপ্ত হইবার বাসনা করে—সর্ব্ব প্রয়াস ত্যাগ করতঃ তথা সংসারের সর্ব্ব আশা-ভরসা ত্যাগ করতঃ ভগবৎ শরণাপন্ন হওয়াই হইল—তাহার একমাত্র উচিত কর্ত্তব্য—এবং সেই দিব্য মার্গে সুখাসীন হইয়া নিত্য সিয়ারাম নামামৃত পান করাই হইল—তাহার একমাত্র পুনীত ধর্ম্ম।

মহারাজজী পরম সাদরে ভক্তকে বলিয়া চলিলেন—বৎস! বিগত জন্ম ও কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করা বৃথা—এবং তৎপরে ভক্ত-জীবনের অনন্ত উল্লাসপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের মধুর রূপটি উত্তোলিত করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে—মহারাজজী ভক্তকে বলিলেন—

তুলসী অনেক জন্ম বৃথায় কাটিল বিষয়-বনিতা ভোগে।
আর ঘুমাও না হও জাগ্রত এই দিনে—এই ক্ষণে।
প্রতিকুল সব বিঘ্ন ত্যজিয়া—লহ উজ্জ্বল নব সাজ।
শ্রীরাম চরণ বক্ষে ধরিয়া মগ্ন হয় গো ভজনে॥

তথা—

তুলসী ! যদি সুখ বাঞ্ছা করিস সতত রাত্রি দিনে।
তো সিয়ারাম নাম রসনায় রট দিব্য মুদিত মনে ॥

এই দিব্য মহাবাণী উদ্গীত করতঃ মহারাজজী তৎপরে ভক্তের নিকট বিমল সুখের যথার্থ স্বরূপটির সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—হে বৎস ! জাগতিক বিষয় প্রপঞ্চে—বাস্তবিক সুখ বলিয়া কিছুই নাই—সংসারের জনগণ যাহাতে সুখ আছে বলিয়া ধাবিত হয়—তাহাতে বিন্দুমাত্র সুখ নাই—সুখ স্ত্রী-পরিবারে নাই -পুত্র-কন্যায় সুখ নাই—মাতা-পিতায় সুখ নাই। সুখতো একমাত্র অখণ্ড আনন্দকন্দ শ্রীসিয়া-রাম নামামৃত পানে তথা তাহার অনন্য শরণেই বিদ্যমান—অন্যত্র কোথাও সুখ নাই ! মহারাজজী প্রসঙ্গতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে শ্রীনাম মহামঙ্গলের মুগ্ধ স্তুতি করতঃ দিব্য পরমার্থ-তত্ত্বের সম্বন্ধে ভক্তকে অনন্তর বলিলেন –

যাঁহার মধুময় নাম কণ্ঠে ধরিলে
সকল অমংগল হয় রে নাশ।
চিন্ময় সুখ অপবর্গ চারি হয় করগত
সেই তো সিয়ারাম সদা সুখের রাশ ॥

এ মত উদার—সব বেদ সার
মুনি ঋষি সাধু সবার প্রাণ ॥
উমা রে কহিল একদা পুরারি।
চিন্ময় সুখের দিব্য খান ॥

বাস্তবিক বিমল আপ্তকাম সন্ন্যাসীর কী দিব্য প্রেম সমন্বিত চিন্ময় কুশলী বার্ত্তা! অনন্ত সুখে হৃদয় উদ্ভাসিত না হইলে—অখণ্ড বেদ শাস্ত্রের এরূপ মর্ম্মবাণী—এমত মুগ্ধ সারল্যে উদ্‌গীত হইত পারে না! মহারাজজী অনন্ত সুখের দিব্য পারাবার--তাঁহার চিন্ময় বার্ত্তাগুলি অনন্ত আনন্দ লহরীর দিব্য প্রতীক ব্যতিবেকে অন্য আর কী হইতে পারে?

* * *

আর একটি পত্রে মহারাজজী একটি ভক্ত সেবিকার প্রতি একদা পরম সাদরে লিখতেছেন—

বাচ্ছী! জো কুছ সুখ-দুঃখ হানি-লাভ শ্রীজানকীজীকে ইচ্ছাসে শরীর পর আজায়ে সহেনা পড়েগা—থোড়ে দিন কী জীবন হৈ—সংসারী বিষয় বিলাস ক্ষণমাত্রকে সুখ লিয়ে সৌ করোড় জন্ম কী দুঃখ উঠানা আচ্ছা নহী! ভগবান কী ভক্তি অক্ষয় সুখ কী দানী হৈ—ইস লিয়ে—আপনা স্বভাব ত্যাগি—শান্তি ধারণ করিয়ে—নহী মানেগী তো ভরি পেট পছতায়েগী! মৈ সবকো ক্ষণমাত্রমে ইস লোক ছোড় কর হামারে পরমধাম শ্রীসাকেত লোকমে চলনা হৈ—বড়ে ঘর কী বহু হৈ—মেরে পতি শ্রীরাম লল্লাজী হৈ—ইতি—

অর্থাৎ—প্রিয় পুত্রী! সংসারের দুঃখ কষ্ট হানি-লাভের জন্য অযথা উদ্বিগ্ন হইও না—এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরে শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ইচ্ছায়—সুখ-দুঃখ, হানি-লাভ যাহা কিছু অবলীলাক্রমে উদিত হয়- ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সেইগুলিকে শান্ত চিত্তে অঙ্গীকার করাই হইল নিত্য জীবের ধর্ম্ম। দেখ! আমাদের দু'দিনের তরে এই সংসার ভ্রমণ—এবং এই

দিব্য মানব জীবনে ভগবৎ ভজন অবহেলা করতঃ বিষয়-বিলাস রূপ সামান্ত সুখাভাসে মগ্ন হইয়া—অনন্ত কোটি জন্মের দুঃখ ক্রয় করা কখনই বুদ্ধিমানের কাজ নহে! ভগবৎ ভক্তি ব্যতিরেকে অনন্ত সুখ—দিবা স্বপ্নের ন্যায় অলীক—ভগবৎ ভক্তিই হইল অক্ষয় সুখের নিত্য ভাণ্ডার। অতএব নিজ নিজ কঠিন স্বভাব পরিহার পূর্ব্বক যথাসম্ভব শান্তি ধারণ করাই হইল—পারমার্থিক জীবের মুখ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে হে পুত্রী! তুমি যদি তোমার কঠিন স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে যত্নশীল না হও—যদি তুমি ভগবৎ ভক্তির অনুশীলনে যথাযথ চেষ্টিত না হও—তাহা হইলে একদিন আসিবে—যখন তোমার অনুশোচনার অন্ত থাকিবে না। দেখ! ক্ষণিক মায়িক সুখের পিছনে সংসারের জনগণ কীরূপ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহারা ভাবিতেছে যে উক্ত সুখটি প্রাপ্ত হইলে—সেই সুখে তাহারা নিরন্তর নিমজ্জিত থাকিবে! কিন্তু এইরূপ চিন্তা একান্ত অমূলক!

দেখ! এক পলকে আমাদের এই জীবন শেষ হইতে পারে—সুতরাং এই অনিত্য জীবনের কথা স্মরণ করতঃ নিত্য সুখধাম ভগবৎ ভক্তির দিব্য আশ্রয় লাভে প্রচেষ্ট হও—ভুলিও না—ভগবৎ ইচ্ছায় এই মুহূর্ত্তেই আমাদের ইহলোক ত্যাগ করতঃ নিত্য পরলোক শ্রীসাকেত পুরীতে যাত্রা করিতে হইবে—জীব মাত্রেই—সেই দিব্য ধামবাসী আনন্দকন্দ ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীরামের কিঙ্করী! দেখ! মনে মনে বেশ ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ—আমরা স্বরূপতঃ সেই চিন্ময় পুরুষোত্তমের দিব্য ললনা—আমার সামান্য ক্ষণভঙ্গুর শরীরধারী জীব নহি—আমরা সামান্য ঘরের ললনা নহি—আমরা পূর্ণানন্দের নিত্য লীলা সহচরী—আমাদের সকলেরই একমাত্র প্রাণনাথ হইলেন—অশেষ চিন্ময় গুণগণ ভূষিত আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম!

বাস্তবিক কী অপূর্ব্ব ভাব-ভাষায়—কী মধুর সংলাপে—জীব-তত্ত্বের

দিব্য সার-সঙ্কলন ! ভক্ত প্রতি মহারাজজীর অচিন্ত্য শোভাময় বাণী-বৈভবের অন্তরালে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানধারা আপন মহিম লীলায় আপনি নন্দিত—শ্রীমদ্ভগবত গীতায় দিব্য কারুণ্যে তাহা প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

অর্থাৎ—হে জীব ! এই অনিত্য সুখময়—ঘোর মায়াময় সংসারে রাজর্ষির ন্যায় নিত্য স্বামীর ভজনা কর !

বাস্তবিক মহারাজজী দিব্য আচার-ব্যবহারে ও অন্তর ও বাহিরে শ্রীগীতোক্ত—অনিত্যমসুখং লোকমিং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্—এই মহাবাণীর কনক প্রতিম সম জন হৃদয়—সতত উদ্ভাসিত করিতেন ! অখণ্ড শ্রুতি শাস্ত্রের দিব্য মর্ম্ম রহস্যের চিন্ময় নির্ঝর সম—মহারাজজী সতত যে অচিন্ত্য করুণার দিব্য মহল ছিলেন—কোনরূপ বাণী বৈভবে তাঁহার বিন্দুমাত্রও যথাযথ উদ্গীত হইবার নহে—অনন্য সাধু কৃপায়—ইহা হৃদয়ের একান্ত অন্তরালে অনুভব কবিতে হয় ।

* * *

পূর্ব্ব কথিত রাঁচিনিবাসী সিয়ারাম শরণ (পানওয়ালা)কে একটি পত্রে মহারাজজী লিখিতেছেন—

বাচ্ছা আনন্দ রহো—খুব সিয়ারাম নাম কা উচ্চারণ করতে রহো—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ নহী সতায়েগা ! আজকাল পাখণ্ডী বহুৎ সংসারমে ভরে হৈ—ভগবৎ ভক্তি নাম রটন আদি—নিন্দা করতে হৈ—পরন্তু সাচ্ছা ভক্তকা দিল দিয়া নহী সকতে—নামকে প্রতাপসে সব প্রপঞ্চ নাশ হো জাতা হৈ ।

আপ নিশঙ্ক হোকর সিয়ারাম—জয় সিয়ারাম নাম কা ডঙ্কা বজায়া করো—বেড়া পার লাগ জায়গা—নিশ্চয় জান না!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মহারাজজীর এই দীন সেবকটি যে গ্রামে বাস করিতেন—সেই গ্রামবাসীগণ বৈষ্ণব ভক্তের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ করিলে—ভক্তটি ব্যথিত হৃদয়ে মহারাজজীর নিকট আপন মনোবেদনা প্রকাশ করেন! দীন-দয়াল মহারাজজী সেই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পরম সাদরে ভক্তকে লিখিতেছেন—

প্রিয় বৎস! সুখে থাক—সতত আনন্দে মগন থাক।

বাস্তবিক মহারাজজীর এইটুকু মাত্র উদার সম্ভাষণে ভক্ত হৃদয় আনন্দে ডগমগ করিতে থাকে—প্রেমে প্রেমে হৃদয় নাচিতে থাকে।

ভক্ত আনন্দে থাকিবে- সুখে থাকিবে—কিন্তু কি উপায় অবলম্বনে? এই কথা বিচার করতঃ মহারাজজী ভক্তকে দিব্য মার্গ উপদেশ করতঃ বলিতেছেন—যথা সম্ভব সিয়ারাম নাম উচ্চারণ কর—শ্রীনাম রটনের অমোঘ ফল—ইহাই অনন্ত শান্তির পারাবার! প্রপঞ্চময় সংসার-জীবনে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-রূপ প্রবল রিপুগুলি শ্রীনাম জাপককে বিন্দুমাত্র তাপক্লিষ্ট করিতে পারে না—অপর পক্ষে তাহারা নিজ নিজ শির নত করতঃ শ্রীনাম জপকের চির আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত হয়!

হে ভক্ত! অকারণে বিচলিত হইও না—এক্ষণে এই কঠিন কালে সংসারে বহু কুতর্কীর উদয় হইয়াছে—তাহারা নানা ভাবে—ভগবৎ ভক্তি ও শ্রীনাম জাপক ভক্তকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যাহাই করুক—যথার্থ ভক্ত হৃদয়ে তাহারা এতটুকু দাগ দিতে পারে না—ভক্ত শ্রীনাম প্রতাপে সংসারের সর্ব্ব প্রপঞ্চ হইতে সদা মুক্ত থাকে।

হে ভক্ত! তুমি নির্ভীক হইয়া—নিশঙ্ক হইয়া—সিয়ারাম নাম গর্জ্জনে রত থাক—শ্রীনাম ডঙ্কায় দশ দিক নিনাদিত কর—শ্রীনাম

প্রতাপে তুমি অনায়াসেই যে সংসার-সাগর পাড়ি দিবে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কী মধুর—কী মঙ্গলময়—কী দিব্য তেজ ও বীর্য্যব্যঞ্জক মহারাজজীর বিমল সংলাপ! পত্রটি পাঠ করিবামাত্র হৃদয় সর্ব্ব শঙ্কা রহিত হয় ও চিন্ময় নামানন্দে মন মাতিয়া উঠে! ইহাই বাস্তবিক অখণ্ড মাধুর্য্য সম্পন্ন দিব্য মহাত্মার চিন্ময় অভিব্যক্তি—ইহাই পরম অভয়ের বিমল বার্ত্তা—ইহাই শ্রীগুরু শিষ্যের অনন্ত সংলাপ! ভাগবৎ ধর্ম্মে—ইহার সম বা অধিক যে আর কিছুই—তাহা বিশেষ বলিবার কোনরূপ অপেক্ষা রাখে না!

জানকীনাথ শরণ একদা একটি পত্রে মহারাজজীর চিন্ময় চরিত্রের দিব্য গুণগান করতঃ একটি গুরুভ্রাতার সাহায্যে উক্ত প্রেম পত্রটি মহারাজজীর চরণে নিবেদন করেন। উক্ত ভক্তটি জানকীনাথ শরণ কৃত দিব্য স্তুতি পত্রটি মহারাজজীর নিকট উপস্থিত করেন! দিব্য উদাসীন তথা নিত্য ভজনানন্দী মহাত্মা সেই পত্রটির বিষয় বস্তু অবগত হইয়া আপন সেবক জানকীনাথ শরণকে প্রসঙ্গতঃ লিখিতেছেন—

প্রিয়বর বৎস! উন্হোনে পহড় কর সুনায়া! পরন্তু মৈ প্রসন্ন নহী হুয়া, কারণ ইহ কী—ইস শরীর মে—উহ দিব্য গুণোকা নিবাস নহী হৈ—আপকো কৈসে দিখলাই দিয়া! ঐসে ঐসে দিব্য গুণোকা নিবাস তো পরমাচার্য্যয়োঁকে হৃদয়মে রহতা হৈ, বিশেষ সময় শ্রীনাম রটনমে লাগনা চাহিয়ে! আউর ক্যা কহা জায় - থোরে মহঁ জানিহৈঁ সয়ানে। ইতি—

অর্থাৎ—প্রিয়বর বৎস! তোমরা পত্রটির বিষয় বস্তু পাঠ করিয়া শুনাইল - পরন্তু তোমার দিব্য যশোগাঁথায় আমি প্রসন্ন হইতে পারি নাই—কারণ, তুমি যে সকল অলোকসামান্য দিব্য গুণগণের বিচার করিয়াছে—এই শরীর—ঐ সকল গুণরাশির বিন্দুমাত্রেও ধারক নহে—

তুমি কী করিয়া এই শরীরে ঐ সকল গুণগুলি অবলোকন করিলে? বাস্তবিক যে সকল গুণগাণের কথা তুমি কীর্ত্তিত করিয়াছ—তাহা পরম পরমাচার্য্যগণের হৃদয় গুহায় নিবাস করে- এবং তাহাও অন্যের জানিবার কথা নহে!

এক্ষণে দিব্য বিষয় নির্লেপ চিন্ময় উদাসীন সন্ন্যাসী এইটুকু বিমল সংলাপে সামান্য ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবসান ঘটাইয়া ভক্তকে যথার্থ জ্ঞান উপদেশ করতঃ বলিলেন—জাগতিক বিষয়ে প্রপঞ্চে বৃথা সময় নষ্ট না করতঃ যথা সম্ভব মধুময় সিয়ারাম নাম্ন রটনে মগ্ন থাকাই হইল—উপাসকের দিব্য জীবনাধার—ইহাই পরম প্রেয়ঃ—ইহাই পরম শ্রেয়ঃ। তোমায় অধিক আর কী বলিব- ধীরমতি বিবেকী ভক্ত সামান্য ইঙ্গিতেই সমগ্র প্রসঙ্গ অবগত হইয়া থাকে।

মহারাজজীর এই চিন্ময় নির্লেপতায় জানকীনাথ শরণ যথার্থই দিব্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইলেন—এবং মহারাজজীর অখণ্ড মাধুর্য্যের দিব্য পারাবারে সহসা কোথায় হারাইয়া গেলেন! তাঁহার এই অকথিত প্রেমমগ্ন দশায় কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায় তাঁহার কণ্ঠে ঝরিয়া পড়িল দিব্য মহাত্মার মুগ্ধ আরতি-গীতি! শ্রীবৈষ্ণবের পূর্ণ প্রতিকৃতির উপর তাঁহার মানস নয়ন দুইটি স্তব্ধ করতঃ—অশেষ ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে জানকীনাথ আপন মাধুর্য্যে আপনি গাহিয়া উঠিলেন—

দয়াকে নিধান পুনি খান গুণগণ কে।
সিয় পিয় পরিকর অরু প্রিয়বর হৈ॥
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু প্রকাশমে পূর্ণ ইন্দু।
শরণ্য শরণ দুখহর সুখকর হৈ॥
সর্ব্ববিধ বিদ্যাভিজ্ঞ বেদ শাস্ত্র সূত্রজ্ঞ।
ধর্ম্মজ্ঞ কর্ম্মজ্ঞ স্বজ্ঞ প্রেম মধুকর হৈ॥

প্রীতি স্থান নীতি স্থান জ্ঞান ঔ বিজ্ঞান খান
প্রেমলতা রূপ প্রেম মঞ্জরী অপর হৈ ॥
প্রভুতত্ত্ব বেত্তায়োঁকে প্রিয়তম প্রীতিপাত্র ।
চিত্তহর্ষবর্দ্ধক সদ্‌গুণগণাগার হৈ ॥
দৈহিক দৈবিক অরু ভৌতিক সমস্ত বিঘ্ন ।
বাঁধায়োঁতে রহিত স্বজনোকে আধার হৈ ॥
উপদেশ কুশল হৈ করুণাকে মহল হৈ ।
সুকুশল সরল হৈ মহিমা অপার হৈ ॥
লোক ব্যবহার সদাচারকে ভাণ্ডার হৈ ।
পরলোক ব্যবহারকে তো পারাবার হৈ ॥

অর্থাৎ—দয়ার নিধান প্রভু গুণগণ ধাম রে ।
জানকীবল্লভ প্রিয় দিব্য লীলাচর রে ॥
করুণা উজ্জ্বল সিন্ধু দীনের আলয় রে ।
পরম প্রকাশে নিত্য পূর্ণ সুধাকর রে ॥
সেব্যের শরণ প্রভু নিত্য দুখহর রে ।
বিমল প্রসঙ্গে সদা দিব্য সুখকর রে ॥
সকল বিদ্যার স্বামী রহস্যে বিজ্ঞানী রে ।
বেদ শাস্ত্র পুরাণের চিন্ময় সুজ্ঞাতা রে ॥
কিবা কর্ম্ম কিবা ধর্ম্ম আত্ম তত্ত্ব কিবা রে ।
সর্ব্ব দিকে সু-অভিজ্ঞ প্রেম মধুকর রে ॥
নীতির নিধান পুনঃ প্রীতির নিকুঞ্জ রে ।
জ্ঞান-বিজ্ঞান রসের চিন্ময় সুপাত্র রে ॥

প্রেমলতার দিব্য রূপ মঞ্জরী সু-প্রেম রে।
সদা একরস চিৎ মুগ্ধা কিশোরী রে ॥
শ্রীরাম রসিক জনের দিব্য প্রেমপাত্র রে।
অনন্ত বিমল গুণের সুকুমার ধাম রে ॥
দৈহিক-দৈবিক-ভৌতিক বিবিধ সু-বাঁধা রে
সকল বিকার হ'তে মুক্ত সদাশিব রে ॥
কৃপার কনকপুরী উদার কুশলী রে।
উপদেশ সুমধুর দিব্য সরল রে ॥
দীননাথ সুকোমল নিত্য জ্যোতির্ম্ময় রে।
মহিমা অপার অতি কে পারে বর্ণিতে রে ॥
সদাচার লোকাচারের বিমল ভাণ্ডার রে।
পরতত্ত্ব রূপী জ্ঞানের—দিব্য পারাবার রে ॥

নয়

মহারাজজীর দিব্য বিলাস-বৈচিত্র্যের মুক্ত প্রাঙ্গনে যাঁহারা আপনাদের চিত্ত-কায়-মন—একান্ত সমর্পন করিলেন—তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটি ভক্ত সেবিকা—দিব্য কৈঙ্কর্য্যে সমগ্র জনসমাজে—সতী-সীমন্তিনী হইয়া রইলেন! বাস্তবিক এই সকল বিমলমতি সরলা নারী চরিত্রগুলি অনন্ত ভাব-ভক্তির চিন্ময় সুধা সলিলে নিরবধি দিব্য বিনোদে নিমগ্ন রহিলেন! অখণ্ড সেবা-মাধুর্য্যে—মুগ্ধ ললিত লাবণ্যে তথা অনন্ত দিব্য নিবেদনে—মহারাজজীর এই অচিন্ত্য প্রকাশ মাধুর্য্যগুলি, সত্যই সর্ব্বতোভাবে তুলনা রহিত! উজ্জল প্রেম করুণা দীপ্ত জানকী

সখী—নিরন্তর সেবামুখর লক্ষ্মী সখী—শুদ্ধা ভক্তি ভূষিতা মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর—দিব্য প্রসঙ্গ সততই উল্লেখ যোগ্য! মহারাজজীর মুগ্ধ সেবা নিকুঞ্জে-এই তিনটি কৃপা চরিত্র নিজ নিজ বিমল স্বাধর্ম্মে দিব্য একরস সমন্বয়ে মিলিত হইয়া—অখণ্ড ভাগবৎ ধর্ম্মের একটি চিন্ময় কুসুম সম দশ দিক প্রেমে প্রেমে আলোকিত করিলেন।

বলা বাহুল্য মহারাজজীর দিব্য কৃপা চরিত্র—মহারাজজীরই চিন্ময় বৈভবের ন্যায় সদা গোগিরাতীত! আত্মধ্যানে রত হইয়া—মহারাজজীর মঞ্জুল মায়ায় অনুসিক্ত হইয়া—এই পরম মাধুর্য্যময় কান্তাগণের চিন্ময় লীলা পান করিতে হয়—ইহা অনুভবে যেরূপ মধুর—নিবিড় আস্বাদনে ততোধিক সুমধুর! মহারাজজীর অনন্ত বিলাস বৈচিত্র্যের দিব্য পরিপ্রেক্ষিতে—নিম্নে এই মুগ্ধ প্রেমের স্নিগ্ধ বালাগণের চিন্ময় ভাব ভক্তির—যথামতি পরিক্রমা হইতেছে!

জানকী সখী ও লক্ষ্মী সখী একটি দিব্য কুঞ্জে মহারাজজীর অখণ্ড সেবায় সদাই নিমজ্জিত—সরল নৈষ্কপট দিব্য প্রেমের চিন্ময় মাধুর্য্যে—এই কুঞ্জটি সদাই উদ্ভাসিত! এই জন বিরল কুসুমিত নিকুঞ্জে বারেকমাত্র প্রবেশ করিলে—হৃদয় কোন এক অজানা আনন্দে কোথায় যেন ভাসিয়া যায়—দিব্য সেবা সুরভির বিমল আস্বাদনে অঙ্গ সকল সুশীতল হয়—এবং তাহার সাথে সাথে অনন্ত করুণার বিমল প্রস্রবণে সংসারের জ্বালাপনের কাম-ক্রোধ দিব্য প্রেমে উথলিয়া পড়ে! বাস্তবিক এমনই মনোরম মহারাজজীর এই দিব্য নিকুঞ্জের বিমল মায়া!

মহারাজজীর অশেষ করুণা বৈভবে—এই দুইটি একপ্রাণ সখীর—সমগ্র বিষয় বাসনা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে—সমগ্র চিত্ত-কায়-মনে—এই দুইটি সখী নিরন্তর অতৃপ্ত ধারায় মহারাজজীর চিন্ময় গগনে ভাসিয়া চলিয়াছেন! দিব্য সেবা মাধুর্য্যে তাঁহারা সংসারে শান্তি পারাবার সম আর্ত্ত জনগণের একমাত্র আশ্রয়ে পরিণত হইয়াছেন!

বাস্তবিক মহারাজজীর—এই দুইটি বিমল সেবিকা সদা একত্রে থাকিয়া—মহারাজজীর চিন্ময় সঙ্গ-সুখ লাভে পরম আপ্তকাম—শান্তির জন্য—আনন্দের জন্য—বিশ্রামের জন্য -তাঁহাদের অন্য কোথাও যাইতে হয় না—মহারাজজীর বিমল কারুণ্যে জানকী সখীর কুসুমিত কুঞ্জটি নিত্য আনন্দের মোহন আলয়!

যথার্থ বলিতে কী সুরদুর্লভ দিব্য সংস্কার যোগে—এই দুইটি কৃপা চরিত্র বিমল জ্ঞানের পূর্ণপাত্র। সংসারে সম-জ্ঞান রূপ দিব্য পারমার্থিক অনুবেক্ষণে তথা মুগ্ধ ভাব-ভজনের বিমল ধারায় তাঁহারা অনন্য যোগব্রত—মুক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় সদাই সন্তোষধীঃ সদাই প্রেম পূরিত।

ইহাদের মুগ্ধ সেবার চিন্ময় আলেখ্যটি মহারাজজীর অনন্য সম্বন্ধে চির উদ্ভাসিত! বস্তুতঃ এই নিগূঢ় প্রেম সম্বন্ধটি কোনরূপ ভাব ও ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে! মহারাজজীর দিব্য ধ্যানে—মহারাজজীর বিমল স্মরণে—মহারাজজীর অনন্য জয়গানে—এই দুইটি ভক্তপ্রাণ চির মুখরিত! কোনরূপ লোকমান্যতা বা ঐশ্বর্য্য-বিলাসের বিন্দুমাত্র পরশ—এই দুইটি সহধর্ম্মিনীর হৃদয় আশ্রয় করিতে পারে নাই—ইহাদের দিব্য প্রেমের অযাচিত করুণাধারায় বহু নরনারী—আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ আনন্দে নিত্য ভাসিলেন -ইহাই বাস্তবিক মহারাজজীর অনন্য বিলাসের মুগ্ধ পরিচয়!

বাস্তবিক এই দুইটি ভক্ত-সেবিকার মাধুর্য্যের অন্ত নাই-- কী নিবিড় —কী আন্তরিক—কী অখণ্ড পবিত্রতায় ইহাদের দিবস-রজনীর মধুর সেবা! অনন্য সন্ন্যাসীর—শম-দম-নেম-নিষ্ঠা-প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-নিবেদন-বিশ্বাস ও কার্পণ্যতা প্রমুখ দিব্য চিত্ত-বৃত্তিগুলি—আপন মুগ্ধ ধারায় এই দুইটি শান্ত রমণীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কত রূপে—কত ভাবে—কত প্রেম নিবেদনে—ইহাদের নিত্য জাগরণ! বস্তুতঃ অবিরল সিয়ারাম্ নামে মগ্ন থাকিয়া—মহারাজজীকে লইয়াই ইহাদের

নিত্য খেলা! এই দিব্য বিনোদানন্দের কোথায় সুরু—কোথায় শেষ কিছুই তাঁহারা অবগত নহেন—পূজা-পাঠ-জ্ঞান-বৈরাগ্য কিছুরই অপেক্ষা না রাখিয়া—ইহাদের সরসিত ধারা—মহারাজজীর পাদপদ্মে আপন ঢল ঢল গতিতে আপনি প্রবাহিত—ধূপ-আরতি-ভোগ-নৈবেদ্যের সামান্য সেবায়—তাঁহাদের সমগ্র প্রাণটি যেন দিব্য কুসুম সম বিকশিত হইয়া উঠে এবং তাহার সাথে সাথে—তাঁহাদের সমগ্র মুখমণ্ডলে যেন কোন্ দিব্য লোকের সুষমা ধারা নিত্য বিনোদে চিন্ময় হইয়া উঠে। ইহাদের সতত সেবা মুখরিত আনন্দ বিহ্বলতায়—মহারাজজীর বিমল করুণা—শত ধারায় আপনি ছড়াইয়া পড়ে! বাস্তবিক তাঁহাদের এই অব্যক্ত দশায়—যে নিগূঢ় প্রেম-পরশটি সতত আপনারে ধরা দিতে ব্যাকুলিত হয়—মহাকবির মুগ্ধ ভাষায় তাহা প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

এমন করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা।
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা॥
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই।
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে চাই॥
তোমার মাঝে তোমার ভাবে
নিতুই আনাগোনা।
এই সুখেতেই এই মরমেই
চিত্‌তো কর সোনা॥

ভুক্তি মুক্তি কিছুই না চাই
চাই যে তোমায় প্রাণে।
দয়াল ঠাকুর নিত্য রূপে
দাও দেখা গো গানে ॥

বাস্তবিক মহারাজজীর পাদপদ্মে একান্ত অনন্যমতি—এই দুইটি ভক্ত সেবিকার মুগ্ধ চরিত্র অবলোকন করিলে মহামতি যিশুর দুইটি ভক্ত সেবিকার কথা স্মরণ পথে সততই উদিত হয়! পরম ভাগবৎ যিশু খৃষ্টের এই দুইটি ভক্ত হইলেন—স্বনামধন্য মেরী ও মার্থা! মেরী ও মার্থা সরলা গ্রাম্য বালিকা—ভগবান যিশু খৃষ্টের একনিষ্ঠ প্রেমী! মেরী ও মার্থার মুক্ত প্রাঙ্গনে বিহার করিলে তাঁহাদের দিব্য সেবার একটি পুণীত কাহিনী হৃদয়ে সততই জাগরুক হয়! উক্ত কাহিনীটি বিস্তারে যেরূপ মধুর—বিমল আস্বাদনে ততোধিক প্রাণারাম। নিম্নে সেই দিব্য কাহিনীটি যথামতি লিপিবদ্ধ হইল।

একদা যিশু খৃষ্ট এই ভগ্নীদ্বয়ের গৃহে আমন্ত্রিত হইয়াছেন! প্রাণনাথ ঘরে আসিবেন—এই বিহ্বল আনন্দে—দুইটি অনন্য ভক্তিমতী রমণী কী করিবেন—তাহা যেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না—একই কাজ বার বার করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেছেন না—প্রাণনাথের দিব্য ধেয়ানের কণে কণে—এই দুইটি ভক্ত রমণী এক মুহূর্তে আপনাদের যেন নিঃশেষ করিল!

অতঃপর যথাসময়ে—দিব্য শুভক্ষণে—তাঁহাদের প্রাণনাথ যিশু খৃষ্ট ভক্তের দীন কুঠীরে সমায়ত হইলেন! তাঁহার দর্শন বাসনায় বহু প্রতিবেশী ভক্ত গৃহাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন! ভক্তের বিমল আনন্দে প্রভু বিচলিত হইয়া—দিব্য বিনোদ চন্দ্রিকায়—মধুর রসালাপে—সমগ্র জনগণের হৃদয় আকুল করিলেন! প্রভু উপস্থিত অনুরাগীগণের সাথে

চিন্ময় বার্তায় বিনোদ করিতেছেন—আর তাঁহার অনন্য ভক্ত মেরী—তাঁহারই পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহারই মুখরাবিন্দের সুধাময় বাণীগুলি এক চুচুকে যেন পান করিতেছেন! এইরূপ ভক্ত-ভগবানের চিন্ময় গোপন প্রেম অবিরল গতিতে বহিয়া চলিল!

কিন্তু এই আনন্দ মেলায় যিশু খৃষ্টের অপর ভক্ত মার্থা কোথায়? সরলা গ্রাম্য বালা মার্থা তখন রান্নাঘরে একাকিনী প্রভুর জন্য নানারূপ সুস্বাদু ভোজন তৈয়ার করনে ব্যস্ত! মার্থা প্রভুর জন্য কত রকমের আহার্য্যের আয়োজন করিয়াছেন– পরম উদাসীন একান্ত বিষয় নির্লেপ প্রভু হয়তো সামান্যই গ্রহণ করিবেন– কিন্তু তথাপি মার্থা আপন মনের প্রীতির সুবাসে তাঁহার প্রাণনাথের সেবার পাত্র একাকী সাজাইতেছেন—বাহিরের দিকে তাহার কিছুমাত্র মন নাই—অন্তরের অন্তস্থলে প্রভুকে গোপন রাখিয়া—প্রভুরই সাথে দিব্য বিনোদ করিতে করিতে—তিনি প্রভুর সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি মার্থা ভাবিয়া কুল পাইতেছেন না—তিনি একাকী কিরূপে সমগ্র সেবার আয়োজন করিবেন? এতৎ কারণে দিব্য শিশু-সারল্যে তিনি মেরীর বিরুদ্ধে অনুযোগ করতঃ বলিলেন – মেরী! আমি একাকী পারিতেছি না – তুমি এখনই আমার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য এইখানে আইস!

কিন্তু হায়! মেরী তখন প্রভুর মুখপদ্মের চিন্ময় সংলাপগুলি পান করিতে করিতে দিব্য ভাব সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন—মেরীর মন-প্রাণ সমগ্রই প্রভুর চরণে লয়লীন—অন্যধারে প্রভুর সেবায় মার্থারও তাহাই দশা—দুইটি অনন্য হৃদয়—যথাক্রমে দিব্য ধ্যেয়ানে ও চিন্ময় সেবায়—প্রভুর মাঝে একাকার হইয়াছেন! তাঁহাদের নিকট সমগ্র বাহির-বিশ্ব দিব্য প্রভুময় হইয়াছে—যেদিকেই তাঁহাদের নয়ন—সেইদিকেই তাঁহাদের পরম মধুর প্রাণনাথের দিব্য প্রশান্তি ভরা মুগ্ধ আলেখ্য!

ইহাই বাস্তবিক অনন্য প্রেমের করুণ কাহিনী! যিশু খৃষ্টের অন্তরতম ভক্তের ন্যায় জানকী সখী ও লক্ষ্মী সখী শয়নে-স্বপনে—তথা নিত্য-জাগরণে মহারাজজীর মুগ্ধ ভক্ত! সামান্য ভাষায় এই শাশ্বত ভক্তি চন্দ্রিকার এক কণাও অঙ্কিত হইবার নহে! মহারাজজীর মুগ্ধ কৃপার দিব্য দরিয়ার গভীর জলে সুখী মীনবৎ—এই দুইটি মুগ্ধ চরিত্র—নিত্য সঞ্চরণশীল! কী মধুর তাঁহাদের প্রেমের অভিব্যক্তি—কী মধুর তাঁহাদের চিন্ময় অনুভূতি—কী মধুর তাঁহাদের নিত্য সেবা! দিব্য ভাব মঞ্জুল ভাষায় তথা ব্যাষ্প ব্যাকুলিত নয়নে নিত্য প্রার্থনায়—তাঁহাদের মধুর রূপটি স্বতঃই ঝলমল করিয়া উঠে! দুই তদ্গতপ্রাণা ভগ্নী চিন্ময় অপ্রাকৃত প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মহারাজজীর চরণে নিত্য নিবেদনে গাহিয়া উঠেন—

অমিয় ববষি কৃপা কটাক্ষ নাম সুধা বিতর রে।
সরল শোভন মধুর বয়ান জননী স্নেহ সৌধ রে॥
চিৎ কোমল সরস বিমল দীন জনন আলয় রে।
তিলক মাল অতীব লীলার বিন্দুশ্রী সোহে রে॥
যুগল মাল কণ্ঠী মাল চন্দ্রহার লাজ রে।
অভয় কোষ কর কমল চরণ রজ মোক্ষ রে॥
রাম প্রেম পীযূষ ধার মধুর ভজন সাধন রে।
আত্মজ্ঞান বিরতি ধাম ভক্ত শিরোমণি রে॥
সন্তরাজ রামদাস পবন সুত পূজারী রে।
শিষ্যবর সেবক মোর প্রেমলতা চের রে॥
ধন্য স্বামী ধন্য দেব তরণ তারণ ধাম রে।
শরণ তব হরণ ক্লেশ যুগল চরণ বন্দি রে॥

করুণা তব অতি অপার অযাচিত অকাম রে।
কর্ম্ম কুশল দীন দয়াল সহজ সরল সুভাও রে॥
পুণীত পাবন প্রেম দান চিত্ত প্রসাদ সংগ রে।
সিয়ারাম নাম গাহি কলি কলুষ হরণ রে॥
মহিমা তব বাণী অগম কৈসে কহু জায় রে।
আপ জৈসে নাচাও মুঝে তৈসে মৈ নাচি রে॥
শুভশীলা বিনতি রাখু প্রভু ভগৎ বছল রে।
যুগল নাম মধুর ভাও দেহি নেম প্রেম চর্ণ রে॥

* * *

মহারাজীর অপর দিব্য ললনা—মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর চিন্ময় ভাব-ভক্তি—অসংখ্য জনগণের হৃদয় অনন্য প্রেমের পরশে নিত্য স্নিগ্ধ করিল! মহারাজজীর পাদপদ্মে এই ভক্ত রমণীটি—সহজ ও সাবলীল দশায় দিব্য অনুরাগিনী হইয়া ধরণী সুশোভিত করিয়াছেন —বিনম্র আচরণে—নিত্য কর্ম্ম-কুশলতায়—অনন্য সেবা-মাধুর্য্যে মিথিলেশ কিশোরী সহচরী বাস্তবিক মহারাজজীর একটি মুগ্ধ কৃপার বিমল চরিত্র! নৈষ্কপট সারল্য ও একান্ত মদমান হীনতা—এই ভক্ত রমণীর চিন্ময় ঐশ্বর্য্যের বিমল বিলাস! মহারাজজীর অনন্য চিন্তায়—তাঁহার সতত ধ্যান-মননে—এই সুকুমারী হৃদয়টি সদাই সরসিত! সর্ব্ব উপায় ত্যাগ করতঃ—সর্ব্ব ভরোস ত্যাগ করতঃ—এই দিব্য সতী সীমন্তিনী মহারাজজীর চরণে চির আশ্রিত!

অনন্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই ভক্ত রমণীটিকে বিলোকন করিলে অনুরাগী হৃদয় আনন্দে ডগমগ করিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই—এই চিন্ময় বালার মুগ্ধ আত্মসমর্পনের যে বিমল গৌরব তাহা ক্ষণে ক্ষণে অনুভূত হইবে! তাঁহার হৃদয়ের সুকুমার চিত্তবৃত্তিগুলি—সততই মহৎ করুণার অনন্ত প্লাবনে চির

উল্লাসময়ী সেবায় পর্য্যুসিত! সর্ব্ব অভাবরিক্ত এই শুভগ চরিত্রটি সংসারের নানা কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও—একান্ত কামনা শূন্য—সকল কর্ম্মের ন্যায়-সঙ্গত সুষ্ঠু সম্পাদনেই মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর নিত্য ধ্যেয়ান—একমাত্র কর্ম্মানুষ্ঠানেই যে তাঁহার অধিকার – কর্ম্মফলে বিন্দুমাত্রও নহে—ইহাই তাঁহার বিমল আচরণে সবাই প্রতিফলিত হয়!

বাস্তবিক তাঁহার চরিত্রের এমনই মাধুর্য্য যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র শ্রীধাম অযোধ্যা নিবাসী সিয়া সহেলীজী ভক্তি মা বলিয়া—মহারাজজীর এই দিব্য ললনাটিকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে পরম সাদরে বক্ষে আলিঙ্গন করতঃ যেন ভক্তি রসামৃত পানে মুগ্ধ হইলেন! মিথিলেশ কিশোরী সহচরী আচরিত পন্থায় জ্ঞান-কর্ম্মে—পূজা-পাঠ কিছুই অবহিত হন নাই সত্য—কিন্তু তাঁহার আত্মধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস—ভগবৎ সেবায় মুগ্ধ রতি—সবাকার সাথে দিব্য প্রেমপূর্ণ ব্যবহার—এই চিন্ময় গুণাবলি তাঁহার দিব্য সংস্কারের মুগ্ধ পরিচয়ে সততই উল্লসিত! বাস্তবিক কাম-ক্রোধ ও লোভ পূর্ণ সাধারণ সংসারে—এরূপ পরদুঃখ দুঃখী—এরূপ মমতাময়ী—এরূপ করুণাময়ী—এরূপ ত্যাগ ব্রতী—এরূপ সত্যনিষ্ঠ—এরূপ স্বল্পে সন্তুষ্ট—সরল চরিত্র সহজে মিলিবার নহে! আত্মসুখ বাঞ্ছা—এই ভক্ত রমণীটির বিন্দুমাত্র নাই! সংসারের জনগণের সেবায়—মহারাজজীর দিব্য ভাবনায়—এই ভক্তপ্রাণটি পরম নিষ্কাম হৃদয়ে আপনারে পরিপূর্ণ উৎসর্গীত করিয়াছেন। যথার্থ বলিতে কী মহারাজজী আপন অযাচিত কারুণ্যে—এই দিব্য সরলা বালাটিকে একদা যে নিবিড় সম্বন্ধে চির মণ্ডিত করিলেন—মিথিলেশ কিশোরী সহচরী—সেই দিব্য সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ সিক্ত হইলেন এবং এই চিন্ময় ধারায় সহসা যেন তাঁহার হৃদয়ে সমগ্র উজ্জ্বল সংস্কারগুলি এক অবিরল আনন্দে ফুল্ল কুসুম সম বিকসিত হইল!

মহারাজজীর দিব্য করুণার যে কী উচ্ছল গতি—তাহার নিত্য প্রমাণ

স্বরূপ মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর মুগ্ধ চরিত্র চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল! গিরি উপত্যকা ও নদ-নদী সঙ্কুল মিথিলা পরিক্রমায় বহির্গত হইয়া—মাত্র তিনদিন পরিক্রমার পর—এই ভক্ত রমণীটি বলিলেন—আমি পরিক্রমা করিতে অক্ষম—রাত্রি প্রভাত হইলেই আমি নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইব! তাঁহার কথামত সকল ব্যবস্থাই ঠিক হইল। কিন্তু ঐদিন উষা লগ্নে ভাগ্যবতী রমণীটি এক-দিব্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন! তিনি দেখিলেন যে তাঁহার শিরোদেশে পরম আনন্দ ঝরঝর প্রশান্ত মূর্ত্তিতে মহারাজজী বিরাজমান—তিনি তাঁহার অনন্য কিঙ্করীটিকে পরম প্রেম-কাতর বচনে বলিতেছেন—বাচ্ছী! তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? মিথিলার দিব্য রূপ—দিব্য শোভা—দিব্য কৃপা পান করিবে না? এই কথা উদ্গীত করিয়াই—সহসা মহারাজজীর শ্রীমূর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইল এবং তাহার সাথে সাথে মিথিলেশ সহচরীর নিদ্রাও টুটিয়া গেল!

বলা বাহুল্য এই দিব্য স্বপ্ন দর্শনে—ভক্ত রমণীটির প্রাণে অকথ আনন্দের বন্যা বহিল—তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে নামিয়া আসিল বিমল তেজ ও শক্তির চিন্ময় পরশ—মন অটুট বলে পূর্ণ হইল। এই দিব্য দশায় মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর সহসা মনে হইল—তাঁহার জীবনের এক পরম শুভ লগ্নের চিন্ময় বারতা! তাঁহার মানস নয়নে উদিত হইল —মহারাজজীর পরম আনন্দ রসঘন দিব্য মূর্ত্তি। মহারাজজী তাঁহাকে মুগ্ধ প্রেমে বলিতেছেন—বাচ্ছী! ভগবৎ শরণাগতিই হইল জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—ইহার সম বা অধিক আর কিছুই নাই।

মুগ্ধ স্মরণে মিথিলেশ কিশোরী সহচরী পুনরায় সেই মহামানবের দুর্লভ প্রেম প্রাপ্ত হইলেন—শ্রীকিশোরীজীর দিব্য প্রেমে-মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর চিত্ত ডগমগ করিয়া উঠিল—এবং সেই দুর্লভ প্রেরণায় এই ভক্ত রমণীটি মধুময় সিয়ারাম নামে মগ্ন হইয়া অবলীলাক্রমে সমগ্র পরিক্রমাটি অতিক্রম করিলেন!

বাস্তবিক এই দিব্য রমণীটির নিগূঢ় চরিত্রটি সামান্ত কথায় যথাযথ ব্যক্ত হইবার নহে! চিন্ময় সারল্য ও মুগ্ধ মাধুর্য্যের একরূপ সমন্বয়ে মিথিলেশ কিশোরী সহচরী সদাই প্রসন্নমতি—সদাই নিত্য কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত! তাঁহার নিষ্কপট আচার ব্যবহার—অশন-শয়ন—সকল বিষয়েই একান্ত সারল্য ও পরম তৃপ্তি লক্ষিত হয়! অথচ তাহার পরিপূর্ণ তটস্থ ভাব দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! এই ধীরমতি স্নিগ্ধ বালাটি হৃদয়ের সমগ্র উচ্ছ্বাসকে সাবলীল ধারায় চিত্তে সতত বাঁধিয়া রাখিয়াছে—কোনরূপ প্রকাশ তাহার নাই! কিন্তু তাঁহার দৃঢ় চিত্তের অন্তরালে—যে অনন্ত করুণাপ্লুত নিত্য সেবা মুখর চরিত্রটি বিদ্যমান—তাহা বাহির হইতে সহজে উপলব্ধ হইবার নহে!

বস্তুতঃ দিব্য করুণাময় মাধুর্য্যে—মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর সমগ্র চরিত্রটি মণ্ডিত! একান্ত প্রপঞ্চ শূন্য সবলা—মদমানহীন—সামান্য রমণীর ন্যায় তাঁহার আচরণ! নিত্যকর্ম্মে সদা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া—জনগণের সেবার পরিপ্রেক্ষিতেই—এই ভক্ত-মহিলার দিব্য ভজন! সবার উপরে মানুষ সত্য—এই দিব্য জ্ঞান ধারায় তাঁহার নিত্য অবিরল গতি—মানুষকে ভালবাসিলে—মানুষকে সেবা করিলে—নিত্য কর্ম্মের সম্যক সাধনেই ভগবৎ ভজনের যে দিব্য চরিতার্থতা—তাহাই হইল এই ভক্তপ্রাণের মূল মন্ত্র! সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য বস্তুও মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর দিব্য সেবায় পরম মধুর রূপ প্রাপ্ত হইত! বলা বাহুল্য বিষয়-প্রপঞ্চের—এতটুকু বালাই—এই স্নিগ্ধ চিত্তে নাই!

মহারাজজীর দিব্য ধ্যায়ানে এই মুগ্ধ ললনার চিন্ময় গতি অবলোকন করিলে বাস্তবিক চকিত হইতে হয়! বস্তুতঃ তাঁহার সমগ্র তনুটি যেন দিব্য স্নেহ দিয়া গড়া—মহারাজজীর নিত্য শৃঙ্গারে—তাঁহার চিত্তের তন্ময়তা দেখিলে—অনুরাগী হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে! কত মর্ম্মী ভাবে—কত মুগ্ধ মায়ায়—কত ললিত লালিত্যে—মহারাজজীর নিত্য সেবায়

দিব্য অনুষ্ঠান! সত্যই—তাঁহার সার্থক প্রেমপূর্ণ—বিবিধ ফুলে দলে মহারাজজীর নিত্য শৃঙ্গার দর্শন করিলে—অনুরাগী হৃদয় শ্রীসাকেত ধামের মহাবাস লীলার দিব্য আস্বাদনে মাতিয়া উঠে!

দিব্য লীলায় তাঁহার চিন্ময় প্রেম-নিষ্ঠার একটি মুগ্ধ চরিত্র সহসা একদা আপনারে বেশ প্রকাশ কবিল! নিম্নে সেই কথাটি যথামতি উদ্গীত করা হইতেছে!

একদা প্রাতে খুব ঝড-জল হইতেছিল। মহারাজজীর এই কিঙ্করীটি বাহিরের দুর্যোগ বিন্দুমাত্র গণনা না করতঃ নিত্যকার সেবায় ব্যাপৃত! নিত্যকার মত সেদিনও তিনি একটি সাজি লইয়া পুষ্প চযনার্থে অন্যত্র গমন করিতেছেন দেখিযা—তাঁহাকে তাঁহাব একটি সহধর্ম্মী বন্ধু বলিলেন—এই দারুণ ঝড-জলে কেন আজ বাইবে ফুল তুলিতে যাইতেছ? নাই বা আজ গেলে।

আত্মীয় বন্ধুব এই কথা শুনিবামাত্র ভক্ত রমণীটি ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় তৎ-ক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—ও কথা বলো না—আমি পূজা পাঠ কিছুই জানি না—সামান্য সেবায ঠাকুরের পূজা কবিব ঝড জলে আর কী হইবে?

বাস্তবিক দিব্য ভক্তের চিন্ময় আকুতির কী মুগ্ধ বিলাস! ও কথা বলো না—এই সামান্য বাক্যে ভক্ত-হৃদয়ের সমগ্র সুষমাটি যেন অঝোর ধারায় আপনি ঝরিয়া পডিল—বিমল প্রেমেব পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে—এই সামান্য বাক্যটি অখণ্ড জ্যোতিতে চারিদিক প্লাবিত করিল! ভক্তের দিব্য সারল্যে—তাঁহার চিন্ময় কার্পণ্যতায়—তাঁহার দিব্য সেবা-উৎকণ্ঠায়—সহধর্ম্মীর সমগ্র জীবনটি মুগ্ধ প্রেবণায় উদ্বুদ্ধ হইল! আপন সহধর্ম্মিনীর চিন্ময় গুণরাশির বিমল সৌরভে—মহারাজজীর প্রতি তাঁহার অক্ষয় প্রেমের মুগ্ধ বার্ত্তায়—উক্ত ভক্ত-সেবিকার দিব্য চরিত্র-বন্দনায় ভাগ্যবান শ্রোতার কণ্ঠে স্বতোৎসারিত ধারায় ঝরিয়া পড়িল মুগ্ধ অনুরাগের বিমল গীতিকা! প্রেম-কণ্টকিত বিহ্বল পরশে অনুরাগী হৃদয় আপনি গাহিয়া উঠিলেন—

কী কব কী আছে হৃদয়ে তোমার
কী কব তাহার রূপ!
কামনা বিহীন চিন্ময় ধারায়
তুমি যে সুধার কূপ ॥
জনমে জনমে নব নব রূপে
কী গান গাহিলে হায়।
প্রেম প্রতীতি ভালবাসা ডোরে
বাঁধিলে যে মন-কায় ॥
বিভব বিহীন মদমান হীন
করুণার শুকতারা।
ত্যাগ পুণীত চিন্ময়-চারু
নিত্য তোমার ধারা ॥
অখিল মায়া তোমার মায়ায়
নিতুই হইল জয়!
করুণার দীন শুভগ সেবিকা
মহানামে হ'লে লয় ॥
সত্য তোমর অন্তর দীঠি
শ্রীগুরু স্মরণে ভরা।
তোমার সুরভি মাঝারে এ মন
হইল পুলক হারা ॥

বাস্তবিক এই দিব্য নামমুদিতা ভক্ত রমণীর মধুব কণ্ঠে সরল গ্রাম্য গিরায় মহারাজজীর নিত্য আরতি-বন্দনায় ভক্ত প্রাণের অনুপম কাতর ক্রন্দন যেন

আপনি ঝরিয়া পড়ে! কী মধুময়—কী পুলকময়—কী কামনা বিহীন—কী মুগ্ধ নৈবেদ্য-ঝলমল—ভক্তের সেই বিমল মর্ম্ম রূপ! সজল নয়নে—প্রেম সরসিত কণ্ঠে—মহারাজজীর এই স্নিগ্ধ কিঙ্করীরটির নিত্য প্রার্থনার দিব্য বাঙ্ময়ী রূপটি হইল –

জয়তু শ্রীসদগুরু দেব মোর অশেষ কল্যাণ ধাম।
কৃপা করুণারত সদা প্রসন্নচিৎ ভজত নিত সিয়ারাম॥
পীত বসন ধর নয়ন আনন্দঝর তরণ তারণ প্রভু মোব॥
উর্ম্মিমালাময় দুখ সায়বে লভিনু নির্ভয় ক্রোড়॥

ধন্য জীবন প্রভু পুণ্য পবশ তব হে কৃপা নিকেত।
দেহু ভকতি অনপায়নী নির্ম্মল চিত্ত সমেত॥
লাখ চৌরাশী জনম বিতয়ে হেরনু আজি নওল প্রভাত।
সত্য জ্ঞান প্রেম ভকতি শুভ্র আলোক জাগিল হঠাৎ॥

তব দরশন সুন্দর অতীব মনোহব হরণ দ্বন্দ্ব ভ্রম ভয়।
বিমল শান্তি দায়িনী দীন তাবিনী মুক্তি আলয়॥
আনন্দ মলয় বায় বহে লয়লায় প্রেমকে ধারে।
মোহন মুদিত হাস অপরূপ বিলাস দিব্য পবম উজিয়াবে

হৃদয়ে আসন পাতি প্রেম রসে সিক্ত কবি প্রাণ।
অবিবেক অন্ধকার দূর করি দেহ আত্মজ্ঞান॥
দেহ প্রেম ভকতিবর হরি লহ অসৎ জগজাল।
কৃপা আনন্দঘন মূরতি লয়ে উর বৈঠ হে দীনদয়াল॥

বলা বাহুল্য মিথিলেশ কিশোরী সহচরীর অনন্ত সেবায়—তাঁহার প্রাণনাথ—তাহার হৃদয়ে—অনন্ত রূপা-আনন্দঘন মূরতি লয়ে—সততই বিরাজমান—নিত্য করুণায় তাহার সাথে দিব্য দীনদয়ালের নিতুই অনন্ত ক্রীড়া! চিন্ময় মাধুর্য্যে—সত্য প্রেমের মোহন ডোরে আপনারে চির আবদ্ধ করতঃ—দাসীর নিত্য নিকুঞ্জে প্রাণপ্রিতম—চির অনন্ত—চির সুন্দর—চির আপ্তকাম!

দশ

বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য বিচিত্রতার কোনরূপ অন্ত নাই—সামান্য সিদ্ধাই এ তিনি কোন দিনই আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন নাই—কারণ সিদ্ধাই অনন্য ভক্তির পরিপন্থী—সিদ্ধাই প্রকাশ চিন্ময় বিশ্বাসীর ধর্ম্ম নহে! কিন্তু তথাপি তাঁহার বারেকমাত্র কর কমলের স্পর্শে—কত মৃত্যু পথযাত্রী পীযূষপান সম পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভে সুধন্য হইয়াছেন! মহাভাগবতের—ইহা ঐশ্বর্য্যের বিকাশ নহে—ইহা তাঁহার চিন্ময় অন্তরের দিব্য প্রার্থনার অমোঘ ফল! বস্তুতঃ যাহা অনু হইতে পরম অনুতম পুনরায় মহৎ হইতেও পরম মহান—তাহার সকল সংবাদ—সকল রহস্য—মহারাজজীর সুবিদিত! ইহাই তাঁহার ব্রহ্মানন্দের মূর্ত্ত প্রকাশ—ইহাই তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ মাধুর্য্যের অনন্ত বিলাস! যথার্থ বলিতে কী তাঁহার এই চিন্ময় সর্ব্বজ্ঞতা অবলোকন করতঃ মুগ্ধ জনগণ বারবার চকিত হইয়াছেন—প্রেমে প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন! মহারাজজীর এই অখণ্ড মাধুর্য্যে অশেষ ভক্ত নর নারী চির-তরে নিমজ্জিত রহিলেন—এবং তাঁহার দিব্য চিন্ময়তার বিমল কীর্ত্তনে তাঁহারা দশদিক সুরভিত করিলেন!

মহারাজজীর অলোকসামান্য দিব্য চিন্ময়তার একটি মোহন প্রসঙ্গ নিম্নে যথামতি কীর্ত্তিত হইতেছে—বলা বাহুল্য মহারাজজীর এই পরম মঙ্গলময় চরিত্র রসায়ণ—অনন্ত জ্ঞান-ভক্তির মুগ্ধ বিলাসে—জন মন চির উদ্ভাসিত করিবে।

একদা মহারাজজী সংকটমোচন মন্দিরে—আপন প্রকোষ্ঠে দিব্য ভজন ভাবনায় সুখাসীন আছেন! বৈকালে দলে দলে ভক্ত নর নারী—তাঁহার দর্শন বাসনায় তাঁহার কুঞ্জে আসিতে লাগিলেন! সকল ভক্তগণই মহা-রাজজীর সেবার জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য আনিয়াছেন—সকলেই মহা-রাজজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিতেছেন—মহারাজজী আপকো সেবাকে লিয়ে মিঠাই লায়া—আপ পা জাইয়ে! অর্থাৎ হে মহারাজজী আপনার সেবার জন্য এই মিষ্টান্ন আনিয়াছি—আপনি গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃত কৃতার্থ করুন!

মহারাজজী ভক্তগণের বিমল উৎকণ্ঠায় পরম মুদিত হইতেন—তিনি ভক্তগণের সেবা সাদরে অঙ্গীকার করিতেন এবং তৎপরে সমগ্র মিষ্টান্ন দ্রব্যগুলি আপন শ্রীগুরু মহারাজজীর দিব্য সেবায় অর্পন করতঃ আপনি সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং অবশিষ্ট প্রসাদটিকে ভক্তের হস্তে দিয়া বলিতেন—যাও ঘরমে প্রসাদ লে যাও—বাল বাচ্ছা লোগ সব পায়েঙ্গা! অর্থাৎ এই প্রসাদ ঘরে লইয়া যাও—সেখানে তোমার ছেলে মেয়েরা সকলে প্রসাদ পাইবে!

এইরূপে মহারাজজীর দিব্য লীলা চলিতে লাগিল! ভক্তের পর ভক্ত আসিয়া মহারাজজীর সেবার জন্য মিষ্টান্ন রাখিতেছেন—এবং মহারাজজীও তাহা আপন শ্রীগুরু মহারাজকে নিবেদন করতঃ সামান্য প্রসাদ আপনি গ্রহণ করিতে লাগিলেন—এবং অবশিষ্টটি ভক্তের হস্তে তুলিয়া দিতেন!

এইরূপে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল—মহারাজজীর দর্শন প্রার্থী ভক্ত নরনারীর—আগমনও কমিল! মহারাজজীর প্রকোষ্ঠে এক অনুরাগী

সেবক ব্যতিরেকে আর কেহই নাই! উক্ত সেবকটি এতক্ষণ ধরিয়া মহারাজজীর সমগ্র লীলাটি মুগ্ধ বিহ্বলতায় পান করিতেছিলেন! তিনি মনে মনে অবাক বিস্ময়ে মহারাজজীর অগম চরিত্রের কথা ভাবিতেছিলেন —মহারাজজী তো মিষ্টান্ন দ্রব্য গ্রহণ করেন না—কিন্তু অদ্য তিনি কত ভক্তের কাতর প্রার্থনায় কত মিষ্টান্ন দ্রব্য গ্রহণ করিলেন! মহারাজজীর ভক্তটি বিশেষ চকিত হইয়া এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতেছিলেন!

কিন্তু আশ্চর্য্য। পরম করুণাময় সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু—ভক্ত মনের সমগ্র সংশয়টি অবগত হইয়াছেন—তিনি আপন ভক্তকে এই দারুণ বিস্ময়াপন্ন ভাব হইতে রক্ষা করিবার মানসে—সহসা ভক্তকে লক্ষ্য করতঃ বলিলেন —ইয়ে লোগ বড়ী প্রেমসে প্রসাদ দেতে—আগর মৈ নেহী পায়েঙ্গা তো ইয়ে লোগ দুখী হোয়েঙ্গা—ইসীকো আস্তে মৈ উহ লোগকা প্রার্থনা সাদর অঙ্গীকার কর লেতা—উহ লোগকা ওস্তে প্রসাদ কুছ পা লেতা—লেগিন মৈ কুছ নেহী পায়া!

অর্থাৎ এই ভক্ত সকল বড় প্রেমী—তাহারা দিব্য প্রেম সহকারে আমায় মিষ্টান্ন উপহার দিয়াছে—এবং তাহাদের একান্ত বাসনা আমি এই মিষ্টান্নটি গ্রহণ করি! এতৎ কারণে ভক্ত মনরঞ্জন হেতু—আমি বাহ্যতঃ কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলাম—কিন্তু বস্তুতঃ আমি কিছুই খাই নাই!

মহারাজজীর দিব্য সরসিত কণ্ঠে এই চিন্ময় বাণী শ্রবণ করতঃ ভক্তটি আরও চকিত হইলেন। ভক্তটি ভাবিলেন—মহারাজজী কী তাহা হইলে তাহার অন্তরের সকল সংবাদ অবগত হইয়াছেন! দীনদয়াল প্রভু—ভক্তবৃন্দের অনুরোধ শিরোধার্য্য করতঃ দিব্য মাধুর্য্যে আপন সমগ্র মর্য্যাদা দূরে ফেলিলেন!

মহারাজজীর দিব্য ভাষণের মর্ম্ম কথাগুলি ভক্ত হৃদয়টি একেবারে যেন আত্মসাৎ করিল—দিব্য পুলক প্রকাশে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইল—এই সকল ভক্ত নরনারী—কত কষ্টে সংসারের বন্ধনদূরে রাখিয়া—স্ত্রী

পুত্র অবহেলা করিয়া—কত অর্থ ব্যয় করিয়া—মহারাজজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। একণে মহারাজজী যদি তাহাদের প্রেমের উপহার পরম সাদরে অঙ্গীকার না করেন—তাহা হইলে তাহাদের সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যর্থ হইবে! ভক্ত-হৃদয়ের এতবড় উদ্যোগ—মহারাজজী কী করিয়া অবহেলা করিবেন? এতৎ কারণে দীনদয়াল স্বামী ভক্তগণের সমগ্র পূজা—পরম নিষ্কাম চিত্তে সানন্দে গ্রহণ করিলেন!

উক্ত ভক্তটি মহারাজজীর দিব্য করুণায় মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে মহারাজজীর এই অলৌকিক দিব্য লীলাটি মহারাজজীর চিন্ময় ঔদাসীন্যে দিব্য পারমার্থিকতায় পর্য্যসিত হইল—মহারাজজী একান্ত সঙ্গ রহিত—এতৎ কারণে তিনি মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়াও বিন্দুমাত্র ভোজন করিলেন না—পদ্মপত্রে নীরবিন্দুর ন্যায় তিনি আপন মাধুর্য্যে সতত আপনি চিন্ময় রহিলেন!

বাস্তবিক এইরূপ আপ্তকাম দিব্য উদাসীন পরমার্থবিন্দকেব মুগ্ধ প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান বলিলেন—

নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ॥

অর্থাৎ—প্রিয়ে বা অপ্রিয়ে যার নাই রাগ দ্বেষ।
ভোগের লালসা যার হইয়াছে শেষ॥
সংসারের মোহ নাই, নাই অভিমান।
আত্মজ্ঞান লাভে যিনি নিত্য যত্নবান॥
নাই হৃদে দ্বন্দ্বভার সুখ দুঃখ নামে।
সেই দিব্য জ্ঞানী যায় চলি সেই নিত্যধামে॥

ইহাই বাস্তবিক মহাভাগবতের—কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ

করোতি সঃ—অর্থাৎ ফলাকাঙ্খাশূন্য চিন্ময় ভক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও কিছুই করেন না—এই মহাবাক্যের মুগ্ধ প্রকাশ! একান্ত কাম-ক্রোধ-লোভ মুক্ত মহারাজজী বিবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য গ্রহণ করিয়াও কিছুই গ্রহণ করিলেন না—ইহাই উপরি উক্ত চিন্ময় তত্ত্বের নিগূঢ় অন্তর মাধুর্য্য!

আর একটি দিব্য কৃপাপাত্র মহারাজজীর চিন্ময় রহস্য-লীলায় সহসা আপনার সম্বিৎ হারাইলেন! এই ভক্তটি সাধু-সন্ন্যাসীর অন্বেষণে বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন—কিন্তু কোথাও মনোমত সাধুর দর্শন না পাইয়া—অবশেষে দিব্য যোগাযোগে শ্রীকাশী পুরীতে উপনীত হইলেন—এবং তৎপরে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে আগত হইয়া আপন মনোব্যথা প্রকাশঃ করতঃ বলিলেন—হে প্রভু! আমি বহু তীর্থ দর্শন করতঃ আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি—কিন্তু এ যাবৎ কোথাও মনোমত সাধুর দর্শন পাইলাম না—আপনি সর্ব্বান্তর্যামী—আপনি আমায় কৃপা করুন!

বাস্তবিক অলৌকিক যোগাযোগে তাঁহার প্রার্থনা অচিরেই পূর্ণ হইল! মন্দিরের পূজারী সহসা তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া বলিলেন—আপনি যদি সত্য সত্যই মহাত্মা দর্শন করিতে বাঞ্ছা করেন—তাহা হইলে আপনি আমার সাথে আসুন—আমি আপনাকে একস্থানে লইয়া যাইতেছি!

মন্দিরের পূজারীজীর কথায় ভক্তটি যেন সহসা ঘোর অন্ধকারে প্রভাতের অরুণ আলোক দর্শন করিলেন—সহসা কাহার প্রেরণায় তাঁহার মনের সকল সংশয় অপসারিত হইল এবং তাহার স্থলে তাহার মনে নামিয়া আসিল দিব্যানন্দের বিমল ধারা! ভক্তটি আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করতঃ পূজারীজীর অনুগামী হইলেন—এবং অচিরেই কাশীর রাজঘাটে মহারাজজীর সমীপে উপনীত হইলেন!

আশ্চর্য্য! মহারাজজীর দর্শনমাত্রে ভক্তের এ কী দশা হইল? ভক্ত এ কী দেখিলেন? ভক্তটি আপনার মনের এই অকথ দশায় অধীর হইয়া ঝরিয়া পড়িলেন—এবং সহসা ব্যাকুল ক্রন্দনে মহারাজজীর পাদপদ্মে

লুটাইয়া পড়িলেন—এবং দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে ভক্তটি তাঁহার সংজ্ঞা হারাইলেন।

মহারাজজীও ভক্তের এই অশেষ প্রেম কণ্টকিত দশায় বিশেষ দ্রবিত হইলেন—তিনি তাঁহার পরম মঙ্গলময় কর কমলটি ভক্তের অঙ্গে রাখিলেন—এবং ইহার অল্পক্ষণ পরেই ভক্তের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল — এবং ভক্তটির তখন সকল কথা মনে পড়িল।

দিব্য প্রেম-দশায় ভক্তটি দেখিলেন যে এক জ্যোতির্ম্ময় আলোকপুঞ্জের মধ্যে—এক অলোকসামান্য দিব্য মহাত্মা নিত্য ভজনানন্দে পরম সুখে বিরাজমান। এই দিব্য মূর্ত্তি দর্শন মাত্রে তাঁহার হৃদয় অনন্য ভক্তি ভাবনায় সুষমা মণ্ডিত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে তাঁহারই নয়ন সম্মুখে মহারাজজী পুনরায় পরম প্রশান্তময় সন্ত শিরোমণি রূপে আবির্ভূত হইলেন।

এই দিব্য জ্ঞানধারায় পরম ভাগ্যবান দিব্য দর্শকের সকল কামনা—সকল বাসনা—সকল আকাঙ্খা—মহারাজজীর দর্শন মাত্রে পরিপূরিত হইয়াছে—ভক্তটি পরম আপ্তকাম দশায় মহারাজজীর স্নিগ্ধ কৈঙ্কর্য্যে চির আপ্লুত হইয়া আপনার অশেষ জন্ম কর্ম্ম সুধন্য করিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এমত ভক্তি চিন্তামণির দিব্য বিলাস বৈচিত্র্যের যথামতি আস্বাদন হেতু—মহামতি রূপ গোস্বামী পরম উৎকণ্ঠিত হইয়া মহাপ্রভুর সকাশে গমন করিলে—মহাপ্রভু ভক্তের দিব্য বাসনা পরিপূরণার্থে যাহা বলিলেন—বাস্তবিক মহারাজজীর চিন্ময় মাধুর্য্য আস্বাদন প্রসঙ্গেই তাহাই যথার্থ কথা। মহাপ্রভু ভক্তকে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

পারাপার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু

বাস্তবিক ধরণীর ধূলিকণা গণনা করা সম্ভব হইলেও—মহারাজজীর চিন্ময় মাধুর্য্য কদাপি পরিক্রমা হইবার নহে!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজীর মধুময় কণ্ঠে—যাঁহারা ওড়িয়া ভক্তমাল গ্রন্থের পঠন-পাঠ ও তাহার রস-মাধুর্য্য প্রকাশ শ্রবণ করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা মহারাজজীর এই অনুপম লীলায় স্বতঃ মুগ্ধ হইয়া পরানন্দে সম্বিৎ হারাইলেন! চিন্ময় লীলাতনুর দিব্য আধারে যাঁহার মাতৃভাষা হইল—সরল হিন্দি—তাঁহার শ্রীমুখে ওড়িয়া বা বাংলার মধুর বোলগুলি যে কী দিব্যানন্দে আপনি ক্ষরিত হইত—তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে! অনন্য ভক্তের মধুময় কণ্ঠে ভক্তমালের দিব্য প্রকাশ যে কী উজ্জ্বল রস-মাধুর্য্যে আপনি ঝড়িয়া পড়িত—তাহা একমাত্র সৌভাগ্যবান শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ের চির গোপ্য ধন হইয়া রহিল! মহারাজজীর স্বভাবতঃই মৃদু ভাষী—স্বল্প ভাষী—মধুর ভাষী—সামান্য কথায় কী উদার বৈভবে - তিনি অখণ্ড শ্রুতি-শাস্ত্রের চিন্ময় রূপগুলি বিস্তার করিতেন! যথার্থ বলিতে কী তাঁহার অনুপম রস চরিত্র কোনরূপ ভাব-ভাষায় কথিত হইবার নহে—শত চেষ্টায়—অনন্য বিদ্যাও তাহা অনুলিখিত হইবার নহে—কারণ তাঁহার দিব্য লীলাম্বুধির কোনরূপ পরাপার নাই! বক্তা অশেষ প্রকার তাঁহার প্রেম-পূজার আয়োজন করিলেও—তাঁহার অতল মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারেন না!

মহারাজজীর অগম চরিত্রের বিহ্বল কীর্ত্তনে ভক্তের এই অসমঞ্জস দশাটি মহামতি কাগভুশুণ্ডীর দিব্য গিরায় সহসা বেশ প্রকাশ হইয়া উঠিল! অনন্য শ্রীরাম ভক্ত কাগভুশুণ্ডী—অখণ্ড জীবনব্যাপী দিব্য ভাব বৈচিত্র্যে শ্রীরাম চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াও—চিন্ময় আনন্দকন্দ শ্রীরাম রস-মাধুর্য্যের বিন্দুমাত্র যে স্পর্শ করিতে পারিলেন না—তাহাই উল্লেখ করতঃ শ্রীরাম কথার দিব্য শ্রোতা অনন্য ভগবৎ পার্ষদ গরুড় মহারাজকে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

নাথ যথামতি ভাষেউ রাখেউ নহি কছু গোই।
চরিত সিন্ধু রঘুনায়ক থাহ কী পাবই কোউ॥

অর্থাৎ—হে শরণ্য মহামতি প্রভু! কী কব কী অপার শ্রীরাম কথা।
গাহিনু যথাশ্রুত যথামতি মোর নাহি করি গোপন কল্পলতা॥
কী বিচিত্র—কিবা অনুপম—কিবা রসময়—কিবা নন্দঘন।
শ্রীরাম চরিত অমিয় সিন্ধু ভকত সুখের নিত্য ধন॥
পারাপার শূন ভক্তি পয়োধির কেহ কী পাইবে অতল তল?
শ্রীগুরু সকাশে যেমতি শুনেছি তেমতি গাহিনু না রাখি ছল॥

বলা বাহুল্য অখণ্ড মাধুর্য্য নিলয় সন্ত শিরোমণি মহারাজজীর দিব্য চরিত্র—শ্রীরঘুনায়কের চরিত্র হইতেও যে অশেষ মধুময়—অশেষ পুলকপ্রদ তাহাই উদ্গীত করতঃ মহামতি তুলসী প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা।
চন্দন হরি তরু সন্ত সমীরা॥

অর্থাৎ—মহা সিন্ধুর বারি যদি হয় রঘুনাথ।
দিব্য নবঘন তবে হয় সন্ত অগাধ॥
সিন্ধু বারি লবণাক্ত নাহি পেয় হয়।
নব মেঘের বারি বিন্দু সদা মধুময়॥
ইহাই শ্রীরাম কৃপার দিব্য কিশলয়।
চন্দন তরু হরি সন্ত সুরভিত বায়॥

ইতি—শ্রীসদগুরু চরিত মানসে বিমল বিলাসানন্দে সম্পাদনে-পঞ্চমং নিবেদনং সমাপ্তম্॥

ষষ্ঠ নিবেদন

সুখ

মঙ্গলাচরণ ঃ—

জ্ঞানশক্তি সমারূঢ় স্তত্ত্বমালা বিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তি প্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নিত্যোনিত্যানাম্ চেতনশ্চেতনানাম্।
একো বহুনাম্ যো বিদধাতি কামান্॥

সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ
স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতবর্গঃ।

পরঃ পরাণাম্ সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে॥

নাম চিন্তামণিং রামশ্চৈতন্যপরবিগ্রহঃ।
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্তো নাভিন্ন নাম নামিনোঃ॥
অতঃ শ্রীরাম নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ
স্ফূরতি স্বয়মেবৈতৎ জিহ্বাদৌ শ্রবণে মুখে॥

নমোস্তু নামরূপায় নমস্তু নাম জল্পিনে
নমোস্তু নামস্বাধ্যায় বেদ বেদ্যায় শাশ্বতে।
নমোস্তু নাম নিত্যায় নমো নাম প্রভাবিনে।
নমোস্তু নাম শুদ্ধায় নমো নামায় চ॥

রূপস্যানুভবং দিব্যং পরানন্দস্য সাগরম্ ।
সীতারাম নাম রসং পিবন্নিত্যং সদাব্যয়ম্ ॥

ন নামতঃ সাধনমন্যদস্তি বৈ নসাধ্য সৌভাগ্যমতঃ পরং ক্বচিৎ
পরাৎপরং প্রেম প্রকাশকবরং সুধাসারং সারমনন্ত বৈভবম্ ॥

পুরহি সব মন কামনা, শ্রীগুরু কৃপানিধান ।
সংকট মোচন বীববব, নাম, রূপ গুণগান ॥
সর্ব্ব অঙ্গ সম্পন্ন শুচি চবিত কমনীয় ।
পাইয় পাইয় মোদপ্রিয়, বাখি সুহিয় সিয়াপিয় ॥
সকল মনোবম পূর্ণ তব কবিহৈ পবন কুমাব ।
হবহি বিঘ্ন বাঁধা সকল মূবতি পবম উদাব ॥

এক

অনন্য ভাব ভক্তির চিন্ময় পারাবারে মহাভাগবতের নিত্য লীলা—নিত্য সেবার মধুর নৈবেদ্য। পরাভক্তির মুগ্ধ লালিত্যে—মহারাজজীর অখণ্ড মাধুর্য্যময় জীবন—দৈহিক, দৈবিক, ভৌতিক তাপত্রয় রিক্ত—কাম-ক্রোধ লোভ-মদ মান রহিত -দিব্য ত্রিগুণাতীত দশায় তাঁহার নিত্য স্মরণ। বাস্তবিক শ্রীরাম ভক্তির অতল সুধা সলিলে নিমজ্জিত হইয়া মহারাজজী মহারাস লীলায় নিত্য অভিনিবিষ্ট থাকিতেন এবং এতৎ কারণে সদাই প্রসন্ন—সদাই আপ্তকাম—সদাই ভজন মুখর। বাস্তবিক অনন্য ভক্তের—দিব্য ভাব সম্পদের ইহাই সাবলীল গতি—চিন্ময় জ্ঞানানন্দে—তন্ময় কর্ম্ম-কুশলতায়—অনন্ত বিষয় বিমুখীনতায়—তিনি সতত পূর্ণ।

অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে অনন্ত ভক্তির দিব্য রস-মাধুর্য্যের সতত ঢল ঢল গতি! ভক্তি চিন্তামণির বিমল স্বরূপ মাধুর্য্য—শ্রীনাম-রূপ-লীলা-ধাম-অকথ ভাব ধারায়—ভক্তের সর্ব্বভাবে সদাই নন্দিত—এবং এই পরম দিব্য ভাগবৎ তত্ত্ব চতুষ্টয়—তাহাদের অনন্ত প্রাণাধার শ্রীনাম সুধায় সতত একরস লীলায় সমাশ্রিত! নিত্য জ্ঞান-তৃপ্ত চিন্ময় উদাসীন ভক্ত সতত একরস মাধুর্য্য নিত্য নামে প্রতিষ্ঠিত—তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে শ্রীনামের ধারা—তাঁহার রসনায় শ্রীনামের দিব্য নিঝর্র—তাঁহার নয়ন দুইটি নাম বৈভবে সদাই সরসিত—তাঁহার অখণ্ড তনুটি নামানন্দে সদাই রঞ্জিত। ইহাই মহাভাগবতের দিব্য প্রপন্নতার মুগ্ধ পরিচয়—ইহাই পরাপ্রেমের বিমল রূপ—ইহাই অনন্ত সন্তের দিব্য ভাব সমাধির মোহন মূর্ত্তি! শ্রীনাম মহামঙ্গলেই সন্ত শিরোমণির নিত্য অধিষ্ঠান—শ্রীনাম নিকুঞ্জই হইল তাঁহার পরম ইষ্টের নিত্য সুখেব দিব্য মহল—ইহাই মহারাস লীলার চিন্ময় ক্ষেত্র—ইহাই অনন্ত সেবার মোহন মন্দিব! বলা বাহুল্য মহৎ কারুণ্যে—এই দিব্য নাম সুধায়—অনন্ত সাধকের চিন্ময় আশ্রয় লাভ হইলে—তাঁহার আর কিছুই লাভ করিবার থাকে না—নাম সুধায় নিমগ্ন হইয়া ভক্ত সতত আপ্তকাম—সতত পূর্ণকাম দশায় নিত্য বিহার করিয়া থাকেন! জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগ সাধন তথা ভুক্তি-মুক্তি রূপ ছোট ছোট নদ-নদীগুলি—নিত্য সেবা মাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া - শ্রীনাম মহাহ্রদে নিমজ্জিত হইবার জন্য সদাই ছুটিয়া চলিয়াছে! এমত চিন্ময় সাধকের মুগ্ধ চরিত্রটি নিত্য সাবলীলতায় পরম প্রাঞ্জল - পরম সরল! তিনি —একাধারে পরম জ্ঞানী—পরম যোগী—পরম উদাসীনের ন্যায় প্রতীত হইয়াও—পরম মাধুর্য্যময় দশায় নিত্য ব্যতীত করেন।

অনন্ত সন্ত শিরোমণি এতৎ কারণে পরম স্বাভাবিক দশায় - কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ নিরাদর করতঃ দিব্য নামানন্দে সদাই জাগ্রত থাকেন!

তাঁহার এই পরম সুখময় নিত্য রূপটির দিব্য প্রাণকেন্দ্র দর্শাইয়া মহামতি তুলসী অখণ্ড নামানন্দে গাহিয়া উঠিলেন—

এক ভরোস, এক বল, এক আশ বিশ্বাস।
এক রাম নবঘন শ্যাম চাতক তুলসীদাস॥
রাম ভরোসো, রাম বল, রাম নাম বিশ্বাস।
সুমিরি নাম মংগল কুশল মাগত তুলসীদাস॥
হিয় ফাটহু, ফুটহু নয়ন, জরহু তে তন কেহি কাম।
দ্রবহি স্রবহি পুলকাহি নহী তুলসী সুমিরত রাম॥

অর্থাৎ—নবঘন শ্যাম শ্রীরাম লাগিবে চাতক তুলসীদাস।
সেই সুধা সলিলের একবিন্দু তরে জীবনের অভিলাষ॥
ইহাই কামনা—ইহাই বাসনা—ইহাই জীবনের পণ।
ইহাই ভরোস—ইহাই বিবেক—ইহাই প্রাণের প্রাণ॥
রাম ভরোস, রাম বল, রাম নাম বিশ্বাস।
শ্রীনাম মংগল ভজন বিলাসে সন্তের সুখরাশ॥
ফাটুক সে হিয়া—শ্রীরাম স্মরণে, যাহা না হইলে দ্রবিত বে।
ফুটুক সে নয়ন, নাম রসালয়ে, যাহা না হইল সজল রে॥
নাম রসায়ণে যে দেহ মজিল না সে দেহে কী কাজ বল না রে।
জ্বলুক সে দেহ বিষম অনলে, তুলসী সে দেহ যাচে না রে॥

অনন্য নামাশ্রয়ে নামীর সহিত ভক্তের অবিরল সুখ-বিহার। পরম মধুময় সিয়ারাম নাম ভজনের সাথে সাথে ভক্ত অন্তরের অন্তস্থলে মহারাস মণ্ডলের নিত্য সেবায় ভূষিত হয়েন! ভক্তের মানস নয়নে শ্রীযুগল রসরাজ—জনকনন্দিনী ও শ্রীরঘুনন্দনের বিবিধ ভূষণে দিব্য

শৃঙ্গারিত রূপ মাধুরী—তাহার অনন্ত লীলায় উদ্ভাসিত হইয়া—ভক্ত চিন্ময় কৈঙ্কর্য্য-সুখে চির মগ্ন হয়েন! ভক্ত ও ভগবান—এই দোঁহাকার চিন্ময় মাধুর্য্য—এক অখণ্ড মহাভাব-চিন্ময়তায় বিরাজ করে! বস্তুতঃ ভক্তের দিব্য শব্দ সংলাপ—শ্রীরাম—এই চিন্ময় রসালয়—অচিন্ত্য মাধুর্য্য সম্পন্ন দিব্য পুরুষোত্তম শ্রীরাম আপন নিত্য দ্বৈত শ্রীজনকনন্দিনীর সাথে সদাই কীর্ত্তিত হ'য়েন—ইহাই অখণ্ড আনন্দঘন মহারাস মণ্ডলের দিব্য প্রাণকেন্দ্র—ইহাই পরাভক্তির চিন্ময় নির্ঝর!

অনন্ত ভক্তের শ্রীনাম রসাস্বাদনে যে বিমল তৃপ্তির—যে অনন্ত সুখৈশ্বর্য্যের চিন্ময় অনুভূতি হয় তাহার বিন্দুমাত্র সুখও সামান্ত ভাষায় উদ্‌গীত হইবার নহে! স্বয়ং আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরাম—অনন্ত ভক্তের অন্তরে অন্তরে দিব্য লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীনাম রসাস্বাদনের চিন্ময় সুধা পান করতঃ যে পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া দিব্য ভাব-ভজনের অমিয় সিন্ধুতে সতত যে নিমজ্জিত হয়েন—তাহাই অশেষ রহস্যময় গিরায় প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে শ্রীভগবান বলিলেন—

মম গুণগ্রাম নাম রত গত মমতা মদ মোহ।
তা কর সুখ সোই জানে পরানন্দ সন্দোহ॥

অর্থাৎ—বিষয়-বনিতা ত্যাগী যে সন্ত সুজান
শ্রীনাম রসায়ণে মজিল রে।
ভজন-কীর্ত্তনে আত্ম-নিবেদনে
দাস্য-সেবনে সদা মগন রে॥
শ্বাসে শ্বাসে নাম মধুর সিয়ারাম
চিত্ত-কায়-মন সুবাঁধি রে।

কে জানে তার সুখ অমিয় পারাবার
কে জানে তার দশা প্রেম পয়োধি রে ॥
সে সুখ সে দশা সে নিবিড় ভালবাসা
জানিল সংগোপনে সুসন্ত রে।
অগির অনয়ন অকথ কাহিনী সে
পরমানন্দের অবধি রে ॥

বাস্তবিক পরম উদাসীন বিমল সন্ত—শ্রীযুগল নাম কীর্ত্তনের সাথে সাথে অবিরল সুখ সিন্ধুর গহন তলে নিমজ্জিত হয়েন—এবং এই আন্তর ও বহিরঙ্গ সমাধিতে—তাঁহার অখণ্ড চিত্ত মন লয় প্রাপ্ত হয়! অনন্ত ভক্ত এমত ভাব সমাধি দশায় চিন্ময় মাধুর্য্যকন্দের নিত্য সেবায় নিমজ্জিত হইয়া—যে দিব্য অনুভবে সতত বিচরণ করেন—তাহাই বস্তুতঃ চারিটি মঙ্গলময় অক্ষর বিশিষ্ট শ্রীসীতারাম নাম বৈভবের নিত্য মাধুর্য্য! পরম ভাগবতাচার্য্য প্রেমলতাজীর চিন্ময় কাব্যে সীতারাম নামোচ্চারণের সাথে সাথে অনন্ত ভক্ত হৃদয়ে যে অশেষ দিব্য জ্ঞান-মঞ্জুল ভাব নিচয় আপনি উদ্বেল হয়—তাহাই প্রসঙ্গতঃ উদ্গীত করতঃ মহাকবি গাহিতেছেন—

'সী' কে সুমিরণ করত হী, হী কে খুলত কিয়ার।
জী কে জীবন রাম জো, দরশৌ পরম উদার ॥
দরশৌ পরম উদার, মোহ মায়া মদ কর্ষৈ।
সরসৈ জ্ঞান-বিরাগ, পায় প্রভুবল অতি হর্ষৈ ॥
পুরহি সু অভিমত কাজ, জীব সহ বুদ্ধি শুভীকে।
প্রেমলতা দুখ দোষ নাশ সব সুমিরত সী কে ॥
'তা' কে সুমিরত সকল জগ মঙ্গলময় সরসায়।
নিত নতুন সুখ সুকৃত উর পরমানন্দ দিখায়

পরমানন্দ দিখায়, জায় সংসৃতি দুখ দুরী।
পাবৈ জীব সুপীব বড়াই তিহুঁ পুর ভুরী॥
ছায়ে শুভগুণ বিপুল তাসু উর শ্রম বিন আকে।
প্রেমলতা বড় ভাগ হোত নর সুমিরত তাকে।
'রা' কে সুমিরত ঝরত অঘ জ্যো তরুবর কী পাত
কাল কুকর্ম্ম অধর্ম্ম কলি বিনু শ্রম সকল সিরাত॥
বিনুশ্রম সকল সিরাত, জাত জন প্রভু পরধাম হি।
বিহরত জঁাহা সিয়ারাম সখীন সহ সুখ বসুযামহি॥
জন্ম মরণ ভব ব্যাধি নাশৈ জিনি পিয়ত সুধাকে।
প্রেমলতা সুখ অকথ হোত উর সুমিরত রাকে॥
'মা'কে সুমিরত মোদ উর বঢ়ে অনূপ অপার।
মায়িক ভোগ বিলাস সুখ সুঝি পরৈ বিনু সার॥
সুঝি পরৈ বিনুসার ভাব সম লাগৈ দেহী।
ভীজৈ মনবচ কর্ম্ম সদা ইক রাম সনেহী॥
ব্রহ্মাদিক সুর সিদ্ধ চাহত পুনি দর্শন জাকে।
প্রেমলতা হোত বশ প্রভু সুমিরত 'মা' কে॥

অর্থাৎ—সীতারাম নাম রসে কত সুধা আছে রে।
বর্ণে বর্ণে নামামৃতের পরানন্দ ঝরে রে॥
'সী' এর স্মরণ মাত্রে হৃদ কমল খুলে রে।
জীবের জীবন রাম এই দিব্য দৃষ্টি জাগে রে॥
মোহ মায়া মদ মান সকলি লুকায় রে।
বিজ্ঞান বিরাগ জ্ঞান উল্লসিত হয় রে॥

ভক্তি রতি সেবা মতি হয় সু উজ্জল রে।
প্রেমলতা দুখহর সী সুধাময় বর্ণ রে ॥

সীতা নামের তা অক্ষরের কে জানে কী বিভব রে
অনন্ত কল্যাণধাম দিব্য দশা দাতা রে ॥
তা এর স্মরণ মাত্র দশদিক মঙ্গল রে।
নিত্য নতুন সুখ হৃদি মাঝে জাগে রে ॥
সংসৃতি সুদূরে রাখি দেয় পরামুক্তি রে।
নিত্য দয়িত জীব পায় প্রাণনাথ রে ॥
অখিল শুভগ গুণ বিনু শ্রমে ছায় রে।
প্রেমলতা দিব্য জীব তা মধুময় গিরা রে ॥

সীতারামের রা অক্ষরে কিবা পরানন্দ রে।
সে সুধা—সে রস জানে সন্ত সুজান রে ॥
'রা' এর স্মরণ মাত্রে ঝরা পাতা সম রে।
সকল পাপের রাশি নিমেষে পালায় রে ॥
কাল কুকর্ম্ম কলি অধর্ম্ম অন্যায় রে।
প্রাণভয়ে যায় দূরে 'রা' এর উদয়ে রে ॥
বিনা শ্রমে বিনা ক্লেশে অজ্ঞান সু তমরে।
হইয়া বিমুক্ত জীব যায় প্রভুধাম রে ॥
যেথায় অনন্ত সখীর সনে শ্রীসীতারাম রে।
নিত্য বিহার সুখে চিদানন্দময় রে ॥
অমিয় সুপানে যথা জন্ম-মরণ রে।
ভব ব্যাধি নাশ হয় বিনা কায় ক্লেশে রে ॥

তেমতি অকথ সুখ হৃদে উপজয় রে।
প্রেমলতা 'রা' বর্ণ এত সুখ ভরা রে॥

রাম নামের 'ম' অক্ষর কিবা নন্দ ভরা রে।
সে অপার অমিয় সুখ সদা তুলনা বিহীন রে॥
ম এর স্মরণ মাত্র হ্লাদিনীর ধারা রে।
আপনি উথলি উঠে হৃদিপুর ছায় রে॥
দিব্য প্রকাশ হিয়া পরম বিজ্ঞান রে।
মায়িক সকল ভোগে সতত বিরাগ রে॥
নিত্য স্বরূপ রাগে হইয়া আরূঢ় রে।
মন-বচ-কর্ম্মে সদা শ্রীরাম কিঙ্করী রে॥
সুরপতি ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর পুরারি রে।
যাঁহার দর্শন লাগি সতত উতলা রে॥
অমলা ভক্তির ধাম সে ম এর স্মরণে রে।
প্রেমলতা বশ হয় সেই পুরুষ প্রধান রে॥

বাস্তবিক পরম আপ্তকাম শ্রীসদগুরু পরম্পরার দিব্য অনির্ব্বচনীয় করুণা প্রসাদেই কোন কোন মহা-ভাগ্যবান জীব শ্রীনাম ভজনে একান্ত আশ্রয় লাভে চরিতার্থ হইয়া থাকেন! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীনাম মহামঙ্গলই হইল—ভক্তি-ভক্ত ও ভগবানের চিন্ময় মহামিলনের দিব্য মঙ্গল সেতু—অবিরল নামানন্দ নিসেবনই হইল পরম প্রকৃষ্টতম সাবলীল ভজন—ইহাই, বাস্তবিক, পরম গোপ্য ভক্তি চিন্তামণির চিন্ময় মাধুর্য্য নিলয়—ইহাই ভক্তি চিন্তামণির দিব্য রূপ!

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞান মলিন জীব—সংস্কারানুযায়ী ভুক্তি-মুক্তি কামী হইয়াও—মহৎসঙ্গ প্রসূত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি

গৌণভক্তির অনুশীলন করিলেও—শ্রীসদ্গুরু পরম্পরার দিব্য কৃপারাশি যে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অনন্ত মঙ্গলভবন শ্রীনাম ভজন রূপ ভক্তি চিন্তামণির অখণ্ড সেবায় সদাই মণ্ডিত করেন—তাহাই পরম রহস্যময় সংবাদে উদ্গীত করতঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার প্রেমানন্দে গাহিলেন—

ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণেবে ভজয় ॥
অন্যকামী যদি কবে কৃষ্ণেব ভজন।
না মাগিতে কৃষ্ণ তাবে দেন স্বচবণ ॥
কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষ কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষ ভুলাইব ॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥

শ্রীনাম রসের পরম উজ্জ্বল স্বরূপ মাধুর্য্য কীর্ত্তিত করতঃ মহারাজজী ভক্তগণকে নিত্য নামানন্দে মগ্ন থাকিতে বলিতেন—জীবের সহিত ইষ্ট সম্বন্ধের ন্যায় অনন্ত সরল ও সুখদায়ক আর কিছুই নাই—নিত্য জীব শিশু সন্তানের ন্যায়—জগৎ পিতামাতার কেবল মাত্র মধুময় নাম গ্রহণেই—তাঁহাদের সকল স্নেহ—তাঁহাদের সতত দৃষ্টি—তাঁহাদের নিত্য সেবা-তৎপরতা লাভ করিয়া থাকে—ইহার জন্য—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান বৈরাগ্য প্রমুখ সাধন নিচয়ের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই—অনন্ত প্রপন্নতায় নিত্য জীব সততই পূর্ণ—এবং সেই অনন্ত মাধুর্য্যময় সম্পদেই পরিপূরিত হইয়া

নিত্য জীব অনায়াসেই সকল প্রকার সাধন তত্ত্বের পরম সার্বভৌম অধি-
কারী হইয়া থাকে।

এক্ষণে অনন্ত শ্রীরামানন্দী ভাগবৎ মহাপ্রাণ সরল আপ্তকাম শিশুর
ন্যায় চিন্ময় ভাগবৎ প্রপন্নতায় নিত্য বিচরণ করেন এবং তাঁহার এই
দিব্য ভাব—আনন্দকন্দের যেরূপ প্রিয় ও সুখকর—তাঁহার নিকট তেমন
আর কিছুই নয়! বাস্তবিক একান্ত জ্ঞানশূন্যা—একান্ত কর্ম্ম-যোগ
শূন্যা চিন্ময় প্রপন্নমতির নিত্য মাধুর্য্যে ভক্ত-ভগবানের সর্ব্ব ব্যবধান
নিঃশেষে হারাইয়া যায়—ভগবান এমত ভক্তের নিত্য যোগক্ষেম রক্ষায়
যে সতত ব্যস্ত—সতত উন্মুখ—তাহাই প্রসঙ্গতঃ উদ্গীত করতঃ মহামতি
তুলসীর কণ্ঠে শ্রীরামানন্দ কাগভুশুণ্ডী বলিলেন—

এক পিতাকে বিপুল কুমারা।
হোহি পৃথক গুণশীল আচারা॥
কোউ সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মমত কোই।
সব পর পিতহি প্রীতি সম হোই॥
কেউ পিতু ভগত বচন মন কর্ম্মা।
স্বপনেহু জান ন দুসর ধর্ম্মা॥
সো সুত প্রিয় পিতু প্রাণ সমানা।
জদপি সো সব ভাঁতি অজানা॥

অর্থাৎ—এক অখণ্ড পিতার অনন্ত সন্তান।
অনন্ত প্রকারে তারা দিব্য ভেদবান॥
কর্ম্ম-গুণ বিদ্যা-জ্ঞান কিবা আচরণে।
জীবে জীবে পৃথকতা কহিল পুরাণে॥

কেহ বা পণ্ডিত জ্ঞানী কেহ ধর্ম্মরত।
কেহ বা মলিন নীচ কেহ পাপরত॥
সবাকার প্রতি প্রীতি দিব্য সম ভাব।
ইহাই জগৎ-নাথের উজ্জ্বল স্বভাব॥
তথাপি পৌঢ় আর শিশুজ্ঞানে অনন্ত বিবাজে।
এ রহস্য দিব্য অতি কয় রসরাজে॥
যে শিশু সকল ভাবে কর্ম্ম-বচ-মনে।
পিতায় প্রপন্ন মতি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে॥
হোলেও অজ্ঞান-মন্দ কিংবা গুণহীন।
তাহার সতত সেবায় পিতা লয়লীন॥

বাস্তবিক শ্রীনাম ও নামীর অনন্ত মধুর চিন্ময় সম্বন্ধটি একান্ত প্রেম পূরিত মুগ্ধ চিত্ত ব্যতিরেকে অন্যত্র কোথাও সহজে উপলব্ধ হইবার নহে! অখণ্ড ভগবল্লীলা যে নিত্য নামেই সদাই উদ্ভাসিত—নাম স্মরণ মাত্রে হৃদয় প্রেমে প্রেমে যে মহারাসলীলায় সংস্থাপিত হয়—ইহাই একান্ত শ্রীনামাশ্রয়ী শ্রীযুগল কিঙ্করী ব্যতিরেকে অন্যত্র আস্বাদিত হইবার নহে! বাস্তবিক শ্রীনামানন্দের এই পুলক প্রবাহের বিমল দিকটি উদ্ভাসিত করতঃ একদা বৈষ্ণব মহাকবি চণ্ডীদাস গাহিয়া উঠিলেন—

সখী কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো॥
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

শ্রীনাম মাধুর্য্যের এমত উজ্জ্বল প্রকাশটি অনন্ত বিষয়-বনিতা ত্যাগী চিন্ময় সন্ন্যাসীর নিষ্কাম হৃদয়ের একান্ত গোপ্য ধন! ভগবৎ নামের উজ্জ্বল উৎকণ্ঠায় সন্তগণ সততই বিরহ দশায় ব্যতীত করেন! বাস্তবিক শ্রীনাম

কীর্ত্তনই হইল—চিন্ময় ভজনানন্দের অনন্য রূপ! এই দিব্য রসানন্দের বিমল ভোক্তা অনন্য প্রেম পন্থচারী না হইলে—শ্রীনামানন্দ সামান্য নামাভাস মাত্রে পরিণত হয়!

মহাভাগবৎ শ্রীনাম কীর্ত্তনের সাথে সাথে—হৃদয়ে যে মহামোদ লাভ করেন—অন্তরের অন্তস্থলে যে দিব্য পরমার্থ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন—তাহাই মুগ্ধ ভাবসঙ্গীতে উদ্গীত করতঃ মহাকবি প্রেমতলাজী প্রসঙ্গতঃ গাহিতেছেন—

নাম কী রটনা করি পায়ে, রাম জো ব্রহ্ম বেদ গায়ে।
জনকপুর বনা বেষ সাজৈ।
কনকমণি মণ্ডপ তর রাজৈ॥
বনী সিয়া বাম—বাম ভাগ সোহৈ।
মদন রতি লখি বহু ছবি মোহৈ॥
মাধুরী অঙ্গ অঙ্গ ছাই।
কহো কেহি কওন ভাঁতি গাই॥
শ্যামল গোর সুহাওনী জোরী পরম উদার।
ব্যাহ সাজ সাজৈ শুভ ভ্রাজৈ শুভগামন সুখসার॥
হো রহে সকল মন ভায়ে
নাম কী রটনা করি পায়ে, রাম জো ব্রহ্ম বেদ গায়ে॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম জপিয়া হায় লভিনু পরম পদ।
বেদ শ্রুতি কীর্ত্তিত অচিন্ত্য শ্রীরাম রে॥
উজ্জ্বল আনন্দঘন কিশোর সু মনোহর।
আপন দ্বৈত মাঝে আপনি সু হারা রে॥

সে সুখ সে শোভা কিবা বদনে না কহা যায়।
যতই করিনু পান তত নেশা বাড়ে রে ॥
এ মহা রসের আলয় ত্রিপাদ বিভূতিময়।
জনকপুর মাঝে নিত্য পরম অভিরাম রে ॥

জপিতে জপিতে নাম নয়নে হেরিনু হায়।
জনকপুরী মাঝে নিত্য শ্রীযুগল রে ॥
আনন্দমগন বেষ ভূষণ সু অভিরাম।
মণিময় সিংহাসনে শ্রীরাম জানকী রে ॥
রামের বামেতে সীতা অনন্ত চিন্ময় ধাম।
কী দিব তুলনা তার কোটি কাম-রতি তুচ্ছ রে ॥
অঙ্গে অঙ্গে সরসিত দিব্য বিমল সুখ।
কেমনে গাহিব বল কোন্ ভাব দিয়া রে ॥

শ্যাম সুন্দরঘন যুগল সু-রসরাজ।
পরম সু মনোহর উদার ললিত রে ॥
সে রূপ সে সুধা পানে মিথিলা পুরবাসীগণ।
অকথ আনন্দরসে নিত্য সু মগন রে ॥
শ্রীনাম রটনে হায়—লভিনু যে মহামোদ।
অখিল বেদের সার যুগল অভিরাম রে ॥
বিচিত্র বিমল রাসে জানকী জানকীনাথ।
পরম নির্ভরা সুখে সদা এক ঠাঁই রে ॥

যথার্থ বলিতে কী অনন্ত সন্তের চিন্ময় বৈভব নিচয়—শ্রীনাম মহা-মঙ্গলেরই দিব্য স্বরূপ মাধুর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। মহারাজজীর

সদানন্দময় পুলকিত লীলাতনুর অঙ্গে অঙ্গে—শ্রীনামানন্দের মোহন মাধুরী—শ্রীনামানন্দের বিমল বিভূতি—শ্রীনাম তত্ত্ব-রহস্যের চিন্ময় মহাপ্রকাশ—সতত আপন মুগ্ধ ধারায় আপনি ক্ষরিত হইত। মহারাজজী শ্রীযুগল রাসোৎসবের নিত্য কিঙ্করী—মহারাজজী এই অকথ সুখানন্দে মগ্ন হইয়া বা যখন—জানকীজী কী জয়—বলিযা নিজ অন্তরের সমগ্র মাধুর্য্য প্রকাশ করিতেন—মহাভাগবতের সেই উল্লাসপূর্ণ মুগ্ধ সংলাপ শ্রবণ করতঃ অনুরাগী চিত্ত অমিত সুখে পূর্ণ হইয়া উঠিত। মহারাজজীর মধুময় কণ্ঠে এই পরানন্দময় দিব্য উদ্গার আস্বাদনে—ভাগ্যবান জীবের নযন যুগলে প্রকটিত হইত—অচিন্ত্য তুরীয়ানন্দময শ্রীযুগল বাসমণ্ডলেব বিহার স্থল—যেথায় নখশিখ শৃঙ্গারিত অনন্ত সখী মঞ্জরীগণ নিজ নিজ প্রাণের অব্যক্ত সুধায় শ্রীযুগল রসরাজ লীলায মগ্ন হইয়া—অনন্য আনন্দ-স্ফুরিত সমবেত কণ্ঠে জানকীজী কী জয় বলিযা—মহানন্দেব দিব্য ধ্বনি তুলিত—মহারাজজী যেন সেই রাসমণ্ডলে দিব্য ললনাগণের সাথে একই সমস্বরে শ্রীকিশোরীজীর জয় কীর্ত্তন করিতেছেন।

বাস্তবিক মহারাজজী সতত এই দিব্য প্রেমানন্দে মগ্ন থাকিতেন—তাঁহার মধুময় কণ্ঠে শ্রীযুগল নাম কীর্ত্তনে যে অবিরল আনন্দের প্রস্রবণ হইত—মহা ভাগ্যবান ভক্ত-হৃদযের তাহা চিব গোপ্য ধন হইয়া রহিল! মহারাজজী চিন্ময় শিশুব ন্যায় মুগ্ধ সারল্যে সকলকেই যথাশক্তি পরম মধুময় সিয়ারাম নাম কীর্ত্তন কবিতে বলিতেন। শ্রীনাম কীর্ত্তনের দিব্য মঙ্গলরূপ রূপটি প্রকাশ করতঃ মহারাজজী প্রসঙ্গতঃ বলিতেন—

> মুক্তি স্ত্রী কর্ণপুরৌ মুনি হৃদয়বয়ঃ পক্ষাতীতীর ভূমৌ।
> সংসার পারসিন্ধোঃ কলিকলুষ তমস্তোম সোমার্কবিম্বৌ।
> উন্মীলৎ পুণ্যপুঞ্জ ক্রম ললিতদলে লোচনে চ শ্রুতিনাম্
> রামং রামেতি বর্ণৌ শমিহ কলয়তাম্ সন্ততং সজ্জনানাম্॥

অর্থাৎ—শ্রীরাম এই দুইটি বর্ণ মুক্তি রূপা স্ত্রীর সধবাত্ব সূচক দুইটি দুইটি কর্ণফুল—এই দুইটি বর্ণ মুনি হৃদয় রূপ বিহঙ্গের দুইটি পক্ষ অর্থাৎ এই দুইটি পরম মধুময় অক্ষর—রসনায় আস্বাদন করতঃ মুনিগণ বেদ কীর্ত্তিত শ্রীরামরসে লীন হয়েন। এই দুইটি বর্ণ সংসার সাগরের তটভূমি! কলির অশেষ তমপুঞ্জকে নাশ করিবার জন্য এই দুইটি স্বপ্রকাশ বর্ণ—সূর্য্য ও চন্দ্র সম—এই দুইটি বর্ণ অনন্ত সুকৃত পুঞ্জ প্রসূত পুণীত বৃক্ষের দুইটি ললিত দল! শ্রুতি সমূহের দিব্য নয়ন সম এই দুইটি পরম চিন্ময় বর্ণ সমগ্র সজ্জনবৃন্দের একান্ত জীবনাধার!

মহারাজজী তাঁহার দিব্য ভাগবৎ জীবনে অনন্য শ্রীনামাশ্রয়ের চিন্ময় পরিচয় দানে অশেষ জন-মন রঞ্জিত করিয়াছেন! সামান্য ঘটনায় তাঁহার এই পরম দিব্য চরিত্রের কিঞ্চিৎ রাসাস্বাদন হইতে পারে—এই বিবেচনায় নিম্নে একটি মুগ্ধ কাহিনী যথামতি বিবৃত করা হইতেছে!

একদা সংকট মোচন হনুমানজীর মন্দিরে—মহারাজজী ভক্তগণ সহ শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। হনুমানজীর দরবারে নামকীর্ত্তনের সময় প্রত্যহ একটি কুকুর মহারাজজীর সন্নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত এবং শ্রীনামকীর্ত্তন শেষ হইবার পর—কুকুরটি পুনরায় যথাস্থানে চলিয়া যাইত! এক্ষণে সেদিন প্রভাতেও উক্ত কুকুরটি যথারীতি শ্রীনাম-কীর্ত্তনে উপস্থিত হইল! দেখিতে দেখিতে ভক্ত-প্রেমের মধুময় কীর্ত্তনে সমগ্র পরিবেশটি মুখর হইয়া উঠিল এবং বহুক্ষণ অবধি শ্রীনাম কীর্ত্তন হইল এবং তৎপরে আরতির শেষে মহারাজজী আপন প্রকোষ্ঠে গমনের জন্য মন্দিরের আঙ্গিনায় অবতরণ করিলেন! মহারাজজী ভাবময় শুদ্ধতনে আপন নিকুঞ্জের প্রতি গমন করিতেছেন—এমত সময়ে কুকুরটি সহসা তাঁহার পদদেশটি কামড়াইয়া ক্ষিপ্র গতিতে কোথায় পলাইয়া গেল! আশ্চর্য্য! এক নিমেষের মধ্যে সহসা এ কী হইয়া গেল—কুকুর দংশনে মহারাজজী পদদেশটি ক্ষত-বিক্ষত হইল!

মহারাজজীও ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি কতকটা চকিত হইলেন এবং পরক্ষণেই আত্মভাবে মগ্ন হইয়া যথারীতি আপন প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া ক্ষত স্থানটি পরিষ্কৃত করতঃ সামান্য কাপড় দিয়া ক্ষতটি বাঁধিয়া রাখিলেন এবং তৎপরে নিত্য সেবায় পরমানন্দে লয়লীন হইলেন !

কিন্তু মহারাজজীর ভক্তগণ বড চিন্তিত হইলেন—মহারাজজীর কত না কষ্ট হইতেছে—এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিবার জন্য ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে দুইজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার সহ ভক্তগণ মহারাজজীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজজীকে বলিলেন—মহারাজজী আপনি এক্ষণে ইনজেকশন লউন—আপনার বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে।

ভক্তগণের চিন্ময় বিহ্বলতায় মহারাজজী তাঁহার মধুর স্বভাব-সুলভ প্রসন্নাননে ভক্তগণকে অভয় করতঃ বলিলেন—তোমরা অধিক চিন্তিত হইও না কুকুর দংশনে আমার কিছুই হইবে না কারণ কুকুরটি আমায় দংশন করিবার জন্য দংশন করে নাই ! অদ্য হনুমানজী এই কুকুর দংশন রূপ দিব্য বিনোদ কৌতুকে আমায় শ্রীনাম-প্রেম পরীক্ষা করিলেন !

মহারাজজী প্রসঙ্গতঃ বলিয়া চলিলেন—অনন্য প্রপন্নমতি সন্তের সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র আশ্রয় হইল পরম মধুময় সিয়ারাম নামামৃত ! এক্ষণে কুকুর দংশনে—আমি যদি শ্রীনাম রসালয় ত্যাগ করতঃ অন্য উপায় অবলম্বন গ্রহণ করি—তাহা হইলে আমার—একান্ত নামাশ্রয়ের যথার্থতা কোথায় রহিল ? হনুমানজীব দিব্য কৃপায়—আমার হৃদয়ে হনুমানজীর এই লীলাটি বেশ প্রকাশিত হইয়াছে—শ্রীনাম প্রতাপে—এই কুকুর দংশন আমার অচিরেই সুস্থ হইবে - সন্দেহ নাই !

মহারাজজীর দিব্য বাণী শ্রবণ করতঃ সামান্য অল্পমতি ভক্তগণ মহৎ করুণায় অনন্য সন্তের চিন্ময় বিশ্বাসের দিব্য ভূমিটি যেন সহসা অবলোকন

করিলেন—মহারাজজীর বাক্যে তাঁহারা অনন্য ভজনের মধুর রূপটি দর্শন করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন।

আশ্চর্য্য! এই ঘটনার দুই একদিন পরে ভক্তগণ সত্য সত্যই দেখিলেন যে মহারাজজীর শ্রীঅঙ্গে আঘাতের চিহ্ন অবধি নাই—পরম মুদিত পূর্ণ শতদলের ন্যায় মহারাজজীর দিব্য তনুটি অনন্য শোভায় সততই যেন ঝলমল করিতেছে!

*　　　*　　　*

পরম নিগূঢ় শ্রীনাম তত্ত্বের চিন্ময় বিলাস বৈভবে মহারাজজীর হৃদয় সততই ডগমগ করিত—শ্রীনাম তত্ত্বের অখণ্ড রূপটি যেন তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গে পরম রসময় রূপে ফুটিয়া উঠিত—মহারাজজী এই চিন্ময় দশায় সতত শ্রীনামানন্দে বিরাজ করিতেন—তাঁহার অধরে নাম—রসনায় নাম—নয়নে নাম—শ্রীমুখে নাম—অঙ্গে অঙ্গে শ্রীনাম রসায়ণের সতত মুদিত বাদল! শ্রীনাম বিলাসের অজস্র সুখে মহারাজজী সতত নিমজ্জিত থাকিতেন!

একদা শ্রীরাম নারায়ণ শাস্ত্রী নামক মহারাজজীর এক নিগূঢ় ভক্ত মহারাজজীকে প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সরকার! শ্রীহরি কা দর্শন কৈসে হো? অর্থাৎ হে প্রভু—কি উপায়ে শ্রীহরির দর্শন মিলিবে?

ভক্তের দিব্য ব্যাকুলতায় মহারাজজী পরম মুদিত হইলেন—তিনি ভক্তকে আশ্বস্ত করিবার মানসে প্রথমে বলিলেন—শ্রীযুগল সরকার চিত্রকূট মে সদৈব রহতে হৈ? শ্রীযুগল সরকার চিত্রকূটে নিত্য মহারাস লীলায় মগ্ন থাকেন। কিন্তু এইটুকু মাত্র বলিয়াই তিনি পূর্ব্ব ভাষণটির সমাপ্তি ঘটাইয়া ভক্তকে পরমার্থ তত্ত্ব উপদেশ করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—

নাম রূপ দেই ঈশ উপাধি।
অকথ অনাদি সুসামুঝি সাধী॥
মোর মত বড় নাম দুঁহুতে।
কিয়ে জেহি জুগ নিজ বশ নিজ বুতে॥

অর্থাৎ—শ্রীনাম রূপ—দুই হয় ঈশ্বর পবত্ব।
দিব্য ভজন মাঝে ইহার মহত্ত্ব॥
অকথ অনাদি দুই নাহি যায় বলা।
সন্ত সুজান জানে ইহার রতিকলা॥
তথাপি শ্রীনাম শুন সর্ব্ব তত্ত্ব সার।
অনন্ত রূপের আলয় শ্রীনাম গুণাগার॥

মহারাজজী ভক্ত প্রতি এই সিদ্ধান্ত বাক্য অনুগীত করতঃ বলিলেন—ভগবৎ রূপের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য—নানা রূপে—নানা রসে—শ্রীহরি জনে জনে অভিনব রূপে আপনার দিব্য কৃপা বিতরণ করেন—একমাত্র নামই হইল—সদা একরস—সদা সচ্চিদানন্দময়। শ্রীনামাধারে শ্রীহরি যে সর্ব্বত্রই একরস রূপে বিরাজমান—তাহাই প্রসঙ্গতঃ মহামতি তুলসীব সরল গ্রাম্য গিরায় উদ্গীত করতঃ মহারাজজী ভক্তকে বলিলেন—

অগজগ ময় সব রহিত বিরাগী।
প্রেমতে প্রভু প্রগটৈ জিমি আগী॥

অর্থাৎ—সর্ব্বত্র ব্যাপক সমান চির আপ্তকাম।
একমাত্র প্রেমপূজাব নিত্য কাঙাল রাম॥

শ্রীনাম রসালয়ে হোই নিমজ্জন।
শ্রীরাম পরমতত্ত্বে কর দরশন ॥

অনন্তর ভক্ত প্রতি মহারাজজী আপন মুগ্ধ মায়া বিস্তার করতঃ বলিলেন —একমাত্র শিশুর ন্যায় সরল প্রাণে শ্রীনাম রটনই হইল—পরম সুখের চিন্ময় নিঝর্র—ইহাই পরম তত্ত্বের দিব্য নিধান—ইহাই পরম সরল – পরম সত্য পরম সুন্দর—পরম মঙ্গলময়!

* * * * *

পুনরায় উক্ত ভক্তটি একদা কাতর প্রাণে মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পরকাব! যদি ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় তাহা হইলে কী উপায় তাঁহাকে চিনিতে পারিব?

ভক্তের এই চিন্ময় উৎকণ্ঠায় মহাবাজজী পরম মুদিতাননে ভক্তকে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—কেবল্ নাম রটনা হী ইসকা নিশ্চিত উপায় হৈ— অর্থাৎ একমাত্র শ্রীনাম রটনই হইল ভগবানকে চিনিবার প্রসিদ্ধ উপায়! মহারাজজী অতঃপর আপন বাক্যেব যথার্থতা প্রসঙ্গে আচার্য্য প্রমাণ উদ্গীত করতঃ বলিলেন—

জানা চহহি গূঢ় গতি জেউ।
নাম জীহ জপি জানহি তেউ ॥

অর্থাৎ—নিগূঢ় রহস্য কথা যদি জানিবার চাস।
রসনায় শ্রীনাম রটি লভ অভিলাষ ॥

মহারাজজী অতঃপর পরম সাদরে ভক্তকে বলিলেন—দেখো বাচ্ছা! ভগবান কহতে হৈ—হে জীব! তু কেবল মেরা নাম লেতা রহ—

—মৈ তেরী কামনায়োঁ কী পুরা করতা রহুঁগা—অর্থাৎ হে পথিকবর! তুমি রসনায় কেবলমাত্র আমার নাম রটিতে রটিতে সংসার যাত্রায় চলিতে থাক—আমি তোমার সকল কামনা পূরণ করিতে থাকিব!

মহারাজজী ভাবস্নিগ্ধ কণ্ঠে—চিন্ময় ভগবদ্ধাম শ্রীসীতারামের দিব্য কৃপার চরিত্র উদ্গত করতঃ ভক্তকে প্রসঙ্গতঃ বলিলেন—দেখো! ভগবান কহতেঁ হৈ কী ভোজন দেনা মেরা কাম হৈ—আউর ভজন করনা আপ কা কাম! অর্থাৎ জীবকে ভোজন দেওয়া হইল আমার কর্ত্তব্য এবং ভগবৎ ভজন করাই হইল জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য!

কিন্তু আশ্চর্য্য! অনন্ত আপ্তকাম ভগবান আপনার প্রতিজ্ঞা চিরদিন পালন করিয়া আসিতেছেন—এবং অজ্ঞান বিমূঢ় জীব আপনার প্রতিজ্ঞা চিরতরে ভুলিয়াছেন—এবং এই আত্মবিস্মৃতির কী ফল তাহা ব্যাকুল কণ্ঠে উদ্গীত করতঃ শ্রীভগবান জীবকে সতত সাবধান করিতেছেন! ভগবান সাংসারিক জীবকে বলিতেছেন—দেখো! হম ভোজন দেতা হুঁ লেকিন জীব তু ভজন নেহী করতা—মারা জায়েঙ্গা—মারা জায়েঙ্গা—মারা জায়েঙ্গা।

অর্থাৎ—হে জীব—ভাবিয়া দেখ যে আমি চিরদিন তোমায় ভোজন দিতেছি—কিন্তু তুমি ভজন করিতেছ না—হে জীব! আমার অনন্য শরণ ভুলিও না—ভুলিলে মারা যাইবে—মারা যাইবে—মারা যাইবে—সন্দেহ নাই!

বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য বচন কী অনুপম তেজপুঞ্জ—কী বিমল বিজ্ঞান ঝলমল—ভক্ত প্রতি কী করুণা কোমল! মহামতি তুলসীর অনুপম গিরায় মহারাজজীর আকুলিত ভাবটি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিলে বলিতে হয়—

তুলসী তু সিয়ারাম কহু কহুঁ ইকান্ত থল বৈঠি।
ভোজন কো প্রভু দেইঙ্গে উর কাহুকে বৈঠি॥

অর্থাৎ—তুলসী তুই কোথাও একান্তে বসি
সিয়ারাম নাম কর রটন রে।
ভোজন দিবে সাধু ইষ্ট তোব
ধবি কোন না কোন রূপ দিব্য রে॥

বলা বাহুল্য তুলসীর দিব্য বচনে মহারাজজীর সমগ্র বাঙ্ময়ী অন্তর-রূপটি যেন ঝলমল করিয়া উঠিল—অনন্ত শান্তির চিন্ময় গহন তলে মন নিমজ্জিত হইলে—শ্রীনাম পীযূষ ধারার অজস্র আলোকপুঞ্জে অখণ্ড সত্তা মুগ্ধ ভাবে আপ্লান ঝরিয়া পড়ে। এই বিমল চিন্তামণির অনন্ত চিন্তায—মহারাজজী যে সততই উদ্ভাসিত তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই!

বস্তুতঃ মহারাজজীর শ্রীনাম প্রেমের কোনরূপ অন্ত ছিল না—তাঁহার প্রতি সম্ভাষণে মধুময় নাম আপনি ঝরিয়া পড়িত! কত দিব্য উপমায়—কত মধুর কথায়—তিনি শ্রীনাম মহামঙ্গলের কীর্ত্তন করিতেন—তাঁহার বলিবার চিন্ময ভাবে—শ্রীনাম তত্ত্বের অখণ্ড মাধুর্য্যটি—ভক্ত নযনে সততই প্রমুদিত হইযা উঠিত।

মহারাজজী দ্রবিত চিত্তে অনুরাগীগণকে প্রায়ই বলিতেন—দেখো। মরা মরা কহতে মুনীশ ব্রহ্ম ভযে—রাম রাম কহেতে ন জানে কৌন পদ পাতে হৈ—আউর সিযারাম সিয়ারাম কহনেসে না জানে কৌন পদ মিলেগা। অর্থাৎ দেখো! মরা মরা রটন করিতে করিতে বাল্মীকি ব্রহ্ম সম হইয়াছিলেন—না জানি রাম নাম ভজন করিলে ভক্ত কোন পদ লাভ করিতেন—এবং যদি সিয়ারাম সিয়ারাম নাম রটন করিতেন—তাহা হইলে ভক্ত যে কী পদ লাভ করিতেন—তাহার বাস্তবিক কোনরূপ পরিমাপ নাই সে পদের কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারেন না!

বাস্তবিক মহারাজজীর এই পরম মধুর দিব্য কথনে একাধারে শ্রীনাম মহারাজের যেরূপ উজ্জ্বল সুযশ কীর্ত্তিত হইল—অপরদিকে ততোধিক

সুমধুর রূপে—অখণ্ড মাধুর্য্যালয় শ্রীযুগল ভজনের মুগ্ধ পরমার্থতা ইঙ্গিত করা হইল! বলা বাহুল্য মহাভাগবতের দিব্য মাধুর্য্যে—কীরূপ সামান্য কথায় অচিন্ত্য শ্রীনাম মাহাত্ম্যের বিমল বৈভব প্রকাশিত হইত! তিনি প্রায়ই ভক্তবৃন্দের নিকট অখণ্ড সুখধাম শ্রীনাম রসায়ণের উজ্জ্বল মাধুর্য্য বিস্তার করতঃ বলিতেন—দেখ। আশ্রমে বা মঠে—যাহারা অনন্য শ্রীনাম ভজনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকেন—মঠাধ্যক্ষ তাহাদের আর অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন না কিন্তু অপরপক্ষে যাহারা নিজ নিজ ইচ্ছামত কালক্ষয় করেন—মঠাধ্যক্ষ তাহাদের রন্ধন, সমার্জ্জন প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রম পূর্ণ নানারূপ কার্য্যে ব্যাপৃত রাখেন!

বলা বাহুল্য মহারাজজী—সাধারণ জীবন হইতে এই চিন্ময় উপমাটি যথাযথ স্থানে—যথাযোগ্য ক্ষণে উদ্গীত করতঃ মহাভাগ্যবান শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীনাম মাহাত্ম্যের বিমল তিলক অঙ্কিত করিলেন। যথার্থ বলিতে কী—মহাভাগবতের অনন্য বিজ্ঞানময়ী বিমল দৃষ্টির কী চিন্ময় ভাষ্য। দিব্য লীলায় অবতরণ করতঃ মহারাজজী অনন্য অনুরাগীবৃন্দের হৃদয়ে সামান্য গ্রাম্য গিরায় অজস্র সুখের বন্যা বহাইলেন!

শ্রীনাম মহামঙ্গলের চিন্ময় সৌরভে সতত নিস্নাত হইয়া মহারাজজী দুই বাহু উত্তোলিত করতঃ অনুরাগীবৃন্দের নিকট প্রায়ই কীর্ত্তন করিতেন—

ভর্জ্জনং ভববীজানামর্জ্জনম্ সুখসম্পদাম্।
তর্জ্জনং যমদূতানাং সিয়ারাম রামেতি কীর্ত্তনম্॥
অর্থাৎ—ভববীজ ভিন্নকারী সর্ব্ব সুখের ধাম রে।
যমদূতের তিরস্কার দিব্য সিয়ারাম নাম রে।
মধুর এ নাম হায় যার কণ্ঠে ফেরে রে।
সর্ব্ব সুখ সর্ব্ব সম্পদ তার ঘরে ভরা রে॥

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সন্ধ্যার সময় অনুরাগী ভক্তবৃন্দ যখন মহারাজজীর কুঞ্জ হইতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন মহারাজজী স্বয়ং নিজ আসন ত্যাগ করতঃ ভক্তবৃন্দের সহিত কুঞ্জদ্বার অবধি গমন করিতেন এবং পরম সোল্লাসপূর্ণ কণ্ঠে ভক্ত-হৃদয়ে সর্ব্ব সুখধাম শ্রীনাম বৈভবের বিমল সুযশ অঙ্কিত করতঃ স্বতোৎসারিত ধারায় আপনি গাহিয়া উঠিতেন—

সিয়ারাম কহত চলু সিয়ারাম কহুত চলু
সিয়ারাম কহুত চলু ভাই রে।
নাহি তৌ ভব বেগারি মঁহ পরি হৈ
ছুটত অতি কঠিনাই রে॥
বাঁস পুরাণ সাজ সব অট কট
সরল তিকোণ খটোলা রে।
হমহি দিহল করি কুটিল কবমচন্দ
মন্দ মোল বিনু ডোলা রে॥
বিষম কহার মার মদ মাতে
চলহি ন পাউ বটোরা রে।
মন্দ বিনন্দ অভেরা দলকণ
পাইয় দুখ ঝক ঝোরা রে॥
কাঁট কুরায় লপেটন লোটন
ঠাবহি ঠাউঁ বুঝাউ রে।
জস জস চলিয় দূরি তস তস নিজ
বাস ন ভেট লগাউ রে।
মারগ অগম, সংগ নহি সম্বল,
নাউ গাউ করা ভুলা রে।

তুলসীদাস ভবত্রাস হরহু অব
হোহু রাম অনুকূলা রে ॥

অর্থাৎ—এ ভবমরু মাঝে চলো রে যাত্রী ভাই
সিয়ারাম নাম মধু গাহি রে।
বিষম দীরঘ পথ অসম কণ্টক ভরা
সিয়ারাম ভজনে কর ফুলদল রে ॥
অপার সংসার মায়া তমসা মোহ ভরা
অজ্ঞান তিমির তায় ছাহিল রে।
দিব্য পীযূষ ক্ষরা সিয়াবাম নাম বিনে
কেমনে হ'বে পার বলো বে ॥
দেখ রে যাত্রীবর ভবিয়া দেখ
প্রাবন্ধ প্রবল অতি কঠিন বে।
করম মারগ সব অসৎ সঙ্গ ভরা
অশেষ দুঃখময় মোহ পুঞ্জ বে ॥
তামস তনুমন বিষয়াকর চিৎ
মন্দ কর্ম্মে সদা মগন বে।
বিষয় সংসারে সতত ধাবমান
না জানি স্বরূপ আতম বে ॥
অর্থ ধর্ম্ম আর তামস কর্ম্ম রুচি
মুক্তি ধ্যেয়ান রাখি দূরে বে।
কেমনে পাবে সুখ পরম পদ বল
দুষ্ট মার্গ করি আধার রে ॥

বিষয় বনে বনে ঘুরিয়া মরিয়া বল
কে কবে লভেছে দিব্য জীবন রে ?
মধুর রসে ভরা মধুর সুধা ভরা
সিয়ারাম নাম রাখি সুদূরে রে ॥
এ ভীষণ মরু পথে চলিতে চলিতে এবে
ভুলিলে নাম ধাম সকল রে।
তুলসী ব্যাকুল কহে দয়াল সুখধাম
করুণা করিয়া হর ভবত্রাস রে ॥

বাস্তবিক দিব্য শ্রীনাম ভজন বিনা—পুরধাম আদি কো পাতা ন কেউ পাবৈ--অর্থাৎ নাম না জানিলে যেরূপ নগরও গ্রামের পরিচয় কেহ অবগত হইতে পারে না—এবং অপরপক্ষে নাম জানা থাকিলে—যে কোন গ্রামের সংবাদ সহজেই লাভ করা যাইতে পারে—সেইরূপ পরম তত্ত্বের দিব্য শ্রীনাম ভজন বিনা—তাঁহার অনন্ত নিগূঢ় সংবাদ কেহ অবগত পারেন না।

বলা বাহুল্য মহারাজজীর চিন্ময় বাণীর অন্তরালে যে পরম উদাসীনের নির্ম্মল চিত্তটি সততই দিব্য আত্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত—তাহাই বস্তুতঃ শ্রীনাম মহামঙ্গলের পরম উদার দান! একান্ত বিষয় নির্লেপ ভ্রমহীন চিত্ত ব্যতিরেকে শ্রীনাম মহোৎসবে কেহ নিত্য নিমজ্জিত থাকিতে পারেন না—শ্রীনামের অনন্ত পরিব্যাপ্তির মুগ্ধ কণে কণে—চিন্ময় জ্ঞান-বৈরাগ্যের নিত্য বিমল শৃঙ্গার। অনন্ত জ্ঞান-বৈরাগ্যে হৃদয় দৃপ্ত হইলে মন মাতঙ্গ শ্রীনাম পীযূষ ধারায় সতত মজিয়া থাকে এবং সেই অচিন্ত্য দশায় ভক্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখরাশি পান করতঃ চির আপ্তকাম হয়েন!

মহারাজজীর অনন্ত ভক্তির মঙ্গল পরিক্রমায় মধুময় শ্রীনাম ভজনে অখণ্ড

জীবন তরী বাহিয়া চালিয়াছেন—এই পরম অচিন্ত্য ভক্তি চিন্তামণির বিমল প্রসঙ্গে তিনি মহামতি তুলসীর কণ্ঠে ভক্তগণকে প্রায়ই বলিতেন—

এই মঁহ রঘুপতি নাম উদারা
অতি পাবন পুরাণ শ্রুতি সারা ॥
মংগল ভবন অমংগল হারী ।
উমা সহিত যেহি জপত পুরারী ॥

অর্থাৎ—বিচিত্র বিনোদ গানে ভক্তি রস শাস্ত্র ।
শ্রীনাম পরতত্ত্ব সুধা করিল প্রকট রে ॥
রঘুপতি রঘুনাথ জানকীবল্লভ রাম ।
শ্রীযুগল নাম রসের গাহিল ভজন রে ॥
ইহাই পরম পাবন সকল শ্রুতির সার ।
ইহাই ধর্ম্মের রূপ নিত্য অমল রে ॥
মংগল মধুময় অমংগল হারী ।
জানিল শ্রীনাম যশ শঙ্কর পুরারী রে ॥
শ্রীযুগল রূপ রসে চিত্ত ভরিয়া মন ।
শ্রীনাম আবর্তি গানে রচরে জীবন রে ।
সুখাসনে বসি সদা নিভৃত কৈলাসে রে ॥
মজিল যুগল নামে জগৎ পিতা মাতা রে ॥

দুই

বাস্তবিক পরম তত্ত্ব—ভক্তি চিন্তামণি ও অনন্য শ্রীনাম জাপক—এই দুইটি নিগূঢ় রসতত্ত্বের চিন্ময় সম্বন্ধটি শ্রীনাম পীযূষ ধারায় পরম অনির্ব্বচনীয় !

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীসিয়ারাম নাম রসিক সন্ত অখণ্ড ভক্তি চিন্তামণির দিব্য স্বরূপ-মাধুর্য্যে—শ্রীমিথিলেশ রাজকিশোরীর প্রাণপ্রিয় কন্যা সম ! ক্রোড়ের শিশুপুত্র যেরূপ জননীর সমগ্র বৈভব যথা ইচ্ছা ভোগ করিয়া থাকে—কোনরূপ শাসন বা তিরস্কারের ব্যবধান শিশুকে তাহার এই অবাধ ভোগ হইতে এতটুকু দূরে রাখিতে পার না এবং জননীও যেরূপ বালকের অখণ্ড বিনোদগুলি সানন্দে অঙ্গীকার করেন – তথা শিশুর দুষ্টামিভরা সকল আব্দার পূর্ণ করিয়া থাকেন –শ্রীসিয়ারাম নাম প্রেমিক সন্ত সেইরূপ অখণ্ড ভক্তি চিন্তামণির বিমল পারাবারে যথা ইচ্ছা সুখে অবগাহণ করতঃ ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর অনন্য সুখের সহিত সদা একাত্মতা লাভ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্বয়ং শ্রীকিশোরীজী শ্রীনাম রসিক সন্ত-গণের নিত্য সেবায় উপস্থিত—তথা তাহাদের সহিত বিচিত্র বিনোদ কেলি করতঃ অজস্র সুখানন্দে মগ্ন থাকেন। যথার্থ বলিতে কী অশেষ আনন্দপূর্ণ শ্রীকিশোরীজী – রসিক সন্তগণের নিত্য ধ্যেয়ানে চির বিরাজমান —সন্তগণও অপরপক্ষে শ্রীকিশোরীজীর নিত্য সেবা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই কামনা করেন না –শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ভজন ব্যতিরেকে অন্য কিছুই অবলম্বন করেন না ! অনন্য ভক্তির কনকাঞ্চনে মণ্ডিত হইয়া তাঁহারা শ্রীকিশোরীজীর অনন্য প্রতিম—মধুময় সিয়ারাম নাম ভুঞ্জন সুখে চির নিমগ্ন থাকেন !

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মহারাজজীর সমগ্র ভাষণে—অখণ্ড লোক ব্যবহারে—ভক্তি চিন্তামণির অনন্য সুধা ক্ষরিত হইত ! বস্তুতঃ মহা-রাজজীর অশন-শয়ন—সঞ্চরণ রূপ দিব্য অঙ্গ সঞ্চালনায় ভাব-ভক্তির অমিয়ধারা আপনি ক্ষরিত হইত—শ্রীবৈষ্ণবের বেষভূষণ—শ্রীতিলক-কণ্ঠী মালামন্ত্র—এই সকল দিব্য ভুষণগুলি ভক্তি-চিন্তামণির অনন্ত রূপ— মহারাজজী এই সকল চিন্ময় ভূষণগুলির নিত্য ভজনে বিমল সুখে মগ্ন থাকিতেন !

বস্তুতঃ শ্রীবৈষ্ণবের তিলক-কণ্ঠী প্রমুখ দিব্য ভূষণগুলি শ্রীনামানন্দেরই এক চিন্ময় রূপ—ইহাই শ্রীবৈষ্ণবের অজস্র সুখের—দিব্য ঐশ্বর্য্যের—অনন্য নিকেতন। শ্রীযুগল রাসোৎসবে সখী-মঞ্জরী প্রমুখ অনন্য কান্তাগণ শ্রীতিলক-কণ্ঠী রূপ ভাব-ভক্তির চিন্ময় ভূষণে সুশৃঙ্গারিত হইয়া—শ্রীযুগল রসরাজের নিত্য লীলায় পর্য্যাসিত—নিত্য সেবাধিকারিণীর অশেষ গৌরবে সতত মুদান্বিত! অনন্য ভক্তির মুগ্ধ গৌরবে এই সকল দিব্য ধামবাসী মুগ্ধা ললনাগণ বিন্দুমাত্র আত্মসুখ কামনা করেন না—তৎসুখে চিরসুখী হইতেই তাঁহারা সদাই উৎকণ্ঠিত। যথার্থ বলিতে কী শ্রীতিলক কণ্ঠীর অচিন্ত্য রহস্য-বিলাসেই—এই সকল কান্তাগণ বিনা ক্লেশে—বিনা আয়াসে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রমুখ পরাবিদ্যায় সতত সিদ্ধ—দিব্য আচরণে—তাঁহারা সতত সান্দ্রানন্দময়ী। বলা বাহুল্য শ্রীতিলক-কণ্ঠীর—এই পরম গুহ্য রহস্য একান্ত নামানন্দী সন্ত ব্যতিরেকে অন্য কেহ যথাযথ উপলব্ধি করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না।

পরম তত্ত্ব শ্রীতিলক কণ্ঠীর চিন্ময় মাধুর্য্যে সতত নিমজ্জিত হইয়া মহারাজজী বস্তুতঃ এই অকথ অচিন্ত্য ভক্তি রসামৃতের মোহন রূপে সতত লীলায়িত হইতেন! তাঁহার বিমল কণ্ঠে শ্রীতিলক-কণ্ঠীর যে দিব্য স্তুতি আপনি গীত হইল—অনন্য প্রেমধারায় তাহা চির নিষ্ণাত। মহাভাগবতের মুগ্ধ কণ্ঠে—চিন্ময় কাব্য সুরভিত শ্রীতিলক-কণ্ঠীর দিব্য বৈভবটি নিম্নে যথামতি গীত হইল। বলা বাহুল্য নিম্নোক্ত পদটি—অন্তর মাধুর্য্যে যে অনন্য ভাব-ভক্তির মুগ্ধ রসায়নে সতত চর্চ্চিত—তাহা অনুরাগী পাঠক-হৃদয়ে আপনি উদ্ভাসিত হইবে—সন্দেহ নাই।

(অনুবাদ)

পূরণ ব্রহ্ম পরেশ পরাৎপর শ্রীরাম রঘুবর যাঁহার নাম।
আরতি রন্দন যে পদে করি হায় অবশে হয় মন সুখের ধাম॥

তাঁহার কৃপাদানে তিলক মাল কথা—কহিগো যথামতি

শুনগো সজ্জন

যাহার সেবাসুখে দিবা প্রকটময় পরম মংগল

শুভগ চিত্ত-মন ॥

দেব কোঠী মাঝে কী কব কার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ যারে

সেবিল রে।

প্রভুর অবতার মৎস্য-বরাহ আদি ভজিল পরা সুখে

তিলক রে ॥

শম্ভু সম বল জগতে কেবা সাধু ত্রিপুণ্ড্র সদা যার সুভালে রে

রবিদাস সম শ্বপচ কেবা হীন—তিলকমাল ধরি যিনি

তরিল রে ॥

সেব্য-সেবক পূজ্য-পূজক এ মধু রতি রাগে তিলক প্রাণ।

তিলক মাল বিনা জীব করে যে ভোগ ভীষণ যমদূতের

মরণ বাণ ॥

তিলক বিনা গুরু মন্ত্র না দেয় কভু ইহাই

সেবকের পুনীত অভিলাষ

শ্রোতা-বক্তা শ্রীহরি কথা গানে তিলক চন্দনে

লভে যে সুখরাশ।

বিবাহ বাসরে পুন তিলক আদি দেব—তিলক

উৎসব পরম মোদ

তিলক ধরি ভালে হৃদয়ে জাগে সুখে

পিতৃলোকের নিত্য বোধ

কাহার গলে শোভে তুলসী মাল—পদাক্ষ রুদ্রাক্ষের
কেহ বা ধারী।
কেহ বা চম্পা স্ফটিক কেহ বা—অসিত কাঁচের
কেহ বা পূজারী॥
কেহ বা অঙ্গ পাঁচে কেহ বা সর্ব্বাঙ্গে দ্বাদশ অঙ্গের
কেহ করে বা বিচার।
কেহ বা চন্দন কেহ শ্রীধাম বিভূতি গুরুপদ রজ
কেহ করিল আধার॥
তিলক বিনা বল কোথায় অভিষেক—তিলক বিনা বল
কোথায় মহন্ত।
বৈষ্ণব শৈব শাক্ত বৈরাগী তথা হ'লেও দীন হীন পরম গৃহস্থ॥
সতী শিরোমণি ভূবণ সমাজের—তিলক বিনা বল
কোথা সে সতী?
তেমতি সকল প্রভুব উপাসক তিলক প্রসাদে
হোল শুদ্ধ মতি॥
সাগর জলে লভি সুভালে তিলক বিভীষণ হোল রক্ষরাজ।
যে কেথা শুনি পুনঃ জলের তিলকে কেহ কেহ
করে নিত্য সাজ॥
জলের তিলক সত্য তিলক নহে—লখন বিভীষণে দিল
পুন তিলক মাল।
বেদ চতুষ্টয়েব তিলক লিখি পুনঃ রাবণ জিনিল
জগৎ মহী জাল॥

ভক্তমালে পুনঃ তিলক বেষ কথা বার বাব
চিৎ করিল পান।
তথাপি যে না বুঝে মর্ম্ম কথা মম—কে আছে
তাব মত নীরস প্রাণ ॥
সুগ্রীব লভি প্রভু প্রসাদ মাল—অঙ্গদরাজ পুনঃ শুভগ দান।
সখ্য বাৎসল্য বিমল রসাবেশে বাঁধিল
আপনাবে জানকীজান ॥
তিলক মাল ধরি জগতে সর্বদিন ভজন ভাবনায় করি পূর্ণ রে।
যাহার কৃপা বলে এ দীন মতি মোব—তিলক মাল
কথা গাহিল বে ॥
হে পবম ঈশ্বর এক অখণ্ড স্বামী—বাব বাব তব পদে
এই ভিক্ষা মাগি।
কর্ম্মবশে মুই যে যোনী লভি পুনঃ তিলক মালে
বেঁধো ভজন রাখী ॥
কী আর বলিব বল তিলক মহিমা ভাবী
গর্দ্দভ পূজ্য হোল যাহার ধারণে।
পরমধাম সুখে লভিল নৃপতি সেবি সে
গর্দ্দভের যুগল চরণে ॥
তিলক ভূষিত মৃতের করি সু সৎকার তথা শ্রাদ্ধ কবি পুন
বিবিধ প্রকারে।
দিব্য দেহ ধারী অদ্ভুত ব্রাহ্মণ কবি সু ভোজন গেল
নিজ নিজ ঘরে ॥

রাজার ব্যাধি লাগি বৈদ্য কহিল তবে আনো গো
মানস হ'তে রাজমরাল।
ছুটিল পাত্র মিত্র সবে ধরিতে দিব্য হংস বলাকার মুগ্ধ পাল ॥
দেখি সু ঘাতক মরালগণ সবে পালাল বহু দূরে
না জানে কেহ।
সন্ত বেষ ধরি তিলক মাল পরি বসিল সেথা তবে দুষ্ট কেহ ॥
দেখি সু সন্ত তিলক ভূষিত করুণাময় স্বামী বিহীন কাম।
নিকটে গেল সুখে করিযা রাজকেলি মানস
মরাল চিকণ ধাম ॥
সন্ত বেষধারী দুষ্ট ঘাতক ধরিল মরাল তবে নৃপতি হিত।
ত্বরিতে দিল আনি রাজার বৈদ্যে লভিল বিত্ত
অশেষ অমিত ॥
পরম ব্রহ্ম শ্রীরাম নবঘন জানি সু ঘাতক হংস কথা।
বৈদ্য রূপ ধরি ধাইল রাজদ্বারে আপন ভক্তে
দানিতে অমরতা ॥
অচিরে মুকতি লভিল মরাল নীরোগ হইল সুখে নৃপতিরাজ।
তিলক মহিমা মর্ম্ম জানি হৃদে দুষ্ট লভিল দিব্য সুখের সাজ ॥
এ সব বিচিত্র কথা ভক্তমাল কবি গাহিল
সু সুখে নাভাজীদাস।
শুনি সে বারতা মুগ্ধ কাহিনী লভিল জনে জনে পরম আশ ॥
স্বয়ংবর কথা কেবা না জানে বল যাহারে কন্যা পরায় মালা।
উত্তম মধ্যম কুল না বিচারি আগে—তাহার হয়
সু দিব্য বালা ॥

তিলক মাল কথা জানিতে চাও যদি দেখিয়া লও
তবে পদ্ম পুরাণ।
যাহার ভাষ্য রচিল পণ্ডিতে করি সুদিব্য ভজন গান ॥
আর না মিলিবে পুন মনুজ দেহ এই কহিল শাস্ত্র বারংবার।
জানিয়া ইহা সুখে পরম বিশ্বাসে তিলক মাল লভি
হও অভয়াগার ॥
সদ্গুরু আশ্রয়ে মন্ত্ররাজ পুনঃ তিলকমাল ছাপ ভজ রে মন।
যাহার কৃপাবলে জিনিবে ত্বরিতে অজয় সংসার রিপুর মান ॥
পরম সুখময় সিয়ারঘুনাথ শরণ লইয়া হও গো চুরাশী পার।
নতুবা অন্তে করিবে শোক ভারী— সত্য সত্য শুন এ কথা সার

বাস্তবিক মহারাজজীর পরম মধুময় কণ্ঠে —শ্রীতিলক-কণ্ঠী তথা মালা-মুদ্রায় চিন্ময় ঐশ্বর্য্যটি মুগ্ধ প্রকাশে—ভাগ্যবান শ্রোতৃবৃন্দের সমগ্র মন-প্রাণ অনন্য ভাবভক্তির স্নিগ্ধ ধারায় সরসিত করিল— নিত্য স্বরূপ মাধুর্য্যের দিব্য জ্ঞানালোকে—তাঁহাদের চিত্ত মন সহসা আনন্দে ঝলমল করিয়া উঠিল! বলাবাহুল্য অনুপম ভাব ও ভাষায়—অনুপম ছন্দসৌরভে—অনন্য ভক্তির চিন্ময় প্রকাশে—মহারাজজীর এই প্রেমবন্দনাটি অনুরাগী হৃদয়ের যে চির কণ্ঠহার হইয়া রহিল—তাহাতে আর সন্দেহ কী!

যথার্থ বলিতে কী অনন্য ভক্তির মহাপ্রকাশ—তিলক-মালের দিব্য পারমার্থিকতা—চিন্ময় বিজ্ঞানীর নিত্য প্রাণের ধন। ইহাই মহারাস লীলায় অনন্য কান্তাগণের চিন্ময় স্বরূপ মাধুর্য্য—ইহাই ভক্তি-ভক্ত ও ভগবানের অনন্য প্রকাশে যে সদাই দ্যুতিমান - তাহাই প্রসঙ্গতঃ কীর্ত্তিত করতঃ শাস্ত্রকার বলিলেন—

তিলকং রামরূপং চ বিন্দুরূপ বিদেহজাম্
শ্রিয়মাচার্য্য রূপং চ ধাবয়েদ্ধি প্রযত্নতঃ ॥

অর্থাৎ—তিলক মধুময় শ্রীরাম রূপ নব
দিব্য বিন্দু রূপে জনক নন্দিনী।
ভক্ত রূপে শ্রী সতত ঝলমল
ইহা জ'নি সুখে সেবিল বিজ্ঞানী ॥

ভক্ত ভগবান ভকতি মহামণি
শ্রীরাম জানকী মারুতিলাল।
এ তিন তত্ত্বে শ্রীতিলক চিন্ময়
মধুব কান্তা প্রেমে উজল ভাল ॥

মহারাজজী শ্রীতিলক-কণ্ঠীর চিন্ময় কিঙ্করী--দিব্য নবলীলায় তিনি এই পরম অপ্রাকৃত মধুর বিনোদ চন্দ্রিকায় নিত্য আপ্লুত! বস্তুতঃ ভক্তের অঙ্গে শ্রীতিলক-কণ্ঠী দর্শন মাত্রে তাঁহাব হৃদয়ের প্রেম সিন্ধু যেন উথলিয়া পড়িত। তিনি শ্রীতিলক-কণ্ঠীর দিব্য ধারককে কদাপি সামান্য জ্ঞান করিতেন না—তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকিশোরীজীর নিত্য লীলা সহচরী জ্ঞানে সপ্রেমে প্রণাম করিতেন!

মহারাজজী পরম সাদরে তথা দিব্য সারল্যে ভক্তবৃন্দকে প্রসঙ্গতঃ বলিতেন—শ্রীসদ্গুরুর আশ্রয়ে শ্রীতিলক-কণ্ঠী মালামুদ্রা ধারণেই জীব ভগবৎ শরণাগতি লাভে কৃতকৃতার্থ হয়—এবং এই অনন্য কান্তাপ্রেমের দিব্য সম্বন্ধে আরূঢ় হইয়া ভগবদাশ্রিত জীব নিত্য নব নব সুখে—শ্রীযুগল রসামৃত সিন্ধুর যত্র তত্র বিহার করিয়া থাকে। ইহাই তাহার

চিন্ময় সুখের মুক্ত অঙ্গন ! প্রসঙ্গতঃ শ্রীতিলক-কণ্ঠীর বিষয়ে মহারাজজীর একটি দিব্য কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে !

একদা মহারাজজীর এক ভক্ত মহারাজজীকে বলিলেন – মহারাজজী ! আমার অঙ্গে তিলক-কণ্ঠী দেখিয়া কেহ কেহ বলেন—তুমি কী ছিলে—এক্ষণে তিলক-কণ্ঠী ধারণ করিয়া কীরূপ হইয়াছ ? তুমি কেন এ বেশ গ্রহণ করিলে ।

ভক্তের দিব্য কাতরতায় মহারাজজী ভক্তকে সপ্রেমে বলিতেন—বাচ্ছা ! যাহারা তিলক-কণ্ঠীর প্রতি কটাক্ষপাত করতঃ ভক্তের নিন্দা করেন—তাহাদের সহিত কোনরূপ বাদানুবাদ না করতঃ—তাহাদের প্রতি করজোড়ে বিনীত প্রার্থনায় বলিবে –

হমারে ভাগ্যমে হী এসা লিখ থা, ক্যা করে ।
ওট রাম নাম কী ললাট লিখ লেই হৈ ॥

অর্থাৎ আমার ভাগ্যে ইহাই লিখা ছিল—আর কী করি বলুন । আমার ভাগ্যস্থান ললাটেতে শ্রীরাম নাম ধারণ করিয়াছি—ইহাই তো আমার দিব্য সংস্কার ইহাকে আমি কীরূপে দূরে ফেলিব ?

অতঃপর মহারাজজী ভক্তের অঙ্গে শ্রীতিলক-কণ্ঠীর দিব্য অন্তর-মাধুর্য্যটির স্বরূপ-রহস্য সুপ্রকাশ করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে স্বতোৎ-সারিৎ ধারায় গাহিয়া উঠিতেন—

আগম নিগম পুরাণ বখানত মারগ কোটিন জাহি ন জানে ।
জে মুনি তে পুনি আপুহি আপকো ঈশ কহাওত
সিদ্ধ সয়ানে ॥
ধর্ম্ম সবৈ কলি কাল গ্রসে জপ যোগ বিরাগ
লৈ জীব পরাণে ।
কা করি শোচ পরৈ তুলসী হম জানকীনাথ হাথ বিকানে ॥

অর্থাৎ—ভগবৎ ভক্তি মিলন মহারাসের

কী কব কত কথা না জানি রে।

আগম নিগম পুরাণ কীর্ত্তিত

কর্ম্ম যোগ জ্ঞান কত মার্গ রে ?

মুনি জন যত ভেদ সু তত

নিজ নিজ তত্ত্বে তারা সিদ্ধ রে।

আপন অনুভবে আপনি ঈশ্বর

কহিল যতেক বিজ্ঞ রে॥

করাল কলি এসে ধর্ম্ম গ্রসিল সব

বিরাগ জপ তপে জীব ত্রসিত রে।

এ সব প্রপঞ্চে কী কাজ তুলসী

জীবের গতি এক শ্রীরাম রে॥

শোন রে শোন ওরে জীবের পরাকৃতি

শ্রীরাম প্রিয়বর কান্তা রে।

কর্ম্ম বচ মনে ভজন অনুখণ

এই তো ধর্ম্মযোগ এই তো বিরাগ রে॥

শুভগ ললনা চারু মধুর অনুপম

দ্বৈত অনুরাগে চির উজল রে।

তিলক শৃঙ্গারে নিত্য লীলাময়ী

সেবা সুরভি পয়ে মগন রে॥

মহারাজজীব মুখ কথনে নিত্য ভজনানন্দী জীবের আত্মরূপের উজ্জ্বল মাধুর্য্যরস জন-হৃদয়ে যেন আপনি বিস্তারিত হইত - জানকীনাথের চিন্ময় সম্বন্ধ সূত্রে—জীব —তাহার নিত্য দ্বৈত ভক্তি মহামণির কায়ব্যূহ স্বরূপিণী

—ইহাই হইল নিত্য জীবের চরিতার্থ সুখৈশ্বর্য্য ! চিন্ময় তিলক-স্বরূপে নিত্য বিভূষিত হইয়া জীব—জানকীনাথের নিত্য রামা—তাঁহার মধুর কান্তা ! এমত পরানন্দময নিত্য জীব—চির আপ্তকাম প্রাণবধূর সাথে শাশ্বত সুখে সদাই ডগমগ চিত্ত—ইহাই নিত্য জীবের শাশ্বত শান্তিব পবম পদ—ইহাই জীব স্বরূপ—ইহাই পবাভক্তির বিমল মাধুর্য্য !

বাস্তবিক অনন্য মহৎ অনুগ্রহে বৈষ্ণব-ভক্ত বিমল সুখস্বরূপ যে নবধা ভক্তি রূপ দিব্য নব রত্নলাভ করিলে চিন্ময় মাধুর্য্যরসে নিত্য মণ্ডিত থাকে—মহারাজজী—পবমাচার্য্য শ্রীসিযালাল শবণজীর কণ্ঠে—তাহাই প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কবতঃ ভক্তগণকে প্রাযই বলিতেন –

ভূষণ সংযুত তিলক শিব, যুগল কণ্ঠিকা মাল।
পঞ্চ ছাপ সখী ভাবনা, যুগল মন্ত্র জনপাল ॥
যুগলমন্ত্র জনপাল, নাম সিয়াবাম আধাবা।
যুগল ধ্যান অভিরাম, মুখ্য বস শ্রীশৃঙ্গারা ॥
সদগুরু সন নও বতন লেই, জে হোয়ৈ নিবদূষণ।
প্রেমলতা প্রিয় প্রভূহি হোয়ৈ তে বৈষ্ণব ভূষণ ॥

অর্থাৎ—শ্রীতিলক ভাল শৃঙ্গাব ভূষণ যুগল কণ্ঠিকা মাল।
চন্দ্রিকা মুদ্রিকা ধনুষবাণ যুগল নাম বসাল ॥
পঞ্চ ছাপ শুভগ যুত সখী স্বরূপ নিজ বোধ।
শ্রীসীতারাম শবণ প্রদ যুগল মন্ত্র মহামোদ ॥
করুণা সিন্ধু যুগল মন্ত্র শ্রীসিয়ারাম নাম আধার।
যুগল ধ্যান পবমানন্য মুখ্য সেবা শৃঙ্গার ॥
কপট অভিমান দ্বন্দ্ব ত্যজি শ্রীসদগুরু চবণ কৃপায়।
প্রেমলতা লভিল যে – চির সুখে মজিল সে হায় ॥

তিন

বাস্তবিক শ্রীতিলক-কণ্ঠী ও সিয়ারাম নামমঙ্গল রূপ অনন্ত সেবা সুখের মুগ্ধ ধারায় মহারাজজীর অখণ্ড জীবন কাণায় কাণায় পূর্ণ। চিন্ময় সুখে—চিন্ময় পবিত্রতায়—চিন্ময় মাধুর্য্যে—তাঁহার সাবলীল গতি—তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে আনন্দের দিব্য নন্দন ধ্বনি—অনন্ত সুখের চিন্ময় মঙ্গল বারতা। যথার্থ বলিতে কী মহারাজজীর চিন্ময় রসতনুর দিব্য মার্ম্মিক রূপটি শ্রীযুগল সম্বন্ধ-সুখ ও শ্রীযুগল নাম মহারাজের মধুর প্রস্রবণের মুগ্ধ প্রতীক! নিত্য সম্বন্ধেই অজস্র সুখের যে অনন্ত উৎস—তাহা তাঁহার পরম মঙ্গলময় লীলা তনু দর্শনেই—ভাগ্যবান হৃদয়ে সতত প্রকাশিত হইবে। বস্তুতঃ শ্রীতিলক-কণ্ঠী রূপ পরম রসতত্ত্বের চিন্ময় বিজ্ঞানী বিনা—অনন্ত সুখানন্দ পূর্ণ শ্রীনাম রহস্যের মুগ্ধ নিকুঞ্জে কেহ প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না।—শ্রীতিলক-কণ্ঠী রূপ মুগ্ধ মালঞ্চের ভক্তহৃদয় চির তৃষিত ভ্রমর—এবং এমত ভক্ত হৃদয়ে শ্রীনাম কীর্ত্তন রূপ পরমার্থ তত্ত্ব স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভক্ত সেই দিব্য দশায়—সর্ব্ব ভরোস ত্যাগ করতঃ—সর্ব্ব উপায় নিরাদর করতঃ—সর্ব্ব লাভ তুচ্ছ করতঃ—একমাত্র নামানন্দে—মজিয়া থাকেন। এতৎ কারণ শ্রীযুগল নামানন্দ ও তাহার চিন্ময় বিলাস বৈভব রূপ তিলক-কণ্ঠীর মুগ্ধ সম্বন্ধটি অশেষ রসাবেশে চির মধুর—একটি অপরটির সহিত প্রেমানন্দে চির ওতপ্রোত!

বস্তুতঃ শ্রীতিলক-কণ্ঠীই হইল অনন্ত স্বামী সুখৈকমতি মুগ্ধ কান্তার চিন্ময় পরিচয়—ইহাই তাহার পরম মধুর শৃঙ্গার। এই দিব্য ভূষণে ভূষিত ভক্তের মধুর রূপটি সুকীর্ত্তিত করতঃ মহারাজজী নিত্য আচার্য্যের দিব্য বাণীতে ভক্তগণকে প্রায়ই বলিতেন—

সর্ব্ব দুরাগ্রহ পরিহরি প্রীতি করো সুখরাশি তে।
সদগুরু শরণ হোই ভজু সাদর মতলব জো গতি খাশী তে॥

সটে রহো সহ ভাব নিরন্তর সিয়াবর বিশ্ব বিলাসী তে
সত্য সনেহ জানি প্রভু রীঝত প্রেমলতা বিশ্বাসী তে ॥

অর্থাৎ – বিষয় বাসনা কপটতা খল
মহৎ কৃপায় করি সুদূরে ত্যাগ।
চিন্ময় সুখ অখিলানন্দ ভরে
লহ লহ চিত্তে নবীন অনুরাগ ॥
ভক্তি পরমার্থ তবে যদি হৃদে অভিলাষ
সিয়ারাম নামামৃতের করিবার সুধা পান।
শ্রীগুরু শরণ লভি দিব্য সেবা মাঝে
নিরন্তর নামানন্দে জাগো জাগো মহাপ্রাণ
সখীভাব, নিত্য বোধ, সদা একরস
অনন্ত রূপের মাঝে সেই সীতারাম।
এই দিব্য চিন্ময় জ্ঞানে ভরিয়া পরাণ
শান্তি সুখ পারাবারে লভবে বিরাম ॥
অনন্য সন্তের এই দশা অবিরল
ক্ষণে ক্ষণে পূর্ণ প্রেম নিত্য সুখময়।
জানিয়া সুহৃদে জানকী জীবননাথ
ভক্ত পাছে সদা ধায় করিয়া বিনয় ॥
এ অচিন্ত্য রহস্য কথা ভাবের অতীত
নিত্য নামানন্দে পেল দিব্য স্বরূপতা।
শ্রীনাম-নামীর স্বাদ সদা একরস
সন্ত সুজান জানে এ চিন্ময় বারতা ॥

অখণ্ড শৃঙ্গার মণ্ডিত তথা নিত্য সেবা সরসিত দিব্য ললনাগণের মধু-ময় বাস নিকুঞ্জে চিন্ময় সোল্লাসপূর্ণ জয় সিয়ারাম—জয় জয় সিয়ারাম—ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর এই অকথ দিব্য সংলাপে—নিত্য ধাম সদাই মুখরিত—সদাই আনন্দ সুরভিত। কুঞ্জে কুঞ্জে অনন্ত সখীগণের—এই মধুময় নামে নিত্য বিরাম—ইহাই অচিন্ত্য সুখরাশির মুগ্ধ পারাবার। এই পরম মঙ্গল দিব্য পারাবারের কণে কণে—নিত্য লীলা নন্দিনীগণের রসাল নিকুঞ্জে এবং এই দিব্য সরসিত প্রতিটি প্রেমনিকুঞ্জই নিরবধি জানকীজী কী জয়—এই মধুর সংলাপে সদাই নন্দিত।

প্রেমমঞ্জরী এই চিন্ময় রসসিন্ধুর মধুর শতদল—অনন্ত আনন্দলহরীর চিন্ময় পরশে—প্রেমমঞ্জরী সততই চিন্ময়—সততই রসানন্দ পূর্ণ—সততই দিব্য সুখময়। শ্রীসিয়ারাম নামামৃতের অবিরল মুগ্ধ সেবায়—তাঁহার অনন্য সেবা সুরভিত চিত্ত-কায়-মন নিত্য বিশ্রাম সুখে সমাশ্রিত—ভাব-ভক্তির চিন্ময় ধ্যেয়ানে সতত আপ্তকাম। ইহাই মহারাজজীর চিন্ময় পরাকৃতি—ইহাই তাঁহার মুগ্ধ সংবোধন—ইহাই তাঁহার অনন্য পরশ!

মহারাজজীর এই চিন্ময় মাধুর্য সুখের দিব্য স্মরণে অনুরাগী হৃদয় নিত্য সমাধিতে লয় প্রাপ্ত হয়—এবং এমত দশায় তাঁহার চিত্ত মনের কণে কণে যে মধুর সঙ্গীত ধারা আপনি বিলসিত হয়—তাহা সহসা কাহার অলক্ষ্য প্রেরণায় মহারাজজীর পাদপদ্মে পূর্ণ শতদল সম আপনি ঝরিয়া পড়ে। বাস্তবিক ভক্ত হৃদয়ের সেই অনন্য সমর্পনের চিন্ময় রূপটি দিব্য প্রার্থনায় প্রকাশ করিলে বলিতে হয়—

জয় পরাস্নানন্দ, সুখমাকন্দ, জনচিৎ চন্দ দেহি পদম্।
জয় চিন্ময় বলিহারী, সংশয় মারি, প্রভু অবতারী দেহি পদম্॥
জয় লোচন অভিরাম, লাজতে কাম, প্রেমকে ঠাম দেহি পদম্
জয় বৈষ্ণব বেষ, পরম রসেশ, ঈশ কে ঈশ দেহি পদম্॥

জয় জ্ঞানকে খানি, বিনু মদ মানী, সুভগকে দানী দেহী পদম্
জয় মোদ নিকেত, সগুণ সচেত, দিব্য সুহেত দেহি পদম্ ॥
জয় চারু বিলাস, মধুর সুহাস, সদা একরস দেহি পদম্।
জয় বৈষ্ণব শিবতাজ, নখশিখ সাজ, গুরু মহারাজ দেহি পদম্ ॥

জয় পরম মুদিতা, নাম সুগাতা, ব্রহ্ম দিখাতা দেহি পদম্।
জয় নওল কিশোরী, সিয়া সহচরী, ভক্তি উজিয়ারী দেহি পদম্ ॥
জয় প্রেমলতা সু আলি, বাস রসেলী, রঘুনাথ সহেলী দেহি পদম্।
জয় সুশীলা সুতিয়া, প্রেম মঞ্জরী হিয়া, দ্যুতি অমিয়া দেহি পদম্ ॥

জয় অকাম অমান, দীন পরাণ, তরণ-তারণ দেহি পদম্।
জয় সাধন সুধাম, রত অবিরাম, নাম ললাম দেহি পদম্ ॥
জয় করুণা অশেষ, জনসু পরেশ সিয়া অবধেশ দেহি পদম্।
জয় নিত্য অবিনাশী, শুভশীলা দাসী, রঘুনাথ সিয়া সী দেহি পদম্ ॥

ইতি—শ্রীসদ্গুরু চরিত মানসে বিমল সুখসম্পাদনে ষষ্ঠ-নিবেদনং সমাপ্তম।

সপ্তম নিবেদন

আরতি

মঙ্গলাচরণ ঃ—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বং নমামি॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্ব্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্॥

কিং কার্য্যং বৈদিকৈঃ শব্দৈঃ কিংবা মন্ত্রৈশ্চ তান্ত্রিকৈঃ
কিং কর্ম্মণা চ জ্ঞানেন কিমন্যৈঃ তপসাশ্রমৈঃ।

স্মর্ত্তব্যং রাম নামৈকং শ্রোতব্যং চৈব সর্ব্বদা
পঠিতব্যং কীর্ত্তিতব্যং চ শ্রদ্ধাযুক্তে র্দিবানিশম্ ॥
সুখদ এক সব জীব হিত শ্রীসিয়ারাম সুনাম।
প্রেমলতা সংসারমে, ভবে সকল দুখ ধাম ॥
মিলে বহুত প্রেমী জগত, পৈ মতলব কে য়ার।
প্রেমলতা শ্রীনাম সম, নহি কেউ মীত উদার ॥

কবিহৈ সব অপরাধ ক্ষমা মন লখি আপন অনুগামী হৈ।
নামরটন বরদান কৃপা করি দৈ হৈ মোহি অভিরামী হৈ ॥
জন্ম জন্ম সিয়ালাল শরণ রহৈ গতি মতি রহৈ অকামী হৈ
প্রেমলতা ব্রবাস শুমিথিলা ছোহ করৈ দোউ নামী হৈ ॥

এক

বিরজার পরপারে—মহাশান্তির পারাবারে—মহারাজজী চিন্ময় সুখানন্দে আজীবন ভজন-তরী বাহিয়া চলিয়াছেন—এই মহাযাত্রার সুরু বা শেষ কিছুই নাই—অনন্ত ব্যাপকতায় অনন্ত পারমার্থিকতায়—এই দিব্য পরিক্রমা—নিত্য কালের—নিত্য লোকের। শুদ্ধ প্রপন্নতা—চিন্ময় পবিত্রতা ও অনন্য মাধুর্য্যই হইল, এই নিত্য অভিসারে, মহারাজজীর মুগ্ধ সঙ্গী। মহারাজজী আপন ভাবে আপনি হারা—চিন্ময় জ্ঞানানন্দে তাঁহার নয়ন দুইটি চির ভাস্বর—তাঁহার মধুময় কণ্ঠে পরাভক্তির দিব্য নির্ঝর সিয়ারামনামামৃতের অবিরল ক্ষরণ- তাঁহার মধুর কান্তিঝরা তনুখানি নিত্য কৈঙ্কর্য্যে সদাই মণ্ডিত। বাস্তবিক মহারাজজী ভক্তি চিন্তামণির চিন্ময় মাধুর্য্য—তাঁহার অতীন্দ্রিয় তনু-মন সর্ব্ব দিক দেশ কাল

অতিক্রম করিয়া যায়—তাঁহার অপ্রতিহত দিব্য গতি সতত শান্ত—সতত মধুর—সতত সুখময়! সীমার মাঝে তিনি চির অসীম—পরন্তু তাঁহার এই দিব্য অসীমতা আপন মাধুর্য্যে চিন্ময় সীমার সহিত সততই অঙ্গাঙ্গী প্রেমে চির ওতপ্রোত—চির অভেদ। এতৎ কারণে মহারাজজী নিত্য লীলাতনু অঙ্গীকার করিয়াও সততই চিন্ময় অখণ্ডতায় বিরাজ করিতেন—নিত্য মহলে অশেষ নখশিখ শৃঙ্গারিত সখী মঞ্জরীগণের সহিত মহারাস নিকুঞ্জে—রসরাজ ও রাসেশ্বরী শ্রীরামজানকীর নিত্য লীলায় পরানন্দে মুগ্ধ থাকিতেন। বস্তুতঃ অনন্ত ভাগবতের—সততই চিন্ময় পরিক্রমা—চির আপ্তকাম তাঁহার অনন্ত ভজন বিলাস—নিত্য সুখে তাঁহার অখণ্ড জীবন পরিপূরিত। ইহাই মহারাজজীর অন্তর ও বাহির লীলার চিন্ময় মাধুর্য্য—ইহাই তাহার অনন্ত করুণার বিমল বৈভব।

মহারাজজীর চিন্ময় সেবা-মাধুর্য্যে অশেষ জন জীবন নিত্য ধারায় উদ্ভাসিত হইলেও মহারাজজীর বিন্দুমাত্র কাম নাই—কামনা নাই! বস্তুতঃ অখিল সান্দ্রানন্দময় চিন্ময় ভজন-ভাবনার পূর্ণচন্দ্র সম তাঁহার অখণ্ড জীবনটি লোকে লোকে বিস্তারিত—তাঁহার লৌকিক ও পারলৌকিক সেবাগুলি—তাঁহার চিন্ময় চরিতামৃতের সহিত একরস সমন্বয়ে মণ্ডিত হইয়া—তাঁহার অশেষ প্রেমপুঞ্জ মধুর ব্যক্তিত্বকে এক অসামান্য রূপ দান করিয়াছে—মহাভাগবতের এই মধুর রূপটি একাধারে যেরূপ অশেষ বাৎসল্য-রস পূর্ণ—অন্যধারে সেইরূপ দিব্য চিন্ময়তায় চির-ভাস্বর! মহারাজজীর সকল মহিমা—সকল গৌরব—সকল ঐশ্বর্য্য—এই ধূলির ধরণীর হইয়াও যেন এই ধরণীর নহে—এক চিন্ময় পরাপ্রকৃতির উজ্জ্বল মাধুর্য্যে—মহারাজজী সত্যই তুলনা রহিত!

মহারাজজী অনন্ত সুখের—অনন্ত শান্তির—চিন্ময় আলয়—তাঁহার নিত্য মাধুর্য্যে অশেষ আনন্দের সদাই প্রস্রবণ! বস্তুতঃ মহারাজজীর সুখ-সঙ্গ লাভ করিয়াও কেহ তৃপ্ত হইতে পারিলেন না—এই অচিন্ত্য

প্রেম-পরায়ণ মহাভাগবতের নিত্য সেবায় মণ্ডিত হইয়াও—তাঁহার দিব্য সঙ্গ-সুখের নিত্য প্রার্থনায় ভক্তবৃন্দ সততই অধীর হইতেন! মহারাজজী ভক্তবৃন্দের এই বিমল বাসনাটি যথাযথ অবগত হইয়া—তাহাদের সকল সেবা—সকল প্রেমপূজা সাদরে অঙ্গীকার করতঃ আপন ইষ্ট চরণে নিবেদিত করিতেন।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে দিব্য প্রেমলীলার সংকট মোচন মন্দিরে—মহারাজজীর দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল সুখে ব্যতীত হইল—মহারাজজী শ্রীকিশোরীজীর নিত্য বরদূত—তাঁহার চিন্ময় লীলা বিলাসিনী মুগ্ধা কিশোরী। মহারাজজী দিব্য ভাবনায় তাঁহার চিন্ময় লীলাতনুটি শ্রীকিশোরীজীর মুগ্ধ মায়ার—সার্থক রূপায়ণে নিবেদিত করিয়াছেন—চিন্ময় প্রেম বিস্তারে অশেষ জন-জীবন মধুর করিয়াছেন—নিত্য সেবা-মাধুর্য্যে অখণ্ড ভাগবত ধর্ম্মের মর্ম্ম রূপগুলি মুগ্ধ সারল্যে প্রমুদিত করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার চিন্ময় মনুজ লীলার দিব্য পরিক্রমা!

শ্রীকিশোরীজীর অশেষ পুলকময় ইচ্ছায় মহাভাগবত এক্ষণে আপন প্রেমপূজার দিব্য আরতির আয়োজন করিলেন—ইহাই তাঁহার চিন্ময় মনুজ লীলার অন্তিম পদক্ষেপ!

মহারাজজীর চিন্ময় নিষ্কাম হৃদয়ে শ্রীকিশোরীজীর মুগ্ধ মায়া সঞ্চারিত হইয়াছে—মহারাজজী এইবার যথাসময়ে লীলাতনু ত্যাগ করত নিত্য ধামে গমন করিবেন—ইহাই মহারাজজীর উপরে শ্রীকিশোরীজীর অশেষ কৃপা আদেশ—মহারাজজী চিন্ময় মাধুর্য্যে—নিত্য সেবা-সুখে—এই মহা-যাত্রার জন্য সততই প্রস্তুত—অনন্য প্রপন্নতায় তাঁহার চিত্ত-কায়-মন সমগ্রই শ্রীকিশোরীজীর পাদপদ্মে নিত্য সমর্পিত—মহারাজজী শ্রীকিশোরী-জীর লীলা স্মরণেই চির আপ্তকাম—শ্রীকিশোরীজীর মুগ্ধ কৈঙ্কর্য্যেই চির সুখী—ইহাই তাঁহার দিব্য ক্রম—ইহাই তাঁহার মধুর উপাসনা!

দিব্য প্রেম প্রেমে মহাভাগবতের এই অনন্ত ভাবনা অচিরেই লোকে

লোক—মহাভাগবত হৃদয়ে—বিস্তারিত হইল এবং তাহারই এক প্রেম-পুলকময় দিব্য বন্যায়—মহারাজজীর সমগ্র চিত্ত-কায়-মন সহসা যেন নবীন ধারায় থৈ থৈ করিয়া উঠিল—মহারাজজী দিব্য ভাব দশায় নিত্য ধামে—মহারাস মণ্ডলে—সমাশ্রিত হইলেন। চিন্ময় মুগ্ধ মাধুর্য্যে তিনি তাহার পূর্ব্ব পরিচিত মহাভাগবতগণকে নিত্য রূপে অবলোকন করিলেন—তাঁহারা অবিরল নৃত্যগানে—দিব্য সেবা মাধুর্য্যে সততই বিনোদ পূর্ণ! তাঁহারা এক নয়নে মহারাজজীকে যেন দেখিতে লাগিলেন - মহারাজজীও নিমেষ মধ্যে তাঁহাদের অন্তরের চির সুধা কুঞ্জে নিমজ্জিত হইলেন!

ইহার অল্পক্ষণ পরেই মহারাজজীর দিব্য ধ্যেয়ান-সমাধি ভগ্ন হইল—মহারাজজী পুনরায় অখণ্ড প্রেমপূর্ণ প্রশান্ত ভাবধারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজজী নিত্যলোক গমন করিবেন কিন্তু মহাভাগবতের এই দিব্য প্রয়াণ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে যে অনন্য মধুর লীলার বাদল বহিল—তাহা নিত্য মাধুর্য্যে জন হৃদযে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল। মহারাজজী দিব্য করুণার বরুণা সম পরম সুখময় মহাভাগবত জীবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাঁহার অন্তিম লীলাটিও শ্রীকিশোরীজীর দিব্য ইচ্ছায়—সেই মহিমময় মার্গে আপনি প্রধাবিত হইল।

সংকটমোচন মন্দিরে মহারাজজী পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল দিব্য ভজনানন্দে মগ্ন থাকিয়াছেন—হনুমানজীর নিত্য সেবায় চিন্ময় ভাগবত জীবন চরিতার্থ করিয়াছেন! এক্ষণে হনুমানজী তাঁহার এই পরম ভক্তকে এক নবীন লীলায় মণ্ডিত করিতে বাঞ্ছা করিলেন—হনুমানজী আপন প্রিয়তম প্রেমপাত্রকে এক্ষণে শ্রীরামজানকীর নিকট প্রেরণ করিবেন বলিয়া এক বিচিত্র রূপে মহারাজজীর নিকট আবির্ভূত হইয়া কাতর প্রার্থনায় মহারাজজীকে বলিলেন - হে সরকার। আপনি—এক্ষণে কিছুদিন জগন্নাথ মন্দিরে বাস করুন—ইহাই আমাদের একান্ত নিবেদন!

সহসা আগন্তুক ভক্তের সরল প্রার্থনায় মহারাজজী সবিশেষ দ্রবিত

হইলেন—এবং দিব্য ধ্যান সমাধি দশায় ইহার অন্তরালে আপন ইষ্টের দিব্য লীলাটি দর্শন কবিলেন তৎপরে—শ্রীগুরু পাদপদ্মে আগত ভক্তের মনোবাঞ্ছা নিবেদন করিলেন! আপন প্রিয়তম সেবকের দিব্য প্রার্থনায়—ভাগবতাচার্য্য অনন্ত শ্রীসিয়ালাল শরণজী মুগ্ধ বিলাসে ইষ্ট লীলা বিজ্ঞাত হইয়া মহারাজজীকে জগন্নাথ মন্দিরে গমন করিবার জন্য সাদর অনুমতি প্রদান করিলেন! মহারাজজী অতঃপর আপন দিব্য সেবক অবনীজা শরণকে সাথে লইয়া জগন্নাথ মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন i

সংকটমোচন মন্দিরে হইতে মহারাজজীর এই দিব্য বিদায়টি এক অভিনয় ভাবে জন হৃদয়ে চির গ্রথিত হইয়া বহিল। মহাভাগবত দীর্ঘদিন এইস্থানে বাস করিয়াছেন—কত সহস্র জনগণের প্রেমপুজায় নিত্য বন্দিত হইয়াছেন—কত অনুরাগী চিত্তের নিত্য সেবায় মণ্ডিত হইয়াছেন—কত চিন্ময় প্রেমালাপে সমগ্র স্থানটি নিত্য মুদিত করিয়াছেন—বস্তুতঃ মহারাজজীব দর্শনব্যাকুল ভক্তবৃন্দের নিত্য গমনাগমনে মন্দিরটি সতত আনন্দে ডগমগ করিত! হনুমানজী মুগ্ধলীলায় আপন ভক্তকে আপনার হইতে অধিক ভাব ও ভালবাসায় মণ্ডিত করিয়াছেন—মহারাজজী যেন নিত্য জাগ্রত দেবতার ন্যায় মন্দিরে বিরাজ করিতেন! এক্ষণে সেই মহাভাগবত—হনুমানজীর দিব্য আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ অন্যত্র গমন কবিতেছেন। এক নিমেষে মহারাজজী এতদিনের মধুর সম্বন্ধ—এতদিনের চিন্ময় সুখ-সঙ্গ—অক্লেশে ত্যাগ করতঃ আপন মহিম মার্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বাস্তবিক মহারাজজীর এই পরম নিষ্কাম দিব্য চরিত্র দর্শনে মন্দিরের ভক্তবৃন্দ অশেষ পুলকিত হইলেন—তাহারা মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে একান্ত দেহাভিমানশূন্য চিন্ময় মহাত্মা ব্যতিরেকে একপ উজ্জ্বল মাধুর্য্যের কেহ অধিকারী হইতে পারেন না! এক্ষণে মহারাজজী মন্দির হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন—এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্রই অসংখ্য

ভক্তবৃন্দ ব্যাকুল উৎকণ্ঠা লইয়া অচিরেই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সকলেরই পাংশু মুখমণ্ডলটি অব্যক্ত বেদনায় ভরা—নয়ন যুগল কাতর অশ্রুভারে কিঞ্চিৎ মুদিত—অঙ্গে অঙ্গে ব্যাকুল বিরহের অনন্ত বারতা! তাঁহারা সকলে মহারাজজীর পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহারা কাতর প্রার্থনায় মহারাজজীকে বলিতে লাগিলেন—মহারাজজী—আপনি এইস্থান ত্যাগ করতঃ অন্যত্র কোথায় যাইবেন না!

মহারাজজী তাঁহাদের বিমল বচনে শান্ত করতঃ বলিলেন—তোমরা চিন্তিত হইও না—শ্রীমহারাজজী এক্ষণে আমায় অন্য কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন্—তাঁহার দিব্য প্রেমলীলা সততই যে মুগ্ধানন্দে জন জীবন পূর্ণ করিবে—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! শ্রীকিশোরীজীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক—কারণ তাহাই পরম মঙ্গলময়—তাহাই চিন্ময় সুখপূর্ণ।

যাইবার পূর্ব্বে মহারাজজী হনুমানজীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া চিন্ময় প্রেমানন্দময় কণ্ঠে প্রাণের দিব্য প্রার্থনা উদ্গীত করতঃ স্বতোৎসারিত ধারায় গাহিয়া উঠিলেন—

হে সংকট মোচন! দীনার্ত্তিহর! পবনকুমার! পাহি মাম্।
হে জগবল্লভ! করুণাকর! বিশালকীর্ত্তে! ত্রাহি মাম্॥
হে শ্রীরামপদ পঙ্কোজ পরাগ রেণু পেপীয়মান বারিজ বদনে!
দেহি মে দাস্যং ভবতোঽবিরলং হে মরুতাত্মজ!
শ্রীগুরু চরণভক্ত্যানন্ময়া সহ॥
হে বিশ্বব্যাপক বিরাট ভদ্রমূর্ত্তে! শ্রীসিয়ারাম নাম
জাপকৃতাত্ম শক্ত!
হে শান্ত! চিরানন্দময়! শিবদ! সুখদ! বরদ! কল্যাণকারি!

কাম-ক্রোধ-দুঃখ তাতপ্যমানং রক্ষ মাং ! প্রসীদ প্রসীদ প্রভো
হে জগদীশ স্বামি !
জয় সিয়ারাম জয় জয় সিয়ারাম নাম রটনং মুদা
দেহি মে অবলম্বনম্ ॥

বলা বাহুল্য অনন্য ভাগবতের দিব্য প্রার্থনাটি অখণ্ড ভক্ত হৃদয়ের নিত্য গীতি—নিত্য নিবেদন—চির আপ্তকাম সন্ন্যাসী সংসারের অখিল জনগণের নিত্য মঙ্গল-ভাবনায় আপন ইষ্ট চরণে—প্রাণের আর্ত্তি জানাইলেন —সমগ্র ভক্ত বৃন্দেব চিব কল্যাণের জন্য —আপনারে সমর্পিত করিলেন !

ইহাই বাস্তবিক অনন্য ভাগবতের চির মঙ্গলময় চরিত্র—ইহাই চিন্ময় ভক্ত প্রাণে অখণ্ড জনগণেব নিত্য নিবাসেব মধুব পরিচয় !

মহারাজজী অতঃপর আপন অনন্য ভক্ত অবনীজা শবণের সহিত মুদিত কণ্ঠে সিয়ারাম নামামৃত পান করিতে করিতে – সমগ্র পরিবেশটি আনন্দাপ্লুত করতঃ ধীর পদক্ষেপে জগন্নাথ মন্দিবে উপনীত হইলেন !

দুই

দিব্য স্বচ্ছসলিলা ক্ষীণতোয়া অসির পশ্চিম তটে অসংখ্য দ্রুমদল সোভিত একটি রম্য ভবনে জগন্নাথজীর মন্দির ! মন্দিরের বিস্তৃত এলাকা – বহিঃ প্রাঙ্গণ হইতে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া—মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাঙ্গণ অলিন্দে—গঙ্গারতটে দণ্ডায়মান হইলে—অসংখ্য মঠ-মন্দির ও চিত্র-বিচিত্র ঘাট শোভিত সমগ্র বারাণসী পুরীটি চক্ষের সম্মুখে দিব্য বলাকার ন্যায় সহসা উদ্ভাসিত হয় ! বাস্তবিক এই স্থানটির সর্ব্ব জড় ভাব বিবর্জ্জিত—সর্ব্ব অভাবরিক্ত —নিত্য আনন্দ ঝলমল !

মন্দিরে জগন্নাথ—সুভদ্রা ও বলরামের মধুর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে —বাস্তবিক এই দিব্য মন্দিরটি দর্শন করিলে সততই নীলাচলে জগন্নাথ পুরীর কথা স্মরণে পথে উদিত হয়! শ্রীসীতারাম ও অনুজ লক্ষ্মণ এক বিচিত্র রসাভাসে এক্ষণে জগন্নাথ-সুভদ্রা ও বলরামের চিন্ময় লীলাতনু আশ্রয় করতঃ ভক্ত সাথে নিত্য বিনোদ করিবেন—এতৎ কারণে শ্রীরাম বরদূত হনুমানজী মহারাজজীকে যথাসময়ে যথাস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।

মহারাজজীর শুভাগমনে মন্দিরটি ভক্তগণের নিত্য তীর্থে পরিণত হইল—বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য আকর্ষনের—দিব্য মাধুর্য্যের—শেষ নাই! মহারাজজীর নিকট—দূর দূর প্রান্ত হইতে ভক্তবৃন্দ ছুটিয়া আসিতেন —এবং তাঁহার অনন্য সেবাসুখের কিঞ্চিৎমাত্র সৌভাগ্য লাভ করতঃ তাঁহারা পরম কৃতার্থ হইতেন। দেখিতে দেখিতে জগন্নাথজীর মন্দিরটি পুনরায় কাশীর সংকটমোচন মন্দিরে পরিণত হইল—চিন্ময় সিযারাম নাম কীর্ত্তনের দিব্য বাদলধারা সমগ্র পরিবেশটিকে সততই নন্দিত করিয়া রাখিত। মন্দিরের দেবতা মহারাজজীর এই দিব্য লীলায় যে বিশেষ প্রসন্ন হইতেন - তাহা তাঁহার মুখারবিন্দের চিন্ময় সরসতায় আপনি বেশ ফুটিয়া উঠিত! জগন্নাথজী তাঁহার এই দিব্য প্রেমপাত্রটিকে সতত চোখে চোখে রাখিবেন বলিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছেন। বাস্তবিক মন্দিরের দেবতারই যদি এইরূপ বাসন হয়—ত্রিতাপদগ্ধ গৃহমেধী ভক্তগণের কথা আর কী বলা যাইতে পারে।

এই সময় মহারাজজী দিব্য স্বভাবসুন্দর মধুর কণ্ঠে ভক্তবৃন্দকে প্রায়ই বলিতেন যে আমার সময় হইয়াছে—এইবার নিত্যধামে শ্রীমহারাজজীর সেবায় গমন করিব। বলা বাহুল্য মহারাজজীর এই পুলক বার্ত্তায় সেবকবৃন্দ কাতর হইতেন সন্দেহ নাই—তাঁহারা কোনরূপে আপন

আপন চক্ষের জল সংযত করতঃ মহারাজজীর নিত্য ধ্যেয়ানে মগ্ন থাকিতেন!

বিচিত্র লীলায়—বিচিত্র প্রেম পবশে—মহারাজজীর দিব্য ধামে যাইবার বাসনাটি দূর দেশবাসী ভক্তবৃন্দের হৃদয়েও যে বিস্তারিত হইল তাহা সহসা একদা প্রয়াগনিবাসী এক নিগূঢ় ভক্ত চবিত্রের দিব্য আর্ত্তনাদে বেশ উল্লসিত হইয়া উঠিল। এই ভক্তটি একদা মহারাজজীর পাদপদ্মে পতিত হইযা সহসা ব্যাকুলভাবে বোদন কবিতে লাগিলেন! ভক্তেব এই কাতব অবস্থা দেখিয়া মহাবাজজী বিমল বচনে তাহাকে শান্ত করিলেন এবং তাঁহাব এই করুণ বিরহাবস্থাব কারণটি জানিতে চাহিলেন।

ভক্তটি সর্ব্বান্তর্যামী প্রভুর এই চিন্ময বিনোদ লীলাটি যথাযথ উপভোগ করতঃ কাতর কণ্ঠে বলিলেন—হে সরকার। আমি গতকাল রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে আপনি নিত্যধামে গমন করিতেছেন—এই কথা বলিয়াই ভক্তটি পুনরায় কাতর আর্ত্তনাদে ঝরিযা পড়িলেন।

মহারাজজী ভক্তের কথা শুনিয়া পবম মুদিত কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন - বাচ্ছা। ইহাতে বোদন করিবার কী আছে? একদিন এই শরীরকে ছাড়িয়া নিত্যধামে যাইতেই হইবে—এই তনু-মন সমগ্রই শ্রীকিশোবীজীব—কিশোরীজীর যবে ইচ্ছা হইবে—সেদিনই এই তনু ত্যাগ করতঃ আমাদের পরম ধামে যাইতে হইবে—ইহাব মধ্যে আর অন্য কথা কী থাকিতে পারে?

মহারাজজীর দিব্য বচনে ভক্তটি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন—এবং তৎপরে আশ্চর্য্য। আর একটি ভক্ত মহিলা আসিয়া—মহারাজজীর পাদপদ্মে ঐ একই কাতরোক্তি করিলেন—দীনদয়াল প্রভু আপন ভক্তবৃন্দের চিন্ময় ভাবটি যথাযথ অবগত হইয়া তাহাদের নিকট ক্ষণ-ভঙ্গুর মনুজ শরীরের দিব্য সার্থকতার চিন্ময় দিকটি উদ্ভাসিত করতঃ মহামতি তুলসীর কণ্ঠে প্রসঙ্গতঃ বলিতেন—

বড়ে ভাগ মানুষ তন পাওয়া।
সুর দুর্লভ সদ গ্রন্থনি গাওয়া ॥
সাধন ধাম মোচ্ছ কর দ্বারা।
পাই ন জেহি পরলোক সম্ভারা ॥
সো পরত্র দুখ পাবই সির ধুনি ধুনি পছিতাই।
কালহি কর্ম্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোষ লগাই ॥

অর্থাৎ —শুন শুন দিব্য কথা কব নিজ জ্ঞান।
অচিন্ত্য সুকৃতে হয় এ নরতনু মহান ॥
বেদশাস্ত্র পুরাণেতে কয় বার বার।
চুরাশীর পরপারে নব দেহ অবতার ॥
এ তনুর মুখ্য কাজ ভজন প্রয়াস।
যাহার প্রসাদে জীব লভে প্রেম ও বিশ্বাস ॥
নবতনু লাভ করি যে না ভজে রাম।
স্বপনেতে নাই তার কণিকা বিশ্রাম ॥
জন্মে জন্মে লভে সে যে অন্তহীন দুখ।
ত্রয় তাপ আধিব্যাধি দারিদ্র্য প্রমুখ ॥
অজ্ঞান মলিন মতি নাই কোন বোধ।
আপন কষ্ট হেতু কাল-কর্ম্ম-ঈশ্বরেতে করে বৃথা ক্রোধ ॥

মহারাজজী তৎপরে বিমল ভজনের চিন্ময় সাবল্য ও তাহার দিব্য পারমার্থিকতা প্রসঙ্গে ভক্তকে মুদিত কণ্ঠে বলিলেন—

কহহু ভকতি পথ কওন প্রয়াসা।
যোগ ন মখ জপ তপ উপবাসা ॥

সরল সুভাও ন মন কুটিলাই।
যথা লাভ সন্তোষ সদাই ॥

অর্থাৎ—বল বল ভক্তি পথে কী আছে প্রয়াস ?
জপ তপ মখ ব্রত নাই উপবাস ॥
স্মরণ মনন ধ্যান ভজন শ্রীনাম।
ইহাই বিমল সুখ—নিত্য অভিরাম ॥
সরল স্বভাব শুভ কপট বিহীন।
সবাকার সাথে প্রেম মৈত্রী অমলিন।
বিমল প্রসন্নতা আব সন্তোষ সদাই।
কৈতব প্রপঞ্চে নাই বিন্দু বালাই ॥
ইহাই ভজন প্রাণ—ইহাই অমান।
ইহাই চিন্ময় সুখের কনক নিধান ॥

মহারাজজীর দিব্য চরিত্র-মাধুর্য্যে তথা তাঁহার বিচিত্র বচনে ভক্তবৃন্দ মনুজ দেহের চিন্ময় তাৎপর্যটি যথামতি অবগত হইতেন—মহারাজজী যে এক বিশেষ কর্ম্ম হেতু এই ধরণী পবিত্র করিতে আসিয়াছেন—এবং সেই দিব্য কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে তিনি যে তৎক্ষণাৎ পরমধামে যাত্রা করিবেন—ইহাই তাঁহার মধুর সংলাপের পূর্ণাঙ্গ রূপ !

জগন্নাথ মন্দিরে মহারাজজীর মুগ্ধ লীলা এইরূপে নিত্য নবীন ধারায় চলিতে লাগিল—মহারাজজী সতত আপন মনে আপনি বিরাজ করিতেন—চিন্ময় বহিরঙ্গ লীলায়—ব্যাকুল ভক্তবৃন্দের সকল সেবা অঙ্গীকার করতঃ মহারাজজী নিত্য মাধুর্য্যে—সতত দিব্য বিরহ দশায় ব্যতীত করিতেন !

মহারাজজীর নিত্য ধামে গমন করিবার সময় হইয়াছে কিন্তু অনন্ত দীনপরাণ ভক্ত-বৎসল প্রভু—সেবকবৃন্দের একান্ত উৎকণ্ঠা হেতু—আরও

কিছুদিন দিব্য লীলায় থাকিতে বাঞ্ছা করিলেন। বস্তুতঃ মহাভাগবত ইচ্ছা না করিলে তাঁহার মনুজ লীলা শেষ হইতে পারে না—কারণ মহা-ভাগবতের দিব্য ইচ্ছাই হইল অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-স্বামিনীর মুদিত বাঞ্ছার অন্য রূপ। মহারাজজী চিন্ময় করুণার বাদল হইয়া ধরণী পুলকিত করিয়াছেন—তাঁহার দিব্য জীবনের অন্তিম পদক্ষেপটিও সেই অচিন্ত্য ধারায় চির মণ্ডিত হইয়া রহিল।

মহারাজীর দিব্য জীবনে অতঃপর যে ঘটনাটি ঘটিল—তাহা সত্যসত্যই বিশেষ চমকপ্রদ! একদা কোথা হইতে সহসা একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া মহারাজজীর পাদপদ্মে পতিত হইলেন এবং অনন্য ভাব-গদগদ কণ্ঠে মহা-রাজজীকে বলিলেন—হে সরকার। অদ্য প্রাতে আমি এক দিব্য স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া আপনাব নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি! আগন্তুকের কথায় মহাবাজজী অবগত হইলেন যে উক্ত ভক্তটি কৈলাসপতি শঙ্করের অনন্য উপাসক - এবং তিনি কাশী রাজঘাটের নিবাসী। ভক্তটি গঙ্গার তটে সম্প্রতি একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন! অদ্য প্রাতে শঙ্কর স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আপন ভক্তকে বলিলেন—ওরে। অসির সন্নিকটস্থ জগন্নাথ মন্দিরে আমার এক পরম প্রিয় ভক্ত বাস করিতেছেন—তুই তাঁহাকে এই বাটিতে লইয়া আয়। তাঁহার মধুর ভজন প্রসঙ্গে আমি সদাই নিমজ্জিত থাকিব—ইহাই আমার একান্ত বাঞ্ছা!

মহারাজজী আগন্তুক ভক্তের সকল কথা যথাযথ অবগত হইলেন—এবং এই দিব্য ঘটনাব অন্তরালে যে সুখময় ধারাটি আপন মাধুর্য্যে আপনি প্রবাহমান—তাহা মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করতঃ তিনি অনন্য প্রেমে সবিশেষ দ্রবিত হইলেন! মহারাজজী মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে মন্দিরের জাগ্রত দেবতা এক্ষণে ভিখারী শঙ্করের রূপ ধারণ করতঃ তাঁহাকে নবীন পটভূমিকায়—নবীন সরসতায়—নিত্য সুখে নিমজ্জিত করিতে বাঞ্ছা করেন। মহারাজজী অতঃপর শ্রীগুরু আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া

জগন্নাথ মন্দির হইতে নৌকাযোগে অচিরেই কাশীর রাজঘাটে উপনীত হইলেন !

নবীন ভক্তের দিব্য আশ্রমটি মহারাজীর বড় ভাল লাগিল ! গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে একটি সুরম্য দ্বিতল ভবন। বাটির সন্মুখেই মালব্য ব্রীজটি যেন ইহলোক ও পরলোকের দিব্য সেতু সম শোভা পাইতেছে ! মহারাজজী আপন সেবক অবনীজা শরণের সাথে এইস্থানে উপনীত হইতে না হইতেই তাঁহার শিরোপরে অজস্র ধারায় পুষ্পবৃষ্টি হইল— সমগ্র স্থানটি মহারাজীর দিব্য আবির্ভাবে সহসা যেন চিন্ময় আনন্দে সরসিত হইয়া উঠিল !

মহারাজজী আপন হস্তে হনুমানজীর একটি দিব্য বিগ্রহ মূর্ত্তি তৈয়ারী করিলেন এবং তৎপরে অখণ্ড সিয়ারাম নামামৃতের বাদল ধাবায় এই স্থানে হনুমানজীর দিব্য অধিষ্ঠান করিলেন। বাস্তবিক মহারাজজী কৃত এই দিব্য বিগ্রহটি সর্ব্বতোভাবে সংকটমোচন হনুমানজীর অনুরূপ চিন্ময় বিগ্রহটিকে দেখিলে মনে হয় স্বয়ং সংকটমোচন মহারাজজী যেন এক্ষণে আপন অনন্য সেবক মহারাজজীর সাথে দিব্য লীলা করিবেন বলিয়া এই স্থানে আপনি আসিয়া সমগ্র পরিবেশটিকে মধুর করিয়াছেন !

মহারাজজীর শুভাগমনের সাথে সাথে পুনরায় এই স্থানটি এক নবীন তীর্থে পরিণত হইল। দিক দিক হইতে ভক্তবৃন্দ মহারাজজীর দর্শন বাসনায় ছুটিয়া আসিতেন এবং মহারাজজীর সাথে সিয়ারাম নামামৃত পান করতঃ—পরম মুদিত চিত্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন !

দেখিতে দেখিতে বেশ কিছুদিন এইভাবে দিব্য সুখে ব্যতীত হইল ! মহারাজজী বিচিত্র লীলা মাধুর্য্যে নিত্য লোকের দিব্য মার্গে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন ! সময় বিশেষে মহারাজজী আপন পরধাম যাত্রা বিষয়ক কথা উত্থাপন করতঃ মধুর বার্ত্তালাপে তিনি বারবার ভক্তবৃন্দকে যথাযথ প্রবোধ

দান করিতেন। কিন্তু অন্তরের অন্তরে তিনি অখণ্ড ভগবৎ সেবায় সদাই নিমজ্জিত থাকিতেন! তিনি এইবার দিব্য মনুজ লীলা সম্বরণ করিতে বাসনা করিলেন এবং তাঁহার এই মংগল ইচ্ছা মূর্ত্ত রূপ ধারণ করিতে আর অধিক বিলম্ব করিল না!

মহাভাগবৎ দিব্য লীলা সম্বরণ করিবেন—এই মুগ্ধ সংবাদে সমগ্র পরাপ্রকৃতি জর্জ্জরিত হইয়াছে · মহাভাগবৎকে দিব্য প্রেমপূজায় আবাহন করিবে বলিয়া দিকে দিকে মংগল বারতার সমাবেশ হইয়াছে—আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে কিসের যেন মধুর সংলাপ—পুষ্পে পুষ্পে কাহার যেন পদ-রেণুর চিন্ময় ইঙ্গিত। মহারাজজী শ্রীকিশোরীজীর মহারাস মণ্ডলের চিন্ময় বালা - তাঁহার মুগ্ধ লীলা-কৈঙ্কর্য্যে শ্রীযুগল রসরাজ অজস্র আনন্দ ধারায় সতত মুদিত—পুরুষোত্তমের সেই মহারাস নিকুঞ্জে অনন্য সেবানিপুণ দিব্য ললনাগণ—নিত্য কিশোরী প্রেমমঞ্জরীর মঞ্জুল নয়নের মুগ্ধ প্রতীক্ষায় যেন সততই হারা—হেমলতা-প্রীতিলতা-প্রেমলতা-যুগলবিহারিণী প্রমুখ অনন্য নখশিখ শৃঙ্গারিত সখীগণ—তাঁহাদের নিত্য লীলাবিলাসিনী প্রেম-মঞ্জরী চিন্ময় উৎকণ্ঠায় আজ ব্যাকুলিত—প্রেমমঞ্জরী তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ—তাঁহাদের নিত্য প্রেমের মুগ্ধ সম্পদ!

এই মুগ্ধ বিলাস-মাধুর্য্যে—মহারাস মণ্ডলে আজ দিব্য গীতির বিমল মূর্চ্ছনা উদিত হইয়াছে। লোকে লোকে—দেশে দেশে—মহলে মহলে তাহার দিব্য মায়া বিস্তারিত হইয়াছে। ধরণীর এক প্রান্তে মহারাজ-জীর চিন্ময় কর্ণ কুহরেও সেই নিত্য প্রেমবন্দনা ভাসিয়া আসিয়াছে—মহারাজজী অতৃপ্ত ধারায় সেই মধুময় প্রেমগীতির দিব্য সুধা পানে নিত্য লোক ভাসিয়া গিয়াছেন—তাঁহার কণ্ঠে যেন সেই অসংখ্য সখী-মঞ্জরীগণের আনন্দধারা আপনি ঝরিয়া পড়িল—

ভক্ত হৃদয় কুঞ্জ কুঞ্জ প্রেম মঞ্চবাসী।
মধুর রস ভক্তি হৃদি ঝুলন গীতি আশী॥

দম্পতি রূপ অতি অনূপ নখশিখ ছবিরাশি।
শ্যামগোর সুন্দর তনু নয়ন মন পিয়াসী।।
জয় সিয়ারাম জয়, জয় সিয়ারাম সব ভব ভয় নাশী॥

সিয়া সিয়াবর পর পরতর বরবধূ বিলাসী।
দেবন কুল বরষত ফুল ঝুলন প্রীতি দাসী॥
বিহরতি রতি নিজ সুখ মতি দম্পতি সুখরাশি।
জগহিত কৃত ক্রীড়ত নিত পরব্রহ্ম অবিনাশী॥
জয় সিয়াবাম জয়, জয় সিয়ারাম সব ভব ভয় নাশী॥

ব্রহ্মাদিক সুব নরমুনি চরণ শরণ দাসী।
ঝুলন রত পূরণ প্রভু, অভয় বিজয় ভাষী॥
তড়িৎ জড়িত নবীন নীরদ উজ্জ্বল পরকাশী।
রাম পূর্ণচন্দ শাওন সীতা পূর্ণমাসি॥
জয় সিয়ারাম জয়, জয় সিয়ারাম সব ভব ভয় নাশী॥

ধৃগ্ ধৃগ্ ধৃগ্ বাজ মৃদঙ্গ দ্রিম দ্রিম দ্রিম বীণ বাজি।
রিম রিম রিম ঝরত মেঘ দোগ্রুম দোগ্রুম গাজি॥
রাগ তান মান সঙ্গ রাগিনী কুল সাজি।
ইমন ধার ভজন সার, মধুর মঞ্জু ভাষী।
জয় সিয়ারাম জয়, জয় সিয়ারাম সব ভব ভয় নাশী॥

মহারাজজী মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার এই শাশ্বত আহ্বান শ্রবণ করিয়াছেন! তিনি সর্ব্ব মন ও প্রাণে সেই দিব্য রাসলীলায় নিমজ্জিত হইবার জন্য হৃদয়ে হৃদয়ে সতত ব্যাকুল! তাঁহার চির পরিচিত দিব্য ধামবাসী মহাত্মা-

বৃন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য—তাঁহার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে চিন্ময় শিহরণ জাগ্রত হইয়াছে—মহারাজজী আর অধিক বিলম্ব করিলেন না অচিরেই সেই প্রেমপুঞ্জে মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন !

মহাভাগবতের এই দিব্য প্রয়াণ তথাপি অশেষ লীলা কৌতুকে চির মধুর হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে সামান্য পীড়ায় মহারাজজী শয্যাশায়ী হইলেন এবং আপন নিত্য ভাবনায় চিত্ত-মন সমর্পিত করতঃ মহারাজজী বিমল শান্তির পারাবারে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

দিব্য লীলার চিন্ময় পাদপীঠে মহারাজজী ক্ষণে ক্ষণে ব্যথিত হইয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয় সেবক অবনীজা শরণকে বলিয়া উঠেন—মৈ যাউ ! মহা-রাজজী মুঝে বোলাতে হৈ। অর্থাৎ বাচ্ছা। আমি যাই ! মহারাজজী আমায় ডাকিতেছেন !

সরল সেবক মহারাজজীর কণ্ঠে এই বাক্য শ্রবণ করতঃ আসন্ন বিরহ আশঙ্কা করতঃ ব্যাকুল ক্রন্দনে ঝরিয়া পড়িতেন—এবং সামান্য শিশুর ন্যায় অশ্রুসরস নয়নে মহারাজজীকে বলিতেন—না ! আপনি আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন না !

বালকের করুণ আর্তনাদে মহারাজজী দ্রবিত হইতেন এবং যেন বালকের কথায় সায় দিয়া বলিতেন মৈঁ নহী জাউঙ্গে ! অর্থাৎ আমি তাহ'লে যাইব না। এইরূপ কিছুক্ষণ ব্যতীত হইলে মহারাজজী পুনরায় আপন সেবককে ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করিতেন—আমি যাই ' মহারাজজী আমায় ডাকিতেছেন।

ভক্তের সহিত এইরূপ দিব্য লীলায় ব্যতীত করিতে করিতে মহারাজজী পুনরায় চিন্ময় মৌনী দশায় নিমজ্জিত হইতেন ! অবনীজা শর সতত মহারাজজীর নিকটে নিকটে থাকিয়া-- অকথ বেদনাবিধুর তনু-ম লইয়া তাঁহার নিত্য সেবায় মণ্ডিত থাকিতেন ! মহারাজজীকে স্থ

করিবার মানসে কত ভক্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও বৈদ্যের সমাবেশ করিলেন—কিন্তু হায়! মহারাজজী—এই তনু ত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছেন—কে তাঁহার এই দিব্য ইচ্ছার গতি রোধ করিতে সক্ষম ?

ঐদিন গভীর নিশীথে অবনীজা শরণ সহসা দেখিলেন যে মহারাজজী যুক্তকর হইয়া ভাগবতাচার্য্য অনন্ত শ্রীযুগলানন্য শরণ কৃত শ্রীসীতা শত নাম—মধুর কণ্ঠে পাঠ করিতে করিতে গাহিতেছেন—

(অনুবাদ)

কনক কল্পলতা সীতা শত নাম দিব্য পরম জানিয়া।
বেদ বিদ্যা নিত্য ভজন বত—চিন্ময় স্বাদ সু-লভিয়া॥
শ্রীসীতা জানকীপতি জীবন—নিত্য লোকের নিত্য ধাম।
শ্রীযুগলানন্য শরণ স্বামিনীর কী কব করুণা প্রাণাভিরাম॥

রমা রতিবর্দ্ধিনী রাসেশ্বরী রঘুনাথ প্রাণ পিয়ারী।
সান্দ্রানন্দ নিলয় কান্তা শিরোমণি জনক দুলারী॥
রাম রূপ-যশ—বামরস নিত্য সুখের চন্দ্রালয়।
শ্রীযুগলানন্য শবণ স্বামিনীব কী কব করুণাব বরুণালয়॥

নিত্য কেলি মণ্ডিতা চিন্ময় রাগ পণ্ডিতা পরাপ্রেমে চির সুন্দর
কমলা কমলপ্রিয়া খঞ্জন গঞ্জন দৃগদেশ মধুক্ষর॥
কমলা সু পূজিতা রমণীয়া নিত্য ভাব রঞ্জিনী।
শ্রীযুগলানন্য শরণ স্বামিনীর কী কব করুণা নন্দিনী॥

ভাব ভজন ভূরী চিন্ময় রঘুনাথ প্রাণেশ্বরী।
দিব্য জ্ঞান-জ্যোতি অঙ্গ বিভূতি কী কব তা কর মাধুরী

ভুক্তি মুক্তি সর্ব্বশক্তি আদি—সীতা চরণ কঞ্জ দাসী
শ্রীযুগলানন্য শরণ স্বামিনীর কী কব করুণা অবিনাশী।

চন্দ্রমা চারু তেজ অনূপ রসিকা চাতুরী মুগ্ধা রে।
চমৎকারিণী চিত্তহারিণী বাণী বিভব সদানন্দ রে॥
চমক চপলা সম সদা নেহ গামিনী অনুরাগিনী পরা দিব্য রে।
শ্রীযুগলানন্য শরণ স্বামিনীর কী কব করুণা অকথ রে॥

মিথিলা কিশোরী মিথিলেশ নন্দিনী নিত্য নূতন রামা রে।
গৌরী ভজন গৌরী পূজন গৌরী যাহার চির ইষ্ট রে॥
রঘুনন্দন ক্রোড় বিলাসিনী নিত্য বরনন্দিনী মুগ্ধা রে।
শ্রীযুগলানন্য শরণ স্বামিনীর কী কব করুণা দিব্য রে॥

প্রেমা প্রেম মধুরা মনোজ মানিনী তান মান প্রবীণা।
মাননীয়া কান্ত মানস মরলিকা কলিত কঞ্জকর বীণা॥
চিন্ময়ী চিদানন্দময়ী শাশ্বতী সত্য সার-ভূষিতা।
শ্রীযুগলানন্য শরণ স্বামিনীর কী কব করুণা বন্দিতা॥

কামদকুঞ্জ বন বিহারিণী নিত্যরাস নন্দিনী বরবর্ণিনী।
ঝুলন গীত পরায়ণ নিজ লীলাসঙ্গিনী রঙ্গিনী॥
লজ্জাবতী রসীলী ললনা অদ্ভূত ভাব তরঙ্গিনী।
শ্রীযুগলানন্য শরণ স্বামিনীর কী কব করুণা জনরঞ্জিনী॥

শ্রীসীতা শত নাম সুধা কুঞ্জ মাঝে যে চিৎ নিগমন হইবে রে।
তাহার ত্রয়তাপ তথা কোটি জন্ম পাপ হ'বে অচিরে বিনাশ রে।

কী কব তার কথা অধিক বল যাহার ভক্ত শ্রীরাম রে।
শ্রীযুগলানন্য শরণ স্বামিনীর নিত্য নামের নাই তুলনা রে॥

অবনীজা শরণ দেখিলেন যে মহারাজজী মধুর কণ্ঠে জগজ্জননী সীতার প্রতি নাম উচ্চারণ করতঃ কাহার উদ্দেশ্যে করজোড়ে—বারবার প্রণাম করিতেছেন! মহাভাগবৎ বিশুদ্ধ দশায় আপন ইষ্টে নিরবধি আপনি হারা—বাহির-বিশ্ব—দেহ-আত্মা সকল বস্তুই তাঁহার চিন্ময় নাম রসোজ্জ্বলে যেন লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

দিব্য সেবক অবনীজা শরণ অচিন্ত্য বিবহ দশায় মহারাজজীর এই মুগ্ধ আবেগ যথাযথ অবগত হইতে না পারিয়া বিমল সেবা-মধুর কণ্ঠে মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজজী। আপনি বারবার কাহাকে প্রণাম করিতেছেন?

মহারাজজী বালকের কথা শুনিয়া মুগ্ধ সারল্যে তাহাকে বলিলেন—বাচ্ছা। শ্রীকিশোরীজীকে প্রণাম করিতেছি।

মহাভাগবতের নিত্য লীলা প্রবিষ্ট চিন্ময় রূপ সুধার দিব্য ঝলক পান করতঃ অবনীজা শরণ আপন বিচিত্র দশায় আপনি মগ্ন—মহারাজজী যে এক্ষণে কোন্ মহাশান্তির পারাবারে নিমগ্ন তাহা বিন্দুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। এতৎ কারণে অবনীজা শরণ মহারাজজীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজজী। আপনি কী কিশোরীজীকে দেখিতে পাইতেছেন?

মধুর হাসিতে ভরা চিন্ময় ভাবে মহারাজজী যাহা বলিলেন—তাহা শ্রবণ করতঃ অবনীজা শরণ অধিক বিমুগ্ধ হইলেন। মহারাজজী বলিলেন—হ্যাঁ বাচ্ছা। শ্রীকিশোরীজী আমার সম্মুখেই বিরাজমান—শুধু কিশোরীজীই নহেন—অখণ্ড সখী মঞ্জরী পরিবৃত শ্রীরামজানকী আমার নয়ন সম্মুখে দিব্য সুখে বিরাজমান—আমি এক্ষণে সেই সুখ সায়রে নিমজ্জিত হইতে চাই।

মহারাজজীর বাক্য শুনিয়া সিদ্ধ সেবক অশেষ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহারাজজীর পদপ্রান্তে লুন্ঠিত হইয়া পড়িলেন—এবং আসন্ন বিরহের অকথ বেদনায় সামান্য গৃহস্থের ন্যায় মহাভাগবতের দিব্য করুণা উদ্রেক করতঃ বলিলেন—মহারাজজী আপনি চলিয়া গেলে—আপনার বালকের ভর পোষণ কে করিবে?

ইহাই বাস্তবিক সাধারণ সংসারের গতি—ইহাই বাস্তবিক মহারাজজীর অন্তিম লীলার চিন্ময় মহাপ্রকাশ—বস্তুতঃ তাহা না হইলে অবনীজা শরণের ন্যায় মহারাজজীর দিব্য প্রেমপাত্র মহারাজজীকে এই সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিবেন কেন?

অনন্তর মহারাজজী বালকের ব্যাকুল বাক্য শ্রবণ করতঃ যাহা বলিলেন তাহাতে নিত্য সন্ন্যাসীর চিন্ময় বিশ্বাস ভূমির ব্যাপক রূপটি পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—মহারাজজী প্রেমমধুর কণ্ঠে আপন বালককে বলিলেন—বাচ্ছা! এই দুনিয়ার যিনি নিত্য ভরণ পোষণ করিতেছেন—তিনিই তোমাদের ভরণ পোষণ করিবেন। তোমরা সকাল সন্ধ্যায় মধুময় সিয়ারাম নামভজনে তাঁহার নিত্য স্মরণে বিশ্রাম লইও! জয় সিয়ারাম।

ইহাই মহারাজজীর অন্তিম অনুরাগ—ইহাই মহারাজজীর চিন্ময় নরলীলার অন্তিম ভাষণ। মহারাজজীর ইহার পর আর কোন কথা বলেন নাই। চিন্ময় প্রশান্তির গহনতলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সমগ্র তনুমন নিমজ্জিত হইল—সহসা দিব্য জ্যোতির্ময় আলোকে তাঁহার সমগ্র মুখ মণ্ডলটি আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে যেন ভক্তি রসামৃত চিন্ময় অনুরাগ আপনি ঝরিয়া পড়িল। শুভ বিক্রমাব্দ ২০১৯ সনে ইংরাজী ১৯৬২ ৪ঠা জুন শুক্ল পক্ষের চতুর্থী বাসরের দ্বিপ্রহরে মহারাজজী বারাণসীর পশ্চিম তটস্থিত হনুমানজীর আশ্রমে হনুমানজীর পাদপদ্মে—আপন ইচ্ছায় মুগ্ধ মনুজ লীলা সম্বরণ করিলেন!

মহাভাগবতের দিব্য প্রয়াণ বার্ত্তা দেখিতে দেখিতে সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এই নিদারুণ শোক সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্য আরতি চন্দন লইয়া মহারাজজীর পাদপদ্মে ছুটিয়া আসিয়া কাতর আর্ত্তনাদে ভাঙিয়া পড়িলেন! মহারাজজীর দিব্য লীলাতনু তখনও তাঁহাদের নয়ন সম্মুখে লীলায়িত—সেই মধুর মূর্ত্তি—সেই কান্তা-শিরোমণির চিন্ময় ভাব দেহ—সেই চির মধুর বাৎসল্য আধারে জনগণের তরে চিন্ময় করুণার বাদল - সেই নিত্য ভজনের মুগ্ধ নিকুঞ্জ—তাঁহার এই শাশ্বত পরাপ্রকৃতির চিন্ময় মাধুর্য্য ধারায় ভক্তবৃন্দকে যেন চির আশ্বস্ত করিতেছেন! ভক্তগণ মহারাজজীর মুগ্ধ আবেশে—হৃদয়ে কোনরূপ ধৈর্য্য ধারণ করতঃ মহারাজজীর প্রাণপ্রিয় সিয়ারাম নামামৃত পানে মগ্ন হইলেন - এবং তৎপরে অজস্র প্রেম পুলকধারায় মহারাজজীর দিব্য বন্দনা করতঃ অনন্ত শান্তি সুখে নিমজ্জিত হইলেন!

ভক্তগণ মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে মহাবাজজী দিব্য মনুজ লীলা সম্বরণ করিয়াও তাহাদের মাঝে—তাহাদের সেবায়—নিত্য বিরাজমান—বস্তুতঃ তাহা না হইলে এই নিদারুণ শোক সময়ে তাহারা কীরূপে চির শান্তি লাভ করিবেন? ইহাই বাস্তবিক মহারাজজীর চিন্ময় মাধুর্য্য—ইহাই বাস্তবিক মহাভাগবতেব দিব্য করুণা।

অতঃপর ভক্তবৃন্দ মিলিত হইয়া মহারাজজী চিন্ময় তনুটিকে পুষ্প-মাল্যে সুমণ্ডিত করিলেন ও বিমল সন্ন্যাসীর বিশুদ্ধ বস্ত্রে মহারাজজীর দিব্য তনু আবৃত করতঃ চিন্ময় তিলক মুদ্রায় বিভূষিত করিলেন—এবং তৎপরে একটি সুশোভিত আধারে মহারাজজীকে শায়িত করতঃ মধুময় সিয়ারাম নাম গানে সমগ্র পথ ঘাট সরসিত করতঃ বারাণসীর সলিল নিকুঞ্জে—মহাভাগবতের চিন্ময় সমাধি রচনা করিলেন।

মহারাজজীর দিব্য প্রয়াণে সমগ্র বারাণসী পুরী সহসা যেন মধ্যাহ্নে ঘন তমসায় আবৃত হইল—গঙ্গার সলিল তরঙ্গে আজ কাহার জন্য

ব্যাকুল ক্রন্দন—সমগ্র আকাশ বাতাস—এই চিন্ময় প্রেম পথচারীর দিব্য প্রেমে ধারায় যেন সহসা জর জর হইল—পুষ্পদলে যেন আজ কিসের আর্ত্তনাদ—মন্দিরে মন্দিরে—সন্ত সমাজে চিন্ময় আনন্দরাশি যেন সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। এই মুগ্ধ মায়ার বিমল পরিপ্রেক্ষিতে—মহারাজজীর চিন্ময় প্রেমসত্বা—অখণ্ড মহাকাশ দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করতঃ তথা সূর্য্যাদি মণ্ডল ভেদ করতঃ প্রকৃতির পরাপারে—বিজয়ার স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করতঃ—নিত্য ভাবময় প্রেমমঞ্জরী স্বরূপে দিব্য ধাম শ্রীসাকেত প্রাপ্ত হইলেন! সেথায় মহারাজজী দিব্য সপ্তাবরণ সংযুক্ত—নানা রত্নময় শ্রীরামভবনে—চন্দ্রকলা-চারুশীলা প্রমুখ অনন্ত কিঙ্করীবৃন্দ সেবিত চিন্ময় পুরুষোত্তম শ্রীরাম—আপন দ্বৈত জানকীজী সহ দিব্য রত্নসিংহাসনে বিরাজিত দেখিলেন। মুগ্ধা কিশোরী প্রেমমঞ্জরী সেই অনন্ত মহারাস মণ্ডলে আপন মহলী সেবায় অভিষিক্ত হইযা দেখিতে দেখিতে অনন্ত সুখের দিব্য লীলায় নিমজ্জিত হইলেন।

তিন

মহারাজজীর মুক্ত প্রাণের নিত্য অপ্রতিকুল গতি—চির ব্যবধান-শূন্য এই চিন্ময় মহাপ্রাণের দিব্য প্রকাশ—লোকে লোকে—অনুরাগী হৃদয়ে নিত্য নবীন। মহারাজজী বন্ধন-ক্ষয় মুক্ত উদার স্বামী—অনন্ত বাৎসল্য ধারায়—চিন্ময় কারুণ্যামৃতে - দিব্য প্রেমলীলায়—তাঁহার নিত্য মাধুর্য্য সতত উদ্বেল—সতত কামনা বিহীন। মহারাজজী অনন্ত মাধুর্য্যের চিন্ময় অবতারী—নিত্য ভজন ভাবনার অনন্ত ভাণ্ডার। প্রেম-প্রীতির ও সত্য স্নেহের চিকণ কিরণমালায়—তাঁহার নিত্য লীলা—নিত্য সঞ্চরণ! দিব্য মনুজ লীলার অন্তেও তিনি নিত্য-মাধুর্য্যে কত জন হৃদয় উদ্ভাসিত করিলেন—দিব্য দর্শনদানে কত নেত্র সার্থক করিলেন -চিন্ময় সেবা-কারুণ্যে

কত অনুরাগী চিত্ত অশেষ আনন্দে পরিপূরিত করিলেন—তাঁহার পরিচয় একমাত্র জন হৃদয়ের সুধা নিকুঞ্জে চির মন্দ্রিত হইয়া রহিল। ভক্তবৃন্দের জন্য মহারাজজীর নিত্য জাগরণ—তাঁহাদের জন্য মহারাজজী সতত দিব্য জননী সম সেবা কাতর বাৎসল্য ধারায় চির বিরাজমান।

মহারাজজীর এই অলোকসামান্য মুগ্ধ পরিচয়ের দিব্য পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজজীর ভক্তপ্রবর মন্ত্ররাজ শরণের কথা বেশ মনে পড়ে। মন্ত্ররাজ শরণ—মহারাজজীর যে সামান্য সেবক নহে—তাহা তাঁহার দিব্য কৌতূহল ও উৎকণ্ঠাটিকে সম্যক পর্য্যালোচন করিলে বেশ অনুভূত হইবে। মন্ত্ররাজ শরণ—সুপণ্ডিত—সমাজে তাঁহাকে সকলেই মাষ্টার সাহেব বলিয়া আদ্রিত করেন। মন্ত্ররাজ শরণ মহারাজজীর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার পূর্ব্বে মহারাজজীকে বহু ভাবে—বাহু দর্শনে—বহু বিধিতে—নানা রূপে—দীর্ঘ বাইশ বৎসর কাল উপভোগ করিয়াছেন। এই দীর্ঘ সময়ের চিন্ময় সুখসঙ্গে মন্ত্ররাজ শরণ মহারাজজীর যে রূপ দর্শন করিলেন—তাহা চিরদিন তাঁহার মনের মণিকোঠায় অবগুণ্ঠিত রহিল। এতৎ বিষয়ে মন্ত্ররাজ শরণকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন—ভাই! আমি মহারাজজীকে শ্রীগুরুত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বে—সর্ব্ব শাস্ত্র লক্ষণে তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু আশ্চর্য্য। মহারাজজী সর্ব্ব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সর্ব্ব লক্ষণের বহু উর্দ্ধে—তাঁহার বিমল মাধুর্য্যে—সর্ব্ব সিদ্ধান্ত যেন আপনি মিলিত হয়—তিনি সর্ব্ব সিদ্ধান্তের অতীত কিন্তু তথাপি তাঁহার দিব্য মাধুর্য্য এমত সুখময়—এমত সরল—এমত উদার যে মহারাজজী এই অখণ্ড মাধুর্য্য স্বরূপ হইয়াও যেন তাহার অতীত। মহারাজজীর এই চিন্ময় রূপ সায়রে আমার সমগ্র সত্ত্বা চির বিশ্রাম লাভ করিল—আমি বহুদিনের কাতর প্রার্থনায় তাঁহার নিত্য করুণা সলিলে অবগাহন করতঃ পরম কৃতার্থ হইলাম।

মন্ত্ররাজ শরণ প্রায় ষাট বৎসর বয়ঃক্রম কালে সংসার বিমুক্ত হইয়া মহারাজজীর নিত্য স্মরণে আগমন করেন এবং অবশিষ্ট জীবনটি মহারাজজীর

অনন্য ভাবনায চির উৎসর্গিত করেন! মন্ত্ররাজ শরণের প্রতি মহারাজজীরও কৃপার শেষ নাই—দিব্য মনুজলীলা সম্বরণ করিয়াও মহারাজজী এই ভক্তটির সাথে যে দিব্য লীলা করিলেন—ভক্ত জীবনে তাহা চির উজ্জ্বল হইয়া রহিল। মহারাজজীর সেই দিব্য কৃপা চরিত্রের সামান্য মুগ্ধ পরিচয় নিম্নে যথামতি উদ্গীত করা হইতেছে!

মন্ত্ররাজ শরণ একদা সংকল্প করিলেন যে যতদিন না শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয—ততদিন অশন-শযন ও জল ত্যাগ করতঃ সিয়ারাম নামামৃত পান করিবেন এবং এই উদ্দেশ্য লইয়া মন্ত্ররাজ শরণ শ্রীচিত্রকূট ধামে একটি ভগ্ন মন্দিরে একাকী উপস্থিত হইলেন। ভগ্ন মন্দিরে হনুমানজীর বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্ত্ররাজ শরণ আপন মনের কথা শ্রীগুরু পাদপদ্মে নিবেদন করতঃ একাগ্র চিত্তে সিযারাম নাম কীর্ত্তনে অভিনিবিষ্ট হইলেন!

এইভাবে ভক্তের দুইদিন দুইরাত্রি অতিবাহিত হইল—তৃতীয় দিন রাত্রি শেষে মন্ত্ররাজ শরণ সহসা এক দিব্য জ্যোতিমণ্ডলে মহারাজজীকে দর্শন করিলেন। মন্ত্ররাজ শরণ দেখিলেন যে মহারাজজী হনুমানজীর সেবার জন্য—একটি সুচক্কিণ পাত্রে পেঁড়া লইযা উপস্থিত! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাজজী সংকট মোচনে হনুমানজীর সেবায় থাকা কালীন এইরূপে হনুমানজীর জন্য তিনি নিত্য ভোগ নিবেদন করিতেন।

মন্ত্ররাজ শরণ মহারাজজীর দর্শন পাইবামাত্র তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইযা পডিলেন—মহারাজজী মধুর প্রেমকণ্ঠে বালক ভক্তকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—আভি মনস্কাম পূর্ণ ভাগা। আভি ঘরমে যাও—ঘরমে রহ কর সিযারাম নাম রট—এসা হট করনা—ঠিক নেহী। অর্থাৎ এক্ষণে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে তো? এখন ঘরে ফিরিয়া যাও—ঘরে বসিয়া যথাসাধ্য সিযারাম নামামৃত পান করিতে থাক—শ্রীবৈষ্ণবের এইরূপ সঙ্কল্পের অঙ্গীকার করা উচিত নহে।

:—

এই দিব্য বাণী উদগীত করতঃ মহারাজজী পাত্র হইতে ভক্তকে এক মুষ্টি প্রসাদী পেঁড়া দিলেন—এবং তৎপরে এক পূর্ণ ঘট জল—তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন—লও প্রসাদী পোঁড়া আউর পানি! এই কথা বলিয়া মহারাজজী কোথায় সহসা অন্তর্ধান করিলেন!

মন্দ্ররাজ শরণ অতঃপর মহাবাজজীর দিব্য প্রসাদ মস্তকে ঠেকাইয়া পরম কৃতার্থ চিত্তে গ্রহণ করিলেন! প্রসাদের দিব্য গন্ধ ও স্বাদ—প্রসাদ পাইয়া মন্দ্ররাজ শরণের সর্ব্ব অবসাদ বিদূরিত হইল—মন্দ্ররাজ শরণের হৃদয়-মন পরম আনন্দে উদ্ভাসিত হইল এবং তৎপরে পরম আপ্তকাম চিত্তে মন্দ্ররাজ শরণ সিযাবাম নাম রটন কবিতে করিতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহাই বাস্তবিক মহারাজজীর নিত্য লীলার চিন্ময় রূপ। মহাকবি কবিরাজ গোস্বামীর বিমল বাণী বৈভবে মহাবাজজীর এই পরম মধুময় চরিত লীলাটি ব্যক্ত করিলে বলিতে বাসনা জাগে।

অদ্যাবধি নিত্য লীলা করে গোবা বায়।
কেহ কেহ ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

আব একবাব একটি বিচিত্র পুলক সমাবোহে মন্দ্ররাজ শরণ মহারাজজীর দিব্য দর্শন প্রাপ্ত হইলেন! ঐ চিত্রকুট ধামে মন্দ্ররাজ শরণ একদা কামতানাথ পর্ব্বতে সুখাসীন হইযা প্রাতঃকালে তিলক সেবা করিতে ছিলেন! মন্দ্রবাজ শরণের সমগ্র মনটি শ্রীগুরু পাদপদ্মে লযলীন—তাঁহার মনে পডিল শ্রীমহারাজেব এক দিব্য বাণী –

চিত্রকূট সবদিন বসত প্রভু সিয়া লখন সমেত।
রাম নাম জপ জাপি জ্যোহি তুলসী অভিমত দেত॥

অর্থাৎ—চিত্রকূট শ্রীরাম সীতার নিত্য রাসের মধুর মেলা
ভক্ত লখন নিত্য সেবায় ইষ্টপ্রেমে নিতুই আলা॥

তুলসী যদি ইচ্ছা করিস শ্রীরামলখন সীতার তরে।
চিকূটের পর্ণশালায় ভজ সিয়ারাম চিত্ত ভরে॥
সুখের আলয় রূপের বাদল ঝরবে জানিস সত্যি হায়।
শ্রীরামলখন জানকী মধুর নিত্য লীলায় মজবে হায়॥

মন্ত্ররাজ শরণের চিত্তে আজ আনন্দের বন্যা আসিয়াছে—নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে মন্ত্ররাজ শরণ একাকী দিব্য ধ্যান-সমাধিতে আপ্লুত—কতক্ষণ যে তাঁহার এইভাবে কাটিল তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—সহসা এক অশ্রুতপূর্ব্ব দিব্য ধ্বনি শ্রবণ করতঃ মন্ত্ররাজ শরণের চমক ভাঙিল! নয়ন যুগল উন্মিলিত করতঃ মন্ত্ররাজ শরণ দেখিলেন যে প্রভাতের দিব্য অরুণালোকে সমগ্র পর্ব্বতটি আমোদিত হইয়াছে—বনে বনে বিহঙ্গ-কাকলীর চিন্ময় পরাগীতি—মৃদু-মন্দ-সুরভিত পবনে সমগ্র পরিবেশটি প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে! মন্ত্ররাজ শরণের যেন কীরূপ বিহ্বল দশা—এমত সময়ে মন্ত্ররাজ শরণ চিন্ময় পুলকানন্দে দেখিলেন যে মহারাজজী মৃদু পাদ সঞ্চালনে তাঁহার সন্মুখে আসিয়া পরম সুখে উপবিষ্ট হইলেন। মহারাজজীকে দেখিবামাত্র মন্ত্ররাজ শরণ উৎকণ্ঠিত দশায় তাঁহার পাদপদ্মে বিমল করুণা ধারায় লুটাইয়া পড়িলেন।

ভক্তের অনন্য দশায় দ্রবিত হইয়া মহারাজজী সস্নেহে ভক্তের অবিন্যস্ত কেশরাশি আপন দিব্য করকমলে সঞ্চালন করিতে করিতে তাহাকে দিব্য মাধুর্য্যে শান্ত করিলেন। মন্ত্ররাজ শরণ মহারাজজীর নিকট আপন মনোগত বাঞ্ছা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন—হে প্রভু! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী—চিত্রকূট ধামে শ্রীসীতারামের নিত্য বিশ্রাম—আপনার দিব্য করুণায় আমার সেই পরম সৌভাগ্য প্রমুদিত হউক।

ভক্তের করুণাক্রন্দন শ্রবণ করতঃ মহারাজজী মুদিত হাস্যে ভক্তকে বলিলেন—ভগবান ভক্তের ইচ্ছা সদাই পূর্ণ করিয়া থাকেন!, মহা-

রাজজীর এই বিমল বাণী শেষ হইতে না হইতেই মন্ত্ররাজ শরণ দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই শুভক্ষণে ভক্ত দেখিলেন—নিত্য মহারাস-মণ্ডলে—অনন্ত দিব্য সখীমঞ্জরী পরিবৃত যুগল সরকার শ্রীসীতারামের চিন্ময় বিনোদানন্দপূর্ণ নিত্য রূপ। মন্ত্ররাজ শরণ আরও দেখিলেন যে সেই চিন্ময় বিলাসানন্দে—মহারাজজী নিত্য মাধুর্য্যে দিব্য লীলায় নিমজ্জিত।

মন্ত্ররাজ শরণ এক অব্যক্ত দশায় তাহার অন্তরের এই চিন্ময় অনুভূতি সায়রে সহসা কোথায় হারাইয়া গেলেন। ধ্যান যখন ভাঙিল মন্ত্র-রাজ শরণ দেখিলেন যে শ্রীযুগল সরকার সেথায় আর নাই—কেবল-মাত্র মহারাজজী চিন্ময় প্রশান্ত মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে বিরাজমান। মহারাজজী মন্দস্মিত মুখারবিন্দে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিয়া দর্শন ভায়া! অর্থাৎ—হে ভক্ত! তোমার দিব্য দর্শন লাভ হইয়াছে তো?

অব্যক্ত দশায় মন্ত্ররাজ শরণ কিছুই বলিতে পারলেন না—এক অচিন্ত্য আনন্দালোকে তাহার সমগ্র সত্তা যেন কীরূপ হইয়া গিয়াছে। মন্ত্ররাজ শরণ মহারাজজীর পদপ্রান্তে পুনরায় লুণ্ঠিত হইলেন—কিন্তু হায়। কোথায় তাঁহার মহারাজজী? জনশূন্য দিগন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতে মন্ত্ররাজ শরণ একাকী ধূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছেন।

এই অচিন্ত্য ধারায় নিদারুণ প্রেম ক্রন্দনে ভক্তের হৃদয় বিদারিত হইল! মহারাজজীর দিব্য স্মরণে—মহারাজজীর চিন্ময় প্রসঙ্গে—মন্ত্ররাজ শরণের ভিতর ও বাহির এক হইল। মন্ত্ররাজ শরণ উন্মত্তের ন্যায়—দিকে দিকে—পর্ব্বত শিখরে শিখরে—কুঞ্জে কুঞ্জে—প্রতি পুষ্প পরাগে মহা-রাজজীকে খুঁজিতে লাগিলেন। অনন্ত বিরহে মন্ত্ররাজ শরণের হৃদয়ে আজ প্রেম দাবানল প্রোজ্জ্বলিত হইয়াছে—মন্ত্ররাজ শরণ সর্ব্বত্র মহা-রাজজীর অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহার

মহারাজজী—কোথায় তাঁহার অচিন্ত্য সুখের নিত্য নিকুঞ্জ—কোথায় তাহার চিন্ময় ভজনানন্দের মোহন মুরতি ?

মন্ত্ররাজ শরণ আর অধিক চলিতে সক্ষম হইলেন না—পথের কঙ্কর কণ্টকে তাহার পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে—ক্ষতস্থানে অঝোর ধারায় রক্তপাত হইতেছে—কিন্তু মন্ত্ররাজ শরণের সেদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই—মন্ত্ররাজ শরণ একটি দিব্য সুরভিত পুষ্প পাদপতলে স্থির মানসে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজজীর মধুর রসালয়ে চির জাগ্রত—মন্ত্ররাজ শরণের বিহ্বল কণ্ঠে আজ কী মোদময় ধ্বনি আপনি স্ফুরিত হইল। বিবিধ কুসুম নিচয়ে একটি মাল্য গাঁথিতে গাঁথিতে মন্ত্ররাজ শরণ সহসা প্রেমপূরিত কণ্ঠে কাহার উদ্দেশ্যে গাহিয়া উঠিলেন –

* সেদিন যেমন করুণার ছলে এসেছিলে হরি,
আর কী তেমন আসিবে না ?
সেদিন যেমন বিজন আধারে জ্বেলেছিলে দীপ !
আর কী তেমন জ্বালিবে না ?

সেদিন যেমন প্রেমের বাদলে
অমিয় ধারায় ভুবন ভরালে
সে রসরাজ রূপে, হে কুঞ্জ স্বামিনী
আর কী লীলা করিবে না ?

সেদিন যেমন অজ্ঞ শিশু জ্ঞানে
শিখালে সুনীতি ভজন সুগানে
বারে বারে প্রভু শ্রীগুরু রূপেতে
আর কী তাহা শিখাবে না ?

* একটি প্রসিদ্ধ সংগীতের অন্য রূপ !

সেদিন যেমন চরণ পরশে
পাষাণ হৃদয় ভাসালে বিলাসে
ও পাবন তীর্থ চরণ রজে
আর কী ধন্য করিবে না ?

সেদিন যেমন দিব্য প্রকাশে
দেখালে যুগল মোহন বিলাসে
সে মঞ্জরী প্রেমে মগন করিয়া
আর কী জীবন ভবিবে না ?

এই দিব্য সঙ্গীত ধারায় মন্ত্রবাজ শবণ নিত্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন—মহারাজজীর চিন্ময় পরশে তাহার চিত্ত-মন সহসা নন্দিত হইল। মন্ত্ররাজ শরণ ইহার পর, চিন্ময় পুলকে মগ্ন হইয়া আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চার

মহারাজজীব শ্রীসাকেত যাত্রা উপলক্ষে সন্তগণেব জন্য যে ভাণ্ডাবা অনুষ্ঠিত হইল—সন্ত শিবোমণির চিন্ময় প্রেম করুণা ও দিব্য লীলা সমুজ্জ্বলে উৎসবটি—তাহা জন হৃদযে চিব অঙ্কিত হইয়া রহিল। বাস্তবিক সেই মধুব উৎসব রূপ দিব্য লীলা অঙ্গনটি—মহারাজজীর সাক্ষাৎ আবির্ভাবানন্দে যেন সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল—অনন্য মাধুর্য্যে তাহা উপস্থিত সকল সন্ত হৃদয়ে বেশ আপনি অনুভূত হইল ! বস্তুতঃ সমগ্র উৎসবটি মহারাজজীর চিন্ময় পরাপ্রকৃতিব দিব্য আধাবে অবলম্বিত হইয়া আপন মুগ্ধ গতিতে আপনি বহিয়া চলিল। বলা বাহুল্য দিগ্-দেশ-কাল রহিত এই চিন্ময়

পরিক্রমা—প্রেমে প্রেমে অখিল লোক যে অচিন্ত্য আনন্দে উদ্ভাসিত করিল—তাহাতে আর সন্দেহ কী !

মহারাজজীর দিব্য লীলার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে সেই মধুর প্রসঙ্গটি যথামতি আলোচিত হইতেছে।

মহারাজজীর প্রয়াণ তিথি উপলক্ষে মহারাজজীর অনন্য সেবক অবনীজা শরণ ভাণ্ডারার অয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আর্থিক সঙ্গতি কিছুই নাই—মহারাজজীর মুগ্ধ প্রপন্নতায় অবনীজা শরণ চিরদিন বিরাজ করিয়াছেন—এক্ষণে শূন্য হস্তে সন্তগণের ভাণ্ডারার আয়োজন করিয়াও—অবনীজা শরণ একান্ত চিন্তাশূন্য—একান্ত ক্ষেদ রহিত। অবনীজা শরণকে এতৎ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে অবনীজা শরণ পরম সাবলীল ভাবে যাহা বলিলেন—বাস্তবিক তাহা মহারাজজীর অনন্য করুণা প্রসাদ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে! অবনীজা শরণ পরম দ্বিধাশূন্য প্রসন্নময় চিত্তে বলিলেন—ভাণ্ডারা হোগা—লেকিন কৈসে হোগা উহ মৈ নহী জানতা। হনুমানজীকে কৃপাসে ভাণ্ডারা পুরা হোয়েগা! অর্থাৎ—ভাণ্ডারা সুচারু ভাবেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে—তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—কিন্তু কীরূপে যে তাহার সমগ্র ব্যবস্থা হইবে তাহা আমি ঠিক জানি না।

বাস্তবিক অবনীজা শরণের সিদ্ধ বিশ্বাস অচিরেই সত্যে পরিণত হইল। দেখিতে দেখিতে মহারাজজীর স্থানে ভারে ভারে দ্রব্যাদি আসিতে লাগিল—কত অপরিচিত ভক্ত মহারাজজীর ভাণ্ডারায় যথাশক্তি সেব অর্পন করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন!

ইহাই বাস্তবিক, মহারাজজীর গোপ্য লীলার শুভারম্ভ—এখনও নাট্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে—মহারাজজী যুগে যুগে মহাভাগবত রূপে অবতীর্ণ হইয়া যে নিত্য লীলায় ধরণী উদ্ভাসিত করিয়াছেন তাহার

মূর্ত্ত প্রমাণ স্বরূপ কত অপরিচিত ভক্ত মহারাজজীর তিথি উৎসবে দিব্য লীলা সুধা পানে তন্ময় চিত্ত হইলেন !

এক্ষণে ভাণ্ডারা তিথিতে সন্ত সমাগমে মহারাজজীর স্থানটি দেখিতে দেখিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল—কত বিচিত্র সাধু-সন্ত আপনি আসিয়া এই মহা সমারোহের দিব্য আনন্দ ধারা পান করিলেন। এই সকল চিন্ময় মহাত্মাবৃন্দ মহারাজজীর দিব্য গুণগানে আকণ্ঠপূর্ণ। মহারাজজীর ভক্তগণ—কোথা হইতে আগত এই অগণিত সাধুসজ্জনের দিব্য স্তুতিগানে বিস্মিত হইলেন—তাঁহারা এই সকল মহাত্মাবৃন্দকে পূর্ব্বে মহারাজজীর স্থানে কখনও দর্শন করেন নাই—আজ সহসা কাহার প্রেরণায় তাঁহারা এই দিব্য উৎসবে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? ইহার মধুর অন্তরালে মহারাজজীর সাক্ষাৎ আবির্ভাবের পূর্ণ প্রতিকৃতিটি - লোকে লোকে—দিব্য হৃদযে হৃদয়ে—যে অচিন্ত্য প্রেমলীলায় চির নিমগ্ন তাহা মহারাজজীর কৃপায় যথামতি আস্বাদন করতঃ ভক্তগণ দিব্য ভবানন্দে উদ্ভাসিত হইলেন। মহারাজজীর চিন্ময চরিত্রের বিন্দুমাত্র সুধাপানে তাহারা নিজ নিজ অনন্ত জীবন পূর্ণ করিলেন।

এই অকথ বিনোদানন্দের দিব্য পাদপীঠে মহারাজজীর চিন্ময প্রেমলীলা যে কী বিচিত্র তাহা অচিরেই প্রকাশিত হইল। ভক্তগণের প্রতি তাঁহরে অনন্ত কৃপার বাদলধারা বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভক্ত হৃদয়ে সিয়ারাম নামামৃতের চিন্ময় তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে— সকলেই দিব্য ভাবাবেশে নামকীর্ত্তনে যখন তন্ময় চিত্ত হইয়াছেন এমত সময়ে কোথা হইতে সহসা—ভক্ত সমাজে এক অপূর্ব্ব দিব্য তনুধারী ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর মূর্ত্তি আসিযা উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চিন্ময় কান্তিঝরা অঙ্গের সুষমা—তপ্ত কাঞ্চন সম তাঁহার দিব্য রূপ মাধুরী— তাঁহার মুখমণ্ডলে কী অপ্রাকৃত দিব্য জ্যোতি—তাঁহার নয়ন যুগল কী অপূর্ব্ব

রসময়! বাস্তবিক এই দিব্য দেহধারী—সর্ব্ব আশ্রম চিহ্ন বিহীন মুণ্ডিত মস্তক কিশোরটিকে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়—হৃদয় সহসা এক অজ্ঞাত ভাবানন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। সত্যই তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় তিনি যেন কোন্ এক দিব্য লোক হইতে সহসা মর্ত্যে আবির্ভূত হইলেন! তাঁহার পরম প্রসন্নময় মুখমণ্ডলে যেন অখণ্ড বিশ্ববাসীর তরে চিন্ময় করুণা অনন্ত প্রেমলাবণ্যে ঝরিয়া পড়িতেছে—কিন্তু তথাপি তাঁহার দিব্য তনুখানি এমত চিন্ময় আকর্ষণে অনুরঞ্জিত যে তাঁহাকে দেখিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া যে কেহ থাকিতে পারিবেন না—তাহা তাঁহার দিব্য আগমনে বেশ আপনি প্রস্ফুটিত হইল! তাঁহার আগমন মাত্রই সকলেই করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহার দিব্য প্রেমপূজা করিলেন।

দিব্য রূপধারী চিন্ময় কিশোরটির শুভাগমনে উৎসবের মধুর অঙ্গনটি এক্ষণে বেশ পরানন্দে মজিয়া উঠিয়াছে। একদিকে বিমল সন্তগণের মুদিত কণ্ঠের সিয়ারাম নামামৃতের ধারা—অন্যদিকে চিন্ময় পুরুষবরের অনন্ত মাধুর্য্য—এই দুইটি চিন্ময় সুষমাসিন্ধু এক্ষণে এক অখণ্ড সান্দ্রানন্দে মিলিত হইয়া—সমগ্র উৎসবটিকে পরাপ্রকৃতির অখণ্ড মাধুর্য্যে রূপায়িত করিল।

আগন্তুক কিশোরটি সন্তগণের সাথে বেশ কিছুক্ষণ নামকীর্ত্তন করিলেন—তৎপরে আপন বংশী বিনিন্দিত কণ্ঠে মহারাজজীর দিব্য লীলা-মাধুরী কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিলেন যে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড স্বামিনী শ্রীকিশোরীজীর লীলা তনু ধারণ করতঃ মহারাজজীর ধরণীতে আবির্ভাব—তথা তাঁহার চিন্ময় বাল লীলা—একাদশ বর্ষে তাঁহার গৃহত্যাগ—তৎপরে দক্ষিণের সমগ্র তীর্থ দর্শন তথা দিব্য সন্ত সংগ—তৎপরে মারুতি মহারাজের দিব্য কৃপা লাভ—তৎপরে চিত্রকূট ধাম গমন—তৎপরে দিব্য মহাত্মার চিন্ময় প্রসঙ্গে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মানুশীলন—তৎপরে শ্রীধাম মিথিলায় গমন—তৎপরে কাশীধাম সংকট মোচন মন্দিরে হনুমানজীর অখণ্ড সেবা—তৎপরে বিচিত্র

লোকচরিত্রে জনে জনে দিব্য প্রেমদান—তৎপরে চিন্ময় রসমাধুর্য্যে অনুরাগা গণের সহিত দিব্য লীলা—তথা দিব্য প্রেমদশায় নিত্যধামে গমন—তৎপরে শ্রীযুগল মহারাসমণ্ডলে নিত্য স্বরূপানন্দে প্রেমমঞ্জরী নামধেয়া মুগ্ধা কিশোরী রূপে দিব্য কৈঙ্কর্য্য লাভ প্রমুখ মহারাজজীর অখণ্ড চরিত্রটি কীর্ত্তন করিলেন!

অখণ্ড মাধুর্য্য মণ্ডিত দিব্য বালকের কণ্ঠে এই সমগ্র প্রেম কীর্ত্তনটি যেন নবীন ধারায়—নবীন রূপে জনচিত্ত উদ্বেল করিল · তাঁহারা অপলক নয়নে দিব্য শ্রীকিশোরটির মধুর মূর্ত্তি অবলোকন করিতে করিতে—মহারাজজীর চিন্ময় রূপ সাগরে একান্তভাবে নিমজ্জিত হইয়া দেখিলেন যে মহারাজজী অখণ্ড বৈভবে সিয়ারাম নামামৃতের সুধা নিকুঞ্জে চিরসুখে নিমগ্ন হইয়া—নিত্যরূপে—দিব্য রসাভাসে জন হৃদয়ে চিন্ময় রূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। ভক্তবৃন্দ সহসা যেন এক অচিন্ত্য লোকে নীত হইলেন—তাঁহারা সেই দিব্য দেশেও—চিন্ময় কিশোরটির কণ্ঠে যেন বেশ শুনিতে পাইতেছেন—

কী আর বলিব বল এ মধুর রূপ।
জ্ঞানানন্দের প্রেমানন্দের নিত্য সুধা কূপ॥
শ্রীরামলীলা হতে ইহা অধিক মধুময়।
জানকী-স্বরূপ ভিন্ন কে বুঝিবে হায়॥
সরল বিশ্বাস কর এ মধুর ভজন।
সিয়ারাম নামামৃত ভুঞ্জ অনুক্ষণ॥
শ্রীরাম মানস হ্রদের দিব্য শতদল।
ভকতি অরুণরাগে নিত্য ঝলমল॥
শ্রদ্ধা সুমতি সেবা দাস্য অবিকার।
বিবেক বৈরাগ্য রসের চিন্ময় আধার॥

এ পরম গুহ্য দিব্য চরিত মানস।
লোকাতীত গুণাতীত পুণীত সরস॥
অখণ্ড মাধুর্য্য রসের দিব্য পারাবার।
নিত্য জ্ঞান গুরু ভক্তির বিমল আগার॥
করুণা মধুর লতা চিন্ময় প্রকাশ।
সেবানন্দের দিব্য রূপ মোহন বিলাস॥
সুখদ সুন্দর অতি পরম মধুর।
প্রেমদান নাম গানে চিন্ময় চতুর॥
অভাগা আতুর যেবা খঞ্জ নয়ন বিহীন।
অথবা সুকৃতি সঞ্চয়ে যে পরম প্রবীণ॥
সকলের তরে সাধু দুহাত বাড়ায়ে।
আছেন দাঁড়ায়ে সদা নিত্য বরাভয়ে॥
তথাপি উচিত কথা কহি বারবার।
আচার্য্য মহান মার্গ করিয়া আধার॥
সন্ত পদে যার নাই প্রেম অনুরাগ,
কুতর্কী কুজন যেবা অতি দুখভাগ,
সিয়ারাম নাম রসে যার সুখ নাই,
ভাগবত কথা পানে যার রতি নাই,
তার কাছে এ তত্ত্ব কভু না কহিবে।
অথবা প্রচার হেতু কভু না গাহিবে॥
দিব্য কৃপায় যে জন লভিবে সুখ এ চিন্ময় কথায়।
তাহার অনন্ত জন্ম বলিহারী যাই॥

মহারাজজীর এই দিব্য আরতি মালায়— ভক্তবৃন্দ চিন্ময় প্রেমানন্দে

বিভোর হইয়াছেন—মহারাজজীব মুগ্ধ মায়ায় সকলেই দেহজ্ঞান হারাইয়াছেন। কতক্ষণ পরে যখন সমাধি ভাঙ্গিল তখন সকলে আশ্চর্যা চকিত নয়নে দেখিলেন—সেই দিব্য দেহধারী চিন্ময় কিশোরটি সকলের অলক্ষ্যে কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ এই অচিন্ত্য ঘটনায় পরম আশ্চর্য্য হইলেন—সকলেই মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে নিত্য লীলাবিহারী স্বয়ং শ্রীরঘুনাথ দিব্য রূপে মহারাজজীর চিন্ময় চরিত্র কীর্ত্তন করতঃ সমগ্র উৎসবটি মহারাজজীর দিব্য আবিভাবানন্দে মণ্ডিত করিলেন! সকলেই মহারাজজীর এই পরম পুলকময় দিব্য প্রকাশে উদ্ভাসিত হইয়া মধুময় সিয়ারাম নাম পীযূষ ধারায় নিমজ্জিত হইলেন।

বাস্তবিক মহারাজজীর দিব্য ভাণ্ডারা উৎসবটি অচিন্ত্য যোগাযোগ যে রসময় রূপ পরিগ্রহ করিল তাহার মুগ্ধ পরিচয়ে অনুরাগী হৃদয়ে সতত ভাসিয়া উঠে—তীর্থরাজ প্রয়াগ প্রান্তে ভাগবতাচার্য্য ভরদ্বাজ আশ্রমের নিত্য লোকের চিন্ময় কথা সরিৎ ধারা।

ভরদ্বাজের পুণীত আশ্রমে আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক শ্রীরাম চরিৎ মানস কীর্ত্তন করিতেছেন—তাঁহার বিমল প্রেমকণ্ঠে আনন্দকন্দ ভগবান শ্রীরামের দিব্য রসাল কথা শ্রবণ পান করিবার জন্য লোক লোক হইতে শম্ভুভবানী প্রমুখ দিব্য দেহধারী চিন্ময় মহাত্মাবৃন্দ গোপ্য বেষে সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক অজস্র প্রেম পুলক ধারায় যথামতি শ্রীরাম কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন! মহাত্মাবৃন্দ সেই দিব্য সুধাপানে দেহ জ্ঞান লুপ্ত হইয়া শ্রীরামময় হইয়াছেন—আনন্দে আনন্দে তাঁহাদের হৃদয় ঝর ঝর হইয়াছে—ভরদ্বাজের পুণীত আশ্রমটি চিন্ময় নামানন্দে মজিয়া উঠিয়াছে! দিব্য কথা শেষে মহাত্মাবৃন্দ পরানন্দময় চিত্তে এক্ষণে নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। ভরদ্বাজ আশ্রমের সেই চিন্ময় আনন্দ মঞ্জুল অভিরাম চিত্রটির কথা নিবেদন করতঃ মহাকবি স্বতোৎসারিত

ধারায় আপনি গাহিয়া উঠিলেন—

বাজন বাজে গহগহী ভবদ্বাজকে দ্বার।
সন্তন সব আশ্রম গয়ে শম্ভু গয়ে কৈলাস ॥

দিব্য যোগাযোগে মহারাজজীর দিব্য ভাণ্ডারা উৎসবটি সর্ব্বতোভাবে যে উপরি উক্ত বিহ্বল চিত্রের অপর একটি মঞ্জুল রূপে পরিণত হইয়াছে —তাহা বলিবার বিশেষ অপেক্ষা রাখে না।

মহারাজজীর দিব্য সেবক অবনীজা শরণ এতক্ষণে ভোগ আরতির আয়োজন করিয়াছেন—বাস্তবিক অবনীজা শরণ মহারাজজীর চিন্ময় কৃপা ভূষণে সদাই উদ্ভাসিত—মহারাজজীর চির মুদিত মোহন মূর্ত্তির দিব্য রূপ সুধা পান করিতে করিতে—মহারাজজীর চিন্ময় বাণী বৈভবে মহারাজজীর আরতি উদগীত করতঃ অবনীজা শরণ প্রেমানন্দে গাহিতেছেন --

আরতি সদ্গুরু কী করিয়ে, ধ্যান নখশিখ লৌ উব ধরিয়ে।
চরণ দোউ হরণ পাপরাশি, নমত জেহি ছুটত চৌরাশী ॥
পীত পট আঁচলা কোটি জোহৈ, উরহি তুলসীকা মাল দো সহৈ।
কর কমলহি মালা প্রভু ফেরত মন্ত্ররাজ ধরি ধ্যান।
শ্যামল গোর কিশোর যুগল ছবি, করত মধুপ মন পান ॥
ভাল ছবি তিলক দৃগণি ভরিয়ে, আরতি সদগুরু কী করিয়ে ॥
শীষ পর টোপ কোপহারী, লখত মোহত জগ নরনারী।
জন হৃদি বাস খাস বিশ্রাম পরম তত্ত্বকে রূপ ললাম ॥
মন্দ মন্দ মুস্কাত জননি লখি দয়া দৃগণিকে কোর।
শ্রীসিয়ারাম শরণ প্রদ ভয় হর, অস শ্রীসদ্গুরু মোর ॥
জাউঁ বলি জন্ম মরণ হরিয়ে, আরতি শ্রীসদ্গুরু কী করিয়ে ॥

অর্থাৎ— মন মোর— শ্রীসদগুরু কৃপাল সিন্ধুর আরতি কর কর ॥
আনন্দ ডগমগ চিত্ত মাঝারে নখশিখ মাধুরী হের ॥
চরণ কমল দয়া কী আর কহিব,
স্মরণ মাত্রে হরে পাপ অতীব,
পরশ প্রণামে যাঁর চুরাশী ঝর ঝর, আরতি দিব্য কর ॥
পীত অঞ্চল জটিত কোটি হের। তুলসিকা মাল দুই উর শোভা কর।
কর কমলে মধুর মধুর ঘুরে মাল চিত্ত মন্ত্ররাজে লয় ভেল।
শ্যামল গোর যুগল কিশোর রূপ মন মধুপ পান কর কর ॥

ললাট মধুর অতি শ্রীতিলক অঙ্কিত
চ্যুতি অমিয় দর দর - আরতি দিব্য কর ॥

শিব মুকুট শোভা সংশয় হারি। হেরিলে মোহিত হয় জগ নর নারী।
জন হৃদে নিত্য বিরাম। পরম তত্ত্বকে রূপ অভিরাম ॥
বালক ভক্ত হেরি
মন্দ মন্দ মুদিত হাস অধরে ঝর ঝরি
নয়ন তটে টলটল করুণা লহরী ॥

এমত অহেতু কৃপা কর
হে শ্রীসিয়ারাম শরণ প্রদ ভয়হর, দিব্য শ্রীগুরু মোর।
বার বার বলি যাই
জন্ম মরণ পাশ অবশে হর হর। আরতি দিব্য কর ॥

অবনীজা শরণের মধুময় কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সকল ভক্তবৃন্দ মহারাজজীর দিব্য আরতি উদ্গীত করিলেন! সকলেই যেন এই তন্ময়ং অনুষ্ঠানে মনে-প্রাণে মহারাজজীর দিব্য প্রেমসত্তার

করস লীলায় সমাশ্রিত হইয়াছেন—সকলেরই কণ্ঠে মহারাজজীর অভয় বরদান—সকলেই যেন দিব্য নামানন্দের মোহন পরশে—মহারাজজীর প্রকৃতির অনন্ত সুখময় ধারায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

মহারাজজীর সাক্ষাৎ করুণায় সমগ্র উৎসবটি মণ্ডিত হইয়া যেন মহারাজজীরই দিব্য রূপে লীলায়িত হইয়াছে—মহারাজজীই যেন সমগ্র উৎসবময় হইয়াছেন। বস্তুতঃ মহারাজজীর দিব্য আবির্ভাবে—মহারাজ- ... মুগ্ধ সৌরভে সমন্বিত হইয়া প্রসাদ দ্রব্যগুলি মধুর স্বাদ ও গন্ধ যুক্ত হইয়াছে।

অবনীজা শরণ মহারাজজীর এই পরম প্রেমময় পুলক পরশে দিব্য বাস্তরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। সিদ্ধ সেবক সামান্য বালক দশা হইতে রাজজীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন—মহারাজজীর বিচিত্র লীলায় তাঁহার অখণ্ড তনু-মন তৎতৎ বিমুগ্ধ দশায় লীলায়িত হইয়াছে - কত মুগ্ধ সংলাপে অবনীজা শরণের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে এই বিহ্বল অবসরে অবনীজা শরণ মানস নয়নে মহারাজজীর অখণ্ড রূপ দর্শনে তন্ময় হইয়াছেন। অবনীজা শরণ দিব্য দশায় মহারাজজীর কুঞ্জ অলিন্দে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মহারাজজীকে দর্শন করিলেন—আকাশ-বাতাসে গ্রহ-নক্ষত্রে বিহঙ্গ-পতঙ্গে—লোকে লোকে—সর্ব্বত্র মহারাজজী—দিব্য লীলায় চিন্ময় বিনোদ করিতেছেন!

সিদ্ধ সেবক এই মুগ্ধ দশায় কতক্ষণ নিমজ্জিত রহিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—ধ্যান যখন ভাঙ্গিল তখন বারাণসী পুরীতে গোধূলি লগ্ন নামিয়া আসিয়াছে—মন্দিরে মন্দিরে সান্ধ্য আরতির শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে—শঙ্কর মৌলি বিহারিণী সুরধুনী গঙ্গা মহারাজজীকে বক্ষে ধারণ করতঃ আনন্দের চিন্ময় ধ্বনি তুলিয়া সম্মুখে কুলুকুল রবে বহিয়া যাইতেছে। অবনীজা শরণ সেই সলিল ধারার কণে কণে যেন মহারাজজীর মূর্ত প্রকাশ দেখিতেছেন। তাঁহার চিত্ত ম

আজ সহসা দিব্য রূপের বাদল নামিয়াছে—তাঁহার অন্তরে আজ এ অশ্রুতপূর্ব্ব দিব্য গীতির পরশ জাগিয়াছে। মুগ্ধ হৃদয়ে ভক্ত শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া মহাকবির কণ্ঠে গাহি উঠিলেন—

মহারাজ! এ কী সাজে এলে হৃদয় পুর মাঝে।
চরণতলে কোটি শশী সূর্য্য মরে লাজে॥
গর্ব্ব সব টুটিয়া মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে॥

এ কী পুলক বেদনা বহিছে মধু বায়ে!
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে॥
পলক নাহি নয়নে হেরি না কিছু ভুবনে।
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে॥

এই দিব্য গীত সুধারসে অবনীজা শরণ সান্দ্রানন্দে মগ্ন হইলেন—নীল আকাশের দূর দিগন্তে হইতে চিন্ময় সন্ত কণ্ঠের মধুময় সিয়ারাম নামামৃতের কল্লোল ধারায় সিদ্ধ সেবক মহারাজজীর নিত্য সেবায় চির মগ্ন হইয়া রহিলেন।

ইতি—শ্রীসদগুরু চরিত মানসে অখিল শান্তি সম্পাদনে
সপ্তম নিবেদনং সমাপ্তম্।